বিবিধ ধর্ম্মসঙ্গীত

প্রথম সংস্করণ।

"নাহংবসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়েন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

২০৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, "অন্তঃপুর" প্রেসে,
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

ভূমিকা।

ছেলেবেলাকার শেখা গান গুলি, গাইতে বড় ভাল লা'গ্‌তো ব'লে মধ্যে মধ্যে গাইতুম। ১৭৮১ শকে ইং ১৮৫৯ সালে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হ'য়ে অব্‌ধি গান, উপাসনার একটী বিশেষ অঙ্গ ব'লে এই ৪৮ বচ্ছর প্রতিদিনই প্রায় গান গা'ই। কাকে বলে রাগ রাগিণী, কাকে বলে তাল, তা'র কিছুই বুঝ্‌তুমনা। (অ্যাথনো যে বুঝি তা' নয়) যখন য্যামন গাইতে শুনি তেমনি গাইতে চেষ্টা করি।

তা'রপর শকাব্দা ১৮২১ সন ১৩০৬ ইং ১৮৯৯ সালে, আমার ছেলে শ্রীমান প্রশান্ত কুমার সেন * বিজ্ঞান ও আইন শেখ্‌বার জন্যে যখন বিলেতে গেলেন, তখন কলিকাতা পটুয়াটোলা ৩নং রমানাথ মজুমদারের গলিতে "নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের" বাড়ীতে ৫। ৬ পাঁচ ছ' মাস থাকি। কোন রকম প্রচারের কায না ক'রে প্রচারের অন্ন খাওয়া অনুচিত বিবেচনায় "প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের" অনুমতি নিয়ে, নববিধান সমাজের "ব্রহ্মসঙ্গীত" বইখানিকে নবম সংস্করণের সময় নতুন রকমের সূচীপত্র ক'রে ছাপিয়েদিছ্‌লুম। পাঁচ ছ' মাসের পর ওখান থেকে বিদেয় হ'য়ে, ছেলে বিলেত্‌ থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত কলিকাতা কাঁসারীপাড়ায় আমার ছোট ভগিণীর বাড়ীতে ছিলুম। আমার মাঠাকুরুণও ভগিনীর বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে এসে অনেক-দিন থাকতেন। তাঁ'কে এবং ভগ্নীকে, ভক্ত রামপ্রসাদের, দাশু

* "প্রশান্তকুমার" স্বর্গীয় শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, এঁ'য়ার নাম করণের সময় এই নাম দিয়েছিলেন।

রায়ের গান, বাউলের গান, ও ব্রহ্মসঙ্গীত সময়ে সময়ে শোণাতুম। কিন্তু কোন রকম কায না ক'রে ৪ বচ্ছর ক্যামন ক'রে কাট্‌বে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হ'লো যে সেকেলে গান গুলো সব জোড়ো ক'রলে মন্দ হয়না। এই মনে ক'রে গানের খাতা খুলে বস্‌লুম, নানাপ্রকার গানের বই এখান থেকে ওখান থেকে জড় ক'রে নকল ক'রতে ক'রতে অ্যাক প্রকাণ্ড দপ্তর হ'য়ে উঠলো। ঐ সব গানের মধ্যে যখন যেটা মনে প'ড়তো, দপ্তরের মধ্যে কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া ভার হ'তো, তাই আপনার সুবিদেয় জন্যে মনগড়া অ্যাক রকম সুচীপত্র, তৈয়ের করেছিলুম। কিন্তু হ'লে হবে কি, অন্য কোথাও গেলে, কোন অ্যাকটা গান গাইতে গাইতে যখন তা'র দু অ্যাক কলি মনে না প'ড়তো, তখন বড়ই কষ্ট হ'তো, আর মনে হ'তো, হায়রে! এই গান্ গুলো যদি কোন প্রকারে ছাপিয়ে ফেল্‌তে পারি তা' হ'লে আর এ দুঃখু থাকেনা অ্যাকখানা বই হ'লে বগলে ক'রে ব্যাড়াই আর সব যায়গায় গান গেয়ে সুখীহই এবং অন্যকেও সুখী করি। অ্যাকখানা নতুন রকমের গানের বই ক'রবোই ক'রবো, মনে মনে এই স্থির ক'রে চা'র বচ্ছর ধ'রে নানাপ্রকার গান জড় কচ্ছিলুম। অ্যামন সময় দয়াময়ের কৃপায়, ছেলে বিলেত থেকে ফিরে এলো, এই পাড়ায় একটী বেশ ভাল বাড়ী পাওয়া গ্যাল (সেই বাড়ীতে অ্যাখনো আছি) পাড়ার লোক গুলি সব ভদ্র বাসুন্দে, কেবল আমিই এ পাড়ায় অ্যাকমাত্র বাঙ্গাড়ে। তা' যা'হ হোক্‌ সকলেই আমার প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগ্‌লেন. আশে পাঁশে সকলের সঙ্গেই খুব আত্মীয়তা হ'লো। ওর মধ্যে দু' অ্যাকজন আমার গান শুনে [illegible] "আহা অ্যামন সব গান! এ গুলো ছাপিয়ে

ফেলুন্না"। আমার কাছে তো ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় নেই, আমি স্পষ্টই ব'লতুম, যে আমার অ্যাত টাকা কোথায় যে নিজখরচে ছাপাই। উরিমধ্যে কেউ কেউ ব'লতেন যে অমুকের কাছে যা'ন্না, উনি বোধ হয় এবিষয়ের জন্যে আপনাকে সাহায্য ক'রতে পারেন।

গান গুলো ছাপানর জন্যে ইচ্ছেটা খুব বেড়ে উঠ্‌লো। উঠে প'ড়ে চেষ্টা ক'রলে ক্যানইবা না, হবে, এই রকম মনে ক'রে দু'অ্যাকজন বড় রকমের পবলিসারের কাছে গেলুম। কেউ বল্লেন, "আমাদের কাছে ওসব হবে না"; কেউ বা আমায় খাতিরে অ্যাকেবারে সাফ জবাব না দিয়ে বল্লেন্, "অ্যাখন প্রেসে ঢের কায, যখন কায টায কম থাক্‌বে তখন হতে পারে"। মনে বড় ঘেন্না হ'লো আর পবলিসরদের খোসামোদ ক'রতে ইচ্ছে হ'লোনা। কিছুদিন যায় হঠাৎ অ্যাকদিন এই পাড়ার অ্যাকজন ধনী বন্ধুকে জানালাম, তিনি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ১০০০৲ অ্যাকহাজার টাকা ধার দিলেন, তাই আজ আপনাদের হাতে এই বইখানি দিতে পাল্লুম। দয়াময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি যে তিনি আমার ঐ বন্ধুকে এবং তাঁ'র ছেলে মেয়েদের সুখে রাখুন, আর আমি য্যান তাঁ'র কাছে চির কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকি।

বই খানির নতুনত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা উচিৎ। এর সূচীপত্র নতুন রকমের করা হ'লো, বেশীর ভাগ নিজের জন্যে ও আমার মতন সঙ্গীত শাস্ত্রে যাঁ'রা অপটু তাঁ'দের জন্যে, অ্যাক রকম রাগ রাগিনীর তালিকা করিছি, যা'তে অ্যাক রাগিনীর ও অ্যাক তালের অ্যাকটা গান গাইতে পা'রলে, ঐ রাগিনীর এবং ঐ তালের সব গান গুলি গাইতে পার'বেন। গানের ভাষারও অনেক

অদল বদল করিছি, তা'তে কিন্তু গানের ভাবের কিছু বদল হয়নি। তা' যিনি যা' বলুন আর ভাবুন, আমার নিজের মনে কিন্তু অ্যাকটা সন্তোষ থাকলো যে আমি মুখ্খু সুখ্খু মানুষ হ'য়েও শেষ বয়েসে অ্যাকটা "নতুনকিছু" ক'রে গেলুম।

শেষ কালে অ্যাকটা কথা—পাছে বইখানি শেষ করবার আগেই ম'রে পড়ি, তাই তাড়াতাড়ি বা'র কল্লুম। অনেক ভুলটুল র'য়ে গ্যাল এবং অনেক পুরোনো গান বাদ প'ড়লো। যদি আর কিছুদিন বাঁচি তো এই বই আবার ছাপাবার সময় সব সুধরে নেবার চেষ্টা করবো। বন্ধুরা নিজ নিজ গুণে য্যান সব অপরাধ ক্ষমা করেন, এবং তাঁদের জানা পুরোনো গানগুলি আমার কাছে পাঠিয়ে দ্যান।

কলিকাতা,
২৬নং বিডন ষ্ট্রীট
১৮২৯শক, ১৫শ্রাবণ।

সেবক
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন।

যেখানে যেখানে এই গানের বই কিনতে পাওয়া যাবে তা'র নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া গ্যাল।

কলিকাতা,

২৫ নং করণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বি, ব্যানারজির বইয়ের দোকান।
৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, এস্, কে, লাহিড়ীর ঐ
৫৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট এস, সি, আড্ডীর ঐ
২৬ নং বিডনষ্ট্রীটেও পাবেন।

প্রত্যেক বইখানার দাম, ২৲ দু' টাকা।

।।পয়ে

রাগরাগিণীর সময়।

ললিত,—(রাত্রি, চতুর্থ প্রহর) ৩টা হইতে ভোর ৬টা পর্য্যন্ত।

বিভাষ ও ভয়রোঁ (দিবা ১ম প্রহর) প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

ভৈরব,—ভৈরবী, আশা, কানেড়া, কাফি, খট, রামকেলী (দিবা ১ম ও ২য় প্রহর) প্রাতে ৬টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।

আলেয়া,—আসোয়ারী, কুকব, টোড়ি, দেবগিরি, বেলওয়ার, সরফরদা, সারঙ্গ (দিবা ২য় প্রহর) ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।

মুলতান,—(দিবা, ৩য় ও ৪র্থ প্রহর) ১২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।

পুরবী,—গৌরী, ধুন (দিবা, চতুর্থ প্রহর) ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।

ইমন ও ইমনকল্যান,—কেদারা, ছায়ানট, হাম্বির, খাম্বাজ (রাত্রি, ১ম প্রহর) ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত।

পিলু,—মল্লার, বসন্ত-বাহার, বারোয়াঁ, মিয়ামল্লার, মেঘ (রাত্রি ১ম ও ২য় প্রহর) অপরাহ্ণ ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত।

জয়জয়ন্তী,—ঝিঁঝিট, দেশ, পাহাড়ী, বাহার, পরজ ও পরজ-বাহার, বাগশ্রী, মালকোশ, ঝুম, সাহানা, সিন্ধু, সুরট মল্লার (রাত্রি, ২য় প্রহর) ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।

বেহাগ,—(রাত্রি, ২য় ও ৩য় প্রহর) ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত।

সোহিনীবাহার,—(রাত্রি, ৩য় ও ৪র্থ প্রহর) ১২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।

রাগরাগিণীর তালিকা।

গানের বইয়ের "বিবিধ সঙ্গীত" অংশের ১৬ ভাগ।

সূচীপত্র।

* কেহ কেহ বলেন এইটী আশুতোষ দেবের রচিত।

বিষয়ের সূচীপত্র।

বিবিধ ধৰ্ম্ম সঙ্গীত।

প্রসাদী—একতালা। *

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করি।
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে মা, এতো আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যা'র কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি,
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁ'রি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, তবু শিবের মাইনে ভারী,
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি,
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই ল'য়ে আমি মরি,
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥ ১॥

রামপ্রসাদ সেন।

প্রসাদী—একতালা।

আমি ঐ খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় গো চুরি।
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি,
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরী।

* প্রবাদ আছে রামপ্রসাদ সেনের এই প্রথম গান।

কিছু দিলেনা, পেলেনা, নিলেনা, খেলেনা, সে দোষ কি আমারি,
যদি দিতে, পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি।
যশ অপযশ, সুরস কুরস, সকল রস তোমারি.
(ওগো) রসে থেকে রসভঙ্গ, ক্যান কর রসেশ্বরি ॥ ২ ॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুঃখ মা, আর কত তাই।
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই,
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে ব্যাড়াই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই,
ছাখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥৩॥ ঐ

—————

প্রসাদী—একতালা।

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় ক'রেছ গো মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি,
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী।
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।

নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম-ভূষণ পরি,
(ওমা) কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী।
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত ক্যান হ'লে ভারী,
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥ ৪ ॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

আমি নই আটাশে ছেলে।
ভয়ে ভুল্‌বনাকো চোখ রাঙালে।
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে,
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে,
এবার ক'রবো নালিশ নাথের কাছে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে।
জানাইব ক্যামন ছেলে, মকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
যখন গুরুদত্ত দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল কালে।
মায়ে পোয়ে মকদ্দমা, ধুম হ'বে রামপ্রসাদ বলে,
আমি ক্ষান্ত হ'ব, যখন আমায়, শান্ত ক'রে লবে কোলে ॥ ৫ ॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

আয় মন ব্যাড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু-তলে গেলে, চা'র ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তা'র নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি,
(ওরে) বিবেক নামে তা'র পুত্র, তত্ত্বকথা তা'য় সুধাবি।

অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি,
যখন দুই সতীনে পিরীত হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি,
যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধ'রে র'বি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি,
যদি না মানে নিষেধ তা'রা, তীক্ষ্ণ খড়্গে বলি দিবি।
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে হ'তে খ্যাদাইবি,
যদি না মানে প্রবোধ, তবে জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি।
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি,
তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি॥ ৬॥ ঐ

(প্রসাদী) জংলা—একতালা।

আর কায কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃদকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
(ওরে) কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তা'র মাথা ব্যথা,
(ওরে) অনলে দাহন যথা, হয় রে তুলারাশি।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃ ঋণে পাবে ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তা'র গয়া শুনে হাসি।
কাশীতে মারলে মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তা'র দাসী।

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ৭ ॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

আর ভুলালে ভুল্‌বোনা গো।
আমি অভয় পদ সার ক'রেছি, ভয়ে হেল্‌বো দুল্‌বোনা গো।
বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে, বিষের কূপে উল্‌বোনা গো,
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুল্‌বোনা গো।
ধনলোভে মত্ত হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বোনা গো,
আশাবায়ুগ্রস্ত হ'য়ে, মনের কথা খুল্‌বোনা গো।
মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌বোনা গো,
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘূলবোনা গো ॥ ৮ ॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি ক'র্‌বো কৃষি।
ওগো, এ ভব সংসারে আসি।
দেহ জমীন জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি,
মা গো, যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হ'লে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি,
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে, মুক্ত কর গো মুক্তকেশি।

কাম আদি ছয়টা বলদ, বইতে পারে অহর্নিশি,
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি।
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী,
আমার মনের বাসনা, তোমার ও রাঙ্গা চরণে মিসি॥ ৯॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

এবার আমি ভাল্ ভেবেছি।
ভালো ভাবির কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি,
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা ক'রেছি।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি,
এবার যা'র ঘুম তা'রে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি,
এবার মন-মন্দির মেজে দেব, মনে এই আশা ক'রেছি।
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধ'রেছি,
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥১০॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

এবার কালি কুলাইব।
কালি ক'সে কালী বুঝে লব।
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, ক্যামন ক'রে তা'য় রাখিব,
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য ক'রে, হৃদি পদ্মে নাচাইব।

কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব,
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাঁটা, সে কটাকে কেটে দেব।
কালী ভেবে কালি হোয়ে, কালী ব'লে কাল কাটাব,
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চ'লে যাব।
প্রসাদ বলে আর ক্যান মা, আর কত গো প্রকাশিব,
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী কালী না ছাড়িব ॥১১॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

এবার বাজি ভোর হ'ল।
মন, কি খ্যালা খেলিবে বল।
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল,
এবার বোড়ের ঘর ক'রে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল।
দুট অশ্ব, দুট গজ, ঘরে ব'সে কাল কাটাল,
তা'রা চ'লতে পারে সকল ঘরে, তবে ক্যান অচল হ'ল।
দুখান তরী নিমক ভরা, বাদাম তুলে না চলিল,
(ওরে) এমন সুবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরী ঘাটে র'ল।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল,
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে, পীলের কিস্তে মাত্ হ'ল ॥১২॥ ঐ

(প্রসাদী) সিন্ধুকাফি—আড়াঠেকা।

এমন দিন কি হবে তারা।
(যবে) তারা, তারা, তারা, ব'লে, দু নয়নে পড়বে ধারা।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, (আমার) মনের আঁধার যাবে ছুটে, (মা)
অমনি পড়্‌বো ধরায় লুটে, তারা ব'লে হব সারা।

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, (আমার) ঘুচে যাবে মনের খেদ, (মা)
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে (আমার) মা বিরাজেন সর্ব্ব ঘটে,
ওরে! আঁখি অন্ধ ভাখ্ রে মাকে, (মা আমার) তিমিরে
তিমির হরা॥১৩॥ ঐ

(প্রসাদী) ললিত-বিভাস—একতালা।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র সার হ'লো;
য্যামন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো।
মা, নিম খাওয়ালি চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো,
(ওমা) মিঠের লোভে তেত মুখে, সারা দিনটা গ্যালো।
মা খেল্‌বি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে, নাবালি ভূতলো,
এবার, যে খ্যালা খ্যালালি মা গো, আশা না পূরিলো।
রামপ্রসাদ বলে ভবের খ্যালায়, যা হ'বার তাই হ'লো,
এখন সন্ধ্যা ব্যালায়, কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥১৪॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

গ্যাল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
আমি কাজ হারালাম কালের বশে।
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারাসুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে,
সেই ভাই বন্ধু দারাসুত, নির্দ্ধন ব'লে সবাই রোষে।

যম আসি শিয়রে ব'সে, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে,
তখন সাজিয়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দেবে দণ্ডী বেশে।
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যা'র যাবে আপন বাসে,
রামপ্রসাদ ম'লো কান্না গ্যাল, অন্ন খাবে আনায়াসে॥ ১৫॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

ডুব দে মন, কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চা'র ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে,
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়িয়ে পাবে, শিব যুক্তি মতন চে'লে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, তা'রা আহার লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলুদ গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তা'র গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, প'ড়ে আছে সেই জলে,
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে, মিলবে রতন থোলে থোলে॥১৬॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন, আয় রে ছুটে।
তারা নামে পা'ল খাটিয়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরে দে রে কেটে।

বাজারে বাজার কর মন, মিছে ক্যান ব্যাড়াও ছুটে,
ভবের ব্যালা গ্যালো, সন্ধ্যা হ'ল, কি ক'রবে আর ভবের হাটে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে,
(ওরে) এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া-বেড়ী কেটে ॥১৭॥ ঐ

(প্রসাদী) ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকি, রে।
আমার বিপদ কালে ব্রহ্মময়ী, আসেন কি না আসেন দেখি, রে।
ল'য়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, তা'র একটা ভাবনা কি, রে,
তবে তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখি, রে।
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা,
আমি কখনো নাতান্ কখনো সাতান্, কখনো বাকীর দায়ে না ঠেকি,রে।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি বুঝিতে পারে,
যাঁ'র ত্রিলোচন না পেলেন তত্ত্ব, আমি অন্ত পাবো কি রে ॥১৮॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

দেখি মা, ক্যামন ক'রে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা (মোয়া) নয় যে, ফাঁকি দিয়ে-কে'ড়ে খাবা।
এমন ছাপান্ ছাপাইব, মাগো, খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা,
বৎস পাছে গাভী য্যামন, তেমনি পাছে পাছে ধা'বা।
প্রসাদ বলে ফাঁকি জুঁকি, মাগো, দিতে পার পেলে হাবা,
আমায় যদি না তরাও মা,(তবে) শিব হবে তোমার বাবা ॥১৯॥ঐ

প্রসাদী—একতালা।

নিতি তোর বুঝাবে কেটা।
বুঝেও বুঝ্‌লিনে রে ও মন ঠ্যাটা
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোটা,
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে ক'সে, কোথা রবে তোর খুড়ো জ্যাটা।
মরণ সময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চ্যাটা,
(ওরে) সেখানেতে তোর নামেতে, আছে রে যে জাব্‌দা আঁটা।
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা,
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে, ঘুচোরে সংসারের ল্যাটা ॥২০॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

বল্‌ দেখি ভাই, কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে।
বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে,
(ওরে) শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য ক'রে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস ক'রেছি, পঞ্চজনে মিলে জুলে,
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি, যে যা'র স্থানে যাবে চ'লে
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে,
য্যামন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে ॥২১॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

বল মা তারা দোষী কিসে।

ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি ব'সে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাক্‌বনা আর এমন দেশে,
আমায় কুলালচক্রে ঘুরিয়ে মারে, চিন্তারাম চাপ্‌রাশী এসে।
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি ব'সে,
কিন্তু এমন কল করেছ কালি, বেঁধে রাখে মায়াপাশে।
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাষে,
আমার সেই যে কালী! মনের কালি হলেম কালি তা'র বিষে ॥২২॥ ঐ

(প্রসাদী) পিলু বাহার—যৎ।

ভবে আসা খেলতে পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি প'লো।
পো-বারো আঠারো ষোলো, যুগে যুগে এলাম ভালো,
শেষে কচে-বারো প'ড়ে মা গো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হ'লো।
ছ দুই আট, ছ চা'র দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খ্যালাতে না হ'লো যশ, এবার বাজী ভোর হ'লো ॥২৩॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন ক'রো না দ্বেষা দ্বেষী।

যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।

আমি বেদাগম পুরাণে, কর্‌লাম কত খোজ তালাসি,
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী।

শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী,
শ্মশানবাসিনী বাসী, আযোধ্যা গোকুল নিবাসী।
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী,
য্যামন অনুজ সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী।
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি,
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥২৪॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন, ক'রো না সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা।
হোয়ে ধর্ম্ম-তনয় ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা,
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন, সুখের আশা বড় কসা।
হরিষে বিষাদ আছে মন, ক'রোনা এ কথায় গোঁসা,
(ওরে) সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা।
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, ক'রে পুরাইবে আশা,
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, অ্যাড়াবেনা রতি মাসা।
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে ক্যান হওরে চাষা,
(ওরে) মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥২৫॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন ক্যানরে ভাবিস্ এত।
য্যামন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবচো ব'সে, কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত,
(ওরে) কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত।
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত,
(ওরে) তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত।
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হ'লিরে পাগলের মত,
(ও মন) মা আছেন যা'র ব্রহ্মময়ী, কা'র ভয়ে সে হয় রে ভীত
মিছে ক্যান ভাবো দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত,
য্যামন জাগরণে ভয়ং নাস্তি, হবেরে তোর তেম্নি মত।
দীন রামপ্রসাদে বলে, মন কররে মনের মত,
(ও মন) গুরুদত্ত তত্ব কর, কি করিবে রবিসুত ॥২৬॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে।
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে,
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিসনারে ব'সে ব'সে।
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে নিশে,
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবেনা আর কাল বিষে।
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে ক'সে,
দীন রাম প্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আসে ॥২৭॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন তোমার এ ভ্রম গ্যালনা।
কালী ক্যামন তা চেয়ে দেখলেনা।
(ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা,
তুমি মাটীর মূর্ত্তি গ'ড়ে কিরে, ক'রতে চাও তাঁ'র উপাসনা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা,
ওরে কোন লাজে সাজাতে চা'স তাঁ'র, দিয়ে ছার ডাকের গহণা।
জগংকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা,
ওরে,কোন লাজে খাওয়াতে চা'স তাঁ'র,আলো চা'ল আর বুট ভিজানা
জগতে পালিছেন যে মা, পশু পক্ষী কীট নানা,
ওরে' ক্যামনে দিতে চ'াস বলি,মেষ মহিষ আর ছাগল.ছানা ॥২৮॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা

মন তোর কৃষি কাজ এসে না।
এমন মানব জমী রইল পতিত, আবাদ কল্লে ফলতো সোণা।
কালী নামে দাওরে ব্যাড়া, ফসলে তছরূপ হবেনা;
আমার মুক্ত কেশীর শক্ত ব্যাড়া, তা'র কাছেতে যম জাবেনা।
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা, বাজাপ্ত হবে জাননা;
এখন আপন ভেবে যতন ক'রে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা।
গুরুবীজ কররে রোপন, ভক্তি বারি ছেঁচে দেনা,
(ওরে) একা যদি না পারিস তো, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা ॥২৯ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা ক্যানে।
একবার কালী কালী ব'লে বোস রে ধ্যানে।
জাঁক জমকে কল্লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে,
তুমি লুকিয়ে তাঁ'রে ক'রবে পূজা, জানবেনারে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা ক'রে, বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
আলো চা'ল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁ'রে, তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোসনাইয়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে, দাওনা জলুক নিশি দিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী জয়কালী ব'লে, বলি দাও ষড় রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে,
তুমি জয়কালী বলি, দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥৩০॥ এ

প্রসাদী—একতালা।

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি।
যা পড়াই তাই পড় মন, প'ড়লে শুনলে দুধি ভাতি,
(ওরে) জাননা কি ডাকের কথা, না প'ড়লে ঠ্যাঙ্গার গুতি।
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি,
(ওরে) পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি

উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে ক্যান ব্যাড়াও ক্ষিতি,
ওরে) গাছের ফলে ক'দিন চলে, কর রে চা'র ফলের স্থিতি।
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শুন যুকতি,
ওরে) ব'সে মূলে, কালী ব'লে, গাছ নাড়া দাও নিতি নিতি ॥৩১॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন রে, তোর চরণ ধরি।
কালী ব'লে ডাক রে ও মন, তিনি ভবপারের তরী।
কালী নামটা বড় মিঠা, বলো রে দিবা শর্ব্বরী,
ওরে) যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি।
দীন রামপ্রসাদ বলে, কালী ব'লে যাব তরি,
তিনি তনয় ব'লে দয়া ক'রে, তরাবেন এ ভব-বারি ॥৩২॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মন হারালি কাযের গোড়া।
তুমি দিবা নিশি, ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া।
টাকা কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া,
তুই কাঁচ মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া!
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তা'র বাড়া,
মিছে এ দেশ সে দেশ কর রে ভাই, বিধিলিপি কপাল জোড়া।
কাল্ কর্‌ছে হৃদয়ে বাস, বাড়্‌চে য্যান শালের কোঁড়া,
ওরে, সেই কালেরে কর বিনাশ, নাম ধর রে মন্ত্র সোঁড়া।
প্রসাদ বলে ভাব্‌ছ কি মন, (তুমি) পাঁচশোয়ারের তুর্কী ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে প্যাঁচাপেঁচি, তোমায় কর্‌বে তোলাপাড়া ॥৩৩॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মর্‌লেম ভূতের ব্যাগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি ব্যাগার খেটে;
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চ ভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে;
তা'রা কা'রও কথা কেউ শোনে না, দিন তো আমার গ্যাল ঘেটে।
য্যামন অন্ধ জনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে;
আমি তেম্নি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে;
প্রাণ যাবার ব্যালা এই ক'রো মা, যান ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে ॥৩৪॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মা! আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।
ভবের গাছে জুতে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত;
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত।
"মা" শব্দ মমতা যুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত;
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ত'রে গ্যাল পাপী কত;
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো;
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥৩৫॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ;
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তা'র হাতে মা কোথা বাঁচ।
বুঝে ভার দ্যায় মা যে জন, তা'র ভার নিতে হাঁচ;
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভোলে পেয়ে কাঁচ।
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল ছাঁচ;
তুমি সেই ছাঁচে নির্ম্মিতা হোয়ে, মনোময়ী হ'য়ে নাচ ॥৩৬॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মা গো আমার কপাল দূষী।
দূষী বটে গো ও আনন্দময়ি।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হ'য়ে, যেতে নারলাম বারাণসী,
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী।
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি;
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্ম কর্ম্ম, পাপ ক'রেছি রাশি রাশি;
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে র'য়েছি ব'সি।
জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি;
আমার এ কুল ও কুল দু'কুল গ্যাল, অকূল পাথারে ভাসি ॥৩৭॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

(মা তোদের) ক্ষ্যাপার হাট বাজার।

গুণের কথা কব কা'র।

তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে, কেউ বা মাথায় চড়ো তাঁ'র।

কর্ত্তা যিনি ক্ষ্যাপা তিনি, ক্ষ্যাপার মূলাধার; (মা তারা)

চাক্‌লা ছাড়া চ্যালা দুটো, সঙ্গে অনিবার।

গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্ কদাচার; (মা তবা)

মণি মুক্ত ছেড়ে পরিস্ গলে, নর-শির-হার।

শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কা'র বা ধারিস্ ধার; (মা তারা)

রামপ্রসাদকে ভব ঘোরে, কর্ত্তে হবে পার ॥৩৮॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মা মা ব'লে আর ডাক্‌বোনা।

ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।

ছিলেম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশি;

ঘরে ঘরে যাবো, ভিক্ষা মেগে খাবো,

মা ব'লে আর কোলে যাবোনা।

ডাকি বারে বারে মা মা ব'লিয়ে, মা কি র'য়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,

মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে, মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচেনা।

ভণে রামপ্রসাদ মায়ের একি সূত্র, মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু

দিবা নিশি ভাবি আর কি করিবি,

দিবি দিবি পুন জঠর-যন্ত্রণা ॥৩৯॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মায়ের এমনি বিচার বটে।

যে জন দিবা নিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ্ ঘটে।
হুজুরেতে আর্‌জি দিয়ে মা, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে;
কবে আদালত শোনানী হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে।
সওয়াল জবাব ক'র্‌বো কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে;
ও মা! ভরসা কেবল শিববাক্য, ঐক্য বেদাগমে বটে।
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে;
যেন অন্তিম কালে দুর্গা ব'লে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥৪০॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

মায়ের চরণ তলে স্থান লবো।

আমি অসময়ে কোথা যাবো।

ঘরে যায়গা না হয় যদি, বাইরে রবো ক্ষতি কি গো;
মায়ের নাম ভরসা ক'রে, উপবাসী হ'য়ে প'ড়ে র'বো।
প্রসাদ বলে মা আমায়, বিদায় দিলেও নাহি যাবো;
দুই বাহু প্রসারিয়ে, চরণতলে প'ড়ে প্রাণ ত্যজিব ॥৪১॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

যা রে শমন যা রে ফিরি।

ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি।

পাপ পুণ্যের বিচার করে, তোর যম হয় কালেক্টরী;
আমার পুণ্যের দফা সব শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী;
আমার কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা, চ'লে যাব কৈলাস পুরী ॥৪২॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

সামাল্! সামাল্! ডুব্‌লো তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত।
জীর্ণ তরী তুফান ভারী, বইতে নারি ভয়ে মরি;
ঐ যে দেহের মধ্যে ছটা রিপু, (এবার) তা'রাই কচ্চে দাগাদারী
এনেছিলে ব'সে খেলে মন, মহাজনের মূল খোয়ালি,
যখন হিসাব ক'রে দিতে হবে মন, তখন তহবিল যাবে হারি।
দীন রামপ্রসাদ বলে মন, নীরে বুঝি ডুবায় তরী;
তুমি পরের ঘরে হিসাব কর, আপন ঘরে যায় যে চুরি ॥৪৩॥ ঐ

প্রসাদী—একতালা।

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা।
ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই বহনা।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ;
মন রে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা।
কাণে যদি ঢোকে জল, বা'র করে যে জানে কল;
মন রে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা।
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাঁচে যত্ন;
মনরে শ্রীনাথ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোলনা।
অপুত্র জন্মিল নাতি, বুড়ো দাদা দিদি ধাতী;
মনরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে;
মনরে সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা ॥৪৪॥ ঐ

প্রসাদী—পিলুবাহার—খং।

সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
(আমার) মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি তা'য় মশলা দিয়ে, মা;
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা, মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥৪৫॥ ঐ

প্রসাদী সুরে।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কি আশায় মন আছ ভুলে।
তোমার হবেনা তৃষ্ণা নিবারণ, বিষয় মরীচিকার জলে।
কেহ নহে কা'র সকল ফাঁকী, দ্যাখ একবার মুদে আঁখি;
এই ভবের ম্যালা মায়ার খ্যালা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে চ'লে।
ষড় রিপুর সেবা ক'রে, সুখ পাবেনা কোন কালে;
তবে মিছে ক্যান বিড়ম্বনা, দুধের তৃষ্ণা কি ভাঙ্গে ঘোলে।
হরিনামামৃত সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা;
প্রেমদাসে ভণে, নাম বিহনে, গতি নাই ভাই অন্তিম কালে ॥৪৬॥
ত্রৈ, না, সা।

প্রসাদী সুর—একতালা।

মিছে আর ক্যান ভাবনা।
ও মন ভেবে ত কভু কূল পাবেনা।
ভেবেই বা কি ক'র্‌বে বল, ক্ষমতায় ত কুলাবেনা;
এই অনন্ত বিশ্ব মাঝারে, তুমি ক্ষুদ্র কীট বইতনা।

সর্ব্ব মূলাধার যিনি, তাঁ'রে ক্যান ভার দাওনা ;
হ'য়ে অবিশ্বাসী, দিবানিশি, ক'রোনা বৃথা সূচনা।
স্বয়ং হরি নিরবধি, ভাবিছেন জীবের ভাবনা ;
ছেড়ে কুটিল বুদ্ধি, মন্দমতি, কর তাঁ'র উপাসনা ॥৪৭॥

ত্রৈ. না. সা।

প্রসাদী সুর—একতালা।

লও মন বৈরাগ্য ব্রত।

হয়ে বিষয়ের কীট, পাপের অধীন, থাকিবে আর বল কত॥
সুখের লোভে ঘুরে ঘুরে, এতদিন ব্যাড়াইলে ত,
এখন বাপের সুপুত্র হ'য়ে, হও তাঁ'র শরণাগত।
বাসনা থাকিতে কভু, ভাবনা ঘুচিবেনাত,
ও মন ভাবনা চিন্তা না ঘুচিলে, সুখশান্তি পাবেনাত।
ভক্তিজটা শিরে ধরি, বিনয়ে হও অবনত ;
মাখি প্রেমের বিভূতি অঙ্গে, ভজ নিত্য ব্রহ্মপদ।
সংসারে নির্লিপ্ত থাক পদ্মপাতের জলের মত ;
ও মন পরের সুখে হ'য়ে সুখী, কর জগতের হিত ॥৪৮॥

ত্রৈ না. সা।

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমার আমার আমি আমি।
ব'লে ক'রবো আর কত পাগলামী।
তোমার সংসার তুমি চালাও মা, নিত্য দেখি শুনি আমি ;
ওমা তোমার খেয়ে তোমার প'রে, ক'রতেছি নিমক হারামী।

আমার সংসার আমি চালাই, রোজগার ক'রে আনি আমি ;
ব'লে অহংকর্ত্তা অহংভর্ত্তা, হচ্চি কেবল অধোগামী।
আমি বড় হবার আশে, কর্তেছি কত ভণ্ডামী ;
তাতো হৃদয় মাঝে থেকে সদাই, দেখছো সব অন্তর্যামী।
ইন্দ্রিয়ের রাজা হ'য়ে, কর্তেছি তা'দের গোলামী ;
তা'রা দাস না হ'য়ে, প্রভু হ'য়ে দিতেছে আক্কেল ছেলামী ;
"কাঁচা আমি" ঘুচে গিয়ে, কবে হব "পাকা আমি" ;
কবে দাস হ'য়ে থাকবো প'ড়ে, ত্যজে গোঁড়ামী পাকামী ॥৪৯॥

কু. বি. দেব।

প্রসাদী সুর—একতালা।

আর কি কা'রেও ভয় করিব। (মা)
আমি হইয়ে বিশ্বাসী ভক্ত,ঐ চরণ তলে প'ড়ে রব।
অবিশ্বাসীর যে যাতনা, সে যাতনা কতই সব ;
এবার অভয় চরণ হৃদে রেখে, নির্ভয় হ'য়ে ব্যাড়াইব।
বিড়ালের শাবকের মত, কেবল মা ব'লে ডাকিব ;
তুমি যে ভাবে যথায় রাখিবে, সেই ভাবে তথায় থাকিব।
নিজের উপর নির্ভর ক'রে, হ'য়েছি মা পরাভব ;
এখন তোমার সংসার তোমার দিয়ে, সংসারী বৈরাগী হব।
বিশ্বাসবৃক্ষে যে ফল ফলে, সে ফল আর ক'র কাছে পাব ;
এই পাপ জীবনে দ্যাখাও মাগো, সকল লোককে দ্যাখাইব ॥৫০॥

কু. বি দেব।

প্রসাদী সুর—একতালা

এতদিনে বুঝেছি সার।
একা কোন গুণই নাইকো আমার।
তোমার সঙ্গে যতই থাকি, ততই আদর বাড়ে আমার;
কিন্তু তোমার সঙ্গ ছাড়া হ'লে, কিছুমাত্র থাকে না আর।
অঙ্গের সঙ্গে থাকলে দেখি, দন্তের আদর কেশের বাহার;
কিন্তু অঙ্গ ছাড়া হ'লে পরে, কেহই তা'রে ছোঁয়নাকো আর।
একের সঙ্গে থাকলে শূন্য, অসংখ্য মান্য বাড়ে তা'র;
কিন্তু এক ছাড়া হইলে শূন্য, গণনায় গণ্য হয়না আর।
আমিতো ঠিক শূন্যের মত, অপদার্থ অলীক অসার;
কিন্তু যতই থাকবো তোমার সঙ্গে, ততই সংখ্যা বা'ড়বে আমার।
যে শূন্য নয় গণ্য মধ্যে, একের সঙ্গে যোগ হ'লে তা'র;
সে যে ক্রমে মহা সংখ্যা হ'য়ে, সংখ্যাতীত হয় গণনার।
যতই আমি ক্রমে ক্রমে, দাসের দাস হইব তোমার;
ততই দূরের শূন্যের মত আমি, অতীত হব গণনার।৫১॥

কু. বি. দেব।

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার দেখি বিপদ ভারী।
আজো পুণ্যের পুণ্যে নাইকো আমায়,
হ'য়ে এলো দিন আখিরী।
স্বাধীনতা তহবিল পেয়ে, কেবল বাজে খরচ করি;
এখন নিকাশ দিতে যাবার ভয়ে, কাঁপছে হৃদয় থরহরি।

নিকাশী পেয়াদা শমন, জগতে তার জুলুম ভারী ;
সে তো মান্‌বেনা কারু অনুরোধ, এসেই লয়ে যাবে ধরি।
সাধুর কাছে শমন ভায়ার, খাটেনাকো জারি জুরি ;
কেবল তা'রাই শমন ভয়ে সারা, যা'রা আমার মতন ঘোর সংসারী।
দয়াল প্রভুর নাম সাগরে, যদি ডুবে থাক্‌তে পারি ;
তবে ঘুচে যায় সব ভয় ভাবনা, নইলে বলো কিসে তরি ॥৫২॥

কু. বি. দেব ॥

প্রসাদী সুর—একতালা।

ক্যান তোমার ভ্রান্তি এত। (মন)
তুমি অন্তর্যামী ভগবানকে, ঠকাইতে পার্ব্বেনাতো।
প্রাণপণে নাম সাধন কর, যোগী ঋষি ভক্তের মত ;
সেই সাধনের ধন হরিধনে, সাধন বিনা পাবেনাতো।
গৈরিক বসন প'রে, সেজে ব্যাড়ালে সাধুর মত ;
সকল লোকে সাধু বল্‌বে, কিন্তু তুমি শান্তি পাবেনাতো।
প্রাণ মন্দিরে আছেন যিনি, প্রাণের প্রাণ হ'য়ে সতত ;
মনের একটী চিন্তাও তঁা'র কাছে, গোপন রাখতে পার্ব্বেনাতো।
কুচিন্তা কুবুদ্ধি ছেড়ে, হ'য়ে সরল শিশুর মত ;
দিবানিশি প'ড়ে থাক, হইয়ে তঁা'র পদানত।
শিক্ষককে ঠকাতে চেষ্টা, করে দুষ্ট বালক যত ;
তা'রা জানেনা যে আপনারাই, ঠকিতেছে জন্মের মত ॥৫৩॥

কু. বি. দেব।

প্রসাদী সুর—একতালা।

যদি চাও হে সুখ এ জগতে।
হবে সংসারী বৈরাগী হ'তে।
উদাসীন বৈরাগী হ'লে, কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে ;
সুখসিন্ধু ছেড়ে যে জন যায়, সে মরে দুঃখ পিপাসাতে।
অর্থনাশ বা স্বজন বিয়োগ, এরূপ কোন ঘটনাতে ;
যা'রা হয়েছে শ্মশান বৈরাগী, সুখ নাই তা'দের অন্তরেতে।
বিরক্ত বৈরাগী হ'লে, পাবেনা সুখ কোন স্থলে ;
সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায়, যেওনা মরুভূমিতে।
"মর্কট বৈরাগ্য" তুমি ক'রোনা মন লোক স্থাথাতে ;
"স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং, ব্রাহ্মৈরেবম্ প্রকীর্ত্তিতে ॥৫৪॥

কু বি দেব

প্রসাদী সুর—একতালা।

সাজিয়ে দাও বৈরাগীর বেশে। (মা)
নাম গুণ গেয়ে ব্যাড়াই দেশ বিদেশে।
শ্রদ্ধা ভক্তি শান্তি প্রেমের, কাঁথাখানি গায়ে বেঁধে ;
অনুরাগের ঝুলি কাঁধে দাও, জগতের লোকে দেখুক এসে।
সংসারেতে ভয় ঘোচেনা, ভয় সাগরে ব্যাড়াই ভেসে ;
এবার অভয় চরণ হৃদে রেখে, ব্যাড়াব মা হেসে হেসে।
এতদিন গিয়েছে আমার, অসার অলীক সুখের আশে ;
এখন প্রকৃত সুখ ক'রব ভোগ, ভাই ভগ্নীগণে ভালবেসে।
এই পাষণ্ড মহাপাপী, সংসার আসক্তি ত্যজে ;
হ'লো প্রেমিক বৈরাগী দেখে, কত লোকে প'ড়বে এসে ॥৫৫॥

কু বি দেব

প্রসাদী সুর—একতালা।

সাধন কি সামান্যে হবে।

এতো নদীর জল গাছের ফল নয়, হাত বাড়ায়ে নিয়ে খাবে।
জাতি বিদ্যা রূপ ধন পদ, জীবন পথের পাঁচটী কাঁটা;
আগে তুলে ফেলে দিলে, ভক্তিপথে যেতে পার্‌বে তবে।
অহঙ্কার আর জ্ঞানের গর্ব্ব, যে দিন খর্ব্ব হয়ে যাবে;
তখন হ'য়েছো এ পথের পথিক, এইটুকু কেবল বুঝিবে।
তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে, তৃণাপেক্ষা দীন ভাবে;
যদি মাতিতে পার নাম গানে, তবেই পাপের জ্বালা যাবে।
নাম গান করিতে যখন, নয়নেতে বারি বহিবে;
হ'লে নামে ভক্তি, পাবে মুক্তি, মায়ার বাঁধন কেটে যাবে॥৫৬॥

কু. বি. দেব।

প্রসাদী সুর—একতালা।

সাধন ভজন ক'রবে কবে। (মন)

তুমি এনেছ রিটারণ টীকিট (ঘণ্টা দিলেই) সময় হ'লেই যেতে হবে।
দেহ গেহ সুমার্জ্জিত, কর নিত্য, নিত্য ভেবে;
শমন চড়িয়ে গাড়ী মারবে পাড়ি, এ ঘর বাড়ী কোথায় রবে।
কিসে ধনী মানী হব, এই ভাবনা ভেবে ভেবে;
তুমি বৃথা চিন্তায়, অলস নিদ্রায়, আর কত সময় কাটাবে।
দয়াময় নাম সাধন বিনা, কিছুতেই ত্রাণ নাহি পাবে;
সত্যদাসে বলে, জেনে শুনে, জেগে ঘুমাও ক্যান তবে॥৫৭॥

কু. বি. দেব।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ও মন, মর ক্যান পরের বিচার করে।
একবার ফিরে চাওনা আপনার ঘরে।
নাক ঢেকে যাও পরের বাড়ী, পচা গন্ধ লাগবে ডরে;
কিন্তু নিজ ঘরে মুচিকে বাসা, দিয়েছ পরমাদরে।
আপনা রেখে, পরকে দেখে, গুণ ছেড়ে দোষ বিচার করে;
পরের ঘরে আগুন দিয়ে, আপন ঘরে পুড়ে মরে।
বাহিরে দেখিতে ভাল, গলদ সব আছে ভিতরে;
ওমন মাকাল ফলের স্বভাব তোমার, চেনা যায়না দেখলে পরে।
পরকে ফাঁকি দেবে ব'লে, সিঁধ কেটেছ আপন ঘরে;
ও মন জাননা সেই চৌকিদারকে, লুকিয়ে থেকে চোরকে ধরে।
পরের দোষ দ্যাখাতে গেলে, বিবাদ বাধে পরস্পরে,
হরিদাসে কয় সেই চতুর, যে আপন দোষটি আপনি হরে ॥৫৮॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

প্রসাদী সুর—একতালা।

বলে দাও মা দয়া ক'রে।
পাপী পায় কি যেতে তোমার ঘরে।
পাপের দাগ জীবনে দেখে, দাগী ব'লে কি কেউ না ধরে;
(তবে) শীতে বাতে রৌদ্রে জলে, যোগী ক্যান যোগ সেধে মরে।
স্বর্গদ্বার কি মুক্ত আছে, দ্বারী কি কেউ নাইক দ্বারে;
তোমার সুদর্শন দর্শন ছেড়ে মা, কোথা থাকে বন বাদাড়ে।
পাপ রেখে যে ভাইকে ছাড়ে, সেকি তোমায় ছুঁতে পারে;
এবড় আশ্চর্য্য মাগো, মিশে কি আলো আঁধারে।

পাপ ছেড়ে ভাই ভগ্নীগণ, সঙ্গে ল'য়ে যে বুকে ধরে ;
হরিদাস কয় তা'রি স্বর্গ, নৈলে ফাঁকি ঘরে পরে ॥৫৯॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

প্রসাদী সুর—একতালা।

যেওনা মা আমায় ফেলে।
প্রাণ যে কেঁদে ওঠে তোমায় না পেলে।
পাপেতে পূর্ণ অবনী, র'য়েছে দ্যাখ জননি ;
এদের হাত এড়াবার তরে, লুকাতে চাই তোমার কোলে।
নহি যোগী নহি জ্ঞানী, ভজন সাধন নাহি জানি ;
জ্বালায় হারায়েছি তোমায়, নিজ পাপ কর্ম্মফলে।
পাষণ্ড অভাগা ব'লে, পোড়াতে নরকানলে ;
পুরাতন পাপেরা আমায়, ধ'রে তাহে দিচ্ছে ফেলে।
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মা, ফলিছে ন্যায়ের কৌশলে ;
এখন সভয়ে ডাকি অভয়ে, স্থাথা দাও বিপত্তি কালে।
আত্মীয় ব'লে যাহারা, পরিচয় স্থায় ধরাতলে ;
সুখের পায়রা সবাই তা'রা, উড়ে যায় মা দুঃখের কালে।
কৃপা ক'রে কৃপাময়ি, চিনিয়ে দাও গো ভক্তদলে ;
বাঁচিবে প্রাণ এ যন্ত্রণায়, তাঁ'দের মাঝে লুকাইলে ॥৬০॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ

প্রসাদী সুর—একতালা।

কবে ম'র্‌বে আমার আমি। (মা!)
(আমি) যত দুঃখ কষ্ট পাই মা, সবার মূলই আমার আমি ;
(আমার) আমির চেয়ে আমার আর, কে শত্রু বলনা তুমি।

তাই ভাবি ক্যামন ক'রে, এ আমির হাত এড়াই আম ;
আমি মরিলেও তো মরেনা সে, করি এখন কি মা আমি।
সত্যি সে আমি না মলে, বাঁচিনা যে মাগো আমি ;
(তবে) প্রকাশিয়ে মহাশক্তি, মারো তুমি আমার আমি।
আমিহীন হ'য়ে আমি, হই মাগো তোমার আমি ;
(অমি) আমি আমি বুলি ভুলে, কেবল বলি তুমি তুমি।
তুমিময় হয়ে আমি, দেখি সর্ব্বময় তুমি ;
কেবল তুমি তুমি, তুমি তুমি, আমার তুমি তোমার আমি ॥৬১॥

প্রি. না. মল্লিক।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ক্যান আঁকু পাকু করি। (মন)
আঁকু পাঁকুতে কি কত্তে পারি।

এ বিশ্বের মালিক যিনি, নাম যে তাঁ'র দয়াময় হরি ;
তিনি যা করেন তাই প্রেমের খ্যালা, বুঝেও ক্যান বুঝতে নারি
চলে বিশ্ব কি কৌশলে, বিশ্ব যাঁ'র ভাবনা তো তাঁ'রই ;
আমি জাহাজের খবর কি বুঝি, হ'য়ে আদার ব্যাপারী।
আলো আঁধার ঝড় বৃষ্টি, স্রষ্টারই সব কারিকুরী ;
(তবে) এ ভাল ও মন্দ ব'লে, ক্যান বৃথা ভেবে মরি।
ভেবে চিন্তে কি ফল আমার, সাধ্য কই যে কিছু করি ;
আমি কীটাণুকীট লম্ফ দিয়ে, সিন্ধু কি পার হ'তে পারি।
স্রষ্টা যখন মঙ্গলময়, ভার দিইনা হাতে তাঁ'রই ,
ভাল বই মন্দ করবেননা, মজা দেখি ব'সে চুপ্‌টি করি ॥৬২॥

প্রি. না. মল্লিক।

প্রসাদী সুর—একতালা।

(আর) পোষায়না মা জ্ঞান বিচারে।
(ওমা), তোমার নিরূপণ কি কেহ, তর্ক ক'রে কর্ত্তে পারে।
বিশ্ব আছে অতএব তা'র, স্রষ্টা একজন থাকৃতে পারে ;
এই আন্দাজে পণ্ডিত হোক তুষ্ট, মূর্খ তা'তো বুঝ্‌তে নারে।
আছ যখন ক্যাননা মা, দেখ্‌বো তোমায় প্রাণটা ভ'রে ;
সব তর্ক যুক্তি থুয়ে মাগো, "এই আছ" ব'লে ধরি জোরে ॥৬৩॥

প্রি. না. মল্লিক।

প্রসাদী সুর—একতালা।

(এ বার) ঘর পাতিব নূতন ক'রে।
মা গৃহলক্ষ্মীর চরণ ধ'রে।
আগে ছিল বন-গমন, এবার বিধি মন-গমন ;
সপরিবারে যা'ব ত'রে, ঘরকে তপোবন ক'রে।
যা'রা হ'ত অন্তরায়, তা'রাই হবে এবার সহায় ;
(দেখবো) মায়ের মুখ সবার মুখে মায়ের ছবি ঘরে ঘরে।
মাকে দিয়ে সংসারের ভার, হব দাস-দাসী মা'র ;
হব আমরা মায়ের, মা আমাদের, চির জীবনের তরে।
নিত্য নব প্রেমোৎসবে, মাকে ল'য়ে মাত্‌ব সবে ;
আমরা মায়ের ছেলে, সবে মিলে, স্বর্গ পাব ব'সে ঘরে ॥৬৪॥

কা. না. ঘোষ।

প্রসাদী সুর—একতালা।

দাও মা! আমায় শিষ্যব্রত।

(করি) চিরজীবন ব্রত পালন, হ'য়ে তব পদানত।
খুলিয়া হৃদয় দ্বার, পাঠ করি বার বার;
(ওগো) অভিপ্রায় কি তোমার, আভাসে ইঙ্গিতে যত।
কখন্ তুমি কোন্ বেশে, কি ব'লে যাবে এসে;
(আমি) ব্যাকুল হ'য়ে শুন্‌ব ব'সে, তোমার বাণী অবিরত।
যে অবস্থায় যে শিক্ষা, যে পরীক্ষায় যে দীক্ষা;
(তুমি) দিয়ে যাবে ভালবেসে, লব ক'রে শির অবনত।
যে চরিত্রে ভাল যাহা, ভাল বেশে লব তাহা;
(আমি) ভালকে বাসিয়া ভাল, হব ভালোয় পরিণত।
(আমায়) য্যামন রাখ তেমনি রব, যা সহাবে তাই সব;
(মিলায়ে) তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, হব তোমার মনের মত ॥৬৫॥

কা. না. ঘোষ

প্রসাদী সুর—একতালা

আমিই শুধু রইনু বাঁকী।

যা ছিল তা চ'লে গ্যাল, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।
আমার ব'লে ছিল যা'রা, মা আরতো তা'রা দ্যায়না সাড়া,
কোথায় তা'রা, কোথায় তারা, বারে বারে কা'রে ডাকি।
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, (তারা মা মাগো আমার)
আমার কিছু রাখ্‌লিনা রে;
আমি শুধু আমায় নিয়ে, কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥৬৬॥

র. না. ঠাকুর

প্রসাদী সুর—একতালা।

প্রেম বিনা কি সে ধন মেলে। ওরে, তৈল বিনা কি প্রদীপ জ্বলে।
জ্ঞান আলোকে দেখ্‌বে যদি, প্রেমের তৈল দাও রে ঢেলে ;
আছে ঘরের মধ্যে পরম নিধি, কোন আঁধারে ঘুরে ম'লে।
প্রেম বিনে তা মিল্‌বে তো না, কি ধন মেলে প্রেম না হ'লে ;
তোমার ভাই বন্ধু কোথা থাকে, প্রেমের বাঁধন কেটে দিলে।
প্রেমে হাসায় প্রেমে কাঁদায়, প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে ;
এ সব প্রেমের রাজ্য, প্রেমের কার্য্য, প্রেম আছে সকলের মূলে।
প্রেম আছে তাই জগত আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে ;
(ওরে) প্রেম ল'য়ে যায় তাঁ'রি কাছে, এই প্রেম পবিত্র হ'লে।
প্রাণ ছাড়তো প্রেম ছেড়না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে ;
(তিনি) সব অ্যাড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে ॥৬৭॥

বি. রা. চট্টোপাধ্যায়।

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী সব ঘুচালি ল্যাঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে য্যামন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা।
তোমার যা'রে কৃপা হয় মা, তা'র সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা ;
তা'র কটিতে কৌপীন যোড়েনা, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে দুঃখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণিকোটা ;
আপনি য্যামন, ঠাকুর ত্যামন, ঘুচ্‌লোনা তাঁ'র সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, ক'র্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা ;
আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর কি, পুঁচ্‌তে পারি সাধের ফোঁটা।
জগত যুড়ে নাম র'টেছে, কমলাকান্ত কালীর ব্যাটা ;
এখন মায়ে পোয়ে ক্যামন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জানবে কেটা ॥৬৮॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

ইমন্‌কল্যাণ—কাওয়ালি ।

বিগত বিশেষং, জনিতাশেষং, সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং ।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং, স্মর পরমেশং তূর্ণং ।
গচ্ছদপাদং, বিগতবিবাদং, পশ্যতি নেত্রবিহীনং ;
শৃণ্বদ কর্ণং, বিরহিত বর্ণং গৃহ্ণদ হস্তমপীনং ।
বেদৈর্গীতং, প্রত্যগভীতং, পরাৎপরং চৈতন্যং ;
অজরমশোকং, জগদালোকং, সর্ব্বস্যৈকশরণ্যং । .
ব্যাপ্যাশেষং, স্থিতমবিশেষং, নির্গুণং পরিচ্ছিন্নং ;
বিততবিকাশং, জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং ॥৬৯॥

রাজা রামমোহন রায় ।

ইমন্‌কল্যাণ—ধামার ।

শাশ্বত-মভয়-মশোক-মদেহম্, পূর্ণমনাদি চরাচর গেহম্ ।
চিন্তয় শাস্তমতে পরমেশম্, স্বীকুরু তত্ত্ব বিদামুপদেশম্ ।
দিনকর শিশিরকরাবতিযাতঃ, যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ ।
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ, স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ ।
যদনু ভবাদপ গচ্ছতি মোহঃ, ভবতি পুনর্ণ শুচামধিরোহঃ ।
যো নভবতি বিষয়ঃ করণানাম্, জগতি পরং শরণং শরণানাম্ ॥৭০॥ ঐ ।

ইমন্‌কল্যাণ—আড়াঠেকা ।

ভাবো সেই একে ।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে ।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁ'র ;
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁ'কে ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ;
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥৭১॥ ঐ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা ;
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাবো মনে ॥৭২॥ ঐ।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
তবে ক্যান এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ ;
ধূলিসার হবে তার, মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান্, রহে যুগ পরিমাণ ;
কিন্তু যত্নে দেহ নাশ, না হয় বারণ :—
অতএব আদি অন্ত, আপনারে সদা চিন্ত ;
দয়া কর জীবে, লও সত্যের স্মরণ ॥৭৩॥ ঐ।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর।
হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা রবে অভিমান ;
ভূমিতে পড়িয়ে রবে, হ'য়ে শবাকার :—

পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন ;
গাইবে তোমার গুণ, করি হাহাকার।
এখনো প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথ ভ্রমণ ;
কুৎসিত ভাবে দর্শন নরনারীচয় ঃ—
পরদ্বেষ অপমান, অনাথ অর্থ হরণ ;
পরনিন্দা পরপীড়া, কর পরিহার ॥৭৪॥ ঐ।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হ'ল এত ;
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি, বলে বন্ধুগণে ঃ—
এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে ;
তিলেক নিস্তার নাই, কালের দংশনে ;
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর ;
বিবেক বৈরাগ্য হ'লে, কি ভয় মরণে ॥৭৫॥ ঐ।

ভৈরব—কাওয়ালি।

মন যাঁরে নাহি পায়, নয়নে ক্যামনে পাবে।
যে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়, রূপের প্রসঙ্গ তাঁ'র ক্যামনে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামাত্রে করে নাশ;
সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে ॥৭৬॥ ঐ।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে হও সাবধান।
ক্যান এত তমোগুণ, ক্যান এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে;
মুগ্ধ হ'য়ে নিজে দোষ, না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি;
অথচ আমার আমার ব'লে, মনে মনে ভাণ:—
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও;
অবশ্য মরিবে জানি, সত্য কর ধ্যান ॥৭৭॥ ঐ।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

বিস্তার করিলে রাজ্য, নিজ বাহুবলে।
সংগ্রামে অনেক রিপু, সংহার করিলে।
হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হ'ল ধরা;
শরীরে দুর্জ্জয় রিপু, তা'র কি চিন্তিলে।
প্রবল যে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়;
ধিক্ ওরে দম্ভময়! বৃথা অহঙ্কার:—
অতএব যুক্তি শুন, মনেতে বৈরাগ্য আন;
আত্মতত্ত্ব সমরে, দলন কর রিপু দলে ॥৭৮॥ ঐ।

ললিত—আড়াঠেকা।

মনে স্থির ভেবে আছ চিরদিনই সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সম ভাবে।
এই আশা তরুতলে, ব'সে আছ কুতূহলে;
বিষয় করিয়ে কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।

কিন্তু ভেবে ছাখ সার, দিবা অন্তে অন্ধকার;
সুখান্তে দুঃখের ভার বহিতে হইবে :—
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ;
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে ॥৭৯॥ ঐ।

দেশ মল্লার—আড়াঠেকা।

সংসার অনিত্য এই মুখে বল প্রতিক্ষণ।
কিন্তু কার্য্যে কর একটি তৃণ লাগি প্রাণপণ।
মরিলে গৃহমার্জ্জার, রোদন কর অপার;
মুখে বল বারম্বার, কাকস্য পরিবেদন।
পরে বুঝাতে হও জ্ঞানী, কিন্তু না বুঝ আপনি;
এ ক্যামন ভ্রম না জানি, ওরে ভ্রান্ত মন :—
অতএব স্বীয় বাক্য, মানসে করিয়ে ঐক্য;
মরণ জানি প্রত্যক্ষ, ভাবো নিত্য নিরঞ্জন ॥৮০॥ ঐ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দ্যায় তোমার মহিমা;
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥৮১॥ ঐ।

———

বিভাস—আড়াঠেকা।

তুমি কা'র কে তোমার, কা'রে বল রে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় ষ্যামন, ভ্রমে অহি দরশন;
প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে;
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন :—
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব;
সময়ে পালাবে তা'রা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ;
কোথা বা রহিবে তব প্রাণপ্রিয়জন :—
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান;
যখন করিবে গ্রাস, নিষ্ঠুর শমন ॥৮২॥ ঐ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

মায়াবশে রসোল্লাসে, বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলেনা নিজ শিব অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান-কূপে, ত্রাণ নাহি কোনরূপে;
এখন এই যুক্তি ধর, কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে সৃজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতনা দিল;
বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে :—
অনুচিত মম চিত, না চিন্তিলে হিতাহিত;
তাঁ'রে ভোল একি ভুল, হায় হায় হায় ॥৮৩॥ ঐ

রামকেলি—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাবো হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত ;
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।
অশ্রু পড়ে বাসনায়, দন্ত করে হাহাকার ;
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ ঃ—
অতএব চিন্ত শেষ, ভাবো সত্য নির্ব্বিশেষ ;
মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন ॥৮৪॥ ঐ

রামকেলি—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে, কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।
মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে ;
অন্তে পুনঃ অন্ধকার, সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন ;
সেই সব উপদ্রব, শেষেও ঘটিবে ঃ—
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান ;
পরহিতে দিবে মন, সত্যকে চিন্তিবে ॥৮৫॥ ঐ।

রামকেলি—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।
এ মুখের পরিণাম বারেক না ভাবো মনে।
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে ;
গলিত কপোল কণ্ঠ, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।

লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার ;
হস্ত পদ শিরঃ কম্প, হবে কিছু দিনে ঃ—
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব ;
দয়া জীবে, নম্রভাবে, ভাবো সত্য নিরঞ্জনে ॥৮৬॥ ঐ।

সিন্ধুভৈরবী — আড়াঠেকা।

নিজগ্রামে পরগৃহে, চোর প্রবেশিলে মন।
লোকে শুনে তাহে কত, মনে মনে ভীত হন ॥
নবদ্বারী-দেহপুরে, কালরূপী-তস্করে ;
নিত্য পরমায়ু হরে, নাহি তা'র অন্বেষণ।
মোহ-রাত্রি তমোঘন, মায়ানিদ্রায় প্রাণিগণ ;
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ ঃ—
শুন শুন অতঃপরে, জ্ঞান-অসি করে ধ'রে ;
জাগিয়া কৃতান্ত-চোরে, কর নিবারণ ॥৮৭॥ ঐ।

ইমন্‌কল্যাণ — আড়াঠেকা।

ক্যামনে হব পার, সংসার-পারাবার।
বিনা জ্ঞান-তরণী, বিবেক-কর্ণধার।
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ-কলস ;
কর্ম্মগুণে সদা বাঁধা, কণ্ঠেতে তোমার।
ঘোরতর মায়া-তম, আশা-পবন বিষম ;
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ রঙ্গে, উঠে বার বার ঃ—
নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তা'রা ;
কাম ক্রোধ মোহ লোভ, জলচর দুর্নিবার।

মমতাবৰ্ত্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহ-ব্যাল ;
মাৎসৰ্য্য-পাঁথার জল, নাহি পারাপার ঃ—
কাল-ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল ;
ধ'রে লবে প্রাণ-মীন, নাহিক নিস্তার ॥৮৮॥ ঐ।

ইমন্‌কল্যাণ – আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর।
গৃহ পরিপূর্ণ ধনে আর, সর্ব্বগুণে গুণাকর।
রাথ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার ;
অশ্ব রথ গজ দ্বারে, অতি শোভাকর।
কিন্তু দ্যাখ মনে ভেবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে ;
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর ঃ—
অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ তমোগুণ ;
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাৎপর ॥৮৯॥ ঐ।

ইমন্‌কল্যাণ—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যা'র প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া ;
তা'র মুখ দেখে তত, হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ ;
দৃষ্টি হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর ঃ—
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান ;
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥৯০॥ ঐ।

সাহানা—ধামার।

ভয় করিলে যাঁ'রে, না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাকে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁ'রে, এ ত ভাল নয় ॥৯১॥ ঐ।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কা'র।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, "ইহাগচ্ছ" বল তাঁ'কে;
তুমি কেবা আন কা'কে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে;
"ইহ তিষ্ঠ" বল তাঁ'রে, এ কি অবিচার:—
দ্যাখ একি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব;
তাঁ'রে দিয়ে কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার ॥৯২॥ ঐ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

এই হ'ল এই হবে এই বাসনায়।
দিবা নিশি মুগ্ধ হ'য়ে দেখিতে না পায়।
মরে লোক প্রতি ক্ষণে, দ্যাখে তবু নাহি মানে;
না মরিব এই মনে, কিমাশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি, গচ্ছন্তি যমমন্দিরং;
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি, কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং ॥৯৩॥ ঐ।

লুম্ ঝিঁঝিট্—একতালা।

তাঁ'রে ভাবো ওরে মন।
নয়নের নয়ন যিনি, জীবনের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর;
সকলি অনিত্য, নিত্য একমাত্র তিনি হন।
জীবজন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা;
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব, যাঁহার রচন।
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রময়ে নিয়মে যাঁ'র;
সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন।
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়া না পায় স্থল;
অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত, না জানে বিধানঃ—
মীমাংসা সংশয়াপন্ন, হ'য়ে করে তন্ন তন্ন;
বাক্য মনাতীত তিনি, কারণের কারণ॥৯৪॥ ঐ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

কোথায় আনিলে? হে!
আনিয়ে সাগর মাঝে, তরী ডুবালে।
নাহি দেখি পারাবার, চারিদিকে অন্ধকার;
বুঝি প্রাণ যায় এবার, ঘূর্ণিত জলে।
কোথা রইল মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা;
প্রাণপ্রিয়া রইল কোথা, বন্ধু সকলে॥৯৫॥

রামরতন মুখোপাধ্যায়।

বেহাগ—একতালা।

শোন্ তো ভ্রান্ত অশান্ত মন!
দিন তো মিছে গ্যাল ব'য়ে।
ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ;
ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়ে।
একি অনুচিত, সত্যে নাহি প্রীত;
বিষয়ে মোহিত, রয়েছ হ'য়ে:—
সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর;
তাঁ'হ'তে অন্তর, আছ ভাবিয়ে।
সৃজন পালন, জীবের কারণ;
তিনি এক হন, দ্যাখরে বুঝিয়ে:—
শ্রবণ মনন, কর সর্ব্ব ক্ষণ;
আত্মপরায়ণ, থাকোরে হ'য়ে ॥৯৬॥

নীলমণি ঘোষ

মালকোষ—আড়ঠেকা।

ওরে পথিক মন! কোথায় কর গমন।
নিবাসে নিরাশ হ'য়ে, প্রবাসে ক্যান ভ্রমণ।
যে দ্যাখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম;
আত্ম তত্ত্ব নিজ ধাম, কর তা'র অন্বেষণ।
পঞ্চভূত-ময় দেশে, ষড় ভূতের উপদেশে;
ভ্রম ক্যান অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ ॥৯৭॥

নীলরতন সরকার

কেদারা—আড়াঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।
অনিত্য এ দেহ মন, জেনেও কি তা' জাননা।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে;
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবারও ভাবিলেনা।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তম গুণ;
ভাবো সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবেনা ॥৯৮॥

ভৈরবচন্দ্র দত্ত।

— —

রামকেলী—আড়াঠেকা।

সত্য সুচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনাশূন্য;
ভাবো তাঁ'রে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
মাকুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময় মিদ মখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগত জলমতি তরলং,
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা।
দিনযামিনৌ সায়ং প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনর[illegible]

নীলমণি ঘোষ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ ॥ ৯৯॥ ঐ
নীলমণি ঘোষ।

পূরবী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর।
আধ নীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর।
কাটায়ে সংসার মায়া, আশীর্ব্বাদি পুত্র জায়া;
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধ'রেছ বুকে, কালী কালী নাম মুখে;
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর—
কালী নাম অবিচ্ছেদ, স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ;
ব্রহ্মরন্ধ্র, করি ভেদ উঠে দিগম্বর ॥ ১০০ ॥ ঐ
দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।*

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহনে বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কা'র।
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়;
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন সঞ্চার।

জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই ;
বলি এস ব্রহ্মময়ি ! কর গো নিস্তার—
জড়জীবে জড়ো করি, যাহার সাধন করি ;
ধ্যান জ্ঞান জল ফল, সকলি তাঁহার ॥ ১০১ ॥ ঐ
দিগম্বর ভট্টাচার্য্য ।*

বিভাস—আড়াঠেকা ।

মা আমার আমি তাঁ'র, তাঁ'রে বলি রে আপন
মহামায়া মায়ে আমি দেখিরে স্বপন ।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন ;
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন ।
নিশিতে বিহরি সুখে, যায় পাখী দিকে দিকে ;
আবার ফিরিয়া আসে, আমারি মতন—
যাতায়াতে সমাচার, নিত্য নিত্য এ সংসার ;
চিন্ময়ী চরণ চিন্তা, সংসার বন্ধন ॥ ১০২ ॥ ঐ
দিগম্বর ভট্টাচার্য্য । *

* দিগম্বর ভট্টাচার্য্য রাজা রামমোহন রায়ের একজন পরম বন্ধু ছিলেন. রাজার অনুরোধে এই তিনটী গান রাজার তিনটী গানের উত্তরস্বরূপ তিনি রচনা করেন ।

দ্বারীর উক্তি খাম্বাজ—একতালা। জন্মাষ্টমী

জাগো, কেউ ঘুমাইও না, অচেতনে (অযতনে) হারাওনা নিধি।
যতনে সবাই চেতন থেকো ভাই, দৈবকীনন্দনে দেখবে যদি।
মূলাধারে আছেন কুলকুণ্ডলিনী, তিনি যদি থাকেন চৈতন্য রূপিণী;
তবে তো চৈতন্যরূপ চিন্তামণি, দেখে পার হই এ ভবজলধি।
নিদ্রাতে ভুলায়, জাগ্‌লে জানা যায়, জাগ্‌লে হরিচরণ পায়
কিম্বা না পায়;
দাশরথির বাঞ্ছা নিত্য তত্ব পায়, তত্ব কল্লে নিধি মিলান্ বিধি॥ ১০৩॥ ঐ
দাশুরায়।

বসুদেব রামকেলী—আড়াঠেকা। জন্মাষ্টমী

কেঁদে আকুল বসুদেব দেখে অকুল যমুনা।
কূলে ব'সে দুনয়নে বারি, কোলে অকুলের কাণ্ডারী, তাতো জানেনা।
বসু বলে, শিশু রক্ষ গো জননী, এমন অকুলে কুলকুণ্ডলিনী বই,
কুল আর কই—
হ'লো প্রতিকুল বিধি, দিয়ে লয় বা নিধি, কৃপানিধি বিনে দীনের
কুল আর রইলনা।
একবার ভাবে যদি ধর্‌তাম কংসের পদে, দৈবে দয়া যদি হ'তো
পাষাণ হৃদে, তা হয় না আর;—
গ্যালো একুল ওকুল দুকুল, অকুল পারে গোকুল, কুলের তিলক রাখ্‌তে
কুল পেলামনা॥ ১০৪॥ ঐ

যশোদার খেদ   খট্ ভৈরবী—একতালা।   নন্দোৎসব

যদি রাখেন মান্, আমার ভগবান, সেই পঞ্চাননের দুরারাধ্য।
বল কে জানে তাঁহারে, বিভু কয় যাঁহারে;
কালে করেন লয়, তিনি পরম-পুরুষ পরমারাধ্য।
যাঁ'র কৃপাবলোকনে সৃষ্টি এ ব্রহ্মাণ্ড, লোমকূপে যাঁ'র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড;
করাঙ্গুলে ধরাধর সপ্ত খণ্ড, কে জানে সে কাণ্ড কা'র বা সাধ্য।
কালবশে কালে না বলিলাম হরি, চরমকালে কালের হাতে কিসে তরি;
একাল-রোগের উপায় শ্রীহরি, হরি বিনে নাই আর নিদানের বৈদ্য॥

১০৫॥ ঐ

যশোদার উক্তি   ললিত—একতালা।   গোষ্ঠলীলা

আমার এই কথাটী পালো, আজি রেখে গোপাল, গোপালের গোপাল,
ল'য়ে যা ছিদাম।
(ওরে) কাঁচা ঘুমে আমার, উঠলে অবোধ কুমার, ক্ষীর দিলেও হবেনা
আঁখির জল বিরাম।
যায় না ধেনু গোপাল না গেলে পর, গোপালের মাথার চূড়া মাথায় পর
ধর্ মুরলী ধর্, তুই মুরলীধর হ'য়ে যারে—
বাছার মত যাবি আর বাজাবি অবিরাম।
গোপাল বেশে হওরে গোপালে প্রবেশ, সাজবে তোকে বেশ প্রাণ
গোপালের বেশ;
তুই বাজালে বেণু, অমনি ফিরবে ধেনু, তা'র কি ভয়রে—
ধেনু চিন্‌বেনারে ছিদাম, ছিদাম কি তুই শ্যাম॥ ১০৬॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সিন্ধু ভৈরবী—পোস্ত। কৃষ্ণকালী বর্ণন

যা মনে করি মানে, মন কি মানে বাঁশী শুনে।
বাঁশীতে মন উদাসী, হইগে দাসী শ্রীচরণে।
মনে হয় মানে বসি, হেরবো না আর কালোশশী ;
কাল হ'লো মোহন বাঁশী, না হেরিলে মরি প্রাণে।
পারিস কেউ সহচরি ! রাখতে আমার মনকে ধরি ;
কালাচাঁদ প্রেম-ডুরি, বেঁধে মনে বনে টানে ॥ ১০৭ ॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সিন্ধু ভৈরবী—পোস্ত। কৃষ্ণকালী বর্ণন

ঐ ছাখ আসছে আয়ান, বংশিবয়ান ! বন মাঝে।
বিপদে যায় হে জীবন, মধুসূদন, তোমায় ভ'জে।
দুষ্ট দেখেছে মোরে, লুকাবো ক্যামন ক'রে ;
কিঞ্চিত স্থান আমারে, দাওহে অভয় পদাম্বুজে।
রাখো করুণা করি, তব করুণায় শ্রীহরি,
সহস্র ধারায় বারি, এনেছিলাম আমি ব্রজে ॥ ১০৮ ॥ ঐ

আয়ান আসছে দেখে সিন্ধু—কাওয়ালী। কৃষ্ণকালী বর্ণন

কুঞ্জ কাননে কালী, ভেঙ্গে বাঁশী বনমালী,
করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।
শ্যামা শ্যামে ভেদ ক্যান, কররে জীব ভ্রান্ত।

পীতাম্বর পরিহরি, হরি হ'লেন দিগম্বরী ;
মরি মরি হেরি কিরূপের অন্ত—
কিবা কালোপরে কালো শশী, লোল জিহ্বা এলোকেশী ;
ভালে শশী, অট্টহাসি, বিকট দন্ত।
যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে, সগন্ধ তুলসী দিয়ে ;
সুর নরে সাধে সারা দিনান্ত—
দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা, রঙ্গিণী রাই করে সেবা ;
কে পাবে শ্যাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত ॥ ১০৯ ॥ ঐ

আরান জয়জয়ন্তী—খং। কৃষ্ণকালী বর্ণন

কোথা গো কুটিলে, বনে শ্রীনন্দের নন্দন কই।
শঙ্কর হৃদি সরোজে এ যে শ্যামা ব্রহ্মময়ী।
করিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব, প'ড়ে পেলাম পরমার্থ ; রে—
আমার গুরুদত্ত রত্ন কালী করালবদনা ঐ।
গঞ্জনা দিই সাধে সাধে, শ্রীরাধায় কি অপরাধে ;
শ্রীগোবিন্দ অপবাদে সদা মন্দ কই—
স্বচক্ষে দেখিলাম আসিয়ে, জবা বিল্বদল দিয়ে ;
যা'রে শিব আরাধে, তা'য় আরাধে, আমার রাধে রসময়ী ॥১১০॥ ঐ

রাধিকার উক্তি ছিদামকে সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্ত। কৃষ্ণকালী বর্ণন

দণ্ডিতে প্রাণ, খণ্ডিতে মান, দুষ্ট আয়ান এসেছিল।
সাধ পূরাতে সাধের বন্ধু, শ্যাম আমার আজ শ্যামা হ'লো।
যারে ছিদাম ত্বরায় বল্, দেখুক রে সখা সুবল;
শ্রীমতীর এই সুমঙ্গল, শ্রীমধুমঙ্গলে ব'লো।
সেজেছে সুন্দরী তারা, শ্যাম আমার নয়ন তারা;
ভালে তারা সেজেছে ভালো—
যে অধরে নন্দরাণী, দিতোরে ক্ষীর নবনী;
বংশীধরের অধরে আজ, যোগিনী সুধা সঁপিলো॥ ১১১॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সুরট মল্লার—ঢিমে তেতালা। বস্ত্র হরণ

সই লো! ডুবিলাম ঐ রূপসাগরে।
এই গোকুল নগরে, আছে কেহ্যান সুহৃদ, আসি তরঙ্গে রাধারে ধরে।
আহা কি রূপ-মাধুরী, নীলোৎপল-বল নিল হরি, দিল লাজ নীলগিরিবরে;
• কালো তো কত দেখি লো, সখি লো!
একি লো কালো, অখিল ভুবন আলো করে—
ভবে এ নীলধন কে আনিলে, বিনিমূলে তরুমূলে, ও নীলবরণ কিনিল মোরে।
আমি একা কোথা রাখি, কিছু ধরোগো ধরোগো সখি!
রূপ আমার আঁখিতে না ধরে;
কোটি আঁখি দিলে বিধি, কিছুকাল ঐ কালো নিধি, হেরিলে আঁখির দুঃখ হরে—ঐ যে কালো রূপ, বিশ্বরূপারূপ, দাশরথি কয়
শ্রীমতি! দ্যাখ নয়ন মুদে অন্তরে॥ ১১২॥ ঐ

রাধিকার উক্তি ঝিঁঝিট—ঠেকা। বস্ত্রহরণ

ননদি! তুই বলিস্ নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।
কাজ কি গোকুল কাজ কি গো কুল, গোকুলের লোক সব হোক প্রতিকূল;
আমি যে সঁপেছি গো কুল, অকূল-কাণ্ডারীর করে।
কাজ কি বাস, কাজ কি বাসে, কাজ কেবল সেই পীতবাসে;
পীতবাস যার হৃদে বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥ ১১৩॥ ঐ

যশোদার উক্তি আলেয়া—কাওয়ালী। বস্ত্রহরণ

তোরা দেখে যা রোহিণি দিদি। এ ক্যামন।
কি জানি কি লিখন—অঞ্চল ধ'রে এখনি, মা ব'লে চেয়ে নবনী, অকস্মাৎ নীলমণি অচেতন।
দিলে ক্ষীর অধরে আর খায় না, আমার মাখন চোর আর মা ব'লে সুধায় না;
কি হ'লো কপালে দিদি রোহিণী—আমার কাছে কাছে মেচে গোপাল এখনি- (ঐ যে)
মা মোর কি হ'লো ব'লে, ধূলাতে মুরলী ফেলে, নয়ন-পুতলী মুদিল নয়ন॥ ১১৪॥ ঐ

নন্দের উক্তি সুরট—কাওয়ালী। কলঙ্ক ভঞ্জন

মরি রে বল বল বল বলরাম।
বলরে বল, হারালাম, কি বিপদ্ আজি আমি গোপালের শুনিলাম।
কি সে বিবন্ধ ঘটে, আমার আনন্দ-হাটে, সে যে গোবিন্দ-ধন,
নন্দের সবে ধন;
সে ধন ধরাতে নাকি অচেতন— শক্তিশেল সম বাণী,
আমি শ্রবণেতে শুনি, জীবন ধারণের আশা জীবনে দিলাম।
আর কি অর্থ ব্রজে, কিসে প্রভুত্ব সাজে,
কেবল রাজত্ব, ল'য়ে নীলমণি রে;
আমি গোপাল-ধনেতে কেবল ধনী রে—
যাবো ঘরে কি সাগরে, ওরে বলাই বল্ আমারে,
আছে কি ডুবেছে ব্রজের নন্দ রাজার নাম॥ ১১৫॥ ঐ

বৈদ্যবেশে কৃষ্ণের উক্তি সুরট মল্লার—একতালা কলঙ্ক ভঞ্জন

ধনি! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ;
হরি-বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ ভ্রমণ করি ভুবনে।
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়;
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে—
সংসার-কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য, জনমের মত করি তার আরোগ্য;
বাসনা-বাতিক, প্রবৃত্তি-পৈত্তিক, ঘুচাই তার যতনে।

দৃষ্টিমাত্র দেহে রাখিনে বিকার, তাইতে নাম আমি ধরি নির্ব্বিকার ;
মরণের তা'র কি থাকে অধিকার, সদা আমায় ডাকে যে জনে—
আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আমি চণ্ডেশ্বর, আমারি জানিবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ;
জয়-মঙ্গলাদি কোথা পায় নর ; কেবল আমারি স্থানে॥ ১১৬॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি আলেয়া—কাওয়ালী। কলঙ্ক ভঞ্জন

ঘরে রইতে নারি শ্যামের বাঁশরীতে।

মজিয়ে হরিতে—কুললাজ পরিহরি, যাই বনে হেরিতে হরি, হরি-দ্যাখা রোগ পারো হরিতে।

এ রোগ আমাদের কি সে যায় হে, গোকুল বাসীনির কুল বাঁশীতে মজায়হে ;—

সুপণ্ডিত তুমি নিদানে যদি, বল দেখি এ আমাদের কি ব্যাধি ;
স্বামীরে জ্ঞান হয় কাল, সাধ মনে সদা কাল, কালার সহিত কাল্ হরিতে॥ ১১৭॥ ঐ

রাধিকার উক্তি আলেয়া—একতালা। কলঙ্কভঞ্জন

এখন যা কর হে ভগবান্।

ছিদ্র ঘটে বুঝি বিপদ্ ঘটে, হরি—কিন্তু আন্‌তে যদি নারি এই বারি, তবে এইবারি, ও হে দুঃখবারি, বারিতে ত্যজিব প্রাণ।

অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভব, প্রহ্লাদে রাখিতে স্তম্ভেতে উদ্ভব, দাসীরে প্রসন্ন হও হে মাধব, কুম্ভে হও অধিষ্ঠান।

শঙ্কা এই কৃষ্ণ নামের হবে নিন্দে, ভাসাইলে দুঃখিনীরে নিরানন্দে ;
কর্‌লে বুঝি নাথ! চরণারবিন্দে স্থান দিয়ে অপমান॥ ১১৮॥ ঐ

রাধিকার উক্তি খট্-ভৈরবী—একতালা। কলঙ্কভঞ্জন

যদি ঘুচাও শ্যাম! কলঙ্কিনী নাম,
বল্‌বে গোকুলে সকলে সাধ্বে।
দেখ্‌ব ক্যামন দয়া, যদি দাও দাসীরে এক বার দরশন,
মহা কালের ধন! ওহে কালবারি! কালো-বারির মধ্যে।
অকলঙ্ক রাধার হবে হে পরীক্ষে, দেখ্‌বে হে ত্রৈলোক্যে যক্ষে রক্ষে চক্ষে, দিলে দাসীর পক্ষে, লজ্জা-রক্ষে ভিক্ষে, ব্যাখ্যে কেবল তোমার চরণ-পদ্মে।
এ ভার কি ভার, ভূভারহারি! তাতো জান, করাঙ্গুলে ধর গিরি গোবর্দ্ধন; করে কর দিবাকর আচ্ছাদন, অসাধ্য সাধন তোমার সাধ্যে॥ ১১৯॥ ঐ

রাধিকার উক্তি জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী। কলঙ্ক ভঞ্জন

তোমরা ক্যান সখি, বল রাধার জয়।
তোরা বল্ গো সই, শ্যামচাঁদের জয়; তা'রি জয়ে জয়,
দ্বারী যা'র্ জয় বিজয়—
জয়ন্তী সনে, ব'লে জয় জয় বদনে, হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যুঞ্জয়।
গিয়ে জল আন্‌তে নয়নে না ধরে জল, জলাকার দেখি সকল;—
যত চক্ষের জল ঝরে, ডেকেছি শ্যাম-জলধরে;
জলাধারে হ'লেন হরি আপনি উদয়।
আমার এ কুম্ভ মাঝে কৃপাসিন্ধুর জল, এ আমার শ্যামেরি উজ্জ্বল; যে পদে জন্মে গো ধনী, জলরূপা সুরধুনী, এ ঘটে জল আনি ক'রে সেই পদাশ্রয়॥ ১২০॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সিন্ধু—যৎ। মানভঞ্জন

বৃন্দে গো! কেশবের বিচ্ছেদ কে সবে প্রাণে।
আমার শবরূপ—যে, সব আঁধার, সেই প্রাণ কেশব বিনে।
না শুনে গান বাঁশরীর, না হেরে শ্যাম-শরীর, করে কি শরীর কিশোরীর;
সে গোবিন্দ জানে ॥ ১২১ ॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি সুরট-মল্লার যৎ। মানভঞ্জন

বল বৃন্দে হে! প্রাণ দেহে আর থাকে কৈ।
বুঝি হা-রাই ব'লে, হারাই জীবন, দাঁড়াই কা'র কাছে সই।
আর সহেনা বিচ্ছেদ ব্যাধি, গত নিশির শেষাবধি,
দুঃখের নাহি অবধি, করেছেন রাই রসময়ী—
বৃন্দে হে! কোন প্রকারে, বাঁচাও এ বিচ্ছেদ বিকারে;
দ্যাখাতে পথ অন্ধকারে, কে আছে আর তোমা বই।
ওহে, রাই কুঞ্জে যাব বলি, মনে ছিল শুন বলি;
পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, ল'য়ে গ্যাল মোরে সই—
যা'র নাম সদা ভজি, সে আমায় ত্যজিল আজি,
যা'র জন্য গোলক ত্যজি, নন্দের বাধা মাথায় বই ॥ ১২২ ॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি খাম্বাজ—একতালা। মানভঞ্জন

যদি কিশোরী তোমার, গোকুল-চাঁদের উদয় ঘুচ্‌লো হৃদে।
কে নাশিবে আর, কৃষ্ণ বই আঁধার, কৃষ্ণপক্ষ তুমি থাক্‌লে রাধে।
চল্‌লাম আমরা যে পথেযান মধুসূদন, শুন্‌বোনা তোর রোদন, মান্‌বোনা তোর বেদন; থাকবোনা তোর সদন, কৃষ্ণত্যাগীর বদন, দেখ্‌তে
নিষেধ আছে পুরাণে বেদে

কাল্ যাঁ'রে চিন্তা করেন চিরকাল,
চিন্তিলে সে কালো, যায় অন্তরের কালো;
যা'র নিবারণ কাল্, ছারালি সে কালো,
কাল্মানে আমার সে কালাচাঁদে॥ ১২৩॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি ললিত—একতালা। মানভঞ্জন

দেখ্লাম শ্রীরাধায়, শ্যাম হে শ্যামাপ্রায়, অসিধরা—ধরা যায় রসাতলে।
(একবার) তুমি হে শ্রীধর, হ'য়ে গঙ্গাধর, ধরগে রাই চরণ হৃদ্কমলে।
সে ধনীর ধ্বনিতে নাই কোন উৎসব, অকালে ভয়ে গর্ভিনী প্রসব;
সংসার বাসী সব, শঙ্কায় সব শব, সব যায় হে—এখন তুমি হে কেশব! শব না হ'লে॥ ১২৪॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি সিন্ধু খাম্বাজ—আড়াঠেকা। মানভঞ্জন

তা কি নাই হে বঁধু মনে! যাবে কোন তীর্থ ভ্রমণে।
সর্ব্ব তীর্থময়ী গঙ্গা, উদ্ভবা তব চরণে।
(বঁধু হে) কি জন্যে যাবে সাগরে, গয়া গমন কিসের তরে;
ঐ চরণ তো গয়াসুরের শিরে, ভব-নিস্তারণে।
বঁধু হে যাবে কাশীতে, কোন পুণ্য প্রকাশিতে;
কি অধর্ম্ম বিনাশিতে, হয়েছে মনে—
শ্যাম! তোমার ঐ চরণ কাশী, কাশীকান্ত অভিলাষী;
দাও হে গোলকবাসী! সদা বাঞ্ছা-ফল সেই পঞ্চাননে॥ ১২৫॥ ঐ

চিত্রসখীর উক্তি সুরট মল্লার—তেতালা মানভঞ্জন

যোগী ঐখানে হবে বসিতে।

কুঞ্জে পাবেনা প্রবেশিতে, এমনি ছদ্ম যোগীবেশে রাবণ এসে,
বনে হরির হরিল সীতে।

আজ্ঞা হ'লে আনি যদি ভিক্ষা লন, কিম্বা হয় যদি পদ-প্রক্ষালন্;
জাহ্নবীর জল, যে বাঞ্ছা সকল এনে দ্যায় দাসীতে।

দেখছি তোমার তেজপুঞ্জ কলেবর, যোগিবর, তুমি তুল্য দিগম্বর;
দিতে পার বর—ক্রোধ হ'লে পর, পার জীবন নাশিতে।

আমরা তোমায় ভয় করিনে যোগি,
ভ'জে রাই হ'য়েছি ভয়ত্যাগী;
যমের ভয় করেনা ওহে যোগি,
ভাগীরথী-তীর বাসীতে॥ ১২৬ ॥ ঐ

বিদেশিনী কে

ললিতার উক্তি বিভাস—একতালা। মানভঞ্জন

আর কি থাকে কূল, এসেছ গোকুল, ডুবাইতে কুল, অকুল সাগরে।

একবার দেখলে কালোশশী, আর কি যাবি কাশী,
দাসী হবি বাঁশী শুনলে পরে।

আমরা নারী করি অন্তঃপুরে বাস, অন্তরে প্রবেশ করেন শ্রীনিবাস;
স্বামী-সহবাস, ঘুচাই গৃহবাস, বাসনা গো—
শ্যামের বাঁশের বাঁশী বনবাসিনী করে।

বংশী রবে সতীর সতীত্ব দমন, হ'রে লয় সতীর পতি প্রতি মন;
মত্ত জগজ্জন, যমুনা উজান্-বেগে ধায় গো—
যখন বংশীধর বংশী ধরেন অধরে॥ ১২৭ ॥ ঐ

বিদেশিনীর উক্তি খাম্বাজ—কাওয়ালী। মানভঞ্জন

বিধি কি সাধ করিবে পূরণ। (আমার)
অসাধনে পাব সাধনের ধন.—
পতি হবেন কৃষ্ণ পতিতপাবন।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক যদি হ'তে পারি আমি,
তবে অন্তে পাব রাইচরণ।
ওহে নারী পুরুষ উভয়েরই পতি দয়াময়,
শুধু রমণীর নয়—
প্রজাপতি সুরপতি, পশুপতির হন পতি;
দিবাপতির পতি সেই পতিতপাবন ॥ ১২৮ ॥ ঐ

বিদেশিনীকে দেখে রাধিকার উক্তি মানভঞ্জন

ললিত ভয়রোঁ—একতালা

এমন কালরূপ নাই আর এ সংসারের মাঝে অন্য।
নাই আর এমন, বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন।
যা ভাবিয়ে, বসন দিয়ে, হৃদয় করেছ আচ্ছন্ন; তবু ত্বাথা যায় লো ধণী,
ভৃগুমুনির পদচিহ্ন।
(হায়) অন্য রবে আর মজিনে, আমরা শ্যামের বাঁশী বিনে, তেমনি
তোমার বীণে শুনে দেহ অবসন্ন;—
কালো রূপে, নয়ন সোঁপে, নয়ন জীবন হ'ল ধন্য—
দাশরথি, কয় শ্রীমতি, হরি নারী তব জন্য ॥ ১২৯ ॥ ঐ

রাধিকার উক্তি খট্ ভৈরবী—একতালা। অক্রূর সংবাদ

নিদ্রা ক্যান অঙ্গে এলি। (কাল্)

তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার, রাধার মূলাধার কোথায় লুকালি।
হ'রে নিলি আমায় ক'রে অচেতন, অমূল্য রতন সে নীল রতন;
সদা সাধে যাঁ'রে সনক সনাতন, ব্রহ্মসনাতন কাহারে বিলালি।
হৃদি পদ্মাসন, করি অন্বেষণ, পাইনে দরশন সে পীতবসন; ওরে
নিদ্রা শোন, ক'রে আকর্ষণ,
বিচ্ছেদ-হুতাশন তুই জ্বেলে দিলি॥ ১৩০॥ ঐ

রাধিকার উক্তি খট্ ভৈরবী—একতালা। অক্রূর সংবাদ

নয়ন! কে নিলে রে হরি হরি।

নয়নের অঞ্জন, সে বাঁকা নয়ন, ছিলিরে নয়ন, দিয়ে প্রহরী।
কি কাল্ নিদ্রে এসেছিল তোর, কাল পেয়ে ঘরে এলো কাল চোর;
নয়ন-অগোচর, কর্‌লে মনোচোর, মরি রে, সে চোর ক্যামনে ধরি॥১৩১॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সুরট্-মল্লার—ঝাঁপতাল। অক্রূর সংবাদ

বল দেখিরে শুক শারি! তোরা তো কুঞ্জেতে ছিলি।
কোন্ পথে গ্যালরে আমার, মনোচোরা বনমালী।
কি দোষে ত্যজিল কান্ত, সে তদন্ত না জানি;
অন্তরে ছিল রে অন্তর্যামী সে চিন্তামণি—
অন্তর হইল দিয়ে অন্তরে কালি।

ওরে শুক!) আমার আজি কি হইল, সুখ সম্পদ ঘুচিল;
সুখ-সাগর শুকাইল, দুঃখ কা'রে বলি—
সুখে ছিলাম শুক! ল'য়ে কৃষ্ণ-শুকপাখী,
হৃৎ-পিঞ্জর ভেঙ্গে, সে রাধারে দিল ফাঁকি,—
কে আর শুনাবে ব্রজে রাধা রাধা বুলি ॥১৩২॥ ঐ

দেবকীর উক্তি ঝিঁঝিট—একতালা। অক্রুর সংবাদ

বাছা কে তুই ডাকিলি রে, দুঃখিনীরে মা ব'লে।
তুই কি আমার সে নীলরতন এলি,
যা'রে কংস ভয়ে রেখেছিলাম গোকুলে।

আমি দশ মাস দশ দিন তোরে, গর্ভে ধারণ ক'রে; সঁপেছিলাম শক্রুদায় যশোদায়—অ্যাখন মা ব'লে তা'র ইষ্ট, পূরালি কি রে কৃষ্ণ, আমি পেয়ে হারালাম তোয় ভূমিষ্ঠ কালে।

শুনিলাম নাকি হাঁরে, কিঞ্চিৎ ননীর তরে, যশোদা বন্ধন করে, তোর কোমল করে রে—গোপাল রে! আমার বুকে পাষাণ তা'র, কি দুঃখ রে তনয়, তোর দুঃখ শুনে যে দুঃখ আমার হৃদকমলে ॥১৩৩॥ ঐ

দেবকীর উক্তি ললিত ঝিঁঝিঁট—ঝাঁপতাল। অক্রুর সংবাদ

দেবকীর দৈব-দুঃখ নাশিতে অ্যাত কালে।
কে ডাকো মা ব'লে, বুঝি কৃষ্ণ ধন আমার এলে।
এলি তো দুঃখিনীর দুঃখ দ্যাখ্ রে যদু-নন্দন, ক'রেছে নিদয় কংস কর্ চরণে বন্ধন; চক্ষেতে হ্যার রে গোপাল! বক্ষেতে শিলে।
তোরে রেখে যশোদা ভবনে, তোর আসার আশা পবনে; আছি রে জীবনে, গোপাল অ্যাতো দুঃখানলে—একি অসম্ভব শুনি, নারদের মুখে আমি, ভবের বন্ধন মুক্তি-কারণ বাছা তুমি, তবে বন্ধন দশাতে ক্যান মা'য়ে দুঃখ দিলে।
বাছা বধি জননী জনক, ব্রজে কি সুখ-জনক, জানি রে যাদব যত যতনে ছিলে—জানে কে সন্তানের মায়া, না ধরিলে উদরে; কিঞ্চিৎ নবনী তরে,ধবলী-পুচ্ছ ডোরে, বান্ধিলে যশোদা কর-কমল-যুগলে ॥১৩৪॥ ঐ

রাধিকার উক্তি খট্-ভৈরবী—একতালা। মাথুর

মনের বিবাদে, কাঁদেন শ্রীরাধে, বলেন কোথা আছ প্রাণ-কৃষ্ণ।
ব'ধে রাধার প্রাণ ক্যান দীননাথ, হ্যান বজ্রাঘাত, আবার কোথা গেলে কা'র পূরাতে ইষ্ট।
অ্যাকে তো ননদী বাঘিনীর প্রায়, প্রবল শত্রু আমার ফেরে পায় পায়; না দেখি উপায় একি অদৃষ্ট—অ্যাখন আমার কেবল মরণ মঙ্গল, মন্থনেতে সুধা উঠিল গরল; জীবন ধারণ বিফল কেবল, তা হ'তে অ্যাখন মরণ শ্রেষ্ঠ ॥১৩৫॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি খট্-ভৈরবা—একতালা। মাথুর

শুন হে মাধব, ব্রজে নাই উৎসব, বলে, কোথা গ্যাল প্রাণ-কৃষ্ণ।
বহে চক্ষে শতধার, ব্রজ-গোপিকার, সবে শবাকার, সদা নিরানন্দ
একি অদৃষ্ট।
তোমার সাধের বৃন্দাবন হ'য়েছে বন, নাই হে আর ত্যামন, থাকিলে মন হ'তো না কষ্ট; ব্রজনাথ ব্রজের শোন সমাচার, তুমি হে শ্রীরাধার ছিলে মূলাধার—বিচ্ছেদ বিকার জন্মেছে রাধার, হয় প্রতীকার তুমি যদি নাথ! করহে দৃষ্ট॥১৩৬॥ঐ

বৃন্দের উক্তি ইমন—পোস্ত। মাথুর

বল দুদিক ক্যামনে রাখিবে কানাই, শুনি ভাই!
দুই গুরুতে হ'লে দীক্ষে, কোন পক্ষে মুক্তি নাই।
দু'রাজার প্রজাদের মন্দ, দু'দল হ'লে বাধে দ্বন্দ্ব, দুই উক্তিতে মনের সন্ধ মেটে না; ওহে প্রাণাধিক! বল্‌বো কি অধিক, তা'র সাক্ষী সুরধুনী
দেখ্‌তে পাই।
ওহে, দুপা দিলে দুই তরিতে, বলো ক্যামনে পারে তরিতে; কোন রূপেতে তরিতে পারেনা—উভয় বিদ্যমান, রাখ্‌বে কা'র মান, বলহে গোবিন্দ; আমি মনের সন্ধ মিটিয়ে যাই॥১৩৭॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি ভৈরবী—ঠেকা। মাথুর

শুন দূতি! দিলাম তোমায় পরিচয়।
আছে শিবের উক্তি, সাধুর যুক্তি, ভক্তির কাছে মুক্তি নয়।
লেখা আছে তন্ত্রসারে, ভক্তি সার ভব সংসারে; মন্ত্রেতে কি কার্য্য করে,
হবে মাত্র প'পচয়।
আছে ধূপ দীপ নৈবেদ্য, গন্ধ পুষ্প বথাসাধ্য; সে সাধনা ভক্তি সাধ্য
সমুদায়—মন্ত্র তন্ত্র সার, জিহ্বা যন্ত্র তাঁ'র, মন্ত্রেতে ভক্তিতে যুক্তি হ'লেই
ঘটে ফলোদয়॥১৩৮॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি ভৈরবী—ঠেকা। মাথুর

রাধে উঠ উঠ একি অলক্ষণ।
ধরণীতে তুমি ধন্যা, ধরাশয্যা কি কারণ।
তুমি আমি অ্যাক অঙ্গ, ছাড়া নই তোমার সঙ্গ,
মিছে ক্যান রঙ্গ, কর চক্ষু উন্মীলন।
শুন মম নিবেদন, তুমি হে মম জীবন; জীবন ত্যজিয়ে মীন বাঁচে
আর কতক্ষণ॥১৩৯॥ ঐ

নাবিককে

বৃন্দের উক্তি অহং—একতালা। মাথুর

ওরে পারের কর্ত্তা হরি, পারে আন্‌তে পারি,
পাবরে কাণ্ডারি, পার সে কালে।
অ্যাখন কৈ রে পার হ'য়েছি, এই তো আমি আছি;
কৃষ্ণ বিনে অপার সিন্ধুকূলে।

তোর তরিতে উঠে, কৈ তরি সঙ্কটে, দেহ উঠ্‌লো তটে প্রাণ যে জলে ;—
হাঁরে ! কে দ্যায় অ্যামন তরি, কৃষ্ণ-শোকে তরি, কে আছে কাণ্ডারী
এই ভূতলে ॥১৪০॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি আড়ানা—একতালা। মাথুর

নাথ। গোকুলে আর দিন নাই।
যে দিন আনলেন অক্রূর মুনি, তোমায় গুণমণি, ব্রজে আর উদয় হয়নি
দিনমণি ; আমরা জানি, কি দিন যামিনী, কেবল অন্ধকার হে কানাই ;
তারা আরাধনের ধন হ'য়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা,
তারায় বহে তারাকারা ধারা, তারায় তারা দেখি সর্ব্বদাই।
মনে করলাম একবার দেখি রাধিকারে, আছে কি ম'রেছে বিচ্ছেদবিকারে ;
দ্যাখা হ'লোনা শ্যাম অন্ধকারে, আমরা অন্ধের মত পথ হারাই ॥১৪১॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি খট্‌-ভৈরবী—একতালা। মাথুর

এ সব ক্যামন দান, তোমার কি বিধান, আমায় বল বল গোবিন্দ ;
এসে মধুপুরে, তুমি দিয়েছো হে ত্রিনয়নের ধন ! অন্ধের নয়ন,—
কিন্তু ব্রজে করলে নন্দের নয়ন অন্ধ।
কারু বা অকার্য্য, কারু বা সাহায্য, কা'রে কর ত্যাজ্য,
কা'রে কর পূজ্য, এ বড় আশ্চর্য্য ;—
কারু ঘরে চৌর্য্য, কা'রে দাও ঐশ্বর্য্য, এ রীত মন্দ ॥১৪২॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি পরজ—একতালা। মাথুর

দ্যাখ কি জোর রাই রাজারি।
কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গব জারি—যখন হবে ডিক্রিজারী,
ভাঙ্গবে কপাল কুবুজারি।
ল'য়ে সাধের কুবুজাকে, যাবে পালিয়ে কোন্ রাজার মুলুকে ;
সকল রাজ্যের রাজা আমার, গোকুলে রাই রাজকুমারী।
যখন তোমার বাঁধ্‌বো করে, দুঃখ-বারণ! কে তা বারণ করে ;
বারণ ধরলে মক্ষিকারে, কে উদ্ধারে বংশীধারী ॥১৪৩॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি অহং—একতালা। মাথুর

এ যমুনা পারে, কে আনিতে পারে, আমরা কুলের কুলবালা।
কেবল তুমিই বাদ সেধেছো, অবলায় বধেছো,
কপালে লিখেছো বিচ্ছেদ জ্বালা।
তোমারি লিখন মাত্র, কারু স্বর্ণ-ছত্র, কারুশিরে বজ্র দাও হে কালা ;
বটে যা দিয়েছো লিখে, কারু অট্টালিকে, কারু পক্ষে মাধব, বৃক্ষের তলা।
তুমি লিখেছ ত্রিভঙ্গ, সেই তো রস ভঙ্গ, সাঙ্গ হ'লো তোমার সঙ্গে খ্যালা ;
তোমার খ্যালায় আসি, তোমার বামে বসি, কুব্জা কংসের দাসী, হয় প্রবলা—রাজ কন্যে কমলিনী, সে হয় কাঙ্গালিনী, নীলমণি ছিল যা'র কণ্ঠমালা ॥১৪৪॥ ঐ

দেবকীর উক্তি ঝিঁঝিট—একতালা। নন্দবিদায়

দুঃখে গ্যালরে জীবন, ওরে দুঃখিনীর ধন।
পাষাণ ভরে আমার হৃদয় কাতর, কোথায় পাষাণ-হৃদয় নিদয় বারিদ-বরণ।
কষ্ট পেয়ে অষ্টম উদরে, গর্ভে ধারণ ক'রেছিলাম আমি তোরে; বাপ,
একি তাপ, অ্যাকবার জীবনান্তকালে, মাকে দ্যাখা দিলে; দুঃখের
ব্যালায় তবু জুড়াতো জীবন।
কংশ-ভয়ে তোরে নন্দালয়ে রাখি, সদানন্দ-হৃদয় ধনে প্রাণে ফাঁকি;
হায়! একি দায়, কেবল জঠরে যন্ত্রণা, দিলি কেলে-সোণা,
আমার ক্লেশ না হ'লো নিবারণ ॥১৪৫॥ ঐ

দেবকীর উক্তি ঝিঁঝিট—মধ্যমান। নন্দবিদায়

আয় আয় কোলে ডাক্ মা ব'লে রে।
ভূমিষ্ট অবধি কৃষ্ণ, হারাই হারাধন তোরে।
আয় হেরি হারাণো-সোণা, এই দ্যাখ্ বুকে, ও তোর শোকের উপর
যাতনা; পাষাণ তুলে বাচাও ও নীল বরণ, পাষাণ-চাপা জননীরে।
ঐ দ্যাখ কাঁদিছে বসু, আয় কোথারে,—দ্যাখা দেরে অমূল্য বসু;
বধিলে, বধরে ও মাধব, আসি কংসাসুরে ॥১৪৬॥ ঐ

রাধিকার উক্তি ললিত—একতালা। উদ্ধব সম্বাদ

সই কি হ'লো কি হ'লো, বক্ষেতে দংশিল, শ্যাম বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ।
সে বিষে কে বাঁচাবে আর, জীবন রাধার; রাধার মূলাধার, বিনে
বাঁকা ত্রিভঙ্গ।

এ সংসার-ময়, হেরি বিষময়, বিষেতে আচ্ছন্ন হ'লো অঙ্গময় ;
আর কি দুঃখ সয়, ভেবে বিশ্বময়, এ অসময় গো—
রসময় কি অঙ্গ দিয়ে জুড়াবেন অঙ্গ ॥১৪৭॥ ঐ

উদ্ধবের উক্তি আলেয়া—মধ্যমান। উদ্ধব সম্বাদ

কি দেখিলাম কেশব, ব্রজবাসী সব, শব প্রায় সব, প'ড়ে ধরাতলে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্নভিন্ন, জ্ঞান বিভিন্ন তোমা ভিন্ন, হ'য়ে আছে বৃন্দাবনে।
গোকুল আকুল গোকুল-চন্দ্রে হ'য়ে হারা, শুন ওহে তারানাথের নয়ন-তারা ; তারায় বহে ধারা, তারাকায়া ধারা, জ্ঞান নাই হে—
আর বাঁচে কত তা'রা নয়নতারা বিনে।
মা যশোদা সদা করে ল'য়ে সর, ডাকে গোপাল, গোপাল, ক'রে উচ্চৈঃস্বর ; প্রাণ যায়রে—অ্যাকবার শুণেশ্বর হয়না অবসর, এই ধরো ধরো সর তোর দিই চন্দ্রাননে ॥১৪৮॥ ঐ

নারদের সুরট—ঝাঁপতাল। রুক্মিণীহরণ

(ক) অক্ষরে গান, কিং ভবে কমলাকান্ত, কালান্ত কাল-করে।
কুরু করুণা, কাতর কিঙ্করে, কৃষ্ণ কংসারে।
ক্রিয়াবিহীন-কুমতি-কৃত, পাতকি-কুল নিস্তারে ;
কেশব করুণাসিন্ধু, কলি কলুষ-সংহারে।
ওহে কুলবিহীন-কুল, কুল কামিনী-কুল হর কান্তে ;
কালীয় ফণী-কাল, কাল বরণ কাল-নিবারে।
কম্পে কায়া কামাদি কজন, কুজন ব্যবহারে ;
কাতরোঽহং রক্ষ, কমলাক্ষ দাশরথিরে ॥১৪৯॥ ঐ

রাধিকার উক্তি ঝিঁঝিট—যৎ। রুক্মিণীহরণ

মধুর কৃষ্ণধ্বনি কে শুনায় গো সই।
গ্যালো প্রাণ তো গৃহের প্রান্ত ভাগে, আমি তো আর আমার নই।
নাম শুনে যা'র আঁখি ঝোরে, বিধি যদি মিলায় তা'রে, সই গো—
রাখি হৃদয় মাঝারে তা'রে, রাঙ্গা পায়ের দাসী হই।
হবে কি মোর শুভাদৃষ্ট, হবে চণ্ডীর শুভ দৃষ্ট, সই গো—
আমায় দিয়ে কৃষ্ণ, মনোভীষ্ট পূরাবেন কি ব্রহ্মময়ী ॥১৫০॥ ঐ

যুধিষ্ঠিরের উক্তি সুরট—ঝাঁপতাল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

হরি হেরি হরিল দুঃখ, বলে ধর্ম্ম রাজন্।
অ্যাত ক্যান বিলম্ব তব, বল হে দুঃখভঞ্জন।
তোমা বিনে কে আছে আর, পাণ্ডবের মূলাধার;
বিপদ কালে কর্ণধার, বিদিত কথা জগজ্জন।
তুমি বুদ্ধি তুমি বল, তব করুণা সম্বল;
তব বলে প্রবল আমি, রিপুবল-বিনাশন।
যল আশে চাতকী থাকে, যামন ঘন ঘন ডাকে;
তব আশাতে আমি তেমনি, আছি ওহে নবঘন ॥১৫১॥ ঐ

ভীমের উক্তি ললিত ঝিঁঝিট—একতালা। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ

জীবন থাকতে সব, হ'লাম আমরা শব; কে সবে কেশব, এসব দুঃখ।
মান্ গ্যালো হে কৃষ্ণ, প্রাণে কি সুখ।
ওহে আমি বৃকোদর, রাজার সহোদর, একি অনাদর ঘটালে হরি;

হ'য়ে আমরা করী, অন্যের সেবা ক'রি,দ্রৌপদী কিঙ্করী হবে কি করি—
কি ব'লেহে কৃষ্ণ দ্যাখাবো মুখ।
ওহে! ভ্রাতা ধনঞ্জয়, ত্রিভুবন জয়, রণে মৃত্যুঞ্জয়, মানেন্ পরাজয়;
ত্রিভুবনে নাম ধর তুমি হে মাধব, পাণ্ডবের বান্ধব ত্রিভুবনে কয়—
কি দোষে হে কৃষ্ণ হইলে বৈমুখ ॥১৫২॥ ঐ

দ্রৌপদীর উক্তি ঝিঁঝিট—একতালা। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ

এতো তোমার খ্যালা নয় কান্ত, বুঝিলাম একান্ত।
এখ্যালা খেলিছেন গুণনিধি,—বিধির হৃৎকমলের নিধি কমলাকান্ত।
এবিপত্তি কালে কোথায় নাথ তব, বিপদ সম্পদ কালে তোমার মাধব বান্ধব; পাশায় রাজ্যধন, নিলো দুর্য্যোধন, কৃষ্ণ জানেন্ নাকি
এ বিপদ-তদন্ত।
কখনো মাতঙ্গ, কখনো পতঙ্গ, এসব রঙ্গভঙ্গ করেণ জানি আমি; সব সেই কেশব—অ্যাকবার বলেন্ যা'য় অন্তরঙ্গ, আবার তা'র বৈরঙ্গ,
ঐ রঙ্গে তাঁ'র দিন-রজনী অন্ত ॥১৫৩॥ ঐ

দ্রৌপদীর উক্তি ভৈরবী—একতালা। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ

ও দয়াময় বড় দুঃসময়, আসি হরি হরহে বিপক্ষ।
কোথা সঙ্কটের ঔষধি, নিদান-দিনের নিধি; নীলবরণ, লজ্জানিবারণ
আসি দ্রুপদ-কন্যা দাসীর বিপদ রক্ষ।
এই যে দুষ্ট মূঢ়মতি দুঃশাসন, কে করে শাসন, অতি দুঃশাসন; দাসের দাসীর করে কেশ আকর্ষণ, হে গোবিন্দ তোমার ক্যামন সখ্য—
কোথা রইলে নিরাপদের কারণ, নিরাশ্রয়-গতি নীরদবরণ, বিপদে
ল'য়েছি শ্রীপদে শরণ, ঐ পদ বিনা নাই উপলক্ষ ॥১৫৪॥ ঐ

দাশরথির আত্মচিন্তা   সুরট মল্লার—ঢিমে তেতালা।   দুর্ব্বাসার পারণ

ভব-সঙ্কটেতে তরি ক্যামনে।

ভেবেছরে মন কি মনে মনে, গ্যালো কুপথ ভ্রমণে দিন না ভেবে রাধারমনে।

দুঃখে থাকি জননী উদরে, বলেছিলি দামোদরে, পূজিব চরণ বিজনে; আসি সংসার রত্নাকরে, কি রত্ন পেয়েছ করে, ওরত্ন হারালি অযতনে,—সেই দুস্তারে, কে তোরে নিস্তারে; ভয়ঙ্কর দিনকর-সুত আসিবে কর-বন্ধনে।

আশা কুবৃত্তি আছে তোর, নিবৃত্তি ক'রে তা'রে; প্রবৃত্ত হ-রে হরি সাধনে; ভাবো বিপদ-ভঞ্জন, হবে বিপদ্ ভঞ্জন, নিরঞ্জন জ্ঞানাঞ্জন দিবেন নয়নে—ভবে সে পদ, হলে সম্পদ, দাশরথির কি বিপদ, থাকে ভবপার-গমনে॥১৫৫॥ ঐ

দাশরথির আত্মচিন্তা   আলেয়া—যৎ।   দুর্ব্বাসার পারণ

ভবে তা'র কা'রে ভয়।

যা'রে সাপক্ষ হইয়ে হরি, স্থান পদ অভয়।

বিপক্ষ ত্রৈলোক্য হ'লে সবে পরাজয় মানে, রণে বনে কি জীবনে রাখেন ভক্তের জীবনে; কৃপাময় কৃপা কৃপাণে, রিপু করেন ক্ষয়।

তাঁ'র, যে ভাবে চরণ দৃঢ় জ্ঞানে, শমনে সামান্য গণে, ভাবেনা মূঢ় অজ্ঞানে, দাশরথি খেদে কয়॥১৫৬॥ ঐ

দ্রৌপদীর স্তব আলেয়া—একতালা। দুর্ব্বাসার পারণ

অ্যাকবার দ্যাখা দাওহে ভগবান।

যখন দুষ্ট দুঃশাসন, মম কেশাকর্ষণ, ক'রে ছিল সভায় হরিতে বসন ; হৃদয়-পদ্মাশন-মধ্যে দয়শন, দিয়ে রেখেছিলে মান্।

ও শ্রীপদপ্রান্তে এদাসী একান্ত, নিতান্তে অ্যাখন স'পেছে শ্রীকান্ত ; ভ্রান্তিমোচন ! মম কান্তের ঘুচাও ভ্রান্তি করিয়ে কৃপা বিধান।

ছলে দুর্য্যোধন নিলে সব ঐশ্বর্য্য, বনবাসী হ'লেন ত্যজ্য ক'রে রাজ্য ; ভরসা কেবল ঐ যুগল-পদবীর্য্য, তাতেই ধৈর্য্য থাকে প্রাণ ॥১৫৭॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি জংলা—একতালা। দুর্ব্বাসার পারণ

ভক্তাধীন চিরদিন, আমি এ তিন সংসারে।

ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা, তাকি জাননা ভক্ত দিলে বাধা, যত্নে ধারণ করি মস্তক উপরে।

হই ভক্ত-অনুরক্ত, চারি বেদে ব্যক্ত ; ভক্তগণে স্থান দিই গোলক-উপরে—ভক্তে দিতে পারি, প্রাণ চাহে যদি দেহ পরিহরি, দ্যাখ ভক্তপদ রাখি হৃদয়ে ধ'রে।

দ্যাখ নামটী মোর অনন্ত, কে পায় আমার অন্ত ; রই অনন্ত রূপে জীবের অন্তরে,—আমি ভক্তের রিপু, নাশিলাম হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদে রাখিলাম, নরসিংহ রূপ ধ'রে ॥১৫৮॥ ঐ

নারদের হরিনাম গান   জংলা—একতালা।   দুর্ব্বাসার পারণ

তাই বলি মন, মিছে বার বার ভ্রমণ, করিছ ভবসাগরে।
সদা বিষয়-মদে মত্ত, মনরে কুতত্ত্বে প্রবর্ত্ত, প্রতত্ত্বে আর তত্ত্ব,
নাই প্রশংসা রে।
পান কর সেই নামসুধা, যাবে ভবের ক্ষুধা, ভাব্‌তে কি তোর বাধা, সে
কংসারে; দিবাকর সুত, বাঁধিবে দিয়ে সূত, করের তরে করে,—কি কর্
দিয়ে তা'র করে কর্‌বি মিমাংসা রে।
ওরে অমাত্য বন্ধুবর্গ, তাজে এসংসর্গ, এরাই উপসর্গ কেবল সংসারে;
অ্যাকবার হ'য়ে বিজন, ওরে দাশরথি ও পদ কর ভজন,—সেজন ভবনে
যাও, ছ'জন কুজন ধ্বংস ক'রে ॥১৫৯॥ ঐ

যুধিষ্ঠিরের স্তব   ললিত—একতালা।   দুর্ব্বাসার পারণ

দীনে দিয়ে দিন, দীননাথ করিলে দুঃখের অন্ত।
নিজ গুণে এ নির্গুণে, দিলে পদে স্থান নিতান্ত!
মহিমা যে মহী-মাঝে, আছে ব্যক্ত গুণ অনন্ত;
ভক্তে রাখ্‌তেছে বিশ্বরূপ, ধর রূপ কি অনন্ত।
শুনহে ভব-বৈভব, ত্যজিয়ে সব বৈভব, ক'য়েছি বৈভব
তব চরণ একান্ত; কুমতি দাশরথি, বিষয়-বিষ-পানে ভ্রান্ত;—
নাই তা'র উপায়, রেখ ও পায়, যদি কৃপায় হয় কালান্ত ॥১৬০॥ ঐ

নারদের হরিনাম গান আলেয়া—একতালা। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন

গ্যালোরে দিন গ্যালো একান্ত।

কি কররে মন মানস ভ্রান্ত, নিন্দিরূপ-নীলকমল হৃদ্‌কমলে ভাব সে কমলাকান্ত।

মুদিলে নয়ন সব নৈরেকার, কেহ নয় আমার, আমি নৈরে কা'র;
কর সেবা কা'র, ঘরে কেবা কা'র হয় রে জায়া সুত;—
না শুন শ্রবণে সুজন-ভারতী, ভব নিস্তারণ তোমার ভারতী;
ক্যান চিন্তনারে দাশরথি—স্বীয় শিয়রে অসুরভাবে কৃতান্ত ॥১৬১॥ ঐ

নারদের শক্তিগুণ গান সুরট—কাওয়ালি। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন

(মা) তারিণি তাপহারিণি।
তারো তারা প্রদানে পদ-তরণী।
তপন-তনয়-তাপে তাপিত তনয়-তনু,
ত্রাস নাশ তারা ত্রিবিধ পাপ-বারিণি।

তপাদি লোক-মন-তৃপ্তিকারিণী, তুমি তপ্ত-হেম-বরণি; তন্ত্রে তদন্ত-বিহীন,—জানেকে তত্ত্ব তব, পদ-তরঙ্গ তরল তরণী।
ত্রিগুণ-ধারিণি ত্রিলোচনি, তৃণাতীত তৃণ, তপ-বিহীন, তুচ্ছ তব তনয় দাশরথির তিমির-দূর-কারিণি ॥১৬২॥ ঐ

যশোদার উক্তি সিন্ধু ভৈরবী—যৎ। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন

সবে ধন সাধনের ধন কৃষ্ণধন তপোধন, আর পাব কি তায়।
ক'রে গেছে প্রাণগোবিন্দ, অন্ধ নন্দ যশোদায়।

অপুত্রিণী ছিলাম ভাল, সন্তানে সন্তাপ হ'লো, কি মায়া বাড়ালে কৃষ্ণ মা
ব'লে দুখিনী মায়—না হেরে গোপাল-মুখ, গোপাল সব ঊর্দ্ধমুখ ;
বনে কাঁদে পশু পক্ষ, ব্রজে শিশুগণ পড়ি ধূলায় ॥১৬৩॥ ঐ

ললিতার উক্তি সিন্ধু ভৈরবী—যৎ। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন

এসো গো রাই রাজকুমারি, ভেসোনা নয়ন-জলে।
সাধে বিধি দিলেন জল, তোমার চিন্তামণির চিন্তানলে।
ব'লে গেলেন মুনিবর, ত্যজ ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর, রাধে অম্বর সম্বর,
পীতাম্বর শ্যামকে পেলে।
কুদিন আজ হরিলেন হরি, কর শীঘ্র গমন প্যারি ; এলেন কুরুবংশ-
ধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞস্থলে।
অ্যাকে বিচ্ছেদ-উন্মাদিনি, তাতে বিবাদিনী ননদিনী ; সদা ভাব্‌ছ গো
রাই বিনোদিনী, গোকুলে অকূলে—অন্তরে বুঝিলাম অন্ত, শ্রীদামের শাপ
হ'লো অন্ত, তুমি পাবে নিজ কান্ত, চল রাই শ্রীকান্ত ব'লে ॥১৬৪॥ ঐ

যশোদার উক্তি ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল। কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় মিলন

আয়রে প্রাণ যায়রে মায়ের, দ্যাখা দে মাখনচোরা।
মরিরে নীলমণিরে তোর শোকে জননী সকাতরা।
কি ছলে গোবিন্দ মায়ে, কা'ল ব'লে গেলি তোরা,—আমার কেঁদে কেঁদে
নয়নের তারা, গেছে ওরে নয়ন-তারা ; তারা আরাধনের নিধি, তোরে
হইয়ে হারা।

বাছা গগনে না উঠিতে ভানু, চঞ্চল ক্ষুধায় তনু ; অঞ্চলের নিধি মায়ের অঞ্চল-ধরা—ও বিধুবদন চেয়ে অ্যাখন কে দ্যায় ক্ষীর নবনী—কা'র মাকে মা বলিয়ে পাসরিলি রে নীলমণি ;বাছা ! কে জানে বেদন বিনে জঠরেতে ধরা।

বাছা উদিত হ'লে দীন-মণি, সাজাতামরে নীলমণি ; ও রূপ-পসরা—সে রূপ যায় কি পাসরা—সাজাতাম তোর ইন্দু-বদন অলকা-তিলকে—রাধা-নামাঙ্কিত শিখিপুচ্ছ-চূড়া মস্তকে, গলে গুঞ্জমালা কটিবাড়া পীতধড়া ॥১৬৫॥ ঐ

দশরথের বিলাপ খাম্বাজ—মধ্য। রামের বন-গমন

কি কথা শুনালি রাণি, শুনে প্রাণে বাঁচিনে।
কা'ল হবে রাম রাজা আমার. আজ দিলি তা'রে বনে।
বধিতে পতির প্রাণী, শুনালি কি কাল্ বাণী ; হয়ে কাল্-ভুজঙ্গিনী দংশিলি এবে প্রাণে।
জীবনের জীবন হরি, সে হইলে বনচারী ,
জীবনে ত্যজীব জীবন. কায কি এ পাপ জীবনে ॥১৬৬॥ ঐ

লক্ষ্মণের উক্তি অহং সিন্ধু—মধ্য। রামের বন-গমন

সঙ্গীকর, রঘুবর, ত্যজ না রাম নিজ দাসে।
এই যে বলো ভালবাসি, একাকী যাও বনবাসে।
পীত বসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি, মরি মরি কাজ কি আমার এ ছার অভরণ বাসে।

রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুখ, ছত্রধারী হবে কে এসে ;—
ক্ষুধাতে হ'লে ব্যাকুল, কে যোগাবে ফল মূল ;
এ দাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি হরিষে ॥১৬৭॥ঐ

গুহক চণ্ডালের উক্তি — খাম্বাজ—যৎ। — রামের বন-গমন

ভাই যাস্‌নে রে রামামিতে, তুই ভ্রমিতে কাননে।
বড় হ'বি কাতর, বাজ্‌বে রে তোর রাঙ্গা চরণে।
আমার যে চণ্ডাল-কায়া, জগতে নাই কারু মায়া,
তোরে দেখে কি হ'লো আমার, প্রাণ কাঁদে ক্যানে ॥১৬৮॥ ঐ

মায়া মারীচের উক্তি — জয়জয়ন্তী—যৎ। — রাম-বনবাস ও সীতাহরণ

আয় রে লক্ষ্মণ, যায় রে জীবন, বনে অন্য সখা নাই।
বধ করে নিশাচরে, প্রাণ বাচা রে প্রাণের ভাই।
যদি আমায় রক্ষা কর, ত্বরায় নিয়ে আয় ধনুঃশর (রে) আমি সকাতরে
ডাকি তোরে, তুই এলে নিস্তার পাই।
সাপক্ষে কেউ নাই রে সাথে, প'ড়েছি বিপক্ষ হাতে ; বিপাকে আজ
বুঝি লক্ষ্মণ, জীবন হারাই—
আমি যদি মরি প্রাণে, তা'য় ভাবিনে ভাবিনে (রে) ম'লে জনম দুখিনী
সীতার, কি হবে ভাই ভাবি তাই ॥ ১৬৯ ॥ ঐ

হনুমানের উক্তি খট্ট—একতালা। সীতা অন্বেষণ

আমি জানিনে গো আর মা! তোমার কেবল অভয়পদ ভিন্ন।
হ'য়ে সীতে, ভার নাশিতে, অবনীতে অবতীর্ণ।
হই বঞ্চিত, নাই সঞ্চিত, জন্মার্জ্জিত-কৃত পুণ্য, হ্যার দীনে, এ দুর্দ্দিনে
তোমা বিনে, নাই আর অন্য।
করিতে মা! তব তত্ত্ব, না জেনে এসেছি তত্ত্ব; পরম পদার্থ পদ দিয়ে
কর ধন্য—মা! তোমারে নিরাহারে পূজে পদ পাবার জন্য দাশরথ-
প্রিয়া সতি! দাশরথির জ্ঞান শূন্য ॥ ১৭০ ॥ ঐ

হনুমানের উক্তি খট্ট ভৈরবী—একতালা। সীতা অন্বেষণ

যদি করেন পার, ভব-কর্ণধার, তবে কে করে পারের চিন্তে।
সেই অচিন্ত্য অব্যয় জগতের মূলাধার, নিত্য নির্ব্বিকার—তিনি সাকার
কি নিরাকার, কে পারে জান্তে।
সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন, পরম পদার্থ পরম কারণ; পরমাত্মা রূপে
জীবে অধিষ্ঠান, পুরুষ কি নারী, নারি রে চিন্তে।
দয়াময় নাম শুনি চির দিন, দেখে দীন হীন, স্থান যদি দিন; আমি
দুরাচার ভজন-বিহীন, স্থান কি পাব[illegible]ন পদপ্রান্তে ॥ ১৭১ ॥ ঐ

হনুমানের উক্তি ললিত—একতাল সীতা অন্বেষণ

শুধুই হরি হরি কর্‌লে হরি পাওয়া ভার। [illegible]নর ফল হয় কেবল,—
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, দেহে আছে প[illegible] সাধু ভিন্ন কেবা নাশে
অন্ধকার।

সাধু-দরশনে পাপ থাকেনা, জনম সফল তা'র সিদ্ধ হয় কামনা ;
অ্যাকেবারে যায় সব যন্ত্রণা,—গণ্য নয় আর অন্য মতে, সার্থক সাধুর
পথে, পথের পথী হ'লে, হরি মেলে তা'র ॥ ১৭২ ॥ ঐ

রাবণভয়ে সীতার উক্তি খট্ ভৈরবী—একতালা। সীতা অন্বেষণ
আর নাই উপায়, আজ প্রাণ যায়, সহায় কেহ নাই আমার পক্ষে।
অ্যামন সঙ্কটে কোথা আছ রাম! নব-ঘন শ্যাম! আসি রাক্ষসের করে
কর হে রক্ষে।
জন্মাবধি আমার বাদী চতুর্ম্মুখ, সুখের সাগরে উপজিল দুখ, ধিক্ ধিক্
ধিক্, অ্যামন দুখিনী না দেখি ত্রৈলক্যে—কি দোষে দাসীরে ত্যজিলে
হে রাম, শ্রীচরণ ভিন্ন জানিনে হে রাম; অনন্ত ভূধর অন্তর্যামী নাম
স্থাখা দিয়ে রাখ নামের ব্যাখ্যো ॥ ১৭৩ ॥ ঐ

হনুমানের প্রতি
সীতার উক্তি খাম্বাজ—একতালা। সীতা অন্বেষণ
মরি কি শুনালি রে সুফল রাম-নাম সুধা মাখা।
কবে, সে দিন হবে, দেখিব রাঘবে, সেই আশ্বাসে কেবল জীবন রাখা।
সর্ব্বদা অসুখ অশোক-বন-মাঝে, যে করে পরাণী বলিব কা'র কাছে,
অবশেষে আমার আরো কিবা আছে, কর্ম্ম-ফলাফল কপালে লেখা ॥ ১৭৪ ॥ ঐ

সীতার উক্তি সুরট্—কাওয়ালী। সীতা অন্বেষণ

ব'লো ব'লো হনুমান! যত দুঃখ রে, সব দুঃখ রে—আর সহেনা সহেনা হৃদে রাক্ষসের অপমান।

ছি ছি রাজার নন্দিনী হ'য়ে, চিরকাল দুঃখ স'য়ে; দুঃখের সাগরে আমি ভাসিলাম—সুখের কি সুখ তা না জানিলাম—এ জীবনে ধিক, কি বলিব অধিক, দেহ ফেটে যেতো, যদি হ'তো রে পাষাণ॥ ১৭৫ ॥ঐ

তরণীসেনের উক্তি বিভাস—ঠেকা। তরণীসেন বধ

আজ দ্রুত গমনে চল চরণ, শ্রীরামচরণ দরশনে।

চরমে রবেনা দুঃখ, সুখ সে পদ-শরণে।

জনমিয়ে পাতকী কুলে, আছি বিহ্বল স্থূলে ভুলে; রাম যদি কূল দ্যান্ অকূলে, ভব-কূলে তবে ডুবিনে।

ওরে কর্ তুমি কি করো, আশু তুলসী চয়ন করো; রামকে যদি প্রদান করো, করো চন্দনাক্ত যতনে—বদন রে বলি শোন্ তোরে, ডাক্ সদা সীতা কান্তরে; তবে কি ভয় কৃতান্তেরে, অন্তরে আর ভাবিনে॥ ১৭৬ ॥ঐ

রাবণের বিলাপ আলেয়া—একতালা। শক্তিশেল

কোথায় গেলি রে ইন্দ্রজিতে! আমার এ সকল ঐশ্বর্য্য, হ'ল রে অসহ্য, না হেরিয়ে তোমার সে রূপ মাধুর্য্য; তব বীর্য্য-ভয়ে, কাঁপে চন্দ্র সূর্য্য, ইন্দ্রে বেঁধেছিলি ইন্দ্র জিতে।

তোমার বাহুবলে নাশিলাম সব, শাসিলাম রিপু যত, কত কব; এ সব বৈভব, তোমা হতে সব, আজ মরে প্রাণে তোর পিতে।

গেলি পুত্র অ্যাখন শোকে আমি মরি, শূন্য হ'লো আমার স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী; ব্রহ্মচারী জটাধারী নারী, চুরি ক'রে এনে কাল্ সীতে॥ ১৭৭ ॥ঐ

মন্দোদরীর উক্তি বিভাস—একতালা। শক্তিশেল

তাই করি হে বারণ, ক'রোনা আর রণ, লও শরণ নীলবরণ চরণপল্লবে।
আর ক্যান রণ-সাজে, আর কি রণ সাজে; কে জিনে ভুবন-মাঝে,
সে লক্ষ্মী-বল্লভে।
জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে, সে চরণ পূজেন হর হরষিতে; তাঁ'র
হরণ ক'রে সীতে, স্ববংশে নাশিতে আনিলে হে—অ্যাখন ফিরে দাও
সীতে, সেই রাঘবে।
মানব-জ্ঞানে অশোক-বনে রাখ্‌লে সীতে, পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড
নাশিতে; তুমি যাও সীতে, অ-সিতে নাশিতে, জ্ঞান নাই হে—ঐ সীতে
কি অসীতে যে যা ভাবে ভবে॥ ১৭৮ ॥ঐ

রামচন্দ্রের বিলাপ ঝিঁঝিট—একতালা। শক্তিশেল

কেঁদে আকুল নারায়ণ, বলেন গা তোল রে লক্ষ্মণ! আর ধরায় কতক্ষণ
রবি, হেরি কুল'ক্ষণ, মলিন চন্দ্রানন।
কি বিষাদে খেদে মুদিলি নয়ন-তারা, বল্‌রে প্রাণাধিক তুই রে নয়ন-
তারা; কি করিলি—য্যামন অন্ধের নয়ন-তারা, ভাই রে, হারায়ে
কাতরা; মন্দ ছিল চন্দ্র তারা আসি যখন বন।
ও তোর দুগ্ধপোষ্য তনু কোমল অতিশয়, এ বক্ষে কি দারুণ শক্তিশেল
সয়; অ্যাত কি প্রাণে সয়—ছিল মনে যে আশয়, ভাই রে! হ'লো
নিরাশয়, অ্যাখন নীরালয় ত্যজি পাপ জীবন ॥১৭৯॥ ঐ

রামচন্দ্রের বিলাপ জংলা—একতালা। শক্তিশেল

ওরে ভাই লক্ষ্মণ! একি হেরি কুল'ক্ষণ; কি দুঃখে ভাই! মুদিলি নয়ন।
অ্যাকবার ডাক রে দাদা ব'লে, লক্ষ্মণ রে ও বদন-কমলে; দুঃখের
কালে আমার জুড়াক রে জীবন।
কাজ কি আমার রাজ্যে, কাজ কি আমার ভার্য্যে, যদি তুমি কর্‌লে
সমর-শয্যায় শয়ন; দুঃখ আর সইতে নারি, তোর শোকে ভাই মরি
মরি, দারুণ শক্তিশেলে কত পেলি রে বেদন।
ভাই! হারায়ে তোমারে, ধিক্ ধিক্ আমারে, অ্যাখনও পাপদেহে
র'য়েছে জীবন; অ্যাকবার কও রে কথা, দূরে যা'ক্ মনের ব্যথা, হারাই
অকূল সাগরে অমূল্য রতন ॥১৮০॥ ঐ

রাবণের বিলাপ সুরট মল্লার—একতালা। শক্তিশেল

মন্ত্রি! বল কি করি এক্ষণে, আর যাতনা সয় না প্রাণে।
ম'জ্‌লো কনক লঙ্কাপুরী, বনচারী জটাধারী রামের রণে।
কোথা গ্যাল আমার ছিল যত সৈন্য, দশদিক আমি সদা হেরি শূন্য;
হয় হৃদয় বিদীর্ণ, হারাইয়ে প্রাণাধিক কুম্ভকর্ণে।
পুত্রশোকে আমার সদা দগ্ধ কায়, কোথা গ্যাল ইন্দ্রজিত অতিকায়;
এ দুঃখ কব কা'য়, কে আছে লঙ্কায়, ঐ বড় খেদ মনে।
যা'দের বাহুবলে শাসিলাম সব, ব'ধিলাম কত বাঁধিলাম বাসব; অ্যাখন
শব-প্রায় হ'য়ে কত সব, বিপক্ষ ভবনে ॥১৮১॥ ঐ

হনুমানের বগলে থেকে সূর্য্যের উক্তি   খাম্বাজ—কাওয়ালী।   শক্তিশেল

কৃপা কর, এ কিঙ্করে কৃপাময়।
তব কিঙ্করে করে জীবন সংশয়, অশেষ যন্ত্রণা প্রাণে আর নাহি সয়।
বিনা অপরাধে বধে, শরণাগত ও পদে; প'ড়ে বিপদে ডাকি তোমায়।
তুমি ভক্ত-ভয়হারী হরি! ত্রৈলোক্যে, ভূলোকে সেই উপলক্ষে যদি ভক্তে কর রক্ষে; হ্যার আসি পদ্ম-চক্ষে, রেখেছে পবনসুত কক্ষেতে আমায়॥১৮২॥ ঐ

ভরতের বাঁটুল প্রহারে হনূমানের খেদ   খাম্বাজ—মধ্যমান-ঠেকা।   শক্তিশেল

কোথা হে অনাথ বন্ধু হরি! মরি মরি।
দারুণ বাঁটুল প্রহারি দাসের জীবন লয় হে হরি।
ধ্যান ক'রে ঐ কমল-পদ, জ্ঞান করি সিন্ধু গোষ্পদ; যে করে ও পদ-সম্পদ, তা'র থাকে কি বিপদ—ভব-নদীর তরি ঐ পদ, জীবে দাও হে মোক্ষ পদ; আমার বাঞ্ছা নাই আর অন্য পদ, ওহে ভক্ত-বিপদহারি॥১৮৩॥ ঐ

ভরতের বিলাপ   ঝিঁঝিট—মধ্যমান।   শক্তিশেল

ওরে, দীননাথ কি দীনে দিবেন দিন।
ভবের নিধি আসিবেন ঘরে, কবে হবে অ্যামন সুদিন।
জন্ম ল'য়ে পাপোদরে, না ভজিলাম দামোদরে; বলিতে হৃদি বিদরে, বল আর কাঁদ্‌ব কত দিন,—কুরঙ্গে কুসঙ্গে গতি, ক্রিয়াহীন কুমতি অতি, স্থান্ যদি দিন দাশরথি, দাশরথির আগত দিন॥১৮৪॥ ঐ

সুমিত্রার খেদ　　ললিতভয়রোঁ—একতালা।　　শক্তিশেল

ওরে হনুমান নারিলি রামকে চিন্‌তে চর্ম্মচক্ষে।
সৃষ্টি স্থিতি, লয় উৎপত্তি, হয় যে রামের কটাক্ষে।
ভাবিলে সে পদ, রয় কি বিপদ, বিপদহারী যা'র পক্ষে, শিবের সম্পদ,
সে কমল-পদ, সদা সাধেন সুর বক্ষে।
দিওনা আর অন্য ঔষধি, থাক্‌তে কাছে মহৌষধি, অপার জলধি
পারে এলি মরি দুঃখে; প্রাণ কাতরা, যা বাপ ত্বরা, ত্বরায় ব'ল্‌গে
পদ্মচক্ষে,—ও নীলবরণ, যুগলচরণ দাও রাম, লক্ষণের বক্ষে ॥১৮৫॥ ঐ

লক্ষণের খেদ　　সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।　　মহীরাবণ বধ

হরি হে আজ বুঝি প্রাণ হারালাম।
আগে নাগপাশ-বন্ধনে, দারুন শাক্তিশেলে তরিলাম।
পূজা ক'রে ভদ্রকালী, বলিতেছে দিবে ব'লি; রাম! কেবল প্রাণ
ল'য়ে ভরসা ছিল, সে আশা আজি ঘুচালাম।
দুটি ভাইকে বনে দিয়ে, ঘরে মা র'য়েছেন পথ চেয়ে, রাম আমরা
দু'জনে জননীর গর্ভে বৃথা জন্মেছিলাম ॥১৮৬॥ ঐ

ভদ্রকালীর সম্মুখে
রামের স্তব　　সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।　　মহীরাবণ বধ

ওমা কালী, মনের কালি, ঘুচাও গো মা কালহারা।
এ দাসের হয় অকাল মৃত্যু, বাঁচাও গো মা মৃত্যুহরা।
মহীরাবণ করি মায়া, প্রাণ বধিবে মহামায়া; য্যান মা হ'য়ে সন্তানের
মায়া, ভুলনা গো ত্রিপুরা।
যাত্রাকালে ওমা তারা, মন্দ ছিল চন্দ্র তারা; অ্যাখন ভরসা কেবল তারা,
তোমার করুণা নয়নের তারা ॥১৮৭॥ ঐ

মন্দোদরীর উক্তি আলেয়া—একতালা। রাবণ বধ

নাথো, রাম কি বস্তু সাধারণ।

ভূভার হরিতে, অবনীতে, অবতীর্ণ সে ভবতারণ—ত'ার সনে কি তোমার রণ সাজে, ছি ছি রণ-সাজ কি কারণ।

(ওহে) যে রাম-পদ ব্রহ্মা পূজেন্ তুলসীতে, আন্‌লে তা'র সীতে বংশ বিনাশিতে; কাট্‌লে সুখের তরু স্বীয় কর্ম্মাসিতে, না শুনে কা'রও বারণ।

(ও নাথ) অ্যাকবার নয়ন মুদে, দেখলেনাহে চিতে, শ্রীরাম জগৎ পিতে জগন্মাতা সীতে; সেই মাতা পিতে, তোমারে কুপিতে, কপিতে তাই করে মান্ হরণ ॥১৮৮॥ ঐ

হনূমানের উক্তি খাম্বাজ—একতালা। রাবণ বধ

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে ল'য়ে।

পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষ ফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে।

শ্রীরাম চরণ কল্পতরু-মূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত হই; ফলের কথা কই, (ধনি লো, আমি) ও ফল গ্রাহক নই, যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে ॥১৮৯॥ ঐ

রাবণের উক্তি ভৈরবী—একতালা। রাবণ বধ

দিন গত, কিন্তু নয় হে ও রাম, তোমার চরণে এ দীন গত।

আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গত সময়ে দাও হে চরণ, হ'লাম চরণে শরণাগত।

সৎ সঙ্গে হ'য়ে স্বতন্তর, করি অসৎ ক্রিয়া সতত; তোমায় শত শত
মন্দ, ব'ল্লাম হে রামচন্দ্র, না ভাবিয়া ভবিষ্যত
ওহে গুণধাম স্বগুণ প্রকাশো, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশো;
স্বগুণে তারিলে কি পৌরুষ, সে তো স্বগুণে পাবে সুপথ—
জননী জঠোর কঠোর যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম কত, ওহে দশরথাত্মজ
দাশরথি, ঘুচাও দাশরথির গতায়াত ॥১৯০॥ ঐ

মন্দোদরীর উক্তি অহং সিন্ধু—একতালা। রাবণ বধ

কি করলে হে কান্ত, অবলার প্রাণ ক্ষান্ত, হয়না কান্ত এ প্রাণ
অন্ত বিনে।
যে নাথ কর্ত্তা কনক রাজ্যে, আজ যে সে লয় ধরাশয্যে, তোমার ভাষ্যে
ধৈর্য্য হয় ক্যামনে।
যম করে দাসত্ব, অ্যামন আধিপত্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে কা'রো দেখিনে;
ইন্দ্র আদির ঠাকুরাণী, হ'য়ে তোমার রাণী, আজ যে কাঙ্গালিনী
হৈ ভুবনে।
সেই যে নবীন জটাধারী, বিপিন-বিহারী, সব হারালে তা'য় মনুষ্য
জ্ঞানে; যাঁ'র পদ অভিলাষি, ঈশান শ্মশানবাসী, ব্রহ্মা অভিলাষী
সেই রতনে—কিছুই মান্‌লেনা হে নাথো, শুনেছিলে তাতো;
পাষাণ মানবী হয় সেই রাম চরণে ॥১৯১॥ ঐ

মন্দোদরীর শাঁপ | পরজ—একতালা। | রাবণ বধ

ভূষণে হ'য়ে ভূষিতে, ভূসুতে যাও রাম তুষিতে।
দেখো দুঃখে ম'র্‌বে রামের বিষ-নয়নে পড়্‌বে সীতে।
চল্‌লে ব'ধে আমার পতি, মোর কোপে তোমারে সতি, দিবেনা বৈকুণ্ঠপতি, বাম হ'য়ে বামে বসিতে।
শুন গো সীতে রূপসি, সুখে যাও কি চতুর্দ্দোলে ব'সি; বিমুখ হবেন গোলোক-শশী, কলঙ্ক দিয়ে শশীতে ॥১৯২॥ ঐ

সীতার বিলাপ | আলেয়া—কাওয়ালী। | রাবণ বধ

ও নীলবরণ জানিনে বিনে তব শ্রীচরণ।
কিদোষে দেষ অ্যাথন—আদেশ ক'রে আসিতে, জনম-দুঃখিনী সীতের বদন দেখে যে ফিরালে বদন।
ওহে তুমি তো অন্তরের অন্ত জান রাম, অনন্ত দুঃখে নাথ রাম ব'লে কাল হরিলাম, আশা ছিল আজ বিপদে তরিলাম; শিবের সম্পদ পদ হেরিলাম—না দিয়ে আশ্রয় পদে, আবার ক্যান পদে পদে, বিপদ কর হে বিপদ-ভঞ্জন।
আমি তোমার চাতকিনী জানকী, সজল জলদকায় তুমি হে কমলাঁখি; সয় এ যাতনা আর প্রাণে কি, ঘন বৈ চাতকী আর জানে কি—বাঁচাতে চাতকী-প্রাণ, না ক'রে তায় বারিদান, বজ্র দিয়ে করিলে প্রাণ হরণ ॥১৯৩॥ ঐ

হনুমানের বৈরাগ্য ললিত ঝিঁঝিট—একতালা। রাবণ বধ

চল্‌লাম গুণধাম, জন্মের মত রাম, প্রণাম হই চরণে।
আমি দিব হে জানকী-জীবন, জীবন জীবনে।
রাম দয়াময় নাম শুনিলাম, আশায় চরণ সার করিলাম; কিন্তু
দাসের আশা বাসা হে রাম, আজ ভাঙ্গলো অ্যাত দিনে।
ওহে মা যদি মোর হন্ অনলে দাহন, আমার ভুবন আঁধার ভুবন-মোহন; অজ্ঞাত নও ভুবন-স্বামী, অজ্ঞান বালক মায়ের আমি;
শেষে বুঝিতে পারিবেনা তুমি মাতৃহীন সন্তানে ॥১৯৪॥ ঐ

গুহক চণ্ডালের উক্তি ললিত ঝিঁঝিট—একতালা। রামের দেশাগমন

ব'লে গেলিনে ব'লেরে ভাই, ভেবেছিলাম আমি চিতে।
দীনকে বুঝি ভুলে গেছ, দিন পেয়ে রে রামা মিতে।
গণ্য না করিয়ে মোরে, অন্য পথে গেলে পরে, ত্যজিতাম রে প্রাণ,
বাণ-দান ক'রে হৃদয় পরে; নতুবা জীবনে যেতাম জীবন সঁপিতে।
আশা দিয়ে গেলি যে কালে, আসিব ব'লে আসা-কালে, সেই আশার আশাতে আছি তব আসা-পথে; সতত নব ঘন-রূপ জাগিছে মম অন্তরে, গগনে দেখি নবঘন ঘন ঘন নয়ন ঝরে; ভাল-
বাসি রে মিতে তোরে জীবন সহিতে ॥১৯৫॥ ঐ

রামের উক্তি ললিত ঝিঁঝিট—একতালা। রামের দেশাগমন

ক'র প্রাণ নাশন, করবি রে ভাই শোন্, মিতের আমার কোন
অপরাধ নাই।
প্রেমে ওরে হ্যাঁরে, ও বলে আমারে, আমি ওরে বড় ভালবাসি ভাই।

ওরে হ্যাঁরে বলে জাতীয়-স্বভাব, অন্তরে ওর বড় ভক্তিভাব; নইনে
আমি ধন, সাধু জনার মন জুড়াই রে—আমি ভাবগ্রাহী কেবল
ভাবেতে জুড়াই।
ভক্তিশূন্য আমি ব্রাহ্মণের নই, ভক্তিতে আমি চণ্ডালের হই;
ভক্তিশূন্য নর, সুধা দিলে পর, সুধাই না রে—আমায় ভক্তে বিষ
দিলে সুধা ব'লে খাই ॥১৯৬॥ ঐ

ভরতের উক্তি খাম্বাজ—কাওয়ালী। রামের দেশাগমন

অ্যাকবার অবিলম্বে ওরে শত্রুঘন!
কর ভাইরে, অন্তঃপুরে গমন।
রাখ্‌রে পাপিনী মাকে করিয়ে বন্ধন—শঙ্কা বড় আছে, পাছে, আবার
এসে রামের কাছে, বলে রাম তুই যারে বন।
সেতো মা নয়, পাপিনী সাপিনীর আকার, দয়া নাই মায়া নাই মা'র;
সেই তো মনে দিয়ে কালি—বনে দিল বনমালী, সেই অবধি হ'য়েছে
আঁধার অযোধ্যা ভুবন ॥১৯৭॥ ঐ

কৈকেয়ীর উক্তি আলেয়া—একতালা। রামের দেশাগমন

তুই কি এলি রে রামধন।
আমার অন্তরের যে ব্যথা, তুই বই কে জানে তা; আমিরে তোর
কৈকেয়ী অভাগিনী মাতা, কৈ, কৈ, রাম তুই কোথা—কই কই
দুঃখের কথা, আয় দেখি রে দেখি চাঁদ-বদন।

ভুবন জীবন, তোমায় বনে দিই নাই আমি, অন্তরের কথা জান অন্তর্যামী; রাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি, আমায় করে বিড়ম্বন— বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার, আমার দুঃখে কাঁদে বন-পশু কুমার; পাপিণী মা ব'লে মুখ ভাখেনা আমার, পুত্র ভরত শত্রুঘন ॥১৯৮॥ ঐ

কৌশল্যার উক্তি আলেয়া—যৎ। রামের দেশাগমন

তুই কি ঘরে এলি রে রামধন।

চৌদ্দ বৎসর হারা, দু' নয়নের তারা; ছিলাম বৎস-হারা গাভী যামন। তোর শোকে ও রাম, প'ড়ে আছি ধরা, এ দেহেতে আর জীবন যায় না ধরা; ধরা কন্যা কৈ, ও রাম তোরে কই, কৈকেয়ী বাদ সাধিল রে অ্যামন ॥১৯৯॥ ঐ

ভারীগণের উক্তি খাম্বাজ—পোস্ত। রামরাজ

চল সবে ভার্ ল'য়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে। (আজ)

দিব তাঁ'র চরণে ভার, রাম বিনে ভার আর কে লবে।

দিয়ে ভার ল'য়ে শরণ, ব'ল্‌বো তাঁ'র ধ'রে চরণ; এ বার ভার বইলাম যামন, হরি—সে ভার আর দিওনা ভবে।

পাপেতে হ'য়েছি ভারি, আর তো ভার সইতে নারি, না ভ'জে ভূভার-হারী ভার হ'লো ভার বইতে ভবে ॥২০০॥ ঐ

রামচন্দ্রের উক্তি সুরট—কাওয়ালী। লব কুশের যুদ্ধ

ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন।

যে ল'ক্ষণ করি নিরীক্ষণ, রে লক্ষণ, বিপদ ঘটিল বিলক্ষণ।

অতি অগণ্য কাযে, ছি ছি জঘন্য সাজে, ঘোর অরণ্য মাঝে ক্যান কাঁদিলাম; অপার জলধি ক্যান বাঁধিলাম—ছি ছি ধিক্ ধিক্ ধিক্ কার লাগি রে প্রাণাধিক্, শক্তিশেল হৃদে ক'রেছো ধারণ ॥২০১॥ ঐ

সীতার উক্তি আলেয়া—কাওয়ালী। লব কুশের যুদ্ধ

ও রাম, নাজানি চরণ ধ্যান ভিন্নে।

হ'লো কি মনে উদয়, ওহে নিদয়-হৃদয়; নাথ, দাসীরে দিলে আবার আজ অরণ্যে।

রাখিতে দাসীরে হে নাথ, তোমার শিবের সম্পদ-পদে বঞ্চিত ক'রে, ঘরে বঞ্চিতে দিলেনা কি জন্যে।

দুঃখ দিলে হে বিষম, সীতে জনক-নন্দিনী সম, জনম-দুঃখিনী আর নাই রাম অন্যে।

দাসীরে বিলাতে কৃপা কৃপণ হ'য়েছো, তোমার কি পণ, জানিনে তাতো স্বপনে; উদ্ধারিয়ে বনে দিবে, এ বাদ যদি সাধিবে; তবে ক্যান এ দুঃখিনীর কারণে, দুঃখ সাগরে ভাসালে দু' জনে—বনে বনেতে রোদন, বন-পশুর সাধন, বৃথা জলধি-বন্ধন রাম কি জন্যে ॥২০২॥ ঐ

বাল্মীকি মুনির উক্তি ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল। লব কুশের যুদ্ধ

ওগো এস মা রামপ্রিয়ে ভেসনা নয়ন-নীরে।

থাকিতে হবে কিছু দিন্ অতি দীন মুনি মন্দিরে।

ভব ভাব্য ভাবিনী সীতে, তুমি ভাবো কি অন্তরে, সহজে কি এসেছ আমার সাধ পুরাতে সাধ ক'রে; বেঁধে এনেছি ও পদ নিজ সাধনের জোরে।

তোমায় বনে স্থান পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বর, সম্প্রতি কৃপা বিতর,
ধন্য কর মুনিবরে ; রাজ-ভূষণ রাজ-বাস, ভালবাসো গো রাজরাণি,—
আমি কোথা পাব দিতে, কেবল দিবো গো জগদ্বন্দিনী, চন্দন তুলসী
চরণাম্বুজোপরে ॥২০৩॥ ঐ

নারদের উক্তি মূলতান—কাওয়ালী। লব কুশের যুদ্ধ

ধ বীণে লবিনে জানকী প্রাণ-কান্তের নাম বিনে।
ভরসা ক'রেছি ভবে তোমরে, বীণে দেখোরে য্যান ভুলিনে।
ভাবিলে দুঃখহারী শ্রীকান্ত, দুঃখান্ত একান্ত ; জ্ঞানপথে চল চল,
যে পথে আছে কাল্-রবিসুতরে—সে পথে য্যান রবিনে।
ওরে হর-আরাধ্য, হরি চরণ-পদ্ম, মনে ভাবিলে রে ভাবনা ভাবিনে ;
মজনারে কুরস প্রসঙ্গে, কুরঙ্গে কুসঙ্গে, রাখ দাশরথির শেষ—মিছে
রস-আশে আর ক্যান রে, যা হ'লো হ'লো নবীনে ॥২০৪॥ ঐ

হনুমানের উক্তি খট্ ভৈরবী—একতালা। লব কুশের যুদ্ধ

ওরে কুশি লব, করিস্ কি গৌরব, বাঁধা না দিলে কি পারিস্ বাঁধ্‌তে।
ভব-বন্ধন-বারণ-কারণ, শুন রে জ্ঞানহীন ; আমি অনেক দিন বাঁধা
আছি, মা জানকীর চরণ-প্রান্তে।
ভব-চিন্তাহারী প্রতি আমি রত, প্রাণ দিয়েছি পদ প্রান্তে অবিরত ;
আমি চিন্তামণির প্রিয় সুত, ওরে চিন্তামণি-সুত পারোনা চিন্তে ॥২০৫॥ ঐ

বাল্মীকি মুনির উক্তি জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল। লব কুশের যুদ্ধ

বল জানকী, ও মা একি, ধরা তনয়া প'ড়ে ধরা।

সঙ্কট কি হ'লো, ক্যান পঙ্কজ-নয়নে ধারা।

কোন্ বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম, বদনে ধ্বনি অবিরাম, 'রাম রাম' গো রামদারা॥ ঐ

ওমা বলো ব্রহ্ম-স্বরূপিণী, কি ধন হারা আপনি, সাপিনী য্যান তাপিনী, গো মা, শিরমণি হ'য়ে হারা—নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে মম বুক, ভানু-তাপে ঘেমেছে মুখ অনুতাপে তনু জরা॥২০৬॥ ঐ

মহাদেবের উক্তি সুরট—কাওয়ালী। শিব বিবাহ

আয়রে বেতাল্, সাজো তাল; হাড় মাল, বাঘ ছাল, এনে দেরে উমাকান্তে।

আয় রে তোরা, যাব ত্বরা; গিরিবর-বাসে বর-বেশে বরদারে আন্‌তে।

আর কাল-বিলম্ব ক্যান, কালভুজঙ্গ আন, শুভকাল হ'লোরে কালান্তে;

যা'র জন্যে তনু জরা, জনম-যন্ত্রণা হরা, নারদ-বদনে পেলাম শুন্‌তে—

বিনা তারিণী, তাপ-হারিণী, আছি যে দুঃখে দিবা রজনী, পাৱ্ নাকি জানতে॥২০৭॥ ঐ

দশভুজা ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল। শিব বিবাহ

পঞ্চ বদনেতে অ্যাকেবারে দিতে বরমালা।

গিরি-পুরে দশভুজা, হন্ দুর্গে গিরিবালা।

দাঁড়াইলেন উমেশ-সম্মুখে ঊর্দ্ধ কর্ করি,
রাকা-চন্দ্র-ঢাকা রূপ-ধারিণী হরসুন্দরী ;
নিরখি রূপ গগনে চঞ্চলা চঞ্চলা।
কিবা কাঞ্চন করবী আর, কমল-কুসুম-হার,
কমল করে করি বিমল বদনী বিমলা—
দশ-কর আভায় দশদিক অন্ধকার হরে,
কত শরদিন্দু করে শোভা করে ; নখর হেরি
চকোর সুধা মানসে উতলা ॥২০৮॥ ঐ

শিবের উক্তি ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল। কাশীখণ্ড

নন্দি, গিরিনন্দিনী, ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা হারা হ'য়ে আমি, হ'য়ে আছি রে তারা-হারা।
যে দিন তিন দিন ব'লে, গেছেরে সেই দিন-তারা, সেই দিনে তখনি
আমি, দেখেছি রে দিনে তারা, তারা-শোকে বহিছে তারায়
তাবকারা ধারা।
ব'সে যোগাসনে সেই তারারূপে, যা'রা আছে রে তারা স'পে, ওরে
নন্দি, তারা কি ধন জেনেছেরে তা'রা—তোরা অ্যাত কাল মিথ্যা
ঘরে কাল্ হরিলি, জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষে, তোরা তারা না হেরিলি ;
জলাভাবে আকুল সিন্ধুকূলে থেকে তোরা ॥২০৯॥ ঐ

নারদের উক্তি ইমন—একতালা। মহিষাসুরের যুদ্ধ

ও বীণে তুই কা'রো হবিনে হরি বিনে।
যদি হয় দুঃখ বলিলে হরি, তবু পরিহরিবিনে।
বীণেরে নাহিক গতি, বিনে বীনে-ধরা পতি;
তাঁর প্রেমে ডুবিলে মতি, তবেতো ডুবিনে বীণে—
কর হরি হরি রব, যে রবে র'বে গৌরব, রবিসুত-দণ্ডে রব,
সে রবে য্যান রবিনে ॥২১০॥ ঐ

নারদের উক্তি খাম্বাজ—একতালা। মহিষাসুরের যুদ্ধ

আমার অন্ত নাম আর গণ্য নয় বিনে।
ডাকো সদা হরি ব'লে, দেখোরে য্যান ডুবিনে।
বীণেরে ব'লি শোন্ তোরে, বিফলে গ্যাল দিন্‌তরে; না ভজিলি
রাধাকান্তরে, ভবে জলে পার পাবিনে।
সদা ভাবো জলধর বর্ণ, সঁপো হরিনামে কর্ণ; কাল্ পরাজয় কিসে
হবে, কর্ণ-নাশক-সখা বিনে ॥২১১॥ ঐ

ধীবরের উক্তি ভৈরবী—একতালা বামন ভিক্ষা

হরি কি দিবে দক্ষিণে মোরে।
কি শক্তি আমার, তোমায় করি পার, আমায় ক'রো পার ভবসাগরে।
অ্যাখন তুমি আমার, কি শুধিবে ধার, করিতে উদ্ধার, তুমি মূলাধার;
বেদে শুনি তুমি ভবকর্ণধার, সেধে লব ধার, ভবেরই ধারে।

আমি দিলাম তোমায় সামান্য তরী, তুমি দিও আমায় শ্রীপদতরী; পদে ধরি য্যান বিপদেতে তরি, এই মিনতি হরি করি তোমারে ॥২১২॥ ঐ

প্রহ্লাদের উক্তি খট-ভৈরবী—ঠেকা। প্রহ্লাদ-চরিত্র

হরিনাম লিখি, পরিণাম রাখি, হরিগুণ করি ধন্য।
হরি ব'লে ডাকি, হরিযে ভেজি থাকি, হরিনে কাল, হরি ভিন্ন।
ফেলিতে বিপাকে, গুরু ত্যান্ আমাকে, যে পুস্তকে হরি-গুণ শূন্য;
মজিলে গুরুর পাঠে, গুরুদণ্ড ঘটে, হান গুরু মোর অগণ্য ॥২১৩॥ঐ

হিরণ্যকশিপুর উক্তি আলেয়া—কাওয়ালী। প্রহ্লাদ-চরিত্র

প্রহ্লাদ ভ'জনা ভ'জনা সে বিপক্ষে।
দিব রাজছত্র শিরে, ক্যান জীবন নাশিরে; বাছা তোরে ভালবাসিরে প্রাণাপেক্ষে।
পঞ্চম বৎসর বয়সে, হাঁরে অবোধ কি জান, কত দুঃখ দিল সে অধম; শেল সম আছে মম বক্ষে—সে যে কুলে বাদ দিলে, বাদ সাধিলে, বধিলে মম প্রাণাধিক হিরণ্যাক্ষে।
সন্তান ধন তাতে অনন্ত গুণ, বাছা প্রাণান্ত সাধে কি তোরে করিরে; মজিলে কাল্‌হরিতে পিতার বচন পরিহরিরে, যে নাম সহেনা সহেনা মম শরীরে;—তুমি হরি হরি সাধো, শুনে হরিযে বিষাদ, বাছা হরি তো হয় অরি তোর পিতৃপক্ষে ॥২১৪॥ ঐ

সুরট—যৎ। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলন

মন ভাবো রে গণপতি, ঐক্য কর দিবা পতি, পশুপতি কমলাপতি;
পতিতপাবনী তারা।

অ্যাকে পঞ্চ, পঞ্চে অ্যাক, ভ্রান্ত ভেবে হয় সারা।
গোবিন্দ শিবশক্তি, অভেদ ভাবেতে ভক্তি; করে যা'রা ভবউক্তি,
ভবে মুক্তি পায় তা'রা।
তা'দের উভয়ে হইল ঐক্য, দু'জনে করি সখ্য, বলিছে প্রেম বাক্য,
নয়নে বহিছে ধারা; গ্যালো ধন্দ গ্যালো দ্বন্দ্ব, দূরে গ্যালো মন-সন্ধ,
জানিল, যে শ্রীগোবিন্দ, সে ভবানী ভব-দারা।
ওরে ভ্রান্ত মন শোন্‌তো বলি, বৃন্দাবনে বনমালী; কৈলাসে মহেশ
রূপ, রণে কালী ভয়ঙ্করা—অ্যাক ব্রহ্ম নহে ভিন্ন, রাম রূপে রাবণে
ধন্য, ত্রিলোক নিস্তার জন্য, গঙ্গারূপে ত্রিধারা ॥২১৫॥ ঐ

মুলতান—একতালা। বিবিধ

দোষ কা'রও নয় গো মা। আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড় রিপু হ'লো কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ;
সে কূপে ব্যাপিল, কাল-রূপ জল, কালো মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী, বিগুণ ক'রেছে স্বগুণে;
কিসে এ বারি নিবারি, ভেবে দাশরথি অনিবার, বারি নয়নে—বারি
ছিল চক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে, জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে; আর কি
অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে, ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা ॥২১৬॥ ঐ

মুলতান—একতালা। বিবিধ

দুর্গে, বাঁচিনে মা আর। ওমা ভব-চিন্তা-জ্বরে জন্মিল বিকার।
মোহ প্রলাপ দেখি মায়া-নিদ্রা-চক্ষে ; পারিনে মা মানুষ চিন্তে কোন পক্ষে ; তব নামে রুচি না রটে, ভ্রম মন্দাগ্নি ঘটে, কর্ম্ম কফেতে ভার। ও মা আমি অতি দীন, জ্ঞান অর্থহীন, সাধু বৈদ্য পাবো কি গুণে আমায় কে দ্যায় সু ঔষধি, বৃদ্ধি পায় মা ব্যাধি, দিনে দিনে সুপথ্য বিনে—ত্রিনয়নী হ'য়ে দেখ্‌লিনে মা চক্ষে, এজনমে বুঝি পাইনে মা আর রক্ষে ; রোগের চিকিৎসা অভাবে, দাশরথি ভাবে, নাইকো আর নিস্তার॥ ২১৭॥ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী। বিবিধ

আমি আছি গো তারিণি ঋণী তব পায়।
মা আমায়, অনুপায় ; ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন, জননি গো বিষয়-বিষ ভোজনে প্রাণ যায়।
জঠরে যাতনা পেয়ে ব'ল্‌লাম, এবার ভজিতে তোমায় আমি ভবে চল্‌লাম ; সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তব শ্রীপদে—ও মা ধরায় পতিত হ'য়ে, র'য়েছি পতিত হ'য়ে, পতিতপাবনি ভুলে মা তোমায়। হ'লোনা সাধন আর হয়না, হে দুর্গে মা আমার দুঃখ তো আর সয়না ; অপার দাশরথি শঙ্করি, হয়না মানস বশ কি করি—মা যদি মোরে মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি, মুক্ত কর মুক্তকেশি এ ভববন্ধন দায়॥২১৮॥ ঐ

সুরট—কাওয়ালী। বিবিধ

ও মোর পামর মন অ্যাখনও বলোনা কালী।

ক'রোনারে মন আজি কালি, আজি কালি ক'রে কি কাটাবি চির কালি; কি হবে কাল্ এল ক্যান কালী পদে না বিকালি।

ত্যজ মিছে কায রে ভজ রে মন কালী, মিছে কায়ে থেকনা মন কোনো কালি; অঙ্গেতে লিখিয়ে কালী, পরো কালী নামাবলী, না লিখিয়ে কালী ক্যান বিষয়-কালি মাখালি।

জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে প্রতিজ্ঞা শিখালি, এবার কালীর পদ ভজিব ত্রিকালি; সে বচনে দিয়ে কালি, দাশরথিরে কি আঁকালি, বলিব বলিয়া কালী ক্যান বদন বাঁকালি॥ ২১৯॥ ঐ

—চিমে তেতালা। বিবিধ

কালী এরূপে আর গত হবে কত কাল্।

কি সকাল্, কি বিকাল্, সে তো নাহি মানে কালাকাল্; কাল্দণ্ড নিয়ে কাল্, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে চিরকাল্।

জননী জঠরে ছিলাম যত কাল, মনে ক'রেছিলাম এবার সাধনে কাটাব কাল্. প্রতিবাদী হ'লো তাহে রিপু কাল্; অজ্ঞান তিমিরে গ্যাল বাল্য কাল্—গ্যাল যুবাকাল যুবতীর সঙ্গে, কাল কাটালাম রসরঙ্গে, জরাতে পীড়িত হ'লো বৃদ্ধ কাল॥ ২২০॥ ঐ

বসন্ত—একতালা। বিবিধ

ওরে রসনা রস্ না বুঝে, ক্যান তুমি কুরসে ম'জেছ ভাই।
ডাকো তারা তারা ব'লে, তারা চিরকালে, আমি য্যান তাই পাই।
তারানাথ-বাণী, তারা-রস, পাইবে সুরস সুরেশাদি বশ; তা ত্যজিয়ে ক্যান অন্য রসে ভাসো যে রসে পৌরুষ নাই—রসময় বাক্য ভাবো যদি তবে, রসজ্ঞ বলিয়া যশ দিবে সবে, দাশরথির অন্তে বিরস ঘটাবে তোর নাকি অন্তরে তাই ॥ ২২১ ॥ ঐ

সুরট—আড়াঠেকা বিবিধ

কত পাতকী তরে।
তা'রি তরে তারা তোরে ডাকি কাতরে।
গতিনাথ প্রিয় গতি, তুমি গতির সঙ্গতি; গতিহীনগণে গতি, বিলাও অকাতরে।
দেহ মা শ্রীপদ-তরী, ত্বরিতে দুস্তরে তরি, নতুবা কি ব'লে দীন ভবে উত্তরে—সত্ত্ব-রসে না থেকে বশে, মত্ত মন তম-রসে, কাল্ বুঝি এসে কেশে, ধরে সত্বরে ॥ ২২২ ॥ ঐ

সুরট—কাওয়ালী। বিবিধ

কি জন্যে ভব রোগে ভোগো রে ভ্রান্ত মন।
ত্যজ দুষ্টাহার-সংসার অ্যাখন, তারা নাম্ মহৌষধি কররে সেবন;
কুমতি-চূর্ণ আর ভক্তি-মধু তা'র অনুপান।

যাবে সব বেদনা শুনরে মন্-বেদে, কালী-নাম-পাবকে কররে তনু-স্বেদে ;
নয়ন-রোগ-নাশক, ধর গুরু চিকিৎসক, তারাতে দেখিবে তারা
তিনি দিলে জ্ঞানাঞ্জন।
নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন, তবে তো হইবে প্রেম-ক্ষুধার উদ্দীপন ;
যোগ-সুধা পথ্য ক'রে, হবে বল—হ'লে পরে, আরোগ্য-নির্ব্বাণ-পুরে
দাশরথির গমন ॥ ২২৩ ॥ ঐ

ছায়ানট—কাওয়ালী। বিবিধ

কুসঙ্গ ছাড় রে ও মোর পামর মন।
ভবানী-বাণী, ভব-নিস্তার-কারিণী, বল বল বল মন নিকটে বিকট শমন।
গ্যালো গ্যালো দিন, কি দিন এলো ভাবনা ; সুদূরন্ত সে কৃতান্ত দায়
রে—হায় রে, তারা নামে দিয়ে সাড়া, রিপু কর বপু ছাড়া, তা'রা ছাড়া
হ'লে হবে তারা-ধন আরাধন।
বল সারাদিন, সে দীন-তারা মন রে ; তারা নাম পরমার্থ গুরুদত্ত ধন
রে—মন রে, সে ধন সাধন কর, শুধিবে শমন-কর, ক'রোনা দুষ্কর
পথে দাশরথির পতন ॥ ২২৪ ॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা। বিবিধ

ত্রাণ কর হে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম, গুণে গুণ-ধাম, হর মম দুঃখ হর হর।
বিপদ-কাণ্ডারী, প্রভু ত্রিপুরারী, বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর ; পাপে হ'য়ে
ভারি, ভবে ডুবে মরি, ও হে গঙ্গাধর ধর ধর ;

ও হে ত্রিনয়ন ত্রিতাপ-হারী, ত্রিপুরান্তক ত্রিশূল-ধারী; ত্রিজগত-পাপ-তাপ নিবারি, কৃপা নয়নে হ্যার—কি করি শঙ্কর, শমন-কিঙ্কর, বাঁধে কর্ হে—কি কর কি কর, কর শত্রু জয়, ওহে মৃত্যুঞ্জয়, দাশরথি কাঁপে থর থর ॥ ২২৫ ॥ ঐ

খাম্বাজ—কাওয়ালী। বিবিধ

দুর্গে পার কর এ ভবে।

দেখে পাপের ভার, কুব্যবহার, তুমি ভার হ'লে মা কে ভার সবে।

রাজন্ ভাজন্ কিম্বা অভাজন্, কে তব অপ্রিয় কেবা প্রিয় জন; কি সুজন দীন-জন কি দুর্জ্জন, সৃজন তোমারি সবে—যা কর মা শমন এলো শীঘ্র গতি, দাও যদি মা গতি দেখিয়ে দুর্গতি; তবে দাশরথির গতি, (নয়) অসঙ্গতি দুর্গতি সদত রবে ॥ ২২৬ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা। বিবিধ

মম মানস শুক পাখি।

সুখ-মোক্ষ ধাম, সুকোমল নামটী কমল-আঁখি।

ঐ বুলিটি ধর, আমায় সুখী কর, শুক নারদ যা'য় সুখী।

সদা বল তুমি কৃষ্ণ রাধা রাধা, পাবে সুধা ক্ষান্ত হবে ভবের ক্ষুধা; ক্যান খাওরে ফল হীন ফল সদা, বিষয়-কাননে থাকি।

আশা-বৃক্ষে ব'সে আর ক্যান নিয়ত, অ্যাখন হও দাশরথির অনুগত; আয় রে আমি তোরে হেম-বিনিন্দিত প্রেম-পিঞ্জরেতে রাখি ॥২২৭॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা। বিবিধ

জীব মীন রে জীবন গ্যাল।

হ'য়ে কাল্, পেয়ে কাল্, কাল্ ধীবর এল।

বিষয় বারিক্ষেত্রে, টান্‌বে কর্ম্ম সূত্রে, ফেলিয়া জঞ্জাল জাল।

ক্যান আশ্রয় কর্‌লি এ সংসার বারি, কাল্ জাল্ যা'য় ফেল্‌তে অধিকারী;

এ পাপ-জল-অরি, পরিহরি, হরি চরণ গভীর জলে চল।

দাশরথী বলে নয়ন জলে ভাসি, জলো ক্যান হ'য়ে এ জল অভিলাষী;

যে জল মাঝারে জলে দিবানিশি, কলুষ বাড়বানল ॥২২৮॥ ঐ

টোড়ী—কাওয়ালী। বিবিধ

ব, জাননা কি হবে জীবনান্তে।

আছে চরমে পরমাপদ, শমন সহ বিবাদ, পার্‌বেনা হরির চরণ বিনা জিন্তে।

দুর্লভ জনম লইয়ে ভবে কি লাভ করিতে এলি, যখন জননী জঠরে ছিলি, সে কথা কি ভুলে গেলি; বলেছিলি ভ'জিব শ্রীকান্তে—

পরি হরি হরি পদ, পরিবারে সদা সাধ, ভবে গিছে ক্যান পরিবাদ এলি কিন্‌তে।

অদ্য অথবা শতান্তে দেহ যাবে রে, নাহি রবে তো র'য়েছ কি গৌরবে রে;

নাম যাবে দাশরথী, শরণ করিয়ে ক্ষিতি, নয়ন মুদিয়ে হবি শব রে—

যাবে দারা সুত সহিত উৎসব রে—শব দেখি যাবে সবে, তখন সে ভার কে সবে, ক্যান না মজিলি কেশবের পদপ্রান্তে ॥২২৯॥ ঐ

সিন্ধু—ঢিমে-তেতালা। বিবিধ

মন রে বিপদে ত্রাণ আর পেলিনে।

বলিতে হরি তোয় আর বলিনে, তুই এ জনমে হরিপদ-নলিনে স্থান নিলিনে।

যখন জঠরেতে ছিলি, দুঃখ পেয়ে ব'লেছিলি, হরি ভুলে দুঃখ পেয়েছি আর ভুলিনে; সব কার্য্য পরিহরি, এবার ভ'জিব হরি, ভবে এসে সে পথে তুই গেলিনে—কুপথে ভ্রমণ, সদাই কর মন, সেই শমন-দমন রাধা-রমণে মন দিলিনে।

পাপ ধূলি গায়ে মাখিলি, হরিপদ হ্রদ জলে, অ্যাকবার প্রবেশিয়ে সে ধূলি তুই ধুলিনে; নিরখিতে নিরঞ্জন, গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জন, দূরে রেখে আঁখিতে মাখালিনে—রে অধমাধিপ তুই তো জ্ঞান-প্রদীপ নিবাইলি, দাশরথীরে নিস্তার পথ ছাখালিনে ॥২৩০॥ ঐ

মুলতান—একতালা। বিবিধ

তোরে ভালবাসি মন। তাই দিলাম হরি নাম অমূল্য রতন।

এ দেহ মাঝারে রেখ যত্ন ক'রে, দেখ ছাখাইওনা রিপু ছ জনারে; দিতে হবে কর্ ধ'র্‌বে দিবাকর-সুত কর্ যখন।

প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে শয্যা হ'তে, মুখে হরি নাম ক'রো উচ্চারণ; (তবে) তোর কি বিপদ রবে, এ নামের গৌরবে, সুখী হবি সর্ব্বক্ষণ—দগ্ধ আছ সদা ভব ক্ষুধানলে, স্নান ক'রে এসে জাহ্নবীর জলে; মুখে দিলে তুলে, সকল যাবি ভুলে, জুড়াবে জীবন

নামের মহিমা কি জানি, বিরিঞ্চি গীর্ব্বাণী, ভবরাণী ঐ নামে মগন ; হ'য়ে ঐ নামাভিলাষী, ঈশান শ্মশানবাসী, লক্ষ্মী দাসী ঐ নামের কারণ— হরি নামের গুণ কি কহিব আমি, সুখে থাকুন সদা শুকদেব গোস্বামী, দিলেন দয়া ক'রে এ দাশরথীরে অ্যাড়াতে শমন ॥২৩১॥ ঐ

সুরট—ঝাঁপতাল। বিবিধ

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্ত প্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধাসতী।

মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপ-নারী ; দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।

আমায় ধর ধর জনার্দ্দন, পাপ ভার গোবর্দ্ধন ; কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি—বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি, তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।

আমার প্রেম-রূপ যমুনা কূলে, আশা-বংশী-বট মূলে ; স্বদাস ভেবে সদয় ভাবে সতত কর বসতি—যদি বলো রাখাল প্রেমে, বন্দি থাকি ব্রজধামে ; জ্ঞানহীন রাখাল তোমার, দাস হবে হে দাশরথী ॥২৩২॥ ঐ

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা। বিবিধ

বদনে বল কালী। (বদন ভ'রে)
আ'জ ম'লে দু'দিন হবে রে কা'-লি।

কালী কালী যদি ব'ল্তাময়ে সকালে, তা'হলে কি আমায় ছুঁতে পার্‌তো কালে; ল'য়ে যায় আমায় (ও ভাই তিনুরে) রবিসুত কালে, সঘনে শ্রবণে শোনারে কালী।
দাশরথির মনে থাকে যদি কালি, কালী ঘুচাবেন সে মনের কালি; সর্ব্বাঙ্গে লিখে দাও তুমি কালী, কালা কালের মুখে দিব রে কালি ॥২৩৩॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা। বিবিধ

দীনবন্ধু আমি সেই দীনে হে; দেখ্‌বো ক্যামন বন্ধু তুমি।
কে পার্ কর্‌বে হে আমারে, শমন রাজার দ্বারে; যে দিন গিয়ে বন্ধন প'ড়্‌বো হে আমি।
যদি তুমি হে মাধব, হও দীন-বান্ধব; হ'তে হবে সে দিন অগ্রগামী—অ্যাকবার সেই দিনে হে, (দাশরথী যে দিন পড়্‌বে ধরায়) যদি না দাঁড়াবে; (ওহে শমন দমন) শমন যা কর্‌বে তা সব জানো অন্তর্যামী।
হরি তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ; শঠের প্রেমে পাছে না হও প্রেমী—কিন্তু ও দীননাথ! (তুমি নির্ব্বিকার, নির্ম্মল নিত্যবস্তু) তোমার শঠ সরল সমান সংসার-স্বামী ॥২৩৪॥ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্ত। বিবিধ

হরি কাণ্ডারী য্যামন আর কি ত্যামন আছে নেয়ে।
ভবে পার করেন হরি অভয় চরণ তরী দিয়ে।
তরণীর এমনি গুণ, নাইকো হা'ল নাইকো গুণ;
পার করেন নিজ গুণে, নিগুণেরে সদয় হ'য়ে ॥২৩৫॥ ঐ

বাগশ্রী—একতালা।

একি বিচার শঙ্করী, কৃপাতরী পেলে ধন্বন্তরী।

অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দহে—আমার কি ঘটিল পাপ-মোহ, ধন-জন-
তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধ'রি।

ওমা অনিত্য আলাপ, কি পাপ-প্রলাপ, সদত গো সর্ব্বমঙ্গলে; মায়ারূপ
কাল-নিদ্রা সদা দাশরথীর নয়নযুগলে—হিংসারূপ হ'লো সেই উদরে
কৃমি, মিছে কাযে ভ্রমি, সেই হ'লো ভূমি; এ রোগে কি বাঁচি, তন্নামে
অরুচি, দিবস শর্ব্বরী ॥২৩৬॥ ঐ

দাশুরায়ের উক্তি লুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান। গঙ্গাতীরে

তোরা সব ফিরে যা ভাই তিনুরে।

আমি যাবোনা, যেতে পা'র্‌বোনা, ভবে আসতে হয়েছে অ্যাকা,
যেতে হবে অ্যাকারে।

আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী, সকল ধনের
অধিকারী তিন্‌কড়ি ভাই তুমিরে—হ'য়ে বিচক্ষণ, ক'রোরে রক্ষণ,
ঘরে বিধবা রমণী রইল তা'রে অন্ন দিওরে।

ওরে তোরাতো ভাবিস্‌রে অ্যাকা, আমি কিন্তু নইরে অ্যাকা; ব'সে
আছি আমি মায়ের কোলেরে—ব'লে ভগবান্ যদি যায়রে প্রাণ,
অন্তিম কালে দাশরথীর জাহ্নবীর তীরেরে ॥২৩৭॥ ঐ

গোবিন্দ অধিকারী।

রাধিকার উক্তি বিভাষ—তেওট।

ওগো বিন্দে গোবিন্দ কৈ এলো।
সুখের নিশি কি দুঃখে গ্যাল।

গ্যাল রজনী, ওগো সজনী, আমি না জানি সে গুণমণি; কেবা মণি হার ক'রে গলায় পরিল।

শয্যে হ'তেছে শয্যা কণ্ঠ, সদা প্রাণ উৎকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠহার আমার,—কে হ'রিল হার, ক'রে দস্যাচার, কুঞ্জে অভিসার হইল অসার; অ্যাখন অসারে জলসার অশ্রুজল।

আমি ত্যজিয়ে গৃহবাস, সপতি সহবাস, নৈরাশ হই সকল আশাতে,—তোদের কথাতে, এসে কুঞ্জেতে, এমনি হয় মনেতে; এমনি করে প্রাণ পান করি গরল ॥২৩৮॥

গোবিন্দ অধিকারী।

রাধিকার উক্তি বিভাষ—তেওট।

কৈ গো বৃন্দে কই, বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ, গগণের চন্দ্র অস্ত হ'ল ঐ।
সাধে সাজালেম বাসরসজ্জা, ছি ছি ছি এ কি লজ্জা পেলেম সই।
যা'রে দেখ্‌বোনা দেখে তা'রে আকুল হৈ, কা'র জন্যে অরণ্যে আর রৈ।

অ্যাকবার উঠি, অ্যাকবার ব'সি, পড়ে পাতের উপরে পাত, ঐ এলেন প্রাণনাথ, ব'লে কুঞ্জের দ্বারে আসি; এসে দেখি সই, প্রাণের কৃষ্ণ কৈ, তখনি এমনি হই আমি য্যান আমি নই ॥২৩৯॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি বসন্ত—তেওট।

কমলিনী গো, সদত্ কি থাকে অলি কমলে।

তোমার শ্যামরায়, য্যান চঞ্চল প্রায়, যখন যথা যায়, মধু খায়গো সেই ফুলে।

ত্রিভঙ্গ কালো, সে ভৃঙ্গ কালো, জানা আছে চিরকাল ; এরা দুই কালো ভাল নয় কোন কালে।

শ্যাম কৃষ্ণের গুণ বংশীস্বর, অলির গুণ-গুণ স্বর, দুই স্বর সমবায় য্যামন ; স্বর্ণকার য্যামন, কুম্ভকার য্যামন, স্বভাবে তোর কৃষ্ণ ত্যামন,—

হ'লে স্বকার্য্য সাধন, ফেলে যায় চ'লে ॥২৪০॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি ভৈরবী—মধ্যমান।

দে গো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।

সর্ব্বত্যাগী হ'তে হ'লো শ্রীরাধার মানের দায়ে।

এই লও গো গুঞ্জহার, কুঞ্জে না রহিব আর ;

কাশীবাসী অঙ্গীকার, কাজকি বাঁশী বাজায়ে।

এই লও গো পীতাম্বর, পরায়ে দাও বাঘাম্বর ;

ভ'জ্ব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হ'য়ে।

ত্যজে বাজুবন্ধ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা ;

লহ বন-মালা, দেহ অস্থি-মালা পরায়ে।

দেশে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালী বেশ ;

ধরিয়ে চাঁচর কেশ, দাও জটা বিনায়ে।

ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজ-বাসী ;
এই লও গো চূড়া বাঁশী, দাও যমুনায় ভাসায়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র দাও আনি, শিরে ধরি সুরধুনী ;
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দাও বিভূতি মাখায়ে।
আর কিছু নাহি অপিক্ষে, মননে করিয়ে শিক্ষে ;
রাই মান করিব ভিক্ষে, শিঙ্গে ডম্বুর বাজায়ে ॥ ২৪১॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি ভৈরবী—মধ্যমান।

কি রূপ সাজাব সেরূপ যোগীর স্বরূপ।
রাধাকৃষ্ণ-রূপ ভিন্ন নাহি জানি অন্যরূপ।
কত যোগী তোমার লাগি, হ'য়েছে হে সর্ব্বত্যাগী ;
তুমি কা'র লাগি হইবে যোগী, এ কি শুনি অপরূপ।
গুরু কি হয় শিষ্য-রূপ, শিষ্য কি হয় গুরু-রূপ ;
কিরূপে লুকাবে রূপ, অ্যামন বিশ্বমোহন দৃশ্যরূপ।
যে যোগী চরণে আসি, নখচাঁদে আছে শশী ;
সে শশী কপালে পশি, প্রকাশে কি পূর্ব্বরূপ ॥২৪২॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

দ্যাখ্ না চেয়ে পায়, হায় হায়।
প্যারি গো তোর রাঙ্গা পায়—কি হবে ইহার উপায়, দেখে আমাদের লজ্জা পায়।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যা'র পায়, তা'র মাথা কি পায় শোভা পায় ; প্যারি আর ঠেলিস্‌নে দু'পায়, কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায় ॥২৪৩॥ ঐ

সুবলের উক্তি করুণা—তেওট।

শারি শুক রে, রৈল অসুখে শ্রীকুঞ্জে শ্রীরাধার শ্যাম।
যদি রাধানাথ রাধা ব'লে, ঝাঁপ দ্যান শ্রীকুণ্ড জলে, সেই কালে রে,—
আসি সম্মুখে ব'লো জয় জয় রাধার নাম।
বড় সুখের ধাম, বড় সুখের নাম, নামে ঐকান্তিক হ'লেই হয়
পূর্ণ মনস্কাম॥ ২৪৪॥ ঐ

যশোদার উক্তি করুণা—তেওট।

যোগী রাজ রে, খাও ক্ষীরসর অ্যাকবার মা বল্ মোরে।
বাছা তুই য্যামন যোগী রাজ, গোপাল মোর রাখাল রাজ, কর বিরাজ
রে—গৃহে ব্রজরাজ আসুক খাবাব তা'রে।
ক্ষণেক থাকরে, বাছায় খাবরে, হও যোগ-রতন, নীল-রতন,
অ্যাকোত্তরে; দিব দোঁহার বদনে মাখন, দোঁহে মা ব'লে ডাকবে
যখন, বলিব তখন— অ্যাখন অন্তরের কথা রৈল অন্তরে ॥২৪৫॥ ঐ

রাধিকার উক্তি পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

হেরিবনা আর সখী কালোবরন,
মুছাইয়ে দেগো সখী নয়ন অঞ্জন।
যে যে সখী কালো আছে, এননা আমার কাছে;
কৃষ্ণে মনে পড়ে পাছে হেরিলে বদন।
কোকিল তমালপরে, যদি কুহুরব করে; ব'লো তা'রে
স্থানান্তরে করিতে গমন ॥২৪৬॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি ললিত—তেওট।

বৃন্দে যাই গো যাই, আজ শ্রীরাধার পদারবিন্দে হই বিদায়।
ওগো বৃন্দে যাইগো যাই, অ্যাকবার ফিরে চাই, (আর)
আস্‌তে পাই না পাই, জন্মের মত দেখে যাই।
আমি জানিনা অপরাধ, আমায় দিলেন রাই পরিবাদ,
তোরাও তো কিন্তু ভাবলি নাই; রাধাকুণ্ডের তীরে যাব,
রাই রাই ব'লে প্রাণ ত্যজিব, য্যান ম'লে ঐ
শ্রীরাধিকার চরণ পাই ॥২৪৭॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান।

তোরা যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী।
গেলে কথা কবেনা সে নবভূপতি।
কথা না কয় তোদের সনে, ফিরে আস্‌বি অভিমানে
আমি শুনে ম'র্‌বো প্রাণে, তোদের কি ক্ষতি।
দয়ামায়াহীন কৃষ্ণ, মনেতে জেনেছি স্পষ্ট;
যাওয়া আসা কেবল কষ্ট, মিছে ক্যান পাবে সই-
যদি যাবি মধুপুরে, আমার কথা ক'স্‌নে ত'ারে;
বৃন্দেলো তোর ধরি করে, করি মিনতি ॥২৪৮॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি সুরট—যৎ।

আমি ব্রজেতে লিখিতে পেলাম কৈ।
শিশুকালাবধি নিরবধি, জানি না শ্রীরাধা বৈ।
ওহে বৃন্দে গুরু মহাশয়, যে বিদ্যা করায়েছ সায়;
অবিদ্যার আশায় আশায়, সকল বিদ্যা জল সই।
আমি চিনি না কলমের খত্, শিখায়েছ নাকে খত্,
লিখায়েছ দাসখত্ দিয়েছি তায় ঢ্যারা সই;
আর সকল জেতের হাতে খড়ি, আমার জেহের হাতে বাড়ি,
ব্যাড়াতাম ব্রজের বাড়ী বাড়ী, চুরি ক'রে খেতাম দৈ ॥২৪৯॥ ঐ

একতালা।

বৃথা দিন গ্যালরে বীণে, ডাক্‌রে বীণে মধুর রবে।
শ্রীহরি রব্ বিনে বীণে, র'বিনে আর অন্য রবে।
কর্ রে বীণে উপাসনা, করিস্‌নে আর দুর্বাসনা;
করিলে সে নাম ঘোষণা রবি-তনয় দূরে যাবে।
ওরে! না বলিলি হরিগুণ, তোর গুণে তবে কি গুণ;
ওরে বীণে তব গুণ, লোকে গাবে কোন্ গৌরবে।
ডাক্‌রে বীণে গুণে গুণে, নিজগুণে সে নির্গুণে;
দীন হীন গোবিন্দের য্যান্ যেতে হয়না রৌরবে॥ ২৫০॥ ঐ

খাম্বাজ—খ্যামটা।

জীব ক্যান রে অচৈতন্য।

দ্বৈত-জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ, নিত্যানন্দে মজ, পাবে চৈতন্য।

শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য, প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব; প্রভুত্বে দাসত্ব এই পঞ্চ তত্ত্ব, যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, সসত্ত্বেতে ধন্য।

প্রভুর প্রিয়োত্তম ছয় গোঁসাঞি বলবন্ত, দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মহান্ত; শান্তি মাহাত্ম্য, ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত, অনন্ত ভ্রান্ত জীব সামান্য।

প্রভু শ্রীনিবাস, পূরাও অভিলাষ, ঘুচাও অভিলাষ, হৃদয়ে কর বাস; দেহ শ্রীপদে বাস দাসের এই আশ্বাশ, তব দাসের দাস কর গোবিন্দদাসের বাসনা পূর্ণ ॥২৫১॥ ঐ

বারোয়াঁ—একতালা।

দীনবন্ধু হে,—সেই দিন দেখ্‌বো তোমায়, ক্যামন পরম বন্ধু তুমি।

যে দিনে শমন-রাজা মোরে, শমনজারী ক'রে, কোন ফেরে ঘোরে, দ্বারে বন্দী হৈ আমি।

হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট, কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী—যদি অকপট প্রেমে, অ্যাকবার ডা'কতাম তোমায় ভ্রমে; তবে অ্যামন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি।

হরি তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ, অসৎ সঙ্গে বসৎ, অসৎগামী; তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি, নাহি অন্য গতি, ভারতভূমি,—কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ কিম্বা মার, দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী ॥২৫২॥ ঐ

মদনের তুক্ক।

নিশি গ্যাল পোহাইয়ে ক্যান শ্যাম কুঞ্জে এলনা।
সে আশা নৈরাশা হ'লো আশা হ'লো ভাবনা।
শোন শোন সখী বলি, নানাজাতি কুসুম তুলি, তা'র
বোঁটাগুলি দিলাম ফেলি; পাছে শ্যামঅঙ্গে হয় বেদনা ॥২৫৩॥

মদন অধিকারী॥

আস্‌বেনা যে ছিল মনে, তবে তুই বলিলি ক্যানে।
এনে এ নিকুঞ্জ বনে, অ্যাত প্রবঞ্চনা ক্যানে।
হায় আমি কি করিলাম, ক্যান বা নিকুঞ্জে এলাম;
সকলি হইল বৃথা নিশি গ্যাল জাগরণে।
কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, মস্তকে কলঙ্কের ডালি;
প্রতিবাদী প্রতিবাসী মরিগো মরিগো প্রাণে॥২৫৪॥ ঐ

মানে মজে রস রাজকে, চিন্‌তে তো রাই পার্‌লিনে।
অকূলের কাণ্ডারী হরি, তা'ও কি মনে ভাব্‌লিনে।
গলে দিয়ে পীতবসন, ধ'রে তোমার যুগল চরণ;
অ্যাত ক'রে সাধলে তোরে তবু কথা কইলিনে॥২৫৫॥ ঐ

অতিশয় নারীর মান, করা রাধে ভাল নয়।
পরের মনে দুঃখ দিলে, অবশেষে কাঁদ্‌তে হয়।
বলি বদ্ধ অতি দানে, কৌরব হত অভিমানে;
"অতি দর্পে হতালঙ্কা" শাস্ত্রে এম্‌নি শুন্‌তে পাই॥২৫৬॥ ঐ

যে মানে সে মানুক রাধে, আমরা কিন্তু নাহি মানি।
দুর্জ্জয় মান্ তোর আজ, কে শিখালে কোন্ মাণিনী।
মানকে বিদায় কর্লি মানে, শ্যামকে বদায় কর্লি মানে; অ্যাখন
আমরা বিদায় মানে মানে, মান্ নিয়ে থাক্ মাণিনী ॥২৫৭॥ ঐ

কেগো নবীন বিদেশিনী, ডাক্ছে মোদের কমলিনী
শুনে তোমার বীণের ধ্বনি, অস্থির হ'তেছে ধনী।
ব্রজে ছিল কালা কানু, সে যখন বাজাতো বেনু;
পুলকিত হ'তো তনু বাঁশী শুনে পাগলিনী ॥২৫৮॥ ঐ

কি দিব কি দিব, বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমার দিব (বঁধু) সেইধন তুমি।
তোমার ধন তোমারে দিয়ে (নাথ) দাসী হব আমি ॥২৫৯॥ ঐ

এই স্থাখো শ্যাম তমো সুখের সই, যদি বলো কই।
ওহে স্থাখো খতে, বাঁকা হাতে, ক'রেছিলে ঢ্যারা সই।
তমোসুখে হ'য়ে বন্দি, ক'রেছিলে কিস্তিবন্দি;
মাসে মাসে চরণে ধরা—দিয়ে ছিলে অ্যাক কিস্তি,
আশা যাওয়া সকল নাস্তি; ডিগ্রিজারি ক'রে শাস্তি
দেবেন মোদের রসময়ী।
লাভে মূলে বাকি ক'রে, পালালে শ্যাম কি কারণ,
জান না শ্যাম কিস্তি খেলাপ খো'লে জলে মহাজন;
তমোসুখে আছে সাক্ষী, শুক আর যত সখী,

বাকির দায় ফাঁকীতে কি যায়—(ও শ্যাম বাকির দায়
ফাঁকীতে কি যায়) যদি ক'র্‌তে যাওয়া আসা, মহাজনের থাক্‌তো
আশা; রাখ্‌তে যদি ভালবাসা ভাল বাস্‌তেন রসময় ॥২৬০॥ ঐ

মধু কাইন।

রাধিকার উক্তি সুরট—কাওয়ালী।

কি জানি কি হ'লো আমার মনে।
কি শয়নে কি স্বপনে, কৃষ্ণরূপ হেরি দু-নয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে; কি আছে
তা'র অন্তরে, অন্তরে তা বুঝ্‌তে পারিনে।
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ), সে ক্যামনে মনে
মনে উদয় হয় মনে,—(এ), মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদাই
মনে ব্যথা, কা'রে বা কই মনের কথা, তোমা-বিনে মন দিয়ে কে শোনে।
যে দিকে যাই, যে-দিকে চাই, দেখতে কৃষ্ণ পাই; কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ
বুঝি কৃষ্ণ পাই;—কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তা'র হৃষীকেশ;
ধরিল আমার কেশে, সূদন বলে শেষে জান্‌বে মনে ॥২৬১॥
মধুসূদন কাইন।

বাহার—মধ্যমান।

বল রে হরে কৃষ্ণ হরে হরে। (ভাব রে)
জাননা মুরারি হরে—যে ভজে সে মুরহরে, তা'র কি প্রাণ শমনে
হরে

মন বাঁধিলে মনোহরে, কা'র সাধ্য তা'র মন হরে ; দেখে ভেবে মুরহরে, হরির গুণ জেনেছে হরে।

শোনো নাই প্রহ্লাদের কথা, ভ'জে গুণমণি, অ্যাককালে হইল বৈষ্ণব-চূড়ামণি, ভুজঙ্গে না দংশে কায়, মাতঙ্গে না বধে তা'য়, জীবনে না জীবন যায়, বিষপানে না মরে।

শোন নাই যে ধ্রুব মুদিত ক'রে দুনয়ন, অ্যাকমনে ছিল ধ্যানে পদ্মপলাশলোচন ; রক্ষা করিল বনে বনে, কি মরণে কি জীবনে,

মধুসূদন ভজে সূদন কভু কি পড়িবে ফেরে ॥২৬২॥ ঐ

দেবকীর উক্তি বিভাষ—ঢিমে-তেতালা।

ব'লো তা'রে, কারাগারে, আর কত দিন রইতে হবে।
সে দিনের আর বাকী কদিন, চিরদিন কি কেঁদে যাবে।
এম্‌নি কপাল পাতর-চাপা, বুকের মাঝে পাষাণ-চাপা ;
নয়ন-জলে নয়ন ঝাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য প্রভাবে।
পুণ্যফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম, তেম্‌নি সুখে
বন্দি শালে জন্ম গোঁয়ালাম,—যে সুখেতে হেথায় আছি,

অ্যাকবার কৃষ্ণ দেখ্‌লে বাঁচি ; কিংবা কৃষ্ণ পেলেবাঁচি, এ বাঁচায় আর কি ফল হবে।

অসিত-অষ্টমী রেতে এই কারাগারে, ব্রহ্মমূর্ত্তি আথাইল করুণা ক'রে ; কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধ'রে, কোন্ পাপে বা কারাগারে, সূদন বলে

ব'লো তাঁ'রে, এ বন্ধন ঘুচিবে কবে ॥২৬৩॥ ঐ

দেবকীর উক্তি দেওগিরি—ঢিমে-তেতালা।

যাচ্চ যদি গোকুলে।

ব'লো তা'য় যেয়োনা ভুলে—পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে।

যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন; মনে নাই দুঃখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে।

জনকের যন্ত্রণা ব'লো, শুনে হবে সুখজনক; পাসরি র'য়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক—ঐ ত্থাখো দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে; দিনান্তে না খেতে পেয়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে।

ব'লো তা'রে ভাল ক'রে, গিয়েছে খুব ভাল ক'রে; মাতা-পিতা-হত্যা-পাতক কিছুই না মনে করে—সুদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলিব কি; চিরকাল তো এমতি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ॥২৬৪॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি জয়জয়ন্তী—ঢিমে-তেতালা।

ক্যামনে ত্যজিব অ্যাখন গোকুল।

কিরূপে হবে প্রতিকুল, যাবে ব্রজের এ কুল ও কুল, দুকুল।

ঘুমালে পর মা জননী, ডেকে খাওয়াত নবনী; সে মা হবে কাঙ্গালিনী, ত্যজ্‌বে প্রাণী, যে দিন যাব ও কুল।

যে পিতায় লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে, সে বাধায় কা'ল পড়্‌বে বাধা ফেলিবে মাতে; ম'র্‌বে সকল বৎস ধেনু, খাবেনা খাবেনা তৃণ, শুকাবে সব তৃণ-বন, বৃন্দাবন হবে আকুল।

যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শোনে কাণে, সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজ্‌বে ক্যামনে, সে র'য়েছে আপন মনে, তা'র মন ল'য়ে যাই ক্যামনে; ব'ল্‌বে এই ত'ার ছিল মনে, ম'র্‌বে স্বদন পাবেনা কোন কূল ॥২৬৫॥ ঐ

ঝিঁ ঝিট—মধ্যমান।

দেখ্‌লাম তোমার জননী জনক তাঁ'রা বন্দিশালে।
বন্ধন করে, ক্রন্দন করে, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
যখন দূতে ধরে গলে, তখন কাঁদে কৃষ্ণ ব'লে; তাঁদের দুঃখে পাষাণ গলে, কাঁদে দোঁহে গলে গলে, দাঁড়কা পায় উঠিতেনা পায়—এমনি তাঁদের কপাল ভগ্ন, অপরাহ্ণে পায়না অন্ন, উঠিতে চরণ সংলগ্ন কা'রে কিছু ব'ল্‌তে নারে; পদাতি সব দ্বারে দ্বারে, খেতে চাইলে অম্‌নি মারে,—"মলাম মারে" তোর মা বলে।

দেখি দ্বারিগণের নেত্র সদাই নেত্র মুদে থাকে, দেখি দন্ত গাত্র কম্প কভু দন্তে দন্ত লাগে; পুনরায় চৈতন্য হ'লে নয়ন মেলে কৃষ্ণ বলে, স্বদন কয় জানে সকলে ওই দশা হয় ও নাম নিলে ॥২৬৬॥ ঐ

মঙ্গল-বিভাস—ঢিমে-তেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তা'র মাল্যবদল হবে না জানি কা'র সনে।
ক্যান গাঁথ চিকণমালা, ছেড়ে যাবে চিকণকালা, শেষে কেবল ঐ মালা, জপমালা হবে মনে।

মালা হেরে হবে জ্বালা, ম'র্‌বি প্রাণ জ্বলে, শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে ; ক্যান গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা, মথুরায় সব চাঁদের মালা মতির মালা দেবে এনে।

কা'ল্ হারাবি মোহন-মালা মালা পর্‌বে কে, কাঁদ্‌বি ব'লে মদনমোহন, ম'র্‌বি সেই দুঃখে ; রথ ল'য়ে এসেছে মুনি, হ'রে নিতে মাথার মণি ; সূদন বলে বিনোদিনী বৃথা মালা গাঁথ ক্যানে ॥২৬৭॥ ঐ

রাধিকার উক্তি সিন্ধু—ঢিমে-তেতালা।

শোন গো মা দে ক্ষমা আজি এই বিপদে।
য্যান হরিহারা হইনে তারা, এই মিনতি ও পদে।

মা তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে, শ্মশানকালী ভদ্রকালী রক্ষাকালী জগতে ; ব্রজের কালা কালী তুমি, কালী তব কৃপাতে—যদি ঘুচাও কালী মনের কালি, কালা ব'ল্‌বে জগতে।

কয় কেঁদে রাই, আজ কি হারাই, অনেক যতনের হরি, কংসালয়ে যাবে ল'য়ে আমার শ্রীহরি ; এ কি বাক্য শুনে বাক্য না সরে মা ! স্বরেতে—যদি হও বিপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হবে গো কা'ল প্রভাতে।

তুমি গো মা শিবশক্তি, দাও সর্ব্বশক্তি মা হরশক্তি ; যা'র হর শক্তি সে হয় নিঃশক্তি মা—তুমি গো মা আদ্যা শক্তি শুনেছি বেদবিধিতে, সূদনের কি আছে শক্তি তব শক্তি বর্ণিতে ॥২৬৮॥ ঐ

যশোদার উক্তি ভৈরবী—ঢিমে-কাওয়ালী।

কিরূপে এরূপ হ'লি।
কোথায় বা ভোজ্‌বিদ্যা পেলি।
তুই রে মানুষ ছেলেমানুষ হলি; চতুর্ভুজ আমারে দ্যাখালি।
তুই রে গোপাল, গোপের গোপাল, থাকিস্ গো-পালে, ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল কে যাবে পালে; তুই রে আমার দুধের গোপাল জানে সকলে,—ত্যজি দুধের ভাণ্ড রে, ব্রহ্মাণ্ড দ্যাখালি, ছাঁদন-দড়ী ছিন্ন ক'রে কোথায় লুকালি; সূদন কয় চেননা রাণী ক্যামন ছেলে পেলি, ও ছেলের ছেলে সকলি ॥২৬৯॥ ঐ

সখীগণের উক্তি পরজ—ঢিমে-কাওয়ালী।

বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণ হরি যায়।
ঐশোন রাই নন্দের ভেরি, 'যায়' ব'লে বাজায়।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য, ক'র্‌বে না এই ছিল ধার্য্য;
সে কথা হ'লো অগ্রাহ্য, না ব'লে যে যায়।
জন্মের মত দেখ্‌বি যদি চল্ গো প্যারী চল্, ফুরালো বল্, কি করি বল্ গিয়ে দুটো বল্; যা'র লাগি সকলে বলে, সে তো তোমায় যায় না ব'লে, গিয়ে দুটো দ্যাখ্‌না ব'লে, দ্যাখ্ কি ব'লে বা যায়।
কাঁদ্‌লে কি হয়, বুঝ্‌তে হয়' অ্যাক্‌বার যেতে হয়, কেহ গিয়ে ধর চক্রে, কেহ ধর হয়,—সূদন বলে কি হয়, না থাক্‌লে হয় ধ'র্‌লে কি হয়; প্রভাসে মিলন পুনরায়, যদি প্যারী যায় ॥২৭০॥ ঐ

সখীর উক্তি ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আয় না গো রথ দেখ্‌তে যাই প্যারী! ত্বরা করি।
সকলে সকালে গ্যাল আমি ক্যান কেঁদে মরি।
আয় না শুভযাত্রা হেরি, অ্যাক যাত্রায় যাত্রা পরিবর্ত্ত করি;
কি কায থেকে আর এ যাত্রায়, অ্যাক যাত্রায় যাত্রা করি।
কই কিশোরি আর কিশোরি কি কায শরীরে, হরি যদি হরে তবে আয়
না লো মরি—প্রাণ তুল্য বল যা'রে, সে ভাঙ্‌লো ব্রজের বাজারে, সূদন
কয় রথের বাজারে, অ্যাকবার এসে ছাথ্‌না প্যারী ॥২৭১॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি পরজ-মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়! কও আমায়।
এ দয়া দেখে দয়া হয়, তব অনুগত যে হয়, ত'ার কি দশা এম্‌নি হয়।
য'ার পদ ধ'রেছ শিরে, ত্যজিলে সেই প্রেয়সীরে; সে করাঘাত করে
শিরে, ফিরে অ্যাকবার ত্থাখনা ত'ায়।
যে রাধার কারণে বাধা বইতে মাথাতে, ধেনু সনে গোচারণে ফির্‌তে
বনেতে, তোমায় যোগে পান্‌না যোগী, যাঁ'র লাগি সেজেছ যোগী,
অ্যাখন তাঁ'র ক'রেছ বা কি, যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায়।
রসময়! কে তোমায় বলে ওহে বিশ্বময়, দেখলাম আমি অসময়ে
কেবল বিষময়; দেখ্‌লাম তোমার যত মায়া, কেবলমাত্র সকল ছায়া,
সূদন বলে মিছে মায়া, ক'রে রেখেছ জগৎময় ॥২৭২॥ ঐ

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।

ম'র্‌তে হবে তবে আর ক্যান যাতনা পাই।

হ'লো প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ; অ্যাকবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যজি অঙ্গ গ্থাথ তাই।

আজ আমাদের শুভযাত্রা, দেখ্‌লাম তোমার রথযাত্রা; আমরা করি গঙ্গাযাত্রা, বঁধু ফিরে গ্থাথ তাই।

ক্যান রবে৷ কৃতাঞ্জলি, ক'রে যাওহে অন্তর্জ্জলি; সুদন বলে ক্যান জ্বলি এখনি জ্বালা ঘুচাই ॥২৭৩॥ ঐ

নাগরীগণের উক্তি দেওগিরি—ঢিমে কাওয়ালী।

চেয়ে গ্থাখো কে কালো, দেখি নাই তো অ্যামন কালো।

হেরিয়ে চিকণ কালো, গ্যাল যে মনের কালো।

দেখেছি তো অ্যাতকাল, দেখেছি তো কালো, দেখি নাই অ্যামন কালো, কালোতে অ্যাত ভাল।

শশীমুখে হাস্য করে, আরও করে করে বাঁশী, শ্রীরাধিকার মন ভুলাতসে বুঝি গোকুলবাসী,—কোন্ প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, দিলে হ্মান ধন, কি ব'দে এলো তা'র প্রাণ, জ্ঞান হয় তাহারি কাল।

সেই রমণী দুঃখিনী যে নারীর ঐ কালো ছেলে, ক্যামনে বাঁচিবে সেই কাল হবে কিছু কালে, সুদন বলে হাসি, কলসী তোর যায় গো ভাসি, দেখ্‌তে পারিস্ ঘরে বসি ঐ কালো চিরকাল ॥২৭৪॥ ঐ

কুবুজার উক্তি খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা আমি কি, ছিলাম কি, হ'লাম কি।

'আরও বা হব কি-কোন্ মুখে এ মুখ দ্যাখাব, কা'লি চিন্‌বে না দেখি।
য্যামন বা মুদেছি আঁখি, তেমনি আমায় বানালে কি, ঘুচালে শ্যাম
বাঁকাবাঁকি, তা'র কিছু নাহি বাকী।

মথুরা-নাগরী যত, কা'রও রূপ দেখি নাই অ্যাত; আগে তা'দের
দ্যাখাইগেত, তারা কি বলে দেখি।

আগে দেখে হাস্‌তো সবে, তেমনি অ্যাখন দেখ্‌তে পাবে; সুদন
কয় রাজরাণী হবে, তোমার আর ভাবনা কি ॥২৭৫॥ ঐ

রাধিকার উক্তি পরজ—ঢিমে-কাওয়ালী।

দুঃখে পায় হাসি, সবাই বলে শ্যাম প্রেয়সী।

অকলঙ্ক শশী ভ'জে কলঙ্ক, সাগরে ভাসি।

যে পদ-আশ্রয় ক'রে, ভব-কলঙ্ক যায় দূরে, সেই পদ আশ্রয়ে আমি
হয়েছি দূষী।

যথা তথা হরিকথা শুনি জগতে, জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি, হরি
পায় অন্তে; আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষহরী, নিতে আসে প্রাণ
হরি, ধরিয়া অসি।

যে চরণ-বারি ভবেত্রাণকারিণী, সেই পদ আশ্রয় ক'রে অপরাধিনী;
সুদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর, হরিনামে ডঙ্কা মার,
শমনে নাশি ॥২৭৬॥ ঐ

যশোদার উক্তি জয়জয়ন্তী—ঢিমে-কাওয়ালী।

নীলবরণ হইল নীলমণি।

দেখে যা দিদি রোহিণী, কপালেতে কি হয় না জানি।

দন্তেতে লাগিল দন্ত, কি হ'লো পাইনে তদন্ত; হেরে তো আমার লাগলো দন্ত, কারু মন্দ করি নাই তো জানি।

ত্যজে গো-পাল, এসে গোপাল কোলে বসিল, ব'সে কোলে কয় নে কোলে, কয় এলো গেলো; তা'র পরে হইল অজ্ঞান, আমি জানি গোপাল অজ্ঞান, অ্যাখন দেখি অজ্ঞান অজ্ঞান, বুঝি অজ্ঞান করেছে কোন্ জ্ঞানী।

হের কৃষ্ণের গায়ে উষ্ণ উষ্মায় বাঁচিনে, ধ'রে মাগো নেনা কোলে জ্বরে বাঁচিনে; কইতে কইতে কয়না কথা, হেরে গোর সরেনা কথা; সূদন কয় কি কবার কথা, যে কথায় জ্ব'রেছে যাদুমণি ॥২৭৭॥ ঐ

সরফরদা—ঢিমে-কাওয়ালী।

চিন্‌তে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তা গণি।

চিন্তা ক'রে ক্যানে ম'র্‌বে ধনী।

চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি;

দেখেছিলাম ব্রজপুরী, ধেনু চরাতেন আপনি।

মাখন-চোরা ছিলে ব্রজে কর হে মনে, নন্দের বাধা বৈতে মাথে পড়ে কি মনে; ক'র্‌তে গোপীর বস্ত্রহরণ, অ্যাখন বুঝি নাইক স্মরণ, আমাদের খুব আছে স্মরণ, বিস্মরণ কেবল আপনি।

বৃন্দাবনে নিধুবনে শ্রীরাধার মানে, দুটী চরণ লৈতে মাথে নাই কি তা মনে; সূদন কয় ও কথা ক্যানে, এখানে সকলি মানে, ক্ষমা দাও ও কথা ম্যানে, কাজ কি অ্যাত চেনাচিনি ॥২৭৮॥ ঐ

জয়জয়ন্তি—ঢিমে-কাওয়ালী।

দেখ্‌লাম কত নারী ব'সে তীরে।

ল'য়ে সেই কমলিনীরে, নীরে নিবারিছে আঁখিনীরে।

কেহ বলে আয় গো ধনি, কেহ বলে যায়গো ধনি; কেহ বলে দাও হরির ধ্বনি, ধনীর ধ্বনি আর কি শুন্‌ব ফিরে।

কেহ বলে আনো তুলসী ক'রে গঙ্গাজলি, কেহ বলে মা অন্তর্জলে কর অন্তর্জলি; যা'র কৃষ্ণ লাগি অন্তর জ্বলে, কায কি রে তাঁ'র অন্তজলে; অ্যাখন কৃষ্ণ বল অন্তিমকালে, কি করিবে কালে কিশোরীরে।

কেহ ধরে প্যারীর চরণ বলে মা! ধর্ আয়, যে পা ধরে বংশীধরে সে পা আজ ধরায়, যা'র চরণে শ্যাম-নাম লেখা, তা'র কাছে ক্যান নাম ডাকা, সূদন বলে ও বিশাখা, ম'র্‌বে না রাই শ্যাখা পাবে ফিরে ॥২৭৯॥ ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

অ্যাখন বাঁশী ভালবাসিনে, তাইতে আসিনে।

নইলে থাক্‌তো যাওয়া আসা, আর সে আশা রাখিনে।

যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভালবাস্‌তাম বাঁশী; অ্যাখন নাই সে ভালবাসাবাসি, এ কোন বাঁশী তা চিনিনে।

বাঁশী ভালবেসে মোদের আছে কি বাকী, আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি; শুন্‌লে তোমার বাঁশের বাঁশী, থাক্‌তেমনা হে বাসে ব'সি, গেছে মাসামাসি অ্যাখন দ্বেষাদ্বেষি রাখিনে।

যে বাঁশীতে কুল নাশি এসেছ ফেলে, আর ক্যান সে বাঁশীর কথা গিয়েছি ভুলে; শুনলে হতেম বনবাসী, না শুন্‌লে তো উপবাসী, সূদন বলে দেখ্‌তে আসি, বাঁশী নিতে আসিনে ॥২৮০॥ ঐ

মঙ্গলবিভাস। ঢিমে-কাওয়ালী।

লাজে মরি, হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন।
যে তোমায় দান কল্লে চন্দন, সেই হ'য়েছে প্রেম-মহাজন।

কভু দুঃখ-সাগরে ভাসি, কভু তোমায় দেখ্‌তে আসি; রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তা'রি কারণ।

রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝ্‌তে ভুলেছ, গঙ্গা ত্যজে কূপে ডুবে ভাগ্য মেনেছ; মথুরায় পেয়ে রাজটীকে, রাণীর বিষয় দিলে টীকে, অ্যাতদিন যে আছ টিকে, কেবল সেই বিধাতার ঘটন।

রাজা নয় এ সাজা তোমার তা তো বুঝেছ, কি বুঝে কুবুজার বোঝা মাথায় ক'রেছ; সূদন কয় বুঝেছ বোঝা, তুমি হরি চতুর্ভুজা, ত্যজে রাধা মাথার বোঝা, পাক বেন্ধে হ'য়েছ রাজন ॥২৮১॥ ঐ

যশোদার উক্তি পরজ—ঠেকা।

কে এলি আমার রত্নমণি, বুঝি মনে প'ড়েছে দুঃখিনী।
এ মাতা পাসরে ছিলি, পেয়ে মাতা দেবকীনী।

কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, আমি বেঁধেছিলাম তোরে; তাইতে কি ত্যজে আমারে, ক'ার মাকে বল্লি জননী।

ধর্ম্ম মাতা পিতা বলেছিলি মথুরাতে, পরের মাকে মা বলিলি মরি ঐ দুঃখেতে; মনে বুঝ্লি ননী দেবে, পিতা বল্লি বসুদেবে সে নবনী কোথা পাবে, ঐ দ্যাখ্ রেখেছি ননী।

গোচারণ ভয়ে কি তোর এ সব আচরণ, নন্দের বাধা অ্যাত ভারী হ'লো রে অ্যাখন; কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা হবনা আমি, সুদন্ কয় কি বল রাণী, কোথায় তোমার নীলমণি ॥২৮২॥ ঐ

যশোদার উক্তি পরজ-বাহার—ঢিমে-কাওয়ালী।

আর কি হবে সে কপাল, আজ কি ফিরে হবে সে কাল।
দেবকী দিবে কি গোপাল, চরাবে গো-পাল।

গো পালিতে গোপাল যাবে, গোপের গো-পাল সঙ্গে লবে; মোহন বেণু বাজাইবে, রবে ধা'বে পাল।

চঞ্চল হ'য়ে অঞ্চল ধ'রে ননী দে ব'লে, ব'ল্তো মা চরণে ধরি অ্যাকবার নাও কোলে, অ্যাখন ত্যজিয়ে কুলে, কুল পেয়েছ যদুকুলে; দ্বিজ হ'ল গোপের ছেলে, আর সে নাই রাখাল।

আর কি দেখিতে পাব গোকুল চাঁদের চন্দ্রানন, সাজাইব

নাচাইব পাঠাইব বন; সুদন কয় বুঝ নাই কার্য্য, রাখালে পেয়েছে রাজ্য, বাধা বওয়া ক'রে ত্যজ্য, হ'য়েছে ভূপাল ॥২৮৩॥ ঐ

রাখালগণের উক্তি ঝিঁঝিট—একতালা।

দ্যাখা দে কানাই, মনে কিছু নাই।
মনে ভাবি ম'রেছিলাম ম'রেও তো মরি নাই।

যখন মোরা ম'রে থাকি, হৃদয়ে তোমাকে দেখি; চেতন পেলে দাও রে ফাঁকি, কিছু দয়া তোমাতে নাই।

আমরা রে এই দ্বাদশ গো-পাল, ত্যজেছি গোপাল, বিনা পিতা নন্দের গোপাল, মরে যে গো-পাল—যখন রাণী ডাকে গোপাল, হাম্বারবে ডাকে গো-পাল; অ্যাকবার এসে দ্যাখ রে গোপাল, তৃণ বারি খায়না গাই।

আমরা এ প্রাণ নারি ধর্ত্তে, হলেম যে হত্যে; মাতৃ-হত্যে পিতৃ-হত্যে আর গোহত্যে—হ'লি অ্যাত পাপের ভাগী, কিছুতে ভয় নাইক দেখি, সুদন কয় নূতন কিছু নয়, বরাবরি দেখ্‌তে পাই ॥২৮৪॥ ঐ

রাধিকার উক্তি পরজ-বাহার—ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে।
ফিরে কি আর বাজাবিনে, শুনি নাই সুমধুর বীণে সেই মধুসূদন বিনে।

বীণায় কৃষ্ণ নামের ধ্বনি, বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি; যে নাম শুনে পেলাম প্রাণী, সেই কৃষ্ণ নাম কি আর ব'ল্‌বিনে।

ও আমি মরি মরি আবার যে মরি, কত সবে সই লো বল্‌ সবে হরি— যে নাম শুন্‌লে প্রাণ বাঁচে, সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে আছে, তবে কে বাঁচালে মিছে; কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ বিনে।

এই তো কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট, অ্যামন সময় কেবা বীণায় বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ—বীণায় শুনি কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম, সূদন বলে এম্নি নাম, ম'লে বাঁচে ধ্বনি শুনে॥২৮৫॥ ঐ

পরজ-বাহার—ঢিমে কাওয়ালী।

হায় কি করিলে।

গোকুলেতে তুমি যা'রে ডাক্‌তে মা ব'লে,

সে কান্দে আজ ধূলায় প'ড়ে শ্রীকৃষ্ণ ব'লে।

অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথা রে নীলমণি; শুন্‌লে তা'র ক্রন্দনের ধ্বনি, অম্‌নি, পাষাণ যে সে যায় গ'লে।

শিশুকালে লালন পালন ক'রে থাকে মায়, জননীর মত দয়া দেখিতে না পায়, সময় পেলে, কা'র বা ছেলে, কা কস্য পরিবেদনা; দেখ্‌তেছি তাই তোমা হ'তে, মা ব'লে সেই মা চিন্‌লে না—মা পেয়ে দেবকীরে, ভুলেছ মা যশোদারে, সূদন কয় কান্দায় গো তা'রে, যা'রে মা বলে॥২৮৬॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—ঢিমে-তেতালা।

ডাক্‌লে কথা কয়না কারু সনে।

গোচারণে ধেনু সনে, অচেতনে আছে নিরশনে।

বারেক চৈতন্য পেলে, অ্যাকবার অ্যাকবার কেন্দে বলে; আয়রে গোপাল আয়রে কোলে, বারিধারা বহে দুনয়নে।

কেউ যদি কয় কৃষ্ণকথা অমনি কয় কথা, সে নয় কোন কাজের কথা পাগলের কথা; দেখে আমি এলেম ফিরে, তুমি যদি না যাও ফিরে; প'ড়্বে তা'রা বিষম ফেরে, সুদন বলে বাঁচবেনাকো প্রাণে ॥২৮৭॥ ঐ

যশোদার উক্তি ঝিঁঝিঁট—একতালা।

আমার যে কেশব, চিনিস্‌নে তোরা সব।
যে চেনেনা আমার কেশব তারা রে কে সব।

যে দ্যাখে মোর প্রাণের কেশব, তখনি ভুলে যায় সে সব; কেশবের রূপ ব'ল্‌ব কি সব, কেশব বিনা হলেম রে শব।

আমার কেশব কেলে সোণা তোদের নাই শোনা, কালিয়ে সোণার কাছে কি আর কোন সোণা; হারাইয়ে সে অঞ্চলের সোণা, ক'র্‌ছি তোদের উপাসনা; দ্যাখাও রে পূরাই বাসনা, তোরা দেখ্‌তে পাবিরে সব।

সে যে আমার প্রাণের দুলাল তা'র দুই পদ লাল, কর্ দুটি লাল তাইতে তা'রে বলে নন্দলাল; অতি যতনে সে লালন, ক'রেছিলাম লালন পালন, সে ক'র্‌লে না প্রতিপালন, সুদন কয় নূতন কি সব ॥২৮৮॥ ঐ

যশোদার উক্তি ভৈরবী—ঢিমে-কাওয়ালী।

আয়রে গোপাল আয় রে কোলে, যা ছিল হ'লো কপালে।
মারে রে তোর দ্বারের দ্বারী, কাঙ্গালিনী ব'লে এসে দ্যাখ্‌ নয়ন তুলে।

আর আমি বাঁধবোনা রে তোর করযুগলে, সামান্য বন্ধনে বেঁধে

মরিরে জলে; প্রেম-ডোরেতে বাঁধ্‌তাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে, তবে কি আর আস্‌তে ফেলে।

আর নইলে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণরে ব'লে, মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে ম'লে; সূদন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে, ধর্ম্মশীলে চিরকেলে ॥২৮৯॥ ঐ

দ্বারীর উক্তি জয়জয়ন্তী—ঢিমে-কাওয়ালী।

দেখ্‌তে য্যান কাঙ্গালিনীর মত।

কিন্তু নয় কাঙ্গালী এ তো, তা হ'লে বা কাঁদ্‌বে ক্যান অ্যাত।

আয়রে গোপাল গোপাল ব'লে, করাঘাত হানে কপালে; বলে এই ছিল কপালে, আস্‌তাম না রে জান্‌তাম যদি অ্যাত।

মলিন বেশে অ্যামন বরণ য্যান রাজমাতা, শুনেছি গোকুলে আছে রাজার অ্যাক মাতা; যদ্যপি কাঙ্গালিনী হ'তো, তবে তখনি ধন চাইত; ধনহারা কাঙ্গালী নয়তো, কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণগত।

মুক্তকেশে, মুখ্‌ তো ভাসে নয়নের নীরে, বলে ম'লাম দ্বারীর হাতে মুক্ত কর্‌ মোরে; সূদন কয় চেননা দ্বারী, উনি তো রাজার মাতারী; ঐ দশা হয় যে মা তা'রি, দেখ্‌লাম গো মা তা'রই কত শত ॥২৯০॥ ঐ

দ্বারীর উক্তি বিভাস—তেওট।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই।

আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই।

আমাদের সে ভূপাল, তোদের সে গো রাখাল; কেয়া বলিস্ রে রাখাল বিবেচনা নাই।

এ বিশ্ব সব যাহ'তে হ'লোরে, তোদের সঙ্গের রাখাল বলিস্ রে তা'রে, যারে যারে রাখাল, যেথানে তোদের গোপাল, পাবি রে প্রতিফল রাজার আজ্ঞা নাই।

আমাদের রাজার উপরে কে আ'ছে রাজা; যারে যা গো-রক্ষক, চিনিস্ না রে রক্ষক, সুদনের যে রক্ষক তা বিনে কেউ নাই ॥২৯১॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি পরজ-বাহার—ঢিমে-কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়, বলিতে আমাদের লজ্জা পায়।

গঙ্গা জন্মেছেন যাহার পায়, সেই ধরে এই পায়।

য্যামন গঙ্গা ভবের তরী, তাঁর তরী এই চরণতরী; বিপদে ডোবে যা'র তরী, সে ধল্লে তরি পায়।

কৃষ্ণপূজা কর্ত্তে বল আমা সবারে, সেই কৃষ্ণের পরমপূজনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে; দ্বারি তোদের রাজা যিনি, তিনি খাতক ইনি ধনী; অ্যাকবার শুন্‌তে পেলে ধ্বনি, এসে পড়্‌বে পায় ॥২৯২॥ঐ

বৃন্দের উক্তি পরজ-বাহার—ঢিমে-কাওয়ালী।

এসে দ্বারিকায় যে লজ্জা বলিব দ্বারি কায়।

যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য ও যজ্ঞ এই পায়।

যাগ যজ্ঞ যাহার জন্যে, এই দ্যাখ্ সেই যজ্ঞকন্যে; তোদের রাজার কত পুণ্যে, এসেছেন হেথায়।

আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান, রাধার দাস এসেছি নিতে পাইয়া সন্ধান; রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে, যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে, বন্ধন ক'র্ব এই প্রতিজ্ঞে দ্যাখাব সবায়।

নাতক খাতক ব'লে আমরা আসি নাই হেথা, শুনে এলেম ঋষিমুখে বৈভবের কথা; সূদন বলে দিলাম শমন, হাজির কর রাধারমণ, রফা ক'রে দিব অ্যাখন ধরাইয়ে পায় ॥২৯৩॥ ঐ

খাম্বাজ—ঠেকা।

দ্বারি ছ্যাখ্ রে খত্ এনেছি দাসখত্।

শুধু খত্ বলে নয় খত্, ছ্যাখ্ চেয়ে রাধার পায়ে তোদের রাজার দস্তখত্।

জাননা এই খতের সন্ধি, পড়ে অ্যাক বিপদে বন্দী; করেছিলেন কিস্তিবন্দী, হবে দুই যুগে শোধ বাদ,—খত্ দিতে যে সাধাসাধি, সূদন তা'র আছে ইসাদী; অ্যাখন কপালগুণে তোদের সাধি, যদি পথ পাবি তো দে পথ ॥২৯৪॥ ঐ

যশোদার উক্তি পরজ-বাহার—ঢিমে কাওয়ালী।

এস এস দেবকি, তোমারে গোপাল দেব কি।

এস দোঁহে ডাকি, কা'রে মা বলে দেখি।

যা'র গোপাল তা'র কোলে যাবে, তা'রে মা ব'লে ডাকিবে; পায়ের ধূল মাথায় নেবে, সভায় সব সাক্ষী।

স্তনদুগ্ধ দাওনা মুখে দেখি ক্যামন মা, নইলে আমি দেব মুখে স্তাখো

মা কি না; যা'রা জানেনা এ সূত্র, তা'রাই বলে পুত্র পুত্র, সে কেবলি কথামাত্র অ্যাখন ব'ল্‌বে কি।

যজ্ঞসূত্র দিয়ে অ্যাখন ক'রেছে, ব্রাহ্মণ, জ্ঞান নাই শোন নাই ব্রজে নন্দেরি নন্দন; সূদন বলে দেখলাম অ্যাত, যা'র ছেলে তা'র ছেলে নয় তো, কেবা মাতা কেবা সুত সকলি ফাঁকি ॥২৯৫॥ ঐ

রাখালগণের উক্তি বিভাষ—তেওট।

নেরে খারে ফল দে বদনে।

তো বিনে আর খাই নাই বন-ফল শুষ্ক ফল বিনে।

এনেছি যে ফল, এক্ষণে আর কি ফল; তুমি খেলে ফল জানিরে মনে। তো বিনে সব বিফল, অ্যাকবার দিয়ে বন-ফল, পেয়েছি প্রতিফল; আবার দিই এঁটো ফল, (কিছু) করিস্‌নে মনে।

আমরা দিলাম বন-ফল, তুমি দাও কোল, শত বৎসরে যে ফল, দাওনা সে ফল; আমাদের জনমের ফল হ'লো সে সফল, অ্যাখন সূদন চায় মোক্ষফল রাঙ্গা চরণে ॥২৯৬॥ ঐ

রাখালের উক্তি সরফরদা—ঢিমে-কাওয়ালী।

ফল ক্যান দাও কানুর হাতে।

অ্যাকবার ব্রজে ফল দিয়ে ঐ হাতে, ফল পেয়েছি সবাই হাতে হাতে; অ্যাক যাত্রায় পৃথক্ ফল, গোকুলের ফল হ'লো বিফল, সফল হ'লো দ্বারিকাতে।

পাব ব'লে অমূল্য ফল, যোগাইতাম বন-ফল, আমাদের কপালের ফ'লে গরল হ'লো ফল; দিয়েছ তা'য় খুব প্রতিফল, অ্যাকবার দিয়ে উচ্ছিষ্ট ফল, প্রাপ্ত ফল হারালাম পথে।

কল্প-তরু-মূলে ছিলাম পাব ব'লে ফল, মূল রইল সেথা আখো হেথা ফ'ল্‌লো ফল; সূদন বলে জাননা রে, মোক্ষফল কি গাছে ধরে, যে ফলের লাগিয়ে হরে, পাগল হলেন শ্মশানেতে ॥২৯৭॥ ঐ

বৃন্দের উক্তি বিভাস—কাওয়ালী।

মোহনচূড়া লাগে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়।

রাজার মেয়ে হ'য়ে প্যারী, যা করিস্ তাই শোভা পায়।

যে শ্রীহরি ধরে ত্রিপায়, তাঁ'র চূড়া ভেঙ্গেছিস বাঁ পায়; তবু তা'য় চাইলিনে কৃপায়, যাঁ'র পায় ধ'রে কেউ পা না পায়।

যা হ'তে তুই নারীর চূড়া, ভাঙ্গলি গো তাঁ'র মাথার চূড়া; শুনেছিস যে ভেঙ্গে চূড়া, কে কোথায় হ'য়েছে চূড়া—যে চূড়ায় তুই দিয়েছিস পায়, ত্রিজগৎ তাঁ'র পায় পিণ্ড পায়, সুরধুনী জন্মে যে পায়, তা'র অপরাধ কি পায় পায়।

ঐ কৃষ্ণধন যে পায় সে পায়, তা তুমি জানত প্রায়; পায় ধ'রে তা'য় ধরালি পায়, যাঁ'র পায়ে পূতনা দিনপায়—বকাসুর সমাজ পায়, সূদন বলে ধরি দু'পায়, তা'য় আর ঠেল না দু'পায় ॥২৯৮॥ ঐ

বিভাস—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে সেই যমুনা-পুলিনে।

পঙ্কে পড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজ-বনে।

ল'য়ে বারি পদ্মপত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে; তথাপি না ম্যালে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে।

কেউ বলে রাই মরে মরে, উহু মরি মা'রে মা'রে; বাঁচাইতে মারিলাম মারে, কি ব'লবে হরি আমারে—কেউ বলে আর ক্যান জ্বলি, এস করি অন্তর্জ্জ'ল; শেষে হ'য়ে গলাগলি মরি গিয়ে জীবনে।

বিশখা বলে বি-সখা কেবা নাকি হ'য়ে থাকে, অ্যামন্ তো দেখি নাই কেহ প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে; কোথা বা তোর প্রাণ সখা, কা'র জন্মে বা মরিস্ অ্যাকা, সুদন বলে ও বিশখা যে বি-সখা সেই জানে ॥২৯৯॥ ঐ

যশোদার উক্তি দেবগিরি—কা[illegible]ালী।

আর কি পাব সে নীলমণি। (আমি)
মা ব'লে আসিবে কোলে, খাওয়াইব ক্ষীর ননী।

পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছে এ দুঃখিনীরে; খেদে ভাসি আঁখি-নীরে হ'য়ে মণিহারা ফণি।

সাধনের ধন কৃষ্ণধনে, হরিয়ে লইল বিধি, পুন সদয় হ'য়ে ফিরে দিবেন আমায় সেই নিধি; কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে, মা ব'লে কোলে বসিবে, মুখভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুঃখ-রজনী।

যে হ'তে গিয়েছে কৃষ্ণ, ক্রূর অক্রূরের সনে, সে হতে জননী বাণী আমি শুনি নাই শ্রবণে; আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবে না আর এ গোকুলে, সুদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী ॥৩০০॥ ঐ

রাধিকার উক্তি দেবগিরি—কাওয়ালী।

হায়! দুঃখে পায় হাসি।

সবাই বলে শ্যামপ্রেয়সী—অকলঙ্ক শশী ভ'জে, কলঙ্কসাগরে ভাসি।

যে পদ আশ্রয় ক'রে, ভব-কলঙ্ক যায় দূরে; সেই পদ হৃদয়ে ধ'রে, হ'য়েছি গো আমি দোষী।

যেথা সেথা হরি কথা, শুনি জগতে, জ্ঞানে হরি, ধ্যানে হরি, হরি মনেতে; আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষম অরি, নিতে যায় প্রাণের হরি ধরিয়ে করে অসি।

যে পদে ভবতারিণী, উদ্ভব সুরধুনী, সেই পদ হৃদয়ে ধ'রে, হলেম অপরাধিনী; সূদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর, হরিনামে ডঙ্কা মার, কলঙ্ক শঙ্কারে নাশি ॥৩০১॥ ঐ

কৃষ্ণের উক্তি দেবগিরি—কাওয়ালী।

সামান্যে কি রাধারে পায়।

বিনা আরাধনে কি পায়—ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়, মুক্তি শক্তি আছে যা'র পায়।

ত্যজে বিষয় বাসনা, বশ করিয়ে বাসনা; করিলে তার উপাসনা, হৃদি-পদ্মাসনেতে পায়।

রাধা আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে ত্যজিলাম গোলোক অধিকার, গোকুলে গোপ-বাদ নিলাম, পরিচয় অধিক কি দিই আর; কাননে করি গোচরণ, করে কৈলাস্ শৈল ধারণ; সূদন বলে রাধার কারণ, বাঁধা সে গেলাম নন্দের পায় ॥৩০২॥ ঐ

দেবগিরি—কাওয়ালী।

মনোরথ! যাও রথে।

ত্যজ্য ক'রে ন্যায্য পথে, ক্যান ভ্রম পথে পথে, পেয়ে সুখ ভুলনা পথ অ্যাখন চলো ব্রজের পথে।

পথের সাধন মন হরিবল, হবে পথের জয়, জেনো সবাই পথের পথিক, পথের পরিচয়; ধর্ম্মপথে রেখো যতন, যদি পথে হওরে পতন; হবে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন ভাবো চিতে।

সম্প্রতি দুর্ম্মতি তাইতে, পাঠাইলে কংস, যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তা'রে ক'র্‌বে ধ্বংস; হ'লে হরির কোপের অংশ, কংস হইবে নির্ব্বংশ; সুদন কয় অ্যামন কুবংশ, কায কি থেকে মথুরাতে ॥৩০৩॥ ঐ

নারদের উক্তি দেবগিরি—কাওয়ালী।

শোন্‌রে বীণে—কি শুন্‌বিনে।

আমায় নাম কি শোনাবিনে—ছেড়ে কুবোল, সদাই কেবল, হরিবোল বিনে ব'ল্‌বিনে।

যখন বন্ধন ক'র্‌বো তোরে, তারে তারে ডাক্‌বি তাঁ'রে; জাননা ভব-দুস্তরে, কে তা-রে আর তিনি বিনে।

যতন ক'রে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে ক'রে, চিন্‌লিনে সেই বেণু করে, যে দীনেরে কৃপা করে—যাঁ'রে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে যদি তাঁ'রে ভাবো; সুদন বলে তবে ভব-পারে যেতে আর ভাবিনে ॥৩০৪॥ ঐ

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী—একতালা।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন, তখনি ভুবন হয় সুধাময়।
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত, দূরে যায় যত, দুঃখ আর ভয়।
দেখি দিবাকরে, সুধাকরে সুধাক্ষরে, সুধাময় হ'য়ে পবন সঞ্চরে; সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি, তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি যে সময়ে, কিছুতে আনন্দ না হয় হৃদয়ে; সময় সম্বরি যে যন্ত্রণা স'য়ে, জানো অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন, বিপদের কাণ্ডারী পতিত পাবন, মোহান্ধকারের তুমি সে তপন, পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি, এই ভিক্ষা নাথ যান সর্ব্বক্ষণ, থাকে আমার মন তোমাতে মগন; ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন, তোমা ধনে ল'য়ে জুড়াব হৃদয়॥ ৩০৫॥ শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরবী—একতালা।

ওহে সারাৎসার, জীবনের আধার, তোমা বিনে আর কেহ নাই আমার।
তুমি মাত্র অ্যাকা চিরদিনের সখা, এ দুর্দ্দিনে কেবল ভরসা তোমার।
দু'দিনের সম্বন্ধ ভাই বন্ধু সনে, গতি নাই তোমার করুণা বিহনে; তুমি গতি মুক্তি জীবনে মরণে, মরণ স্মরণে দেখি অন্ধকার।

চারি দিকে ভয় নানা প্রলোভন, তাহে হয় অতি দুরাশয় মন; হারাই পাছে তাই অধম তারণ, আকুল পরাণে ডাকি বার বার।

তোমার সঙ্গে আছে সম্বন্ধ বিশেষ, অ্যাক গাছে দুই পাখী বেদের সে নির্দ্দেশ; পরে পর করে তাই অ্যাত ক্লেশ, জানিলাম পরমেশ তুমিই আপনার।

আমি ভুলেছি তো তুমি ভোল নাই, সেই ভরসাতে চরণে জানাই; জানাতে না পারি, যদি ভুলে যাই, য্যান পাই তোমার স্মরণে নিস্তার ॥৩০৬॥ ঐ

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

হরি, অন্তে য্যান পাই দরশন।

পতিত পাবন—ইহকাল তো গ্যাল হে ভার করিতে বহন।

অনলে জলে জঙ্গলে, অচলে তলে ভূতলে, যখন যে ভাবে যে স্থলে, হো'ক হে মরণ।

আসিছে বিপদ ভারি, জানা'তে যদি না পারি, স্বগুণে ভবকাণ্ডারী, দিও হে শরণ; আত্মীয় স্বজন যা'রা, জানি হে ত্যজিবে তা'রা, হইনে য্যান তোমা হারা, এই নিবেদন ॥৩০৭॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যা'র।

ফল ভরে অবনত শাখার আকার।

প্রাপ্ত হয় আত্ম বিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি, লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার;—সুখে দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তা'র।

কখন হাস্য বদন, কখন করে রোদন, কখন মগন মন, বাল্য ব্যবহার ;—আনন্দে ভাব সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।

শান্ত দান্ত বিবেক যুক্ত, অনাসক্ত জীবন মুক্ত, ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার ;—কি আনন্দে করছে তা'র অন্তরে বিহার।

তা'র প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, আনন্দ লহরী তাতে, উঠে বার বার ;—মিশে নদী জলধীতে হয় অ্যাকাকার।

অ্যামন ভাব কি আমার হবে, তোমার জন্যে সকল সবে, তবে সে সম্ভবে হ'লে করুণা তোমার ;—"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" জানিয়াছি সার॥ ৩০

থাম্বাজ—ম... ঠেকা।

কে বিনে... ভুবন, সাজালে অ্যামন।
...ার বলিহারি হেরিয়ে হরিল মন।

কি ...রব বর্ণনা, কি আছে দিতে তুলনা, যা'র এ অপূর্ব্ব রচনা, না জানি সে বা ক্যামন।

পলকে হয়, পলকে লয়, বেলয় নাই অ্যাকবার, স্বভাব করায়, কিন্তু গোড়ায় আছে কেউ ইহার ;—নৌকা চলে কি বিনে মাঝি, এ কোন বাজিকরের বাজী, বুঝাব কি নাহি বুঝি, আশ্চর্য্য কার্য্য কারণ।

ভাবে ভিন্ন ভাব সম্পন্ন এ বিশ্ব পঞ্চক, ভাবি ব'সে, কি ভাবুক সে, ইঁহার যে নায়ক ;—ইহারি অবলম্বনে, কাব্য করে কবিগণে, বিশ্ব কাব্য প্রণয়নে, কি ছিল অবলম্বন।

মধুরাদি করুণাদি, অনুরাগ আদি, বিশ্বরসের আদি যে জন পাইনে তার সংবাদী ;—নাহি শাখা কাণ্ড মূল, শূন্যে কে ফোটালে ফুল, ভাবে প্রাণ করে আকুল, কোথা পাই তাঁ'র দরশন ॥৩০৯॥ ঐ

বাউলে—আড়খ্যামটা ।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে ।

তত্ত্ব তা'র, তত্ত্বাতীত হে, তত্ত্ব তা'র না পাই বেদ পুরাণে ।

তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী, স্বজন পরিজন কি পুত্র

পর ভাব্ এ নয় তোমাতে সম্ভব, একি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই কিন্তু

(সকল) শাস্ত্রে ক্লেশের জন্যে, সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে)

কোন খানে ;—(আমার সনে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই

হতে আপ্নার, আপ্না হ'তে নইলে পর হবে কেউ আমার, আপ্নার

আমি ভেবে ভেবে তাই, ভাবে ডুবে যাই, দানে । (তোমা পানে)

দুজনে ;—বুঝি তাইতে ভালবাসি, তাই অ্যাত বিশ্বাসী, অথি ধ্যান আাক

কই মনে মনে । (দোষাদোষ ভাবিনে) ॥৩১০॥ ঐ সন্ধ সুব

বারোয়াঁ—ঠুংরী ।

সখার স্থাখা পাবে খুঁজিলে ।

তত্ত্ব কর জলে স্থলে অনলে অনিলে ।

বাহিরে যদি না পাও, অন্তরেতে খুঁজে নাও, পাবে রত্ন যদি রত্নাকরে ডুবিলে ।

অথবা মন যুক্তি ধর, ভবের গোল নিবৃত্তি কর, পাবে সাড়া প্রাণেশ্বর ব'লে ডাকিলে ;—প্রেম ক'রে যে যখন ডাকে, অমনি সাড়া ছান তাকে, ধরা পড়্‌বে ডাকে ডাকে, চে'কে থাকিলে ॥৩১১॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব লোক যাঁ'র প্রজা, জান কি তা মন পিতা সেই আমার।

আমি নই সামান্য, আত্মজ অভিন্ন ; জীব চৈতন্য, নিত্য নির্ব্বিকার।
পিতা পরমাত্মা বিভু বিশ্বাধার, সর্ব্ব শক্তিমান কে সমান তাঁ'র ; সাম্রাজ্যের স্বামী, আমি রাজকুমার, পিতার ধনে আমার, পূর্ণ অধিকার।

মা মহেশ-মহিষী পরমা প্রকৃতি, মহামায়া নাম পিতার বক্ষে স্থিতি ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মা হ'তে উৎপত্তি, আদরের ছেলে আমি সেই মা'র।

তাই সব দিতে আসে, সবাই ভালবাসে, ফলে ফুলে ধরা পালে রাখি পাশে ; জলদ জল যোগায় বায়ু তোষে বাসে, রবি শশী এ'সে নাশে অন্ধকার।

ময়লা মাটী মাখি থাকি অযতনে, খেলি হীন সঙ্গে এ ভব প্রাঙ্গণে ; ব'সবো যখন সেজে রাজ সিংহাসনে, উপমা হবেনা চন্দ্র সূর্য্যে আর।

অবোধ শিশু ব'লে আমায় ভুলাইতে, দিয়েছেন নানা খ্যালনা খেলিতে ; খ্যালায় গ্যাল ব্যালা আকুল প্রাণ দেখিতে, অস্তর রাজধানী চল যাই অ্যাকবার ॥৩১২॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

যা'র তাঁ'র প্রতি মন, তা'র সে নয়ন, অন্য হ'তে কিছু ভিন্ন স্বাদে
অন্যে স্বাদে যাই, সেও স্বাদে তাই, অপার প্রেমানন্দ পায় তা' থে'কে।

পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজনে, অন্যে ভালবাসে সেও বাসে মনে; কিন্তু তা'র সেই ভালবাসার সনে, বিশেষ সম্বন্ধ সংবন্ধ থাকে।

অন্যে খায় অন্ন তা'র তৃপ্তি অন্য, যৎসামান্য হ'লেও অসামান্য গণ্য; জগতে কেউ যদি নাহি করে মান্য, তবু রহে সুখী মনের সুখে।

এই বিশ্ব ছবি অন্যের পুরাতন, তা'র কাছে হয় নিয়ত নূতন; রসে করে সব রসের আস্বাদন, সুপাক হ'য়ে আছে প্রেমের পাকে ॥৩১৩॥ ঐ

মিয়াঁ-মল্লার—একতালা।

এ, কি সেজেছ হে মনোহর সাজে।

কি দেখি কি দেখি, দেখি দে'খ আঁখি; ডুবিল রূপ সাগর মাঝে।

অতি প্রশান্ত রূপের অন্ত নাই, এরূপের কথা কিরূপে জানাই; হস্ত পদ মস্তকাদি সর্ব্ব ঠাঁই, অনন্ত ভুবন ভূষণ সাজে।

কত রবি কত চন্দ্র তারা, শোভিতেছে তব অঙ্গে তা'রা; তড়িত জড়িত মেঘাম্বর পরা, তিমির কুণ্ডল রাজে;—এ তো নহে শূন্য লাবণ্য তোমার, বিশাল ভাব ভাবের অন্ত পাওয়া ভার; এই ভাবে তৃপ্ত কর মন আমার, লিপ্ত না হয় যান ভবের কাজে ॥৩১৪॥ ঐ

বাউলে-অ্যাড়খ্যামটা।

তোমায় অ্যাত ভাল লাগে কি কারণে।

ভাবি তাই না দেখে নয়নে। (আমি মনে মনে)

আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন তুলনা হয় না কা'রো সনে; না পাই শব্দ গন্ধ রস, কিসে কর্‌লে বশ, ভুল্‌তে নারি আপ্‌নি পড়ে মনে। (তোমা ধনে)

তোমার নামে হয় উল্লাস, প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, ম'লেও পাবো আশা আছে মনে; নহ অনিশ্চিত ধন, ব'লে বুঝি মন, করেনা সাধন সযতনে॥ ৩১৫॥ ঐ

ভৈরবী—যৎ।

ওরে আমার মন ভুলা'লে যে, কোথায় আছে সে।

সে স্থাথে আমি দেখিনে ফিরে চাই আশে পাশে।

কখন রই মুদে আঁখি, কখন অ্যাক দৃষ্টে থাকি; কত ব'লে কত ডাকি, দেখ্‌ব মনের আশ্বাসে।

পে'লাম পে'লাম দেখ্‌লাম তা'রে, এই সে ব'লে ধরি যা'রে; দেখি সে নয় সে হ'লে পরে, আর কি মন ফিরে আসে।

ওরে রবি চন্দ্র তারা চয়, তোরা ক্যান অ্যাত তেজোময়; আমার জ্যোতির্জ্জ্যোতি সুধার আধার, তবে, আছে বুঝি আকাশে।

বল্ দেখিরে হিমাচল, তুই, কিসে হ'লি সুশীতল; ঝরিতেছে অশ্রু জল, কার অনুরাগে মিশে।

বল্‌রে বল্ বিহঙ্গকুল, তোরা কি জন্যে হ'য়ে আকুল; থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যা'স্ কা'র উদ্দেশে।

বল্ দেখিরে তরু লতা, আমার জগৎ জীবন আছে কোথা; তোরা পেয়ে বুঝি ক'স্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।

পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধু, নাম ধ'রেছিস্ রত্নাকর; তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে, নিত্য করিস উল্লাসে।

লুকিয়ে থেকে প্রেম করে, অ্যামন প্রেম তো দেখিনারে; স্থাথা পেলে সুধাই তা'রে ক্যান সে ভাল বাসে।

কোথা আছ স্যাথা দাও, করুণা নয়নে চাও; হৃদয় সখা সাধ পূরাও, প্রকাশি হৃদি বাসে ॥৩১৬॥ ঐ

ভৈরবী—যৎ।

শুধু ঘটে পটে কাঠে জটে হয়না মন ধোলাই।
তা'রে ক্ষারে ঘাঁটি, দিয়ে ভাঁটি, করিতে হয় পাট পেটাই।

লম্ব-শিখা নামাবলী, দ্বারকার ছাপা রসকলি, রসেতে পড়িছে ঢলি, ভার সাধু অন্তর কসাই।

কেউ বা করে কালী কালী, কেউ বা বলে বনমালী; কেউ খাঁড়া কেউ ধরে ঝুলি, তা'য় না মেলে তাই;—জ্ঞান ভক্তি না হইলে, ফলে ফুলে ফল না মেলে, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নইলে, ছাই মাখিলে হবে ছাই।

কামনায় কামনা বৃদ্ধি, ত্যাগ বিনা ন্যাই তত্ত্বসিদ্ধি; সভায় শোভায় না হয় শুদ্ধি, সিদ্ধ-সঙ্গ চাই;—শাস্ত্র প'ড়ে বিবাদ করে, ঘুরে ব্যাড়ায় ঘরের মরে, পরের বোঝা ব'য়ে মরে, সে সাধন ফল চা'ল কলাই ॥৩১৭॥ ঐ

আশা—ঠুংরী।

জগত-পিতা তুমি বিশ্ব-বিধাতা।
আমরা তোমারি, কুমার কুমারী, তুমি হরি সব সুখ দাতা।

রাজ রাজেশ্বর, সর্ব্ব-ভুবন পতি, পতিত-পাবন দীনবন্ধু; অনাথ গতি তুমি, অনাদি-ঈশ্বর, করুণা-কর কৃপাসিন্ধু।

সঙ্কট-মোচন অভয়-চরণ তব, বন্দিছে সুর নরবৃন্দে; জনম দিয়েছ যদি শরণ দিতে হবে, শীতল চরণারবিন্দে ॥৩১৮॥ ঐ

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

মনোরূপ বাষ্পরথে করি আরোহণ।
চল হৃদয়-কাশী বিশ্বেশ্বরে করে আসি দরশন।

রথের গতি কি আর কব, বায়ু বিদ্যুৎ পরাভব; রবি চন্দ্র তারা সব, ছাড়িয়ে করে গমন।

জ্ঞানাগ্নি আর ভক্তি জলে, যোগ যন্ত্র সুকৌশলে; আশা-চক্রে রথ চলে, সারথি যা'র নাম চেতন;—পথের দক্ষিণ বাম, সাধু সঙ্গ পান্থ ধাম, পথিক করে বিরাম, আর তত্ত্ব-অন্বেষণ।

ধারে ধারে আছে তা'র সত্ত্বরজস্তমো-তার; ভাব-তড়িতে সমাচার, করে সদা বিজ্ঞাপন;— প্রতি জনের পৃথক রথ, কিন্তু সবার অ্যাকই পথ, পথে পাতা দণ্ডবত্ *, বিশ্বাস গতি-সাধন।

কৃপাপত্রি † ল'য়ে সাথে, ধর্ম্মগুলী ‡ করি হাতে; সাবধানে হবে যে'তে, রিপু ভয় সর্ব্বক্ষণ;— ওঁকার ঘণ্টা রবে, চমকিত হবে সবে সামের § বাঁশী বে'জে যাবে, বধির হইবে শ্রবণ।

মনরথ চলিলে পরে, দৃষ্ট হয়না সরাচরে; সংঘর্ষণ নাই শমন ডরে, সর্ব্ব দুঃখ হয় মোচন;— সেই ধামে যেই যায়, শিবময় দেখিতে পায়, আমার সাধ হ'য়েছে তা'য়, ভরসা তাঁ'র শ্রীচরণ ॥৩১৯॥ ঐ

---

* দণ্ডবৎ, রেল। † পত্রী, টিকিট। ‡ গুলী, ব্যাগ। § সামের, সাম বেদের।

বিভাষ—কাওয়ালী।

তুমি অ্যাকজন অখিলেরি ধন।

সকলে আপনার ব'লে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।

প্রাণের ব্যথা মনের কথা যা'র যা মনে থাকে, ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে ব'লে সুখী তোমাকে; সকলের হৃদয়ে থেকে, শোনো হৃদয়-রঞ্জন।

মঙ্গল স্বরূপ তুমি তোমাধন সকলে চায়, দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তোমার গুণ সকলে গা'য়;—কা'রো মাতা কা'রো পিতা কা'রো সুহৃদ সখা হও, প্রেমে গ'লে যে যা বলে তাতেই তুমি প্রীত রও; কেউবা মনে, কেউবা ফুল-চন্দনে পূজে চরণ।

চাওনা সজ্জা চাওনা শয্যা চাওনা চতুর্ব্বিধ রস, তুমি কেবল ভাব-গ্রাহী ভাবের ভাবুক ভাবের বশ;— অ্যাকা তুমি সকলের ভাব গ্রহণ কর নিশি দিন, ভাব ক'রে ডাকিলে এসো ভাবনাক জ্ঞান-হীন; সেই ভরসায় ভবের কূলে ব'সে আছি নিরঞ্জন ॥৩২০॥ ঐ

কাফি-সিন্ধু—পোস্ত।

তা'র ছায়াবাজীর ছবি আমরা, য্যামন নাচায় তেমনি নাচি।

যা করি এক তারে তা'রি, তারে তারে বাঁধা আছি।

নাচি গাই তা'র তালে মানে, ভাল মন্দ সেই জানে; তা'র যা ভাল লাগে প্রাণে, তা'ই ভাল, নাই বাছা বাছি।

য্যামন সাজায় তেমনি সাজি, য্যামন ভাঁজায় তেমনি ভাঁজি; সকলি তা'রি ওস্তাদি, কি বুঝি তা'র সাঁচা সাঁচি।

কা'রে করে ছত্রধারী, কা'রে করে দিন ভিখারী; কভু আয় কভু লয় কাড়ি, মারে মরি বাঁচায় বাঁচি।

কা'র্বা কিসের জারি জুরি, কা'র্বা কিসের বাহাদুরি; সেই করে মাছিকে করী, সেই করে করীকে মাছি।

উঠায় উঠি বসায় বসি, ফোটায় ফুটি খসায় খসি; কাঁদায় কাঁদি হাসায় হাসি, পাকায় পাকি কাঁচায় কাঁচি।

সেই জানে নিয়ত হ্যান, বিশ্ববাজী করে ক্যান;—আপ্‌নি কৃতী হ'স্‌নে ‍যান, মন তোরে করযোড়ে যাচি॥৩২১ ঐ

মুলতান—একতালা।

ক্যামন অধিকারী সে।

জগ-জনে যে জন নাচায় আপন বশে।

নানা সাজে সং সেজে নর নারী, সংসার-রঙ্গ ভূমে রঙ্গ করে ভারি; প্রকৃতি সুন্দরী চারু-চিত্র করি সাজায় তাঁ'রি আদেশে।

হেথা কেউ সাজে রাজা, কেউ সাজে প্রজা, কেউ সাজে সন্ন্যাসী ফকীর আবার, কা'রো বীর দর্পে, ধরাতল কম্পে, কেহ শান্ত দান্ত অতি ধীর;—কাহারো বদনে বাক্য সুধা ক্ষরে, কা'রো বাক্য বিষে জর্জ্জরিত করে; আসিয়ে আসরে আসলে পাস্'রে,. কেউ কাঁদে কেউ হাসে।

ধ'রে আসে ওনা তান, করে কত গাণ, শেষে কতখান ক'রে যায়; যে রাখিতে পারে মান, সেই গুণবান, গুণীজনে তা'রি গুণ গায়;— সেই অধিকারী সর্ব্বগুণাধার, অধিকারীর আছে সর্ব্ব অধিকার; তাল ভঙ্গ হ'লে স্থান দণ্ড তা'র ঐ ভয় মানসে।

গগন চন্দ্রাতপ তলে, রবি চন্দ্র জলে, আলোকে উজ্জ্বলে সমুদায়; করে, নিয়ত পবন, চামরব্যজন, দুর্ব্বাসন প্রসারণ ধরায়;— তা'তে,

স্থিরভাবে ব'সি যোগীঋষিগণ, সংসার-যাত্রা শুনিতে মগন,
"নিত্যপবিবর্ত্ত অনিত্য জীবন," এই, পালা গা'য় সুরসে।৩২২ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

আহা মরি মরি কে বুঝে হরি চাতুরী তোমারি হে।

তুমি হে অদ্বিতীয় গুনে জ্ঞানে, হ্যানগুন কা'র আছে তব গুণ বাখানে; তোমার মত কে আর ভুলাইতে জানে, গুনের যাই বলিহারি হে।

কুশলে রাখিতে তোমার এ কীর্ত্তি, হৃদয়ে গাঁথিয়ে দিয়েছ প্রবৃত্তি; প্রবৃত্তিতে হয় সংসারে আসক্তি, নিবৃত্তি নাই তা'রি হে;— কি স্নেহ দিয়েছ অপত্য-কারণে, কি সুখ দিয়েছ দম্পতি মিলনে; কি ক্ষুধা দিয়েছ জীবন পালনে, কি না করে নরনারী হে।

এমনি ফন্দী হই বন্দী আপনি, বন্ধনে আনন্দ কে কাটে বন্ধনী; মুক্তি তোমার হাতে যুক্তি নাই জানি, তুমি মাত্র ত্রাণকারী হে;— এখনি মরিব জানা শোনা কথা, তবু নাহি যায় সংসার মমতা; ধন্য চতুরতা লুকাইলে কোথা, ক'রে অসার সংসারী হে॥৩২৩॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

মন কি এই জেগে আছ? যা দেখিছ এ সব স্বপ্ন কাণ্ড।
কখন হাসিছ কখন কাঁদিছ রচিত হ'য়েছ-কাণ্ডাকাণ্ড।
কিছু নাই কত দেখিছ গগনে, কেহ নাই আলাপ কর লোকসনে;
কত বিভীষিকা দেখিছ স্বপনে, ভাবিছ অমায়িক এ ব্রহ্মাণ্ড।

অদ্ভুত কার্য্য কি আশ্চর্য্য স্বপ্নের রীতি, ছিল জলবিন্দু হ'লো নরাকৃতি; তা'র বীর দর্পে কম্পমানা ক্ষিতি, গেল খ্যাতি ভাংলো সে দেহ ভাণ্ড।

মহামোহ-নিদ্রা করি পরিহার, চেতন হ'য়ে যদি ভাখ অ্যাকবার; বিনা সেই নিত্য সত্য সারাৎসার, কিছু নাই আর কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড ॥৩২৪॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

অ্যাকবার চাও হে কাঙ্গাল পানে।
ও কাঙ্গালের ধন ডাকি কাতর প্রাণে।

আমি তোমার কৃপার পাত্র অতি দীন, জ্ঞানভক্তিহীন পাপেতে মলিন; ঘুছাও দীনবন্ধু আমার এ দুর্দ্দিন, করুণা কটাক্ষ দানে।

পূর্ণ কর হরি কাঙ্গালের আশা, তোমা ভিন্ন নাই কোন আর প্রত্যাশা; তোমারি অভাবে ভবে এ দুর্দ্দশা, তোমার ভরসা নিদানে।

না মিলিল ভাগ্যে ধন কোনো ঠাঁই, ভবে পেলাম কেবল পৃথিবীর ছাই; দাও দয়াল হরি হাত পে'তে চাই, চরণ ধন অবসানে ॥৩২৫॥ ঐ

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এ কটা দিন, দুখে সুখে জীবন কাটাও।

হবে না যা চাও, খাটো খোটো ভালো কোটো, খাও দাও ফেলে পালাও।

আর বার স্থিতি স্ফীতি, মুঝে লয় নিতি নিতি; না অ্যাড়ায় মায়া রতি, মোহ-মতি ছেড়ে দাও।

দক্ষিণ দুয়ারে গিয়ে, যেতে হবে ঝাড়া দিয়ে, কি ধন যাবে সঙ্গে নিয়ে, ভবের ধন ভবে বিলাও।

ঘটনাতে যা ঘটিবে, কেবা তাহা নিবারিবে; যা হবার তাই হবে, সদা হরির গুণ গাও ॥৩২৬॥ ঐ

খাম্বাজ—যৎ।

তোমার জগতে, কি প্রেম দিয়েছ প্রেমময়।

প্রেম তরঙ্গ বয়, প্রেম দেখে পুলকে আমার অঙ্গ অবসন্ন হয়।

মানুষের কি কব কথা, প্রেমে, তরুতে জড়িত লতা; ফুলে ফুলে প্রেমে গাঁথা, নইলে কি হয় ফলোদয়।

চন্দ্র সূর্য্য লক্ষাম্বরে, কুমুদ পদ্ম সরোবরে; করেতে প্রফুল্ল করে, না হেরে মুদিত রয়।

প্রেমেতে অস্থির হ'য়ে, পড়ে নদীর জল সাগরে ব'য়ে; সাগরের জল অগ্রে ধেয়ে, আলিঙ্গন করিয়ে লয়।

প্রেমে পর্ব্বত-নির্ঝরে, নিয়ত প্রেমাশ্রু ঝরে; প্রেমে বদ্ধ পরস্পরে, প্রেম ছাড়া যে কিছুই নয়।

যা কিছু দেখি নয়নে, সব, পরমাণুর প্রেম মিলনে; পরস্পর প্রেম আকর্ষণে, শূন্যে রয় গ্রহনিচয়।

এ যে অদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ড, কেবল তোমার প্রেমের কাণ্ড; প্রেমে উৎক্ষিপ্ত-মৃৎপিণ্ড ভূ-পৃষ্ঠে করে আশ্রয়।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, প্রেমে করে কত রঙ্গ, নৃত্য গীত আমোদ আসঙ্গ, প্রেমের অঙ্গ সমুদয়।

চকোর মত্ত চাঁদের প্রেমে, পদ্ম-প্রেমে ভ্রমর ভ্রমে; চাতক মুগ্ধ মেঘাগমে, তেমনি ধ্যান হয় হৃদয় ॥ (তোমার প্রতি) ॥৩২৭॥ ঐ

বেহাগ—একতালা।

ভজরে ভজ তাঁ'রে।

নিখিল বিশ্ব অবিরত যাঁ'র দেশে কালে মহিমা প্রচারে রে।

অপার যাঁহার শক্তি সাধ্য, যিনি সুর-নর পরমারাধ্য; শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ, বন্দ্য-বেদ বন্দে যাঁ'রে রে।

যাঁহ'তে পাইলে জনক জননী, যাঁহ'তে দেখিলে বিশাল ধরণী, যাঁহ'তে লভিলে জ্ঞান-দিনমণি, এ মোহ অন্ধকারে;—যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে; যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে, ল'য়ে যাব ভব-সিন্ধু পারে রে ॥৩২৮॥ঐ

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

জয় জগ-জীবন জগত-পাতা হে।

জয় দীন-শরণ শুভ দাতা হে।

জয় বিঘ্ন-নাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগত-পিতা মাতা হে;

খা'দ।

হৃদয়াধার হৃদ্-জ্ঞাতা হে, ভয়তাপ হরণ ভব-ত্রাতা হে;

চড়া।

দীন জন দ্বারে, ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে ॥৩২৯॥ঐ

বেহাগ—যৎ।

অ্যাক দিন হায় অ্যামন হবে, এ মুখে আর ব'লবেনা

এ হাতে আর ধ'রবেনা এ চরণে আর চ'লবেনা রে।

নাম ধ'রে ডাকিবে সবে শ্রবণে তা শুন্‌বেনা,
পুত্র মিত্রে জগৎচিত্রে নেত্রে নিরখিবেনা রে।
অসাড় হবে এ রসনা আস্বাদন আর ক'র্‌বেনা,
ভাল মন্দ কোন গন্ধ নাসিকাতে লবেনা রে।
রাজ সিংহাসন ছাই মাটী বন সে বিচার আর রবেনা,
বন্ধনে দহনে দেহে যাতনা জানাবেনা রে।
হবে সাঙ্গ অবসাঙ্গ সঙ্গে কিছুই যাবেনা,
তাঁ'রে এই ব্যাগা ডাক্ ডেকে নেরে ডাকতে সময়
মিল্‌বেনা রে ॥৩৩০॥ ঐ

সোহিনি-বাহার—পোস্ত।

ও নয়ন, দেখ্‌লিত এ জগৎ কা'রো নয়।
এ'সে, আমার ব'লে ব'সে শেষে ফে'লে চ'লে যে'তে হয়।

কি ধনী কিবা দীন, কে রহে চিরদিন; রাজার রাজত্ব অতুল আধিপত্য ক' দিন রয়।

কা'রো সর্ব্বস্ব নিয়ে, বাঁধে ধন গেরো দিয়ে; রইলো তা'র গেরো বাঁধা যে'তে হ'লো অসময়।

অ্যাকজন সাজায় ঘর, আর অ্যাকজন করে ভর; অ্যাকজনের বসন ভূষণ বিষয় বাসন অন্তে লয়।

যা'র ধন খে'লে নিলে, হাতে পায় বিদায় দিলে; পোড়ালে আগুন জে'লে, সময় হ'লে সকল সয়।

চলে স্রোত উজান ভাঁটা, দেখিতে পরিপাটি; চলেনা অচল মাটি, মাটি হ'লেই খাঁটী কয় ॥৩৩১॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

তোমার ভালবাসাই ভালবাসা।

তোমার ভালবাসা সুখের বাসা হে।

ভবে এ'সে হে'সে, ভালবাসায় ভে'সে, সার হ'লো শেষে অশ্রু-জলে ভাসা।

তোমার ভালবাসা চিরদিন রয়, তোমার ভালবাসা স্বরূপ ক'রে লয়; জানিলাম না তা'য় কি ভালবাসতে হয়, জেনে ছিলাম জ'ন্মে ক্ষুধা আর পিপাসা।

আমি তোমায় ভুলি তুমি নাহি ভোলো, আমি ডুবে যাই তুমি ধ'রে তোলো; আমি ছেড়ে পালাই তুমি সঙ্গে চলো, ভালবাসিনে তবু কর ভাব সম্ভাষা।

বিশ্বে ভালবেসে সয় কত আঘাত, তোমার প্রেমে চক্ষে হয়না বিন্দুপাত; তবু ক্যান অ্যাত ভালবাসো নাথ, এ পাতকীর কাছে কি আছে প্রত্যাশা ॥৩৩২॥ঐ

পরজ-বাহার—কাওয়ালী।

সে ক্যামন বাজীকর।

অ্যাকে আর করে সত্বর, তা'র বাজীতে জগৎ অন্ধ ধন্ধ নারী নর।

লাগ্ লাগ্ লাগ্ ব'লে ভুলো, ছড়া'লে অ্যাক মুটো ধুলো, সেই ধুলোতে জগত হ'লো, এ ধুলোর কলেবর।

কভু জ্যোতির্ম্ময় কভু নিবিড় অন্ধকার, কভু শীত কভু গ্রীষ্ম একি চমৎকার, মেঘ হ'লো বর্ষিল জল, গাছ হ'লো ফলিল ফল, দেখিতে দেখিতে সকল হয় রূপান্তর।

ধন্য সে অগণ্য গ্রহ করিয়ে ধারণ, অবহেলে তোলে ফ্যালে বর্ত্তুলের মতন; যা'রে বলে থাক্ থাক্, অম্‌নি, শূন্যে থাকে শুনে ডাক্, কেউ ঘোরে কুমোরের চাক্, কেউ বা স্থিরতর।

হাতে অ্যাকবার ঢাকায় অ্যাকবার লুকায় ল'য়ে দিবাকর, কত চন্দ্র তারা ঢাকায় মুখেরি ভিতর; কত বা জানে কৌশল, প্রস্তরে বা'র করে জল, ঝড়ে করে রসাতল, নাহি হয় গোচর।

নানা ছবি ক'রে নাচায় নানা ভঙ্গিতে, মোহিত ক'রেছে সুমধুর সঙ্গীতে; প্রকৃতি ভানুমতীরে, ল'য়ে সব রচে অচিরে, পলকে প্রলয় করে, ত্তাবৎ চরাচর।

ক্যামন কুহক লাগায়েছে বলিহারি যাই, মরিতে হইবে তা তো কা'রো মনে নাই; চিরদিন এই ভাবে, য্যান বাস করিতে হবে, অসারকে সার মনে ভেবে, সারাইছে ঘর ॥৩৩॥ঐ

পরজ-বাহার—কাওয়ালী।

হায়, সকলি ফাঁকি।

ফাঁকি বই আর আছে বা কি, দেহই বল গৃহই বল সব হবে খাঁকি।

ফাঁকির আর কি ভাল মন্দ, একি ধন্ধ তাহে দ্বন্দ্ব, কোথা বা রবে সম্বন্ধ, মুদিলে আঁখি।

অসার সংসারে আসি কত সাধই যায়, যদুপতি রঘুপতি প্রভৃতি কোথায়; কে আছে অমর হ'য়ে, কে গিয়েছে সঙ্গে ল'য়ে, যতনে ধন উপার্জ্জিয়ে গিয়েছে রাখি।

কাহারে পাইয়ে কর সুখে সন্তরণ, কাহারে হারায়ে হও শোকে

নিগণ; কেবা মাতা কেবা পিতা, কেবা পুত্র কে দুহিতা, আপ্ত বন্ধু মিছে কথা, মিছে ডাকাডাকি।

কা'র্ বা ঐশ্বর্য্য রাজ্য কেবা রাজ্যেশ্বর, কে তুচ্ছ কে উচ্চ কে ত্যজ্য কে পূজ্যবর; কে অধীন কে স্বাধীন হয়, কে আশ্রিত কে আশ্রয়, কে কা'র খায় কে বিলায় কে লয়, কা'র ভাণ্ডার্ থাকি।

অনন্ত কারখানা সবে পাঁচ খানায় গঠিত, দেখিতে অদ্ভুত কিন্তু সারত্ব রহিত; এ যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড, তাঁ'র সকলি ফাঁকির কাণ্ড, ফাঁকির শেষ ক'রে শেষখণ্ড, দিয়েছেন ফাঁকি।

শাস্ত্রেতে শুনেছি কত ফাঁকির বৃত্তান্ত, মনে মনে ক'রেছি অ্যাক ফাঁকি সিদ্ধান্ত, হৃদ্‌পাত্রে জ্ঞান ছাঁক্‌নি রে'খে, অসার সংসার থে'কে, সারাৎসার লইয়ে ছেঁকে, ত্যাগ করো থাঁকি।৩৩৪॥ঐ

পরজ-বাহার—কাওয়ালী।

মন করে অভিনয়।

নাহি তা'র সময় অসময়, সঙ্গে ল'[illegible]ট্যালয়ে স্ববৃত্তি নিচয়।

রঙ্গালয় হৃদয় মাঝে, একাকী সকলি সাজে; কোন সাজে কোন কাজে, কিছু নাই ব্যত্যয়।

কখন পুরুষ হয় কভু প্রকৃতি, কভু ক্ষুদ্র কভু ধরে বৃহৎ আকৃতি; রঙ্গ-ভূমি অতি ক্ষুদ্র, স্থাথায় তা'য় অকূল সমুদ্র, কত সূর্য্য কত চন্দ্র, ক্ষণে অস্তোদয়।

সংসার-নাট্য-প্রসঙ্গে হাসায় আর কাঁদায়, হাসা'তে কাঁদা'তে অ্যামন কে আছে কোথায়; আপনি সে মরে বাঁচে, আপনি গা'য় বাজায় নাচে, অথচ সকলি মিছে, হ'তেছে প্রত্যয়।

নিশীথে মিলন করে ভানু পদ্মিনীর, চঞ্চলা চপলা রাথে করিয়ে সুস্থির; হিমাদ্রি উপাড়ি পাড়ে, বজ্রপাণির বজ্র কাড়ে, চক্ষের পলকে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়।

যে রসে যখনি ধরে সেই রসে মাতায়, যোগী হ'ন্ মুনি হ'ন্ কে আড়ান্ বা তা'য় ; এম্নি সেজে ত্থাথায় চিত্র, পরিবর্ত্ত হয় চরিত্র, মনের গুণে অপবিত্র, বল কেবা নয়।

সকলেরি নকল করে নকল করা বাই, অ্যামন ধারা বহুরূপী কোথাও দেখি নাই ; সকলেরি অভিনয়ে, নৈপুণ্য ত্থাথায় নির্ভয়ে, অনন্তের অন্ত না পেয়ে, ক্ষান্ত হ'য়ে রয়॥৩৩৫॥ঐ

বাহার—একতালা।

না পাই দেখিতে, না পাই পরশিতে, না পাই শুনিতে বচন হে।
না দে'খে না শুনে বিনা পরশনে ভালবাসে ক্যান মন হে।

কত কাল য্যান ত্থাথা শোনা আছে, কতদিন য্যান ছিলাম তোমার কাছে, চির পরিচিত মনে হ'তেছে, জানিনাক কি কারণ হে।
কি ভাবে কোথায় থাক নাহি জানি, সবে আছ ব'লে ভাবে অনুমানি, কা'রো কথাতে নয় আপনা হ'তে মানি, আপনার হ'তেও হও আপন হে।

মনে মনে কই মনের সাধ যথা, না শুনেও য্যান শুনি তোমার কথা, না দেখেও য্যান দেখি হৃদে গাঁথা, হেরি প্রসন্নবদন হে।

তোমাকে বলিতে প্রাণের বেদনা, মনেতে বাধেনা ত্থান কোনজনা, তোমাকে না ব'লে থাকিতে পারিনা, কর না কর শ্রবণ হে।

বিপদে বিষাদে তোমাকে ভাবিলে, ভরসা হয় কত শান্তি তৃপ্তি

মেলে; না জানি হে নাথ তোমাকে মিলিলে, হয় কি সুখের উদ্দীপন হে।

তাইতে ব্যগ্রতা ক'রে সুধাই, ব'লে দাও তোমায় কোথায় পাই
সেই থানে যাই জীবন জুড়াই, ল'য়ে চরণে স্মরণ হে ॥৩৩৬॥ঐ

বাহার—ঝাঁপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাও রে,
বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুর তর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেথানে, জগত পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে; মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে, ডাক নাথ ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি ॥৩৩৭॥ঐ

ভৈরবী—একতালা।

অ্যাকবার পাই যদি দেখিতে।
তা'রে, নয়নে নয়নে রাখি আর থাকি অ্যাক মনে অ্যাক চিতে
শীতল-চরণ করি ধারণ জীবন জুড়াইতে,
পে'লে, গাঁথিয়ে রাখি সে রতন হৃদয়ের সহিতে।
প্রয়োজন যা'র তাই দিয়ে যায় নাহি তা'য় চাহিতে,
দিতে, কখন আসে কখন যায় গো না পারি জানিতে।
কর-চিহ্ন চরণ-চিহ্ন পাই যে নিরখিতে,
আমার, তাই দেখে প্রাণ সদাই ব্যাকুল না পারি ভুলিতে।

কাতর প্রাণে ডাকি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে,
সাড়া, পাই যান কা'র ওগো আমার অন্তর-নিভৃতে।
স্থাথা দাও জীবনের জীবন জীবন থাকিতে,
আমার, হৃদয় মাঝে বিরাজ কর দিবা রজনীতে ॥৩৩৮॥ঐ

বিভাস—একতালা।

এই বিশ্ব মাঝে, যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।

বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে তা'র উপরে তোমার নামটী দিয়েছ।

পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা ; সুন্দর নামটী বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা, প্রেমানন্দ নামটী নয়নে লিখেছে।

চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল, দীপালোকে যান করে ঝল্ মল্ ; তা'র মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু, সুধাসিন্দু নাম তা'য়. অঙ্কিত ক'রেছ।

জলেতে লিখেছ জগত-জীবন, পবন হিল্লোলে হয় দরশন ; জলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন, জ্যোতির্ম্ময় নামে জগৎ দাখাতেছে। জগজ্জ্যোতি নাম দীপ্ত দিবাকরে, মহারত্ন নাম নক্ষত্র নিকরে ; স্ব-প্রকাশ নাম লিখে করে করে, ঘোরতম-তমোর তমঃ নাশিতেছে।

ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে, সর্ব্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে ; লেখা দে'খে তোমায় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, লেখার মত ক্যান স্থাথা না দিতেছ।

হৃদয়ে লিখেছ হৃদয় বল্লভ, প্রীতি-ভা প্রকাশে হয় অনুভব; তন্নামে অঙ্কিত তোমারি তো সব, হাতে কলমেতে ধরা যে পড়েছ ॥৩৩৯॥ ঐ

বিভাস—আড়খ্যামটা।

দুখ পে'লে তোমারে দুটো কই।

আমার, কে কাছে আর আমার ব'ল্‌তে বল হে নাথ তোমাবই।

যখন তোমার করি অপমান, কত, অপরাধ হ'তেছে ব'লে থাকেনাক জ্ঞান; ওযে, দিয়েছ আদর অধিকার, ওহে, তা'তে আমি দোষী নই।

দেখি, আমার অপরাধের নাই সীমা, কর, আপ্‌না হ'তে, তাতেও ক্ষমা অপার মহিমা; তবু কৃতাঞ্জলি ক'রে বলি, য্যান তোমাতে বঞ্চিত না হই।

হরি, আমি পাপী অধম অজ্ঞানী, তুমি কি পদার্থ তোমার কি মাহাত্ম্য না জানি; হও, পতিত পাবন দাওহে শরণ, তোমার চরণ তলে প'ড়ে রই ॥৩৪০॥ ঐ

মল্লার—আড়াঠেকা।

অনিত্য এ ধন জন জীবন যৌবন।

কালেতে করিছে সব নিমেষে হরণ।

কখন সুখের উদয়, কখন দুঃখের জয়; হইতেছে ক্রমান্বয় চক্রবৎ পরিবর্ত্তন।

অদ্য মহা মহোৎসব, কল্য হাহাকার রব; অদ্য যাহা অভিনব, কল্য তাহা পুরাতন; পেয়ে অতুল্য সম্পত্তি, অদ্য যে রাজচক্রবর্ত্তী কল্য তা'র ভিক্ষা বৃত্তি, হ'তেছে অবলম্বন।

অদ্য বন্ধুগণ সনে, আহ্লাদিত আলাপনে, কল্য তাদের অদর্শনে, শোকে সন্তাপিত মন; অদ্য পুত্রের আধস্বরে, শ্রবণ শীতল করে, কল্য তা'র মৃত শরীরে, শোকাশ্রু হয় বরিষণ।

কখন সুস্থ শরীর, কখন রোগে অস্থির, সংসার জলনিধির, হ্রাস বৃদ্ধি প্রতিক্ষণ; অতএব আপনারে রক্ষা কর সারাৎসারে, নশ্বর ভব সংসারে, হইও না রে নিমগন ॥৩৪১॥ ঐ

পিলু—পোস্ত।

মিছে সুখ মিছে শোভা মিছে ভালবাসাবাসি।
মিছে সাধ মিছে আহ্লাদ কাল্ সাধে বাদ প্রমাদ রাশি।

মিছে ধন মিছে স্বজন, মিছে এ জীবন যৌবন, যৌবন বন-ফুলের মতন, মূলে পতন হ'লে বাসি।

মিছে ভাব মিছে ভঙ্গি, মিছে জাঁকজমক জঙ্গী; কে হবে সঙ্গের সঙ্গী, কোথা বা রবে দাসদাসী।

মিছে সমাদর সম্মান, মিছে অহং অভিমান; কেশে যেই পড়িবে টান, শুকাবে মুখ যাবে হাসি।

জগতের উপর নীচে, যা দ্যাখ সকলি মিছে; ছাড় রে মিছের পিছে ধর রে সেই অবিনাশী ॥৩৪২॥ ঐ

পিলু--পোস্ত।

শুন্‌তে সুখ সকলি দুখ সংসারে সকলি জ্বালা।।
রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা চিন্তা-জ্বরে মনের জ্বালা।
ঘরে বাহিরে জ্বালা, স্বজন দুর্জ্জনের জ্বালা, জ্ঞাতি কুটুম্বের জ্বালা, বিষম জ্বালা বাক্য-জ্বালা।

হ'লে জ্বালা নইলে জ্বালা, রইলে জ্বালা গে'লে জ্বালা, জ্বালায় প্রাণ ঝালাপালা, জ্বলে গে'লে জুড়ায় জ্বালা।

প্রথম আগুণের জ্বালা, শেষেও আগুণের জ্বালা, মাঝেও আগুণের জ্বালা, আগুন-জ্বালায় জঠর-জ্বালা।

অধীনের অধিক জ্বালা, ততোধিক ঋণের জ্বালা, চা'র চালার কত জ্বালা, সংসার-জা'লা ভরা জ্বালা।

বিষয়ের বিষের জ্বালা, ত'ার কাছে কিসের জ্বালা, স্থান দিয়ে শীতল পদে, ঘুচাও হরি পাপের জ্বালা ॥৩৪৩॥ঐ

বাউলে—আড়খ্যামটা।

তরু বলরে বল ও তরু বল রে।
কে তোরে সাজা'লে দিয়ে গায়ে গায়ে পত্র পুষ্প ফল রে।

ছিলি অ্যাক বালির মত, হলি:তা'য় হস্ত শত, কাণ্ড প্রকাণ্ড কত কা'র কৃত কৌশলরে; ওরে, বলরে তরু ক'ার উদ্দেশে, গগন ভেদ ক'রে য'াস্ ঊর্দ্ধদেশে, হলি সংসারে এসে কা'র প্রেমে অচল রে।

অ্যামন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে, কি ভাবিস নীরব হ'য়ে ভাব দেখে বিহ্বল রে; ওরে ত্যজ্য ক'রে ভোগবাসনা, তরু করিস্‌রে কা'র যোগসাধনা, কি জ'ন্যে যোগী জনা, সার করে তোর তল রে।

অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হেলে দু'লে, কা'র গুণ গা'সরে জিলে, স্বরে হই শীতল রে; ক্যান, দেখ্‌তে পাইরে প্রভাত হ'লে, ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে, না যেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে।

শাখী তোর শাখা পরে, পাখীতে কি গান করে, তাই, প্রেমভরে মাথা নড়ে, ঝরে পাতা দল রে; মাথা নোয়ায়ে কা'রে, তরু, প্রণাম করিস বারে বারে, কি জানাস্ করযোড়ে হইয়ে চঞ্চল রে।

পর হিতেরি তরে, প্রাণদান দিস্ অকাতরে, বল্‌ব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম্মবল রে; আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে, এ নীতি শিখা'লে কে, লোকে যা বিরল রে।

রূপ গুণ ভঙ্গী ভাবে, ভক্তি প্রীতি প্রভাবে, মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে; বল্‌রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখ্‌লে ছত্রে ছত্রে, অ্যাক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ॥৩৪৪॥ ঐ

বাউলে—আড়খ্যামটা।

পাখী বল্‌রে বল ও পাখী বল্ রে।
কে তোদের রূপে গুণে এ ভুবনে ক'রেছে উজ্জ্বল রে।

গায়ে বিচিত্র পাখা, য্যান পোষাকে ঢাকা, রত্নবৎ চক্ষু বাঁকা, গল চঞ্চু যুগল রে; কোথা যা'স্‌রে পাখী শূন্যে ধেয়ে, ডানার ডাঁড়ে ডিঙ্গী বেয়ে, কা'র গুণ ব্যাড়াস্ গে'য়ে, কা'র কাজে চঞ্চল রে।

নিশি পোহালো দেখে, নিত্যলোক জাগাস্ ডেকে, নিত্য যাস্ বৃক্ষ থেকে, সুদূর অঞ্চল রে; আবার, সন্ধ্যা হলে আসিস্ চ'লে, দিন গ্যাল দিন গ্যাল ব'লে, কা'র কথায় পথ না ভুলে, করিস্ চলাচল রে।

সামান্য চঞ্চু দুটী, এনে তা'য় কাটীকুটী, করিস্ ঘর পরিপাটী, দ্বার টাটি সকল রে; সুখে, থাক্‌বে বলে শিশু ছানা, বিছাস্ তা'য় কোমল বিছানা, এ কোথা হ'লো জানা, রচনা কৌশল রে।

নাই রোগ নাই কোন বালাই, না চাই ঔষধ বৈদ্য দাই, সক্ষম স্বচ্ছন্দ সদাই সর্ব্বদাই নির্ম্মল রে; তোরা, য্যামন চতুর চূড়ামণি, সতর্ক সাবধান তেমনি, তেম্‌নি অনুসন্ধানী, অগম্য কোন্ স্থল রে।

পালকে তিলক প'রে, ভক্তের ন্যায় ভাবটি ধ'রে, নগরকীর্ত্তন কি ক'রে ব্যাড়াস বেঁধে দল রে; গান গেয়ে ব্যাড়াস্ যথা তথা, কষ্ট দিলেও মিষ্ট কথা, এ প্রথা শিখ্‌লি কোথা, দেবতায় বিরল রে।

কভু অ্যাক পদে লগ্ন, মুদে চোক্ ধ্যানে মগ্ন, সঞ্চয় না করিস্ অন্ন, রত্ন য্যান মল রে; দারুন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে, সমভাব পাই দেখিতে, জ্ঞানলভে শুকপাখীতে, সেই শিক্ষার কি ফল রে।

গুণে হোস্ মহ[illegible]ভারি, নোস্ কা'রো ঈর্ষাকারী, এ লোকে উল্‌টো তা'রি, নর নারী খল রে; বুঝি তাইতে যেতে চা'স্‌নে কাছে, লোক ছেড়ে বাস করিস্ গাছে, গাছ তাই আহ্লাদে নাচে, দুলিয়ে শাখাদল রে।

কি পুণ্যে পূর্ব্ব মত, তোরা স্বধর্ম্মে রত, সতত্ব দৃঢ়ব্রত, স্বজাতি বৎসল রে; কা'রো কুচ্ছতে নাই উচ্চমতি, উচ্চে তোদের স্থিতি-গতি, নীচে নীচ হ'য়ে অতি, আমরা রই কেবল রে।

কে বলে তোদের হীন, তোরাই সুখী সৎ স্বাধীন, নাই প্রভু দাস ধনী দীন, ভাণ্ডার ভূমণ্ডল রে; তোদের পবিত্র দম্পতি প্রীতি, প'ড়েছিস্ কি ধর্ম্মনীতি, পাতা কি পুরাণ পুঁথি, চৌপাড়ী জঙ্গল রে ॥৩৪৫॥ঐ

বাউলে—আড়খ্যামটা।

কেহে জাহ্নবীর জলে দেহ ঢে'লে হে'লে দুলে যাচ্ছ ভে'সে।
সংসারে জ্ব'লে পুড়ে, জলে প'ড়ে আছ সুখে নিদ্রাবশে;
গ্রাহ্য নাই কাক শকুনে, টেনে টেনে, ছিঁড়ে খাচ্ছে উড়ে এসে।
অ্যাখন হ'য়েছে নদী, সুখের গদী, তরঙ্গের সব বালিশ পাশে;
ভেসে বা যাচ্ছ কোথা, কি সুখ তথা, কে তুমি ছিলে কোন্ দেশে।
লজ্জা ভয় পিরীত প্রণয়, অনয় বিনয়, মান অপমান গ্যাল কিসে;
কোথা সে আসন বাসন, বসন ভূষণ, ক্যান অ্যাখন ল্যাংটা বেশে।
ক্যান ত্যজে ঘরকন্না, আপ্তজনা, প্রাপ্ত বিরাগ এ বয়েসে;
মা কত ডাক্‌ছে অ্যাখন, আয় বাছাধন, ব্যালা হ'লো খাবার খেসে।
পাঁচ জনার নিয়ে ছিলে, যা'র যা দিলে, কি ধন নিলে সঙ্গে শেষে;
আস্‌ছো আ'র ক'দিন পরে, তেম্‌নি ক'রে, হাসাবে সব হেসে হেসে।
যা'রা যায় আগে চ'লে, দ্যাখা হ'লে, ব'লো সব [illegible] সকাশে;
আর বড় অপেক্ষা নাই, ভরসা কানাই, কালেতে ধ'রেছে কেশে ॥৩৪৬॥ঐ

বাউলে—আড়খ্যাম্‌টা।

ওরে জগৎ! চাইনেরে তোর ভালবাসা।
করিনে (ওরে জগৎরে) করিনে ও তোর সুখের আশা।
ক'রে বহু আরাধনা, অসাধ্য সাধনা, যদি ঘটে সুখ অ্যাক রতি মাসা;
বাড়ে, পর্ব্বত সমান, দুঃখের পরিমাণ, পানে না ঘুচে প্রাণের পিপাসা।
তুই, অসার অপদার্থ, তোর সর্ব্বস্ব স্বার্থ, পরমার্থ পাবার নাই প্রত্যাশা; ও তুই ঘটাতে অনর্থ, সর্ব্বদা সমর্থ, অন্তর বিষাক্ত অমৃত-ভাষা।

তোরে প্রাণ মন দিয়ে, সকল সঁপে দিয়ে, এ দুর্দ্দশা ধিক্‌রে ধর্ম্মনাশা; আমার, মন পাজি তাই, তোর মুখ চাই, মুখে ছাই দিছে ভবে আসা।

আমি, শৈশব কিশোরে, যৌবন বিঘোরে, শুনি নাই রে সজ্জন-সম্ভাষা; অ্যাখন, গতি নাই দুর্দ্দিনে শ্রীগোবিন্দ বিনে, জুড়াই পদার-বিন্দে পেলে বাসা ॥৩৪৭॥ ঐ

খাম্বাজ—আড়খ্যামটা।

আগে আপনার মনকে বোঝা।
তবে, ঘাড়ে নিস্ বোঝানোর বোঝা।

ভূত ছাড়া'তে গিয়ে দাঁতে দাঁত লাগে যা'র, ওরে, পাগল দাঁত লাগে যা'র সে কি রোজা।

কানায় কানায় পথ দ্যাখাতে, গর্ত্তে পড়ে দু' জনাতে, কুব্জর কুব্জ করিতে সোজা যা'স্ পশ্চাতে; ওরে পাগল আপ্‌নি আগে হ'রে সোজা।

যে নয় দাঁড়ীর কাযের কাযী, সে যদি হয় নায়ের মাঝি, মজায় আর সে মজে নিজে মাঝামাঝি, ওরে পাগল সব কাজে চলেনা গোঁজা।

ঢাল তরয়াল ক'রে হাতে, বে'হে'তো হয় যেজন তা'তে, পরের ঘরে সে কি পারে চোর তাড়াতে; ওরে পাগল মুখ সাপোটে হয়না যোঝা।

মুখে সাধু মনে পাজী, মেলে তা অনেক বাবাজী, মনে মুখে সমান

হ'লে সবাই রাজি ; ওরে পাগল তুই ভাল নয় পূজা রোজা * ॥৩৪৮॥ ঐ

পরজবাহার—যৎ।

সংসার-সায়রে ধীবর বদ্ধ করে জালে মীন।
যে থাকে তা'র চরণ ধ'রে তা'রে ধরা সুকঠিন।
জাল পড়েনা পায়ের কাছে, পায়ধরা তাই এড়িয়ে বাঁচে ; মন বলি শোন্ উপায় আছে, পা (চরণ) ধ'রে থাকো নিশি দিন।
শুক সনক সনাতন, জনকাদি যোগীগণ ; এড়িয়েছেন ল'য়ে শরণ, হ'সনে মন সে শরণ হীন ॥৩৪৯॥ ঐ

সুরটমল্লার—কাওয়ালী।

হরি কথা বিনে কথা কথাই নয়।
বৃথা বাক্য সে, হরিনাম রসে, জীবের মহাপাপ বিমোচন করে সর্ব্বকুল পবিত্র হয়।
বিশ্বাসে বলিয়ে হরি, বিপদে গেলেন ত'রি, কিছুতে প্রহ্লাদের মৃত্যু হ'লোনা ; যাবে ভবের ভয় হরি বলোনা—গৌর, হরিতে মাতা'লেন মে'তে, জগাই মাধাই শরণ লয়।
যেখানে হয় হরিকথা, সে তো বৈকুণ্ঠ তথা, লক্ষ্মী সহ বিরাজ করেন নারায়ণ ; হরিনাম যথা না হয়, সেই হয় নরকময়, নয়নে না হ্যারেন হরি-পরায়ণ—শুক নারদাদির ও নাম পরমধন, নামে, পাষাণ গলায় শমন পালায় মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয় ॥৩৫০॥ ঐ

* রোজা—মুসলমানী ধর্ম্ম ব্যবহার।

ঝিঁঝিট—একতালা।

যত, দিন যায় তত কাজ বাড়ে, অবকাশ কখনো হইলনা।

ব'সে নির্জ্জনে নিশ্চিন্তে, করি হরির চিন্তে, অ্যামন অ্যাকদিন আর মিলিলনা।

যদি জ'পে বসি নানা চিন্তা আসে, যত প্রয়োজন কি সেই অবকাশে; নিত্য এ নিগ্রহ থাকি গৃহবাসে, বিড়ম্বনার হেতু বাসনা।

বাল্যে তারল্যে না থিতিল মন, রসে বিলাসে গ্যালো যৌবন; জরা ব্যাধি আদি বাদী অ্যাখন, হ'লোনা হরি আরাধনা।

জেনে শুনে স্বেচ্ছাধীনে বদ্ধ থাকি, সঙ্গে যাবেনা যা তাই রাখি ঢাকি; ভুলেও তাঁ'য় না ডাকি, ডে'কে লন পাতকী, তবে ঘোচে এ আনাগনা॥৩৫১॥ঐ

আলেয়া—আড়াঠেকা।

জগৎ দেহে ভিন্ন নহে মিছে কেবল ঘুরে মরা।
চরাচর ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড দেহ-ভাণ্ড মাঝে ভরা।

দেহে রহে দেশ ভবন; গিরি গহন প্রস্রবণ; চিত্রদীপ চক্র শোভন, জ্ঞান অজ্ঞান পরা অপরা।

দেহে রয় নরক স্বর্গ, দেহে রয় দেবতা বর্গ; যক্ষ রক্ষাদি সমগ্র, গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরা; ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ, সুখ দুখ শান্তি সন্তাপ, আলোক আঁধার গরল সুধার, সমান আধার ধড় আর ধরা।

দেহে গ্রহাদি সমস্ত, নিত্য হয় উদয় অস্ত, হইতেছে বিপর্য্যস্ত, শুভাশুভ পরম্পরা; নিত্য জলধি মন্থন, নিত্য কুরুক্ষেত্র-রণ, নিত্য যোঝে রাম-রাবণ, নিত্য ছলে সীতা হরা।

এই দেহে সেই বৃন্দাবন, নিত্য লীলা সংঘটন, কভু শ্যাম বংশীবদন, কভু শ্যামা অসিধরা; কায়ায় গঙ্গা গয়া কাশী, প্রতিষ্ঠিত অবিনাশী, হও মন এই তীর্থ বাসী, অনর্থক সে তীর্থকরা ॥৩৫২॥ঐ

বেহাগ—যৎ।

এ, নিশীতে অবকাশেতে মায়ে পুতে কথা কই।
কও মা তারা সারাৎসারা কিসে অ্যাখন মুক্ত হই।

বাস ক'রে দেহ-বাসে, মোহ বশে কুঅভ্যাসে; আত্মজ্ঞান গিয়েছে ভে'সে, এ আমি সে আমি নই।

সকলি তোমারি লীলে, তুমি জগতে আনিলে, পিতা মাতা মিলাইলে, কত দিলে কত কই; বাসনা দিয়ে বিভবে, ভুলায়ে রাখিলে ভবে. কবে বল ভবার্ণবে, নিস্তারিবে দয়ামই।

আসি যখন কেঁদে আসি, অ্যাখনও সেই কেঁদে ভাসি, কি দোষে হ'য়েছি দোষী, যায়না দিন আর কান্না বই; যাবার ব্যালায় না হয় ক'ষ্টে, এই প্রার্থনা একান্তে; অন্তে রাখি পদ-প্রান্তে, অভয়ে ক'রো মাভই ॥৩৫৩॥ঐ

ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত। *

ফিকির চাঁদের সুর—আড়খ্যামটা।

আমার আজ এই নিবেদন, লজ্জা বারণ, কর মা লজ্জারূপিণী।

মা, তোমার, যে নাম জপে, হৃদয় কূপে, নিরজনে যোগী মুনি; সেই নাম আজ, জনসমাজে, ফকীর সাজে, গাইতে এলাম ও জননী। (এ পাপ মুখে)

মা, আমার হ'তেছে ভয়, কাঁপে হৃদয়, অ্যাকবার, হৃদে এস বীণাপানি; মা তুমি বীণা বাজাও, আপনি গাও, আপনার নাম আমি শুনি।

মা, তুমি মা নাম দিয়ে, জাগাইয়ে, জাগালে কুলকুণ্ডলিনী; এ হৃদয় বাঁধ্ ছুটিয়ে, ঢেউ উঠিয়ে, ভাবে নাচাও ভাবরূপিনী।

কাঙ্গালের গেছে সজ্জা, লোক লজ্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী; নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক, দেখিস্ অনন্তরূপিনী॥ (ওমা দেখিস্ দেখিস্) ॥৩৫৪॥

হরিনাথ মজুমদার।

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ব্রহ্ম ধন কি পদার্থ, তাহার অর্থ, যে বুঝে নাই সেই বুঝেছে।

বলে রে যে সব জ্ঞানী, ব্রহ্ম জানি, জানেনা সে বলে গিছে; যে বলে জানিনে রে, জানি তাঁ'রে, সেই যে তাঁ'র কিছু জেনেছে।

এই যে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, কত কাণ্ড, অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে; এই

---

* হরিনাথ মজুমদার ফিকির ফকিরের দলের নেতা ছিলেন। বাউল সঙ্গীত মধ্যে ফিকিরচাঁদের সুর এক প্রকার স্বতন্তর, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোলোকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলে ফিকিরচাঁদ ও দীনবাউল ভনিতায় অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। হরিনাথের ভনিতা অধিকাংশই "কাঙ্গাল" প্রত্যেক গানের পর ইহাঁদের নামের আদি অক্ষর দেওয়া হইল—প্রঃ।

সকল ভাণ্ডের মাঝে, ব্রহ্ম আছে, কেহ না তাঁ'রে দেখিছে।

মানবজ্ঞান বেদবেদান্ত, না পায় অন্ত, মন বুদ্ধি হ'ার মেনেছে ; কাঙ্গাল কয় ব্রহ্ম যা'রে, দয়া করে, ব্রহ্ম কেবল সেই জেনেছে ॥৩৫৫॥হ

বাউলে—আড়খ্যামটা।

সুর—তরু বল্‌রে বল্‌

অপরূপ রূপ মহিমায় রে। ভুবন ভুলায় আমার জীবন ভুলায় রে ৷

অরূপীর রূপ এসে, যখন রে হৃদাকাশে, মহিমা পরকাশে, আনন্দ প্রভায় রে ; ওরে গগণে গগণে তখন, (মরি হায় হায়রে আবার) আনন্দময় তারা তপন, ভেসে যায় এ তিন ভুবন, আনন্দ-ধারায় রে।

তারা চাঁদ আলো করে, জগতের আঁধার হরে, অরূপের স্বরূপ হেরে, হৃদয় আঁধার যায় রে ; যখন রে রূপ-রসে, ওরে আপন স্বরূপ যায় রে মিশে, তখন আর পাইনে দিশে, আমি যে কোথায় রে।

ত্রিভুবন আছে যা'তে, তাঁ'রে দেখি আমাতে, আমির আমিত্ব আবার তাঁ'তে যে মিশায় রে ; ওযে ভুলে যাইরে অন্য সব, জপ মন্ত্র কেবল বাসুদেব, মা-ধব মাধব প্রভাব হিয়ায় রে ॥৩৫৬॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আপনার ইচ্ছা-তারে, কত দূরে, খবর চলে কেউ বোঝেনা। যা'রারে বিদ্যুৎ ধ'রে, বুদ্ধির জোরে, করে খবর আনাগোনা ; ওরে ভাই তা'দের খ্যাতি, দিবারাত্তি, ক'রে থাকে সর্ব্বজনা।

আপনার মণি ঘরে, ইচ্ছা তারে, যোগের বিদ্যুৎ যোগ করনা; সুসংবাদ যাবে দূরে, আস্‌বে ফিরে, তারে থাকলে-তার যোজনা।
আপনার ইচ্ছাতারে, নিরাকারে, সম্বাদ ঘোরে কেউ ছাখেনা; সুসংবাদ স্থায় রে যেজন, পায় রে সেজন, অন্য জন তা' টেরও পায়না।
কাঙ্গাল কয় এ যোগরতন, ভারতের ধন, ভারতবাসী তা' চেনেনা; পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, যোগ বলিয়ে, ক'র্‌তে যাচ্চে যোগ সাধনা ॥৩৫৭॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আমায় দিয়ে ফাঁকি, রূপের পাখী, কোথায় লুকা'লো।
আমি, ঘুরে ব্যাড়াই, ছাখা না পাই, উড়িয়ে যে পালালো।
(রূপের পাখী)

পাখীটি বহুরূপময়, সে যে, কালোবরণ ছিল শেষে রক্তবরণ হয়; হ'লো ধলো যখন, ছিল তখন, তা'র পরে সে উড়িলো। (রূপের পাখী)
অ্যাখন তা'র জ্যোতির্ম্ময় রূপ, ওরে, মাঝে মাঝে প্রকাশ করে আপনার স্বরূপ; সে রূপ, কোন ভাষায়, প্রকাশ না পায়, অকস্মাৎ হয় আলো। (হৃদি-মন্দিরে)
পাখীটির বড় স্নেহ হয়, তা'রে, ভুলে গেলেও আপনি এসে ডেকে কথা কয়; গেলে, ধর্‌'তে তা'রে, ধরা না দ্যায়, পাখী পাগল করিল। (হায় রে আমায়)
ওরে ভাই, সে রূপের পাখী, যদি কেউ দেখে থাকো, আমায় অ্যাকবার ধ'রে দাও দেখি; এবার পেলে তা'রে যতন কো'রে, রাখিব চিরকাল। (হৃদ্‌-পিঞ্জরে)

কাঙ্গাল কয় হৃদয়-নিকুঞ্জে, পাগল তোর রূপের পাখী ব'সে আছে দে তা'রে খুঁজে; দেরে, ভক্তি-ফল, প্রেম-জল, পোষ মানিবে সে ভালো॥ (পাখী উড়্‌বেনা আর)॥৩৫৮॥হ

ফিঃ সুর-অ্যাড়খ্যামটা।

সাধন কি হবে মা অ্যাখনও মোর বিশ্বাস হোলনা।

মা গো, তুমি খাওয়াও তুমি পরাও তোমারি সব কার্‌খানা। (মরা বাঁচা)

ইচ্ছাময়ী তোমারই ইচ্ছায়, হইতেছে এ জগতের কার্য্য সমুদায়; আমি, কর্ত্তাগিরি, ক'রে মরি, আকাশ পাতাল ভাবনা। (যাতনার শেষ)

কর্ত্তাগিরির প্রতিফল ভারি, আমার যা নয়, আমার আমার করিয়ে মরি; যদি আমার হোত, আমার তা' তো, হাত্‌ ছাড়া আর হোতনা।

মা তুমি ভোজবাজী খাথায়ে, ঐ যে অ্যাকবার দিচ্ছ, অ্যাকবার নিচ্ছ সকল কাড়িয়ে; মাগো, দেওয়া নেওয়া দুটি মেওয়া, কেবল আমার যাতনা। (হাসি কান্না)

কাঙ্গাল কয় মোর এ কি হোলো, আমার মুখের বিশ্বাস কাযের ব্যালায় হয় যে দুর্ব্বল; আমার, বিশ্বাস দুর্ব্বল, তাইতে কেবল, হোতেছে বিড়ম্বনা॥ (ভাবনা চিন্তা)॥৩৫৯॥হ

ফিঃ সুর-আড়খ্যামটা।

ওমা, মরণ বাঁচন হবে কত কাল অ্যামন ক'রে।

ওমা, বাঁচাও তুমি, মরি আমি, আপনার অহঙ্কারে। (মহামোহে)

ধাতু বস্তুর স্বভাব চমৎকার, সে যে উত্তাপ পেলে অ্যাকবার গলে, কঠিন হয় আবার; আমি ধাতুর ঘরে বসত্‌ ক'রে, কঠিন হই বারে বারে। (গ'লে গিয়ে)

মা তোমায় মা ব'লে ডাক্‌লে, এই লৌহময় হৃদয় আমার অমনি যায় গ'লে; আবার, সংসার এসে, আপন রসে, ক্যালে যে কঠিন ক'রে। (গলা হৃদয়)

মা ব'লে মা যতক্ষণ ডাকি, মা, তোর নামামৃত পানে আমি বাঁচিয়ে থাকি; যখন, সে নাম হারা, আর দিকে ধাই, অমনি আমি যাই ম'রে। (বিষম বিষে)

মা তোমার ঐ চরণামৃত, কাঙ্গালে দে, বেঁচে যাই মা এ জনমের মত; আমি অমর হ'য়ে, মা বলিয়ে, ডাকি মা হৃদয় ভ'রে॥

(মা বলিয়ে) ॥৩৬০॥হ

ফিঃ সুর-আড়খ্যামটা।

তুমি নামের মধু, আমি তোমায় পান করিলামনা।

মানব জনম পেয়ে, সরল হোয়ে, প্রাণভ'রে নাম জ'পলামনা।

নাম নাই, তোমার নামের সংখ্যা নাই, তোমার অ্যাক অ্যাক নামে অ্যাক অ্যাক ভাবের উদ্দিপন হয় তাই; বিনে নাম উদ্দীপন, কারু কখন, ভাবে যে মন ডোবেনা। (ভেসে ব্যাড়ায়)

অ্যাক অ্যাক যন্ত্র করিলে সাধন, ওরে, অ্যাক অ্যাক ভাবরসে আহা মন টলে য্যামন; তেমনি, গুরুমন্ত্র, নামযন্ত্র, করিতে হয় সাধনা।

(তা' হোলোনা মোর)

গোলে মালে যন্ত্র বাজালে, কেবল, গোলেমালে সময় কাটে মন নাহি টলে; সেইরূপ, হাবর জাবর, নাম কোরে মোর, নামে রুচি হোলোনা। (নাম ক'রে আমার)

অ্যাক অ্যাক নামে কত মধু হয়, শত যুগ যুগান্তর পান করিলেও মধু না ফুরায়; তোমার নাম মহিমা, হয় অসীমা, পানে বাড়ে কামনা।

তোমার, প্রতি নামের প্রীতির ভিয়ান, তাহে ভালবাসা প্রেম ভক্তি-রসের উজান ; ক্রমে উজাইয়ে, শেষে গিয়ে, ত্মাখে নামের ঝরণা।
(তা হোলোনা মোর)

সেই, ঝরণার জলে নাম ভাসে কত, ওরে আশে পাশে যোগী ঋষি পিয়ায় সতত ; ত'ারা নাম উচ্চ‍ারি, ভেসে ভেসে, করে নামের সাধনা।

ওহে, তোমারে যে সাধন কোরেছে, সে তো নাম ধোরে হে তোমার স্বরূপ ধোরে ফেলেছে ; ও ত'ার, জনম মরণ, নাই আর তখন, গিয়েছে সব যাতনা। (ভব রোগের)

ত্মাখ, দীন কাঙ্গালের দিন নাই বাঁকী, নাম রসের উদ্দীপন কোরে দাও প্রাণ ভ'রে ডাকি ; নাম, ডাকার মত, ডাকলে তত, কাছ ছেড়ে হে যেতেনা॥ (বাঁধা র'তে) ॥৩৬১॥হ

ফিঃ সুর-আড়খ্যামটা।

ওরে, নকল-নবিশ সকলেই ভাই ভেবে দ্যাখোনা।
করে যে জন যাহা, নকল তাহা, আসল বস্তু কা'রো না। (এ জগতে)

আদি কবি আছে অ্যাক জনা, সে জন তারা রবি, নানা ছবি, ক'রলে রচনা ; লোকে, তাই দেখে, সকল শেখে, কোরে থাকে রচনা।

ছবি দেখে যে করে বর্ণন, ভাসা কবি ত'াকেই ব'লে থাকে সর্ব্বজন ; যে জন, চিত্রহেরে, চিত্র করে, চিত্রকররে সেইজনা। (এ জগতে)

কাঠ পাথর মাটী লইয়ে, যে জন ছবি গড়ে আদি কবির ছবি দেখিয়ে ; ওরে, সে তো গঠন, কবিরতন, আদি ছাড়া কেহনা।

কাঙ্গাল বলে সুকবি যে জন, সে জন ছবি দেখে তল্লাস করে, ছবির কারণ ; সে তো, ভাবাবেশে, যায়রে ভেসে, রসিক কবি সেই জনা॥ (এ জগতে) ॥৩৬২॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

আনন্দময়ী আমার মা যে হাসিছে।

ঐ যে মা হাসে ছেলে হাসে, হাসির বাজার ব'সেছে। (আনন্দপুরে)

মেঘের কোলে সূর্য্য শশী, দেখ্‌লে হাসে জগৎবাসী; তেমনি মায়ের মুখের হাসি, দেখে হাসি না ধরিছে। (ছেলের মুখে তেমনি হাসি)

মায়ের আশে পাশে ব'সি, হাসিতেছে মুনি ঋষি, যোগীগণ যোগে ব'সি, হাসি হাসি বলিতেছে। (একমেব অদ্বিতীয়ম্)

মায়ের মুখে হাসি দেখে, অ্যাকই হাসি সবার মুখে, সুরাসুর নরলোকে, অ্যাকই হাসি হাসিতেছে। (সত্যমেব জয়তে)

মায়ের মুখের হাসি হেরে, কাঙ্গাল কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে, আনন্দ হাসির ঘরে, কেবল কাঙ্গাল কাঁদিতেছে॥ (ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং ব'লে) ॥৩৬৩॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

করিতে হরি সাধন, হরি স্মরণ, মন তুমি ক্যান নারাজি।

যদি কোন ক্রমে ভুল ভ্রমে, ইচ্ছা হয় মন হরি ভ'জি; তুমি তা'য় হ'য়ে বক্র, ক'রে চক্র, কররে কত কারসাজি।

তোরে সাধ্‌লে যেতে তত্ত্ব পথে, ভুলেও তা'তে নাহও রাজি; কেবল মায়ার মাঠে, আশার হাটে, ক'রছ সদা দরিয়াবাজি।

ও তোর আছে ঠ্যাঁটা, সঙ্গী ছ'টা, লাগিয়ে তোরে ভেল্কীবাজী; তারা দুধ ব'লে জল খাইয়ে তোমায় ক'রছে কত সরফরাজি।

সেই সঙ্গীদের কুরঙ্গ রসে, মন তুমি গিয়েছ ম'জি; ও মন ডুবিলি ডুবালি আমায় না বুঝে তাদের দম্‌বাজি॥৩৬৪॥ব

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি, সত্য পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোঁবেনা রে সোণাদানা;
সেই পথে মন সাধে, চল্‌রে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে, চোর ডাকাতে স্থায় যাতনা;
দ্যাখ্‌ আবার ছয়টী চোরে, ঘুরে ফিরে, হ্যায় রে কেড়ে সব সাধনা।
কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা;
পরাণে সয় অ্যাত কি, ঘোর পাতকী, সহে য্যান যম যাতনা।
ফকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবনা;
চল যাই সত্য পথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবেনা॥৩৬৫॥

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে অ্যাকবার দ্যাখ্‌রে আমার মন পামরা।
আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধাদি দেবে তা'রা; যখন তোর হাত ধরিতে তর্জ্জনিতে, না করিবে নড়াচড়া।
যখন তোর সবশ অঙ্গ, অবশ হ'য়ে প'ড়ে রবে ধ'রে ধরা; যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে, না পাইবে কথার সাড়া।
যে গলার মধুর স্বরে, জগতেরে মাতাস্‌ ওরে 'ঘাটে পড়া'; তখন তোর সেই স্বরেতে, রব করিবে, থেকে থেকে ঘড়াংঘড়া।
তাই বলি যাই দেখি চল, সত্য পথে নিত্য নগরেতে মোরা; শুনেছি সেই ধামেতে, এই রূপেতে, মরে নারে মানুষ যারা॥৩৬৬॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

দ্যাখ্ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে, যে দিন সে তলব দেবে।
কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকা কড়ি, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে;
বল্ দেখি চেন্ ঝুলান, ঘড়ি তোমার সে দিনেতে কে পরিবে।
কোথা তোর রবে মালা, কোপ্‌নী ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে;
তা'র কাছে ছাপাবার জো, নাইরে যাদু, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে।
ফিকিরচাঁদ ফকিরে কয়, তা' হবার নয়, ঘুস দিয়ে কায হাঁসিল হবে;
বিপদে ত'র্‌বি যদি, নিরবধি, সেবিগে চল্ সত্যদেবে ॥৩৬৭॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ভোলা মন কি করিতে কি করিলি, সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খনি পরশ মণি, রতনমণি না চিনিলি; কি ব'লে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।
আসিয়ে ভবের হাটে, ব্যাড়াস ছুটে, লোভের মুটে তুই কেবলি;
না বুঝে তেতো মিঠে, ঘুঁটে ঘুঁটে, ভেবে মিঠে তেতো নিলি।
না বুঝে ভাল মন্দ, এমনি ধন্দ, সাপের ফন্দ গলায় দিলি; পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে ম'জে র'লি।
ফিকিরচাঁদ ফকির বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে ভবে এলি; এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁ'য় না চিনে মাটী হ'লি ॥৩৬৮॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

আছে কি কোন ঠিক তা'র কখন্ তোমার, নথি উঠে পেস্ হইবে।
কিবা রা'ত কি সকালে, সাঁজ বিকালে, যে কালে সে মন করিবে;

তখনি নথি ধ'রে, অবোধ তোরে, জবাব দিতে তলব দে'বে।
সে তলব চিঠি ল'য়ে, হুকুম পেয়ে, যখন ধেয়ে দূত আসিবে; তখন
তোর আত্ম স্বজন, স্ত্রী পরিজন, ক'রে যতন কে ঠ্যাকাবে।
যখন সেই আদালতে জজের হাতে, অবোধ রে তোর বিচার হবে;
তখন তোর স্বপক্ষেতে, সাক্ষী দিতে, দুটো কথা কে বলিবে।
যা'দের তুই ভেবে আপন, করিস্ যতন, তা'রা আপন না হইবে।
দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে, ছয় সাক্ষীতে, তাঁ'র সাক্ষাতে সাক্ষী দেবে।
যা'দের তুই হ্যালা কবিস্, দেখ্‌তে নারিস, দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে;
হয়তো তা'র কেহ যেয়ে, তোমার হ'য়ে, দুটো কথা তাঁ'য় বলিবে।
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, তৈয়ের হ'রে কি জবাব তখন দেবে; হ'লে
জবাব খেচা নেচা সাক্ষী কাঁচা, পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে ॥৩৬৯॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ওরে মন! সদাই পরে, কি শেখাও রে নিজে ক্যান্ তা শেখনা।
তুমি যে বড় গুণী, তাও তো জানি, আপনার ওজন বোঝনা;
কেবল অবিদ্যা ঘোরে, ব্যাড়াও ঘুরে, বিদ্যা ধনে চিনিলেনা।
বোঝাচ্ছ পরকে ল'য়ে, কত ক'য়ে, দ্যাখাইয়ে গুণোপনা;
কোন বুঝ নাইরে তোমার, কিসে আপনার, ভাল হবে তাও বোঝনা।
ভাবিছ আপনার মত, জ্ঞানী অ্যাত, জগতে নাই কোনজনা;
দ্যাখা যায় জ্ঞানে যাঁ'রে, হৃদ মাঝারে, তা'র তত্ত্ব কিছু জাননা।
অবিদ্যা অজ্ঞানে মন, ভুলে অ্যাখন, আপনার গুণ রটাইওনা;
ফিকিরচাঁদ কেঁদে বলে, দীনদয়ালে, প্রেম করিতে শিখে নেনা ॥৩৭০॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ক'র হিসাব লিখ্‌ছিস্‌ ব'সে, মনের খোষে, আপনার কায মুলতুবি রেখে।

ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, পরের চোকে দেখ্‌ছিস্‌ চোখে; তবু তুই পরের বেঠিক, কর্‌ছিস রে ঠিক, আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে।

লিখ্‌ছিস পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়, তোর ঠিকানা নাই সে দিকে; পাগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে।

শুনেছি লোকে শেখে, লোকে দেখে, হাবা লোকে ঠেকে শেখে; নিকেশে ঠেক্‌বি যেদিন, বুঝ্‌বি সেদিন, স'রবেনা তোর বাক্য মুখে।

ফিকিরচাঁদ, ফকির বলে খেদে, দিন থাকিতে, আপ্‌নার হিসাব নেরে দেখে; যদি রে থাকে বেঠিক, করো তা' ঠিক, তবেই নিকাশ দিবি সুখে ॥৩৭১॥ প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ত্যজিয়ে আসল যে ধন, ক্যান রে মন সুদের কারণ টানাটানি।
আসলে ত্যজ্য ক'রে, সুদকে ধরে, বড় মূর্খ সেই তো জানি;
সুদকে ত্যজ্য কর, আসল ধর, থাক্‌বে ঠিক মহাজনী।
জাননা আসল হ'তে, এ জগতে, যত সুদের আমদানী;
তবে ক্যান আসল ত্যজে, সুদকে ভ'জে, ব্যাড়াও করিয়ে পাগ্‌লামী।
গোপনে সযতনে, আসল ধনে, রাখে যে সেই আসল ধনী;
আসলে সুদের কড়ি, ড়া'ল খিচুড়ী, মিসালে হয়, বলেজ্ঞানী।

সাগ্‌রেদ ফিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে, ভব জ্বালা ঘোচে জানি ;
আমি সেই আসল ধনে, নাহি চিনে, করিতে যাই মহাজনী ॥৩৭২॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ওরে মন কি বলিয়ে ভবে এলে, কি করিতে কি করিলে।
পেয়ে এই সংসার অর্থ, পরমতত্ত্ব, পরমার্থ পাসরিলে ;
এই সংসার সোহাগার সোহাগাতে, সোণা হ'য়ে গ'লে গেলে।
নানারূপ বিদ্যা শিখে, গেলে ব'কে, চোকে মায়া ঠুলি দিলে ;
অ্যাখন বলদের মত অবিরত ঘুরে ব্যাড়াও গাছ-জোঙ্গালে।
তুমি যে পুরুষ রতন হ'য়ে রে মন, স্বাধীনতা ধন খোয়ালে ;
অবিদ্যা নেশার ঘোরে, ইচ্ছা ক'রে মায়া-বেড়ী পায়ে দিলে।
কাঙ্গাল কয়, মাটির দেহ মাটি হবে, মন তুমি তা' না ভাবিলে ;
যদি রে খাঁটি হবে, আগে তবে, ক্যাননা মন-মাটি হ'লে ॥৩৭৩॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

মন না হ'লে সোজা, ফকীর সাজা, কেবল্‌ রে তা'র বিড়ম্বন।
ফকীরের সজ্জা ধ'রে, নৃত্য ক'রে ; ক'র্‌ছ ধর্ম্মের আলোচনা ;
তুমি যে আপন কাজে, বেঠিক নিজে, পরকে কি বোঝাওবলনা।
তুমি কত গান গাও, পরকে বোঝাও, নিজে ক্যান তা' বোঝনা ;
নিজে না বুঝ্‌লে পরে, অন্য পরে, বুঝবে ক্যান তা' ভাব না।
কাঙ্গাল কয় যুক্তিধর, ভাল কর, ভাল হওরে সর্ব্বজনা।
নিজে না হ'লে ভাল, পর্‌কে ভাল, কর্‌বে ভাল তা' হ'বেনা ॥৩৭৪॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ক'ার চোখে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালি; ক'রে রে মন তাই বলনা।
সে যে হয় জগৎকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, অন্তর্যামী তা' জাননা;
সে যে তোর হৃদে যাগে, মনের আগে, দ্যাখে রে সে সব ঘটনা।
সে যে হয় মনেরই মন, যা'র য্যামন মন, সকলি তা'র আছে জানা;
ওরে যা'র মন নয় সোজা, আঁখি বোজা, কেবল রে তা'র বিড়ম্বনা।
তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে, যখন কর যে ছলনা;
সেতো রে সব দেখেছে, তা'র কাছে রে, ছাপালে ছাপা থাকেনা।
আলোক আর আঁধারে স্থান, দ্যাখে সমান, সেতো নয় রে ড্যারাকানা;
তা'র চোকে ধূল দিয়ে, ছাপাইয়ে, যাবে সে'রে তা হবেনা।
কাঙ্গাল কয়, যা ভেবেছি, যা ক'রেছি, সব জেনেছে সেই অ্যাকজনা
ভেবে আর নাই রে উপায়, সব অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা ॥৩৭৫॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ম'জে তুই হরি নামে, মাতি প্রেমে, ক্যান না মন সং সাজিলি।
মন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে, আগে কেশে কালি দিলি;
ওরে মন বয়স দোষে, রসে রসে, অবশেষে চুণ মাখিলি।
হরিনামে সাজলে রে সং, ফির্‌ত না ঢং, থাকৃতো অ্যাক রং চিরকালই;
অ্যাখন তোর কতক রাঙ্গা, কতক পাঙ্গা, ঠিক য্যান মাছরাঙ্গা হ'লি।
যাবি তুই ন্যাংটা হ'য়ে, লজ্জা খেয়ে, ন্যাংটা হ'য়ে য্যামন এলি;
ওরে তোর কোপ্‌নী কোঁচা, জামা মোজা, ঘোলে গোঁজা হয় সকলি।

কাঙ্গাল কয় প্রেমভরে, সংসাজো রে, গান কর রে বাহু তুলি ;
যা'দের নাই হরি ভজন, সত্য কথন, তা'রাই রে সং হয় কেবলি ॥৩৭৬॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

কা'রে তুই দেখে রে সং, বল দেখি মন, হাসিস্ অ্যামন হা হা ক'রে।
সংসারের প্রথমেই সং, ভেবে দ্যাখ্ মন, সংসারে সং ছাড়া নাই রে ;
কেহ বা সংসার ত্যজে, সং সাজে রে, সংসারে কেউ সং সাজে রে।
ভূমিষ্ঠ হলি যখন, তখনি সং, সাজিলি মন, ভেবে দ্যাখ্ রে ;
করিলি কত খ্যালা, শিশু ব্যালা, মেখে ধূলা সব শরীরে।
যৌবনে ঘোর সংসারী, মায়াবেড়ী, পায়ে প'রে ব্যাড়াস্ ঘুরে ;
আবার তোর একি সাজা, পরের বোঝা, বো'স রে সদা ল'য়ে শিরে।
ভেবে দ্যাখ্ অতি তুচ্ছ, পর কুচ্ছ, মল আছে তোর মুখেতে রে ;
কলঙ্ক কালী তোমার গালে আবার, দ্যাখ অ্যাকবার আয়না ধ'রে।
শেষের দিন আস্‌বে যখন, বাঁধবে শমন, তখন আত্ম স্বজনে রে ;
মাচাতে বেঁধে নি'য়ে, কলসী দিয়ে, সং সাজিয়ে দেবে তোরে।
ফিকিরচাঁদ ফকীর ভনে, জ্ঞান সাবানে, মন তোর ময়লা সাপাই কর রে ;
তবে তুই বুঝ্‌বি রে সার, সর্ব্বত্র যা'র, সমান দৃষ্টি মানুষ সে রে ॥৩৭৭॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

দিনে দিন যাচ্ছে চ'লে, রে বিফলে, মন তুমি চেতন হোলেনা।
জন্মিয়ে মানবকুলে, কি করিলে, ভেবে অ্যাকবার তা দেখ্‌লেনা ;
জীবনেব আছে যে দায়, ভুলে রে তা'য়, থাকলে তো আর সে ছা'ড়্‌বেনা
পশু আর পাখী যত, তা'রাও রে তো আপন আপন কায ভোলেনা ;

তুমি মন হ'য়ে মানুষ, হ'লে বেহুঁস, বারেক সে হুঁস হ'লোনা।
কুমোরের চাকের মত, ঘুরিছে তো, সুখ আর দুঃখ তা' স্থাখনা;
সুখের পর দুঃখের ভার, মন রে তোমার, বইতে হবে তা' জাননা।
ভবে ঘুমা'য়ে এলে, ঘুমেই র'লে, দীন বলে আর ঘুমাইওনা;
সুধু নয় এ পার, আছে ও পার, সে পারাবার পার পাবেনা ॥৩৭৮॥গো

ফিঃ সুর—অ্যাড়খ্যাম্‌টা।

হৃদে ক'রেছ গণন, ও পামর মন! চিরদিন তোর এমনিই যাবে।
ভুলেছ শেষের কথা, আপন মাথা, আপনি তখন ভাঙ্গিবে;
আজকাল আজকাল ব'লে মন, গ্যাল জনম, এর পরে পস্তাতে হবে।
আপনার সূত্রজালে, আপ্‌নায় ফেলে, মাকড়সার ন্যায় প্রাণ হারাবে;
যা'র আছে প্রথমে সুখ, তা'র শেষে দুঃখ, দ্যাখ নাই কি দিনেক ভেবে।
পারত্রিক হিতের কথায়, মাথা ব্যথায়, সে মাথা কবে সারিবে;
চুরি কর যা'র তরে, সেই তোমারে, চোর ব'লে বাঁধিয়ে দেবে।
ফিকিরের সাধ্য নাই আর, অকুল পাঁথার, ফিকিরে সাঁত্‌রায়ে যাবে;
তাই বলি ও দয়াময়! সেই অসময়, নামের গুণ কিছু জানাবে ॥৩৭৯॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

দোকানি ভাই দোকান সারনা। কত করবি আর ব্যাচা কেনা।
লাভের আশায় দিন কেটে গ্যাল, দোকানের সব মাল মস্‌লা, চোর ছ'জন নিল; (দোকানি) তোর ঘরের মাঝে, সিঁদ কেটেছে, তা'ও কি অ্যাকবার দ্যাখনা।
পরেরে, ঠকাতে গে' নিজে ঠকিলি, যা ছিল তোর আসল টাকা

সকল খোয়ালি; (দোকানি) তোর মহাজনের, কি করিবি, তাগাদার দিন বলনা।

ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা, অ্যাখন মহাজনের স্মরণ নিয়ে জানাও গে ব্যথা; (দোকানি) তিনি বড় দয়াল, (তা'র মতো আর দয়াল নাইরে) শুন্‌লে আওহাল, তোরে নিদয় হবেনা॥৩৮০॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন তো কাঁদনা। টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজ্‌বে ধাড়ি, পাট বিছানা; থাম্‌লে তোর ঘড়্‌ঘড়ি বোল, ব'লবে সকল, শীঘ্র ধ'রে বাইরে নেনা।

মনরে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখ্‌বে কিছু আছে কিনা; অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোঁকা, ব'ল্‌ছে আছে, নাম ডাকনা।

কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে, খুঁজ্‌বে কোথা জ্ঞাতিজনা; আছে সব জা'ত-বেয়ারা, এসে তা'রা, দুদণ্ড তোমায় থোবেনা।

ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে, ঘোচে তা'র ভব ভাবনা; অন্তিমে কল্‌নী কাচা, বাঁশের মাচা, বুঝি এবার ত'াও মেলেনা॥৩৮১॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা।

(ওরে) ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দ্যাখেনা।

হচ্ছে যত গাছের পাতা, পড়্‌ছে আবার খসিয়ে, আগুণেতে পুড়্‌ছে ঘসি, গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে; মর্‌ছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই, তবু লোকে করে মনে, আমার মরণ হবেনা হবেনা।

ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয়না সবাকার, তখন ইচ্ছা 'পরে ইচ্ছা আছে সন্দেহ আর নাহি তা'র; লোকে অ্যামন অবোধ ভাই! হাতে ফল বলে নাই, অহঙ্কার ক'রে তাই বলে ঈশ্বর মানিনা মানিনা।

কেঁদে বলে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে, ঈশ্বরে কি জানা যায় বিদ্যাবুদ্ধি কৌশলে; আমি আছি কিরে নাই, আগে ঠিক্ কর তাই, পরে দেখ্‌বে আছেন তিনি ভাব্‌তে কিছু হবেনা হবেনা ॥৩৮২॥ হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

আমি, ক'র্‌ব এ রাখালী কত কাল।

পালের ছয়টা গরু ছুটে, ক'রছে আমায় হাল বেহাল। (ওরে,)

আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই, তা'রা ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চলিছে সদাই; আমি যদি যাই তাদের ফিরাতে, তা'রা ছুটে দলায় ক্ষেতের আ'ল ॥ (ওরে,)

তা'দের বাঁধলে আর বাঁধা নাহি যায়, এ যে রা'ত্‌চোরা গরু ছটা রাখা হ'ল দায়; তা'রা খোঁয়াড় ভেঙ্গে পালায় সদাই রে, খন্দ খেয়ে আমায় খাওয়ায় গা'ল ॥ (ওরে)

আমি, গাদা করে নাদা পুরে রে, কত যত্ন ক'রে খো'ল বিচিলি, খেতে দিই ঘরে; তা'রা ছ'টা যে গু-খেকো গরুরে, তা'রা নরক খায় রে হামেহাল। (ওরে)

কাঙ্গাল কেঁদে কয় প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার, রাখালী নাও আর পারিনে গোরু চরাতে; আমি আগে তোমার যা' ছিলাম হে, আমায় তাই কর দীন-দয়াল ॥ (ওহে) ॥৩৮৩॥ হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

চিরদিন জলে ফেলে রগ্‌ড়াইলে, কয়লার ময়লা যায়না ধুলে।
যদি রে কর গুঁড়া, দিয়ে নোড়া, রেখে তা'রে পাথর শিলে; তবে সে হবে চূর্ণ, সে বিবর্ণ, যাবেনা আর কোন কালে।
ওরে ভাই কয়লা ঘোসে, অবশেষে ফ্যাল যদি কোন স্থলে; তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা, আপনার স্বভাব ফলে।
দীনহীন কাঙ্গাল বলে, ভাগ্য ফলে, যদি রে সদ্‌গুরু মেলে; তবে রে আগুণ লাগায়, আঙ্গারের গা'য়, সকল ময়লা যায়রে জ্বলে ॥১৮৪॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

এ রসের রত্নাকরে, ভাস্‌লে পরে, কখন রতন পাবেনা;
সাগরে আছে রতন, মনের মতন, যতন বিনে তা মেলেনা;
ওরে মন ডুবে জলে, গিয়ে তলে, পরশ পাথর তুলে নেনা।
ওরে মন ভাবাবেশে, ব্যাড়াও ভেসে, প্রেমরসে ডুবে দ্যাখ্‌না;
ওরে সে পরশ রতন, পরশে মন, অম্‌নি রে তুই হবি সোণা।
কাঁদিয়ে কাঁঙ্গাল আকুল, সোনার পুঁতুল, ডুবালেও এ মন ডোবেনা;
ওরে সে আপন বশে, আপ্‌নি ভাসে, মন য্যান ঠিক-টোপা পানা ॥১৮৫॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আগে ভাই আপন থ'লে, দ্যাখ খুলে, পরে দেখ পরের থ'লে।
তুমি যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, অ্যাত কাল যা' উপার্জ্জিলে;
তা' তো সব মজুত আছে, থ'লের মাঝে, দেখ্‌তে পাবে মন খুঁজিলে।

মানব যা করে যখন, তা'র তো কখন, ক্ষয় হয়না কোন কালে;
হবে রে মরণ যখন, যাবে তখন, কর্ম্মফল সব সঙ্গে চ'লে।
ক'রেছ যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার, ফল পাবে তা'র পরকালে;
পাপের নাই ওয়াশীলবাঁকী, ভেবেছ কি, সেপাপ যাবে ভোগরাগ দিলে।
পরের থ'লেতে কয়লা, বড় ময়লা, তাই দেখিছ নয়ন মেলে;
আপনার থ'লের যে ছাই, দ্যাখনা ভাই, চোক বোজ দ্যাখা'য়ে দিলে।
কাঙ্গাল কয় শুদ্ধচিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, কর অনুতাপানলে;
নইলে ভাই পাপ যাবেনা, ত্রাণ পাবেনা, মহানরক পরকালে ॥৩৮৬॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

এ ঘরেতে বসত করা হ'ল রে দায়। ডাইনে চালাইলে মন চলে বাঁ'য়।
এই নবদ্বারী ঘর, দেখিতে সুন্দর, পূর্ণ ছিল বিস্তর মণি মুকুতায়;
ছ'জন বোম্বেটে জুটিয়ে, সে রতন বেচিয়ে, গরল কিনিয়ে খাওয়ায় আমায়! (তা'রা ফাঁকি দিয়ে)
লোকে কথায় বলে, বাহিরের চোর হ'লে, সাবধান কৌশলে, তা'র বাঁচা যায়; আমার, ঘরের মাঝে চোর, সদাই করে জোর, মন প্রহরী যোগ দিয়েছে তা'য়,। (আমার ঘর সন্ধানী)
কাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন, ঘরের চোর ছ'জন, স্বাধীনতা রতন সব লুটে খায়; আমি ঘরের রাজা হ'য়ে, সকল খোয়াইয়ে, নিযুক্ত হইলাম দাসের সেবায়॥ (আমি প্রভু হ'য়ে) ॥৩৮৭॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

এ দেহের গরব কিরে, বিচার ক'রে দ্যাখ্ অ্যাকবার নিজের মনে।
ওরে যা'র সকল অসার, সৌন্দর্য্য তা'র, বল্ শুনি রে কোন স্থানে;
রক্ত আর মাংসপিণ্ড, মল ভাণ্ড, জড়িয়ে আছে নাড়ীর সনে।
এ দেহ হাড়ে যোড়া, দড়ি দড়া, ঢাকা চামড়া আবরণে;
দ্যাখ্ আবার তা'তেও রে ভাই, বিশ্বাস নাই, নষ্ট হচ্চে ক্ষণে ক্ষণে।
ওরে ভাই, দেহের মত, দেখিনে তো, নিমকহারাম ত্রিভুবনে;
যতন যে করে অ্যাত, তবু সে তো, সঙ্গে যায়না মরণ দিনে।
কাঙ্গাল কয় দেহ অসার, হয় রে সুসার, সার বস্তুর অন্বেষণে;
তা'র না তত্ত্ব ক'রে, দেহ ধ'রে, ম'লেম ব্যাধির তাড়নে ॥৩৮৮॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ভূতের ঘরে বাস করা ভাই! হ'ল দায়।
জ্ব'লে ম'লাম পাঁচ ভূতের জ্বালায়।
আমি ভুলে ভূতের ঠাটে, ভূতের ব্যাগার খেটে, ভূতের হাটে ভ্রমি ভূতের ভোগায়; ভূতের সকলই অদ্ভুত, ভূতে জন্মে ভূত, ভূতে জড়ীভূত ক'রলে আমায়। (ভূতের বেড়ী দিয়ে)
কাঙ্গাল কেঁদে কয়, পঞ্চভূতময়, দেহে আবার ষড় ভূতে জ্বালায়; অ্যাখন বল রাম নাম, মুখে অবিরাম,, হবে প্রাণ আরাম, নাম মহিমায় ॥ (ভূতের ভয় ঘুচিবে) ॥৩৮৯॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

দুনিয়ার আজব গাছে, সদা ব'সে আছে দুই পাখী।
কেহ বাসা ছেড়ে, নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি। (ভালবাসায়)

অ্যাক পাখী কত ফল বিলায়, সে তো খায়না সে ফল, আর অ্যাক পাখী ব'সে ব'সে খায়; যে ফল বিলাচ্ছে, সে'না খাচ্ছে, অন্যে হ'চ্ছে ফলভোগী। (ইচ্ছামত)

পাখী নয় কাহারও অধীন, যে ফল খায় সেই ফল চিনিতে হ'য়েছে স্বাধীন; সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে, ফল খেয়ে হারায় আঁখি। (নিজদোষে)

মনোদুঃখে কাঙ্গাল কাঁদিছে, আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে; আমি খেলাম যে ফল, অ্যাখন সে ফল, কেবল গরলময় দেখি॥ (হায় হ'ল কি) ॥৩৯০॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ওরে মন! মনেরি মন, বোঝেনা মন, এমনি তা'র বুদ্ধি কাঁচা।

মন আমার ভবের মুটে, মরে খেটে, নাহি জোটে পানি গামছা; মন আমার শাল রুমালের চিন্তা ক'রে, ম'রছে ঘুরে হচ্ছে রাজা।

কাপড় যে হাতে খাটো, বহর আঁটো, মন দিতে চায় লম্বা কোঁচা; ময়ুরের নৃত্য দেখে, মনের সুখে, প্যাকম ধ'রতে চায়রে প্যাঁচা।

মন আমার অহঙ্কারে ম'রছে ঘুরে, মাথায় ক'রে জ্ঞানের বোঝা; এই আকাশ যাঁরে, ধ'রতে নারে, তাঁ'র আকাশে দিচ্ছে খোঁচা।

কাঙ্গাল কয় যে জন যত, বোঝে তত, ব'য়ে মরে ভূতের বোঝা; অত, বোঝা পড়ায়, কায নাই মন! সোজা বোঝ চল সোজা ॥৩৯১॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

মনের কি বিষম আশা, কি তামাসা, ভাবতে গেলে মগজ নড়ে।
মন আবার আকাশ পাতাল, খায় রসাতল, তবু রে পিপাসা বাড়ে;
সে যে নির্জ্জনে ব'সে, মনের খোসে, মনে মনো-রাজ্য গড়ে।
যদি রে মন-হাতীরে, জোরে ধ'রে, জ্ঞানের অঙ্কুশ মারি ঘাড়ে;
সে যে রে মাত্‌লা হাতীর মত, নত হয়না আবার কাদায় পড়ে।
যে জন এই মন হাতীরে, যতন কোরে, রেখেছেন এই দেহের গড়ে; যদি রে তাঁ'রে ডাক্‌বো, মনে করি, মন-করি শুয়ে পড়ে।
কাঙ্গাল কয় দিলে প্রবোধ, মন যে অবোধ, ছল করিয়ে সুপথ ছাড়ে; ওরে সে গুপ্তিপাড়ার, মাটির মত, শিব গড়াতে
বানর গড়ে ॥৩৯২॥হ

ফিঃ সুর-অ্যাড়খ্যামটা।

হ'য়েছ বনের শূকর, ষ্যান পামর, মন রে আমার।
তুমি অ্যাক রোকে যাও, ফিরে না চাও, তোমার গোঁ ফেরানো ভার।
(বাঁয়ে চলো)
রাখ্‌তে চাই সদা পরিস্কার, তুমি স্যর্য্যের আলো সইতে নার, গা জলে তোমার; তাইতে কাদা দেখে সুঁকে সুঁকে, গায়ে মাখ অনিবার। (হায় রে পামর)
সকলে আলোয় থাক্‌তে চায়, ওরে আলো দেখে তোমার ক্যান অঙ্গ জ্ব'লে যায়; তুমি আলো দেখে ওঠ রুখে, ভালবাস অন্ধকার।
(হায় রে পামর)

ত্যজিয়ে আম কাঁটাল নিচু, তুমি স্বভাবদোষে মাটি খুঁড়ে খাও সদা কচু; তুমি সকল ফেলে অবহেলে, বিষ্ঠা তুলে খাও আবার। (ধিক্‌রে তোরে)

ফিকিরচাঁদ বোঝায় তোমাকে, ওরে কত আর আঁধারে রবে এস আলোকে; ঐ ছাখ্ ধ'র্‌তে তোরে, ফাঁদ পেতে রে, র'য়েছে কাল দুরাচার॥ (ব্যাধরূপে)॥৩৯৩॥প্র

ফিঃ স্বর-আড়খ্যামটা।

ভেবে তো ছাখেনা কেউ, কত যে ঢেউ, উঠছে সদা দেলদরিয়ায়।

কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা, মনেতে মন, মনকলা খায়; কখন বাদ্‌সা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকীর হ'য়ে ব্যাড়ায়।

কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষতলায়; ওরে তোর মনের মাঝে, হাসি কান্না, ঘরকন্না, এই সমুদায়।

ওরে মনের কথা যেথা সেথা, ব'ল্লে আবার লোকে ক্ষ্যাপায়; এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনের কথা ব'ল্লে সবাই তা'জানা যায়।

কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল্ ক'রে, মনের কপাট ভেঙ্গে ফ্যালায়; যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধ'রা, তবে সফল পাগল হওয়ায়॥৩৯৪॥ছ

ফিঃ স্বর—আড়খ্যাম্‌টা।

মানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বালা।

সে তো বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পরের জ্বালা।

গাছেতে ফল ধরে যত, নত হ'য়ে বিলায় সে তো, খায় না; মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে; লাগায় তালার উপর তালা।

গাছের তলে ব'সলে এসে, সে তো ছায়া স্থায় রে ভালবেসে, স্থাখ্ না; কাটতে গেলেও ছায়া দান করে সে, গাছ না হয় রে উতলা।

ঝড় বৃষ্টি শিলা স'য়ে, আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে, স্থাখ্না; যাচ্ছে অ্যাক উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধদেশে, তা'র শক্তি কি অচলা।

কাঙ্গাল বলে বড় যে জন, সে তো ফকির হয় রে পরের কারণ, স্থাখ্না; (ওরে) ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি, সার করে গাছের তলা ॥৩৯৫॥হ

ফিঃ স্থর—আড়খ্যাম্‌টা।

ভাব মন অধমতারণ সত্যসরণ, যা'র নামেতে পাষাণ গলে।

যিনি এই গগন তপন পাতাল ভুবন, শূন্য পবন স্থলে জলে; কিবা আশ্চর্য্য কথন, নাই তাঁ'র চরণ, সমভাবে ব্যাড়ান চ'লে।

যিনি এই গাছ গাছড়ায়, দালান কোটায়, পত্র-কুটীর ঘরের চালে; তিনি তোর দেলের মাঝে ব'সে আছে, ভাল মন্দ কথা বলে।

যিনি সেই চিন তাতারে, রুম সহরে, বর্ম্মা কাশ্মীর ঝিল নেপালে; তিনি তোর ভাতের গ্রাসে, খাটের পাশে, নাচিয়ে ব্যাড়ান নি'য়ে কোলে।

যিনি তোর উপবীতে চাঁপদাড়ীতে, বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে; তিনি তোর খোল খমকে, ঢোলে ঢাকে, আল্‌খেল্লায় ফুর্‌ফুরি ঝোলে।

যিনি সেই মস্‌জিদ্ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়, শ্মশানে কি গাছের তলে; তিনি মোহন্ত আখ্‌ড়ায়, তুলসীতলায়, সর্ব্ব স্থানে ভূমণ্ডলে।

যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেঁড়-ক্ষেত্রে, ঘোষপাড়া কি বিন্ধ্যাচলে; তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কাশীধামে, মক্কা মদিনা চিথুলে।

যিনি সেই জ্ঞাতিহিংসায়, বিবাদ ঘটায়, যুদ্ধ বাধায় সন্ধিস্থলে; তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা, যা' বল তা' সবার মূলে।

যিনি সেই গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টে, রেলের রোডে ধূমকলে; তিনি যে ন্যাড়া মাথায়, জুল্‌পী খোঁপায়, টাক্‌পড়া কি আল্‌বার্ট চুলে।

যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে, চুনে পানে, দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে; তিনি তোর ধুতি চাদর, জামার ভেতর, কোট্‌ পেণ্টুলন শাল রুমালে।

যিনি সেই নাটক যাত্রায়, চপ্‌ অপেরায়, কবিকঙ্কন কবির দলে; তিনি পাঁচালীর ছড়ায়, হাফ্‌-আখড়ায়, ঝুমুর খ্যামটা বাই মহলে।

যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়, বক্তৃতায় কি পণ্ডিত টোলে; তিনি তোর ছেঁড়া ছালায়, কোপনী ঝোলায়, গোধুড়ি কিম্বা কম্বলে।

ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, করে ধ'রে, মূল হারালি ভুলের মূলে; থুয়ে ধন চালের বাতায়, জল যে হাত্‌ড়ায়, তা'কেই লোকে পাগল বলে ॥৩৯৬॥ প্র

ফিঃ সুর—অ্যাড়খ্যাম্‌টা।

ফকীরের সজ্জা ধ'রে, বিলাস ছেড়ে, নাচে কি মন ইচ্ছা ক'রে।

যিনি হন জগৎস্বামী, অন্তর্যামী, তিনি জানেন সব অন্তরে; তিনি যে নাচান্‌ সদাই, নাচি রে তাই, নইলে নাচ্‌তে পা কি সরে।

কাটিয়ে মনের ধাঁধা, সংসার বাধা, ফকীর হয় যে ফিকির ক'রে; সে জন জেনেছে রে, তা'র কাছে রে, ফকির হয় লোক ক্যামন ক'রে।

কাঙ্গাল কয় নাম মহিমায়, বোবা গান গা'য়, পাথর লোহা গ'লে যায় রে; ও তা'র দৃষ্টান্ত হেথা, ত্যাখো যথা, আমার কথা স্মরণ ক'রে ॥৩৯৭॥ হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ভাই রে কে তুমি এ শ্মশান শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে, হায় শেষে, কে তোমায় দিল বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুলুকের বাদ্‌সা, তবে কে করিল এ হ্যান দশা; তোমার সৈন্যবল কল কৌশল, সে সকল অ্যাখন কোথায়।
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধন রাশি, অ্যাখন কা'রে দিয়ে সাজ্‌লে সন্ন্যাসী; তোমার কৈ বাড়ী সে গাড়ী, জুড়ি অ্যাখন কে হাঁকায়।
ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান, কুলমর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান; তোমার সে মান্য, কৌলিন্য, প্রাধান্য অ্যাখন কোথায়।
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল, তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গা'ল; ভিক্ষা ক'রেছ, কেঁদেছ, অ্যাখন সে জ্বালা কে নিবায়।
কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান, শুলে শ্মশানে হয় সকলেই সমান; জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার, কোন বিচার নাই তথায়।।৩৯৮।।হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

করিস্ তুই অ্যাত যতন, ক্যান রে মন, মাটির দেহ সাফাই তরে।
শরীরে লাগ্‌লে ধূলা, ভাবিস্ জ্বালা, মুছাস্ কত যতন ক'রে; সে শরীর কোথায় রবে, কে ধোয়াবে, যাবি যে দিন নদীর চরে।
কোথা তোর রবে সাবান, তেল পোমেটম্ ধ'রবে যেদিন শমন তোরে; থাকবে না আয়না চিরুণ, যা'র জোরে মন, ব্যাড়াস্ অ্যাত টেরি ক'রে।
ওরে তুই ঘাটে গিয়ে, গামছা দিয়ে, মাজিস দেহ যতন ক'রে; সে দেহ আগুণ দিয়ে, ছাই করিয়ে, দেবে তোরে ছারেখারে।

যে বদন বারে বারে যতন ক'রে, দ্যাখো রে মন আয়না ধ'রে; সে মুখে বিমুখ হ'য়ে, আগুণ দিয়ে পোড়াইবে জ্ঞাতিতে রে।
ফিকিরচাঁদ বলে রে মন, একি মরণ! অসারকে সার ভাবিয়ে রে; যেতে রস পারাবারে পথ ভুলে রে, মলি মন তুই গো-ভাগাড়ে॥৩৯৯॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

দ্যাখো ভাই জলের বুদ্‌বুদ্‌, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খ্যালা।
আজ কেউ বাদসা হ'য়ে দোস্ত ল'য়ে, রং মহলে ক'র্‌ছে খ্যালা; কা'ল আবার সব হারায়ে, ফকীর হ'য়ে, সার ক'রেছে গাছের তলা।
আজ কেউ ধন গরিমায়, লোকের মাথায়, মার্‌ছে জুতো এড়িতোলা; কা'ল আবার কোপ্‌নী প'রে টুক্‌নী ধ'রে, কাঁধে ধরে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার ম্যালা; কা'ল আবার তথায় নদী, নিরবধি, ক'র্‌ছে রে তরঙ্গ খ্যালা।
কাঙ্গাল কয় বাদ্‌সা উজির, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খ্যালা; মন তুমি যখন যা' হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে ক'রোনা হ্যালা॥৪০০॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

দুনিয়ার সব কেবল ফাঁকি ভাই, ইহার কিছুতেই আর বিশ্বাস নাই।
পিতা-মাতা ভাই বেরাদার, ছেলে মেয়ে কেবা রে ভাই আপ্ত পরিবার; (ভেবে দ্যাখ্‌) ইহার কেউ কারু নয়, সব ফাঁকি হয়, মায়ায় ভুলে রয় সবাই।

বিষয় আশয় ধন কি পরানী, যত দ্যাখ সকলি তো জুয়ারের পাণী ; (ভেবে দ্যাখ্) এরা অ্যাক আস্‌তেছে অ্যাক যেতেছে, ঠিক থাকিবার সাধ্য নাই।

আপন প্রাণের মত আপন কেহ নাই, সে পরাণে অ্যাক তিলের তরে বিশ্বাস নাই ভাই, (ওরে ভাই) যখন চ'লে যাবে, কে ঠ্যাকাবে, ঠ্যাকাবার যো কা'রো নাই।

ফকীর ফিকিরচাঁদ কয় মনের খেদে রে, আমি মিছে মায়ায় ভুলে থেকে প'ড়েছি ফেরে ; (ওরে ভাই) ও যে দুনিয়ার সার, চিন্‌লামনা তা'য়, মুখে আমার পড়ুক ছাই ॥৪০১॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, অ্যাকদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

এই যে আমার আমার সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটী রবে ; হবে সব লীলাসাঙ্গ, সোণার অঙ্গ, ধূলোয় গড়াগড়ি যাবে।

সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী, সব কারসাজী ফুরাইবে ; তখন যে অ্যাক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা ঘুচে যাবে।

তোমার এই আত্ম স্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদবে সবে ; তা'রা তো পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে।

তোমার সব টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ী গাড়ী প'ড়ে রবে ; আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে পরের কাঁধে যেতে হবে।

আগে যে ক'রে হ্যালা, গ্যাল ব্যালা, সন্ধ্যাব্যালা আর কি হবে ; জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশার' ভরসা ভবে ॥৪০২॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

এ দেহের দশা এই তো, তবে অ্যাত গরব বল কিসে তোমার।

আজ যে দেহের শোভা, মনোলোভা, রূপে ফাটে জগৎ সংসার; সে দেহ সামান্য রোগে, কিঞ্চিৎ ভোগে, জরা জীর্ণ কুৎসিত আবার।

যে দেহের রূপ বাড়াতে, দিনে রেতে, দিতে কত চন্দন সার; অ্যাখন সে দেহ জরা, পূঁজে ভরা, কেহ কাছে বসেনা আর।

যে দেহ সার ভেবেছ, সাজায়েছ, দিয়ে কত বস্ত্রালঙ্কার; সেই দেহে ভন্‌ভনাচ্ছে, উড়ে আস্‌ছে, বসিয়াছে মাছির বাজার।

কাঙ্গাল কয় রক্ত মাংসের, শরীর যা'দের, তা'দের দশা অ্যাকই প্রকার; কখন্ কা'র কি ঘটিবে, কে কহিবে, ক'রোনা দেহের অহঙ্কার ॥৪০৩॥

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

দুলিয়া বাঁশের দোলায়, যাচ্ছ কোথায়, বল রে ভাই তাই জিজ্ঞাসি।

বাঁশের চ্যাটাই বিছায়ে, শোয়াইয়ে বাঁধন দিয়ে তিন রশি; হরিবোল বলি মুখে, মনোদুঃখে, ব'হিতেছে প্রতিবাসী। (স্বজাতি কুটুম্ব সকল)

তোমার যে অট্টালিকা, বালক বালিকা, প্রেয়সী নারী রূপসী; এ সকল পাশরিয়ে, কা'রে দিয়ে, নিরবে হও শ্মশানবাসী।

(কা'রে ভাই কি দুঃখেতে)

যে ধন আমার ব'লে, বাস্‌কোয় তুলে, পাহারা দাও দিবানিশি; অ্যাখন তোর সে ধন কোথায়, সঙ্গে না যায়, সাথের সাথী কাচা কলসী।

(ছেঁড়া লেপ কাঁথা বালিস)

ফিকির কয় প্রাণাবধি, সম্বন্ধ বিধি, তা'র পরে চড়্‌কে হাসি;
অল্পক্ষণ কান্নাকাটি কেউ দ্যায় মাটি, কেউ করিছে ভস্মরাশি॥

(সকল সম্বন্ধের দেহ) ॥৪০৪॥ ই

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ওরে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি, মনে অ্যাকবার ভেবে দেখ্‌লে।

মানুষে করে যখন, ধন উপার্জ্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে; তখন রে ধনের তরে, মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা ব'লে।

যদি রে ধন উপার্জ্জন, না হয় কখন নিন্দা করে কথার ছলে;
গৃহিণীর মুখ হয় তোলো, ছেলে গুলো, নাহি ডাকে বাবা ব'লে।

দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্দুক পুরে, ধন দৌলত রেখেও ম'লে;
শ্মশানে নেবে যখন, বাঁধবে তখন, অ্যাকখান ছেঁড়া চাটায় ফেলে।

তুমি যে গিন্নির ঠাটে, খেটে খেটে সোনার শরীর মাটী ক'র্‌লে;
শ্মশানে, নেবে যখন হয়তো তখন, তিনি দেবেন গোবর গুলে।

কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, পেটে খেটে জব্দ অ্যাখন এই শেষকালে;
বুড় বলদের মত, কষ্ট কত, স্থান না পায় আর কোন স্থলে ॥৪০৫॥ ই

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

সংসারের ভালবাসা, সুখের আশা, জলের আশা মরীচিকায়।

যখন থাকেরে অর্থ, পদ পদার্থ, হাসে ঘ্যাসে কথায় কথায়; জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন, পুরুত বামুন, সবাই ভালবাসা দ্যাখায়।

যখন না থাকে অর্থ, পদ পদার্থ, সকল স্বার্থ ফুরায়ে যায়; তখন না কাছে আসে, কেউ জিজ্ঞাসে, লাগিলে ঢু মাথায় মাথায়।

সংসারের আত্মীয়তা বান্ধবতা স্বার্থ মাখা সকলের গায়; বিনে রে স্বার্থসাধন আছে ক'জন, পরের দুঃখে কেঁদে ব্যাড়ায়।

জ্ঞাতি বন্ধু পিতা পুত্র, গুরু ছাত্র, কেবা ভালবাসে কাহায়; ওরে ভাই স্বপদ গেলে, বিপদ এলে, তখনই তো তা' জানা যায়।

কাঙ্গাল কয় আছে অ্যাকজন, ওরে সে জন, টাকাকড়ি কিছু না চায়; তা'রে না ভালবাসলেও ভালবাসে, ভালবাস্‌লে হৃদয় জুড়ায় ॥৪০৯াহ।

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

বাবুজীর শেষ হ'য়েছে, দেহ আছে, মাটিতে প'ড়ে অন্তর্জ্জলে।

গৃহিনীর কান্নাকাটি ছুটাছুটি মরিতে যায় ডুবে জলে; পাঁচজন ধ'রে এনে শবই যেখানে বোঝায় প্রবোধ বচনে!

(ছি মা! অমন কর্ত্তে নেই)

প্রতিবেশী রমণী অ্যাক, ডেকে কয় দ্যাখ, ভাল বালিস হাতে তুলে; এইটি কি কর্ত্তার সাতে, হবে দিতে, দেখে আমায় দাও ব'লে।

(কোন্ বালিস বিছানা দেবো)

গৃহিনী বালিশ দেখে, কান্না রেখে, উচ্চ সুরে ডেকে বলে; ছেঁড়া ছুটো ময়লা যা' পাও তাই ফেলে দাও ও সব ভাল রাখ তুলে।

(অমন আর কে এনে দেবে)

ফিকির কয় কেবল অসার ওরে সংসার প্রণতি তোর চরণতলে; সহেনা কপট রোদন মায়া বাঁধন, কেটে দে যাই আমি চ'লে।

(স্বার্থপর ভালবাসা)

কাঙ্গাল কয় পুরুষ অবোধ, কলুর বলদ, নারী খাটায় প্রেমের ছলে ;
দেখে তা' বোঝেনা মন, বোকা অ্যামন, নারীকে প্রেয়সী বলে ॥
(প্রিয়বস্তু ভুলে গিয়ে ॥৪০৭॥হ ও প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা ।

এই তো সম্বন্ধের কথা প্রাণের ব্যথা সকল বৃথা ভাবতে গেলে ।
যখন রে রোগে জরা, শর্য্যাধরা, অঙ্গ ভরা মূত্র মলে ; কেহ না কাছে এসে, ঘেঁসে বসে, হাতে রূপচাঁদ না থাকিলে ।
থাক্‌লে রে হাতে রূপচাঁদ, নাই আর প্রমাদ, প্রসাদ ভিক্ষা চায় সকলে ; জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন, এসে তখন, মল মূত্র টেনে ফ্যালে ।
যা'র নাই রে টাকাকড়ি, কোটাবাড়ী, তা'র যে বিপদ মরণকালে ; ডাক্‌লে না কথা শোনে, বন্ধুগণে, পালিয়ে ফেরে কাযের ছলে ।
কাঙ্গাল কয় অমঙ্গলের, ভয় সকলের, মর্‌তে আয়না বাঁধন তলে; পর চাল ছলনাতে, প্রাণ থাকিতে, বাইরে এনে টেনে ফ্যালে ।
এ কাঙ্গাল ফকির আবার, বলে এবার, কি ঘটে রে মোর কপালে ; দয়াময় নিজগুণে, শ্রীচরণে, স্থান দিও অন্তিমকালে ॥৪০৮॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা ।

ক্যান মন মর ভুগে, ভব রোগে, যোগে যাগে ওষুধ কর ।
আছে রে অনেক সুযোগ, অনেক প্রয়োগ, তাই বলি মনোযোগ কর ; সাধুজন সহবাসে, সুবাতাসে, শীতল হবে হৃদয় তোর ।
এতো রে নয় অন্য রোগ, হয় বায়ুরোগ, ঊনপঞ্চাশ সংখ্যা তা'র ; আছে এর মহৌষধি, পরম বিধি, চিন্তামণি সেবন কর ।

কাঙ্গাল কয় পঞ্চযোগে, স্থিতি ক'রে, ষড় যোগে বচ্ছে অর; হায়, আমার যোগ তাই, হ'লো না ভাই, মিছামিছি আড়ম্বর ॥৪০৯॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

মনে না বিবেক হ'লে, ভেক লইলে, কেবল রে তা'র বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোঠা বাড়ী, কিসে হবে সেই ভাবনা; বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে তো ভাই সে ভুল্‌বেনা।
বাহিরে ন্যাড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা; তাই তো মাগীর তরে, ভিক্ষা ক'রে ব্যাড়াও আসল ঠিক থাকেনা।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে, থাক্‌লে না হয় উপাসনা; যদি বৈরাগী হ'তে, ইচ্ছা তবে, ছাই কর ভাই কুবাসনা ॥৪১০॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

শক্তিপূজা কথার কথা না। (শ্যামা)
যদি; কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত, শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'তনা।
কেবল, ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজ্‌নায়, শক্তি পূজা হয়না; অ্যাক মনোবিল্বদল, ভক্তি গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তা'তে ভোলেননা; কেবল জ্ঞানদীপ জ্বেলে, একান্ত-ধূপ দিলে, ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা। (ভাই)
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লননা; যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর বিলাসবাসনা। (ভাই)

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জা'ত্ বিচারে, শক্তি পূজা হয়না; সকল "বর্ণ" অ্যাক হ'য়ে ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া কভু হবেনা।
(ও ভাই) ॥৪১১॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

সেই প্রেমরতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম লাগি, বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়।

যে প্রেম লাগিয়ে নারদ, সদাই মুখে হরি বলে, সুখী শুক গোঁসাই; যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে, বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।

ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম অভিলাষী, মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী; যে প্রেম লাগিয়ে, ভাবিয়ে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়।

যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ, রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব প্রমাদ; ছেড়ে অতুল ধন পরিজন, লালা বাবু ফকীর হয়।

শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস, যে প্রেম মহিমা করেন প্রকাশ; যে প্রেম মহিমায়, রামমোহন রায়, এ বাঙ্গালায় হ'লেন উদয়।
দবির আর কবির দুটি ভাই ছিল, ত'ারা সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'লো; বাদসা এব্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকীর হয়।

কাঙ্গাল বলিছে, এ প্রেম য'ার আছে, ওরে সীসে সোণা সমান ত'ার কাছে; বিষয় অহঙ্কার, নাইরে তা'র মান অপমান সমান হয় ॥৪১২॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ব'সে চাতক পাখী ডাকে রে ডালে।
মেঘের জল বিনে পিপাসা যায়না, তাই ফটিক জল দে বলে।

ভাগ্য ফলেতে আকাশে, যদি মেঘে বারি বর্ষে; (হায় রে) তবে তো তা'র পিপাসা যায়, তুষ্ট না হয় অন্য জলে।

না হইলে মেঘের প্রকাশ, স্থাখ, চাতক তো তা'র ছাড়েনা আশ; (হায়রে) মেঘ এসে জল দ্যায় তা'রে দ্যাখো যথাসময় কালে।

চাতক পাখীর ভাবটি দেখে, কাঙ্গাল নীরব হয়না তাঁ'রে ডাকে; (হায় রে) কাঙ্গাল জল পাবে ভরসা আছে, দয়াময়ের দয়া হ'লে ॥৪১৩॥ হু

বাউলে—অ্যাড়খ্যাম্‌টা।

সুর-তরু বল্‌ রে বল্‌

নদীবল রে বল, আমায় বল, রে।

কে তোরে ঢালিয়ে দিল অ্যামন শীতল জল রে।

পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে, কা'র প্রেমে গ'লে আবার হইলে তরল রে; ওরে যে নামেতে তুমি গলো, সেই নাম অ্যাকবার আমায় বলো, দেখি গলে কিনা আমার কঠিন হৃদিস্থল রে।

ক'ার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গভীর স্বরে, প্রাণ মন হরে, কিবা শব্দ কল কল রে; নদী রে তোর ভাবাবেশে, যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে; তখনি বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে।

ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে; তুমি নেচে নেচে ছুটে ব্যাড়াও, য'ারে নিকটে পাও তা'রে নাচাও, উচ্চরবে কা'র নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।

সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথাও নাই গুণের অভাব; মরিরে প্রভাব, তোমার শক্তি কি অটল রে; তুমি ঘৃণা ক'রে না দাও ফেলে, যত পচা মড়া কর কোলে, ক'রলে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে।

যে সৃজন করে তোরে, তা'র স্বরূপ তোমার নীরে, তাই নদী তোমার তীরে দেখি শ্মশান স্থলরে; যোগী ঋষি আদর ক'রে, তাই তোমার তটে সাধন করে, হ'য়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে। মূঢ় সব যত নরে, কিছু না বিচার করে, তব জলে ত্যাগ করে মূত্র আর মল রে; তা'তেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়ের মত সম্বর সব, কাঙ্গালের ভব-বান্ধব শ্মশান গঙ্গাজল রে ॥৪১৪।হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

পাখী মোরে সেই কথাটি বল না।

মনে বড আশা, তাই জিজ্ঞাসা, ক'র্‌বো ক'রতে পারিনা।

প্রতি প্রভাত কালেতে, ব'সে গাছের ডালেতে, তুই, উদ্ধমুখে ডাকিস্ কা'রে মনানন্দেতে; তা'রে না ডাকিলে, প্রভাতকালে, সুধা পেলে গিলিস্ না।

খাদ্য নাই ব'লে তোরে, খেতে দ্যান অকাতরে, তোর, অ্যামন দরদি জন কোথা বল্‌না আমারে; যে জন অ্যামন দাতা, বল সে কোথা, শুন্‌বো তা' আজ ছা'ড়বনা।

তোর গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে, এমনি ক'রে ক'র্‌বে বাসা কে বলে তোরে; আবার ডিম্ব হ'লে তা' দিলে, কে বলে হবে, ছানা।

ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাখী বলিয়ে, ব'ল্লেনা সে কথা, পাখী গ্যাল উড়িয়ে; তবে কোথায় যাব, কা'য় ডাকিব, কেউ যে কথা বলেনা ॥৪১৫॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল অ্যাকবার আমার কাছে।
কেবা রে আদর ক'রে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে;
আবার, সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমায়, হীরের টোপর পরায়েছে।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক, চুনিমণি টোপর মাঝে;
ওরে, তোর মাথার উপর, অ্যামন টোপর, কোন কারিকর গড়ায়েছে।
অ্যাত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, দুইটী নয়ন ঝরিতেছে;
তাইতে রে ঝর ঝর, নিরন্তর, নির্ঝরের জল পড়িতেছে।
কাঙ্গাল কয়, ওরে আঁধা ও নয় কাঁদা, প্রেমে গিরি গ'লিতেছে;
অথবা ভারতের দুখ্‌, দেখে রে বুক্, ফেটে পাষাণ গ'লিতেছে ॥৪১৬॥হ্

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

দুনিয়ার ভোজের বাজী, মোল্লা কাজী, ভাব্‌লে পাগল, পণ্ডিত জ্ঞানী
সন্তানের সম্ভাবনায়, কি বাজী হায়! স্তনের রক্ত দুধ অমনি;
ওরে দুধ ছিল কোথায়, কেবা যোগায়, অ্যামন দয়াল বল্‌ কে শুনি।
যত দিন দাঁত না ওটে, সেই দুধ চাটে, মায়ের কোলে যাদুমণি;
আবার রে দাঁত উঠিলে, ভাত্‌ চিবালে, লুকায় দুধের প্রস্রবনী।
কাঙ্গাল কয় অমৃতেরে, গরল করে, গরল হয় অমৃত জানি;
দ্যাখরে তা'র প্রমাণে, গরল পানে, বাঁচেন প্রহ্লাদ গুণমণি ॥৪১৭॥হ্

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

যদি দেখ্‌বি তাঁ'রে তবে ভাই! আয় রে শান্তিপুরে।
আমার চৈতন্য নিত্যানন্দ, সদা বিরাজ করে, দ্যাখ অদ্বৈতের ঘরে;
অ্যাকে তিন, তিনে অ্যাক হয়, দ্যাখ রে বিচার ক'রে।

নিত্যানন্দ বিনে কে চৈতন্য দিতে পারে, ওরে এ মায়া ঘোরে; আবার, দুইকে মিলায়ে দ্যায় অদ্বৈত দয়া ক'রে।

চৈতন্য পাবিরে অদ্বৈত চিন্তা ক'রে, ওরে নিত্যানন্দে ধ'রে; অ্যাকে ধরিলে তিন যে মেলে, অ্যাক ছাড়া তিন নয় রে।

কাঙ্গাল মরে অহঙ্কারে, মনে ফিকির করে, বিদ্যা বিজ্ঞানের জোরে; ও সে গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছে বারে বারে ॥৪১৮॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ভব পারের তরি তোদের লেগেছে তীরে।
সকাতরে ডাক্‌লে তাঁ'রে নেবে রে পারে।

জায়গার কমি নাই নায়েতে, জেতের বিচার নাই বসিতে (তোরা কে যাবিরে, ভব পারের তরণীতে, অ্যামন সুযোগ আর পাবিনে) চলে নাও দ্রুতগতিতে, অ্যাক হা'লের জোরে।

যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড নায় নিতে পারে, (সামান্য নয় রে, এ তরি তরির মত, এইবিশ্ব সংসার নিতে পারে) কিন্তু প্রেমিক ভিন্ন নেবেনা রে, আস্‌তে হয় ফিরে।

ফিকির অ্যাখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে, (আমার কি হ'ল রে, ভব পারে যাওয়া হ'লনা, আগে তাঁ'রে প্রেম না ক'রে) ওহে, দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥৪১৯॥প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

অ্যাখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই।
যা'র তরে মনোখেদে প্রাণ কাঁদে সর্ব্বদাই। রে

য'ার লাগি মন ভুলেছে, কে আমায় বলিবে, সে জন কোথায় বা আছে; তা'রে না দেখে যে হিয়া ফাটে রে, সদা মনস্তাপে জ'লে যাই। রে

তা'রে স্থাখ্যা পাবার আশে রে, কত যত্ন ক'রে খুঁজে ব্যাড়াই দেশ বিদেশে রে; দেখি কত থানে, কত জনে রে, কিন্তু তা'র নাহি স্থাখা পাই। রে

যা'রে সুধাই তা'র কথা রে, ঐ যে, ঘোলায় প'ড়ে সে জন ঘোরে বলিতে নারে; তা'র কথা ব'লে, জুড়ায় প্রাণ আমার, অ্যামন ব্যথার ব্যথিত কেহই নাই। রে

ফিকিরচাঁদ কয় মন রে তোমারে, ও তোর মনের মানুষ হৃদে আছে, খুজে নে তা'রে; ক্যান ঘুরে ব্যাড়াস্ দেশ বিদেশে, অ্যামন হাবা আর তো দেখি নাই॥ রে ॥৪২০॥ প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তা'য়। তা'রে না হেরে প্রাণ ক্যামন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।

আমি সযতনে, যে রতনে, রাখিলাম পূরে হিয়ায়; আমার ঘুমের ঘোরে, চুরি ক'রে, সে রতন কে নিল রে হায়।

সে যে ছিল হৃদে, নয়ন মুদে, দেখিতে তা'ই আখি যে চায়; সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে, জলে যে অমনি ভেসে যায়।

আমার ব্যথার ব্যথিত, অ্যামন সুহৃদ, বল কেবা আছে কোথায়; ও সেই হারাধনে, ধ'রে এনে, স্থাখাইয়ে হিয়া জুড়ায়।

সে ধন হ'য়ে হারা, পাগল পারা, প্রাণ পাখী মোর উড়ে ব্যাড়ায়; ওরে, জলে স্থলে, আকাশ তলে, কোথাও দেখিতে না পায়।

আমি সব হারায়ে, যে ধন নিয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলায়; যদি গ্যাল সে ধন, তবে অ্যাখন, করে কাঙ্গাল আর কি উপায় ॥৪২১॥চ'

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

অরূপের রূপের ফাঁদে, প'ড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।

কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে, দ্যাখা দ্যায় সে রূপ রাশি; সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী।

যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার ব্যাড়ায় ভাসি; আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে ব্যাড়ায়, ঝলক্ লাগে হৃদে আসি।

হৃদয় প্রাণ ভ'রে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী; ওরে, তা'য় থেকে থেকে, ফ্যালে ঢেকে, কুবাসনা মেঘরাশি।

কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া ক'রে, দ্যাখা দ্যায় রে ভালবাসি; আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁ'য়, প্রাণ ভ'রে কৈ ভালবাসি ॥৪২২॥হ৹

ফিঃ সুর-অ্যাড়খ্যামটা।

তুমি কি খ্যালা খেলিছ ব'সে আর্সির মাঝারে।

একি লুকোচুরি, খ্যালা মরি, ধ'রতে নারি তোমারে। (হায়রে আমি)

"এই আমি ধর" ব'লে হায়, তুমি কোথা লুকাও, খুঁজে আমি নাহি পাই তোমায়; খুঁজে নিরাশ হ'লে, ক্ষান্ত দিলে, টু দাও আমার অন্তরে। (মধুর স্বরে)

তুমি খ্যালা দিয়ে খ্যালা শিখাচ্ছ, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে ধ'র্‌তে গেলে অমনি লুকাচ্ছ; তুমি আছ ধ'রে, চরাচরে, তোমায় ধ'র্‌তে না পারে। (হায় রে কেহ)

সাধন তত্ত্ব রাখিয়ে কাছে, তোমায় ধ'র্‌বে ব'লে যোগী ঋষি ধ্যান ধ'রে আছে; ধরা সে পেয়েছে, হৃদয় মাঝে, দয়া ক'রেছ যারে। (হায় রে তুমি)

সাধন ভজন শ্রীগুরু সহায়, কোন জ্ঞান নাই রে কাঙ্গাল তবু ধ'র্‌তে চায়; তুমি নিজ গুণে, সাধন হীনে, ধরা দাও দয়া ক'রে॥

(কাঙ্গালে রে) ॥৪২৩॥ হ•

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

অ্যাত ভাল বাসো থেকে আড়ালে।

আমি কেঁদে মরি ধ'র্‌তে নারি দুটী হাত বাড়া'লে।

ছিলাম যখন মা'র উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে; (হায় রে) তখন, আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে।

আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হ'লাম, মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম; (হায় রে) মায়ের স্তনের রক্ত, হে দয়াময়! তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে।

দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত, ও নাথ! সে সব কৌশল তোমারি তো; (হায় রে) ও নাথ! ধন ধান্য সহায় সম্পদ, পেলাম তোমার দয়া বলে।

ও নাথ! তোমার দয়ায় সকল পেলাম, কিন্তু, তোমায় অ্যাক দিন না দেখিলাম; (হায় রে) তুমি কোথায় থাক, ক্যান এসে, আমি কাঁদলে কর কোলে।

আমি কাঁদলে ব'সে হতাশ হ'য়ে, তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে; (হায় রে) আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও ব'লে।

ও নাথ। দ্যাখা নাহি দেবে আমায়, এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার; (হায় রে) ও নাথ! তবে ক্যান, শাকের ক্ষেত, তুমি দ্যাখালে

কাঙ্গালে ॥৪২৪॥ হ

ফিঃ সুর-আড়খ্যামটা।

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকৃতে।

তবে কি মা, অ্যামন ক'রে, তুমি লুকিয়ে থাকৃতে পারৃতে।

আমি, নাম জানিনে, ডাক জানিনে, আবার পারিনে মা, কোন কথা ব'লৃতে; তোমায়, ডেকে দ্যাখা পাইনে তাই তো, আমার জনম গ্যাল কানৃতে।

দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি, আবার, সুখ পেলে চুপ্ ক'রে থাকি ডাকতে; তুমি মনে ব'সে, মন দ্যাখো মা, আমায় দ্যাখা দাও না তাইতে।

ডাকার মত ডাকা শেখাও, না হয়, দয়া ক'রে দ্যাখা দাও আমাকে; আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম ক'রৃতে।

কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, মা তোর, ছেলে হ'ত, তবে পা'রৃতে জানৃতে; কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি স'রৃত ব'ল্লে স'রৃতে ॥৪২৫॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

তাই, থাকৃতে সময়, দীন দয়াময়, আর্জি ক'রে রাখি।

তখন হয় কি না হয়, মনে উদয়, পাছে প'ড়ি ফাঁকি।

হবে শীতল অঙ্গ, ভবের খ্যালা সাঙ্গ; (আমার এই ধূলো খ্যালা সাঙ্গ হবে হে) যে দিন, পিঞ্জর ফেলে যাবে চ'লে, আমার পরাণ পাখী।

যে দিন, এই রসনা, আমার বশ রবেনা; (তোমার মধুর নাম বলা ফুরাইবে) সেই শেষের দিনে, মনে প্রাণে, য্যান অ্যাকবার ডাকি।

যে দিন শমন এসে, আমায় ধ'রবে কেশে; (যে দিন দশেন্দ্রিয় অবশ হবে হে) সে দিন তোমার চরণ, পায় দরশন, য্যান অন্তর আঁখি। ফকির কেঁদে ভাবে, যে দিন দিন ফুরাবে, (বলি দীননাথ দীনের দিন মনে রেখ হে) দিও চরণে স্থান, সজ্ঞান অজ্ঞান, যে ভাবেতে থাকি ॥৪২৬॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ওহে, দিন তো গ্যাল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে।

তুমি, পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাকৃছি হে, তোমারে।

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে (ওহে, আমায় কি পার ক'রবে নাহে, আমায় অধম ব'লে) যা'রা পাছে এল, আগে গ্যাল আমি রইলাম প'ড়ে।

যা'দের পথ সম্বল, আছে সাধনের বল, (তা'রা পারে গ্যাল আপন আপন বলে হে) (আমি সাধনহীন তাই রইলাম প'ড়ে হে) তা'রা নিজ বলে গ্যাল চ'লে, অকুল পারাবারে।

শুনি, কড়ি নাই য'ার, তুমি কর তা'রেও পার, (আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে) (দয়াময়! নামে ভরসা বেঁধে হে) আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, ত্থাখ ঝুলি ঝেড়ে।

আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল; (তাই দয়াময় ব'লে ডাকি তোমায় হে) (তাই অধমতারণ ব'লে ডাকি হে) কাঙ্গাল কেঁদে আকুল, প'ড়ে অকুল স'াতারে পাথারে ॥৪২৭॥হ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

এ ঘোর, আঁধার পথে, হায় কি মতে, পাইব নিস্তার।
আমি চ'ল্‌তে নারি, কিবা করি, অ্যাখন লব শরণ কা'র।(কেউ নাই আমার)

বাঁকা পথ উচু নীচু তা'য়, আগে না দেখিয়ে, খাদে পড়ে, ওঠা হ'ল দায়; আবার অজাগরে গ্রাসে মোরে, কোন উপায় নাইরে আর। (পরিত্রাণের)

অ্যাকে পথ নাহি যায় চেনা, তা'তে চোর ডাকাতে, মাঝ পথেতে দিয়েছে থানা; মাথায় বাড়ি দিয়ে, ন্যায় লুটিয়ে, মণি মুক্তার অলঙ্কার। (ছিল যে হায়)

ফিকিরচাঁদ প'ড়ে ফাঁফরে, অতি কাতর হ'য়ে দীনদয়াল, ডাকে তোমারে; আমার জুড়াক জীবন, জগজ্জীবন, আবাসে স্থান দাও আমায় (তোমার চরণ) ॥৪২৮॥ প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

ঘরের মানুষ ঘরেই আছে, (কেবল) মিছে তা'রে খুঁজে পাগল হ'লি।
চিরকাল আপন দোষে, তা'র উদ্দেশে দেশে দেশে ঘুরে ম'লি।

গয়া কাশী শ্রীবৃন্দাবন, নদ নদী বন তীর্থ ভ্রমণ করে এলি; যত যা শুন্‌লি কাণে, বল সেথানে, তা'র কিছু কি দেখতে পেলি।

প'ড়ে মন আলায় ভোলায়, বোঝ্‌বার ব্যালায়, বুদ্ধি বল সকল হারালি; আঁচলে মাণিক বেঁধে, সাঁতারে হাতড়াতে গেলি।

যদি তুই কর্ত্তিস্ যতন, পেতিস রতন, অযতনে সব খোয়ালি; হায়! অ্যামন চোখের কাছে, মাণিক নাচে, দেখলিনে চোক বুজে র'লি।

ভেবে দিন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে, বৃথায় চিরদিন কাটালি ;
মানসে স্থাখরে ভেবে, ভক্তি ভাবে, মানুষ পাবি যুক্তি বলি ॥৪২৯॥গো।

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

বৃথা ভবে খেল্‌তে এলি তাস।
ও তোর মন্ত্রি ক'র্‌ছে সর্ব্বনাশ।

অ্যামন কাগজ পেয়ে অলপ্পেয়ে রে, ক্যান ডাক্‌লিনে ইস্তক পঞ্চাশ।

হাতে রং থাক্‌তেরে তুই খেল্লি একিরূপ, এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মা'র্‌তেছে তুরূপ ; কিসে বলরে এবার পিট পাবি আর রে ; হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ।

হেসে বিস্তি কাবার ক'র্‌ছে বিপক্ষে, কিসে রাখ্‌বি কাগজ, দেখিনে গোছ, কিছুই তোর পক্ষে ; হায় হায়, অ্যামন খ্যালা হারালি হালায় রে, করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস।

ওযে টেক্কাতে পিট ন্যায় তুরুপ ক'রে, ও তুই অ্যামন বেহুঁস, দশ দিলি ঘুষ, গোলাম না মেরে ; অ্যাখন হাত থাক্‌তে, বস নে হাতে রে, শেষে পাবিনে আর অবকাশ।

যখন তিনকুড়ি সাত দ্যাখাতে কবে, তখন কি দ্যাখাবি, "থাবি" খাবি, চক্ষুস্থির হবে ; দীন বাউল বলে হরি ব'লে রে, শেষে পুরবেরে তোর বুকে বাঁশ ॥ ৪৩০॥গো।

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

ক্যান দাবা খেল্‌তে এলি বল।
ক্রমে ক'মে যে তোর এল বল।

ছি, ছি, না জেনে চা'ল হ'লি বেচা'ল রে, ও তোর বিপক্ষ হ'লো প্রবল

তুই যে ব'ড়ের লোভে চা'ললি দুই ঘোড়া, ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় প'ড়ে গ্যালরে মারা; প'ড়ে ওঠসা কিস্তি ম'লো কিস্তী রে; ঐ ত্থাখ হাঁস্‌ছে তোর বিপক্ষ দল।

যে ঘোর ছয় ছক্কোরে তোর মন্ত্রী প'ড়েছে, এসে ধল্লে জেঁতে, ঘরে যেতে আর কি পথ আছে; শেষে না পেয়ে পদ, একি বিপদ রে! দাবা পীলের সঙ্গে হয় বদল।

হায়! হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে, সহায় কেউ হ'লোনা, জোর পেলেনা, এলোনা ফিরে; কেবল কিস্তি কিস্তি, নাই সোয়াস্তি রে, ও তোর রাজা যে হ'লো পাগল।

এবার বাঁচবি কিসে পঞ্চ রংয়ের হাত, যখন শত্রু এসে ধর্‌বে ঠেসে ক'র্‌রে কিস্তি মাত্‌; এ দীন বাউল বলে, কল কৌশলে রে, ও তুই এই ব্যালা চা'ল মাতে চল ॥৪৩১॥ গো

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

বাঁশের দোলাতে উঠে, কেহে বটে' শ্মশানঘাটে যাচ্চ চ'লে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লটবহরা, জা'ত বেহারার কাঁদে দুলে।

ঐ শোন্ ঘরে পরে সবাই কাঁদে, ছেলে কাঁদে বাবা বলে; কোথা সে সব মমতা (ধুয়ো) কওনা কথা অ্যাখন্ কি তা' ভুলে গেলে।

ঘুরে যে দিল্লি লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে; খেতে না পয়সা সিকি, কও হে দেখি তা'র কিছু কি সঙ্গে নিলে।

রং বেরং শালের জোড়া, গাড়ী ঘোড়া, চেন ঘড়ী সব কোথায় থুলে; হবে যে অ্যামন দশা (ধুয়ো) দশম দশা জীবদ্দশায় ভুলে ছিলে।

শত্রুতা প্রকাশিতে, যা'দের সাথে, হয়েছেতে সেই সকলে; বল্‌ছে ভাই ভালই হ'লো (ধুয়ো) বালাই গ্যাল্‌, হাড় জুড়ুলো অ্যাতো কালে।
দেখে দীন বাউল কয়, এ সমুদয়, দেখে শুনেও লোক সকলে; একটি দিন এ ভাবনা (ধুয়ো) কেউ ভাবেনা বিষয় মদে থাকে ভুলে॥৪৩২॥গো

ফিঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

এসে এই ভবের হাটে, খেটে খুটে, বেশ ব্যবসা ক'র্‌লি রে মন।
নিজে তুই বোদ্ধা য্যামন, বুদ্ধিদাতা, মিলেছে তোর তেমনি ছ'জন।
ওরে, খুব লেনা দেনা, ফালাও ক'রে, নাম পসারে চ'লছো অ্যামন; ও তোর সব ফক্কা বাজি, এতেই বুঝি, পাবি রে তুই মনোমত ধন।
ও মন, অ্যাখনও তোর হুঁস হলোনা, বেচতে কিন্‌তে হয় যে কখন; না বুঝে কিনে চ'ড়ায়, বেচে ক'ড়ায়, মিছে কর রে আস্ফালন।
ওরে, তুই খাতা ধরে, র‍্যাওয়া ক'রে, বুঝবি যখন জানবি তখন; থাকুক রে লাভ দূরে, মূলের ঘরে, হ'তেছে তোর অধঃপতন।
মিছে তোর এ দোকানঝাল, আজ নহে কা'ল, ধ্বংসপুরে করবে গমন, তখন কি জবাব দিবি, আসল চেয়ে, বসিবে যখন মহাজন।
মহাজন দয়াল বটে, এ দুর্ঘটে, ত্রাণ পেতে তুই চা'স যদি মন; দীনেরে সঙ্গে নিয়ে, ধ'র্‌গে গিয়ে, একান্তে সেই অভয় চরণ॥৪৩৩॥গো

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

এসে সংসার প্রবাসে, আশার বশে, কর কি অসার ভাবনা।
যে কাযে ভবে আসার, হবে সুসার, ক্যানরে সেই সার ভাবনা।

যেকালে বাঁধবে কালে, বিপদ কালে, দুঃখের পারাপার রবেনা; সেইকালে জান্‌বে রে মন, (ধুয়ো) শমন ক্যামন, ক্যামন এ বিষয় ভাবনা।

এ যা'দের ভাব্‌ছ আপন, নিশির স্বপন, সাথের সাথি কেউ হবেনা; যে সময় ধ'রবে শমন (ধুয়ো) মুদ্‌বে নয়ন, আপন ব'লে কেউ ছোঁবেনা।

যত সব পয়সা ক'ড়ি, ক'র্‌ছ দেড়ৌ, ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবেনা; কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, কলসী দড়ি (ধুয়ো) কাঠ খড়ি আর চট বিছানা।

শ্মশানের ধার শুধিয়ে, ছড়া দিয়ে, নেয়ে ধুয়ে বন্ধুজনা; সিন্দুকের তালা খুলে, (ধুয়ো) দেখবে তুলে, নগদ কিছু আছে কি না।

খেদে দীন বাউল বলে, মন বিফলে, মায়ায় ভুলে আর থেকনা; পলকের নাই ভরসা, (ধুয়ো) কিসের আশা শেষের উপায় তাই

সাধনা॥৪৩৪॥গো

ঝিঁঃ সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয়রে ত্বরা, গৌরচাঁদের প্রেমবাজারে।
হরি নাম মধুখুরি, মিঠাই পুরি, প্রেমের ঝুরি খেয়ে যারে।

যত সব যাচ্চে দুঃখো, প্রেমের ভুকো, নিতাই আমার যতন করে; যে যত চাচ্চে খেতে ইচ্ছামতে, দিচ্ছে পাতে ঝাঁকা ধ'রে।

অদ্বৈত দয়ার নিধি, নিরবধি, ব'সেছেন ভাণ্ডার ক'রে; নিচ্ছে যা'র ব্যামন সাধন অমূল্যধন, বিনা মূলে ঝোলা ভ'রে।

কত শোকার্ত্ত তাপী, মহাপাপী, প'ড়ে ছিল ধরা ধ'রে; হ'লো পাপ তাপ নিবারণ, সোণার বরণ গৌরচাঁদের চরণ হেরে।

দেখ্‌তে আনন্দবাজার, হাজার হাজার, লোক ধেয়েছে নদেপুরে; গ্যাল সব মনের ধন্দ, প্রেমের দন্দ, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।

বদনে হরি হরি, গৌর হরি, সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে; আনন্দে মত্ত কিবা, হায়! কি শোভা দীন বাউলের হৃদমাঝারে ॥৪৩৫॥ গো

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আর ও এবার চ'ল্ল ফিকির বাজিয়ে শিঙ্গে আস্তানায়।

তা'র সাধন ভজন হ'ল না ভাই, আমার আমার এই মায়ায়।

মনে যে আশা ছিল, সব মনেতেই রহিল; "নগেন" তুমি রহিলে বড়, সব চালিয়ে চ'ল, ঐ যে বড় ঘরে বড় বাতাস, লোকেতে বলে কথায়।

পাপের ভীষণ মূরতি, দেখ্‌ছি দিন রাতি, জগৎ দেখুক শিখুক মদে করে কি গতি; এ সব নাটকের ফল, জেন সকল, নাম ক'র্‌তে কাঁপে হৃদয়।

নাটকের যে ফলাফল, আমি জানি তা সকল, ইয়ার হ'ল, ছেলে গ্যাল অমনি রসাতল; ভয়ে, বিদ্যালয় ছাড়িয়ে, অমনি সার কর্‌লেন অবিদ্যালয় ॥৪৩৬॥* প্র

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

এ দীনের দীন ফুরাল, সে দিন এল, দীনবন্ধু, হ্যার অ্যাকবার।

সংসারের পরিজন, ধন জন, যা বলিলাম আমার আমার; তাদের

* প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফিকিরচাঁদ ভনিতায় অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন, এই গানটী তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্তে রচিত। নগেন—কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

যে অ্যাকে অ্যাকে, সুধাই ডেকে, সাথের সাথী কেহ নহে তা'র। (ধন জন পরিজন)।

যা'রা বড় সুহৃদ ছিল, বন্ধু হোলো, পদ পদার্থ থাকতে আমার; তা'দের সে সকল দেখি, কেবল ফাঁকি, শেষের ব্যালা কেউ নহে ক'ার।

হোলো রে যৌবন গর্ব্ব, ক্রমে খর্ব্ব, জরা দেহ ব্যাধির আগার; ফুরাল রঙ্ তামাসা, ত্যাখার আশা, দিন দুপুরে দেখি আঁধার।

(নয়ন থাকতে)

শেষে নাথ, দিল বিদায়, সবাই আমায়, ফিকির যায় নাথ, কোথায় হে আর; নিলাম নাথ, আজ হে শরণ, অনাথশরণ, রাখ পদে, বাঁধ এবার। (সকলের সুখ বুঝে এলাম, চরণ ছাড়া ক'রোনা হে)

কাঙ্গাল কয়, ওরে ফিকির, দীন ফকির, ছিল প্রাণের সখা আমার; যে পথে সে গ্যাল, চল চল, সেই অ্যাক পথ হয় সবাকার॥

(ভবে আসা যাওয়ার) ॥৪৩৭॥হ

বাউল সঙ্গীত।

ঝিঃ স্থর—আড়খ্যামটা।

বাঁধা প'ড়েছি মা তিন্‌টী অক্ষরে।
যদি প্রথমটী ওল্‌টাতে পারি আমি তবেই যাব ত'রে।

ঐ তিনটী অক্ষর যা'তে লাগাই, তা'তেই ক্রমে জড়িয়ে বাঁধা যাই, (মাগো) বাঁধন ছেঁড়েনা কাটেনা অস্ত্রে, বরং বাঁধ্‌ছে শক্ত ক'রে। (জোরে জোরে)

গর্ভ হোতে এলাম যখন, আমি মুক্ত পুরুষ ছিলাম তখন; (মাগো) অলক্ষিত ভাবে তিনটী অক্ষর, এসে বাঁধ্‌লে ধীরে ধীরে।

ক্রমে বয়স বাড়্‌ছে যত, আমি জড়িয়ে বাঁধা প'ড়চি তত; (মাগো) তা'তে যাতনা বোধ দূরে থাকুক, বাঁধা প'ড়ছি ইচ্ছা ক'রে।

আমার পিতা আমার মাতা, আমার দারা স্থত ভগ্নী ভ্রাতা; (মাগো) সঙ্গে আসে নাই কেউ যাবেনা কেউ, মরি আমার আমার ক'রে।

আমার আমার ব'ল্‌ছি যে সব, যদি তোমায় সঁপতে পারি এ সব; (মাগো) তবে "আমার" শব্দের "আ" ঘুচে, সব রবে "মার" ভেতরে ॥৪৩৮॥

কু, বি, দেব।

ঝিঃ স্থর—আড়খ্যামটা।

এসো নাচি সবে হরি হরি ব'লে।
হরিপ্রেম-মদিরা পিয়ে হরি প্রেমে ঢ'লে ঢ'লে॥

সুধা মাখা নামের গুণে, হয় প্রেম উদয় পাষাণ মনে ; (হায় রে) হয় শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত, মরুভূমি ভাসে জলে।

পাপের জ্বালা দূরে যাবে, তোদের তাপিত হৃদয় শীতল হবে ; (আয় রে) সশরীরে স্বর্গে যাবো এই হরি নামের বলে।

নামরসে প্রমত্ত হ'লে, মহাপাপের জ্বালা যায় চ'লে ; (হায় রে) আমরা দেখেছি এই পাপজীবনে, মিশে প্রেমিক ভক্তদলে।

মধুর মৃদঙ্গ বাজা'য়ে, করে করে করতালি দিয়ে ; (আয় রে) প্রেমিক ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলে সবাই নাচি তালে তালে॥ (প্রেমে মেতে) ॥৪৩৯॥ঐ

ফিঃ সুর-অ্যাড়খ্যামটা।

বুঝি পাগল হ'লাম অ্যাত দিন পরে।
নইলে ক্যান থেকে থেকে প্রাণের ভেতর অ্যামন করে।

স্থির চিত্তে থাকি যখন, দেখি সে সময় কে য্যান অ্যাক জন ; (হায়রে) "আমি আছি" "আমি আছি", বলে উচ্চৈঃস্বরে। (গভীর স্বরে)

অন্ধকারে চিদাকাশে, দেখি কে য্যান ঠিক আসে পাশে (হায় রে) চলে বলে খ্যালে হাসে, কত রঙ্গ ভঙ্গী করে।

আমি যতই অ্যাকা থাকিতে চাই, ততই কাছে আসে দেখিতে পাই ; (হায় রে) দেখি পিতা মাতা বন্ধু হ'য়ে, সে আছে আমার ঘরে।

যখন আঁমি মুদে আঁখি, কেবল চারিদিকে আঁধার দেখি ; (হায় রে) তখন অতুল জ্যোতিঃ প্রকাশিয়ে, আমায় অ্যাকেবারে মোহিত করে।

যদি চাই ছেড়ে থাকিতে, তা'রে পারিনাকো ছাড়াইতে;
(হায় রে) সে যা'ন ক'রেছে বাসা, আমার প্রাণের ভিতরে ॥৫৪০॥ ঐ

ফিঃ সুর—আড়খ্যামটা।

আমি ক্যামন ক'রে পাবো তোমারে।
তুমি কিসে তুষ্ট কিসে রুষ্ট ব'লে দাও মা দয়া ক'রে।
কোথা থাকো কোথা গেলে, দেখ্‌তে পাবো অবহেলে;
(মাগো) তাই দয়া ক'রে দাও মা ব'লে, নিজগুণে এই দাসেরে।
দাড়ি রেখে কোপনি প'রে, যা'রা ভষ্মমেখে সদাই ফেরে;
(মাগো) তা'রাই বুঝি পাবে তোমায়, নিজ সাধনের জোরে।
কেউ বলে দাও গলায় মালা, ধারণ কর তিলক টিকি ঝোলা;
(মাগো) তা' হ'লেই সব অনায়াসে, যাবে ভবসিন্ধু পারে।
কেউ বলে মুড়িয়ে মাথা, অঙ্গে ধারণ কর ছেঁড়া কাথা
(মাগো) তা' হ'লেই তাঁ'র দয়া হবে, দেখিয়ে তোমারে।
কেউ বলে তাঁরে তোষিতে, হবে মেষ মহিষ ছাগ বলি দিতে;
(মাগো) কেউ বলে হবে পূজিতে, ষোড়শ উপচারে।
কেউ বলে ফুল তুলসীতে, চন্দন মাখাইয়ে হয় পূজিতে
(মাগো) কেউ বলে বিল্বদল জবা, দিতে হবে ভক্তিভরে।
কেউ বলে সব ছেড়ে দিয়ে, যোগ সাধন কর বনে গিয়ে;
(মাগো) কেউ বলে যাগ যজ্ঞ কর, থাকিয়ে সংসারে।
কেউ বলে দেশ দেশান্তরে, ব্যাড়াও তীর্থ দরশন ক'রে;
(মাগো) কেউ বলে ও সকলি ভ্রম, ভক্তিভরে ডাকো তাঁ'রে।
কেউ বলে ও সকল ফেলে, ঘৃত আহুতি দাও জ্বেলে;
(মাগো) কেউ বলে ভষ্মে ঘি ঢেলে, দিতে অবোধেরাই পারে।

কেউ বলে যোগ তিথি বারে, যে জন গঙ্গাস্নান করিতে পারে ; (মাগো) সে অনায়াসে যায় ভবপারে, কেবল গঙ্গাস্নানের জোরে।

কেউ পুরুষ কেউ নারীর মতন, পূজা করে ক'রে মূর্ত্তি গঠন ; (হায় রে) কেউ বা হাত পা বিহীন সালগ্রাম শিলা, পূজা করে ভক্তি-ভরে।

কেউ বলে ও সকল ছাড়ো, দিনে পাঁচবার ক'রে নমাজ পড়ো ; (ভাইরে) গুর দাড়ি রাখো রোজা কর, যাবে বেহেস্তে আখেরে॥ ৪৪১॥ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

অভাবে পায় কে তাঁ'রে, ভবে ভাব বিনে কি লাভ আছেরে।
সেই ভাবের বিভু, পায় কি কভু, নাই নাই নাই ক'রে ক'রে। (ধুয়া)

ভাবের ভাবুক, বুক পোরা তা'র, সদানন্দে বিরাজ করে ; থাক্‌লেই তা'র হাস্য-বদন, না থাক্‌লে কে হাস্‌তে পারে।

ভাবুক হ'লে, ডুবে তলে, সত্য মিথ্যা জান্তে পারে ; অভাব যা'র হা হতোস্মি, সে জান্‌বে তা' ক্যামন ক'রে।

সাগরের কি ভাব বা স্বভাব, নদী দেখে জানে কেরে ? সে যে নদীর মত, উজান ভাঁটি, সাগরে কল্পনা করে।

তা' না হ'লে সাগরের ধার, এ পার ও পার, গুণা কিরে ; এ যে অলঙ্ঘ্য অপার জলধি, ভাবে ডুবে মণি ধরে।

নাইয়ের ঘরে নাই কিছু নাই, আছের কাছে সব আছেরে ; এই ভাবে ভাবে জীবন যৌবন, অভাব কি তা জানেনা রে।

ভাবের নয়ন ঝরে যখন, মন ভরে আর পরাণ ভরে; আর অভাবে শোক তাপের কান্না, ঝ'র্‌লে নয়ন বুঝ্‌তে পারে।

কালী কবে, ডুবে ডুবে, যাবে ভাবের রসের ধারে; (যথায়) রসেতে বশ, বশেতে রস, রসে রসে খ্যালা করে॥৪৪২॥

(কালী নারায়ণ গুপ্ত)

দাশরথীর সুর—ছবকি।

মাটীর মতন খাঁটী হ'য়ে রওরে মন। (সদা)

না হ'লে খাঁটী সকলি মাটী, তোমার আঁটি সাঁটি যত কিছু সকলি নিশার স্বপন। (ধুয়া)

(মন) মাটীর দিকে চেয়ে চেয়ে, মাটীর দিকে মন মিশায়ে, মাটীর মতন সকল স'য়ে, সার কর মাটীর জীবন; মাটী কা'রেরে বুকে না ধরে, (তেম্‌নি) আপন বুকে সবে ধ'রে, মন কর মনের মতন।

(মোরা) মাটীকে পায়ে দলিয়ে, দিবানিশি যাই চলিয়ে, মাটী কি ওঠে চটিয়ে রাঙ্গাইয়ে দু'নয়ন; বরং মাটীর তা'র উল্টো ব্যবহার, আমরা পায়ে ব্যথা পাব ব'লে ঘাস ধুলোতে আবরণ।

জটা জুটো কোঁটা ফাঁটি, গেরুয়া কম্বল চটি, যত কিছু পরিপাটী, সকলি হয় অকারণ; খাঁটী না হ'লে, সকলি জলে, (বলি) খুটি নাটি ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মেতে সঁপোরে মন।

যদি পরক জান্‌তে চাও, যখন তুমি রেগে যাও, রাঙ্গা চক্ষু নামাইয়ে মাটীর দিকে চাও; দেখবে এম্নি মাটীর গুণ, যোঁকের মুখে নুন্‌, য্যামন সাপের ফণায় ধুলো দিলে অমনি ফণা নিবারণ।

বাতাস আগুণ আদি যত, ওড়ায় পোড়ায় অবিরত, সকলই বিধি-মত মাটীতেই হয় পতন; মাটী করে সার, পালেরে সংসার, বলি কালীরে তুই মাটীতে পড়্‌ হবিরে মাটীর মতন ॥৪৪৩॥ ঐ

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

দেলগাড়ী দেখলিনে হায় হায়।

সদা তোর মধ্য দিয়ে আসে যায়, অ্যামন ব্রহ্মপ্রেমের দেলের গাড়ী রেল গাড়ী কি তা'রে পায়। (ধুয়া)

তা'তে নাইকো ষ্টেসন, নাই রেলের প্রয়োজন, ইচ্ছামতে যথায় তথায় কর্ত্তেছে গমন; নাই লাল কি সাদা সব্‌জে নিশান, দিশায় দিশায় দিশা পায়।

লাগেনা টেলিগ্রাফের তার, গাড়ী আগে চলে তা'র, গাড়ী কত চলে কেবা করে গণনা তাহার; তুমি যেম্নি যথায় মনে কর অম্‌নি তথায় পঁহুছায়।

গার্ড তা'র আপনি ভগবান্‌, সদা সঙ্গে সঙ্গে যা'ন্‌, বাঁকা ত্যাড়া ঘোরা ফেরা নাই সোজাসুজি টান্‌; মানে না ঝড় কি বাদল, সাগর পাহাড় উত্‌রে যায়।

এই যে রেল গাড়ী চলে, বলো চলে কি বলে, দেল গাড়ী এই রেল গাড়ীরে চালাচ্ছে কলে, (ও মন) দেখলিনা সেই জেতা গাড়ী, যে গাড়ী, গাড়ী চালায় ॥৪৪৪॥ ঐ

বাউলে-খ্যামটা।

ওরে চুল হ'লো তোর শোন্ মুটি।

কবে আর বল্‌বি রে ভাই, অধমতারণ নাম দুটি।

এদিকে হ'লো তলপ, গোঁপে কলপ, পান খেয়ে লাল ঠোঁট দুটি; আবার মুচ্‌কে হেসে ফচ্‌কে বেশে, ব্যাড়াও নবীন ছোক্‌রাটি।

তোর গিয়েছে দাঁত, শুকিয়েছে আঁত, ধ'রেছ ভাত এক মুটি; আবার দণ্ডে দুবার চিত্রগুপ্ত দিচ্ছে উকিলের চিঠি।

গাল খেয়েছে টোল, ভুঁড়িটী লোল, খেতেছে দোল তনুটি; অ্যাখনো গ্যালনা সখ, ভুগ্‌বে নরক, ব'লবো যে হক্ কথাটি।

নাম কররে সার, খেওনা আর, উইলসনের পাঁউরুটি; চিত্রগুপ্ত এসে, বাঁধবে ক'সে, হস্ত পদ আর গলাটি।

গণা দিন ঘুনিয়ে এলে, অঙ্গ ঢেলে মুদবে রে নয়ন দুটি; তখন বন্ধু জনে চন্দ্রাননে দেবে জেলে পাঁকাটি।

গ্যান্‌জা বলে, হরি ব'লে, ছাড়রে সব ভির্‌কুটি; অ্যাখন জীব এড়িয়ে যাবে, খাবি খাবে, এসেছে সেই সময়টি ॥৪৪॥

অক্ষয়কুমার সেন গুপ্ত।

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

দেহ গোপীযন্ত্র বাজাও জোর ক'রে।

বাজাবে খুব, গুবগুবাগুব, গৌরাঙ্গ প্রেমের ভরে।

মানস তারে নিহি সুরে, সর্ব্বদা ডাকোরে তাঁ'রে; এ ভব ঘোর অকুল পাঁথারে, অনা'সে যে নিস্তারে।

রাধাকৃষ্ণ, বাজাও স্পষ্ট, সকল কষ্ট যা'ক্ দূরে ; (ওরে) চামের ছাওয়া গোপীযন্ত্র, ভাঙ্গবে রে দুদিন পরে।

এই ব্যালা তুই জ্ঞান কাটিতে বাজিয়ে নে যতন ক'রে, অবহেলে ত'র্‌বি যদি এ জলধি দুস্তরে ॥৪৪৬॥ ঐ

বাউলে-খ্যামটা।

এই ভবের শোভা ফক্কিকার।

এ ভবের বাহিরে স্থাথ চটক ভারি, ভিতর ফোঁপরা নাইকো সাঁর।

ক্যান আমার দারা, আমার সুত, ব'ল্‌ছ তুমি বারে বার ; শিঙ্গে ফুঁক্‌বে যখন, জান্‌বে তখন, কা'র বা তুমি কে তোমার।

তুমি যা'দের জন্যে খেটে খেটে, অস্থি চর্ম্ম ক'ল্লে সার ; আবার বৃদ্ধ হ'লে, ম'র্‌বে জ্ব'লে.দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার।

আমার বাড়ী গাড়ি, ঘড়ি ছড়ি, সখের বস্তু কত আর; এ সব থাক্‌বে প'ড়ে রা'খবে কেবা, দেখবে কে আর বাহার তা'র।

এ ভবে কত এল, কত গ্যাল, কেবা করে সংখ্যা তা'র ; আবার আস্‌বে কত, যাবে কত, এ অ্যাক খ্যালা চমৎকার।

এই মাটীর দেহ, মাটী হবে, নাইকো কিছু সন্ধ তা'র ; জীবের জন্মে ধিক, এ অলিক, সংসারে সং সাজা সার।

বলে দ্বিজ হরি, বিনয় করি, ক্যান মিছে ভাব্‌ছ আর ; সদা ভাবো তাঁ'রে, যে নিস্তারে, দুস্তারেতে অনিবার ॥৪৪৭॥

হরিচরণ শর্ম্মা।

বাউলে-খ্যামটা।

আছিস্ চুপ ক'রে তুই কি ব'লে।
(ওরে) এই ব্যালা হরি ব'লে ভাস্‌না প্রেম সলিলে।

তোর অন্তরেতে ঘুণ ধ'রেছে, পাক ধ'রেছে সব চুলে ; আবার অস্ত দন্ত সার হ'য়েছে, মাংস সব গেছে ঝুলে।

তোর শিয়রে কাল, গুণতেছে কাল, কাল হ'লে ধ'রবে চুলে ; তখন সাধের এসব, ভবের বিভব, রাখ্‌বে কে আর আগুলে।

যখন ভয়ে সারা, দৃষ্টি হারা, ভাস্‌বে নয়ন সলিলে ; তখন হ্যা' চকা টানে, হেঁচকি তুলে যেতে হবে সব ফেলে।

তোকে যা'রা অ্যাপন, ক'র্‌ছে যতন, আপন আপন ব'লে ; তা'রা পরিয়ে কাচা, সাজিয়ে মাচা, অনা'সে দেবে তুলে।

দিয়ে নূতন বসন, ওড়ন পাড়ন, দগ্ধ ক'র্‌বে অনলে ; আবার সাঙ্গ হ'লে হরি ব'লে, জল ঢে'লে যাবে চ'লে ॥৪৪৮॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাউলে-খ্যামটা।

ওরে ভাঙ্‌লো রে তোর শির খুঁটি।
এই ব্যালা ব'লে নেরে রাধাকৃষ্ণ নাম দু'টি।

তোমার নাই কো সে কাল, তুবড়েছে গাল, গিয়েছে দাঁত দুপাটি ; তা'য় ধ'রেছে ঘুণ, মটকায় আগুণ, চুল হ'য়েছে শোন নুটী।

তুমি তিন্‌টি মাথায় ব'সে আছ তালব্য 'শ'র মতনটি ; ওঠ যষ্টি ধ'রে, ভঙ্গী ক'রে ঠিক যান রামধনুকটি।

গেছে চক্ষু দুটো, কর্ণে খাটো, বাঁকি কেবল হেঁচকিটি; তবু ঘুচ্‌লোনা ভ্রম, নিকটে যম, খাটবেনা তোর ভিরকু'টি।

রামচন্দ্র বলে, মায়াজালে, ঘেরেছে তোর দেহটি; হরি ব'ল্‌বি কখন বিষয় রক্ষণ, ঢুকেছে ঐ ভাবনাটি ॥৪৪৯॥ঐ

বাউলে-খ্যামটা।

বাড়ীর গিন্নি আজ চ'ল্লে কোথায় উদাসিনী হ'য়ে।
এই যে জা'ত বেহারার কাঁদে চ'ড়ে খাটের উপর শুয়ে।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালি পাতাইলে; আহা! হাঁড়ি কলসী পাকাইলে তেলে আর ঘিয়ে।

সোণা রূপোর গয়না গাঁটি, বাসন কোসন ঘটি বাটি; এই যে সব খাট বিছানা, শীতলপাটী রেখেছ সাজা'য়ে।

রেখে হাঁড়ি কলসী জা'লা, ঘরে দিয়েছ তালা; ঐ যে কুলের ডালা কৈথ চালা রেখেছ টাঙ্গা'য়ে।

গৃহস্থালির যত আস্‌বাব্‌, কিছুর তো রাখ নাই অভাব; আহা! ক্রমে ক্রমে ক'রেছ সব, কত কষ্ট স'য়ে।

ঘরকন্নার জিনিষ যত, রাখতে ধ'রে যকের মত; তুমি কাউকে ছুঁতে' দিতে না তো অপচয়ের ভয়ে।

কেউ যদি কিছু চাইত, প্রাণ ধ'রে দিতেনা তো; তুমি থাক্‌তে ব'ল্‌তে "সব বাড়ন্ত" চক্ষু লজ্জা খে'য়ে।

সদাই ব'ল্‌তে আমার আমার, আজ কিছু তো হ'লোনা তোমার; আহা! কেবল ম'লে পণ দুই চা'র চাবির বোঝা ব'য়ে।

পাগল্ বলে হরি হরি, এ সব ক্যান্ যাচ্ছ ছাড়ি, তোমার অ্যাত
সাধের পাকা হাঁড়ি যাওনা ভুটো নিয়ে ॥৪৫০॥

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাউলে-খ্যামটা।

বানিয়েছে পাঁচ ভূতে এই বাংলা খান্।
খাড়া রয় চৌদ্দ পোয়া পরিমাণ্।

বেঁধেছে ঘর, কাটকুটো তা'র, কে করে গণন, ঘরের সহস্র বাঁধন; (হায় রে হায়) (আবার) দুই খুঁটীতে ঘর তুলেছে, ক'র্‌বো কত, (ভোলামন) ক'র্‌বো কত গুণ বাখান।

অ্যাক ছাওনে কায সেরেছে, এমনি কারিকর, এই নয় দুয়ারী ঘর; (হায়রে হায়) গৃহী নয়রে ইতর, ঘরের ভেতর, পরম পুরুষ, (ভোলা মন) পরম পুরুষ বিরাজ মান।

অ্যামন সাধের ঘরের, কিবা শোভা মনোহর, ঘরের কা'রচুবি বিস্তর; এ ঘর বাঁধে যা'রা, ভাঙ্গে তা'রা (এ) ঘরের মানুষ যখন পালিয়ে যায় ॥৪৫১॥

রামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বাউলে—খ্যামটা।

আচ্ছা অ্যাক রঙ্গভূমি এ সংসার।
এতে দেখ্‌ছি যত্ন চমৎকার।

আজ রাজা জমিদার, কা'ল ভিক্ষা পাত্র সার, অ্যাখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার; আবার এই হাসি, এই কান্না, লোকের তবু অ্যাত অহঙ্কার।

এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বেনা দণ্ড দুইপর, যত রঙ্গ তামাসা সুখের আড়ম্বর; যখন সময় হবে, সব ফুরাবে (তখন) দেখবে কেবল অন্ধকার।

পথিক কয় শোন্‌রে আমার মন্‌, পেয়েছিস্ ভাল আয়োজন, (অ্যাখন) সাবধানে খ্যালো খ্যালা করিয়ে যতন; নৈলে পট-ক্ষেপন হ'লে পরে (পাবে) অনুযোগ আর তিরস্কার॥৪৫২॥

আনন্দ চন্দ্র মিত্র।

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

হরি কৈ সে মোহন বাঁশরী।
ক্যান ভয়ঙ্করা, অসি ধরা, হ'য়েছ বংশীধারী।

কি লাগি কালো সোনা, দিগ্বসনা লোল রসনা হেরি; নিয়ে বনমালা, মুণ্ডমালা কে পরা'লে শ্রীহরি।

ক্যান পায়ে রুধির ধারা, প'ড়ে ধরা চরণে ত্রিপুরারি; আবার কা'র ভাবে ত্রিনয়না শ্যাম? বাঁকা নয়ন সম্বরি।

বল কি কারণে মত্ত রণে সুধাপানে দৈত্যারি; আবার চূড়া ফেলে প'ড়ছ ঢলে উন্মাদিনী বেশধরি।

যত রূপ ধর ধর, গিরিধর, তা'য় মনে না ভয় করি; কিন্তু চরণ বরণ, রূপের কিরণ, ফিরিওনা, নরহরি।

কোথা সব ব্রজাঙ্গনা, গোপললনা, কাননে কি রূপ হেরি; যা'র শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে'ছেন রাইকিশোরি॥৪৫৩॥

অজ্ঞাত।

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

জব্দ হবে শেষকালে।

কলে বলে নানা ছলে, বিষয় নিলে কৌশলে।

মকদ্দমা ক'রে টাকা খাওয়ালে সব উকিলে, পরের নিয়ে সুখী হ'য়ে আছ অ্যাখন হালফিলে; ধ'রে গলার নলি, মাথার খুলি ভাঙ্গবে যম তোর অ্যাক কিলে।

টাকার জোরে, অহংকারে, গ্যাছে তোমার গা ফুলে; ঠকালে ঠক্‌তে যে হয় মন, ছ্যাখনা তা ন্যাজ তুলে।

বিষয় বাড়ী, টাকা কড়ি, যেতে হবে সব ফেলে; ওরে তুমি বা কার, কেবা তোমার, ভেবে ছ্যাখ কার ছেলে।

যা'দের জন্যে পরের বিষয় কেড়ে বিকড়ে সব নিলে; তা'রাই তোমার করিবে কি দেখলেনা তা চোক মেলে।

তুমি ম'লে চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে; তোমায় দগ্ধ ক'রে আস্‌বে ফিরে, মুখে হরিনাম ব'লে ॥২৫৪॥

অজ্ঞাত।

বাউলে—খ্যামটা।

গাঁটকাটা ছয় ব্যাটা বড় বোমবেটে।

ওদের লজ্জা নাই মেয়াদ খেটে।

মিষ্ট কথায়, আগে ভোলায়, পরেতে ভাই সব লোটে; ওদের কথায় ভুলিসনে মন, ভক্তি কপাট দে এঁটে।

আপন ব'লে কথার ছলে, পাশেতে ছ্যায় গাঁটু কেটে; চোখে ধূলো দিয়ে পালাইয়ে নিমেষেতে যায় ছুটে।

জারি জুরি, ক'রে চুরি, সন্থই ওরা খায় পেটে ; যতই জমায়, ততই চায়, কিছুতে কি খেদ মেটে ॥৪৫৫॥

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

সাধের খাঁচা প'ড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা! ভাংলোনাকো ঘুমের ঘোর।

মিছে দেহের গুমোর ক'রোনা, কোন্‌ দিন পাখী পালিয়ে যাবে, তাওতো জাননা ; (রে খ্যাপা তাওতো জাননা) তখন খাঁচা কোথায় প'ড়ে রবে, থাক্‌বেনা ঠিকানা তোর।

যখন খাঁচার পত্তন ক'রেছে, পালাবার পথ রেখে ঘরে বসৎ ক'রেছে ; (রে ক্ষ্যাপা বসৎ ক'রেছে) ওরে সিঁধ কা'টিতে দুয়ার কেটে, ঘরের ভেতর ঢুকলো চোর।

ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে, বৈদ্য এনে বসাইবে চারি ভিতেতে, (রে ক্ষ্যাপা চারি ভিতেতে) ও তোর ঘড় ঘড়, ঘড় ঘড় কর্‌বে গলা, তখন হবে বাজি ভোর ॥৪৫৬॥

অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

আমি লিখলাম সব ঠিক দিতে পা'র্‌লামনা।
হ'লাম গুণে গেঁথে বয়রা পাগল, হিসাবের গোল বুঝলামনা।
অগনন স্বর্ণ লেখা, ওগো রাধাকৃষ্ণ ঈশুখৃষ্ট খোদা আল্লা অ্যাকা,

অ্যাকেশ্বর অ্যাকা, ধোঁকা মিটলনা; ওগো রাম রহিম করিম কাল-উল্লা সে নামেতে ভুললামনা।

ভেক নিয়ে বৈরাগী হ'লাম, ওগো মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, গলাতে দিলাম, সেই জা'ত খোয়ালাম, কিছুই হ'লামনা; হ'ল আমা-হ'তে ভেক অমান্য হিংসা নিন্দা ছা'ড়লামনা।

কামার কুমোর তেলি মালি, ওগো ভেকের পথে অ্যাকই সাথে অ্যাক পথেই চলি, সে মনের কালি তাও তো ঘুচলনা; হায়, বিচার গর্ত্তে ডুবে ম'লাম, পিতা কি ধন চিন্‌লামনা।

অ্যাক পিতা সকলের হ'তো, অ্যাক পথে অ্যাক সাথে যে'তো অ্যাক পাতে খে'তো, ও অ্যাক নাম নিতো, তাও তো নিলামনা; হ'লাম কা'র বা অংশ, কা'র বা বংশ, হিসাব ক'রে বুঝলামনা।

সৃষ্টিকর্ত্তা যে হোক বটে, নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জা'ত ছেঁটে, করলে অ্যাকচেটে, সে অ্যাক মা'নলামনা; তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু জেনেও বিশ্বাস ক'রলামনা।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বা কে, অ্যাক বটে কি ভিন্ন বটে, প্রাণ সঁপি কা'কে, ও আপন ঠিকে কাউকে আ'ন্‌লামনা; কুবির বলে রাঙ্গা চরণ সত্য, সে চরণে মন রা'খলামনা ॥৪৫৭॥ কুবির

বাউলে—খ্যামটা।

বাঁকা মনকে ক'র্‌তে না'র্‌লাম সোজা।

ব'য়ে ব্যাড়াও ভূতের বোঝা, হিসাব দিতে দেখবি অ্যাকদিন মজা।

ব'লে ছিল সাধু জনা, ভক্তির লেশ তোর ন্যাই অ্যাক কণা; গুরু-বাক্য ঐক্য হয়না, ভজন সাধন করলি বাঁশের গোঁজা।

দেহের রিপু ষোলজনা, মন তোর কথা কেউ শোনেনা ; লুটলে রে তোর মহলখানা, হ'ল তা'রা তোদের দেশের রাজা।

কুল হারায়ে খবরদারি, বাইরে কর ফক্কা জারি ; বে দরে বেরাল ব্যাপারী, প্যাঁচা হ'য়ে বাঙ্গা সোণার খাঁচা ॥৪৫৮॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

গোলেমালে দিন কাটালি।

ও তুই এসে ভবে, মায়ার্ণবে, চিরদিনের ধন খোয়ালি।

ধনের মধ্যে ষোল আনা, হাঁগো কত হ'ল পাওনা দেনা, ঠিক রাখোনা ; অ্যাকবার হিসাব ক'রে ছাখরে ক্ষ্যাপা, মূলে হাবাৎ হ'য়ে গেলি।

এলি রে ব্যাপারের আশে, ও তোর পূর্ব্ব ধন সব নিলে লুটে, ক'ড়ে জুটে ; আবার ছয়জনায় গোলযোগ ক'রে কেউতো হরির নাম নিলেনা—ও তোর ব্যাচা কেনা, উলট দেনা, দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচেনা, এবার ভবে লাভ হ'লোনা ॥৪৫৯॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

ক্ষ্যাপা তোর গ্যাল ব্যালা। (হায়)

অ্যামন সোণার ঘরে কল্লিরে তুই ভূতের খ্যালা।

ঘরে ব'সে দেখলিনারে মন, ও তোর অন্তঃপুরী কল্লে চুরি অমূল্য রতন, (রে ক্ষ্যাপা) অমূল্য রতন ; কখন্ আস্‌বে শমন, ক'র্‌বে বন্ধন, দেখলিনে তুই করে জ্বালা।

ওরে একটি মাণিক সাগর ছ্যাঁচা ধন, সেই মাণিক তোর ঘরে হ'তে যায় রে অকারণ, (রে ক্ষ্যাপা) যায় রে অকারণ ; তোর ঘরের শূলে, লাভে মূলে, লুঠলে রে তোর ভেঙ্গে তালা।

দেহের মালিক যখন যাবে মন, ঘেন্না ক'রে কেউ ছোঁবেনা বলি তোরে শোন্ (রে ক্ষ্যাপা) বলি তোরে শোন ; যখন ধ'রবে শমন, ক'রবে বন্ধন, ঘ'টবে রে তোর বিষম জ্বালা।

ওরে দাসে বলে শোন রে মন ভোলা, দয়াল হরির চরণ তলে বাঁধোগে ভ্যালা (রে ক্ষ্যাপা) বাঁধোগে ভ্যালা ; আবার সার ক'রে তাঁ'র শ্রীচরণ, নাম কররে জপমালা ॥৪৬০॥ অজ্ঞাত

বাউলে—ঠুংরী।

ভা'বের ভাবুক প্রেমের প্রেমিক হয় রে যে জন।

ও তা'র বিপরীত রীতি পদ্ধতি ; কে জানে কখন, সে থাকে ক্যামন। (ভাবের মানুষ)

তা'র নাই আনন্দ নিরানন্দ, লভি নিত্য প্রেমানন্দ, আনন্দ সলিলে য্যান তা'র ভাসছে দু'নয়ন ; ও সে কভু আপন মনে হাসে, আবার কখন বা করে রোদন। (ভাবের মানুষ)

সে জ্বালাইরে প্রেমের বাতি, বোসে থাকে দিবা রাতি, ভাব-সাগরে অকুল পাথারে ডুবাইয়ে মন ; ও তা'র হস্তগত সুখের চাবি, তবু করেনা সুখ অন্বেষণ। (ভাবের মানুষ)

চা'ল চলন সকল বেআড়া, আর অ্যাক কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া, পূর্ণিমার চাঁদ হৃদয় ব্যাড়া তা'র আছে সর্ব্বক্ষণ ; সে শশির নিশি দিশি সমান উদয়, সে চাঁদের নাইরে আর অস্ত গমন। (তা'র হৃদয়চাঁদের).

তা'র চন্দনে হয় য্যামন প্রীতি, পাঁক দিলেও হয় তেম্নি তৃপ্তি, চায়না সে সুখ্যাতি, তা'র তুল্য পর আপন; সে আসমানে বানায় ঘর বাড়ী, দগ্ধ হ'লেও এ চোদ্দভুবন ॥৪৬১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

ফকিরী লওয়া বড়ই কঠিন।
ফকির পথের তৃণ হ'তে দীন।
বেশেতে হয়না ফকিরী, বাক্যের ফকিরী কেবল শঠের চাতুরী; ও মন ষড়রিপু দমন ক'রে হ'তে হয় রে দীন হীন।
নিত্য সুখে সদাই তা'র আশ, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট সম বিষয় ভোগ বিলাস; ও মন অন্ন বস্ত্রের অভাব হ'লেও হয়না তা'র বদন মলিন।
মান অপমান হইবে সমান, মিষ্টবাক্য পরুষবচন হবে সম-জ্ঞান; ও মন বিনয় প্রণয় হৃদয় ভূষণ, ক'রে রাখ্তে হবে চিরদিন।
সাধু হওয়া সামান্য তো নয়, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিনয়ী হ'তে হয়; ও মন পিতার ক্ষমা স্মরণ ক'রে, হ'তে হয় প্রেমের অধীন।
সেই ফকিরী, করিব গ্রহণ, সদানন্দে ভবের মাঝে কাটাব জীবন; অ্যাখন ত্বরায় এনে দাও দয়াময়, সেই প্রার্থনীয় শুভদিন ॥৪৬২॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

হ'লোনা গোঁসাই দিল্‌দরদীর করণ করা।
অনুরাগ বিনে সে ভাব না যায় ধরা।

দেহের বাদী ষোলজনা, কারুর কথা কেউ শোনেনা, তা'রাই দিচ্চে কুমন্ত্রণা ভুতের যজ্ঞ এমনি ধারা; অন্ধকারে দ্বন্দ্ব করে (রে) সুধা পান করেনা তা'রা।

বিষামৃত অ্যাকত্রে, আছে নিজ অন্তঃপুরে, চিনে নিতে পাল্লে পরে অমর রসিক হবে তা'রা; অনলে পোষিত ঘৃত গলেনা তা'র বিন্দু পারা।

গলায় কাঁথা করোয়াধারী, অনুরাগে নির্ব্বিকারী, সাঁই দরদীর করণ ভারি হ'তে হয় জীয়ন্তে মরা; স্বরূপ বলে তা'র যোগ্য হ'লে, ভাবী জনের ভাব নেহারা ॥৪৬৩॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা

অনুরাগের কথা কইলে কি হয়।

কথা কইলে কি হয়, ব'ল্‌লে কি হয় রে; চাঁদ, নিতাইয়ের (সাধু গুরুর) করণ বিষম দায়। (রে)

ঘুমের ঘোরে মানুষ ধরা, এ তো কথার কথা নয় রে; য্যামন মরার উপরে মরারে, তা'রা দু'জন মরা, আবার প্রেমজলে জিয়ায় (রে) ॥৪৬৪॥

অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যামটা

আমার মনের দোষে সতের সঙ্গ ভঙ্গ হ'লো।

সরল হ'লোনা গ্যালো তমোর বসে, য্যামন সুখ্‌নো ড্যাঙ্গায় মীন্ প'ড়ে র'লো।

মন যদি আপনার হ'তো, পরশমণি চিনে নিতো, তাঁবা দস্তায় হ'তোনা

রত ; তবে সাধন কল্লে হ'তো সিদ্ধ, হ'য়ে থাক্‌তো সতের বাধ্য—আমার মন্‌রে ব্যভিচারী, স্বধর্ম্মেতে চুরি, করণ দোষে এবার ফেরে প'ড়লো।

মন হ'য়েছে দিনের কানা, দিনের দিন যায় তা' জানে না, কাঁচা রসে হয় আনাগোনা ; তোর এ রসে কি ভিয়েন হবে, কাঁচা রসতো ট'কে যাবে, এতে হ'তো ওলা মিছরি—সাধু মুখে শুনি, কিন্তু জলে জল ঢাল্‌তে দিন গ্যালো ॥৪৬৫॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যামটা।

না জেনে সে রাগের করণ শুধু কথায় কি হয় প্রেমের আচরণ।
রাগের করণ য'জে গেছে গোঁসাই শ্রীরূপ সনাতন।

প্রেম পিরিতি ক'র্‌বি যদি, ধ'র্‌গে সাধুর শ্রীচরণ ; আর প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধি, সাধলে মেলে প্রেমরতন।

শিক্ষা ক'রে ধনুক ধ'রে, বিক্রমেতে করে রণ ; অস্ত্র বিনা গেলে যাবা মাত্র হয় পতন।

কথার কথা সবাই তো কয়, বোবা তো নয় জগজ্জন ; ছেঁড়া চ্যাটায় প'ড়ে থেকে, ছ্যাখে লাক টাকার স্বপন।

গাভীতে হয় গোরোচনা, সে জানেনা তা'র মরম ; ছ্যাখ সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তবু করে ভেক ভোজন।

গোঁসাই বলে পরমানন্দ, কপাল তোর বড় মন্দ ; প্রাপ্ত বস্তু হারাইয়ে, ভাবলে কি হবে অ্যাথন ॥৪৬৬॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যাম্‌টা।

মানুষে গোঁসাই বিরাজ করে,
ক্যান চিন্‌লিনে সামান্য জ্ঞানে রে।

বেদের করণ ওলট পালট, ক'রে গেছেন গোঁসাই মোদের ; জীবে লাগিয়ে ধান্দা, করিল বান্দা, রাস্তাবন্ধ বেদ পুরাণে রে।

নিত্য যোগে সাঁই বিহারে, বিহারে হৃদবদ্ধ ক'রে; ও হৃদ বন্ধ ক'রে রাগের জোরে, হারে রে রে রে রে রূপ নেহারে।

প'দো ভেড়ো বড় নোটো, বিষ খেয়েছে ব'লে মিটো ; ও বিষ ঝা'ড়-বার তরে গোঁসাই আমার বিরাজ করে শ্যামবাজারে ॥৪৬৭॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যামটা।

কি হ'তে কি হয় দেখি সাঁই দরদীর মনে।
আমি আর মিছে ভাব্‌বো ক্যানে।

আমি যত ভাবি ভাবনা বাড়ে, মাথার ঘাম পায়ে পড়ে ; তবু কি সে ভাবনা ছাড়ে, এবার ভাবনা ভাষা'লাম বাণে।

ব্রহ্মজ্ঞানী প'ড়ে তন্ত্র, ভেবে ম'লো এ পর্য্যন্ত, পেলেনা তার আদি অন্ত মনের ভ্রান্তি গ্যালনা ; যত যোগী ঋষি যোগ তপস্বী, আর যত তীর্থবাসী, ক'রে ব্রত একাদশী, শান্তি পেলেনা মনে ॥৪৬৮॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

সত্য বল সুপথে চল আমার মন।
যদি পাবিরে গোলোকের ধন। (কথাই শোন)

মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা যে'তে পা'র্‌বেনা, পথে আছেরে থানা; আবার প'ড়্‌লে ধরা, যাবি মারা, ডিগরি হবে ততক্ষণ। (কথাই শোন)

ফ'ড়ে যা'রা ভাব্‌ছে তা'রা বাটখারা যা'র কম, ধ'রে তোসিল ক'র্‌বে যম, আবার গদিয়ান মহাজন যা'রা, তা'রা ব'সে কিন্‌ছে রত্ন ধন, (প্রেম রতন)। (কথাই শোন) ॥৪৬৯॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যামটা।

গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।
গোলে মালে মাল মিশান আছে।

জাননা মন রাগের করণ, য্যামন বালির সঙ্গে চিনির মিলন, সহস্রে অ্যাক বর্ণে মিশেছে; ওরে মত্ত হস্তি টের পেলেনা চৈঁউটি মরম জেনেছে।

গোলমাল গোলমাল ব'ল্‌তে পারে যে, গোলের ভেতর মাল থাক্‌লেও মাল চিন্‌তে পারে সে; ওরে পোদো হ'লো কানা বেরাল, দই রেখে কাপাশ খাচ্চে ॥৪৭০॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

প্রভু তোমার ইচ্ছা হ'লে হ'তেও পারে।
তুমি অগ্নিরে ঝাঁপিতে পারো বারুদের ঘরে।

বোবাতে পড়য়ে বেদ, পণ্ডিতে না পায় ভেদ; আবার পঙ্গুতে লজ্‌ঘায় গিরি বাঁওন চাঁদ ধরে ॥৪৭১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—একতালা।

ভব পারাবারে, আয় কে যাবিরে, শ্রীনাথের তরী লেগেছে তীরে।
জগৎ চিন্তামণি, প্রভু চক্রপাণি, তরীর হা'ল আপনি শ্রীকরে ধরে।
হালায় ভ্যালা ভোলা হারালি হারালি, ছ'য়ের ছলে বুঝি ডুবিলি ডুবিলি; প্রপঞ্চ পঞ্চেরে ছাড় ছাড় বলি, যুগল বাহু তুলি, বলো মুরারে ॥৪৭২॥ অজ্ঞাত

বাউলে—যৎ

আমি ক্যামন ক'রে করি বল সত্য সাধনা।
আমায় সতত চঞ্চল করে রিপু ছয় জনা।
সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠির তা'র জানে মর্ম্ম; আমার হ'ল বৃথা জন্ম, জান্‌তে পা'রলামনা।
ছয় রিপুতে ঝগড়া ক'রে, আমায় সত্যনাম না দ্যায় সাধিতে; জ্বালিয়ে মারে দিনে রে'তে মতে চলেনা।
পঞ্চভূতে ক'রে ঝগড়া, দিলে ছারে থাম্বে সোণার আথ্‌ড়া; মানব দেহের মাণিক মাকড়া, তা'কে চিন্‌লামনা ॥৪৭৩॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যামটা।

অনুরাগ তরিতে একান্তেতে সোয়ার হ'য়ে মন।
নিরানন্দ যাবে পাবি তবে মনের মানুষ দরশন।
মনরে, ছয় রিপুরে তক্তা ক'রে, নামের পেরেক তাহে মেরে, তরির

করয়ে গঠন; সাধন শক্তি দিয়ে, সই মানিয়ে, রুচি ডাঁড় মাস্তুর লাগা'য়ে, কোপীর কর্ করণ,—শ্রদ্ধা পা'লে যাবে চ'লে, যথা রে মানুষ রতন॥৪৭৪॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

মন ভাল না হ'লে পরে।
হরি যা'র ভালোর কর্ত্তা ভালো ক'র্‌বেন ক্যামন ক'রে।
মন খল কপট হ'লে, হয়না সুখ কোন কালে, তা'র রোগের জ্বালায় অস্থি জ্বলে, অষুধ ব্যাড়ায় খুঁজে; গুরুর লক্ষ অষুধ থাকৃতে কাছে, দেখতে পায়না অন্তরে॥৪৭৫॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

হরিনামের নাই তুলনা সদাই হরিবোল।
নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গ্যাল রে, তা'রে যম দূতে ছুঁতে পেলেনা।
যদি বিষয়েতে সুখ পেত রে, তবে লালাজী (লালা বাবু) ফকীর হ'তনা॥৪৭৬॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

সে প্রেম কি চাইলে মেলে।
প্রেম আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।
তুলা রাশি মাসে, প্রতি অমাবস্তে, স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়ে যাহাতে; বাঁশে বংশ লোচন, গজে গজমতি, হয়না ক্যান অন্য মেঘের জলে।

কদলি বৃক্ষেতে, কর্পূর তাহাতে, বাঁশে বংশলোচন জানে জগতে; অবাঞ্ছিত ধন, বঞ্চে যেই জন, বাঞ্ছা করিলে তা'র কি গুণ ফলে।

হ'লে ভাবেরি উদয়, ভাবে ডুবে র'ইতে হয়, তবে দয়া হয় কোন কালে; নৈলে পাওয়া ভার, দৌড়াদৌড়ি সার, কবক্ধারী গোঁসাই বাউলে বলে ॥৪৭৭॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

মন হ'তো মনের মত তবে কি ভাবনা অ্যাত।

তবে হ'তো না বিষাদ, পূর্ণ হ'তো সাধ, মনের আঁধার দূরে যেতো।

পেতাম যদি অ্যামন সত্ জন, সুধ্রে নিতাম এ দুষ্ট মন; আমি দিতাম তা'রে দেহ জীবন, আমার মনের ধনকে এনে দিত ॥৪৭৮॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্টা।

সাধন যে ক'রেছে—কৃষ্ণধন হৃদে বেঁধেছে।

ধন্যরে গোয়ালার মেয়ে, প্যালার উপর প্যালা দিয়ে রে; আবার বাহু নাড়া দিয়ে চলে পায়ে মন আছে।

ধন্যরে ছুতোরের মেয়ে, খোলায় ধান তা'র কাঁকে ছেলে রে; আবার অ্যাকটা মানুষ তিনটে কর্ম্ম গ'ড়ে মন আছে।

ধন্য রে পাথরের জাঁতা, কেহ ভাঙ্গা কেহ গোটা রে; তা'রা খোঁটার গোড়ায় থেকে বলে, গৌরাঙ্গ রেখেছে।

ধন্য প্রভুর বিবেচনা, রাংকে করেছে সোণা রে; ভেবে মিতুন বলে, নিদান কালে, গোবিন্দ আছে ॥৪৭৯॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যাম্‌টা।

শমন দাঁড়ারে, গুরুব্রহ্ম ব'লে ডাকি।

গুরু ব'লে ডাকিরে শমন, জমা কিছু রাখি; যা'দের ভরসা ছিল, ভবের হাটে, তা'রাও দিলে ফাঁকি।

ও মন তোর ভরসায় প্রাণের আশা পূর্ণ হ'লোনা; এই ত্বাখ থানিক বাদে বাক্ ফুরাবে, পালাবে প্রাণপাখী।

ল'ইতে এসেছরে শমন, সাধ্য কি আর থাকি; অ্যাথন আশার সম্বল পদধূলি নিদান কালে মাথি ॥৪৮০॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

ন'দে টলমল টলমল করিছে, ঐ গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

ঐ তা'রা-তা'রা দু'ভাই এসেছে রে,—জীবের দশা মলিন দেখে তা'রা—তা'রা দু'ভাই এসেছে রে,—যাদের হরি বল্‌তে নয়ন ঝরে,—তা'রা—নদে ভাষলো নয়নের জলে, তা'রা—ড্যাঙ্গা ডহর অ্যাক হ'লো, তা'রা—ওরে যুগে যুগে তারাই আসে, তা'রা,—তা'রা জেতের বিচার করেনা রে, তা'রা—ওরে অ্যামন দয়াল দেখিনারে, তা'রা—তা'রা দু'ভাই এসেছেরে ॥৪৮১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

কা'র ভাবে ন'দেয় এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হ'য়ে ব'ল্‌ছ হরি।

কা'র ভাবে ধ'রেছ ভাব, অ্যামন স্বভাব, তাও তো কিছু বুঝতে নারি; কোথা তোর মোহন চুড়া, পীত ধড়া, ভঙ্গী ত্রিভঙ্গ মুরারী।

কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল, কোথায় তোর নবীন বাছুরি ; অ্যাখন তোর মা যশোদা রইল কোথা শূন্য ক'রে ব্রজপুরী।

কোথায় তোর সখী সখা, সেই বিশাখা, কোথায় অনঙ্গ মঞ্জরী ; কোথায় তোর গুঞ্জমালা, শিখায় তোলা, কোথায় তোর রাই কিশোরী।

কা'র ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, ন'দেয় হ'লি দণ্ডধারী ; কাঙ্গাল অটলে বলে, সকল ফেলে শ্রীরূপ চাঁদের সাধন করি ॥৪৮২॥ অটল

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

দোকান পেতেছে ভারি, ও নাগরি গৌর হরি ন'দেপুরে।

নিতাইচাঁদ বেচ্‌চে ব'সে, হেসে হেসে, দাঁড়ি পাল্লা করে ধ'রে।

মতিচুর মণ্ডা গজা, খাসা খাজা, রেখেছে ভাল ভিয়ান ক'রে ; কিন্‌তে যায় তাড়াতাড়ি, পুরুষ নারী, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে।

চৌষট্টি রসে ভরা মনোহরা, সাজায়েছে থরে থরে ; ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ, প্রাপ্ত হয় সে খেলে পরে।

নবনব প্রেমের গোল্লা, উট্‌ছে জেল্লা, জীব রতিতে ছুঁতেও নারে ; পেয়েছিলেন সেমন, রূপ সনাতন, কৃষ্ণ অনুরাগের জোরে।

হরিনাম বুক্‌নি ঝাড়া, টাট্‌কা প্যাঁড়া, খেলে যায়রে ক্ষুধা দূরে, গোঁসাই গোবিনের বচন, গোপালে শোন, পাবি চরণ জ্যা'ন্তে ম'রে ॥৪৮৩॥ গোবিন্দ গোঁসাই।

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

এসে অ্যাক রসিক পাগল, বাঁধালে গোল ন'দের্‌ মাঝে দেখ্‌সে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাবো, পাগল হবো, দেখ্‌বো রসের নবগোরা।
নিতাই পাগল গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া; অদ্বৈত পাগল হ'য়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল, আর অ্যাক পাগল না দ্যায় ধরা; কৈলাসের শিব পাগল, খেয়ে গরল, সার ক'রেছে ভাং ধুতুরা।
অমিল পাগল যোসেন পাগল, আর অ্যাক পাগল না যায় ধরা; তা'রা তিন পাগলে, যুক্তি ক'রে, মক্কায় ক'লে নমাজ খাড়া।
যত সব বৈরাগী বৈষ্ণব ভেকনিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল ন্যাড়া; গোঁসাই গোবিনের বচন, পাবি চরণ, হ'লে পরে জ্যান্তে মরা॥৪৮৪॥
গোবিন্দ গোঁসাই।

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

আমার ঐ নিতাইচাঁদের দরবারে।
অ্যাক মন হ'লে সেই যেতে পারে।
ওরে চা'র দশে হয় চল্লিশ সেরে মন, ওরে রতি মাসা কমি হ'লে ন্যায়না মহাজন; আবার সদর হুকুম আছে ব্রজ, রাধারাণী পার করে।
ওরে কাঠুরেতে মাণিক চেনেনা, ময়রার বলদ চিনি বয় তা'র স্বাদ জানেনা; আবার সোণারবেণে সোণা চেনে, পরখ ক'রে ন্যায় তা'রে।
ওরে সদর আমিন শ্রীরূপ গোঁসাই সনাতন, ও মন আনন্দবাজারে তা'রা প্রেমের মহাজন; (ও) প্রেম দাঁড়ি ধ'রে, ওজন ক'রে, ঘ'সে মেজে ন্যায় তা'রে॥৪৮৫॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যাম্‌টা।

গৌর আমার প্রাণ পাখী, উড়ে ব'সলো কা'র ঘরে।
ধ'র্‌বো ধ'র্‌বো মনে করি, ধ'র্‌বো তা'রে কি ক'রে।
(সে যে উড়ো পাখী)

ও গৌর আমার প্রাণ পাখী, আমারে দিয়েছে ফাঁকি; সদাই তা'র দুঃখে থাকি, পাখী তোমরা দাও ধ'রে। (ওগো গৃহবাসী,) (পাড়া প্রতিবাসী)

ও হৃদয় পিঞ্জরে ছিল, সিকৃলি কেটে পালিয়ে গ্যাল; সোণার খাঁচা প'ড়ে রইল, গ্যাল রে অনাথ ক'রে। (আমার পোষা পাখী)

কহে দীন হীন মুকুন্দ, এম্‌নি আমার কপাল মন্দ; পাখীর নামটী রাধাগোবিন্দ, রাখ্‌তাম হৃদয়মন্দিরে॥ (অতি যতন ক'রে) ॥৪৮৬॥

অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

দেখলাম ধনী সুরধুনী নবীন গোরা।
আমার নয়নে লেগেছে ওরূপ না যায় পাসরা।
গৌর রূপের কি মাধুরী, আমার, ইচ্ছা হয় রূপ সদাই হেরি;
তোরা, দেখবি যদি ও নাগরী আয়না গো ত্বরা ॥৪৮৭॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

কি প্রেমে মাতালে নিতাই জগতে।
আচণ্ডাল আদি ক'রেও, বাঁকি রাখলে না নাম প্রেম দিতে।

হাতে আশা নামাবলী, প্রেমের পশরা মাথে, বি'লাতে নাম প্রেমের মালা, গৌর এলেন গৌড় হ'তে।

শান্তিপুর হ'তে নদে, ভাসালে প্রেম বন্যাতে, শুপে ডুব্‌তে গিয়ে
প্রেম তরঙ্গে আছাড় খেলে ড্যাঙ্গাতে ॥৪৮৮॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যামটা।

করুণার সাগর হ'য়ে কাঙ্গাল প্রতি কৃপণ ক্যানে।
তুমি কখন্ কি রূপেতে থাকো, ঠিক মেলেনা ভেবে গুণে।
ব্রজের ছলে কাশী গেলে, পাষণ্ড দলন করিলে, তুমি মা'র খেয়ে প্রেম বাদলে নাচালে সন্ন্যাসীগণে। (একি হে গৌর)
কাশী বাসী চাপাল গোপাল, জগাই মাধাই ভাই দু'জনে, তুমি মা'র খেয়ে প্রেম বিলালে, নাচালে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
কেঁদে কেঁদে ধ'রে বেঁধে, প্রেম বিলালে জগজ্জনে, আমি ডাক্‌লে
পরে পাইনে সাড়া, ফিরে চাওনা নয়ন কোনে ॥৪৮৯॥ অজ্ঞাত



বাউলে-খ্যাম্‌টা।

গৌর পাবিনে, স্বরূপের নিরূপন বিনে।
স্বরূপের রূপ, রূপের স্বরূপ, জান্‌বে কি জ্ঞান হীনে।
ঘর না জেনে, খুঁজে দুয়ার, কি ঠিকানা পাবিরে তার, (ওরে) আট ঘরে যা'র নয়টা দুয়ার, তাতে চৌকি আছে দশ জনে।
সাত নম্বরে সে ঘর আঁটা, চৌকিদার তা'র আছে ছটা, দশ, ছয়,

সকলি আঁটা, পাখা বাঁধে ছয় জনে; ষোড়ষ শয্যা করি, সহস্র দল তা'র উপরি, রসরাজ তা'য় বিরাজ করে, তা'রে চিন্‌বে কি ছয় অধিনে ॥৪৯০॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

গৌর কাঁটা বা'জলো ল্যাঠা অন্তরে।
গৌররূপ অপরূপ, লাগ্‌লে নয়ন না ফেরে।
এ কাঁটার জ্বালায় মরি, বল কি উপায় করি, এ কাঁটা বিষম. কাঁটা খসাতে না পারি; (কাঁটা পোঁতা রইল গো সই) কাঁটা পোঁতা রইল (নাগরী গো) হৃদকমলে কল ক'রে। (জোর ক'রে)
গৌরচাঁদ সুধা মধু, পান করে মহা সাধু, ভাবেতে গদগদ কুলের কুলবধূ; (আমরা ম'রেছি প্রাণে গো সই) আমরা ম'রেছি প্রাণে সময় জেনে কুলবধূ যাও ঘরে ॥৪৯১॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

তা'রে ভুলবো কি সে আমার সকল ধন।
গৌর আমার গলার মালা, পঁইচে পলা, আকবালা হার হয়শোভন।
গৌর আমার শাঁখা শাড়ী, ঝুমকো চেঁড়ী দেহের নড়ী, বস্‌ত বাড়ী কেশ বাঁধা দড়ী; গৌর পাড়ী গৌর ল'য়ে শয়ন।
গৌর আমার হাত্‌ মাদুলী, চাবিশিক্‌লি, বিরবৌলী কুল্‌পাখিলি পান, গৌর আমার পরাণের পরাণ।

গৌর আমার নাসার তিলক, নথের নোলোক, গজরা ঘুমুর পঁইছা ঝাঁপাতে, হৃদয়-হার গৌর আমার নয়নের অঞ্জন।

গৌর পরিপাটী সোণার কাটি, পরা আংটি গুঁজিকাটী, কপালের পাটি ; লক্ষুণে কয় সোণার সিঁতী গজমতি নয়ান মন, গৌর আলিস গৌর বালিস গৌর দেখি ত্রিভুবন ॥৪৯২॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

রে অবোধ মন, হরিরূপ ক'র্‌বে যদি দরশন।
আছেন অন্তরে বাহিরে হরি, দ্যাখ হরিময় এ ত্রিভুবন।

জ্ঞান চক্ষে দ্যাখ হরিরূপ, হৃদয় মাঝে প্রেম ঘন আনন্দ স্বরূপ ; অতি অপরূপ, ভুবনমোহনরূপ'—সেরূপ যে দেখেছে হিয়া মাঝে, সে যে ম'জেছে জন্মের ম'তন।

জলে স্থলে অনলে হরি, পবনে গগনে গ্রহ নক্ষত্রে হরি, নীরদে বিদ্যুতে হরি ; নদী সিন্ধু গিরি তরুকুঞ্জে, বিরাজিছেন সর্ব্বক্ষণ।

হরি আমার অঙ্গাভরণ, হরি আমার মাথার মুকুট রসায়ন অশন, হৃদয়রতন, কর্ণের শ্রবণ ; আমার নয়নের অঞ্জন হরি, হরি লজ্জা নিবারণ বসন।

হরি আমার বাগান ঘর বাড়ী, হরি আমার খাট বিছানা বালিস মশারী, ভাঁড়ার ভাঁড়ারী, সিন্দুক আল্‌মারী ; আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ হরি, হরি অমূল্য পরশ রতন।

হরি আমার গুরু মহাজন, পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন,

জাতি কুল ধন, ভজন সাধন; আমার জীবনের জীবন হরি, বল বুদ্ধি দেহ প্রাণ মন ॥৪৭৩॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

আর কি মদ আছে রে তোর বোতলে।
মদ খেয়েছে সব মাতালে।

প্রথম মাতাল, দ্বাদশ গোপাল, আর মাতাল নিতাই, মাতাল অদ্বৈত গোঁসাই; এরা পেয়ালা ছুঁয়ে, মাতাল হ'য়ে, স্বর্গ মর্ত্ত্য (দ্যাখ্ দেখি ভাই) মা'তালে-মা'তালে-মা'তালে।

আর মাতাল রূপসনাতন, তা'রা ভাই দুই জন, কল্লে মালের অন্বেষণ; রাজার খাসবাগানে মাল তৈইরি, সে মাল বাছাই কল্লে কৈ মেলে? কৈ মেলে? কৈ মেলে ॥৪৭৪॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যামটা।

ওরে মনপাখী, চাতুরী ক'রবে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে, প'ড়বে নাকি (ও পাখী) অ্যাকবার।

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাকো সদা বাহিরে, জাল কেটে পালাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বারে বার; তোমায় অ্যাক দিন ফাঁদে প'ড়্‌তে হবে, (ওরে ও—ওরে পাখী) সব চালাকী ঘুচে যাবে, অন্ন জল বিনে যখন কর্‌বে দুঃখে হাহাকার।

যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল-ভুজঙ্গ-দংশনে, জ্ব'লে মরিবে প্রাণে

দেখ্‌বে চক্ষে অন্ধকার; তখন আপনা হ'তে পোষ মানিবে, তাড়াইলেও নাহি যাবে, পিঞ্জরে ব'সে হরিগুণ গাইবে নিরন্তর ॥৪৯৫॥ ত্রৈ, না, সা,

---

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

সংসারের উজন স্রোতে যাও বে'য়ে।

ওরে ও ভাই, ও ভাই প্রেমরসিক নেয়ে।

চল কিনারা ঘেঁসে, হা'ল ধররে ক'সে, দেখ য্যান উল্‌টো দিকে যায়নাক ভেসে; চালাও দিবানিশি জীবনতরী, ওভাই থেকনা অলস হ'য়ে।

তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরি নাম, আনন্দে ক্ষেপনী ফেলে চল অবিশ্রাম; যখন ভক্তি জোয়ার আস্‌বে বেগে, তখন সহজে যাবে ল'য়ে।

শোন শোন ওরে মন, কুসঙ্গে ক'রনা গমন, ভরা ডুবি ক'রে তা'রা ক'র্‌বে পলায়ন; থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট হৃদয়ে ॥৪৯৬॥ ত্রৈ, না, সা,

বাউলে—খ্যামটা।

ক্যান রে ভাই কিসের অ্যাত অহঙ্কার।

এই সুখের শরীর দু'দিন পরে পুড়ে হবে ছার খার।

যখন যমে ধ'র্‌বে তোকে, প'ড়বি ঘোর বিপাকে, স'রষের ফুল দেখ্‌বি চোকে, পলকে হবে আঁধার; তখন হ'য়ে রবি হতভম্বা, লেগে যাবে ভ্যাবা চাকা, শিঙ্গে হাতড়াবি শুয়ে হাপু গুণবি বারে বার।

চাঁদ মুখ মলিন হবে, চক্ষে ছানি পড়িবে, দাঁতগুল বেরিয়ে রবে, ধ'র্‌বি অদ্ভুত আকার; তোর গায়ের গন্ধে ভূত পালাবে, দূরে থেকে দেখ্‌বে সবে, গোবর ছড়া দিয়ে বিদায় ক'র্‌বে প্রিয় পরিবার;

খাট পালং কেড়ে নিয়ে, ছেঁড়া ক'প্‌নি পরায়ে, আত্মীয়গণে মিলে ব'ল্‌বে হরি দুই অ্যাকবার; তা'রা প্রথম দুই চার দিন কাঁদিবে, তা'র পরে ভুলে যাবে, কে কোথা প'ড়ে রবে, তুমিই বা কা'র কে তোমার।

হাত পা ঠাণ্ডা হবে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে, প'ড়ে প'ড়ে খাবি খাবে, ক্রন্দন হইবে সার; যত পাপের কথা প'ড়্‌বে মনে, মোহনিদ্রা যাবে ভেঙ্গে, অনুতাপে প্রাণ ফাটিবে, ক'র্‌তে হবে হাহাকার।

ধন মান বিদ্যা মদে, ভুলে আছ আহ্লাদে, ভেবেছ নিরাপদে কেটে যাবে এই প্রকার; তোর কোথায় রবে টাকার থ'লে, স্ত্রী পুত্র ছেলে পিলে, দাঁড়িয়ে ভবনদীর কূলে দেখ্‌বে সকল নৈরাকার।

কা'র তরে মর খেটে, মুখেতে রক্ত উঠে, আন পরের ধন লুটে ভাবোনাকো একটি বার; ও তোর পাপের ভাগী কে হইবে, সুখের ভাগ্‌তো সবাই নেবে, নিজে কেবল ম'রবে ডুবে, খেটে ভূতের ব্যাগার।

দীন প্রেমদাসে বলে, থেকনা মায়ায় ভুলে, দেহাভিমান সকলে কর রে ভাই পরিহার; ভজ হরির চরণপদ্ম, ছাড়ি কোলাহল দ্বন্দ্ব, মাটির মানুষ হ'য়ে সদা কর জীবের উপকার॥ ৪৯৭॥ ত্রৈ-না-সা।

বাউলে—খ্যামটা।

শুধু কথায় কিছু কাজ হবেনা থাক্‌তে অহঙ্কার।
ওরে শস্য থাক্‌তে হয়না বীজে অঙ্কুর সঞ্চার।

অহঙ্কার সব পাপের মূল, খাঁটি কথায় মাথায় ভুল, করে অসত্য

প্রচার ; ওরে দাস হ'য়ে ঐ করে সদা প্রভুর আসন অধিকার।

দাস যদি প্রভুর ঘরে, চিরকাল বসতি করে, কেবল দাসত্বের তরে ; সে তো প্রভুর যশ ঘোষণা করে, নাম করেনা আপনার।

নাস্তিকতা অহঙ্কার, অ্যাকই কথা ভিন্নাকার, আমি জেনেছি এবার ; ঢেকে রেখেছে ঐ তোমার বদন দিয়ে আপন অন্ধকার।

আমি যখন স্বামী হই, তব নামটি মুখে না লই, ত্থাথাই প্রভুত্ব আমার ; (ঐ) "আমি" চোরকে গলা টিপে মেরে ফ্যাল হে এবার ॥৪৯৮॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বাউলে-খ্যামটা।

সংসারসাগরে কিসে ত'র্‌বে মন।
কর এই ব্যালা তা'র আয়োজন।

বহে প্রবৃত্তি তুফান, ডাকে অহঙ্কারের বান, কামাদি ছটা মকর তাহে বলবান্ ; আবার বাসনা রজ্জুতে বাঁধা, র'য়েছে যুগল চরণ।

চেয়ে ত্থাথ্‌রে আমার মন, কত গোঁসাই মহাজন, সাধন বলে যাচ্চে চ'লে উল্লাসিত মন ; যদি ওদের সঙ্গ ধ'র্‌তে পারো তোমার সকল ভয় হবে বারণ।

তোমার নাইক সাধন বল, নাহি সুসঙ্গসম্বল, তাই ভয়ে প'ড়ে দুটি চক্ষু ক'রছে ছল ছল ; ওরে ভয় নাই ভরসা আছে (ভক্ত) পদচিহ্ন পরম ধন ॥৪৯৯॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বাউলে-আড়খ্যাম্‌টা।

ভাই, ভাবের ঘরে ভাবুক এসে ভাব দিয়েছে।

সে ভাব ভেবে উঠা যায় না রে ভাই, ভাবের অভাব হ'য়ে আছে।

ভাবুক যে দেশের মানুষ, সেথা সকলে বেহুঁস, দশ জনেতে ব'সে বলে এক শত একুশ; আবার হাজারে ব্যাজার হ'য়ে বিধির দোহাই দিতেছে।

ভাই, তা'র সকল চালাকী, কথায় কথায় গ্যায় ফাঁকি, বলে তিন থেকে সাত বাদ দিলে রয় সতের বাঁকি; তা'র গণন দেখে, গণন থেকে, কত লোকে বাদ দিয়েছে।

আর আশ্চর্য্য অ্যাক বল, যাতে চলে না বুদ্ধিবল, ভিত্ হলনা তা'র উপরে বানালে ত্রিতল; ঘরে বাস ক'রে, বেশ ক'রে, শেষে মসলা দিয়ে গেঁথেছে।

ভাই কা'র পানে আর চাও, কোন্ দিকেতে যাও, যে পথে ঐ ভাবুক গেছেন সেই পথেতে যাও; কোন বিঘ্ন বাধার ভয় রবেনা ভাবুক সাথে র'য়েছে ॥৫০০॥ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

ও মন অ্যাক মতে ঠিক পথে থাকা সহজ কথা নয়।

সহজ কথা নয় রে, ও মন সহজ কথা নয়; ওরে নানাবিধ হিংস্র জন্তুর পথে আছে ভয়। (রে ওমন সহজ কথা নয়)

কাম ক্রোধ লোভ আদি দস্যুগণে পথে সদাই রয়, তা'রা বাগে পেলে, ফেরে ফ্যালে, সকল কেড়ে ন্যায়। (রে ও মন সহজ কথা নয়)

সেই পথে যেতে হ'লে সে'তো বে'চে নিতে হয়, নইলে অন্ধের স্কন্ধে গে'লে অন্ধ মরে সে উভয়। (রে ও মন সহজ কথা নয়)

সে পথ যায়না স্থাখা, চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম অতিশয়; শাণিত ক্ষুরের ধারের মত, সত্যদাসে কয়। (রে ও মন সহজ কথা নয়) ॥৫০১॥

কুঞ্জবিহারী দেব।

বাউলে—খ্যামটা।

ও মন সুখের তৃষ্ণাতো তোমার মিট্‌বেনা।
বিকারী রোগীর মত অবিরত দেজল দেজল ঘুচ্‌বেনা।

ভেবেছিলে বিষয় বিভব পুত্র পরিজন, হ'লেই সুখী হবে মন, এই তো ক্রমে ক্রমে সব হ'য়েছে, কই একটু ও তো ক'মচেনা।

(সুখের আশা)

বিষয় বিভব পেলে যদি সুখী হইতো, তবে কি ভাবনা থাকিত, তাহ'লে রাজ্য ছেড়ে, কোপ্‌নী পরে, লালা বাবু ফকির হ'তোনা।

পিপাসাতে জল অভাবে শুষ্ককণ্ঠে হায়, যে হ'য়েছে মৃত প্রায়, তা'রে সাত রাজার রাজত্ব দিলেও তা'র জলের তৃষ্ণা যাবেনা।

বৃক্ষতলে থাকেন যোগী অঙ্গে মাখেন ছাই, তাঁ'দের আর সুখের তৃষ্ণা নাই, পেয়ে সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মধনে, কেটে ফেলেছেন ভোগ বাসনা।

সুখ স্বরূপ হরি জীবের সুখ তৃষ্ণার জল, সত্যদাস কর রে

সম্বল, নইলে রোগে শোকে ম'রবে ভুগে; পিপাসা বা'ড়বে বই আর ক'মবেনা ॥৫০২॥ কুঞ্জবিহারী দেব।

বাউলে—খ্যামটা।

আমার মন যদি চাও ব্রহ্মডাঙ্গায় সুফল ফলাতে। সুফল ফলাতেরে ও মন মেওয়া ফলাতে; তবে কোমর বেঁধে, কোদাল নিয়ে, হবে কোপাতে (রে ওমন)।

ক্ষেতে বীজ ফেলে পারবেনা ঘরে সুখে ঘুমুতে, নিত্য যতনে জল দিতে হবে গাছের গোড়াতে (রে ওমন)।

আগে দিবানিশি খাটতে হয় ফল পাবার আশাতে, বিনা পরিশ্রমে কোন ফসল পায় না চাষাতে। (রে ওমন)।

কঠোর সাধন বিনা হয়না কিছুই কথার কথাতে; ওরে সহজে কি ছাঁ'চের বারি ওঠে মট্‌কাতে। (রে ওমন)।

কঠিন নিয়মে ইন্দ্রিয়গণে হবে শাসিতে, ওরে সহজে কি লাথির ঢেঁকি ওঠে চড়েতে। (রে ওমন)।

অ্যাক চাষের কর্ত্তা আছেন সদাই চাষার কাছেতে, তাঁ'র স্মরণ নিলে আম পাওয়া যায় স্যাওড়া তলাতে। রে ওমন ॥৫০৩॥

শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব।

বাউলে—খ্যামটা।

আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়।
হরি সংকীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়।

চাঁদ নিতাই ডাকে আয়-আয়-আয়, প্রেম বিলায় গোরা রায়।

মেরেছ কলসীর কানা, (মাধাই তা'তে কিছু ক্ষতি নাই রে) মাধাই তাই বলে কি নাম দেবনা। (আয়)

অ্যাকবার মা'র খেয়েছি না হয় আবার খাবো, ওরে তবু হরিনাম দেব। (আয়)

তোদের :গঙ্গাজলে স্নান করাবো, হরিনামের মালা গলায় দেব। (আয়)

ওরে আমরা দু'ভাই, গৌর নিতাই, তোমরা দু'ভাই জগাই মাধাই, আজ দু'ভাইয়ে তরাবো দু'ভাই। (আয়)

নিতাই আচণ্ডালে দিয়ে কোল, কোল দিয়ে বলে হরিবোল। (আয়)

(নিতাই জেতের বিচার করেনা রে। (আয়) ॥৫০৪॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

বল মাধাই মধুর স্বরে। (অ্যাকবার)

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

নারদ ঋষি, দিবানিশি, বীণাযন্ত্রে গান করে; (ঋষি সদাই হরি হরি বলে) ঋষি যা'র স্থাথে তা'রেই বলে, বল হরি বদন ভরে।

গৌর নিতাই, এরা দুভাই, নাম বিলায় ঘরে ঘরে; (এরা জীবের দুঃখ সইতে নারে) এরা অযাচকে প্রেম যাচে, জে'তের বিচার না করে।

শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, এই হরিনামের তরে; আপনি হর গঙ্গাধর,পঞ্চমুখে গান করে।

হরি নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে; (এমনি হরির নাম রে) এই হরিনাম, সুধারস, পিয়রে বদন ভ'রে।

আমরা দু'ভাই, অশেষ পাপী বিখ্যাত এই সংসারে; (মাধাই তাও কি তুমি জাননা রে) হরিনামের বলে অবহেলে যাবোরে ভব পারে। (হরি নামের তরি ঘাটে বাঁধা ডাক্‌লে নিতাই পার করে)

হরি নামের গুণে গহন বনে অ্যাকলা গ্যাল ধ্রুবরে; (ওরে তা'র কি কোন ভয় ছিল রে) প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা পেলে শীলা ভাস্‌লো সাগরে।

অজামিল পুত্র ছলে, হরি ব'লে, বৈকুণ্ঠে গ্যাল চ'লে; কত মহাপাপী অনায়াসে, গ্যাল রে ভব পারে।

সত্যযুগে যোগে যাগে, ত্রেতাতে সাধন ক'রে; দ্বাপরেতে তপশ্চর্য্যা, কলিযুগে নাম ক'রে ॥৫০৫॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

হরি বোল বল্ জগাই মাধাই, তোরা নেচে দুটি ভাই।
এনাম মধুর বড়, ছোট বড় কারু বল্‌তে বাধা নাই।

তোর মন প্রাণ খুলে, সুখে দুবাহু তুলে, মুখে বল্ হরি বোল, রবেনা গোল্, তর্‌বি অকূলে; হরি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবেনা ঠাঁই।

শোন্‌রে হরিনামের গুণ, এনাম সগুণে নির্গুণ, নামে পালায় শমন, রিপু দমন, নে'বে পাপ-আগুণ; হরিনামামৃত পান করিলে, ভব ক্ষুধা দূরে যায়।

এই হরিনামে হয়, ব্রহ্মার ব্রহ্ম ভাব উদয়, ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়; নামে মুনিগণে নিবিড় বনে, মহাসুখে কাল কাটায়।

প্রহ্লাদ হরিবোল ব'লে, পর্ব্বত অনল জলে, করীর পদচাপনে বাঁ'চলো প্রাণে; খেয়ে গরল ভাই; নামে ধ্রুব ধ্রুব লোকে গ্যাল, অ্যামন নাম আর কোথাও নাই;

অজামীল রত্নাকর, আদি কত পাপী নর, ব'লে হরি হরি, গ্যাল তরি, ব্যক্ত চরাচর; যাবে রসিক হ'তে জানা, হরি নামের গুণ গৌর নিতাই ॥৫০৬॥ অজ্ঞাত

বাউলে-খ্যামটা।

মন পাগ্‌লারে হরদম আল্লার নাম ন'য়ো।

ন'য়ো ন'য়ো ন'য়ো মন, আলসি ক'রে থেকনা মনা।

ভাই বল বন্ধু বল, সব সম্পদের সাথী—নিদান কালেতে রে মন কেবল আল্লাই সারথি।

ধন বল সম্পদ বল সব পুরাণ হয়ে যায়,—কেবল দয়াল আল্লার নাম নূতন দ্যাখা দ্যায়।

ও মন কেবা নাদে কেবা বাড়ে, কেবা সুখে খায়, জিন্দাল'য়ে কেউ বা সদা সুখে নিদ্রা যায়। (রে মনা) ॥৫০৭॥ অজ্ঞাত

বাউলে—আড়খ্যামটা।

গৌর ও গৌর বলিয়ে সচী মা কাঁদেন উচ্চৈস্বরে রে।

মা বোল কথাশেল দিলি রে মোরে, যাবত্ বাঁচিব ঘুষিব তোরে;

মা বলিতে আর, কেহ নাই আমার, ছেড়ে গেলি রে ন'দে আঁধার ক'রে।

তোমার লাগিয়ে বধু বিষ্ণুপ্রিয়ে, মুক্তকেশী হ'য়ে ধূলাতে পড়িয়ে, ত্যজিয়ে পালঙ্ক ধুলায় ধূসর অঙ্গ, নিরবধি হুহুঙ্কার ছাড়িছে (রে)॥৫০৮॥

অজ্ঞাত

বাউলে—একতালা।

ধর্ম্মের ঘরে চুরি ক'রে লুকোন কি যায়। (ও মন)

সেথা আছে যে সকল, দেবদূত দল, দেখ্‌লে চিন্‌তে পারে চেহারায়। (লোকে)

কেরে ঠাকুর ঘরে, ব'লে উচ্চৈঃস্বরে, যখন তা'রা ডাকিয়ে সুধায়; তখন বলে চোর সবে, ভয়ভগ্ন রবে, আমরা কলা খাইনি গো মশায় (ওগো)।

গোলেমালে হরিব'লে, স্বর্গধামে প্রবেশিলে, পড়িবি রে বিষম সমস্যায়; শোন্ পাটোয়ারি, কুবুদ্ধি চাতুরী চলিবেনা কখনো সেথায় —ও রে বড়ই চতুর, মোদের ঠাকুর, করেন ফতুর যে তাঁহারে চায়।

ও রে মনচোর, লজ্জা নাই তোর, সাধুবেশে চুরি পুনরায়; দীন প্রেমদাসে ভণে, কাতর বচনে, ঠেকে শিখ্‌লিনে রে হায় হায়!

(ক্যান) ॥৫০৯॥ ত্রৈ, না, সা,

বাউলে—একতালা।

ডুবনা ম'জনা সংসারে আমার মন।

প'ড়ে মায়াহ্রদে, বিষয়মদে, থেকনা হ'য়ে অচেতন।

অ্যাক বিন্দু সুখ পেয়ে, অ্যাকেবারে অন্ধ হ'য়ে যেওনা ভুলিয়ে;

যবে অমৃতে উঠিবে গরল, কাঁদিতে হবে তখন।

রেখেছ যা'রে হৃদয়ে, পরমাত্মীয় বলিয়ে, আলিঙ্গন দিয়ে; এ নয় অন্তরঙ্গ কাল ভুজঙ্গ, পালাবে ক'রে দংশন। (অ্যাক দিন)

যতই যত্ন কর তা'রে, রাখিতে আপন ক'রে, তবু যাবে ছেড়ে; তবে ক্যান দুরাশার কুহকে হারাও রে অমূল্য জীবন।

যা করিতে ভূমণ্ডলে, জন্মিলে মানবকুলে, তা'র কি করিলে; দিন যে ফুরাইল, হরি বল, প্রেম রসে হয়ে মগন ॥৫১০॥ ত্রৈ, না, সা,

বাউলে-একতালা।

প্রেমসাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় ক'রোনা।

এই যে দেখিছ বিশাল বিক্রম এ'তে ডুবিলেও মানুষ মরেনা।

যে জন সাহসে ভর ক'রে,—অগাধ প্রেমসিন্ধুনীরে, অ্যাকবার ডুবিতে পারে, সে আর চাহেনা ফিরে আসিতে, মগ্ন হ'য়ে আনন্দেতে, করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন, ভোলে জন্মের মতন সংসারবাসনা।

বিষয় বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চ'লে যাবে, অ্যাখন আর তা' ভাব্‌লে কি হবে; যদি এ পাপ জীবন দিলে, অনন্ত জীবন মেলে, তাহে আছে কিবা ক্ষতি, ওরে ভ্রান্ত মতি সত্যকে ক্যান ভাবো কল্পনা।

যদি প্রেমে পাগল হ'য়ে, অ্যাকবারে যাওরে ব'য়ে, স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে; বিষয়মদে মাতোয়াল যা'রা, তোমায় পাগল বল্‌বে তা'রা, কিন্তু দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে, দেখ্‌বে তুমি সবে চক্ষু থাকতে হ'য়ে আছে কানা। (য্যান) ॥৫১১॥ ত্রৈ, না, সা

বিভাষ—একতালা।

জয় গোবিন্দ গৌরচন্দ্র গোপাল গোবর্দ্ধন।
হরে নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত মাধব মধুসূদন।

(হরি) শমন শমন, শ্রীসচিন্দন, ভরসা তোমার ঐ চরণ; (তুমি) রাধা বল্লভ, রাঘব কিশর, রঘুনাথ রঘুনন্দন।

(হরি) দারিদ্র ভঞ্জন, দুঃখ নিবারণ, দীনদয়াময় ভব তারণ; (আমি) ভজনহীন, দীনহীন ক্ষীণ, লইলাম তব শরণ।

দর্পহারী কানাইয়ালাল কাল কালিয়ে দমন; তুমি পরমেশ্বর, পীতাম্বর, পদ্মপলাশলোচন।

(হরি) দশরথ সুত, দেবকী নন্দন, চতুর্ভুজ নারায়ণ; (তুমি) বলিরে ছলিলে, (হরিহে) ত্রিপদ দিলে, দান করিলে গ্রহণ।

কৃপাময় হরি, করুণা সাগর, কৃষ্ণ কংশ-নাশন; তুমি যদুকুল ধন, (হরিহে) যশোদা নন্দন, জগৎ জীবন তারণ ॥৫১২॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—তেওট।

হরিদাসে ঐ বিনয় ক'রে বলে গোরা রায়।
যাও আজ ভিক্ষার তরে, তোমায় গালি দ্যায় যথায়।

আমার ঝুলি লও ডাইন কাঁদেতে, রাখ তোমার বামেতে; হরির নাম শিরে করি হও বিদায়।

নগরেতে প্রবেশিলে, অন্ন ভিক্ষা পাইলে, লইও তোমার ঝুলিতে; গালি তিরস্কার দিলে, দিও অন্য ঝুলির মুখ খুলে, মুখে বোলো হরি হরি দয়াময় ॥৫১৩॥ অজ্ঞাত

ন—তেওট।

সিতেনাথের ঐ করে ধ'রে গৌর মণিকয়।
নীলাদ্রী যাইব আমায় দাও বিদায়।

তোমরা রথ যাত্রাকালে, যেও সব নীলাচলে, দেখতে জগন্নাথ জগবন্ধু দয়াময়।

তখন ভক্তবৃন্দের মুখ হেরি, দুনয়নে বহে বারি, কহেন শ্রীগৌরহরি, উপদেশ বিধায়;—ঘরে কোরো নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবন, তা' হ'লে অবশ্য পাবে প্রভুর দরশন।

তখন দুই গুচ্ছ তৃণ দন্তে, হরিদাস দাঁড়ায়ে প্রান্তে, নীচজাতি নীচদেহের কি হবে উপায়;—প্রভু নীলাচলে কর্‌বেন স্থিতি, আমার নাই যেতে শক্তি, যা হোক অধমের উপায় কিছু ব'লে যাও।

তখন হরিদাসকে কোলে করি, দু'নয়নে বহে বারি, কহেন শ্রীগৌরহরি, উপদেশ বিধায়;—আমি নীলাচলেতে যাবো, জগন্নাথ হেরে কব, তোমার গুণ শুনে কর্‌বেন দয়া দয়াময় ॥৫১৪॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তনভাঙ্গা—একতালা।

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ-মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শত ধারে।

গৌর মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গা'য়, কভু লুটায়ে ধরায় নয়ন জলে ভাসে রে; কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ করি, সিংহরবে রে; আবার দন্তে তৃণ ল'য়ে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে, দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে।

কি বা মুড়া'য়ে চাচর কেশ, ধ'রেছেন যোগিবেশ, দেখে ভক্তি-

ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে ওঠে রে ; জীবের দুঃখে কাতর হ'য়ে, এলেন সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, প্রেম বিলাতে রে : প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে,
চৈতন্যচরণে দাস হ'য়ে সঙ্গে ব্যাড়াই ঘুরে ঘুরে ॥৫১৫॥ ত্রৈ, না, সা,

---

কীর্ত্তন—একতালা।

তোমরা দু'ভাই, পরম দয়াল হে গৌর, গৌর নিতাই।

তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে, না কি নাম এনেছ গোলোক থেকে।

তোমরা যা'রে তা'রে না কি দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।

আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু অ্যামন দয়াল দেখি নাই।

গৌর আমি তো ভজনে খাট, তুমি তো দয়াল বট ॥৫১৬॥ অজ্ঞাত

* ভৈরবী—তেওট।

গ্যাল দিন গ্যাল ব্যালা, ফুরাল লীলা খ্যালা,

ভাঙ্গিল ভবের ম্যালা, ঘরে যাই।

চেয়ে কা'র মুখপানে, ভুলে আছ এখানে, আপনার বলিবার আর কেহই নাই।

পথের সম্বল, হরিকৃপাবল, ভরসা কেবল ভাবো ভাই ; কাটি মোহ-জাল, বাসনা-জঞ্জাল, স্বধামে হরি ব'লে চল ভাই ॥৫১৭॥ ত্রৈ, না, সা,

ভাটীয়াল—স্থর।

(ও দরদী গো) আমার প্রাণ ক্যান উদাসী হ'তে চায়।

ওগো হাকও নাহি, ডাকও নাহি, আপনে আপনে চ'লে যায়।

ওগো ধৈরয না ধরে অন্তরে, কাঁদে প্রাণ, মন শিহরে, নয়ন ঝরে; ওগো নীরবে স্থরবে গো সদা বলিতেছে আয় গো আয়।

ওগো ভাটি সোঁতে ভাটারি গড়ান, সাগর ঝ্যামন সদাগো টানে নদীর পরাণ; সে টান এমনি সরল, মনের গরল অমৃত হইয়া যায়।

ও যে ক্যামন ক'রে ছায় গো মন্ত্রণা, উড়ায়ে দ্যায় প্রাণের পাখী মানা মানেনা; সে [redacted] উড়ে যায় বিমানের পথে শীতল বাতাস লাগে গায়।

কালীর মুখে দিয়ে চুণকালি, এই সরল টানে প্রাণ স্বজনী যা তোরা চলি; মোরে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যা গো, দরদী তোর ধরি পায় ॥৫১৮॥ অজ্ঞাত

ভাটীয়াল—স্থর।

দয়াল গুরুধন তোরে কোথায় যাইয়া রে পাবো।

কোথায় যাইয়া রে পাবো, তোরে কোথায় যা'য়ে পাবো।

যে দেশেতে যাবারে গুরুধন, আমি সেই তো দেশে যাবো; তোমার চরণের নূপুর হ'য়ে চরণে বাজিবো।

তুমি হবা কল্পতরু, (হা—রে) আমি হব লতা; তোমার চরণে জড়া'য়ে রব, ছেড়ে যাবো কোথা।

পার হবার গ্যালাম গুরুধনরে, খেয়া ঘাটের কুলে; নাও আছে কাণ্ডারী নাই, আপন কর্ম্ম দোষে।

ছায়া নেবার গ্যালাম আমি, বটবৃক্ষ তলে; ও তা'র ডাল আছে পাতা নাই রে আমার কর্ম্মফলে।

স্রোতের শেহলা হ'য়ে, আমি ফিরি ঘাটে ঘাটে; অ্যামন বান্ধব নাইরে জিজ্ঞাসে যে ডেকে ॥৫১৯॥ অজ্ঞাত

ভাটীয়াল—সুর।

শুধু গহুর (গৌর) প্রেমের ঢেউ লেগেছে মোর গায়।
নদীর তরঙ্গ ভারী (ও নাগরী) সাঁতার বিনে ডুবে মরি কিনারায়।

আমার মনে বলে সাঁতারিয়া ও পারে যাই, হাঁটু জলে নেমে মুই হাবুডুবু খাই; ও'রে কে আছে মোর ব্যথার ব্যথী হাত ধ'রে ডাঙ্গায় উঠায়।

আমার মনে বলে গহিন জলে রই, আমার গৌরচাঁদকে কুম্ভীরে ধ'রেছে গো সই; জলের কুম্ভীর বলে ছাড়িবনা আমি পেয়েছি ঐ পদাশ্রয়।

আমার মন-সমুদ্র উথলিয়া উঠেছে, বেগের চোটে ভাঁটী উজান গহর ছুটেছে; ওরে গোঁসাই প্রেমানন্দে বলে স্থান দিও ঐ রাঙ্গাপায় ॥৫২০॥ অজ্ঞাত

ভাটীয়াল সুর।

চল্ সখি দেখে আসি বাজে বাঁশী কোন্ বনে।
বাঁশীর স্বরে পাগল করে, গৃহকর্ম্ম না লয় মনে।

যত নারী বৃন্দাবনে, কেউ কি কালার নামটী জানে, রাধা ব'লে বাজে বাঁশী রাত্র দিনে; উহার শ্যাম কলঙ্কী নামটী হ'লো কেবল শ্যামের বাঁশীর গুণে। (ও নাগরী)
নিরবে বসি যথন, মনে হয় কালো বরণ, আরও কালার বাঁশী স্বরে মন উচাটন; আমি ফুকুরে কাঁদিতে নারি, পাছে ননদিনী জানে ॥৫২১॥ অজ্ঞাত

বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত।

মূলতান—একতালা।

আয় মা সাধন সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।

আরোহণ করি পুণ্য মহারথে, ভজন পূজন দুটি অশ্ব জুড়ি তা'তে; দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি ব্রহ্মবাণ ব'সে আছি ধ'রে।

দেখবো আজি রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন; বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী; ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারই বলে, জিনিব তোমায় সমরে ॥৫২২॥

রসিকচন্দ্র রায়।

সিন্ধু—একতালা।

তারা কোথায় উঠে বস্তি।

ছয় ব্যাটাতে মিলে, মাতের ঘরে ফেলে; মায়া ব'ড়ে ঠেলে, দিয়েছে কিস্তি।

কুসঙ্গ কুরঙ্গ এই দুটো ঘোড়া, কল্লে পথ ঘোড়া, বল্ থাক্‌তে হুই খোঁড়া, ওমা তারিণী; মিথ্যা প্রবঞ্চনা, নৌকা দুইখানা, ক'রেছে যোজনা, কি জবরদস্তি।

পাপ রোকসায় মারা গ্যাল পুণ্য দাবা, আশা-চিন্তা-গজের রোকে বাঁচে কেবা, ওমা তারিণী; তাতে তুমি নও রাজি, হা'র হ'লো এ বাজি; দেমা তারা আজি রসিকের শাস্তি ॥৫২৩॥ ঐ

রামকেলীমিশ্র—দ্রুত ত্রিতালী।

শিব নাম বল্‌রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে।

শিব নাম ল'য়ে মুখে, তরিবে সকল দুখে, দমন করিবে সুখে শমনে; শিব গুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব, জীব শিব হয় শিব সেবনে।

শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই, শিব নিজ পদ দ্যান্ সে জনে; কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর, ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥৫২৪॥ ভারতচন্দ্র রায়।

একতালা।

হরি কখন কি কর কা'রে।

তোমার কে জানে সন্ধান, ওহে ভগবান, কৃপাবান হ'লে এ ভব সংসারে।

শত পুত্র দিয়ে রক্ষা কর কা'য়, অ্যাক পুত্র কা'রো রক্ষা নাহি পায়; কখন হাসাও, কখন কাঁদাও, সিন্ধু পার ক'রে ডুবাও শিশিরে।

সিংহ সম জনে কর শৃগালের অধীন, লক্ষপতিজনে কর পরাধীন; তোমার এম্‌নি প্রভু হৃদয় কঠিন, পথের ভিখারিরে বসাও রাজ্যেশ্বরে।

নীলকণ্ঠের মনে এই অভিলাষ, জেনেও কি জাননা ওহে শ্রীনিবাস; কখন সুযশ, কখন কুযশ, পতঙ্গের জয় কর মাতঙ্গ সমরে ॥ ৫২৫ ॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

একতালা।

হরি তুমি দুঃখ দাও যে জনারে।

তা'র কেউ দ্যাখে না মুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ, দুঃখের উপর দুঃখ, সুখ নাই ত্রিসংসারে।

ও তা'র ঘরে এসে ঢোকে নানা ব্যাধি, আগে মরে তা'র পুত্র পৌত্রাদি, জামাতা কন্যা দৌহিত্র থাকে যদি, ও তা'র পুষ্যিপুত্র নিলেও মরে।

ও তা'র ক্ষেত্রে হয় না শস্য, বৃক্ষে হয় না ফল, দুগ্ধবতী গাভী দুধ হীন সকল, তা'র সরোবর হয় শূন্য, শুখায়ে যায় জল, জল বিনা সব মৎস্য মরে।

জলে বাস করিলে জলে জ্বলে আগুন, পোড়ে কোটা বাড়ী ছোটে টালি চুন; হরি তুমি যা'র যখন কপালে লাগাও হে আগুন, ও তা'র লোহার কড়িতে ঘুণ ধরে।

বাণিজ্য করিতে গেলাম দূরদেশে, খাঁটি সোণা রূপা কিন্‌লাম জেঞ্জে ঘোষে; কপালক্রমে হয় তাঁবা দস্তা শিশে, হীরের দরে কিন্‌লাম জীরে।

কোথা থেকে পাপ ঋণ এসে জোটে, দেনার দায়ে বিকায় জায়গা জমী ভিটে, নীলকণ্ঠ কয় ব্যাড়াই ছুটে ছুটে, খেটে লুটে পেট না ভরে ॥৫২৬॥ ঐ

একতালা।

হরি তুমি যা'র হও হে আপন।

তা'র কে পারে করিতে শত্রুতা সাধন।

(দয়াময়) যা'র উপরে পড়ে তব কৃপাদৃষ্টি, মরুভূমি মাঝে হয় ষ্যান হে সুবৃষ্টি, (হরি হে) তা'র বাসনার অতীত, সুফল নিশ্চিত, ফলে নিরঞ্জন।

যা'র প্রতি প্রীত হও চিন্তামণি, মিষ্টভাষী ব'লে তা'রে সদা হে বাখানি; (হরি হে) কত তা'র মান সম্ভ্রম, ব'ল্‌তে জন্মে ভ্রম, তুমি কর তা'রে নিজ জন।

তা'র শত্রু কেহ হয়না তখন, হয় মিত্র চারিদিকে, (হরি হে) যে যায় তা'র বিপক্ষে, সে নিজে করে নিজের অনিষ্ট সাধন: তোমার খ্যালা কে বোঝে দীনবন্ধু, কা'রো কখন শত্রু, কা'রো কখন বন্ধু (হরি হে) নীলকণ্ঠে শেষে দিও কৃপাবিন্দু শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥৫২৭॥ঐ

একতালা।

আমি কৃষ্ণময় জগত দেখি।

বৃক্ষমূলে শাখা, শিখিপুচ্ছ পাখা, কৃষ্ণরূপ মাখামাখি।

যে সময় আমি যে স্থানেতে যাই, অধো ঊর্দ্ধ আদি দশদিকেতে চাই,

ও ভিন্ন অন্য দেখিতে না পাই, আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি।

নয়ন মুদিয়ে থাকি যে সময়, হৃদি মাঝে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়; নীলকণ্ঠ কয়, মহা ভাবোদয়, তন্ময় ভাবের শাখি ॥৫২৮॥ঐ

একতালা।

চিন্‌বে কিহে চিকোন কালা কি ছিলে কি হোয়েছ।

(তুমি) ছিলে রাখাল নন্দদুলাল সিংহাসনে ব'সেছ।

মনে নাই হে সে সব দিন, হ'য়েছে অ্যাখন সুখের দিন; অসুখের দিন গেছে বঁধু, দিন কিনে অ্যাখন ব'সেছ।

শ্যামপাখীর অ্যাখন গেছে রাধাবুলী, অ্যাখন ধ'রেছ শ্রীহরি কুবুজা বুলি; সে বুলি মধুর বুলি, (বঁধু হে) অতি যত্নে তুমি শিখেছ।

ব্রজে ছিল রাখাল লীলা, মধুপুরে ভূপতি লীলা; কণ্ঠ কহে নাই আর ব্যালা, (হরি) দীনের গতি কি ক'রেছ ॥৫২৯॥ঐ

একতালা।

আমি বলা সাজেনা নরে।

(ওরে) না বুঝে যে কর্ত্তা সাজা পাগলামি ক'রে।

(ওরে) দেহের মধ্যে কে যে আমি, তা' যখন চিনিনে আমি, তখন "আমি" "আমার" কি ক'রে; হরি তুমি বই যে আর কেহ নাই বিশ্ব সংসারে।

(ওরে) আমি যদি "আমি" হ'তাম, তা' হ'লে কি কষ্ট পেতাম, ম'র্‌তাম ক্যান যা'ট সত্তরে; আমার মন যে পাজি, হয়না রাজি, কয় না সত্যরে।

(ওরে) মত্ত যা'রা তত্ত্বজ্ঞানে, আমি কে তা' তা'রা জানে, মূর্খজনে জান্‌বে ক্যামনে; হরি তুমি যা'রে কর কৃপা, (ও) সেই জান্‌তে পারে।

(ও) নীলকণ্ঠ বলে "আমি" "আমার", এ ভ্রমে ম'জেছে, সংসার, এ সকলি কৌশল তোমার; ওহে হরি বলিহারি যাই হে তোমারে ॥৫৩০॥ঐ

একতালা।

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।

কবে বল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম, অবিরাম নেত্রে বইবে অশ্রুধার।

(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা, জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা, কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা, বিষয়-বাসনা ঘুচিবে আমার।

কতদিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া, কতদিনে যাবে গর্ব্ব মোহ মায়া; কতদিনে হবে খর্ব্ব মম কায়া, নত হব লতা যে প্রকার।

কতদিনে হবে জ্ঞানোদয় মম, কতদিনে যাবে ক্রোধ আর তমঃ; কতদিনে হব তৃণাদির সম, রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার।

কবে যাবে জাতি কুলেরই ভরম, কবে যাবে আমার ভরম সরম, কবে যাবে আমার, ধরম করম, কতদিনে যাবে লোকাচার।

কবে পরেশমণি কর্‌ব পরশন, লৌহ-দেহ আমার হইবে কাঞ্চন; কতদিনে হবে কষ্ট বিমোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।

কতদিনে শুদ্ধ হবে মম মন, কবে যাবে আমার এ ভ্রম ভ্রমণ, কত দিনে যাব মধুর বৃন্দাবন, যথা ইষ্ট নিষ্ঠ পরিবার—কতদিনে ব্রজের পথে

কুলি কুলি, কাঁদিয়ে ব্যাড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি; কণ্ঠ কয় করে পিব করে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥৫৩১॥ঐ

কৃষ্ণের উক্তি

সুরট—যৎ।

তোমরা আমায় লিখিতে শিখিতে দিলে কই।

বাল্যাবধি নিরবধি জানিনা শ্রীরাধা বই।

বৃন্দে তুমি গুরুমহাশয়, যে বিদ্যা পড়া'য়েছ আমায়; মহাবিদ্যার আশায় আশায়, সকল বিদ্যা জলসই।

সকল জে'তের হাতে খড়ি, আমার জে'তের হাতে পাঁচনবাড়ি; ব্যাড়াই ব্রজের বাড়ি বাড়ি, চুরি করে খাই দই।

জন্মে চিন্‌লামনা কলমের খৎ, শিখায়েছ নাকে খৎ; লিখায়েছ দাসখৎ, দিয়েছি তা'য় ঢ্যারা সই।

আমি জানি নাকো লেখা পড়া, জানি গোচারণের পড়া; শিখায়েছ পায়ে পড়া, গায়ে পড়ার দশা ঐ।

বৃন্দে তুমি কপালক্রমে, নিন্দা কর ক্রমে ক্রমে, হারায়েছি বল স্বভাব ক্রমে, সময় ক্রমে সকল সই।

লেখা পড়া কেবল রাধা, তন্ত্র রাধা, মন্ত্র রাধা, রাধার কৃপাতে বাঁধা, রাধা আমার ব্রহ্মময়ী।

পরমা প্রকৃতি রাধা, শ্রীমতীর মতি রাধা; নীলকণ্ঠের গতি রাধা রাধার কৃপায় জগত জই ॥৫৩২॥ঐ

কৃষ্ণের উক্তি সুরট—যৎ।

(আমায়) লিখিতে শিখিতে দিলে কই।
জন্মাবধি নিরবধি, জানিনে শ্রীরাধা বই।

জন্মে চিনলাম না কলমের খৎ, শিখিয়াছি নাকে খৎ;
লিখিয়াছি দাসখৎ, তা'য় দিয়েছি ঢ্যারা সই—ত্যাখ সকল জে'তের হাতে খড়ি, আমার জে'তের হাতে বাড়ি; ব্যাড়াই কুঞ্জের বাড়ী বাড়ী, চুরি ক'রে খাই দই।

রাধা আমার প্রেমের গুরু, রাধা নাম কল্পতরু; রাধার বাধা মাথায় ব'য়ে, রাই প্রেমের ভিখারী হই॥৫৩৩॥ কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

মধ্যমান।

বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধন বিনে।

অসার খলু সংসারে সারাৎসার নাম শোনা বীণে।

বৃথা গুণ গুণ রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে; নির্গুণে আর কে তারিবে গুণাতীত গুণ বিনে।

জ্ঞান বিনে অনুরাগ, জান কত রাগিনীরাগ, ভক্তিযোগে যুক্ত কর রাগে য্যান মিটে বিরাগ; মূল কথা শোন মন দিয়ে, মূলমন্ত্র মিশাইয়ে; মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজো বিশ্ব মূলতানে।

দীপক বাসনা জ্ব'লে, য্যান জ্বলে প্রেমানলে, নির্ব্বাণে পাইবে মুক্তি, মল্লারে আনহ জলে; ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়-জয়ন্তী, যখন জলদকান্তি, জয় হবে যম নিদানে॥৫৩৪॥ অজ্ঞাত

যৎ।

আমার মন মজিল সখিরে, কালার পিরিতে।

যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে কুলমান, যমুনা বহে উজান, বাঁশী শুনিতে।

মনে করি ভুলে থাকি, ভোলা নাহি যায় সখি; যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিতে॥৫৩৫॥ অজ্ঞাত

আড়াঠেকা।

হরি বিনে বৃন্দাবনে আর কি অ্যামন শোভা আছে।
শ্রীহরি বিচ্ছেদানলে, তরুলতা সব শুকায়েছে।
শ্রীকৃষ্ণ বিহনে রাধার সোণার অঙ্গ শুকায়েছে।

ফলে ফুলে কুঞ্জ কানন, ছিল য্যান ইন্দ্র ভবন; সে সুখ সম্পদ অ্যাখন, কালা চাঁদের সঙ্গে গ্যাছে।

বৃক্ষেতে নাই পল্লব, পুষ্পেতে নাই সৌরভ; কোকিলের কুহুরব, সে রব নীরব হ'য়েছে॥৫৩৯॥অজ্ঞাত



ভৈরবী—মধ্যমান।

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং তত্ত্ব দূরে যাবে, সংসার বাসনা সনে।

উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব; সর্ব্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।

জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্মতত্ত্বে; তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।

শীতল হইবে প্রাণ, আপনে পাইবে প্রাণ; সমান উদান ব্যান, ঐক্য হবে সংযমনে।

কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় স্বঞ্চ; পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি ক্যামনে।

করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ; দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ ক্ষোরিত সুধার সনে।

মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল ল'য়ে জীবনে, মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।

কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হরি নিস্তার, পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শিব শক্তি আরাধনে ॥৫৩৭॥ দেওয়ান নন্দকুমার।

জংলা—একতালা।

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
কালী জগন্মোহিনী এলোকেশী।
যাকে সবাই বলে কালো কালো, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।

বিষম বিষয়ানলে, দহে তনু দিবানিশি; যখন শ্যামারূপ অন্তরে দেখি, আনন্দসাগরে ভাসি।

মনের তিমির খণ্ড খণ্ড, করে মায়ের করের অসি; মায়ের বদন-শশী, মধুর হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি।

কমল বলে কাশী যেতে, কভু নাহি ভালবাসি; আমার মায়ের যুগল পদে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥৫৩৮॥ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

সিন্ধু—পোস্ত।

আপনাতে আপনি থেক যেওনা মন কা'রো দ্বারে।
যা চাবি তা ব'সে পাবি, খুঁজলে নিজ অন্তঃপুরে।

পরম ধন সেই পরশমণি, যা'চাবি তা' দিতে পারে, ওরে কত মণি প'ড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির না'চ্‌দুয়ারে।

তীর্থ গমন, দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন হইও নারে; তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও মূলাধারে।

কি ভাখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে; ওরে বাজিকরে চিন্‌লেনা সে তোমার ঘরে বিরাজ করে ॥৫৩৯॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

যতনে হৃদয়ে রাখ আদরিনী শ্যামা মাকে।

তুমি দ্যাখ আর আমি দেখি মন আর য্যান কেউ না ভাখে।

কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো, নয়নকে প্রহরী রাখ, সে য্যান ঠিক পথে (সাবধানে) থাকে।

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় রে মন বিরলে ডাকি, রসনাকে সঙ্গে রাখি, সে য্যান মা বলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)

কমলাকান্তের আকিঞ্চন, পায় মায়ের শ্রীচরণ, দরিদ্র পাইলে ধন, সে কি অন্য স্থানে রাখে ॥৫৪০॥ ঐ

বিভাষ—একতালা।

জয় যজ্ঞেশ্বর, জগদীশ্বর, জগজ্জন জগৎ পালন।

হৃষীকেশ হরি, রাসবিহারী, রমানাথ রাধারমণ।

হরি বিশ্বম্ভর, বংশীধর, শ্রীধর গিরিধারণ; তুমি অনাথের নাথ, শ্রীপতি শ্রীনাথ, দীননাথ দীনতারণ।

ত্রিলোক পালক বালকবেশেতে, কর বসুদেব দুঃখ নাশন; তুমি নরকান্তকারী, নরকান্তি ধরি, (কর) নরকুলে জন্মগ্রহণ।

হরি ভকতবৎসল, ভবতারণ, ভানুজ ভয়ভঞ্জন; তুমি গোলকের পতি, অগতির গতি, গোকুলচন্দ্র গোপীমোহন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রহ্মসনাতন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঐ চরণ; ওহে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র, চরণেতে লয় শরণ।

হরি দামোদর দ্বারকানাথ দৈত্যকুলনাশন; তুমি হর হৃদি, নিধি নিরবধি, বিধি করে পদ সেবন।

মুনীগণ-শিরমণি, তুমি চিন্তামণি, নারদাদি মুনির ধ্যানের ধন; করুণাকটাক্ষে, অকিঞ্চন পক্ষে, কর রক্ষে ভববন্ধন।

হরি মুকুন্দমুরারী, হে মনোহারি, হরে বৈকুণ্ঠ বামন; তুমি দূর্ব্বা-দল-শ্যাম, রূপে অনুপম, রামরূপে নাশ রাবণ।

ওহে শ্রীনিবাস, হৃদে কর বাস, বাসনা পদে নিবেদন; সদাই শ্মশা-নেতে বাস, করেন কীর্ত্তিবাস, ক'রে তব নাম কীর্ত্তন।

হরি দান ধ্যান ব্রত, তপ জপ যত, করে তীর্থ ক্ষেত্র পর্য্যটন; হয় সব মনের ভ্রম, বৃথা পণ্ডশ্রম, নাম তুল্য নহে কদাচন।

আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি, ভবে ভ্রমি সদা সর্ব্বক্ষণ; রেখ কমলাকান্তে, অন্তে পদ-প্রান্তে পাই য্যান তব চরণ ॥৫৪১॥ ঐ

পরোজ—মধ্যমান।

ঐ ভয়ে মুদি নে আঁখি। (মা)
নয়ন মুদিলে পাছে তারাহারা হ'য়ে থাকি।

অ্যাক দিন ঘুমা'য়ে ছিলাম, তাহে তারা হারাইলাম, সেই অবধি তারা তোমায় নয়নে নয়নে রাখি।

যখন থাকি শয়নে, তখনি সে ভয় মনে, মুদে তাই দুটী আঁখি
জাগিয়ে ঘুমা'য়ে থাকি ॥৫৪২॥ দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

বুঝনা মন বুঝাইলে পরমার্থ না চিন্তিলে।
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী ব'লে না ডাকিলে।
জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্ম মাত্র কর্ম্মভোগী, শ্যামা নামামৃত ত্যাগী; বিষয় সম্ভোগী হ'লে।
অকিঞ্চণের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি, ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে;—ইন্দ্রিয় বশে ইন্দ্রত্ব, পেয়ে হ'য়েছ উন্মত্ত, প'ড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব; দশেন্দ্রিয় অবশ হ'লে ॥৫৪৩॥ ঐ

সিন্ধু—পোস্ত।

আর কা'রে ডাক্‌বো মাগো, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি অ্যামন ছেলে নই মা তোমার, ডা'ক্‌বো মাগো যা'কে তা'কে।
শিশু যে "মা" বই বলেনা, মা বই তো শিশু জানেনা, মা ছাড়া কভু থাকেনা; আমি থাক্‌বো দেখে কা'কে।
মা যদি সন্তানে মারে, শিশু কাঁদে মা, মা ক'রে, ঠেলে দিলে গলা ধ'রে; কাঁদে মা যত বকে।
জগত জননী হও; পুত্র-ভার মাগো লও, মাগো আবদার সও, তাইতে তনয় তোমায় ডাকে ॥৫৪৪॥ মহারাজা প্রতাপ চাঁদ (বর্দ্ধমান)

লুম ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

তোমা বিনে কিবা সুখ আছে মম এ জগতে।
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিতে।
পদ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য স্থানে যাইতে, কর নাহি করে স্পৃহা তব দ্রব্য ব্যতীতে।
কর্ণ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য কথা শুনিতে, রসনা বাসনা করে তব গুণ গাইতে।
হৃদয় চাহে তোমারে প্রেম আলিঙ্গন দিতে, নয়ন চাহে সতত তব মুখ দেখিতে ॥৫৪৫॥ ঐ

পূরবী—একতালা।

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে, কালী কথা বিনে না শোনে কানে;
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, যা করেন কালী ভাবে সে মনে।
যে জন কালীর চরণ ক'রেছে স্থূল, সহজে হ'য়েছে বিষয়ে ভুল;
ভবার্ণব পাবে সে কুল, বল সে মূল হারাবে ক্যামনে।
রামকৃষ্ণ কয় তেম্‌নি জনে, লোকের নিন্দা শুন্‌বে ক্যানে; আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত পীযুষ পানে ॥৫৪৬॥ ঐ

মহারাজা রামকৃষ্ণ (নাটোর)

জংলা—একতালা।

মন যদি যায় ভুলে। (আমার)
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম, দিও কর্ণমূলে।

এ দেহ আপনার নয়, রিপু সঙ্গে চলে; আন্‌রে ভোলা জপের মালা, ভাসাই গঙ্গাজলে।

ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ, ভোলাপ্রতি বলে; আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে॥৫৪৭॥ঐ

সাহানা—একতালা।

জয়কালী জয়কালী ব'লে, যদি আমার প্রাণ যায়।

শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কায কি বারাণসী তা'য়।

অনন্ত রূপিনী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়; কিঞ্চিত মাহাত্ম্য জেনে, শিব প'ড়েছেন রাঙ্গাপায়॥৫৪৮॥ঐ

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

ভুবন ভুলালেরে কা'র কামিনী, ঐ রমণী।

বামার করে করাল শোভিছে, ভালে করবাল য্যান দামিনী।

সজল জলদ শোণিত অঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে রে; মায়ের শিরে শিশু-শশী, ষোড়শী রূপসী, শশীমুখি কাশী বাসিনী।

অট্ট অট্ট হাসিছেরে, নাশিছে দনুজ মাভৈ ভাবিছে রে; শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে, তব রূপে ভব জননী॥৫৪৯॥

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর (কোচবিহার)

খাম্বাজ—একতালা।

তা'র কি শমনে ভয় মা যা'র শ্যামা।

শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়, ভবে কি আছে ভয়; অন্তে যাবো তা'র ধামে বাজাইয়ে দামা॥৫৫০॥ঐ

ললিত—আড়াঠেকা।

অতি দুরারাধ্যে তারা, ত্রিগুণ রজ্জু-রূপিণী।

না সরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে র'য়েছে প্রাণী।

চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক; অহংবাদী জ্ঞানী-জ্যাখে, তমো রজোতে ব্যাপিনী।

বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ, শঙ্কর প্রভৃতি পদ্ম যোনি; দিয়ে সত্ত্ব গুণ বোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ, এবার জনমের শোধ, মা ব'লে ডাকি জননী॥৫৫১॥ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (কৃষ্ণ নগর)

খাম্বাজ—একতালা।

দীন তারিণী দুরিত বারিণী সত্ত্ব রজ তমঃ ত্রিগুণ ধারিণী।

সৃজন পালন নিধন কারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্ব-রূপিণী।

ত্বংহি কালী তারা পরমা প্রকৃতি, ত্বংহি মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি, ত্বংহি জল স্থল, অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।

শাঙ্খ্য পাতঞ্জল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়, বৈশেষিক বেদান্ত, ভ্রমে হয় ভ্রান্ত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি।

নিরূপাধি আদি অন্ত রহিত, করিছে সাধক জনারহিত, গণেশাদি পঞ্চ, রূপে কাল বঞ্চ, কাল ভয় হরা ত্রিকাল-বর্ত্তিনী।

সাকার সাধকে তুমি সে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার; কেহ কেহ কয় ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, সেই তুমি নগ-তনয়া জননী।

যে অবধি যা'র অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়, তৎপরে তুরীয়, অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোক ব্যাপিনী ॥৫৫২॥

শ্রীশচন্দ্র রায়।

ীয়া—ঠুংরী।

ওরে মন কালী কালী বলনা।

গ্যাল পরমায়ু, আশারূপ বায়ু, দূর ক'রে ক্যান ফ্যালনা।

ভব বন্ধন, দুঃখের কারণ, বুঝে ও কি তা বোঝনা; মিছে ক্লেশ, সুখ লেশ নাই তাহে, মায়া মরীচি ছলনা।

সুখ অভিলাষে, ভোগ বিলাসে, অহরহ সহ কত যাতনা; গতি মতি শকতি হীন, ক্ষীণ দিন দিন, অনুদিন হয় ভগনা।

সময় নিকট হয়, ওরে বিলম্ব নয়, ত্বরায় উপায় কর ভাবনা; ছাড়ি ধন জন, মায়ার বন্ধন, কালীপদে হও মগনা ॥৫৫৩।

মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। (কলিকাতা)

ঝিঁঝিট—একতালা।

শুন গো মম দুঃখ জননী আর সহিতে নারি।

বাল্য বৃদ্ধ যুবা কাল, ঝরিছে নয়ন বারি।

ক্যান যে মম জনম, ভেবে মনেতে বিচারি ; কোন্ পাপ হেতু দণ্ড-বুঝিতে না পারি।

দেখিনা উপায় আর যন্ত্রণা নিবারি ; তাইতো জননী তোর কৃপা-কণার ভিখারী।

দেহ ঠাঁই চরণ নিকট পাতক পরিহারী ; আর কা'র লইব শরণ দাস যে তোমারি ॥৫৫৪॥ ঐ

হরস্তোত্র।

অহরহ কর মন, হর পদ স্মরণ, অপচয় হয় ক্ষয় ভব নদ তরণ।
মনোগত মদ যত, কর সব দমন, তৎপদ রত রহ জয় কর শমন।
তপ জপ কত মত, কর যত যতন, হর পদ ভব ফল সম নয় কখন।
অপ মন সযতন ধর মম বচন, বল বল হর হর জয় হর-চরণ ॥৫৫৫॥ ঐ

বেহাগ—খ্যাম্‌টা।

সংসার সিন্ধু গভীর ঘোর, ক্যামনে তরিব গো।

নাহি মোর পুণ্যলেশ, পাপপুঞ্জ করি অশেষ ; কালী তোর নাম শরণ সার করিব গো।

আয়ু শেষ নিত্য নিত্য, ভোগ মত্ত চপল চিত্ত ; মোহ মুগ্ধ হইয়ে কত কাল রহিব গো।

দেখি জননী বিপদ ঘোর, চরণে শরণ ল'য়েছি তোর ; সঁপেছি সকলি যুগল পায় আর কি বলিব গো ॥৫৫৬॥ ঐ

পুরবী—আড়াঠেকা।

হে বিধি তোমার বিধি বল কে বুঝিতে পারে।
সুজনে পীড়ন কর সুখে রাখ দুরাচারে।

সতীরে কাঁদাও শোকে, সাধুরে ফ্যাল বিপাকে, যা'রে ন্যায় বলে লোকে; তুমি নাহি মানো তা'রে।

অথবা হে অকারণ, দুষি তোমায় অনুক্ষণ, তুমি শুভা-শুভ দান কর কর্ম্ম অনুসারে।

অ্যাক হাটে লোকচয়, ভাল মন্দ ক'রে ক্রয়, আপনার যথা শক্তি, দোষে কে হে বিক্রেতারে ॥৫৫৭॥ মহারাজা বিজয়চন্দ্‌ (বৰ্দ্ধমান)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জয় দুর্গে রক্ষ দুর্গে, ওমা দুর্গতি নাশিনী।
কৃপা কর বিজয়ে মা, চতুর্ব্বর্গ বিধায়িনী।

রক্ষ মোরে মা জয়দে, বিপদ যে পদে পদে; পরাভক্তি ও শ্রীপদে, দাও গো ভব-মোহিনী ॥৫৫৮॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

মা ব'লে তোরে ডাকিলে, জুড়াবে এ পোড়া মন।
মা হীনের বড় সাধ করিতে মা সম্বোধন।

মা-স্নেহ বিশ্ববাঞ্ছিত, বিজয় তাহে বঞ্চিত, সম্বল কেবল তাত, তিনি ধ্যান সুখে র'ন।

সুশীতল তাঁ'র প্রেমে, জুড়াই এ মরুভূমে, সে ভাবে সতত তিনি তোষেন ধ্যান এ জীবন।

জগদম্বে কৃপা-খনি, তুমি বিনা কে জননী, মাতৃহীন অভাগার, ঘুচাবে মনোবেদন ॥৫৫৯॥ ঐ

বেহাগ-খাম্বাজ—একতালা।

চেতনে স্বপনে, নয়নে কি মনে, দেখিতে না পাই তোমারে।
আছ হৃদি মাঝে, তথাপি না বুঝে, ভাসি হে অকুল পাথারে।

পরম রতনে, রাখি অযতনে, সদাই নিরত কাঁচ আহরণে; সুখ অন্বেষণে, ভ্রমি ত্রিভুবনে, না চাহি অন্তর মাঝারে।

আশা পিপাসায়, ভুলি রাঙ্গাপায়, না বুঝি মজিয়া আকুল ব্যথায়; নাহিক উপায়, প্রাণ যায় যায়, ডাকি হে তোমায় কাতরে।

হরি কৃপা করি, বিজয়ে বিতরি, অবশ পরাণে শকতি সঞ্চারি; পাপরাশি নাশি, আপনা প্রকাশি, ঘুচাও অজ্ঞান আঁধারে ॥৫৬০॥ ঐ

জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল।

অনিত্য সংসার ছেড়ে, মজ হরি পদে মন।
এ ভব দুঃখ প্রভব, মাধব সুখ-সদন।

নিখিল এ ত্রিভুবনে, নানা ভাবে নানা স্থানে, পূর্ণরূপে সর্ব্বক্ষণে, বিরাজিত নারায়ণ।

বিজয় ভাবো সে পদ, সকল সম্পদাস্পদ, দূরেতে যাবে বিপদ, হবে দুরিত মোচন ॥৫৬১॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

যে দিকে তাকাই, কুল নাহি পাই, কিযে করি তাই জানিনা।
প'ড়ে মায়াজালে, হরিপদ ভুলে, পাই কর্ম্মফলে, যাতনা।

বিপদ সময়ে, জীবনের ভয়ে, ঠেকি ঘোর দায়ে, ডাকি দয়াময়ে; শকট বিলয়ে, ভুলিয়ে চিন্ময়ে, করিনে চরণে বাসনা।

পাপ অগণন, করি আচরণ, তথাপি সদয় সদা নারায়ণ ; তাঁ'র শ্রীচরণ ক্যান ভোলে মন, কুমতির একি প্রেরণা।

এ ভব সাগর, বড় ভয়ঙ্কর, পার হ'তে পারা অতীব দুষ্কর ; বিরাগ অরিত্রে, করিয়া নির্ভর, ভক্তি তরি কর চালনা।

বাসনা বিহীনে, বিজন বিপিনে, সর্ব্বত্যাগী যোগী ব'সি যোগাসনে ; তাঁ'রে নিশিদিনে, ভাবি অ্যাকমনে, পূরাণ ভকতি কামনা।

অন্তরে নির্ভয়, কহিছে বিজয়, সোজা পথে যেতে যদি ইচ্ছা হয় ; কলুষিত হিয়া, শোধিত করিয়া, পতিত পাবনে ভাবনা ॥৫৬২॥ঐ

নিশাসাক্—ঝাঁপতাল।

কে তুমি মোহন শিশু, আলো করি বিপিনে।
চ'লেছ উদাস ভাবে, হরি হরি বদনে।

কোনো দিকে নাহি মন, চৌদিকে গহন বন, ভয় ক্লেশ ক্ষুধা তৃষ্ণা, জিনিলে হে ক্যামনে।

যথা বৃক্ষে ফল আশে, তাকাইলে ঊর্দ্ধদেশে, দৃষ্টি পড়ে উচ্চতম, স্বচ্ছ নীল গগনে ; তথা ব্যথা পেয়ে প্রাণে, ডাকো দুঃখে নারায়ণে, পেলে তাঁ'রে কোনো জ্বালা রবেনা এ জীবনে।

সরল ভকতি গুণে, কিনেছ হে ভগবানে, যোগে পরাজিত ক'রে, বালকের সাধনে ; সোজা প্রেমে সোজা ভাবে, বিমল প্রীতি প্রভাবে, পেলে দিব্য গতি, শুদ্ধ ডেকে পদ্মলোচনে।

বিজয় যাচে তোমারে, দয়া ক'রে বলো তা'রে, কি হ'লে সুলভে
মিলে, সে করুণা নিদানে ॥৫৬৩॥ঐ



সাহানা—যৎ ।

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি খান্ উড়্‌তে ছিল।
কলুষ কু বাতাস পেয়ে, গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গ্যাল।

(ঘুড়ির) লক্ ছিল তা'র সত্ত্বগুণে, ছ' জনাতে আন্‌লে টেনে, রজ, তমঃ এ দু'জনে ভবার্ণবে ডুবাইল।

(ঘুড়ির) মায়া কা'নে হ'লো ভারি (আমি) আর ঘুড়ি উঠাতে নারি, দারা সুত কলের দড়ি, ফাঁস লেগে তা'য় ফেঁসে গ্যাল।

(ঘুড়ির) জ্ঞান মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে, মাথা নেই সে আর কি ওড়ে, সঙ্গের দু'জন জয়ী হ'লো।

ভক্তি ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগ্‌লো ধাঁধা, নীলাম্বরের হাঁসা কাঁদা, না আসা অ্যাক ছিল ভাল ॥৫৬৪॥ঐ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ॥

ভৈরবী—পোস্ত ।

ওরে মন তোর পায়ে প'ড়ি যা' বলি তা' শোন্।
বিরলে বসিয়ে ভাবো, শিবের সেবিত ধন্।

কি কারণে মহারণো, অচৈতন্য আছ মন; এ যে বে'দের বাজি, সকল ফাঁকি, হাঁসের ডিম আথায় যামন।

তুমি কা'র কে তোমার, কা'র জন্যে জ্বালাতন; আখ পলকে সৃজন হয়, পলকে হয় পতন।

সকল কি তোর সঙ্গে যাবে, যত কর উপার্জ্জন; ম'লে হবে দণ্ডী, দেবে পিণ্ডি, উর্ণা তণ্ডুল সম্ভাবন।

তুমি চঞ্চল হ'য়েছ বড়, যাবে ব'লে বৃন্দাবন; তোমার হৃদাসনে রাধাকৃষ্ণ, তাঁ'দের কর দরশন।

দ্বিজ নরচন্দ্র কয়, শ্যামা কভু মেয়ে নয়; সে যে বাজায় বাঁশী, ধরে অসি, অন্তে হয় সে নারায়ণ॥৫৬৫॥ নরচন্দ্র রায়।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সকলি তোমারি ইচ্ছে ইচ্ছেময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।

পঙ্কে বদ্ধ কর করি, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, কা'রে দাও ইন্দ্রত্ব পদ মা কা'রে কর অধোগামী।

যে বোল্ বলাও তুমি, সেই বোল্ বলি আমি, তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র, তন্ত্র সারের সার তুমি॥৫৬৬॥ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মন যে আমার দুল্‌ছে হরি।
কিসে এ দোলা নিবারণ করি।

হেরে ভব নদীর তুফান, দুলতেছে নাথ তনু তরী; অ্যাখন খেয়া ঘাটে ভাব্‌ছি ব'সে, এসহে পারের কাণ্ডারী।

দীন পূর্ণচন্দ্রে কহে, ব'সো ভক্তির হা'লটি ধরি ; অনায়াসে পারে গিয়ে হবো নিত্য সুখের অধিকারী ॥৫৬৭॥

রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া) ।

ভৈরবী—একতালা ।

মনোযোগে মনোযোগ করহ সাধন ।

এ নয় অসাধ্য সাধন ।

কি প্রয়োজন আসন, কি প্রয়োজন চন্দন, রেচক পূরকে নাহি প্রয়োজন ।

অনুতাপ অগ্নি জ্বালি, চিত্ত মধ্যে দেহ ঢালি, শ্রদ্ধা ভক্তি হবি দিয়ে করহ দাহন ।

মন অতি সমল, কর তা'য় নির্ম্মল পাইবে হে বিমল অমূল্য রতন ॥৫৬৮॥ প্যারী চাঁদ মিত্র (কলিকাতা) ।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা ।

বিপদ কে বলে বিপদ ।

বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ ।

তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার ; চরমে হবে নিস্তার এ জন্য বিপদ ।

কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ ; পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ ।

বিপদ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন, করিয়া পাপ নিধন, স্থায় নিরাপদ।

তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ, বিপদে সম্পদে ধ্যান, ভাবি ঐ পদ।৫৬৯॥ঐ

খট-ভৈরবী—যৎ।—

* অ্যাখনো কি ব্রহ্মময়ী হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।

ভুলা'য়ে ভবে আনিলি, বিষয়ের বিষ খাওয়াইলি মা; বিষের জ্বালায় জ্বলি যত, দুর্গা ব'লে ডাকি তত।

জ্ঞান রত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি (অ্যাখন)
হিসেব ক'রে ছ্যাখ দেখি মা আমার দুঃখের বাঁকি কত॥৫৭০॥

গৌরমোহন রায়।

সোহিনীবাহার—যৎ।

(ওগো) জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজি।

মগে বলে ফরাতরা, গড বলে ফিরিঙ্গি যারা মা, খোদা ব'লে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।

* কাহারো কাহারো মতে, এইটী মহারাজা রামকৃষ্ণের গান

শাক্তে তোমায় বলে শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা, সৌর বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজী।

গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষে বলে তুমি ধনেশ মা, শিল্পীবলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।

শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে, অ্যাক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হ'য়েছে পাজি ॥৭১॥ রামদুলাল মুন্সী।

দেশমল্লার—ঢিমে তেতালা।

তারিণী মম মনে এই অভিলাষ।

বিষয় বাসনা ত্যজে হইব তোমার দাস।

মুনি ঋষি আদি তব, দাসত্ব বঞ্চিত সব, সে দাসত্ব আমি পাবো, ক্যামন হ'তেছে ত্রাস।

কৃপাময়ী তুমি অতি, গতি বিহীনের গতি, যদি আশু দীন প্রতি কর করুণা প্রকাশ ॥৭২॥ আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) (কলিকাতা)

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে গো তারা আমার এবার।

আমি দীন-হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার।

হইয়ে বিষয়াবৃত, কুপথে যে মন রত, নাহি ভাবি পরমার্থ তত্ত্ব অ্যাকবার।

অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি, রবি সুত দূত ভীতে আশু কর পার ॥৭৩॥ ঐ

সিন্ধু—পোস্ত।

অন্নদার দ্বারে আজ পাতকী পেতেছে পাত।
পলাইতে পারিবেনা, পরশিতে হবে ভাত্।
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যা'তে জন্মের সাধ, যে প্রসাদ পেয়ে শিব, নাচেন হ'য়ে উর্দ্ধ হাত্ ॥৫৭৪॥ ঐ

আড়ানাবাহার—তেওট।

সেইরূপে হৃদে হরি হও হে উদয়।
যা'তে ভুলাতে ব্রজপুরের গোপিনীচয়।
সে যে সজল জলধর, শ্যামল কলেবর, সহাস্য ওষ্ঠাধর; অমৃতময়।
তাহে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, শরদিন্দুবদনা, সৌদামিনী রাধে শোভা পায়; এই সাধ মনে করি, বামে লও রাসেশ্বরী, প্রাণকৃষ্ণের হরি শমন ভয় ॥৫৭৫॥ প্রাণকৃষ্ণ হালদার। (চুঁচুঁরা)

No name can be given to God, but He is not unknown and unknowable.

পরজ বাহার। কাওয়ালী।

কি ব'লে তোমারে ডাকিব। (ভাবি তাই)
আদি নাই অন্ত নাই, কি নাম তোমারে দিব। (বল)
সাকার কি নিরাকার তুমি, ক্যামনে তা বল প্রভু জানিব আমি;—(যখন) সাকার জড় জগত, নিরাকার মন তব সৃজিত; সর্ব্বরূপের আধার তুমি কি রূপে ধ্যানে করিব। (তোমায়)

এ সব বিচার, এ ভাবনা, আমাদের কেবলমাত্র কল্পনা; তুমি কি তা তুমিই জান, আমরা মূঢ় অজ্ঞান, আমাদের দয়া ক'রে যা বলাবে তাই বলিব।

(তোমাকে) চিনিনা, জানিনা, জানিতেও পারিনা, এ বিষম কথা বলা নাহি যায়; যখন যেদিকে চাই (তোমার) মহিমা দেখিতে পাই, তব প্রেম সর্ব্বজীবে আনন্দে ভাসায়—"জানিয়াছি জানিনাই" এই কথা কি বলিব?

ভগ্ন ঘরে ক'রে বাস, অ্যাখন এই অভিলাষ, থাকে য্যান রতি মতি তব চরণে; শেষ কটা দিন এই ভবে, কাটে য্যান দাস ভাবে, দেহ ছেড়ে যাবার দিনে ক'রো যাহা ইচ্ছা তব ॥৫৭৬॥

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। (কলিকাতা)

Resignation, the true worship of God.

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

যা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার; কি দিয়ে তবে পূজিব তোমায়।

আত্ম সমর্পণ করি, লওহে (নাথ) দয়া করি; তোমার ধন তুমি লও, কায নাই আমার তা'য়।

এইমাত্র ভিক্ষা করি, য্যান দিবা শর্ব্বরী; রাখিতে পারি মনে সদাই তোমায়।

স্মৃতি পথে থাক্‌লে তুমি, ভাবনা কি আর করি আমি; সকল ভাবনা ঘুচে যাবে, মুক্তি পাবো তব কৃপায় ॥৫৭৭॥ ঐ

Career of a Sinner, who at last repents.

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রতিক্ষণে করিতেছি তোমার নিয়ম লঙ্ঘন,
অনিত্য সুখ লালসায় ঘুরিতেছি অনুক্ষণ।

ইন্দ্রিয়গণ সহকারে, বিবেক বিসর্জ্জন দিয়ে; হইয়াছি দিশেহারা পেয়ে পাপের প্রলোভন।

পাপের প্রবাহ অতি, ভয়ানক বেগবতি; কুল কিনারা নাহি দেখি, স্রোতে ভেসে যাই; সম্মুখে সাগর ভীষণ, অপার সীমা বিহীন, (যা'র) তরঙ্গে খায় হাবুডুবু, আমার মত পাপীজন।

তা'দের দুর্দ্দশা কে পারে বর্ণিতে, বাঁচাও হে বাঁচাও, এই প্রার্থনা, এ বিপত্তি হ'তে বাঁচাও; সন্তানে ক'রোনা হেলন, শক্তি দাও করিতে তোমার নিয়ম পালন ॥৫৭৮॥ ঐ



Heavens declare the glory of God.

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

দ্যাখ দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ গগন মণ্ডলে।

কি শোভা ক'রেছে সেথা গ্রহ তারা দলে, যান প্রকৃতি সাজায়ে রেখেছে জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পদলে, দিতে পুষ্পাঞ্জলি বিধাতার চরণ কমলে।

দূরবিন সহকারে বিজ্ঞানের বলে, দ্যাখ অদ্ভুত রূপ তা'দের জ্ঞান চক্ষু মেলে।

দেখিবে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য, চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে ॥৫৭৯॥ ঐ

Sick man's Prayer for remission of his sufferings.

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

সয়না, রোগের যাতনা আর সয়না,
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণা।

কৃপাদৃষ্টি থাকলে তোমার, থাকে না তো (কোন) যাতনা, দিয়ে এ বিশ্বাস, ক'রনা নিরাশ, (অ্যাকবার) স্নেহ নয়নে চাওনা।

কোপ দৃষ্টি ফিরিইয়ে নাও, আর বাঁচিনা বাঁচিনা; সকলি খা'দ, অধিক পোড়ালে কিছুই থাকবেনা।

জানি প্রভু, যা' কর তুমি, তা' সবে হয় মঙ্গল সাধনা, তবু কাতর হ'য়ে আমি ক'রেছি যে প্রার্থনা; তা'তে যদি হয়ে থাকি তব কাছে অপরাধি, নিজগুণে দয়াময় করহে মার্জ্জনা।

কা'রে দুঃখ জানাই প্রভু তোমাবিনা, তুমি ছাড়া কে আছে বুঝিতে মনের বেদনা; কে আছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাইনা,
তাই কেঁদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জ্বালা যন্ত্রণা ॥৫৮০॥ ঐ

Reflections in old age on a misspent Life.

6-6-1903

ললিত—আড়াঠেকা।

জীবন ফুরায়ে এলো, তবু ভ্রম ঘুচিল্‌না।
আলো থাকৃতে দেখতে পেলেনা, আঁধারে কি ক'র্‌বে বলনা।

জ্ঞানচর্চ্চা অনেক হ'ল, আসল জ্ঞান না জন্মিল; পাপে নিবৃত্তি, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, ঈশ্বরে ভক্তি ভুলেও হ'লনা—মানব জনম বৃথা গ্যাল,

অ্যাকবার ভাবিলেনা; অ্যাখন আর আছে কি উপায়, সেই জগৎ পিতার কৃপা বিনা।

তিনি হে কৃপাসিন্ধু, দয়াময় দীনবন্ধু; ডাকো তাঁ'রে প্রাণভ'রে, হ'য়ে তন্‌মনা:—ত'রে যাবে অনায়াসে, মুক্তি পাবে অবশেষে, স্থির থাকো সেই আশে, ক'রোনা কোন ভাবনা ।৫৮১॥ ঐ

Reflections on approach of Death.

16-6-1903

ললিত—যৎ।

ভয় ক'রোনা রে মন, দেখে শমনের আগমন, শত্রু নয় সে পরম বন্ধু, তা'রে কর আলিঙ্গন।

এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়, ল'য়ে যাইতে তোমায়; করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।

দুঃখ পেয়েছিলে কর্ম্মফলে, তা'যায়নাই বিফলে, সে সব দুঃখ হ'য়ে আছে, নিত্য সুখের কারণ;—সে সব কৃপাময়ের কৃপা শাসন, নহে অনর্থক পীড়ন।

বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়া শৃঙ্খলে, এসেছে সে কাটিতে, ঐ দারুণ বন্ধন; দেহ পিঞ্জরের দ্বার, করিয়ে উদ্ঘাটন, (উন্মোচন) দিতে তোমায় সুখময়, অনন্ত জীবন।৫৮২॥ ঐ

রামপ্রসাদি সুর।

মা আমি সন্ন্যাসী হব,

আমার সাধের সংসার ত্যাগ করিব।

সোত্তরে পা দিয়েছি মা, আর ক্যান মায়ায় ভুলিয়ে রাখ, অ্যাখন মাঝে মাঝে যেতে দেমা, মন খুলে গে' তোমায় ডাকি।

যখন কালে করবে শমন জারি, তখন খাটবেনা তো জারিজুরি, তাই বলি মা এগিয়ে থাকি, তোমায় দোষে খালাষ করি।

মাতা পিতা বিহীন হয়ে, প্যারি চরণে মানুষ হ'লাম, আবার তোমার কৃপা দৃষ্টি পেয়ে, লোক মাঝে গণ্য হ'লাম।

অনেক সুখ দিয়েছ গো মা, সাধের কিছু নাই কো বাঁকি, কে বল সাধের মধ্যে একটী আছে, দেখতে তোমার চরণ দুটী।

যা' দিয়েছ ঢের দিয়েছ, এতেই আমি তুষ্ট আছি, নিচের দিকে চাইলে পরে, আপনাকে যে সুখী দেখি।

উঁচুতে নজর দিইনে গো মা, পাছে তোমায় গা'ল দে' ফেলি, আমি আপনার পানে আপনি দেখি, আর আনন্দেতে তোমায় ডাকি।

অধিক আশা করিনে মা, প্যাছে আরো জড়িয়ে পড়ি, এতেই যাব মুখে বলি, যাবার সময় কেঁদে ফেলি।

কত আব্দার ক'রেছি মা, কতই পদে অপরাধী, অ্যাখন ক্ষমা কোরে নিজগুণে তরা মা গো এ ভুবনে ॥৫৮৩॥

ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার। (কলিকাতা)

ললিত—আড়াঠেকা।

শান্তময়ী শান্ত করো, দুরন্ত অশান্ত মনে।
সে যে রত অবিরত, বিষম বিষয় চিন্তনে।
ধ্যান মন্ত্র বারণ, নাহি মানে বারণ, করো মাগো নিবারণ, শান্তি বারি সেচনে।
প'ড়েছি বিষম ফেরে, কিছুতে মন নাহি ফেরে, কেবল আশার আশায় ফেরে, সান্ত্বনা না মানে; হ'লোনা যে সাধনা, যাতনা সহেনা, কর মা গো করুণা, রাখ ঐ চরণে ॥৫৮৪॥ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

আতপালা জান মা আমার, তোমার মায়া বোঝা ভার।
যা' মনে হয় তাই করো, ইচ্ছাময়ী নাম তোমার।
এই হাসাও, এই কাঁদাও, আশা দিয়ে সবায় ভুলাও, কারু দাও মা রাজ্যভার, কারুর কর কোপ্‌নি সার।
বিপদে সম্পদে, বিষাদে আনন্দে, সুখে দুঃখে তুমি মাত্র আমার আধার ॥৫৮৫॥ঐ

বাউলে—একতালা।

হরিনাম সুধারস, পিয় পুরি মানস, অলসের বশে কাল হ'রোনা।
হরি হতে সহস্রগুণ, শ্রীহরির নামের গুণ, তুলে তুলে নামের গুণ পেলে তুলনা।

সত্যভামা ব্রত ছলে, শ্রীকৃষ্ণেরে তুলে তুলে, মণিরত্ন আদি দিলে, তুল টলেনা; তুলসী পত্রে লিখে হরি, দিলেন ধরি তুলোপরি, হরি হ'তে নাম ভারি সেই হ'তে জানা।

লইলে শ্রীহরির নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম, প্রাপ্ত হয় কৈবল্যধাম বেদে বর্ণনা; কর শ্রীহরি কীর্ত্তন, শুন হরি গুণগান, হরি ভিন্ন অন্য কোন রসে ম'জনা।

বাসনায় রসনা যন্ত্রে, সাধনা শ্রীহরি মন্ত্রে, সুস্বরে সুকণ্ঠে তন্ত্রে, দিয়ে মূর্চ্ছনা; ছয় রাগে অনুরাগে, ছত্রিশ রাগিণী যোগে, তালে লয়ে দ্রুতবেগে হরি সাধনা।

হরের্নামৈব এই কথা, কলৌনাস্তেব গতিরন্যথা, তপস্বী ঋষির গাথা, গীতা বর্ণনা; তিনবার হরে হরে, বলিলে কলুষ হরে, হরি ব'লে উচ্চৈস্বরে হরে বেদনা।

হরির নাম অগতির গতি, নামে কর রতিমতি, নাম কর নিতি নিতি, দিবারাতি ছেড়না; কহে দীন খগপতি, ভবধব পশুপতি, কেবল হরিনামে মতি, রতি টলেনা ॥৫৮৬॥ রূপচাঁদ পক্ষী।

মিশ্রদেশ—খ্যামটা।

ভাংলোনা তোর মায়ার ঘুম।
বিষয় মদে, চক্ষু মুদে, শুয়ে আছ বে-মালুম।

ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্যে তুমি মনে কর বাদসা রুম; এ প্রপঞ্চ অ্যাক্‌ সাজ সেজেছ, ঠিক য্যান ভাই হাতুম থুম্‌।

তোর সঙ্গের ছটা, বড় ঠ্যাটা, ওদের চটা বে-মালুম ; জ্ঞান অনলে দে'না জেলে, ক'রে হরিপূজার ধুম। (ধুম)।

অ্যাখন দারা পুত্র, জাতি গোত্র সকলে শুন্‌ছে হুকুম ; শিবনেত্র হবা মাত্র, আপনি হবিরে নিঝুম।

রবি সুতের দূত ধ'রবে, হবেরে মজা মালুম ; কৃমি ক্ষুদে দেবে গেদে দিয়ে বিপদে তুড়ুম।

স্বর ব্রহ্ম, না জেনে মর্ম্ম, সাধো ব'সে তানুম তুম ; রাগেতে তোর নাই অনুরাগ, কে শোনে তোর ঝিঁঝিট লুম।

কপট ভক্তির বিষম জ্যোতি, বাহ্যাড়ম্বর বড়ই ধুম ; খগ ভণে সাধন বিনে দেহ গেহ শ্মশান ভূম ॥৫৮৭॥ ঐ

খাম্বাজ—খ্যামটা।

ভগ্ন খাঁচায় বিরক্ত হয় প্রাণপাখী।

মাচার খুঁটী হ'লো মাটী, ক্রমে বক্র হয় দেখি।

সাড়ে তিনটি হাত, হচ্চে ক্রমে কা'ত, উড়বে পাখী দিয়ে ফাঁকি, বাজি ক'রে মাত ; হ'লো খাঁচা জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন, শব প্রায় হায় সব দেখি।

ধন্য শিল্পকর, ক'লে খাঁচার ন'টা দ্বার, কল কৌশলেতে বানালে গঠন পরিষ্কার ; পাদপদ্ম, নাভি পদ্ম হৃদপদ্মের নাই বাঁকি।

এই খাঁচার যে কাণ্ড, কি জানবে পাষণ্ড, খাঁচার ভেতর পরাৎপরের ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ; এতে খুঁজে নিলে সকল মেলে সহস্রদল নিরখি।

তিন্‌টি খাঁচার তার, ব্যাড়া নবদ্বার, হালে দোলে, পল বিপলে, থামলে অন্ধকার; কহে খগপতে, পাঁচ ভুতেতে, আছে ইথে ভাবছো কি ॥৫৮৮॥ ঐ

একতালা।

মুখে বল ববমভোলা।

রবেনা রবেনা ভবেরি জ্বালা; জাহ্নবীর জল, শিরে ল'য়ে ঢাল, কোরোনা কোরোনা কথন হ্যালা।

হর হর হর, গঙ্গাধর, বাবা, তোমার মহিমা দেবের অগোচর; মাঠে উঠে হ'লে তারকেশ্বর, মুকুন্দ ঘোসেরে দ্যাখাতে লীলা ॥৫৮৯॥ ঐ

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে, ক্যান হও প্রবঞ্চিত।
বিপদ কালে দেখিবে, কে তব সুহৃদ কত।

রূপ গুণ ধন যৌবনে, শ্রুতি মধুর বচনে, বিমোহিত হয় যেই, সেই অতি অবোধ চিত।

অদ্য যে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত করে বুকে, কল্য সে বিবাহ তরে, হইতেছে সুসজ্জিত।

নয়নান্তরাল হ'লে, কে কা'কে আপন বলে, সরল হৃদয়ে ভালবেসে, হয় আনন্দিত।

প্রেমের আকর যিনি, তাঁ'রে ভাল বাস তুমি, পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্যসুখ অবিরত ॥৫৯০॥ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

খাম্বাজ-মধ্যমান ঠেকা।

সেই কালো রূপ সদা পড়ে মনে।

ভুলিতে বাসনা করি, ভুলিতে না পারি প্রাণে।

দেশেতে হ'য়েছি দোষী, প্রতিবাদী প্রতিবাসী ; তবু কালো ভাল-বাসি, অভিলাষী নিশি দিনে।

ভাবি অন্য মনে থাকি, গৃহ কাযে মন রাখি ; কিছুতে যে না হই সুখী, উপায় দেখিনে—য়া'র লাগি, অাঁত জ্বালা. সেরূপ হ'লো জপ-মালা ; কি গুণ ক'রেছে কালা, হ্যালা হ'লো কুল মানে ॥৫৯১॥

শ্রীধর কথক।

ধানিমিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই কোথা বা জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই।

ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

কে খ্যালায় আমি খেলি বা ক্যান, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে য্যান, এ ক্যামন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর যেমতি সমীরে ; অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।

জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়, ক্যান বা এসেছি কেবা নিয়ে যায় ; যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল, কত আসে যায় হাসে কাঁদে গা'য়, এই আছে আর তখনি নাই।

কি কাযে এসেছি কি কাযে গ্যাল ; কে জানে ক্যামন কি খ্যালা

হ'লো ; প্রবাহের বারি বহিতে কি পারি, যাই যাই কোথা কুল কি নাই।

হওহে চেতন ঘুমাইও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ; কর তমো নাশ হও হে প্রকাশ, তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই ॥৫৯২॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জান্‌তে মনে অভিলাষী।

মা আমার কি পাপে আঁধার হ'ল আনন্দ কানন কাশী।

দুর্গা ব'লে যাত্রা ক'রে, গিয়াছিলাম বারাণসী, দুর্গা নামের ফল ফলিল, কাশী হল গলার ফাঁসী।

আমায় অর্দ্ধ ফাঁসে রাখলি দিয়ে, ক্যান গো মা উমাশশী।

পুর ফাঁস দিলিনে তারা, শৈল-সুতা সর্ব্বনাশী।

পাপী যাচ্চে বেণী তীরে, তারে স্থাথ' দিও কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ'রে, দেখ মা য্যান পতিত না হয় ভাবিনী ॥৫৯৩॥ কৃষ্ণভাবিনী দাসী—মল্লিক।

কুল দাও কুল কুণ্ডলিনি।

অকুলেতে প'ড়ে, তারা, হাবু ডুবু খায় ভাবিনী।

প'ড়েছি ভব সাগরে, তুমি বিনা কে উদ্ধারে ; নব দেহ ধারণ ক'রে লীলা ক'রে ছিলেন ব'লে, কৃষ্ণলীলারূপে, কুল পেয়েছেন রাধারাণী ॥৫৯৪॥ ঐ

গাড়া ভৈরবী—একতালা।

চিরদিন কখন সমান না যায়।

কভু বনে বনে, রাখালের সনে, কভু বা রাজত্ব পায়।

অদৃষ্টেরি ফল, কে খণ্ডাবে বল, তা'র সাক্ষী দ্যাখ মহারাজা নল; রাজ্যভ্রষ্ট হ'লো, দময়ন্তী হারালো, গ্রহদোষে কষ্ট পায়।

শুন হে ভারতী, অযোধ্যার পতি, রাজা হবেন রাম বনে হ'লো গতি; পঞ্চবটী বনে, দুষ্ট দশাননে সীতা সঁতী হ'রে লয়।

পাণ্ডু পুত্র দ্যাখ রাজা যুধিষ্ঠির, সসাগরা ধরা শাসে পঞ্চবীর, পাশা পণে হারি, সঙ্গে ল'য়ে নারী, অরণ্য করে আশ্রয়।

শুনেছি পুরাণে হস্তিনা ভুবনে, পাশা খেলে পাণ্ডুপুত্র গ্যাল বনে, অজ্ঞাত রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে কাল কাটায়;—দ্যাখ সুখ দুঃখ, সকলি প্রত্যক্ষ, য্যান জল বিম্ব প্রায়॥৫৯৫.। প্যারীমোহন কবি রত্ন।

আলেয়া—ঠুংরী।

শ্যামাধন সাধন কর, সামান্য ধনে কি হবে।

নিলে খুলে নিধন যে ধন, সে ধনে মন কায্ কি তবে।

রূপো সোণা মণি মাণিক, উপাসনা করে বণিক, এ সব সম্পদ্ ক্ষণিক, ভাগিদারে ভাগ বসাবে।

ধান্য ধন ধরণী ধন, হয় হস্তি গোধন পো ধন, জ্ঞান তুলেতে কর ওজন, এসব ধনে পাষাণ সবে—কি ছার বস্তু পরশ পাথর, বাঞ্ছে যত অবোধ নর, তন্ত্রে বলে তাহা ইতর, সাধক যে সে ক্যান ছোঁবে।

অমর আরাধ্য ধন, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ধন, শঙ্করের সঞ্চিত যে ধন, সঙ্গেতে সঞ্চিত রবে; ধনেশ্বর ব'ল্‌বে ধনী, মহেন্দ্র মানিবে মানি, সুর পুরে জয়ধ্বনি, সুরধুনী কোলে নেবে ॥৫৯৬॥ঐ

গৌরী—একতালা।

কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন, যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মস্‌জিদে গির্জ্জে কি মন্দিরে।

শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে, বনে প্রস্রবণে শব্দে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।

পাতে পোতে পথে, ঘাটে ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে, যাগে যোগী মঠে, সরলে কি শঠে, হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাথারে প্রান্তরে।

লণ্ডনে মার্কিণে, ফ্রান্সে কি চিনে, বর্ম্মা বেঙ্গলে, বোম্বে হিন্দুস্থানে, নেপালে কি ভোটে, কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্ম অণ্ডে কি অণ্ড বাহিরে।

গয়াগঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষ পাড়া পেঁড়ো নদীয়া মেদিনে, রিভার জর্ডনে গার্ডেন অব ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে।

ভারত অশক্ত যে ভাব ধারণে, সাঙ্খ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শ দর্শনে, বাইবেলে মিল্টনে, কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।

তিনি কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা যীশু, কালী কি কানাই নম্র-শিশু বাবু, কোন্ নামে কোন্ ডাকে, সাড়া দ্যান কা'কে, স্বরূপ বলিতে সেই পারে ॥ ৫৯৭॥ঐ

বাহার—ঝাঁপতাল। (উত্তর)

জানিতে সে জন, চাহ যদি মন, ভজ সেই জন, ভক্তি ক'রে।
গুরুদত্ত পথে, সাধুজন মতে, স্বীয় মন রথে পরমাদরে।
বেদ ভেদ মন্ত্র গীতা ভাগবত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু আদি যত, বিবিধ বিধানে, বিধি ভক্তি মত, সাধন ভজন কর সাদরে।
কাশীনাথ তুচ্ছ করি কাশীধাম, পঞ্চ মুখে সদা গায় যাঁ'র নাম, সে বিভূ চরণ, পরম কারণ, স্মরণ মনন কর অন্তরে।
গুহক চণ্ডালে পেলে ভক্তি ক'রে, ভল্লুকে বানরে ভজিল যাঁহারে, চরাচর সার, সেই বিশ্বাধার, সদা কর সার স্বীয় অন্তরে।
এব্রাহিম নবি আদি পয়গম্বরে, ঐকান্তিকী ভক্তিতে পাইল যাঁহারে, যীশুখৃষ্ট ভীতে, যাঁ'রে বলে পিতে, সাবহিত চিতে ভজ তাঁহারে।
সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবান, ঘটে পটে মঠে সর্ব্বত্র প্রকাশ সমান, সূর্য্য অ্যাক হয়, প্রতিবিম্বচয়, তেন বিশ্বময় জেনো ঈশ্বরে ॥৬৯৮॥

চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন।

মুলতান—একতালা।

তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল্।
দিয়ে মায়া বেড়ি পদে, (মাগো) ফেলিয়ে বিপদে, ব'সে ব'সে নাড়িছ কল্।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটো ছুটি করি ভূমণ্ডল ; হ'য়ে অর্থ অভিলাষী, (মাগো) আনন্দেতে ভাসি, সর্ব্বনাশী জানিস্ কতই ছল্।

এনে ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, দীন নিলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল; আর বাঁচতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণি ধ'রে খাই হলাহল্ ॥৫৯৯॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

বৃথা দিন গ্যাল হে হরি। আমি ভজন সাধন কথন করি।

প্রভাতা সর্ব্বরী, হ'লে মনে করি, তুলসী কুসুম চয়ন করি; আমার এমনি মায়াযোগ, (হরি হে) হয়না মনোযোগ, ভূতের ব্যাগার খেটে মরি। (কেবল)

অভিলাষ করি, হৃদয়েতে ধরি, শমন দমন চরণ-তরী; আমার রইল মনে সাধ, হরিষে বিষাদ, বিবাদ কল্লে ছ'জন অরি। (ঘরে ঘরে)

আমার বৃথা হ'লো আশা, বৃথা ভবে আসা, নিরাশা-সাগরে ডুবে মরি; আমার কেহ নাই বন্ধু (হরি হে) ওহে দীনবন্ধু, ভবসিন্ধু কিসে তরি। (বল আমি)

পালাইতে চাই, পথ নাহি পাই, কুসঙ্গে র'য়েছে ঘেরি; আছে চতুর্দ্দিকে ব'সে, বেঁধে মায়াপাশে, রমানাথে ভাষে কি ঝকমারি ॥৬০০॥

রমানাথ ভট্টাচার্য্য।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তুমি না চেনালে পরে, কে তোমারে চিন্তে পারে।

চিন্তে পারে তা'রা তারা, যা'রা তোমারে চিন্তা করে।

অচিন্ত্য রূপিনী তারা, কে চিনিবে চিন্তাহরা; তোমারে যে চিন্তে পারা, ভার হ'লো আমারে।

কিরূপে পারিব চিন্তে, দৈবে যদি করি চিন্তে; ভুলায় আসি নানা চিন্তে, তব পদে চিন্তা হরে।

যদি নাহি চিন্তে পারি, ক্ষতি নাই তা'য় তোমারি; তুমি না চি'নিলে ভারি ক্ষতি আমার এসংসারে।

ভবে আসা যাওয়া করি, তোমায় কভু নাহি হেরি; তবে তো চিনিতে পারি চেনা চিনি থাকলে পরে ॥৬০১॥ কৈলাস নাথ মুখো।

আলেয়া—একতালা।

তারিনী দিলেনা দিলেনা দিন।
তারা তারা তারা জপি সারাদিন।
নানা উপসর্গে, দিন যায় দুর্গে, পরিবার বর্গের পরিশোধে ঋণ্।
গ্যালনা গ্যালনা বিষয় বাসনা, হ'লোনা মলিনা পরউপাসনা;
শঙ্করী সর্ব্বানী শিবে শবাসনা, রটেনা রসনায় ভ্রমে অ্যাকদিন।
দ্বিজদাস অভিলাষী এই তারা, পূর্ণানন্দে পূর্ণকর নয়ন তারা,
সদানন্দে রেখো সদানন্দ দারা, নিরানন্দ ধরায় ভেবে হ'লাম ক্ষীণ ॥৬০২॥
বিপ্রদাস তর্কবাগীশ।

কীর্ত্তন ভাঙ্গাস্থর—একতালা।

ওরে রাম ক্যামনে, দিই বিদায় এ প্রাণে।
অ্যাকবার আয় রে কোলে, সাধনের ধন আমার সর্ব্বস্বধন, ও বাপ তোর শোকে তোর পিতা প'ড়ে ধরাতলে।

কত যাগ যজ্ঞ ক'রে, পেয়েছি বাপ তোরে, রাজাহবি রাম ব'স্‌বি সিংহাসনে; কে সাধিল বাদ, হ'লো হরিষে বিষাদ, বুঝি অন্ধ মুনির শাঁপ ফ'ল্লো অ্যাত দিনে ॥৬০৩॥ অজ্ঞাত

তোর কুন্তল হার মণি, কৈরে রঘু মণি, নুপুর দুখানি কৈ চরণে; ছিন্ন ভিন্ন বেশ, ছিন্ন ভিন্ন চাঁচর কেশ, ও বাপ ক্যামনেতে যাবি সে কঠিন কাননে।

তোর জটা বাকল হেরে, মন প্রাণ বিদরে, অ্যামন করে অঙ্গে দিলে কোন প্রাণে; তোর বিদায় শুনে, আমার বক্ষে শেল হানে, ও বাপ তুই ক্যান রে যাবি আমি যাই সে বনে।

মায়ে দিয়ে মনস্তাপ, যেওনারে বাপ, দিব জলে ঝাঁপ কায কি এ প্রাণে; তুই গুণের নিধি, বুঝি বাম হ'লো বিধি, হ'লো সুদিনেতে কুদিন যদুদাসে ভনে ॥৬০৪॥ যদুনাথ দাস।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িরে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরী।
মোহ-ঝড়ে মায়া তুফান, ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।

অ্যাকে মন মাঝি আনাড়ি, তা'তে ছ'জন গোঁয়ার ডাঁড়ী; কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবু ডুবু খেয়ে মরি।

(এমা) ভেঙ্গেগ্যাল ভক্তির হা'ল, ছিড়ে পড়্‌লো শ্রদ্ধার পা'ল,

নৌকা হ'লো বান্‌চা'ল্‌ বলো কি করি; উপায় না দেখি আর, নীলকমল ভেবে সার, তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গা নামের ভ্যালা ধরি ॥৬০৫॥ নীলকমল হালদার।

ভৈরবী—মধ্যমান।

যা রে শমন এবার ফিরি।

এসোনা মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।

যদি কর জোর জবরি, সাম্‌নে আছে জজ কাছারি; আইনের মত[illegible]সিদ্দ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি—আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্যামা মায়ের খাসতালুকে বসত করি।

বলে মুজাহোসেন্‌ আলী, যা করেন মা জয়কালী; পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি ॥৬০৬॥ মুজাহোসেন আলী।

গাড়া-ভৈরবী—মধ্যমান।

ক্যান গো ধ'রেছ নাম দয়াময়ী তা'য়। (ওমা দয়াময়ী তা'য়)

আমারে কি দিবে ধন, নিজে তোমার নাই বসন; বসন থাকিলে কেবা উলাঙ্গিনী রয়।

জনম ভিখারী পতি, জনক নিষ্ঠুর অতি; একুলে ওকুলে তোমার দাতা কেহ নয়।

সৈয়দ জাফর তরে, কি ধন রেখেছ ধ'রে; সম্পদ দুখানি পদ হরের হৃদয় ॥৬০৭॥ সৈয়দ জাফর (দরবার আলী খাঁ)

ঝিঁঝিট—একতালা।

যশোদা নাচাতো শ্যামা, ব'লে নীলমণি, ওমা ব'লে নীলমণি।
সে বেশ (রূপ) লুকালে কোথা করাল বদনী। (গোমা)
(অ্যাকবার নাচগো শ্যামা) তেমনি তেমনি তেমনি করে,
(নাচ গো শ্যামা)
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে,—(অ্যাকবার নাচ গো শ্যামা)
অসি ছেড়ে বাঁশী নিয়ে,—(অ্যাকবার নাচ গো শ্যামা)
যশোদার সাজান বেশে,—(অ্যাকবার নাচ দেখি মা)
হৃদি বৃন্দাবন মাঝে,—(অ্যাকবার নাচ গো শ্যামা)
দেখেঁ, নয়ন মন সফল করি,—(অ্যাকবার আয় গো শ্যামা)
তোর সেই মোহন বেণু,—(অ্যাকবার বাজা গো মা)
যে বেণু রবে ধেনু ফিরাতিস্,—(সেই মোহন বেণু)
যে বেণু রবে যোগীর মন ভুলাতিস্,—(অ্যাকবার বাজা গো মা)।
গগনে ব্যাঁলা বাড়িত, রাণী কেঁদে ব্যাকুল হ'তো; ব'লে ধর ধর ধর, ধররে গোপাল, ক্ষীর সর ননী, এলায়ে চাঁচর কেশ বেঁধে দিতো বেণী, (গো মা)—আবার তাথেইয়া তাথেইয়া তাতাথেইয়া থেইয়া বাজ্‌তো নূপুর ধ্বনি, শুন্‌তে পেয়ে আস্‌তো ধেয়ে ব্রজের রমণী-গোমা ॥৬০৮॥ অজ্ঞাত।

সাহানা—একতালা।

কালী বলনা দিন রবেনা, ভোলা মন ভেবনা ভয় কি।
কালী নাম সত্য, যে জানে মাহাত্ম তা'র বিপত্তি রয় কি।

জলধি মন্থনে, দ্যাখ পঞ্চাননে; হলাহল পানে হ'লো কি; সে যে
কালী ব'লে ছিল, তাই ত'রে গ্যাল; নতুবা সে শিব বাঁচে কি ॥৬০৯॥
অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

জানিনে কি ব'লে ডাকি তোরে। (শ্যামা মা)
কভু বা শঙ্কর বামে কভু হর হৃদিপরে।
কভু মা বিশ্বরূপিণী, কভু শ্যামা উলাঙ্গিনী; কভু শ্যাম সোহাগিনী
কভু রাধার পায়ে ধরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা; তাই ডাকি ব'লে
মা মা, তোর অভয়পদ পাবার তরে ॥৬১০॥ অজ্ঞাত।

ললিত—আড়াঠেকা।

বিদায় হ'লাম গো জননী মা রইলে কি নিদ্রাগত।
অ্যাত সাধের ধ্রুব তোমার বিদায় হয় জনমের মত।
বিমাতার বাক্যবাণে, দগ্ধ হয় মা কলেবর; কি দোষ দিব মহা-
রাজার, অদৃষ্টের ফল যত।
পদ্মপলাশ অন্বেষণে, মা আমি চলিলাম বনে; যদি হয় মা
দরশন, তবে হব সমাগত ॥৬১১॥ অজ্ঞাত

আড়খ্যামটা।

ওরে রামশশী হবি বনবাসী, কে আমারে ডাক্‌বে মা ব'লে।
ক্ষীর সর নবনী রে বাপ, দিব কা'র বদন কমলে।
জটাবাকল পরে যাবিরে বনে, তাও কি সয়রে মায়ের প্রাণে, আমি দেখ্‌বো ক্যামনে; মণিহারা ফণীর মত, হবো রাম তুই বনে গেলে ॥৬১২॥ অজ্ঞাত।

খাম্বাজমিশ্র—একতালা।

মুক্তি যদি চাও, ভক্তিভরে গাও, নামে প্রাণ মাতাও দিবা বিভাবরী।
ধরায় সেই ভাগ্যবান,যা'রে ভগবান,ভক্তি করেন দান, করুণা বিতরি।
কর্ম্মসূত্রে এই কর্ম্মক্ষেত্রে এসে, কর্ম্ম কর সদা স্মরি হৃষীকেশে; শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, আনন্দ বদনে বল হরি হরি।
শুদ্ধমনে সদা শ্রীহরি প্রসঙ্গ, কর আলাপন সাধুজন সঙ্গ; এ জীবন তরী হরি প্রেম তরঙ্গে, ভাসাও দেখি ভাই—ধর্ম্ম-হা'ল ধরি ॥৬১৩॥ অজ্ঞাত।

আড়াঠেকা।

আপনারে জানে না যে জন, পরে জা'নতে চায় রে।
জলেতে থাকিয়ে মীন মরে পিপাসায় রে।
হস্তি যদি বল ধরে, মাহুতে তা'র কি কায করে, অমন নির্ব্বোধ হস্তি বশীভূত রয় রে ॥৬১৪॥ অজ্ঞাত।

গাড়া ভৈরবী—খং।

ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কা'রো নয় মিছে ফেরো ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে।
দিন দুই তিনের জন্যে, কর্ত্তা ব'লে সবাই মানে ; কর্ত্তা যে সে নেবে টেনে, কালাকালের সময় হ'লে।
যা'র জন্যে মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে ; (সেই) প্রেয়সী গোবর ছড়া দেবে, অমঙ্গল হবে ব'লে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধ'র্‌বে চুলে ; তখন ডাক্‌বি কালী কালী ব'লে, কি করিতে পা'র্‌বে কালে ॥৬১৫॥ রামপ্রসাদ সেন।

খাম্বাজ—চৌতাল।

নীলবরণী নবীনা রমণী, নাগিনী জড়িত জটা বিভূষিণী।
নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিনু নিশানাথ নিভাননী।
নিরমল নিশাকর কপালিনী, নিরুপমা ভালে পঞ্চরেখা শ্রেণী ; নিকর চারিকর সুশোভিনী, লোল রসনী করাল বদনী।
নিতম্বে দুলিছে শার্দ্দূল ছাল, নীলপদ্ম করে করে করবাল ; নৃমুণ্ড খর্পর অপর দু করে, লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনা।
নিপতিত পতি শবরূপে পায়, নিগম ইহার গূঢ় না পায় ; নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, নিত্য-সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥৬১৬॥
রাজা শিবচন্দ্র রায় (কৃষ্ণনগর)

মুলতান—একতালা।

জীব! সাজ সমরে।

ঐ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।

ভক্তি রথোপরি তুলে শ্রদ্ধা তূণ, রসনা ধনুতে দিয়ে প্রেমগুণ, ব্রহ্মময়ী নাম, (জীব রে জপ) ব্রহ্ম অস্ত্র জ্ঞান, (তাহে) সংযোগ ক'রে।

ও মন! শীঘ্র কর বিধি, তোর আছে কামাদি, ঘরভেদী ছজন দুরাশয়; তা'দের ধৈর্য্য রজ্জু দিয়ে, রাখহ বাঁধিয়ে, কালের হাতে না যায় এ সময়; আর অ্যাক আছে যুক্তি, চাইনে রথ রথী, শত্রু বিনাশিতে হবে সুসঙ্গতি; রণস্থল যদি করেন দাশরথী, ভাগীরথী তীরে ॥৬১৭॥ দাশরথি রায়।

দেবগিরি—কাওয়ালী।

কালি! মুক্ত কর মা আমারে।

সয় না ক্লেশ আর শরীরে; বহুকাল বন্দি আছি, সংসার কারাগারে।

মায়া মোহ এম্নি বেড়ী, সাধ্য কি যে অ্যাক পা নড়ি; হাতে গলে দড়াদড়ি, দারা সুত পরিবারে।

সাংসারিক কায খাটুনি, কারাবাসে টানাটানি; কামাই নাই দিবা রজনী, অদৃষ্ট অনুসারে।

বন্ধন মোচনের উপায়, কেবল আছে ঐ রাঙ্গা পায়; যে ধরে সে অনা'সে পায়, শিব কন তন্ত্রসারে।

কবিরত্নের এই বাসনা, ব্রহ্মময়ি শবাসনা; বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদে,
লীন থাকে অ্যাকেবারে ॥৬১৮॥ প্যারীমোহন কবিরত্ন।

মুলতান্‌—একতালা।

বল মা ক্যামনে ত'রি।
এবার ডুব্‌ল আমার তনুতরী।

ভবনদী তীরে মায়ারি তরঙ্গ, কাল্‌ কুম্ভীর তাহে করিতেছে
রঙ্গ; কবে দুঃখ নাশিবে, শমনে ত্রাসিবে, শিবে শঙ্করি।

ও মা! প'ড়েছি অপারে, যেতে হবে পারে, পারের সাধন
সাঁতার জানিনে; তাহে মন মাঝি আনাড়ী, দিতে চায়না পাড়ি,
শুনে ছজন দাঁড়ীর মন্ত্রণা—কালী! ভক্তির হা'ল ছেড়েছে মন মাঝি,
সাধের তরী ডোবে কা'লই কিংবা আজি; রসিক ভাবে তাই, অ বর
বিলম্ব নাই, উপায় কি করি ॥৬১৯॥ রসিকচন্দ্র রায়।

সিন্দু—পোস্ত।

মজ্‌লো আমার মনভ্রমরা, শ্যামাপদ নীলকমলে।
যতো বিষয়মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি কুসুম সকলে।

চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কা'লয় কা'লয় মিশে গ্যাল
দ্যাখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।

কমলাকান্তের মনে, আশাপূর্ণ অ্যাত দিনে; দ্যাখ সুখ দুঃখ
সমান হ'লো আনন্দ সাগর উথলে ॥৬২০॥ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

জংলা—একতালা।

কালী কালী ব'লে ডাকো।

মন! অন্য ভার তোমায় দিব না, এই কর মন কথা রাখ; ঘরের বাহির হইও নাকো।

ঘরে আছে ছ'জন কুজন, তাদের সঙ্গী হইও নাক; কেবল রসনা সঙ্গী বটে, যত্নে তা'রে বশে রাখ।

ভবের যাতনা যত, তনু আছে তা'র অনুগত; দুখ জানে এ দেহ জানে, তুমি তো আনন্দে থাক।

কমলাকান্তের হৃদ্‌কমলে, নীলকমল ফুটেছে আাক; অমূল্য নিধি আমি আপনি বলি, তোমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দ্যাখ ॥৬২১॥ঐ

রামকেলী—একতালা।

জানমা রে মন! পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়।

সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়।

কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তা'য়; কখনো পার্ব্বতী, কখনো শ্রীমতী, কখনো রামের জানকী হয়।

হ'য়ে এলোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দানব চয়ে করে সভয়; কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।

যে রূপে যে জন, করয়ে ভজন, সেই রূপে তা'র মানসে রয়; কমলা কান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝে কমল হয় উদয় ॥৬২২॥ঐ

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

সুন্দর কুসুম সম ওহে শিশু সুকুমার।

স্বর্গের উপমা তুমি আনন্দের অবতার।

মুখে মৃদু মৃদু হাসি, ঝরে তাহে সুধারাশি, প্রিয়দরশন আদরের ধন সবাকার; হাস্যময় আঁখি দুটী অনন্ত স্বর্গের দ্বার।

দেখিলেই প্রাণ চায়, কোলে লইতে তোমায়, পরশে কোমল অঙ্গ হয় পুণ্যের সঞ্চার; গোপাল মূরতি ধরি, শিশুর ভিতরে চরি, মধুর মোহন বেশে করিছ লীলা বিহার ॥৬২৩॥ অজ্ঞাত

লুম—ঝিঁঝিট।

রাণীরে তারহে, চিরায়ু করহে, হে ঈশ্বর।

করহে জয়িনী, মহিমাশালিনী, সবারপালিনী, হে ঈশ্বর।

দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি, কুশল মান; নব নব সুখ সুখিনী করুক, সকলে ঘুষুক রাণীর নাম।

বঞ্চকের করে বাঁচালে তাঁহারে, জীবন প্রাণ; দেবদূতগণ, করুন রক্ষণ, রক্ষ ভগবান্ রাণীর প্রাণ ॥৬২৪॥

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। (কলিকাতা)

জয়জয়ন্তী।

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে ধাওব।

কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে খীর সর মাখন খাওব।

কবে প্রিয় ধবলী, শ্যামলী সুরভী লেই সখা সঙ্গে দোহি দোহাইব; কবে প্রিয় শ্রীদাম সুবল সখা মেলি কাননে ধেনু চরাইব।

কবে যমুনা তীরে, নীপতরুমূলে, মোহন বেণু বাজাইব; কবে বৃষভানু কিশোরী গোরি সঙ্গে কুঞ্জহি রাস বেহারিব।

কবে ললিতাদি রাইক প্রিয়সখি, আবেশে কোর পর লইব; কবে কবিরঞ্জন, ঐছন শুভ দিন, রাইক মান মানাইব ॥৬২৫॥ বিদ্যাপতি।

কামোদ।

কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়া সোয়াস্তি না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া, সখীরে কহই, দ্যাখাইলে রহে প্রাণে।

এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি; রাইয়ের গোচরে দ্যাখাবার তরে, পটের উপরে লে[illegible]।

আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট, সম্মুখে রহিলা সখী; সে রূপ দেখিয়া মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমলমুখী।

মন্দাকিনী পারা, শত শত ধারা, ও দুটি নয়নে বহে; করহ চেতন, পাবে দরশন, দাস উদ্ধবে কহে ॥৬২৬॥ উদ্ধব দাস।

শ্রীরাগ।

রাধানাথ! মো বড় অধম পাপী।
প্রেম সুখ নাই কিসে জুড়াইব, অশেষ-তাপের তাপী।

রাধানাথ! নিবেদয়ে আমি তোমা; দন্তে তৃণ করি মিনতি করিয়ে, উদ্ধার করিবে আমা।

রাধানাথ! কি গতি হইবে মোর; বিষম সংসারসাগরে পড়িয়া মজিয়া হইনু ভোর।

রাধানাথ! ক্যামনে হইব পার; এ কুল ও কুল কিছু না দেখিযে, নাহি তা'র পারাবার।

রাধানাথ! তুমি সে করুণাময়; তোমার চরণ, প্রবল নৌকাতে, উদ্ধার করিলে হয়।

রাধানাথ! অ্যামন হইবে দিন; রাই সহ মোরে সেবাতে ডাকিবে, কিছু না বাসিবে ভিন।

রাধানাথ! ব্রজে য্যান তোমা পাই; গৌরসুন্দরে নিজ দাস করি রাখিতে হবে তথাই ॥৬২৭॥ গৌর দাস।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন —কাঁহা যশোদা মায়ী।
কাঁহা মেরি নন্দ-পিতা কাঁহা বলাই ভাই।

কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী, শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ কাঁহা মেরি রাই কাঁহা মেরি যমুনা তট, কাঁহা মেরি বংশীবট, কাঁহা গোপ-নারী মেরি কাঁহা হামরা রাই ॥৬২৮॥

গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

এখনো তা'রে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি।
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।

শুনেছি মুরতি কালো তা'রে না দ্যাখাই ভাল; সখি! বল আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।

শুধু স্বপনে এসেছিল হে নয়ন কোণে হেসেছিল সে; সে অবধি সই! ভয়ে ভয়ে র'ই আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।

কানন-পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়; সখি! বল আমি আঁখি তুলে কা'রো পানে চাব কি ॥৬২৯॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

হায়, শ্যাম শুক পাখী, ভুজ দাঁড়ে বাঁধা থাকি।
পালিয়েছে ক'ল শিকলী কেটে দিয়ে গো ফাঁকি।

আমরা স্বত্ব অধিকারী, তত্ত্ব ক'রে বাড়াই তাঁ'রি;
দেখলে পরে চিন্তে পারি, মনচোরা আঁখি।

তোমরা কি দেখেছ পাখী, বঙ্কিম সুঠাম, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা তা'য় লেখা রাধার নাম; সদাই পাখী বাঁশীর স্বরে, রাধা রাধা গান করে, কে ধ'রে হৃদিপিঞ্জরে দিয়েছে রাখি।

আজ ব'লে নয় চিরদিন তা'র শিকলি কাটা রোগ, অ্যাক সমানে কোনখানে করেনাকো ভোগ; থাকতে দশরথ ভবনে, শিকলি কেটে পালায় বনে, আবার পালিয়ে আসে বৃন্দাবনে, শোন নাই তা' কি।

আমাদের সে পোষা পাখী জানে সব লোকে, শারী শুকে, মুখে মুখে ছিল গোলকে; সেই শারী শুককে না দেখে, সারা হ'লো ডেকে ডেকে, খুঁজে বাড়ায় মনের দুঃখে বনের সব পাখী ॥৬৩০॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বাঁধ বাঁধ মা—আর আমি পালাবনা।

বাঁধাত, প'ড়েছি আমি, কোথা যাব বলনা।

মা মা মা ব'লে, ডাকিলে পরাণ গলে, কত সুধা উথলে মা—তাতো তুমি জাননা।

বাঁধ বাঁধ বাঁধ মোরে, বাঁধ মা কঠিন ডোরে, মা মা ব'লে সকাতরে, মুখ পানে চাবনা ॥৬৩১॥ অজ্ঞাত

ভৈরবী—কারফা।

কিছার! আর ক্যান মায়া?

কাঞ্চন কায়া তো রবেনা।

দিন যাবে, দিন রবেনা তো কি হবে তোর তবে; আজ পোহালে, কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে।

সাধ কখন' মেটেনা ভাই; সাধে পড়ুক বাজ; ব্যালা বেলি চল্‌রে চলি, সাধি আপন কায।

কেউ কা'রো নয় দাখ্‌না চেয়ে, কবে ফুট্‌বে আঁখি! আপন রতন, বে'চে নে চল হরি ব'লে ডাকি ॥৬৩২॥ অজ্ঞাত

— —

গাড়া ভৈরবী—যৎ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।

শ্যামার চরণ বিনা রে মন! কোন্ তীর্থ কোথায় আছে।

শুনেছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা নগরে গেলে; দেখিলে সে

রামলীলে, সকল পাপ ঘোচে; পুনঃ মুনি লেখেন বেদে, সেই রাম প'ড়ে বিপদে, দিয়ে রক্তজবা কালী পদে, তবে সে রাবণ ব'ধেছে।

দ্বারকা মথুরা পুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি, কৃষ্ণ যথা লীলাকারী— লীলা করেছে; সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন কংস রাজা বধে জীবন, মায়ারূপ হ'য়ে তখন, কৃষ্ণের জীবন বাঁচায়েছে।

শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ, যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে; শম্ভু ভাবে দিবানিশি, যা'র কৃত সেই কাশী, আপনি হয়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধ'রেছে॥ ৬৩৩॥

শম্ভুচন্দ্র রায়।

চল যাই কায নাই। (তারার তালুকেরে!)
কখন্ আছি কখন্ নাই, এ তালুকের মুখে চাই।

পঞ্চজনার জামিন দিয়ে, এসেছ বয়নামা নিয়ে; ভুলিলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবে সাজাই।

ষড়রিপুর জ্যেষ্ঠ যে, কানন গুই হ'য়েছে সে; সেই হস্ত-বুদে জব্দ ক'রে, ফিরিতেছে রে সদাই।

ক্রোধ হ'ল পট্টয়ারী, লোভ মোহ মুহুরী, খাজাঞ্চী হ'য়েছে মদ মাৎসর্য্য এই দুটি ভাই।

যখন তোমার তসিল হবে, সঙ্গী সবে পালাইবে, তখন কা'র দোহাই দেবে; (আমার) মা বিনে আর গতি নাই।

ভেবেছ রাখিবে বাঁকি, বাঁকি রেখে দেবে ফাঁকি; র'য়েছে

যমমাই সে তো নিলাম ক'রে নেবেরে—নরচন্দ্র কথা নিয়ে, পাপ মহলে ইস্তফা দিয়ে, দুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই ॥৬৩৪॥

নরচন্দ্র রায়।

একতালা।

আমার জীবন জীবন-রাধা।

মন বাঁধা, প্রাণ বাঁধা, আছি প্রেমে বাঁধা।

তাহার লাগিয়ে, গোলোক ত্যজিয়ে, গোপাল হ'য়ে ব্যাড়াই গো-পাল চরা'য়ে; কি ছার ননীর তরে, (বৃন্দে গো) আমার করে করে, বেঁধেছিল মা যশোদা ॥৬৩৫॥ অজ্ঞাত।

বাউলে—একতালা।

সখী যমুনার জল আনা তো হ'লো বিষম দায়। (গো)

সেই কালাবাঘটা কদম তলায় হাঁদালে ব্যাড়ায়। (গো)

ও বাঘ কখনো গোঠে, কখনো মাঠে, কখনো সে বংশীবটে; (ধায় গো) আবার ঠিক সময়ে এসে জোটে, কদম্ব তলায়। (গো)

কদম্ব কাননের মাঝে, ও বাঘ ঝাঁপ ধ'রে র'য়েছে ব'সে; (ঐ গো) আবাব কুলবালাদের দেখ্‌লে পরে কটমটিয়ে চায়। (গো)

ও বাঘ দেখ্‌তে লটকাচাঁদা, ফটকা তিলকাদি তা'র গায় গো; মৃগবৎ কস্তুরী গন্ধে মন্দ মন্দ ধায় গো—অনন্ত ব'ল্‌ছে ভেবে, (ওগো) সাবধানে জল আন্‌তে যাবে, (তা'য়গো) আবার বাঘা ভেল্কি লাগিয়ে দেবে, বাগ যদি পায় (গো) ॥৬৩৬॥ অনন্ত।

বেহাগ—একতালা।

কে রে বামা বারিদ বরণী, তরুণী ভালে ধ'রেছে তরণী,
কাহার ঘরণী আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হ্যার হে ভূপ! কি অপরূপ. অনূপ রূপ নাহি স্বরূপ, মদন নিধন করণ কারণ, চরণে শরণ লয়।
বামা হাসিছে ভাষিছে লাজ না বাসিছে, হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে; সঘনে শাসিছে ত্রিলোক ত্রাসিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা টলিছে ঢলিছে লাবণ্য গলিছে, সঘনে বলিছে গগণে চলিছে; কোপেতে জ্বলিছে দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়।
কে রে! লোলিত রসনা বিকট দশনা, করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা; হ'য়ে সবাসনা বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥৬৩৭॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আশাগৌরা—আড়াঠেকা।

বাঁশী বাজাইওনা আর।
ও ধ্বনি অধৈর্য্য করে তিষ্ঠান হয় ভার।
যদি থাকি গৃহকাযে বাঁশী আনে বনে, ব্যথিত করিয়া প্রাণে; মানেনা বারণ, করে জ্বালাতন, কাল সম হয় সদা শ্রীরাধার।
অ্যাকে কুলের ললনা, জানেনা ছলনা, ক্যান কর লাঞ্ছনা; সরমেতে মরে, গুরুজন ঘরে, এ ক্যামন শ্যাম তব ব্যবহার ॥৬৩৮॥

রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেমব্রত আজ আমার হ'লো উদ্‌যাপন।
কৃষ্ণায় নমঃ ব'লে দূতি আহুতি দিব এ প্রাণ।
যে ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি তো জান দূতি; রাখ আমার এই মিনতি, কর ব্রতের আয়োজন।
ব্রতফলে পাব কান্ত, বাসনা ছিল অ্যাকান্ত, অ্যাখন হ'লো দক্ষিণান্ত, ক্ষান্ত হও রে পাপ মন।
রিপুছয় কাষ্ঠ করিব, মদনে আহুতি দিব; দক্ষিণান্তে বর লব, য্যান না ঝোরে নয়ন ॥৬৩৯॥ অজ্ঞাত

"বৃন্দাবন বিলাসিনী" সুর—খ্যামটা।

পুণ্যপাপের বিষম বিবাদ লোক সমাজে।
লোকসমাজে লোকসমাজে, বিশ্বমাঝে লোকসমাজে।
পাপবলে আমি রাজা প্রতি ঘরে ঘরে;
পুণ্যবলে রাজ্য আমার সাধুর হৃদ্‌নগরে। (পাপ যেতে নারে)
পাপবলে রাখি আমি. জীব সকলে সুখে;
পুণ্যবলে দুদিন বাদে শোকে তাপে দুঃখে। (পড়ে ঘোর নরকে)
পাপবলে মায়া মোহ আমার সেনাপতি;
পুণ্যবলে রণস্থলে হরি আমার গতি। (যিনি ত্রিলোক পতি)
পাপবলে আমি ছাড়া হরি কেবা আছে;
পুণ্যবলে তোমার দণ্ড হইবে যা'র কাছে। (সময় আসিতেছে)
পাপবলে থাকিবনা তবে আর এখানে;

পুণ্যবলে এই ব্যালা যাও অমনি মানে মানে। (আমার কথা শুনে)
মিটে গ্যাল পাপ পুণ্যের বিবাদ বালাই ;
পরিব্রাজক বলে হরি হরি বল ভাই। (সুখে থাকবে সদাই) ॥৬৪০॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

প্রাচীন (দাঁড়া) কবি।

সখী সংবাদ—ধরতা।

তাল—রূপক।

(হরি বাঁড়ুর্য্যের দল)

চিতেন। এদানি এদানী সৈ, কে গো ঐ? আহা ম'রে যাই ;
পরচিতেন। অপরূপ অনুপ, এ রূপ স্বরূপ দেখি নাই!
ফুকো। নটবর রূপ ধরায় ধরা ভার ;—দানী কিসের আশে,
আমার কাছে আসে? ক্ষণেক হাসে, ভাবে নাশে
অন্ধকার।
মেল্‌তা। মরি কি রঙ্গ! ত্রিভঙ্গ বয়স তরঙ্গ, অনঙ্গ অঙ্গ
হেরে মোহ যায়।
মওড়া। সখী! এ দানী কে ও যমুনায়?
সওয়ারি। প্রাণ সৈরে! অ্যামন দেখি নাই ;—দানীর শ্রীমুখ
সরোজে, মুরলী গরজে, গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়!
খাদ। নারি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।
২য় ফুকো। দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ ;—

আমায় ছলে ছলে, প্রেম কথা বলে বলে,
আবার বলে রাধে দেহ দান।
২য় মেল্‌তা। হ'ল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান?
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায় ॥৬৪১॥—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

উদ্ধব সংবাদ।

ধরতা।

তাল—রূপক।

(ভোলা ময়রার দল)

চিতেন। উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে;
পরচিতেন। বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথ মধ্যেতে।
ফুকো। কও হে উদ্ধব কও, কিমর্থে আগমন?—
আসা কুলক্ষণ কি হে বৈলক্ষণ?
কোন ছলে গোকুলে আসি, ক'র্‌লে পদার্পণ?
মেল্‌তা। দেখে মথুরানিবাসী ভয় হয়; অ্যাকজন এসে ছদ্মবেশে
প্রেম ভেঙ্গে বাদ সেধেছে।
মওড়া। বল উদ্ধব! তোমার মনে আবার কি আছে?
সওয়ারি। অ্যাকবার এসে অক্রূর মুনি, ক'র্‌লে কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন নীলকান্ত মণি হ'রে ল'য়ে গিয়েছে।
খাদ। সাধু হও যদ্যপি তথাপি সন্ধ হ'তেছে।
২য় ফুকো। য্যামন সেই অক্রূর দেখতে সুধার্ম্মিক;—

তোমায় ততোধিক, দেখছি শতধিক,
সুধারা বৈষ্ণবের ধারা, সজ্ঞানী সাত্ত্বিক।

২য় মেলতা ! কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যা'রা হয় ; ধর্ম্মরহিত তা'দের চরিত্র
ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে ॥৬৪২॥ সাতকড়ি রায়।

সখী সংবাদ।

ধরতা।

তাল—রূপক।

(নীলু ঠাকুরের দল)

চিতেন। ব্রজেতে মধুর ভাব, মথুরায় ভক্তিভাব ;
দুই ভাবের যে ভাবে হয় মন ;
পরচিতেন। বুঝেভাব, কৃষ্ণ ! রাখ ভাব, তুমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।
ফুকো। যদি তোমায় দ্যাখে ব্রজাঙ্গনা, ছা'ড়বে না ; কৃষ্ণ ব'লে
ডাক্‌লে পরে, র'ইতে পা'রবেনা।
মেলতা। যদি না যাওহে কালাচাঁদ ! গোপীগণ প্রাণে বাঁচবেনা ;
আবার আমারেও ব'ধে যাওয়া উচিত নয়।
মওড়া। কৃষ্ণ ! য্যামন তোমার স্বেচ্ছা হয়।
মওয়ারি। তুমি না গেলে নে'যায় কে ? যাও তো রাখে কে ?
যা'কর কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময় ॥৬৪৩॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

বসন্তবাহার—ঢিমেতেতালা।

(সখের পাঁচালী)

কিবা অপরূপ মরি হায় হায়।

কিবা রক্তোৎপল আভা, অতি মনোলোভা, কনক নূপুর শোভা পায় পায়।

ছিল নীলাম্বরী এবে দিগম্বরী, হ'লো মহেশ্বরী শ্রীব্রজেশ্বরী, নামামৃত পানে মগনা সদা, শিবমোহিনী স্বরূপিনী; অষ্ট সখীতে কিবা ডাকিনী যোগিনী ভাবে, নাচিছে গাইছে মাদল বাজিছে; ধ্রাং কিটি ধ্রাং; বাজে ধা কেটে তাক্ ধুম কেটে তাক্ ধেনা, ধেনা ধুম তারে ধেনা, না দের দের দের তুম দের দের দের দানি তা ত দারে দানি; অতুল রূপের আমি কি দিব তুলনা তা'য় ॥৬৪৪॥ রূপচাঁদ পক্ষী।

ভক্ত মহিমা।

বাউলে—একতালা।

সাধুসঙ্গ বিনা এ সংসারে শান্তি কোথায়।

অথ চারি দিক্ কোলাহলময়, বিষয়মদে মত্ত জীব সমুদায়।

শ্রান্ত পথিকের তরে, দুস্তর ভবপ্রান্তরে, সাধুর জীবন জলাশয়; তা'তে করিলে অবগাহন, তৃপ্ত হয় প্রাণ মন, হয় তত্ত্বজ্ঞানোদয়, নাহি থাকে ভয়, মোহ অন্ধকার ভ্রম দূরে যায়।

আত্মসুখ ত্যজ্য ক'রে, নিঃস্বার্থ সরল অন্তরে, কে দ্যায় প্রাণ পরের তরে; পরিত্রাণের সমাচার ল'য়ে, দ্বারে দ্বারে বিলাইয়ে, কে আর করে উপকার; নাশে পাপাচার, অভয়দানে প্রাণেতে বাঁচায়।

মানবকুলের মিত্র, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, সাধু ভক্ত অমূল্য রতন; তাঁ'রা পাপীর পরম সহায়, মুক্তি পথের উপায়, ভক্তিশাস্ত্রের লিখন, বোঝে সেই জন, আছে যা'র হৃদয়ে কিছু বিনয়।

প্রেমদাস বৈরাগী বলে, ব্রহ্ম কৃপা না হইলে, সাধু ভক্তে চেনা নাহি যায়; তাঁ'দের সেবায় হয় জীবন ধন্য, দরশনে মহাপুণ্য, সহবাসে মুক্তি হয়, অধম ত'রে যায়, ইহাতে নাহি কোন সংশয় ॥৬৪৫॥

ত্রৈ, না, সা।

বাহার—তেওট।

* ক্যামনে সই ভক্তের অপমান।

ভক্তে বিরাজ করেন আপনি ভগবান্; ওরে সেই ভক্তের অপমানে,

---

* আচার্য্য কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর যখন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী লইয়া মহা আন্দোলন হয়, সেই সময় কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয় এই গানটী রচনা করেন।

ব্যথা পায় হরির প্রাণে, ও সেই ভক্তের সঙ্গে যে হরির অ্যাক প্রাণ।

হরি নরদেহে করি অধিষ্ঠান, কত ভাবে সদা ভক্তের মন যোগান; ভক্তরূপ আশ্রয় করি, সদা বিহরে হরি, তাই শুন্‌তে পাই নরহরি পুণ্য নাম।

ভক্তহৃদে ব'সে রচে বেদ পুরাণ, কত বিতরে ক্ষমা শান্তি দিব্য জ্ঞান, সদা খ্যালা করে বিরলে, গোপনে কথা বলে, তা'য় প্রকাশে নিত্য নূতন বিধান।

সেই ভক্তজনে নাহি যা'র বিশ্বাস, সদা সামান্য জ্ঞানে করে উপহাস; ওরে তা'র সঙ্গে সংমিলনে, মিলন হয় পাপের সনে, সে তো মানুষ নয় অবিশ্বাসই মূর্ত্তিমান্।

ভক্ত নররূপী হরিলীলা স্থান, তা'কে যে করে মানুষ ব'লে অল্প-জ্ঞান; বলো কোন্ প্রাণে হরিদাস, কর্‌বে তা'র সহবাস, যার অঙ্গ-বাস নাশে পুণ্য পরিত্রাণ ॥৬৪৬॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

সিন্ধু—একতালা।

সংসার মলিন পঙ্কে-সাধুজীবন-কমল।

যাঁ'র গুণে হয় পাপী মানবকুল উজ্জ্বল।

নরকমাঝে উৎপন্ন, য্যান স্বর্গীয় কুসুম, পবিত্র সুগন্ধে করে, বিমোহিত ভূমণ্ডল।

বিধির কৃপাবিধানে, জীবের হিতসাধনে, অন্ধকারে প্রকাশিত, শুক্র তারকের আলো; সৃষ্টির সার ভূষণ, পরম প্রিয়দর্শন, মেলে কেবল দুই অ্যাক জন দুর্ল্লভ অতি বিরল।

জন্মিয়ে পৃথিবীতলে, পালিত বিধির কোলে, প্রকাশে পুণ্যের জ্যোতিঃ, নাশে পাপ অমঙ্গল ॥৬৪৭॥ ত্রৈ, না, সা।

বসন্তবাহার—তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্য সিংহ পুরুষ প্রধান।

কোটী কোটী নারীনর করিছে অভিবাদন।

রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হ'য়ে, জীবের দুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন; দয়ারূপে অবতীর্ণ, তুমি হে সুজন—ধরার দুঃখ ঘুচাইতে ক'র্‌লে আত্ম বিসর্জ্জন।

প্রেমের প্লাবনে তুমি, ভাসাইলে আর্য্য ভূমি, অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার; স্বার্থ নাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার—সাম্য মন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন ॥৬৪৮॥

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

ভৈরবী—ঠুংরি।

জয় যিশু গুণনিধি, ভক্ত-চূড়ামণি, দেব-মানব-কুলপাবন।

চরিত্র নির্ম্মল, সুন্দর কোমল, দীনজন দুঃখনাশন।

পাপ অপরাধ দেখি জগতে, দহিল তব প্রাণ মন; বিষম সে ভার, ঘোর দুরাচার, মস্তকে করিলে ধারণ।

পথে পথে বনে বনে, পতিত অধম সনে, ভ্রমিলে দীনের মতন; পরদুঃখে দুঃখী হ'য়ে, সব সুখ তেয়াগিয়ে, শিখালে চরম সাধন।

ক্ষুধা নিদ্রা গৃহবাস পরিহরি, সেবিলে পিতার চরণ, (আহা) "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক" ব'লে চিরদিন, করিলে আত্ম বিসর্জ্জন।

সুকুমার শিশু যথা, মারিলে, না কহে কথা, তেমনি তোমার আচরণ; (আহা) অনায়াসে শত্রুকরে, ধরা দিলে আপনারে, ক্রুশাঘাতে বধিলে জীবন।

ধন্য তব পুণ্য নাম, অনুপম গুণগ্রাম, স্মরণে ঝরে দুনয়ন; তোমার চরিতামৃত, হউক মম শোণিত, বল বুদ্ধি জ্ঞান প্রাণ মন ॥৬৪৯॥

ত্রৈ, না, সা।

গাড়া ভৈরবী—আড়া।

ওহে ভক্তরাজ যিশু মানবকুলপাবন।

বিনয়ের অবতার ধর্ম্মবীর প্রধান।

যুগান্তর ঘটাইলে, নরকে স্বর্গ দ্যাখালে, পাপকলঙ্ক নাশিলে, ক'রে পুণ্য বিতরণ।

ক্রুশে হারাইলে প্রাণ, দিতে জীবে পরিত্রাণ, তব প্রেমে পরাজিত হইল পাষণ্ডগণ।

জীবন্ত বিশ্বাস বলে, মহাপাপী উদ্ধারিলে, মরিয়ে জীবন দিলে, ধন্য হে তব জীবন!

অ্যামন প্রিয়দর্শন, সুন্দর মিষ্ট বচন, দ্যাখে নাই নয়নে কেহ করে নাই কর্ণে শ্রবণ।

দুর্ল্লভ মানব তুমি, বিশ্বাসীর চূড়ামণি, তাই তোমারে ভ্রান্ত নরে বলে স্বয়ং ভগবান্ ॥৬৫০॥ ত্রৈ, না, সা।

খৃষ্টসমাজ।

মণ্ডলীসঙ্গীত,

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কবে এ হৃদয় নাথ, অ্যাকেবারে তোমার হবে।
তব ইচ্ছায় মম ইচ্ছা সমভাবে মিলে যাবে।

অবাধ্যতা অবিশ্বাস, নিঃশেষে হ'বে বিনাশ, ঘুচিবে ভবের ত্রাস, পাপ তৃষ্ণা দূরে যাবে।

ক্রুশরূপে সর্ব্বক্ষণ, করিব হে নিরীক্ষণ, ভুলে এ পোড়া নয়ন, পাপ-মূর্ত্তি না দেখিবে।

শুনিবে তব বচন, নিরন্তর এ শ্রবণ, তবপদ আলিঙ্গন ক'রে প্রাণ সুখী হবে।

সুখী কিম্বা দুঃখী হই, তা'তে মম ক্ষতি নাই, তব ইচ্ছা পূর্ণ চাই, আমাতে সম্পূর্ণ ভাবে।

তোমাতে মম অন্তর, দয়া করি পূর্ণ কর, স্বার্থ ভাব দূর কর, নাশ পাপ ইচ্ছা সবে ॥৬৫১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

ত্রিশ কোটী পরশমণি, তুচ্ছ মণি যা'র দয়ায়।
অ্যামন ঈশু গুণনিধি ত্রিশ টাকাতে প্রাণ হারায়—হায়।

শিষ্য হ'য়ে কোন্ প্রাণেতে, দিলে গুরুর প্রাণ বধিতে, সে যে জগতের ধন জগন্নাথে দুষ্টের হাতে স'পলে তা'য়। (হায়)

হায় রে অ্যামন দুষ্ট জনে, জগতে জন্মাল ক্যানে, তা'র না জন্মান ছিল ভাল যিশুর দুঃখের অপেক্ষায় (হায়) ॥৬৫২॥ অজ্ঞাত

আলেয়া—তেওট।

ক্যান পিতা ত্যজিলে আমায়।

জর জর তনু ক্রুশ বেদনায়।

আমি নিরখি তব মুখ, সহিনু সব দুঃখ, অ্যাখন তোমার বিচ্ছেদে যে নাথ প্রাণ যায়।

দ্যাখ সর্ব্বাঙ্গ ভাসে রুধির ধারায়, কণ্ঠ শুখাইল জলপিপাসায়; পিতা তোমারি অনুরোধে, শেলবিদ্ধ দুই হাতে, কণ্টকমুকুট পরিনু মাথায়।

অ্যাখন দাসের প্রার্থনা ঐ চরণে, ক্ষম ক্ষম পিতা সব শত্রুগণে; এরা করিছে যে কুকর্ম্ম, জানেনা তা'র মর্ম্ম; আহা! কি হবে বল ইহাদের উপায় ॥৬৫৩॥

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ।—ঠুংরী।

জয় সচ্চিদানন্দ গৌর গুণাকর, প্রেম পরসমণি ভাব-রস-সাগর।

কি বা সুন্দর মুরতিমোহন, আঁখিরঞ্জন কনক বরণ; কি বা মৃণালনিন্দিত আজানুলম্বিত, প্রেমপ্রসারিত কোমল যুগল কর।

কি বা রুচির বদনকমল, প্রেমরসে ঢল ঢল; চিকুর কুন্তল, চারু-গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল অপরূপ মনোহর।

মহাভাবে মণ্ডিত, হরিরসে রঞ্জিত, আনন্দে পুলকিত অঙ্গ; প্রেমমত্ত মাতঙ্গ, সোণার গৌরাঙ্গ, আবেশে বিভোর অঙ্গ অনুরাগে গরগর।

হরিগুণগায়ক, প্রেমরসনায়ক, সাধুহৃদিরঞ্জক আলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য; আহা ভাই বলি চণ্ডালে, প্রেমভরে লন কোলে,

নাচেন দুবাহু তুলে হরি বোল হরিবোলে—অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরন্তর।

কোথা হরি প্রাণধন, ব'লে করে রোদন, মহা স্বেদ কম্পন হুঙ্কার গর্জ্জন; পুলকে রোমাঞ্চিত, শরীর কদম্বিত, ধূলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর।

হরিলীলারস-নিকেতন, ভক্তিরস প্রস্রবণ; দীন-জন-বান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর ॥৬৫৪॥ ত্রৈ, না, সা,

খাম্বাজ—একতালা।

ধন্য হে গৌর তোমারে। প্রেমিক ভকতের শিরোমণি; আহা! কি খাওয়ালে, কি নাম শোনালে, দেখে শুনে দুনয়নে বারি ঝরে।

আপনি মাতিয়ে মাতালে সকলে, হরিনামরসে উন্মত্ত করিলে; হইলে বৈরাগী, (গৌর হে তুমি) যোগী, সর্ব্বত্যাগী, বিলাইলে ভক্তি বঙ্গবাসীর ঘরে।

মরুভূমি হ'ল প্রেম সরোবর, কঠোর হৃদয় ভক্তির আধার; শিখালে বিনয়, (গৌর হে তুমি) ত্যজে অহঙ্কার, প্রচারিয়ে প্রেম দেশ দেশান্তরে। ৬৫৫॥ ত্রৈ, না, সা।

———

খট্ ভৈরবী।—একতালা।

নিমাই কোন্ প্রাণে আমায় ছেড়ে।

হবি সর্ব্বত্যাগী, উদাসীন বৈরাগী, নিদারুণ কথা শুনে প্রাণ বিদরে।

অ্যাকে বিশ্বরূপের বিরহঅনলে, চিরদিন আমার শোকে অঙ্গ জ্বলে; তোর মুখ চেয়ে আছি ভূমণ্ডলে, তুই গেলে সন্ন্যাসে বাঁচব ক্যামন ক'রে

বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া বল কোথা রবে, সোনার সংসার মোর ছার খার হবে, অনাথিনী মায়ে পাঁথারে ভাসায়ে, যেওনা রে বাপ বলি হাতে ধ'রে ॥৬৫৬॥ ঐ

মূলতান—একতালা।

জয় ঈশা মুষা মহম্মদ শাক্য গৌর সুন্দর।

জয় ব্রহ্মানন্দ (হে) কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মসঙ্কর।

জনক নানক, শুক যাজ্ঞবল্ক্য, ধ্রুব শিব যোগীবর; প্রহ্লাদ নারদ, রাম বাসুদেব, কবীর তুলসী শঙ্কর।

অদ্বৈত নিতাই, জগাই মাধাই, শ্রীবাস গদাধর; দাস রঘুনাথ, সেন রামপ্রসাদ, যোহন পল লুথর।

রূপ সনাতন, রাজা রামমোহন, হরিদাস সাধু অঘোর; রায় রামানন্দ, দাউদ রাজেন্দ্র, এব্রাহেম নরেশ্বর।

সাবিত্রী মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সতী, যত সুরবালা অমর; শ্ববিয়া সকলে, উঠ হরি ব'লে, হবে নিরমল অন্তর ॥৬৫৭॥ ঐ

বাহার—মধ্যমান ঠেকা।

জানিনে কে ভূলোকে এসেছিলে। (হে)

নইলে অ্যামন জ্ঞান কি অ্যাকাধারে, মানুষের হইতে পারে, বিদ্যাতে সর্ব্বত্রে পূজ্য কি জন্য জলধি পারে;—পুরাণে শুনি অ্যাকবার,

---

* কলিকাতা সিটীকলেজে মহাত্মা ৺রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনার্থে যে সভা হয় তাহাতে গ্রন্থকার অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গানটী প্রণয়ন করেন।

হ'য়েছিল বেদ উদ্ধার, কর তা'র তত্ত্ব বিস্তার; এ কোন্ অবতারের লীলে।

কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ ক্রিষ্টান, চরম-ধরম-তত্ত্ব বিচারে হারাইলে;—হইলে জ্ঞান-কল্পতরু, উর্ব্বর করিলে মরু, ধন্য তুমি তোমায় গুরু প্রণমি সবে মিলে।

জ্ঞানজ্যোতিঃ মতিভ্রমে, ক্ষীণ হ'তে ছিল ক্রমে, ব্রহ্মনামে ধরাধামে মাতিলে মাতাইলে;—তোমার নাম রাজা রামমোহন রায়, চিরদিন রবে ধরায়, বিলাও জ্ঞান সর্ব্বত্র তা'য় পাত্র না বিচারিলে ॥৬৫৮॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

বিভাষ—আড়খ্যামটা।

* পিতার নামে জগৎ মেতেছে।
কি আনন্দে হৃদয় ভাসিছে।

ধরণী পবিত্র হ'লো সকলে প্রেমে মাতিল; পিতার নামের জয়ধ্বনি স্বর্গে উঠেছে।

পিতা পিতা পিতা ব'লি, আনন্দে দু'বাহু তুলি; মনের সাধে সন্তানগণ নৃত্য করিছে।

এ ক্যামন প্রেম প্লাবন, বালক বৃদ্ধ যুবাগণ; পিতা পিতা পিতা ব'লি ধূলায় পড়িছে ॥৬৫৯॥ শ্রীমতী নবতারিণী সেন।

* আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সিমলাপাহাড় হইতে মুঙ্গের আগমনের দিন মুঙ্গের ষ্টেসনের নিকট বাসা হইতে মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ গৃহে যাইবার সময় পথের ভাব। ১৭৯০ শক ৩রা কার্ত্তিক রবিবার।

* হেথায় এসেছে অ্যাক পরম যোগী (ও মুঙ্গেরবাসী) তোরা দেখে যাগো সে যে বিলাইছে দ্বারে দ্বারে ভক্তি ল'য়ে বিনামূলে।

ও সে পাপীর দশা চক্ষে দেখি, কিছুতে না হয় সুখী, সে যে যাচিতেছে দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম লও ব'লে।

সে যে পাপীর জন্যে কেঁদে বলে, পিতা দাও দ্যাখা এ অকূলে, ঐ সব প'ড়েছে দ্বারে ত্রাণ কর কাঙ্গাল ব'লে।

সে যে কথায় কথায় কেবল বলে, থাক্ প্রভুর চরণতলে, তোদের রোগ শোক পাপ তাপ ভয় সব যাবে চ'লে ॥৬৬০॥

শ্রীমতী নবতারিণী সেন।

মিশ্র—যৎ।

* তোরা দেখে যাগো মধুর ব্রহ্মনামে মাতিল মুঙ্গের।

ব্রহ্মনামে দিয়ে ধ্বজা, করেরে ব্রহ্মের পূজা, যতনে মন-ফুলে সাজায় রে তাঁ'র শ্রীঅঙ্গে।

ব্রহ্ম ধ্যান ব্রহ্ম জ্ঞান, নাহি অন্য প্রয়োজন, ব্রহ্মনামের মালা গাঁথি পরেরে সব অঙ্গে।

মুঙ্গের নগর ঘুরে, ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করে, সত্য নামের নিশান ধ'রে অসীম আনন্দে ॥৬৬১॥ শ্রীমতী নবতারিণী সেন।

* ১৭৯০ শকে যখন মুঙ্গেরে ভক্তির স্রোত বহিয়াছিল, সেই সময় একটী হিন্দু কুলবধূ এই ভাবে এই দুইটী গান রচনা করেন।

* বন্ধু আগমনে মোরা হৃদয় আনন্দ ভরা।

পূজিতে এসেছি পিতা আজি তোমার চরণ।

পিতা তোমার কৃপায়, অসম্ভব সম্ভব হয়, ধন্য ধন্য পিতা তুমি জগতের প্রাণধন।

তব আজ্ঞা শিরে ধরি, সাগর তরঙ্গ তরি, পিতা তব প্রেম রাজ্য করি সর্ব্বত্র স্থাপন; সাধিয়া তোমার কায, প্রত্যাগত ভ্রাতৃমাঝ, সেই তব প্রিয়দাস, ভারতের মুখবর্দ্ধন।

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, ধর ধর ধর পিতা, জানিনা ক্যামনে তোমার পূজিতে হয় চরণ; এই ভিক্ষা দয়াময়, হ'য়ে সবে অ্যাক হৃদয়, সেবি য্যান তোমায় পিতা স'পিয়ে জীবন প্রাণ ॥৬৬২॥ অজ্ঞাত

বিভাষ—একতালা।

* † আর কি ত্যামন ক'রে দাসের গলা ধ'রে

ক'রবে নবনৃত্য দেখবো নয়ন ভ'রে।

আর কি শ্রীমন্দিরে বেদীর উপরে ব'সে উপদেশ দিবে মধুর স্বরে।

আর কি মধুমাখা প্রিয় সম্বোধনে, ব'লবে হরি কথা বিডন উদ্যানে, আর কি পথে পথে, প্রেমানন্দে মেতে, মাতাইবে নগর বাসী নারী নরে।

---

* ১৭৯২ শক ৮ই কার্ত্তিক সোমবার, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, স্বর্গীয় হরগোপাল সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়দের বেলঘরিয়ার বাগানে ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। স্বর্গীয় কানাইলাল পাইন মহাশয় প্রতিনিধিরূপে আচার্য্য মহাশয়কে গরদের যোড় ও পুষ্পমালা প্রদান করেন, পরে প্রীতি ভোজ হয় এবং এই নূতন গানটি গীত হয়।

† এই গানটী আচার্য্য কেশব চন্দ্রের শ্মশান ভূমিতে রচিত ও গীত হয়। প্রঃ

আর কি ত্যামন ক'রে, কমল কুটীরে, সঙ্গীগণে ল'য়ে ব'সবে দরবারে, নব নব বিধি, ওহে গুণনিধি, হেসে হেসে আর কি শোনাবে সবারে।
আর কি টাউন হলে, উৎসবে উৎসবে, স্বর্গের সম্বন্ধ সুগম্ভীর রবে, মত্ত সিংহ হ'য়ে জ্বলন্ত উৎসাহে, আর কি ত্যামন ক'রে শোনাবে সবারে।
ভাইরে তোমার, দ্যাখা পাবনা তো আর, মা তোমায় ল'য়েছেন ক্রোড়ে আপনার, তাই করযোড়ে, বলি বিনয় ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে থেকো হৃদয় মাঝারে॥৬৬৩॥ (দাসের) কুঞ্জ বিহারী দেব।

---

*মরম ভেদিয়া উঠে শোক হাহাকার।
যোগীবর, কোথা তুমি, তোমা বিনে শূন্য যে সংসার।
ওই রবি শশী তারা, তা'রাও কিরণ হারা; য্যান তা'রা কাঁদি সারা বিরহে তোমার।
হইয়া পাতকী ভরা, পুনঃ তোমা চাহে ধরা; ধর্ম্মবীর তুমি ছাড়া কে করে উদ্ধার।
পাতকী নিস্তার তরে, জন্মিলে অবনী প'রে; ক্যান তবে গেলে ছেড়ে হ্যান গুরুভার।
ক্ষিতি হ'তে অন্যধরা, দেখিলে কি পাপে ভরা; তাই কি করিলে ধরা শোক পারাবার।
কাঁপাইয়া নভঃতল, কে ঘোষিবে ধর্ম্মবল; কে আর ঘুচাবে বল মনের আঁধার!

---

* রচয়িতা তখন ১৪শ বর্ষীয় বালক ছিলেন, অ্যাল্বার্ট কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন।

এ ভাই ভগিনী সবে, নীতি কথা কে শিখাবে ; আশাদলে আশা দিবে কে ত্যামন আর ॥

হায় রে কেশব নাই, কে বলে কেশব নাই ; কীর্ত্তিবলে সব ঠাঁই কেশব অমর !

যতদিন রবে ধরা, রবি শশী গ্রহ তারা ; কেশবে না হবে হারা তাবৎ সংসার ॥৬৬৪॥ শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার।

কীর্ত্তন—একতালা।

জনমিল জগতে কেশব শুভ ক্ষণে।

শিখাইতে নবধর্ম্ম নরনারীগণে।

প্রাচীন বিধান যত, হইল সবে জাগ্রত ; পুরাতন পরিণত, নবীন জীবনে।

ঘুচিল বিচ্ছেদ ভেদ, মিটিল মনের খেদ ; হেরি ধর্ম্মসমন্বয় নূতন বিধানে ;

এ শুভ সংবাদ শুনি, পুষ্পবৃষ্টি জয় ধ্বনি ; করে সুরপুরবাসী আনন্দ বদনে।

হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান, য়িহুদী পার্শী খ্রীষ্টান ; সবে মিলে করে লীলা নববৃন্দাবনে ;—(ভক্ত ব্রহ্মানন্দসনে)

ধন্যা মা সারদা সতী, স্বর্ণগর্ভা পুণ্যবতী ; ভক্তমাতা অমরাত্মা ভারত ভুবনে ॥৬৬৫॥ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

আলেয়া—যৎ।

আহা কি সুখের মরণ।

কে বলে মরণ, এ যে নূতন জীবন।

গম্ভীর বেদনায় প্রাণ, করে ঘ্যান আন চা'ন্; তবু যোগানন্দরসে হৃদয় মগন।

কোথা মৃত্যু! কোথা রোগ!, নিরালম্ব ব্রহ্মযোগ, সশরীরে স্বর্গভোগ, দেখিনি অ্যামন; স্থাথরে জগত বাসী, কেশব চন্দ্রের হাসি, হাসি হাসি যায় চ'লে অমর ভবন ॥৬৬৬॥ ত্রৈ

—— ——

দেশ মল্লার—একতালা।

হায় মা এ কি করিলি!

যে ধনে ভারত, ছিল ভাগ্যবন্ত, দিয়ে সে ধন ক্যান কেড়ে নিলি।

নাহি কি গো তোর কিছুই মমতা, লাগেনা কি প্রাণে পুত্রশোক ব্যথা; আচার্য্য কেশবে, পাঠাইয়ে ভবে, কোথায় আবার তাঁ'রে লুকাইলি।

যুগ যুগান্তরে তুই অ্যাক জন, জনমে অ্যামন মানবরতন, বিলায় জগতে হরিপ্রেম ধন, ভক্তগণসঙ্গে মিলি; আহা কোথা গ্যাল নববৃন্দাবন, লীলারস রঙ্গ প্রেমের মিলন—গ'ড়ে অ্যাত ক'রে, নিজহাতে ধ'রে, ক্যান আবার শেষে ভেঙ্গে দিলি ॥৬৬৭॥ ত্রৈ

কীর্ত্তন—খয়রা।

কেশবচরিত্র, পরম পবিত্র, মূর্ত্তিমান নূতন বিধান!
নববৃন্দাবন, প্রেমের মিলন, যথায় চির বিরাজমান।
সক্রেটিশ ঈশা মুষা, গৌর ভক্তপ্রধান; জনক গৌতম, আদি নরোত্তম, সবাকার মিলনের স্থান। (কেশব জীবনে)
মহাযোগ মহাভাব, অ্যাকাধারে বর্ত্তমান; উদার হৃদয়, সর্ব্বতীর্থময়, ধর্ম্মসমন্বয়, সমাধান। (যে হৃদয়ে)
যাঁ'র সঙ্গে কত লীলা, করিলেন ভগবান্; সেই ভক্ত সনে, নিগূঢ় বন্ধনে, হ'য়ে থাকি য্যান অ্যাকপ্রাণ॥ (হে দয়াময় হরি) ॥৬৬৮॥ ত্রৈ



কীর্ত্তন।

ব্রহ্মানন্দের কররে সাধন। রে আমার মন।
তবে নববিধানের মর্ম্ম হইবে হৃদয়ঙ্গম।
নবযোগ নবভক্তি, দিব্যজ্ঞান অনাশক্তি, সেই জ্বলন্ত জীবন।
বৃথা নাম লইয়া তাঁ'র, কি হইবে বার বার, পুরাতন মুখের কথন (ভাবহীন প্রাণহীন) পাছে অপরাধ হয়, এই মনে বড় ভয়, নিন্দা করে হাসে শত্রুগণ।
হায় কবে হইবে মিলন, জীবনে জীবন; পাপীর সহায়, দীনের উপায়, সেই হরিভক্ত মহাজন॥৬৬৯॥ ত্রৈ

বাউলে-খ্যাম্‌টা।

ধন্য হে কেশব তুমি, পুণ্য ভূমি ভারত মাঝে জন্মেছিলে। বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ, মিলাইয়ে ধর্ম্ম সমন্বয় করিলে। পরস্পর মতের বিবাদ, কাটা কাটি হতেছিল দলে দলে; আনিয়ে সর্ব্ব প্রধান, নব বিধান, চির-বিবাদ মিটাইলে।

অ্যামন মনোহর চারু, বিধান তরু, কা'র কাছেতে কোথায় পেলে; কে তোমায় ভালবেসে, স্নেহ বশে, হাতে হাতে স'পে দিলে। তরু যে বা'ড়্‌বে কত, জানিনা তো, পরব্রহ্মের কৃপা বলে; কিন্তু জেনেছি তত্ত্ব, জগত তৃপ্ত, হবে সুশীতল তলে।

মহম্মদ শাক্য মুষা, গৌর ঈশা, নানক আদি ভক্তদলে; ল'য়ে নিজ জীবনে, সঙ্কীর্ত্তনে, নাচালে আর নাচাইলে। প্রেম ভক্তি যোগ বৈরাগ্যের সুসম্মিলন, অ্যাকাধারে দ্যাখাইলে তাই অ্যামন অমূল্য ধন, কেশবজীবন, ভিক্ষা মাগি সবাই মিলে। গৃহে নির্লিপ্ত থেকে, যোগ বৈরাগ্য, সাধন ক'রে দ্যাখাইলে; অ্যাক-তন্ত্রী ল'য়ে করে, ঘরে ঘরে, নব বিধান প্রচারিলে।

আপনি থেকে বর্ত্তমান, নব বিধান, পৃথিবীময় প্রচারিলে; হয় নাইক কোন বিধান, এরূপ প্রচার, কোন যুগে কোন কালে। ওহে প্রেমিক বৈরাগী, নব যোগী, বল কোথা যাচ্ছ চ'লে; একটু স্থান দিয়ে পাশে, সত্য দাসে, রেখ মায়ের চরণতলে॥৬৭০॥ কু, বি, দেব.

বিভাষ—একতালা।

কি কব কেশব, পরিচয় তব, ঘরে ঘরে সব, জানে হে তোমায়।
বক্তৃতার ভাব, নিত্য নব ভাব, মনের ভাব মোহিত তা'য়।
সভাস্থলে কিবা বাক্যের বিন্যাস, প্রাণ সুশীতল মধুর ভাষ; কত যে রূপক, কত অনুপ্রাস, পুলকিত চিত্ত তব কথায়।
যথা শক্তি করি বিদ্যা উপার্জ্জন, কত শাস্ত্র পাঠ ধর্ম্মের কারণ; ভাবুক প্রেমিক তুমি হে যামন, তব সহযোগী দ্যাখা নাহি যায়।
ধর্ম্ম আন্দোলনে পবিত্র জীবন, যে রত ব্রতে সেই সাধুজন; প্রেমে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম করিয়ে গ্রহণ, পরিজন সনে মগন তা'য়।
কোরাণ বাইবেল পুরাণ বিধান, পাঠ শেষে তব এ "নব বিধান"; অনুরাগী যাহে উল্লাসিত প্রাণ, তত্ত্ব প্রেমে মত্ত কীর্ত্তন গা'য়॥৬৭১॥

রাধানাথ মিত্র।

বাউলে—একতালা।

(কিবা) ব্রহ্মানন্দের আনন্দবাজার, এ যে স্বর্গ মর্ত্ত্য অ্যাক ধার।
যথা মায়ের কোলে ব্রহ্মানন্দ (আছেন) ল'য়ে দল পরিবার।
এই তো নব বৃন্দাবন, সর্ব্ব তীর্থের মিলন, গয়া কাশী জেরুজিলেম মক্কা বৃন্দাবন; যথা যোগী ঋষি গৌর ঈশা, যত ভক্তগণ করেন বিহার।
(এ) যোগী ঋষির তপোবন, ভক্তের নিকুঞ্জ কানন, জ্ঞানীর জ্ঞান মন্দির কর্ম্মীর ভবন; (যথা) হিন্দু খ্রীষ্টান মুসলমান সবাই অ্যাক পরিবার।
(এই তো) নব বিধান মন্দির, দিব্য কমল কুটীর, নবদেবালয় ভক্তের সমাধি মন্দির; (শান্তি) নিকেতন আর মঙ্গলবাড়ী, ব্রহ্মানন্দপ্রেমে অ্যাকাকার।

(হেথা) নিত্য ব্রহ্মোৎসব, নববিধানের বৈভব, (পাই) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অযাচিত সব; হ'লে ব্রহ্মানন্দের দাসানুদাস (আর) ব্রহ্মানন্দেই সব আমার ॥৬৭২॥ প্রিয়নাথ মল্লিক।

ভৈরবী—পোস্ত।

(জয় হে নববিধান মূর্ত্তিমান—সুরে)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মূর্ত্তিমান নববিধান।

যাঁহার জীবন হেরি সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্মিলন।

ব্রহ্ম দরশন শ্রবণ, সে জীবনের অন্ন পান; নিত্য নব-বৃন্দাবন ব্রহ্মানন্দময় জীবন।

ঈশা মূসা মহম্মদ, শাক্য গৌর যোগী ভক্ত; সবাকার শুদ্ধ রক্ত, মিশাইয়ে যে জীবন।

পূরবের ধর্ম্মপ্রাণ, পশ্চিমের কর্ম্ম বিজ্ঞান; সংসারে ধর্ম্মে মিলন, জীবনে যাঁ'র প্রমাণ।

বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ, সর্ব্ব শাস্ত্র সব বিধান; যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান, এ্যাকাধারে সমাধান।

'আমি' পাপী নাই ভবে", "আমায় দ্যাখ ব্রহ্মে পাবে" "কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে" যাঁহার আশা বচন।

(তেমি) আমার আমি নাই ক'রে, কেশব জীবন দাও আমারে; যাই স্বর্গে সশরীরে ব্রহ্মানন্দে হইয়া লীন ॥৬৭৩॥ ঐ

প্রসাদি সুর—একতালা।

সাধে কি তোমায় ভালবাসি।
তোমার গুণে হই নিত্যধামবাসি।
দ্যাখালে জীবনে, কেশবচন্দ্র ধনে, অ্যাকাধারে উদয় রবি শশি;
সেরূপ মজালো আমায়, মরি হায় হায়! কেঁদে মরি আমি দিবানিশি।
সচ্চিদানন্দ তরী, অদ্ভুত মাধুরী, প্রেমপুণ্য যা'য় [illegible] মিশি;
সে তরী করি আরোহণ, হই শুদ্ধ মন, আহ্লাদসাগরে সদা ভাসি ॥৬৭৪॥

উমানাথ গুপ্ত।

বসন্ত বাহার—তেতালা।

কি ছবি আঁকিলে হরি বসিয়া বিরলে।
তোমা হ্যান চিত্রকর দ্যাখে নাই কেউ কোন কালে।
চিন্ময় পটে হরি, পুণ্য তুলি করে ধরি, অপরূপ ভক্তরূপ আঁকিলে দয়াময়; হেরিয়া মোহনরূপ জুড়াল হৃদয়; সেই ছবি যখন তুমি ভবধামে প্রকাশিলে!
ভক্তবর এসে ভবে, মজিয়ে তোমার ভাবে, আঁকিলেন তব ছবি নানা বরণে; সকলে দেখিছে তাহা মোহিত মনে—বিচিত্র রূপের ছটা, স্বর্গ এল ধরাতলে।
ভক্তসম মনোহর, কর নাই কিছু আর, তিনিও এঁকেছেন তোমায় সুন্দর ক'রে; জ্ঞানহীন মানবেরে দ্যাখাবার তরে—জীবন্মুক্ত হয় নরে, সেরূপ দেখিলে ॥৬৭৫॥ তীর্থ সঙ্গীত।

কীর্ত্তন।

(লোফা) কোথায় মা লুকালে, প্রাণের কেশবে।

জুড়াও তাপিত প্রাণ দ্যাখাইয়ে তাঁহারে।

উদয় না হয় আর, বিধান আকাশে; অমা নিশা সে অবধি, যবে ঢাকিলে সে চাঁদে।

(ঝাঁপতাল) বল বল মা ভগবতি, কি হবে আমাদের গতি, (হ'ল চারি দিক অন্ধকারময়) তাহে অহংমদে অন্ধ সবে) দ্যাখাও সে মধুর হাসি, বাঁচাও কেশব প্রকাশি, ওগো মা বিশ্বপালিনী।

(ঠুংরী) জয় জগদাম্বিকে, চৈতন্য দায়িকে, অনাদ্যে, অনন্ত রূপিণী; (মাগো) চিরকল্যাণদায়িকে, পাষণ্ডদণ্ডকারিকে, পবিত্রাঙ্গি পতিতপাবনী; (মাগো) সাধুহৃদয়রঞ্জিকে, আনন্দামৃতদায়িকে, সুর নরে শান্তিপ্রদায়িনী; চির আশ্রিত জনে, স্থান দাও ও চরণে, প্রণমামি কেশবজননী ॥৬৭৬॥ তীর্থ সঙ্গীত।

বিভাষ—ঝাঁপ্‌তাল।

কৈ কেশব, কোথা কেশব, ব'লে কবে কাঁদ্‌বো মোরা।

কেশব বিহনে সব, হ'য়ে রবো জ্যান্তে মরা।

কি বলিয়ে গেলেন কেশব, কি করিতেছি আমরা সব; কেউ কি তা' করি অনুভব, (সব) হৃদয় অহঙ্কারে ভরা।

স্বর্গ থেকে দেখছেন সব, কেশবের পিতা আর কেশব; হ'য়েছি আমরা পরাভব, "ছয় দোষের" কাছে—উদ্ধারের আর উপায় নাই, ভাবিয়ে দ্যাখনা সবাই, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই একি দেখতে (সইতে) পারেন তাঁ'রা।

পরিবার আর দলে, একত্র সাধন করিলে; নিশ্চয় সুফল ফলে, তাঁহারি বচন—যত দিন তা' না হইবে; ক্রমে অধঃপতন হবে, মনে মনে দ্যাখ ভেবে, (অ্যাথন) উচিত্ যুক্তি কি করা।

মা আমাদের বড় ভাল, কে না জেনেছে বল; যা'র যে জীবন সম্বল, কে-না জানে—(মাকে) একটু ভালবাসি ব'লে, অ্যাথনও রেখেছেন কোলে, আমরা কি তাই ব'লে পৃথিবীকে দেখ্‌বো সরা।

(মাকে) একটু দেখতে পাই ব'লে, ব্যাড়াচ্ছি সব চেসে খেলে; (পরকে) উপদেশ দিই কত ছলে, আপনাকে ভুলে—(মাগো) আর কতদিন অ্যামন ক'রে, কপটতা অহঙ্কারে, দূরে রাখিব তোমারে, এস এস মা এস ত্বরা ॥৬৭৭॥ প্রসন্নকুমার সেন।

বিভাষ—একতালা।

ভ্রাতৃশোকে হৃদয় বিদরে।

পুজি মা তোমায়, দিনু যা'য় বিদায়, সে ভাই আর ফিরে এ'লনা এ ঘরে।

প্রাণের অঘোর* যোগী মহাবীর, জয়ধ্বজ হাতে হইল বাহির; করিল তোমার মহিমা প্রচার, ভারতের সীমা হ'তে সীমান্তরে।

বিন্দু বিন্দু রক্ত করিয়া প্রদান, ঘোষিল জগতে নূতন বিধান; পুণ্যক্ষেত্র মাঝে তেয়াগিল প্রাণ, যোগে সমাহিত প্রশান্ত অন্তরে।

বিজয়-মুকুট পরাইয়ে শিরে, কোলে করি ব'সো আপন মন্দিরে; রাখ মা যতনে, অমরভবনে, দেখি সেইরূপ সবে প্রাণ ভ'রে ॥৬৭৮॥ ত্রৈ. না, সা,

* সাধু অঘোরনাথ।

কীর্ত্তন।

(খয়রা) বল হে বিধাতা, গুরু জ্ঞানদাতা; ব'লে দাও কানে কানে। (দিব্যজ্ঞানে)

ক্যান মৃত্যুশোকে, শেল হানে বুকে, দ্যায় মর্ম্মব্যথা প্রাণে।

(অ্যাত)—সুখের সংসারে, তোমার শাসন, নিগূঢ় নিয়ম, ক্যামনে বুঝিব হরি; (তুমি ভাঙ্গ গড় দিবানিশি) নিত্য নব নব, লীলা খ্যালা তব, দেখে দেখে কেঁদে মরি। (বুঝিতে নারি)

কত গুণবান, মানব-সন্তান, দ্যাখা দিয়ে ধরাতলে; (আহা রূপে গুণে মুগ্ধ ক'রে) তোমার ইঙ্গিতে, দেখিতে দেখিতে, কোথা গ্যাল হায় চ'লে। (জগৎ আঁধার ক'রে)

এ জীবন যৌবন, বুঝিনু অ্যাখন, সিন্ধুনীরে বিম্ব প্রায়; (এই আছে আর এই নাই হে) কালস্রোতে ভাসি, ধীরে ধীরে আসি, অনন্তে মিলা'য়ে যায়। (নয়নান্তরালে)

তুমি ধ্রুব সত্য, সংসার অনিত্য, এই সত্য শিখাইতে; (অন্ধ জীবগণে) জীবনের মাঝে, মরণ বিরাজে, অলক্ষিতে পৃথিবীতে। (প্রতি ঘরে ঘরে

(দশকুশী) আমাদের প্রাণধন, প্রিয় মনোমত ধন,* এসে ভবে দুদিনের তরে; (তোমার বিধানে) শুনাইল কত গীত, করিল মোহিত প্রীত,— আনন্দিত সুললিত স্বরে। (নানা ভাবে নানারসে) তাহার মধুর গানে, উথলি উথিত প্রাণে, প্রেম ভক্তি রসে তরঙ্গ; কাতরে মিনতি করি, পিতা তবপায়ে ধরি, মিলাইয়া দাও তার সঙ্গ * (হৃদয়ে হৃদয়ে)।

লইয়া অমরলোকে—নিত্য প্রেমযোগে ॥৬৭৯॥ চৈত্র

---

* মনোমত ধন হে।

কেদারা—আড়াঠেকা।

কলির কলুষ নিবারিতে, কে গো অবতীর্ণ ভবে।

কা'র নাম ধরি শতকণ্ঠ নিনাদিছে উচ্চরবে।

সর্ব্বধর্ম্ম বিচার করি, সার তত্ত্ব প্রকাশিলে; দুঃখী তাপী অজ্ঞানীরে, অকাতরে শান্তিদানিলে।

গ্রাম্য ভাষায় উচ্চভাব, আহা সহজে বুঝালে; আর্ত্তেরে কোল দিয়ে, সবার হৃদয় আকর্ষিলে।

বালকভাবে নেচে কেঁদে, মন্ত্র-মুগধ করিলে; পাগল পারা গেয়ান হারা চক্ষুধারা ফেলিলে।

দুখীভাবে দুখী ঘরে, বল কে তুমি হে আইলে; জীব কাঁদাতে জীব তরাতে রামকৃষ্ণ* উদিলে।

নমো রামকৃষ্ণ শান্ত দান্ত বালক চূড়ামণি; মার ভাবে বিভোর, মার ছেলে তুমি গুণমণি।

প্রেম সঞ্চারি, দানি ভক্তিবারি, জীব উদ্ধারিলে; জয় প্রভু রামকৃষ্ণ জয় তোমার নরলিলে।

ভক্তি প্রেম নির্ম্মল সরল ভাবের অবতার; জয় পুণ্য শ্লোক নাম পদেতে কোটী নমস্কার ॥৬৮০॥ খগেন্দ্রনাথ রায়।

বাউলে—খ্যামটা।

চাই দয়ালের নাম চাই প্রেম চাই আর অভয় চরণ চাই।

আমি সামান্য ধন নাহি চাই, অন্য কিছু নাহি চাই।

দয়াল নামে কত সুধা, খেলে যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা, কত সুখোদয় হয়;

* রামকৃষ্ণ পরমহংস।

প্রেমরসে ডুবে থাকি সদা সর্ব্বদাই। নামে রুচি প্রেমে রুচি, চরণচাঁদে সদাই রুচি, আমি খেলে বাঁচি সে মিষ্ট আস্বাদন ; আমি দুঃখী হে জনমদুঃখী হে, পরশে পবিত্র হ'তে চাই ॥ (চরণ পরশে, ॥৬৮১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—একতালা।

হরিনাম লইতে অলস ক'রোনা রসনা যা হবার তাই হবে।

দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আর পাবে ; ঐহিকের সুখ হ'ল না বলে কি ঢেউ দেখে না' ডুবাবে।

রেখ রেখ এ নাম সদা হৃদে ধরি, অনায়াসে পার হবে ভববারী, সচেতনে থেক, (আমার মন রে সদা) দয়াল ব'লে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে।

নামেতে তাঁহাতে নাহিক প্রভেদ, ভাব ওরে মন ভাবিয়ে অভেদ ; ঘুচ্‌বে মনের খেদ, হবে গ্রন্থি ছেদ, অনায়াসে ত্রাণ পাবে ॥৬৮২॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের মাঝে, আজ দয়া ক'রে এস এস হে।

তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে। (এস এস হে)

ভক্তবৃন্দে সঙ্গে লয়ে। (এস এস হে) এসে আপনার গুণ আপনি গাও। (আমরা কিছু জানি না হে)

ভক্ত সঙ্গে নেচে নেচে। (এস এস হে) আপনি নাচ আপনি গাও আ পনি বাজাও হে। তোমার সঙ্গে নাচি গাই। (এস এস হে) ॥৬৮৩॥

অজ্ঞাত

বাউলে—ঠুঁরী।

হরিনামামৃত রসে ডুবে থাক রে মন রসনা।

ধ্রুব প্রহ্লাদ ডুবে ছিল, ডুবে তাঁ'রা রত্ন পেল, হরি তা'দের কোলে নিল, ঘুচিল ভবযন্ত্রণা।

জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামে তরে গ্যাল, হরি তা'দের কোলে নিল, (হরি কোলে নিতে) ঘুচিল পাপ যন্ত্রণা ॥৬৮৪॥ অজ্ঞাত

বাহার—কাওয়ালী।

হরি বলে ডাক রসনা ক্ষতি হবেনা।

কুবাসনা কুমন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে ছাড়না।

দীক্ষা গুরুর পদে রাখ মন, শিক্ষা কর যথা আছে ভাগবতগণ; ওরে প্রেম সুধা পান করিলে পাপ ভয় আর রবেনা।

হরিভক্ত সঙ্গে কর তত্ত্ব আলাপন, ক্রমে ক্রমে হবে তোমার প্রেমের উদ্দীপন; আবার ডোর কপিনের তত্ত্ব জেনে কর সত্যের সাধনা।

হরি নাম গানে যেদিন হইবি পাগল, দেহ ছেড়ে ভজনবাদী পালাবে সকল; শান্ত দাস্ত সাধন ক'রে হরি পদে মজনা।

অধীন দীন দাসের ভাবনা, তন্ত্র মন্ত্র নাহি জানি ভজন সাধনা; আবার গোসাঞী বলে অনুরাগী বিনে তো কেউ পা'রবেনা ॥৬৮৫॥ অজ্ঞাত

বাউলে—একতালা।

আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে আনন্দপুরে।

তথায় রাগের মানুষ চলে নির্ব্বিকারে।

তথা নাই হিংসা নিন্দে, জরা মৃত্যু প্রভাত সন্ধ্যে, রত্ন ছটায় দীপ্ত-

মান করে; তথায় নাহি চন্দ্র দিবাকর, ব্রহ্মা বিষ্ণুর অগোচর, তথায় পবন যেতে নারে, তুই যাবি কি কোরে, সাহসে কি ঢেঁকি গিল্‌তে পারে।

আনন্দময় বাজার খানি, সদা উঠেছে প্রেমের ধ্বনি, বারুদে আগুনে অ্যাক ঘরে; তথায় কামী লোভী যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যা'র রাগের কারণ, ল'য়ে রূপের প্রদীপ হাতে, যেতে হবে পথে, সন্দতম সব দূর ক'রে।

গোসাঞী বৈষ্ণবচাঁদের বাণী, শুদ্ধ হয় যা'র ভক্তিখানি, মনে ক'রলে সে যেতে পারে; ও চাকুরে ব্যানা গাছে ব'সে, ডুমুর গেল কোন সাহসে, তোর কি যাবার এমনি ধারা, শোন্ রে চাকুরে, পিপড়ের পাখা ওঠে ম'রবার তরে ॥৬৮৬॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

ওহে দীন কাণ্ডারি চাও অ্যাকবার দীনে।

যাদের সঙ্গে এসেছিলাম হে, সবাই গ্যাল ফেলে; কেউ নিলে না হে সঙ্গে ক'রে এই দীনহীনে।

দাঁড়ায়ে র'য়েছি কূলে হে, পারে যাব বোলে; আর কে করিবে পার, তোমা বিনা এ সম্বল বিহীনে ॥৬৮৭॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

দীননাথের চাইতে হবে।

এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে।

যদি পাষাণে বীজ না হ'লো অঙ্কুর, তবে জগজ্জনে ব'লবে ক্যান হে কাঙ্গালের ঠাকুর; যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে নাম দয়াময়

ব'লবে কে হে ভকতবৎসল তোমায় মনে হ'লে, পাষাণ গলে, (ও রূপ)
মন আদি ইন্দ্রিয় সবে ॥৬৮৮॥ অজ্ঞাত

বাউলে—একতালা।

ফকিরী নেওয়া গোসাঞী ক্যামনে পারি। (তাই বল গোসাঞী)
আপন মনের অনুরাগে ন্যায় ফকিরী। (গোসাঞী)

ফকিরী নেওয়া অতিশয় কঠিন, সে দিন ধ'রতে গেলে হতে হয় সে দীনের অধীন; আপনার মান আপনাব ত্যেজে, হ'তে হয় নাছের ভিখারী।

গোসাঞী আমার শ্রীরূপ সনাতন, ফকিরী নিয়ে ছিল তা'রা ভাই দুইজন; তা'রা বাদসার উজীরি ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা করোয়াধারী। (গোসাঞী)

গোসাঞী বৈষ্ণব বাউলে বলে, পরসুখে সুখী হ'লে অঙ্কুর জন্মে অন্তরে, আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাছের ভিখারী। গোসাঞী ॥৬৮৯॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

গোসাঞী আমার যা' করে তাইত হবে ক্যানে ম'রবো ভেবে।

আকাশেতে পাখী ওড়ে, উড়িতে না পারে বেগে; ও তা'র যত শক্তি তত ওড়ে, আবার পুনঃ এসে ভবে পড়ে।

দরিদ্র যায় লঙ্কাপায়, তবু না ঘোচে মনের ভার, সে যে দৌড়ে বেগে; ও সে স্বর্ণ বলে হরিদ্রের গুঁড়ো বাঁদ্‌চে মনের অনুরাগে ॥৬৯০॥ অজ্ঞাত

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

ব্রহ্মস্তোত্রম্।

নমোঽকিঞ্চননাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
অন্তর্য্যামিন্নন্তরাত্মন্ নমোঽনন্তাক্ষয়ায় তে॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তেঽখিলকারণ।
অরূপায় নমোঽনাথবন্ধো অধমতারণ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে।
করুণানিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন॥
নমোগুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময়।
চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে * নমঃ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ॥
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রত্নায় দুর্লভায় চ॥
নমো দেবায় দীনানাং পালকায় নমোনমঃ।
দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ॥
নমস্তুভ্যং নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন।
নিত্যানন্দায় নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন॥

---

* স-নি-পা—চিরসখায় তে।

নমস্তে নির্ব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোঽস্তু তে
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবণ প্রীতে র্নমঃ পতিতপাবন।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণ প্রাণধনায় চ ॥
নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমো বিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমো বিঘ্নবিনাশন ॥
নমো ভক্তবৎসলায় নমো ভুবনমোহন।
ভূমন্ ভবাব্ধিকাণ্ডারিন্ * ভবভীতিহরায় চ ॥
নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব।
মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমো নমোঽস্তু যোগেশ শান্তেরাকর শুদ্ধ চ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃ সদ্‌গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরায় চ।
সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বমূলাধারায়াস্তু নমোনমঃ ॥
নমোঽস্তু সর্ব্বারাধ্যায় নমোঽস্তু সর্ব্বসাক্ষিণে।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখ স্নেহময়ায় চ ॥
নমঃ স্রষ্টে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমোনমঃ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্ব্বোত্তমায় চ ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমোনমঃ।
নামান্যেতানি গৃহ্ণন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর ॥
ইত্যষ্টোত্তরশতনাম্না ব্রহ্মস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

* কাণ্ডারঃ—কেনিপাতঃ।

মাতৃস্তোত্রম্ ।

জয় দেবি পরারাধ্যে ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি ।
জগদ্ধাত্রি মহাবিদ্যে মাতঃ সর্ব্বার্থসাধিকে ॥
ভবভারহরে সর্ব্বমঙ্গলে জগদীশ্বরি ।
বিমূঢ়মতিজীবানাং পাপসঙ্কটবারিণি ॥
বরদে শুভদে লোকপ্রসূতে জীবিতেশ্বরি ।
মানবানাঞ্চ দেবানাং চিরকল্যাণদায়িকে ॥
প্রসন্নবদনে বিশ্বজনয়িত্রি দয়াময়ি ।
বিচিত্রগুণসম্পন্নে শিবে সন্তানবৎসলে ॥
নমোবিশ্বম্ভরে দেবি ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারকারিণি ।
চৈতন্যময়ি বিশ্বাদ্যে মহেশি জগদাত্মিকে ॥
বহুরূপা নিরাকারা ত্বং হি ভুবনমোহিনি ।
ভক্তমনোরমে যোগিমহাজনসুদুর্লভে ॥
বিজ্ঞানঘনরূপা ত্বং সচ্চিদানন্দরূপিণি ।
বাগীশ্বরি নমস্তুভ্যং জ্ঞানদে বদতাংবরে ॥
পরেশি পরমপ্রজ্ঞে শুভবুদ্ধিপ্রণোদিনি ।
সুখদে মোক্ষদে প্রাণধনদাত্রি পরাৎপরে ॥
রাজরাজেশ্বরি ত্বং হি সর্ব্বসন্তাপনাশিনী ।
গৃহাশ্রমেষু বিত্তেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতে ॥
চরণাশ্রিতভৃত্যানাং ত্বং নিত্যসুখবর্দ্ধিনি ।
নির্ব্বান্ধববিপন্নেষু বরাভয়প্রদায়িকে ॥
বিশালভবদুস্তারে জননীনামসম্বলম্ ।
ঘোরমোহান্ধকারেষু দিব্যজ্যোতির্ব্বিকাশিনি

পাপাভিহতভূতানাং ত্বং ত্রিতাপহরা শুভে।
ভগবত্যৈ নমস্তুভ্যং দূরাদ্দূরনিবাসিনি ॥
নিশ্বাসে শোণিতাধারে প্রাণরূপেণ সংস্থিতে।
সর্ব্বব্যাপিনি কল্যাণি চিদ্‌ঘনস্বরূপে সতি ॥
অতুল্যগুণশালিন্যৈ নমস্তে কলুষান্তিকে।
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রি সর্ব্বজ্ঞে ত্বং সর্ব্বসাক্ষিরূপিণী ॥
স্থাবরে জঙ্গমে নিত্যং শক্তিরূপেণ সংস্থিতে।
নিখিলপ্রাণিনাং পুংসাং ধনধান্যবিধায়িনি ॥
নমস্তেহখিলধারিণ্যৈ দিব্যরূপে বরাননে।
মুমুক্ষুসাধকানাঞ্চ তপঃসিদ্ধিপ্রদায়িকে ॥
আনন্দময়ি মাতস্ত্বং ভক্তচিত্তবিহারিণি।
শোকদুঃখাপহারিণ্যৈ নমোব্রহ্মসনাতনি ॥
রুদ্রমূর্ত্তে মহাশক্তে দুর্ম্মদাসুরনাশিকে।
ভগ্নহৃদয়মর্ত্ত্যানাং ত্বং হি পতিতপাবনী ॥
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপেণ সর্ব্বভূতে বিরাজিতে।
অনাদ্যে অম্বিকে অম্বে মাতর্লজ্জাস্বরূপিণি ॥
জীবন্মুক্তস্য সিদ্ধস্য নিত্যানন্দপ্রবর্দ্ধিকে।
অন্তর্যামিনি যোগেশি ক্ষেমঙ্করি কৃপাময়ি ॥
নমস্তেহনন্তরূপিণ্যৈ অভয়ে ভুবনেশ্বরি।
অদ্বিতীয়ে দুরারাধ্যে পাষণ্ডদণ্ডকারিকে ॥
দিব্যাঙ্গী দিব্যলাবণ্যে সুরূপে চিত্তমোদিনি।
চিদাকাশস্বরূপা ত্বং সাধুহৃদয়রঞ্জিকে ॥
জরামরণসংহর্ত্রি শঙ্করি প্রকৃতেঃ পরে।
তেজোময়ি পবিত্রাঙ্গি নিষ্কলঙ্কস্বরূপিণি ॥

অন্নদে পুণ্যদে মাতর্যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তিকে।
বেদাগমেষু তন্ত্রেষু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতে॥
বিশ্বস্তশুদ্ধচিত্তানাং বিপদ্ভীতিবিনাশিনি।
চিন্ময়ি প্রতিভাদাত্রি অমৃতানন্দভাষিণি॥
ত্বং হি জ্ঞানং বলং পুণ্যং শান্তিঃ সৌভাগ্যদায়িকে।
ত্বং হি মম ধনং প্রাণাঃ ত্বং হি সর্ব্বস্বরূপিণি॥
নমস্তে জগত্তারিণ্যৈ ত্রাণকর্ত্রি সুরেশ্বরি।
ত্বং হি বেদো বিধিস্তন্ত্রং মন্ত্রো ভজনসাধনম্॥
ত্বন্নামস্মরণৈর্গানৈর্জীবন্মুক্তির্হি লভ্যতে।
বিতরাকিঞ্চনে দীনে মাতস্তে করুণাকণাম॥
দেহি পদসরোজং মে নরামরনিষেবিতম্।
তব পাদারবিন্দেষু প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

মাতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সূচীপত্র

* শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর শ্বশুরালয় গমনের দিন রচিত,—গীত নয়।

* বিবিধ সঙ্গীতেও এই গান আছে।—২৫৯ পৃষ্ঠা।

* ১৭৮৮ শক ৯ই আষাঢ় হাবড়া রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে, শ্রীমতী মতীসুন্দরী দেবীর (স্বর্গীয় কিশোরীলাল মৈত্রের পত্নী) পরলোক গমনের দিন রচিত ও গীত হয়। প্রঃ

* সঙ্গীত পুস্তকে "বাউলে" ছাপা আছে, উহা কীর্ত্তন হইবে।

* ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের, কীর্ত্তনের সুরে এই প্রথম গান।

* ঈশ্বরের অ্যাক শত আট নাম। "জয় অকিঞ্চন নাথ" দ্যাখো।—প্রঃ

* বোধ হয় এই গানটী স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর রচিত।

* আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবেদের দশম অধ্যায়ের ভাবে এই গান রচিত। বিবিধ সঙ্গীতের মধ্যেও ২৬৩ পৃষ্ঠায় আছে। প্রঃ

* এই গানটী দুইস্থানে ছাপা আছে ৩২০ পৃষ্ঠা দেখ।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন।

সংখ্যা	গান	শকাব্দা	মাঘোৎসব	ইং	পৃষ্ঠা
১।	তোরা আয়রে ভাই *	১৭৮৯	৩৮শ	১৮৬৮	৪৪৬
২।	দয়াময় নাম বল্ রসনা	১৭৯০	৩৯শ	১৮৬৯	৪৪৭
৩।	ডাকো দীনবন্ধু ব'লে	১৭৯১	৪০শ	১৮৭০	৪৪৭
৪।	ভাই চিরদিন	১৭৯২	৪১শ	১৮৭১	৪৪৮
৫।	আজি গাও গভীর	১৭৯৩	৪২শ	১৮৭২	৪৪৯
৬।	কর আনন্দে ব্রহ্মের	১৭৯৪	৪৩শ	১৮৭৩	৪৫০
৭।	বল্‌রে তোরা বল্	১৭৯৫	৪৪শ	১৮৭৪	৪৫১
৮।	জয় ব্রহ্ম জয় বল্	১৭৯৬	৪৫শ	১৮৭৫	৪৫৩
৯।	ওহে দয়ানয় হরি	১৭৯৭	৪৬শ	১৮৭৬	৪৫৪
১০।	দয়াময় নাম বল্‌রে	১৭৯৮	৪৭শ	১৮৭৭	৪৫৫
১১।	ভকতবৎসল হরি	১৭৯৯	৪৮শ	১৮৭৮	৪৫৬
১২।	বল্‌রে দয়াময় হরি	১৮০০	৪৯ম	১৮৭৯	৪৫৭
১৩।	আয়রে মা ব'লে	১৮০১	৫০ম	১৮৮০	৪৫৮
১৪।	চেয়ে দ্যাখ্‌রে ভাই	১৮০২	৫১ম	১৮৮১	৪৫৯
১৫।	এবার গাওহে ভাই	১৮০৩	৫২ম	১৮৮২	৪৬১
১৬।	তোরা আয়রে নব †	১৮০৪	৫৩ম	১৮৮৩	৪৬২
১৭।	অমরনগরে চল যাই	১৮০৮	৫৭ম	১৮৮৭	৩৬৩

---

* ব্রাহ্ম সমাজে এই প্রথম নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়।

† শ্রীমৎ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ এবং ব্রহ্মমন্দিরের বেদী সম্বন্ধে মতভেদ জন্য ৩ বৎসর নগর সঙ্কীর্ত্তন হয় নাই।—প্রঃ।

সংখ্যা	গান	শকাব্দা	মাঘোৎসব	ইং	পৃষ্ঠা
১৮।	হাসিছেন আনন্দময়ী *	১৮০৯	৫৮ম	১৮৮৮	৪৬৫
১৯।	চল যাই নববৃন্দাবনে	১৮১৩	৬২ম	১৮৯২	৪৬৬
২০।	ও ভাই দ্যাখরে অন্তরে	১৮১৪	৬৩ম	১৮৯৩	৪৬৭
২১।	তোরা আয়রে ভাই ব্রহ্ম	১৮১৫	৬৪ম	১৮৯৪	৪৭০
২২।	দ্যাখ্ দ্যাখ্‌রে আবার	১৮১৬	৬৫ম	১৮৯৫	৪৭২
২৩।	আহা মরি মরি হরি	১৮১৭	৬৬ম	১৮৯৬	৪৭৩
২৪।	সদানন্দে চিদানন্দ	১৮১৮	৬৭ম	১৮৯৭	৪৭৫
২৫।	কি সুখে জীবন ভার	১৮১৯	৬৮ম	১৮৯৮	৪৭৬
২৬।	নববিধানের দেবতা	১৮২০	৬৯ম	১৮৯৯	৪৭৮
২৭।	মঙ্গলময়ের মঙ্গল	১৮২১	৭০ম	১৯০০	৪৭৯
২৮।	অ্যাকান্তমনে	১৮২২	৭১ম	২৯০১	৪৮১
২৯।	গাও অবিরাম মধুর †	১৮২৩	৭২ম	১৯০২	৪৮২
৩০।	যুগধর্ম্ম মহিমা	১৮২৫	৭৪ম	১৯০৪	৪৮৪
৩১।	হরি কাঙ্গালের ধন	১৮২৬	৭৫ম	১৯০৫	৪৮৫
৩২।	বিশ্বের নিয়তি	১৮২৭	৭৬ম	১৯০৬	৪৮৭
৩৩।	অনিত্য এ সংসারে	১৮২৮	৭৭ম	১৮০৭	৪৮৮

* নববিধান সমাজের প্রচারকদের মতভেদ ও বিবাদ জন্য ৩ বৎসর নগর সঙ্কীর্ত্তন হয় নাই। অনেকে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে স্বতন্ত্র কার্য্য করিয়াছিলেন।

† মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার স্বর্গারোহণ জন্য ১৮২৪ শকে ইংরাজি ১৯০৩ সালে, নগর সঙ্কীর্ত্তন হয় নাই।

HYMNS.

রাগরাগিণীর তালিকা।

সিন্ধু।

বাউলে।

কীর্ত্তন।

একতালা

* সঙ্গীত পুস্তকে "বাউলে" ছাপা আছে উহা অশুদ্ধ।

ওরে আমার মনমাতাল ২১৮ পৃষ্ঠা, স্ব[illegible] সূচীপত্রে নাই।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

—:0:—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

মন ভাব রে, দয়াময়-পদ হৃদিমাঝে।

দাও প্রেম উপহার (ভক্তি প্রেমাঞ্জলি) সে চরণপঙ্কজে।

দ্যাখ ব্যাকুল অন্তরে বারেক চাহিয়ে,

হৃদয় মন্দিরে সেই মহাপ্রভু বিরাজে।

রসনায় কর তাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তন, মধুর দয়াল নাম কর সদা শ্রবণ; করযুগে কর সদা সে চরণ সেবন, নয়ন ভরিয়ে দ্যাখ হৃদয়ের রাজে। বিনীত শান্ত ভাবে বসিয়ে নির্জ্জনে, ভুবনমোহন রূপ দ্যাখ যোগ ধ্যানে; ভক্তিযোগে অনুরাগে হ'য়ে প্রেমে মগ্ন, পান কর মকরন্দ বিভুচরণ-সরোজে॥ ১॥ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

কাফি—ঠুংরী।

এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে।

আদি সত্য তিনি কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে; জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়, দ্যাখে সেই যে বিশ্বাস করে।

অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, বিরাজিত হৃদিকন্দরে; জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানা গুণে, যাঁহার চিন্তনে ত্রিতাপ হরে।

অনন্ত গম্ভীর প্রশান্ত মুরতি, ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে; পদাশ্রিত জনে, দ্যাখা দ্যান নিজগুণে, দীনহীন ব'লে দয়া ক'রে।



চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা, নিকট সহায় দুঃখ-সাগরে; পরম ন্যায়বান্, করেন ফল দান, পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।

প্রেমময় দয়াসিন্ধু কৃপানিধি, শ্রবণে যাঁ'র গুণ আঁখি ঝরে; তাঁহার মুখ দেখি, সবে হও হে সুখী, তৃষিত মন প্রাণ যাঁ'র তরে।

বিচিত্র শোভাময় নির্ম্মল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে রূপ বচন হারে; ভজন সাধন তাঁ'র, কর হে নিরন্তর, চিরভিখারী হ'য়ে তাঁ'র দ্বারে ॥ ২ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ।

যিনি মহান্ অনন্ত, দ্যাখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে, ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হ'য়ে, ক্ষুদ্র কীট জীবে দ্যাখেন চাহিয়ে, মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে) দ্যাখ রে ভাবিয়ে, এ হ'তে কি আর আছে আনন্দ।

অ্যামন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর, দীন জনের যিনি লন সমাচার; গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে, অন্ধে দ্যাখাইয়ে দ্যান স্বর্গের পথ।

ও রে ভ্রান্ত জীব অ্যামন পিতায় ছেড়ে, ক্যান সুখ অন্বেষণ কর অন্যত্তরে, অ্যাত দয়া তবু (মরি রে) চিন্‌লিনে তাঁহারে, সংসার মোহে হইয়ে অন্ধ ॥ ৩ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর নিরাশ হ'য়োনা হ'য়োনা।

পাপীর ক্রন্দন-ধ্বনি, শুনিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবেনা রবেনা।

ল'য়ে প্রেমক্রোড়ে বসায়ে আদরে, ভাসাইবেন সবে আনন্দের নীরে; মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে, ক্ষান্ত হও খেদ কোরনা কোরনা।

মুছাইয়ে চক্ষের জল, তাপিত প্রাণ ক'র্‌বেন শীতল; সাধিবেন মঙ্গল স্থান দিয়ে নিজ নিকেতনে—শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি মায়ে কি কখন, নির্দ্দয় হ'য়ে পারে করিতে শ্রবণ; বাছা বাছা ব'লে, লইবেন কোলে, স্থির হও আর কেঁদোনা কেঁদোনা।

তাঁ'র স্নেহের নাই উপমা, অসীম যাঁ'র করুণা; নির্ভর কর অচিরে পাবে সান্তনা—দ্যাখরে দৃষ্টান্ত তোমার মত কত, পাপে তাপে যা'রা ছিল অভিভূত; মায়ের অভয় পদে, ব'সে নিরাপদে, তাঁ'র প্রেমের জয় করিছে ঘোষণা ॥ ৪ ॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

চল সেই অমৃত-ধামে, চল ভাই যাই সকলে।
নাহি যথা ব্যবধান, ইহকাল পরকালে।

ঘুচিবে ভয় ভাবনা, না রবে ভব-যাতনা; নিরাপদে সুখে বাস করিব পিতার কোলে।

সেখানে নাহি ক্রন্দন, রোগ শোক প্রলোভন, যোগানন্দে ভাসে সবে শান্তি-সলিলে; অনন্ত জীবন স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত, প্রেমের লহরী তাহে খ্যালে আশার হিল্লোলে।

যথায় সাধকগণে, প্রাণ-যোগ সাধনে, আছেন মগন হ'য়ে চিদানন্দ-সিন্ধু-জলে; প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্মসমর্পণ ক'রে, অমর হ'য়েছেন তাঁ'রা ব্রহ্মকৃপা বলে ॥ ৫ ॥ ঐ

পূরবী—আড়াঠেকা।

অবিশ্রান্ত ডাকো তাঁরে, সরল ব্যাকুল অন্তরে।
হৃদয়ের ধন সেই, প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
এই যে সংসার-ধাম, নহে নিরাপদ স্থান, যতনে সঞ্চিত পুণ্য, নিমেষে হরণ করে।
মুক্তি পথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর, সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেওনা ফিরে ॥ ৬ ॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

মজ মন বিভু চরণারবিন্দে।
গাও তাঁহার গুণ পরম আনন্দে।
চিত্তবিনোদন, মূরতিমোহন, ধ্যান ধর সদা হৃদে; (সেই) ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা, পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে।
যোগী-জন-চিত, সদা প্রলোভিত, যাঁর প্রেম-মকরন্দে; (সেই) জীবন সঞ্চার, পাতকী উদ্ধার, হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।
করিয়ে সাধন, ইন্দ্রিয় দমন, লহ স্থান ব্রহ্ম পদে; গাও তাঁহার জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদে ॥ ৭ ॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ব্রহ্মরূপ-সাগরে মগন হও রে মন।
সে সুধাময় জ্যোতি কর রে দরশন।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, পুরুষ মহানানন্ত, উদার প্রশান্ত অলখ নিরঞ্জন।
যাহার তেজ পরশে সঞ্চারে নবজীবন, হৃদয়মাঝে বহে প্রেম-সমীরণ।

হেরিলে সে বিশ্বরূপ সচকিত হয় প্রাণ, যাঁহার প্রভাবে মোহিত যোগীজন (ত্রিভুবন)।

ত্যজিয়ে অসার চিন্তা কর চিত্ত সংযম, যোগানন্দ রস পান কররে অনুক্ষণ ॥ ৮ ॥ ঐ

বারোয়াঁ—ঠুংরী।

কর সদা দয়াময় নাম গান।

আনন্দেতে অবিরাম (আনন্দেতে অবিশ্রাম)।

শীতল হবে রসনা, জুড়াইবে প্রাণ।

ঘুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাবে অপার, রসাল দয়াল নাম অমৃত সমান।

বিষম সঙ্কট কালে, দয়াময় ব'লে ডাকিলে, ভয় তাপ যায় চ'লে, দুঃখ হয় অবসান ॥ ৯ ॥ ঐ,

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত-কাল-সাগরে সম্বৎসর হ'লো লীন।

নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।

থাক হে প্রস্তুত হ'য়ে, পথের সম্বল ল'য়ে, কখন্ ত্যজিতে হবে ভব পান্থভবন।

মাস ঋতু সম্বৎসর, জরা মৃত্যুর অধিকার, নাহিক যথায় চল তথায় করি গমন; মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগেঐ কাল ভয়-নিবারণে, হৃদি-মাঝে অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥ ঐ

মল্লার—আড়াঠেকা।

ক্যান হে বিলম্ব আর, সাজো সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।

কর ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী, বিশ্বাসের পরাক্রম দ্যাখাও জীবনে।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবল, লহ সঙ্গের সম্বল, শান্তি অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে; লোকভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি; প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।

সাধিতে পিতার কায, পর হে সমরসাজ, বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গর্জনে; বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে, বল অকপট হৃদয়ে; জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে॥ ১১ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

তা'র কি দুঃখ বল সংসারে।

যেজন সত্যকে আশ্রয় ক'রে কাটায় জীবন, হ'য়ে হৃষ্ট মন, দ্যাখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।

নিত্য উপাসনা ইন্দ্রিয় দমন, পর উপকার বৈরাগ্য সাধন; হইয়াছে যা'র, জীবনের সার, সে যায় অনায়াসে ভবপারে।

ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ, প্রাণপণে করে কর্ত্তব্য পালন; অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্ত মতি, প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দ্যাখে সর্ব্ব নরে॥ ১২॥ ঐ

আসওয়ারী—ঝাঁপতাল।

তাঁ'রে ধ্যান ধর, ভগবত-ভক্তজনে।
সচ্চিদানন্দ রূপ নয়ন রঞ্জন, শুদ্ধ শান্ত মনে

যাঁ'র পদারবিন্দ, ধ্যায়ে নিয়ত, অমরলোকে অমরগণে।
হৃদয়-কমল তুলি দাও সেই চরণে, জয় জয় দয়াময় বল হে বদনে; মিলিয়ে সবে, দেব মানবে, মত্ত হও সুধা পানে ॥ ১৩ ॥ ঐ

ইমন।—তেতালা।

দয়াময় নাম বল বদনে।
শয়নে, স্বপনে, সুখ দুঃখ জীবন মরণে।
যে নাম জলদ অক্ষরে, লিখিত চরাচরে, শোভিছে আকাশে ভূধরে সাগরে; অনলে সলিলে পবনে।
গা'য় অমরলোকে, আনন্দে পুলকে, যোগী সিদ্ধ দেবগণে; মিলিয়ে সেই স্বরে, গাও তা-র স্বরে, জয় জগদীশ সঘনে। (সুললিত গভীর সুতানে) ॥ ১৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ—ঠুংরী।

যুগধর্ম্ম ভারতী, নবভক্তি বিধান; ভগবন্ত-লীলা রস অমৃত সমান।
শ্রবণে স্বর্গবাস, বাড়ে অন্তরে উল্লাস; আশা বিশ্বাসে বিকসিত হয় মন প্রাণ।
এই বিশাল সংসার, মানব-পরিবার, অন্ধ নিয়মে পরিচালিত না হয় কখন; বিধাতার বিদ্যমানে, সাক্ষাৎ সুশাসনে, চির উন্নতি-পথে সবে করিছে গমন—অন্ধকার বিদারিয়া, পুণ্যালোক প্রকাশিয়া, দেশদেশান্তরে অবতীর্ণ হন ভগবান; করি ভূভার হরণ, মোহ পাপ বিমোচন, অলৌকিক দৈব বলে জীবে দ্যান পরিত্রাণ।
এই ঘোর কলিযুগে, বঙ্গদেশে শুভযোগে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিধান দ্যাখ হইল উদয়; প্রচারিতে সত্যজ্যোতি, নিরাকারে প্রেম ভক্তি, সংসারে

যোগ বৈরাগ্য সাধনের জয়—শুনে হইল উদ্ধার, কত পাপী দুরাচার, ভাবে মগন হইয়ে করে হরিগুণ গান ; প্রেমে কাঁদে নর নারী, দুনয়নে বহে বারি দেবদুর্লভ ব্রহ্ম-পদ হৃদে করি ধ্যান।

বহু সাধনের ধন, ব্রহ্মদর্শন শ্রবণ, হয় সরল হৃদয়ে সহজে সমাধান ; ধন্য ভারত সন্তান, ধন্য বিশেষ বিধান, কেহ না হবে বঞ্চিত সবে যাবে মোক্ষধাম—ধন্য ঈশা শ্রীচৈতন্য, সাধু ভক্ত মহাজন, ঈশা মহম্মদ শাক্য মুনি যোগী ঋষিগণ ; ধন্য জনক নানক, শিব নারদ শুক, ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি যত পুরুষ-প্রধান।

ধর্ম্ম বিধান মাহাত্ম্য, হরি-প্রেম-রসতত্ত্ব, করে যে জন প্রচার অধ্যয়ন অবধান ; সশরীরে ইহলোকে, সহজ জ্ঞানালোকে, সদা দ্যাখে সে আনন্দে হরিময় বিশ্বধাম,—ভিরু সাহসী হয়, মৃত জীবন পায়, অন্ধ হয় চক্ষুষ্মান্ দুর্ব্বল বলবান ; কহে দীন প্রেমদাসে, ভক্তি-সুধা-রস আশে, ঘ্যাম বিধান সঙ্গীত করি চিরদিন গান ॥ ১৫ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট। একতালা।

*'দয়াময় হরি' "দয়াময় হরি" যপ রে মন রসনা।
হরিনামামৃত পান করিলে ঘুচিবে পাপ যাতনা।
হৃদয়ে কর হরিরূপ ধ্যান, চিদানন্দ প্রাণারাম ;
হরিপাদপদ্মে শরণ লইলে নাহি রয় ভয় ভাবনা।
শয়নে স্বপনে বল রে নিত্য, সকলি অসার হরি নাম সত্য;
হবে নামে গতি নামে মুক্তি, নামে পূর্ণ কামনা।
অসার বাসনা সব পরিহরি, দিবানিশি মুখে বল হরি হরি ; বিপদে সম্পদে হরিনাম মন্ত্র ভুলনা কভু ভুলনা ॥ ১৬ ॥ ঐ

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

*ওহে বিধি, তব বিধি, কে পারে বুঝিতে বল।
মানব জীবন লীলা, চপলা সম চঞ্চল।
তুমি যাঁরে ভাল বাস, কর তাঁর সর্ব্বনাশ,
পাপী করে সুখে বাস; একি বিপরীত ফল ॥ ১৭ ॥ ঐ

দেশ-মল্লার। একতালা।

রে বিহঙ্গ মম মন।
চিদানন্দাকাশে, ব্রহ্ম-সহবাসে, কর সদানন্দে বিচরণ।

প্রেম সমীরণে জুড়াইবে প্রাণ, পুণ্যের জ্যোতিতে হবে জ্যোতিষ্মান্; চিদঘনবারি, সুখে পান করি, পাইবে নব জীবন।

যোগপক্ষপুট করি সঞ্চালন, অনন্ত আকাশে কর আরোহণ এ সমাধি প্রভাবে, সহজে দেখিবে ব্রহ্মময় সকল ভুবন—হৃদয়ের গ্রন্থি তবে ছিন্ন হবে, যোগানন্দ রসে মন মজিবে; দিব্য-জ্ঞানে গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিবে, নিরখিবে নিরঞ্জন ॥ ১৮ ॥ ঐ

কীর্ত্তনভাঙ্গা—আলেয়া—যৎ।

আমার মাকে কি দেখেছিস্ তোরা বল্ সত্য কোরে।
যাঁর নব নব রূপে নানা রূপে মন হরে।

আমার মা নহে কল্পনা, ঐ দ্যাখ্ চিন্ময়ী হাস্যবদনা, প্রেম-চক্ষে স্নেহ-বক্ষে অমিয় ঝরে। (মায়ের)

শ্রীমুখের মধুর হাসি, ওগো নাশে পাপ দুঃখ-রাশি; অবিশ্বাস নাস্তিকতা খণ্ডন করে। (হাসি)

**"নববৃন্দাবন" নাটক অভিনয় সময়ে এই দুইটি গান রচিত হয়। ইং ১৮৮২।

রূপে করে জগৎ আলো, মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল; গদ গদ কোমলাঙ্গ আনন্দ-ভরে। (মায়ের)

আদ্যাশক্তি ভগবতী, রূপে লক্ষ্মী জ্ঞানে সরস্বতী; অ্যাকাধারে কত কোটী কোটী রূপ ধরে। (মায়ের)

কিবা শোভা আহা মরি, মায়ের বিচিত্র রূপ-মাধুরী; প্রসারিত প্রেম-বাহু পাপীদের তরে। (আহা)

(ওরূপ যে দেখেছে সেই ম'জেছে জনমের তরে।)

আয়রে ও জগত-বাসী, তোরা দেখে যা অ্যাকবার আসি; জননীর রূপরাশি নয়ন ভ'রে ॥ ১৯ ॥ ঐ

সিন্ধু—যৎ।

ক্যান রে মন ভাবিস্ অ্যাত, দীনহীন কাঙ্গালের মত।

আমি যে পেয়েছি মায়ের, অক্ষয় ধন অভয় পদ।

অ্যাকবার যদি মা ব'লে, ডাকি তাঁ'রে হৃদয় খুলে; তখনি মা ল'য়ে কোলে, মুখে তুলে দ্যান্ অমৃত।

আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী; সুদর্শন চক্র ধ'রি, (ধন ধান্য হাতে ক'রি) আছেন কাছে নিয়ত।

শোন্ রে মন তোরে বলি, আমি মায়ের বলে ব'লী; দেহ মন প্রাণ সকলি, তাঁহারি অন্নে পালিত।

অন্য ধনে কি প্রয়োজন, পরশমণি মায়ের চরণ; হৃদয়ে রাখিয়ে সে ধন, কর সুখে কাল গত ॥ ২০ ॥ ঐ

লুম ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

গাওরে আনন্দময়ী নাম।

দিবানিশি অবিরাম।

ওরে আমার একো তন্ত্রী, প্রাণের আরাম।

একাকী বিরলে ব'সে, ডুবে যোগানন্দ রসে; দ্যাখ সে রূপ অনি-মেষে, হৃদে স্বর্গধাম।

অভয়ার অভয়-চরণ, হৃদয়ে করিয়ে ধারণ, পরিহর চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্ম অর্থ কাম॥ ২১॥ ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ভকত জীবনে হরি লীলা কর দরশন।

ঘুচিবে সব সংশয়, হইবে বন্ধ মোচন।

ধর মন সাধুসঙ্গ, ত্যজ রে কুসঙ্গ অসার প্রসঙ্গ;—

বিলাস কুরস রঙ্গ, হও অসঙ্গ নরোত্তম॥ ২২॥ ঐ

খাম্বাজ—ঠুংরী।

গাওরে রসনা মম, রসময় হরিনাম, অ্যাক প্রাণে সমতানে, মিলে অ্যাকতন্ত্রী সনে।

কর নব-লীলা-রস গান, যুগ-ধর্ম্ম নূতন বিধান; মৃদু মধুস্বরে যোগানন্দ-ভরে, শোনাও অমর নরে ব'সি প্রেম-নিকেতনে।

দেবসভা মাঝে দেব মহেশ্বর, কিবা শোভা আহা মরি নয়ন মনো-হর; নিরখি ও রূপ সুন্দর, সঘনে বিদারি অম্বর—বল জয় দয়াময়, মহাযোগে হ'য়ে লয়, তুলি সঙ্গীত-লহরী সুবিমল পবনে।

কিবা ভক্তসঙ্গে ভগবান, শুনিতে বিধানগান; বসেছেন দরবারে,
শোনাও আজি তাঁরে, সমীর তরঙ্গে রঙ্গে, নেচে নেচে দুই জনে ॥ ২৩ ॥ঐ

বাহার—রূপক।

ঘুচিবে মৃত্যুভয়, ভজ রে মৃত্যুঞ্জয়, সঁপিয়ে জীবন তাঁর পদে।
কাটিয়ে মোহপাশ, কর হে যোগাভ্যাস, ডুবনা বিষয় বিষ হ্রদে।
বাসনা পরিহরি, বিরতি সাধন করি, বল শ্রীহরি সম্পদ বিপদে;
যোগে জীবিত হ'য়ে, থাকো হে নির্ভয়ে, অমর আলয়ে নিরাপদে ॥ ২৪ ॥

সুরট মল্লার—একতালা।

চল ভাই, চল মা'র কাছে যাই।
কোলে মাথা দিয়ে, মুখপানে চেয়ে, শুনি মিষ্ট রূপ-কথা তাঁর ঠাঁই।
কত ভাল গল্প জানেন জননী, শুনিতে শুনিতে পোহায় রজনী;
সুধামাখা তাঁর শ্রীমুখের বাণী, দেবগণ যাহে মোহিত সদাই।
দেখো য্যান কেউ পোড়োনা ঘুমিয়ে, (মায়ের মুখোপানে চেয়ে থেকো) জেগে থেকো মাঝে মাঝে হুঁ দিয়ে; সংসার বিমাতা মরুক চেঁচিয়ে, কে শোনে তার কথা আপদ বালাই।
শুনব আজ সবে জাগিয়ে যামিনী, অপরূপ নববিধান-কাহিনী;
প্রেমদাসে ভনে, অমৃতভাবিনী; মা বিনে আমাদের আর কেহ নাই ॥ ২৫ ॥

বাহার—যৎ।

জাগ জগত-বাসী ঘুমাইবে কত আর।
দ্যাখ নববিধানের প্রেম-লীলা অ্যাকবার।
যিনি গড্ খোদা হরি, জিহোবা জগদীশ্বরী; ব'সেছেন এবে তিনি খুলে প্রেমের দরবার।

(বল ব্রহ্ম জয়! হরি দয়াময়, আনন্দময়ীর জয়;—ভক্তবৃন্দের জয়। নববিধানের জয়।)

ঈশা মুশা মহম্মদ, জনক শাক্য নারদ, শিব শুক শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত-অবতার; (বল ব্রহ্ম জয় ইত্যাদি) কোরাণ পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল বেদ-মন্ত্র, বিজ্ঞান দর্শন-শাস্ত্র ললিত-বিস্তর; ব্রত হোম গৃহধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য সাধুভক্তি জলসংস্কার—অ্যাকেরি মহিমা সবে, গাইছে আনন্দরবে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে হ'য়ে অ্যাকাকার ॥ ২৬ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

নয় রে কঠিন, কোন দিন, জননী আমার।

নিরাশ অন্তরে তবে ক্যান মন তুই কাঁদিস্ আর।

মা যদি সন্তানে মারে, বল কে রাখিতে পারে; কিন্তু মায়ের প্রহারে বিনাশে দোষ দুরাচার।

বনের পশু দুষ্ট ছেলে, ভাল কি হয় মা'র না খেলে; মেরে ধরে লবেন কোলে আদর ক'রে মা আবার ॥ ২৭ ॥ ঐ

বাহার—আড়াঠেকা।

মম মানস রে। ভজ হরি পদাম্বুজ, নিশি বাসরে।

হইয়ে বাসনাশূন্য কর তাঁ'র ইচ্ছা পূর্ণ; তা'হলে পাইবে চির শান্তি অন্তরে ॥ ২৮ ॥ ঐ

বাহার—একতালা।

বহিছে বসন্তানিল বিমল নববিধানে।

ফুটিল ভকত ফুল কুল অমর উদ্যানে।

চম্পক চামেলি, গোলাপ সেফালি, শোভিছে নানা বরণে; মল্লিক মালতি, জাঁতি বেল মতি হাসে বিকসিত বদনে—মোহিত সুর নরলোক যাঁ'র মধুর আঘ্রাণে।

জগতজননী ভুবনমোহিনী গাঁথি মালা তাহে যতনে, দেখিছেন সুখে, হাসি হাসি মুখে, প্রেমরঞ্জিত নয়নে; এই ভক্ত-ফুল-হার, পরাবেন মা এবার, আদরে সব সন্তানে—গাও মা জননীর জয় গাও রে সম-তানে ॥ ২৯ ॥ ঐ

পরজ-বাহার—রূপক।

সাজ হে রণসাজে, কি ভয় লোকলাজে, বিভুচরণাম্বুজে সঁপে প্রাণ। কাঁপায়ে বিশ্বধাম, গাও জয় ব্রহ্ম নাম, প্রচার জগতে নববিধান।

মাতিয়ে বীর মদে, বাজাও ভীম-নাদে, বিজয়-ভেরী, উড়াও নিশান; কটি বন্ধন করি, নাশ পাপদানব অরি, ধরি বিশ্বাস বজ্র সুমহান্।

নাস্তিকের কুবিচারে, পাষণ্ডের দুরাচারে, মরিছে কত ভারত-সন্তান; সবংশে কর ধ্বংস, অবিশ্বাস পাপ-বংশ; ব্যাভিচার, অহঙ্কার সুরাপান।

বরিষ শতধারে, ব্রহ্মাস্ত্র চারিধারে, অব্যর্থ প্রেম-বাণ খরশান; জয় মা জগদম্বে, বলি অবিলম্বে, দাও হে পাপাসুরে বলিদান।

আনো সবে ধ'রে ধ'রে, বাঁধিয়ে প্রেমডোরে, প্রেমের মহিমা হোক্ মহীয়ান; জননীর পদতলে, নরনারী সকলে, আসিয়া জুড়াক তাপিত প্রাণ।

ভেদাভেদ করি চূর্ণ, কর তাঁ'র ইচ্ছা পূর্ণ, হইবে মহাযোগ সমাধান; হরি-প্রেম-সিন্ধুজলে, লীন হ'য়ে সকলে, সংহার অহংজ্ঞান আর অভিমান ॥ ৩০ ॥

বেহাগ—রূপক।

সিদ্ধিদাতা হরি, ব'লে এস হে করি, নববিধান-রথে আরোহণ।

স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি, এ রথে সারথী, নিমেষে গতি য'ার কোটী যোজন।

অনুকূল দেবগণে, ডাকিছেন প্রতিক্ষণে, বিলম্ব ক্যান তবে অকারণ; কে যাবি চ'লে আয়, শুভযোগ ব'য়ে যায়, হবেনা সুখের দিন আর অ্যামন।

অষ্ট-ধাতু-রচিত, নানা রত্নে খচিত, বিচিত্র বিমান কর দর্শন; যাহার উপরে চ'ড়ি, ভক্তগণ সঙ্গে হরি, করিছেন দ্বারে দ্বারেতে ভ্রমণ॥ ৩১॥ ঐ

বাহার—একতালা।

মা আছে যা'র ঘরে।

কি ভয় তা'য়, বল আর, সে আনন্দময়ীর কোলে বিহার করে।

নেচে গেয়ে ব্যাড়ায় সুখে, নিরাপদে হাস্য-মুখে, আনন্দে প্রফুল্ল অন্তরে; সে অভয়, মৃত্যুঞ্জয়, লোকনিন্দা অপমানে নাহি ডরে।

ওগো মা সাধুজননী, ভক্তবীর-প্রসবিনী, পাইলাম এবার তোমারে; মায়ের ছেলে, মাকে পেলে, মনে আহ্লাদ যে আর নাহি ধরে॥ ৩২॥ ঐ

পরজ-বাহার—ঝাঁপতাল।

জয় জয় ব্রহ্মনাম; দয়াময় হরিনাম, জয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান।

কত পাপী নরাধম, পাইল নবজীবন, ব্রহ্মকৃপা-বলে হইল পুণ্যবান।

উপধর্ম্ম বিনাশিতে, সত্যধর্ম্ম প্রকাশিতে, উদ্ধারিতে মানব সন্তান; এই নব ধর্ম্মবিধি, প্রচার করিলেন বিধি, দয়াময় গুণনিধি সর্ব্বশক্তিমান।

খুলিল স্বর্গের দ্বার, ভাবনা বল কি আর, বহিল আনন্দ-পবন; ঝরিতেছে অবিরত, জ্ঞান ভক্তি যোগতত্ত্ব, জ্বলন্ত জীবন্ত সত্য অনল সমান।
প্রাচীন বিধান যত, সাধু শাস্ত্র ভাগবত, সবাকার বাড়িল সম্মান ; মঙ্গল সংবাদ শুনি, পুষ্পবৃষ্টিজয়ধ্বনি, করে স্বর্গবাসী যোগী ঋষি দেবগণ।
দেবের দুর্ল্লভ, ধন, ব্রহ্মদরশন, হইল জীবনের অন্ন পান; অভ্রান্ত আদেশবাণী, বিবেক কর্ণেতে শুনি, হ'লো চক্ষু কর্ণের বিবাদ অবসান।
দেশ দেশান্তরে উড়িল নিশান, পূর্ণ হইল সব ধর্ম্মবিধান, জয় জয় দয়ামম করুণানিধান; ধন্য হে মহিমা তোমার—তব অখণ্ড নিয়মে, অপার করুণা গুণে, আমরা পাইব সকলে পরিত্রাণ ॥ ৩৩ ॥ ৮

জয়জয়ন্তী—একতালা।

ভজ রে আনন্দে আজ, দেবদেব ধর্ম্মরাজ, অনন্ত সচ্চিদানন্দ রাজ-রাজেশ্বরে।
প্রেমে পুলকিত হ'য়ে, অকপট হৃদয়ে, কর তাঁ'র জয়ধ্বনি দেশ-দেশান্তরে।
হইলেন অবতীর্ণ, পরিয়ে পুণ্যবসন, দয়াময় মুক্তিদাতা ভারত-মাঝারে; রাজভক্তি উপহার, দাও হে চরণে তাঁ'র, হৃদয় আসন পাতি বসাও আদরে।
ঘরে ঘরে মহোৎসব কর ব্রহ্মনামে, মাতিয়ে মাতাও যত ভারত-সন্তানে; তিনি স্বর্গের দেবতা, মঙ্গলময় বিধাতা, গাও তাঁ'র যশো-গুণ প্রতি পরিবারে ॥ ৩৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ—ঠুংরী।

হরি পদ কমল পীযুষরসে, মজরে পিপাসু মন মধুকর।
বিষয়-সুখ আশে, ক্যান রে মায়াবশে, ভব কণ্টক বনে বৃথা ভ্রমণ কর।

মধুলোভে কত, প্রেমিক ভকত, বিহরিছে ও পদ পঙ্কজ ভিতর; বিমোহিত হ'য়ে, আছে লুকাইয়ে, সুধাপানে আনন্দিত অন্তর।

ও চরণ-সরোজে, বিমল দলমাঝে, সাধুসঙ্গে সদা সুখে বাস কর; নিশ্চিন্ত মনে, ব'সি যোগাসনে, পিয়রে মকরন্দ নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥ ঐ

ভয়রোঁ—ঠুংরী।

চল ভাই যাই সবে, মহামহোৎসবে অমরধামে যোগবলে।

নিরখি আনন্দে, আনন্দময়ীরে, মিশে সাধু অমর দলে।

নববিধান ফুলে, গাঁথি হার কুতুহলে দিব তাঁ'র চরণ কমলে; আনন্দে মাতিব, নাচিব গাইব, জয় জয়! জননী ব'লে।

যে ফুলের আঘ্রাণে, প্রেম মধুপানে, দেবকুল আকুল সকলে; সেই ফুলে পূজা করি, এস সব নরনারী, ভাসি আজ প্রেম অশ্রুজলে।

যে নববিধান-রবি, প্রকাশিল প্রেম-ছবি, বিতরিল জ্যোতি ধরা-তলে; তাহার কিরণে, বিচিত্র বরণে, রঞ্জিত হইব সকলে। (অন্ত)

যদি হে মাতিবে, অনন্ত উৎসবে, সাজ হে তবে দলবলে: বল বিধানের জয়, জগন্মাতার জয়, যে নামে পাষাণ হিয়া গলে ॥ ৩৬॥ ঐ

ভৈরবী-বিভাস—একতালা।

অনন্ত বিশালবক্ষ চিদানন্দ সাগরে।

সমাধি-মগন, যোগী তপোধন, সদানন্দে বিহরে।

বহে স্বন স্বন আদেশ পবন, নিরন্তর তা'র উপরে; যাহে হয় কত, রচিত জগত, গভীর আঁধার ভিতরে। (অম্বরে)

মহাযোগে হত, আত্মারাম যত, প্রেম পুলকিত অন্তরে; করে অবিরাম তত্ত্ব সুধাপান, বিবেক-কর্ণ-কুহরে; হায়! আমি কবে, সেই সুধার্ণবে, ডুবিব সমাধি ভরে—হইব তন্ময়, নিত্যযোগে লয়, বিলীন অনাদি ঈশ্বরে॥ ৩৭॥ ঐ

গাথা—একতালা।

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয় দাও দরশন।
পূরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, ভক্তি উপহার করিয়ে গ্রহণ।
সংসার-তাপে, তাপিত হ'য়ে ল'য়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে;
কৃপাবারি দানে, বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে দ্যাখো চাহিয়ে।
গতিহীন জনে, তোমা বিহনে, আপনার ব'লে কে আর চাহিবে;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয় দানে আমাদের সবে।
তুমি গুণনিধান, সর্ব্বশক্তিমান, কল্যাণ বিধান কর নিরন্তর;
করুণা তোমার, হইলে অ্যাকবার, অনায়াসে পার হই ভবসাগর।
অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল, তুমিই আমাদের ভরসা কেবল;
তৃষিত হৃদয়ে, ব্যাকুল হ'য়ে, করি ভিক্ষা নাথ দাও পুণ্যবল।
সুখ সম্পদে, দুঃখ বিপদে, য্যান তোমাতে থাকে হে মতি;
ইহপরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে করিব বসতি।
য্যান হে সবে, মিলে সদ্ভাবে, নিত্য এই ভাবে করি অর্চ্চনা;
অকিঞ্চন হ'য়ে অ্যাক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমার করি সাধনা॥ ৩৮॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপাহি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল, দুর্ব্বলের বল তুমি, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।

হে বিভু করুণাসিন্ধু, বিপদকালের বন্ধু, দিয়ে কৃপা-বারি বিন্দু, কর হে পাপ মোচন।

তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্ত-বৎসল, পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।

ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি, থাকে যান ভক্তি নাথ, তোমাতে চিরদিন।

পাপ ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে, পার কর ভবসিন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ ॥ ৩৯ ॥ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

জয় দেব, জয় দেব, জয় জয় জগতাধার, নিরুপম নিরাকার, সর্ব্বোত্তম স'র।

স্বয়ম্ভু আদিদেব মঙ্গলময় বিধাতা, বিশ্বজন-পরিত্রাতা, সর্ব্ব সুখদাতা।

জগদীশ জগন্নাথ জয় জয় পরমাত্মন, ভূমা অচিন্ত্য মহান, সর্ব্বশক্তিমান।

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পাপতাপ ভয়হারী, ভকত-হৃদয় বিহারী, অনন্ত গুণধারী।

প্রাণারাম সুখ-ধাম প্রিয়তম পরম সুন্দর, সদানন্দ নির্ব্বিকার, শান্তির সাগর।

দয়াময় অকিঞ্চন জন চিরধন, দুঃখ দারিদ্র ভঞ্জন, বিপদ বিনাশন।

জয়ব্রহ্ম ধর্ম্মরাজ নিত্য সত্য পরাৎপর, ভবার্ণবে কর্ণধার, প্রশান্ত উদার।

নিরঞ্জন নিরমল সেবক মনোমোহন, দীন-হীন অধমতারণ, পতিত পাবন।

হৃদয়েশ পরমেশ জয় জয় করুণানিধান, শোক মোহ বিমোচন, জীবনের জীবন।

প্রণিপাত করি নাথ, অভয় চরণে দেহ স্থান, জয় প্রভু জগত কারণ, কর আশীর্ব্বাদ দান॥ ৪০ ॥ ঐ

ভৈরবী—মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায় ব'লে দয়াময়।

ডাকিলে কাতর প্রাণে, (সরলান্তরে) শীতল হয় হৃদয়।

নামগানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়, স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।

তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে, হৃদয় উদ্যানে প্রেম-ফুল বিকসিত হয়॥ ৪১ ॥ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে।

অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।

অবিশ্বাসির অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর, তোমায় না ক'রে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।

তুমি মঙ্গলনিদান, করিছ মঙ্গল বিধান, তবে ক্যান বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা ক'রে।

ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করেনা ঘৃণা, নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥ ৪২ ॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—যৎ।

আহা কি সুন্দর মনোহর সে মুরতি।

যোগী-হৃদয়রঞ্জন, আনন্দরূপমমৃতম্, সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।

প্রাণস্য প্রাণম্, পুরুষ মহান্ তেজোময় সূক্ষ্ম মঙ্গল-নিধান; বচন অতীত, তুলনা রহিত, প্রীতিবিস্ফারিত, উদার প্রকৃতি।

প্রিয়-দরশন, প্রসন্ন বদন; প্রেমানুরঞ্জিত কৃপানয়ন; কলুষ-বিনাশন, সন্তাপ-হরণ, নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতি।

প্রেমিক বৈরাগী, হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী, যেরূপ ধ্যানে সদা অনুরাগী; অন্তরে বাহিরে কবে, হেরে মন মোহিত হবে, চিরবাঞ্ছিত পবিত্র সুকোমল কান্তি॥ ৪৩॥ ঐ

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ঠুংরী।

অ্যাত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।

দেবের দুর্ল্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে; তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।

প'ড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে, ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় ব'লে হে; তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাসে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।

কে জানে অ্যামন ক'রে, ভালবাসিতে পাপীরে তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে; আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল ব'লে ক্ষম বারম্বার।

জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে, কেহ নাহি আর আপনার হে; ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজগুণে পাপীজনে কর ভবে পার ॥ ৪৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ জংলা—আরতিরবাদ্য।

জয় মাতঃ জয় মাতঃ।—নিখিল জগত প্রসবিনী, অভয়ে, ভব ভয়-বিনাশিনী, সঙ্কট বারিণী।

জগদ্ধাত্রী, ত্রাণকর্ত্রী, পাপহর্ত্রী, ক্ষেমঙ্করী; কৃপাময়ী; সর্ব্বারাধ্যে, সুরেশ্বরী; মহাবিদ্যে, মা শঙ্করী।

ভবেশী, ভবরাণী, ব্রহ্মসনাতনী, চিন্ময়ী, জগত্তারিণী; মহালক্ষ্মী, সর্ব্বসাক্ষি স্বরূপিণী, দিব্যজ্ঞানপ্রণোদিনী; অন্নদে, বরদে, জ্ঞানময়ী, বাগ্বাদিনী; ঈশ্বরী, সচ্চিদানন্দ-রূপিণী, অন্তর-যামিনী; ভকতবৎসলা, মহেশী বিমলা দেবী পরাৎপরা দুঃখহরা কুলদায়িনী।

কালরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, অনন্ত-গুণধারিণী; সর্ব্বজ্ঞে, তেজোময়ী, ন্যায়দণ্ড বিধায়িনী ভৈরবী, সুরাসুর বিমর্দ্দিনী, ভীষণা, রুদ্র রূপিণী। মহাশক্তি, জয়! ভগবতী, তুমি প্রচণ্ড প্রতাপশালিনী; রাজরাজেশ্বরী, অতুল বিভাবতী, বিপুলবীর্য্যধারিণী; অরূপা, পরেশী, বিজ্ঞান ঘন-রূপিণী; দেবমাতা, বিশ্বজন বন্দিনী, রিপুকুল অন্তকারিণী; দানব-দলনী, পতিতপাবনী, তব পদভরে হুঙ্কারে কাঁপে মেদিনী

শুভদাত্রী, আদ্যাশক্তি, অনাদ্যে, অম্বিকে অম্বে; দয়াময়ী, জগদী-শ্বরী, জগদম্বে; কল্যাণী, শান্তি প্রদায়িনী শিবে; করুণা নয়না, প্রসন্ন-বদনা, তুমি মহাসতী, গুণবতী, বিশ্ব মোহিনী।

বরাভয় দায়িকে, ত্রিতাপ নাশিকে, সুখদে, সর্ব্বার্থ সাধিনী; দুর্গতি-হারিকে, কাল-কলুষখণ্ডিকে, চিদ্ঘনানন্দ বরণী; সন্তান-পালিনী, জীবন-তোষিণী, মা নিরুপমা, মনোরমা, মোক্ষদায়িনী।

ইচ্ছাময়ী, যোগেশ্বরী, শুদ্ধিমুক্তি- বিধায়িনী ;পুণ্যদে, মঙ্গলে, হিত-কারিণী, জননী; জ্যোতির্ম্ময়ী, দিব্যজ্যোতি- র্বিকাশিনী; প্রাণদাত্রি, নিত্যানন্দ প্রবর্দ্ধিনী, পতিত-উদ্ধারিণী; সন্তাপ-হারিণী, অধম তারিণী, তুমি নিরাকারা, সারাৎসারা, বহুরূপিণী।

নমোবিশ্বম্ভরে, ভক্ত চিত্ত-হরে সুর-নর-হৃদি-বিহারিণী; সুরূপা সুলোচনা, প্রফুল্ল-বদনা, আনন্দময়ী, সুহাসিনী; দিব্যাঙ্গী, সুধাময়ী, প্রিয়-ভাষিণী, বিনোদিনী; সুলাবণ্যা, সুন্দরী জগন্মোহিনী; প্রেমদা, প্রমোদিনী; প্রেমদাসে মাতঃ কর আশীর্ব্বাদ, তব শ্রীচরণে প্রণমি লুটায়ে ধরণী ॥ ৪৫ ॥ ঐ

বেহাগ—আড়া।

ক্যামনে দিব হে স্থান এই সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে।
দীন দুঃখী মহাপাপী অধম মানব হ'য়ে।

যদি চাই তোমার পানে, বারেক অনন্য মনে, প্রেমাবেশে আপ-নারে আপনি যাই ভুলিয়ে।

নিরখি নাথ তোমারে, আনন্দেতে আঁখি ঝরে; বাক্য নাহি সরে থাকি অবাক্ হ'য়ে চাহিয়ে; হৃদি হয় পরিপূর্ণ, বহে তাঁ'র সুখ-পবন, গভীর প্রেমতরঙ্গে অ্যাকেবারে যাই ডুবিয়ে ॥ ৪৬ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা

তুমি আমার প্রাণাধার, জীবনের অবলম্বন
চির-সহায় পরমাশ্রয় হৃদয়ের প্রিয় ধন।

নিত্য সত্য অখণ্ড অনন্ত আদি কারণ ; কৃপা-নিধান প্রাণ-প্রাণ, তৃষিত চিত্ত রঞ্জন।

প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু দুঃখ দারিদ্র্যভঞ্জন; পাপহরণ দীনশরণ বিপদ-ভয়-বিনাশন।

সুখমোক্ষদাতা বিধাতা পতিতপাবন ; সখা সুহৃদ প্রেমাস্পদ পরম ভক্তিভাজন।

আদিশক্তি গতি মুক্তি জীবনের জীবন ; অনাথনাথ তাতঃ মাতঃ বিশ্বজন-বন্দন।

প্রতিপালক গুরু রক্ষক, সর্ব্বমঙ্গল-নিদান ; গুণসাগর প্রাণেশ্বর অমৃত-নিকেতন।

সারাৎসার পরাৎপর স্বয়ম্ভূ সনাতন ; মোহ আঁধারে, পাপবিকারে ভরসা তব চরণ ॥ ৪৭ ॥ ঐ

খাম্বাজ—যৎ।

দয়াময়, অপার মহিমা তোমার।
বিশ্বপতি তুমি গুণধাম, কৃপাময় ধর্ম্ম অবতার।
প্রেমসিন্ধু আনন্দ-নিকেতন, অনন্ত সুখের ভাণ্ডার।
সুর নর অমর দেবগণ মিলি গায় তব যশঃ অনিবার।
অতুল ধনে পূর্ণ জগৎ সংসার, জ্ঞান প্রীতি পুণ্যের আধার।
নিরখি এ সব, অনন্ত বিভব, বাসনা থাকেনা কিছু আর।
দুঃখ দারিদ্র্য হয় বিমোচন, দেখিলে তোমায় অ্যাক বার।
চাহিব অনেক আশা করি মনে, দ্যাখা হ'লে ভুলে যাই আবার ॥ ৪৮ ॥ ঐ

ভৈরবী—যৎ।

ধন্য দয়াময়, তোমার কৃপায়, কৃতার্থ হইল জীবন (মম)।
নিরখি তোমারে, হৃদয় মন্দিরে, জুড়াল তৃষিত নয়ন।
তব আগমনে, হৃদয় উদ্যানে, শুষ্কতরু মুঞ্জরিল; ফুটিল প্রেম-কুসুম মধুময়, গন্ধে আমোদিত মন। (হ'লো)
আনন্দে ভাসালে, মোহিত করিলে, দ্যাখায়ে প্রেম-আনন; দেখিনি অ্যামন, শোভা অনুপম, য্যান ধরাতলে স্বর্গধাম।
বহু রত্নাকর, তোমার ভাণ্ডার, নাহি হয় পরিমাণ; বলিব কি আর, করি বারম্বার, কৃতজ্ঞভরে প্রণাম ॥ ৪৯ ॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

* পিতা এই কি হে সেই শান্তি নিকেতন।
যা'র তরে, আশা ক'রে, আমরা করি অ্যাত আয়োজন।
দেখে যা'র পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন; নরনারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম অশ্রু-জলে, ডাকে তোমায় পিতা ব'লে আনন্দে হ'য়ে মগন।
তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে, প্রেম-পরিবারের সুখ করে আস্বাদন; সেই তো স্বর্গের শোভা, ভক্তজন মনোলোভা, ভূমণ্ডল মাঝে যাহা দ্যাখে নাই কেহ কথন ॥ ৫০ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে: প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে. করেন অঞ্জলি দান বিভু-চরণে।

*ইং ১৮৭৩ সাল ২৮শে আগষ্ট বাং ১৭৯৫ শক ১৩ই ভাদ্র তারিখে ভারত আশ্রমে, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এই গান রচনা করেন। প্রঃ

তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত সমীরণে, মেদিনী অনুরঞ্জিত নব-জীবনে ; প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে, আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে।

উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ, করেন বিরাজ রাজসিংহা-সনে ; আহা কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।

স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র কন্যাগণে ল'য়ে, ব'সেছেন আনন্দময়ী আনন্দ-ধামে ; নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে, বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥ ৫১ ॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তুমি যাঁরে কর হে সুখী সেই সুখী হয় এ সংসারে।
বিপদ প্রলোভনে নাথ তাঁরে কি করিতে পারে।

আপন আনন্দে সদানন্দে সেই জন, করে সন্তরণ সুখসাগরে; নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত-স্বভাব, চিরসুখ শান্তি তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করে।

কত প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ, উথলে তাঁর অন্তরে; মত্ত হ'য়ে সুধাপানে, বিহরে তোমার সনে, অক্ষয় রত্নভাণ্ডার তাঁর হৃদয়-কন্দরে।

ও হে প্রেমসিন্ধু, অ্যাক বিন্দু প্রেম দানে, সুখী কর নাথ যদি আমারে ; তবেত সার্থক মম হয় এ পাপজীবন, গাই তব নামগুণ মনের আশা পূর্ণ ক'রে॥ ৫২॥ ঐ

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

যে জন সরল অন্তরে তোমারে ভালবাসে।

চায় সে থাকিতে দিবানিশি তব সহবাসে।

নাম শুনে উদাস হয়, বিচ্ছেদে দহে হৃদয়, প্রবোধ না মানে মন সংসার ভোগ বিলাসে।

দ্যাখা হ'লে ভুলে যায়, ছেড়ে যেতে নাহি চায়, মাতৃকোলে শিশু প্রায় আহ্লাদ সাগরে ভাসে।

তোমার ইচ্ছা পালন, হয় তা'র সুখ সাধন, তুমি যাহা ভালবাস তাই সে ভাল বাসে ॥ ৫৩ ॥ ঐ

পরজ—খাম্বাজ।

আর দেখিনা অ্যামন।

তোমা হইতে সুন্দর, মনোহর প্রলোভন প্রিয় দরশন।

বিশ্বের মহিমা রচনা কৌশলে, স্নেহ দয়াপূর্ণ মানব মণ্ডলে, তোমারই প্রেম প্রতিবিম্বিত হইতেছে অনুক্ষণ।

নিরখি নয়ন নাহি হয় শ্রান্ত, সম্ভোগে হৃদয় কভু নয় ক্ষান্ত, অপূর্ব্ব কাহিনী, সুধাময় বাণী, করে সুধা বরষণ; প্রেম-রস পানে বাড়য়ে পিপাসা, পূরে মনস্কাম না যায় লালসা, নাহি তা'র অন্ত, ঝরে অবিশ্রান্ত, নাহি হয় পুরাতন ॥ ৫৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ-ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যদি অ্যাক বিন্দু প্রেম পাই। (প্রেম সিন্ধু হে)

তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথা যাই।

থাকি চির দিন, তোমার অধীন, ধন মান সম্ভ্রম কিছু নাহি চাই

সকলি সহিতে, অসাধ্য সাধিতে, পারি তব প্রসাদে, কিছু না ডরাই।

সংসার বন্ধন, করিয়ে ছেদন, আনন্দে নিশি দিন, তব গুণ গাই ॥ ৫৫ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ও হে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি, তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে।

কে কোথা হ'য়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ আচারে।

দর্পহারী ন্যায়বান্, পাষণ্ড দলন নাম, নাহি কা'রো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।

দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে, পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।

তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা, দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহা পাপীরে ॥ ৫৬ ॥ ঐ

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কে গো ব'সে অন্তরালে। ঠিক য্যান মায়ের মত, যখন যাহা প্রয়োজন যোগাইছ যথাকালে।

সৃষ্টির আবরণে, লুকায়ে আছ কি জন্যে, কি সম্বন্ধ তোমার সনে, কাণে কাণে দাও ব'লে।

বুঝেছি ব'লতে হবেনা, ব্যবহারে গিয়েছে জানা, আপনার গুণে আপনি, প্রকাশ হ'য়ে পড়িলে।

মা হ'য়ে সন্তানের কাছে, লুকাবে সাধ্য কি আছে, স্নেহের অনুরোধে প্রাণের, টানে আপনি ধরা দিলে।

অ্যাত ভালবাস তবে, থাক ক্যান গুপ্তভাবে, আমার প্রাণ যে ক্যামন করে, তোমার মুখ না দেখিলে ॥ ৫৭ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

কে তুমি কাছে ব'সে থাক সর্ব্বদা আমার।

স্বভাব প্রকৃতি রীতি মিষ্ট অতি কি নাম বল তোমার।

প্রতি দিন অ্যাত ক'রে, ক্যান ভালবাস মোরে, দয়াতে মত্ত হ'য়ে কর কেবল উপকার।

রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা অ্যামন, মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার পানে বারে বার।

নাই আলাপ নাই পরিচয়, দেখলে মন মোহিত হয়, চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।

সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী, যে হও সে হও কিন্তু তুমি আমার আমি তোমার ॥ ৫৮ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা।

হ'য়ে পবিত্র দেবতা; দেখিছ স্বচক্ষে, বসিয়ে সম্মুখে, সন্তানগণের কত জঘন্যতা।

পরম ন্যায়বান্ বিশ্বপতি হ'য়ে, ক্যামনে অ্যামন অত্যাচার স'য়ে, থাকো নাথ চির দিন; তুমি অ্যাক পলকেতে, পার যে নাশিতে, শত পাষণ্ডের কুটিল ধূর্ত্ততা।

বলিহারী তব ধৈর্য্য ক্ষমা গুণে, উদার ব্যবহার প্রেমের শাসনে, জান ভাল কিসে হয়; তুমি মঙ্গলের জন্যে, দিয়েছ সন্তানে, মহামূল্য ধন বিবেক স্বাধীনতা।

সাক্ষীরূপে কাছে আছ দিবানিশি, তবু পাপাচারে হই হে সাহসী, নাহি লজ্জা, নাহি ভয়; ধিক্ ধিক্ আমাদের অধম জীবনে! শুনিনে এ হ্যান সুহৃদের কথা॥ ৫৯॥ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেম সাগরে। ডুবিলে অ্যাকবার কেহ আর কি উঠিতে পারে।

প্রেমিক মহাজন যা'রা, না পেয়ে কুল কিনারা, হ'লো চির মগন, ফিরিলনা আর সংসারে।

কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন, অনন্ত অগণন, রেখেছ সঞ্চিত ক'রে।

নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে, রেখেছ তা'দের চিত্ত অ্যাকেবারে মুগ্ধ ক'রে॥ ৬০॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

কা'র অনুরোধে তবে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব বল।

যে যত সুহৃদ্ তা'তো জেনেছি এবে সকল। (অনেককাল)

অ্যামন কি আছে সংসারে, ভুলায়ে রাখিতে পারে, উদ্ধারিতে পারে পাপ মোহ বিকার; বিপদ দুর্দিনে নাথ তুমি ভরসা কেবল।

নয়ন মুদিলে আঁধার, কেহ নহে আপনার, সকলি অসার ভবে সকলি অসার; ইহ পরকালে নাথ তুমি সহায় সম্বল॥ ৬১॥ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কিছু বুঝিতে না চাই। (আর)

বিশ্বাসী কাণ্ডারী তুমি কাঙ্গালের গোঁসাই।

আদার ব্যাপারী হ'য়ে, জাহাজের খবর ল'য়ে, অসার ভাবনা ভয়ে, ক্যান প্রাণ হারাই। [হায়! আমি]

নিজগুণে দয়া ক'রে, প্রকাশ যদি অন্তরে, তবে তো সহজ জ্ঞানে দিব্যজ্ঞান পাই।

যা কর তাই ভাল, কি আঁধার কিবা আলো, তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥ ৬২ ॥ ঐ

ললিত—একতালা।

জয় জন্মদাতা, পিতা পরিত্রাতা, প্রতিপালক দয়াময়।
তুমি প্রাণপতি, অগতির গতি প্রিয়সখা জীবন আশ্রয়।

সর্ব্ব-লোক-নাথ রাজ-রাজেশ্বর দেব-দেব মহাদেব মহেশ্বর, বিভু ন্যায়বান, সর্ব্বশক্তিমান, কৃপাময় শান্তির আলয়।

অনাথের নাথ দীন জন-বন্ধু, পাপীর সহায় করুণার সিন্ধু, ভব-ভয়-হারি বিপদ-কাণ্ডারী, তবনামে হয় পাপ ক্ষয়; তুমি বেদ-বিধি, গুরু জ্ঞান-নিধি, হরি নিরঞ্জন প্রেমের জলধি, মঙ্গল-বিধাতা, স্নেহময়ী মাতা, দেহি দীন-সুতে বরাভয় ॥ ৬৩ ॥ ঐ

সিন্ধু-কাফি—ঝাঁপতাল।

ভুলায়ে রাখ হে প্রভু, তব প্রেম প্রলোভনে।
দ্যাখায়ে স্বর্গের শোভা, এ পাপী দীন সন্তানে।

মোহিত হ'য়ে রহিব, চাহিয়ে তোমার পানে; আনন্দ-নীরে ভাসিব নামামৃত রসপানে।

নব নব ভাব বিকসিত কর হে হৃদি কাননে, গাঁথি প্রেম-হার উপ-হার দিব ও চরণে; চির সেবক হইয়ে থাকিব তোমার সনে, কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে।

অমৃত সাগর তুমি, সৌন্দর্য্যের সার নাথ, প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে; খুলে দাও প্রেমের স্রোত মাতায়ে তোমার প্রেমে, জেলে দাও উৎসাহানল দুর্ব্বল মৃত জীবনে ॥ ৬৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

দ্যাখ হে কৃপা-নয়নে, ত্রিতাপে তাপিত মানবগণে, তোমায় না ভজিয়ে, বিষয়ে মজিয়ে, কত দুঃখ সবে পায় এ সংসারে।

পাপ-বিষ পানে হ'য়ে অচেতন, বৃথা ক্ষয় করে অমূল্য জীবন, সুপথ ছাড়িয়ে বিপথে পড়িয়ে, আপনার প্রাণ আপনি সংহারে।

বিশেষ করুণা করিয়া প্রকাশ, গতিহীন জনে রক্ষ জগদীশ, কাঁদে নরনারী হইয়ে হতাশ আকুল অন্তরে; অনুতাপানলে করিয়ে দহন, দিয়ে দরশন ফিরাও পাপীর মন, তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ, দেশে দেশে প্রতি পরিবারে॥ ৬৫॥ ঐ

[illegible]ন—তেওট

জীবের দুর্গতি দূর কর হরি দয়াময়।
দিয়ে অভয় চরণ ঘুচাও ভবভয়।

ঘোর অধর্ম্ম অপরাধে, অপ্রেম ভ্রাতৃ-বিবাদে, হ'লো সোণার সংসার দুঃখের আলয়।

পাপানলে সন্তাপিত, শোকে তাপে অভিহত, শ্রীচরণ-আতপত্র দাও হে আশ্রয়; দুঃখে কাঁদে সব নরনারী, ধর্ম্মপথ পরিহরি, করে হাহাকার বিষয়-বিষের জ্বালায়।

নূতন ধর্ম্ম-বিধান, করিলে যদি প্রদান, প্রেমে বিগলিত কর পাষাণ হৃদয়; পাপী আসিবে দলে দলে, কাঁদিবে হরি ব'লে, হবে দেশে দেশে তোমার নামের জয়॥ ৬৬॥ ঐ

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

হে হেরি সুন্দর।

করুণা-সাগর।

ভক্তি-সুধা-রস সঞ্চার, তাপিত তৃষিত মম প্রাণ শীতল কর।

তব প্রেম-মুখ চন্দ্র হেরিল, আঁখি ভাসে প্রেমজলে; সব শোক সন্তাপ হয় দূর।

প্রেম মূরতি, মধুর জ্যোতি প্রকাশি নাশ মোহ আঁধার দুস্তর; হৃদয়মাঝে, প্রেম-সরোজে, বিহর আনন্দে নিরন্তর ॥ ৬৭ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

পতিত-পাবন বিভু দুরিত নাশন। দেহি পদাশ্রয় লইনু শরণ।

মন্দমতি মোরা ভজন বিহীন, অধম অজ্ঞান অতি পাপে মলিন; মত্ত নিয়ত বিষয়-রসপানে, তোমার মহিমা নাথ জানিব ক্যামনে।

গৃহ পরিবার সুখ শান্তি বিভব, বিদ্যা ধন প্রিয় জন বান্ধব; এ সব তোমার প্রসাদ অপার, অতুল করুণা প্রেম করিছে প্রচার।

পরম দেবতা তুমি মঙ্গল দাতা, বিঘ্ন-বিনাশন মুক্তি-বিধাতা; অসীম কৃপা তব হে দয়াময়, স্মরণে উথলে গলে পাষাণ হৃদয়।

ডাকি কাতর প্রাণে নাথ তোমারে, যাচি প্রসাদ সবে করযোড়ে, বারেক চাহ প্রভু করুণা নয়নে, করআশীর্ব্বাদ প্রণমি চরণে ॥ ৬৮ ॥ ঐ

আলেয়া—ঠুংরী।

প্রসন্ন বদনে, প্রিয় সম্বোধনে। ডাকিছ পতিত নর নারীগণে।

শুনিলে তোমার মধুর বচন, হেরিলে তোমার ও প্রেম-আনন; দুখ তাপ হরে, হৃদি-সরোবরে, উঠে প্রেম-তরঙ্গ আশা-পবনে।

আহা কি কোমল উদার প্রকৃতি, বিতরিছ কত সুখ শান্তি প্রীতি; দাও দাও ঢালিয়ে, তাপিত হৃদয়ে, করি হে মিনতি—প্রণতি চরণে ॥ ৬৯ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর দেহি পদছায়া দীনে।

ডাকি তোমারে মিলে বন্ধুগণে; চাও হে করুণাসিন্ধু করুণা নয়নে।

আমরা অবোধ অতি, তরল বালক মতি, তোমার মহিমা দেব জানিব ক্যামনে।

এই নিবেদন করি, ওহে দয়াময় হরি, চিরদিন থাকে য্যান মতি ও চরণে।

তুমি উপকারী বন্ধু, অপার প্রেমের সিন্ধু, শুনেছি সাধুর মুখে, দেখেছি জীবনে।

পিতার পিতা তুমি, জননীর জননী, সর্ব্বসুখ দাতা অনুপম রূপে গুণে।

কৃতজ্ঞ অন্তরে, কৃতাঞ্জলি করে, করি ভক্তিভরে প্রণাম চরণে ॥৭০॥ঐ

খাম্বাজ—যৎ।

ও হে হৃদয়-স্বামী অন্তর্যামী দয়াময়।

ভাবের ঘরে চুরি ক'রে পড়েছি বিষম দায়।

তোমায় যে করে বঞ্চিত, সে হয় আত্ম প্রবঞ্চিত, কু বাসনার কুহকে প'ড়ে ইহকাল পরকাল হারায়।

করিলাম কত মন্ত্রণা কিছুতেই শান্তি হোলোনা, তুমি চতুরের শিরোমণি, ফাঁকি দেওয়া যায়না তোমায়।

তুমি থাকিলে প্রসন্ন, কাহাকেও না করি গণ্য, কিন্তু তোমায় হারাইলে দেখি চারি দিক্ অন্ধকারময় ॥ ৭১ ॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

পতিত-পাবন নাম তোমার।
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিকার।

তোমার প্রতাপে, ভয়ে প্রাণ কাঁপে, চূর্ণ হয় অহঙ্কার; অখণ্ড শাসনে, মঙ্গল নিয়মে, নাশিছ নরকান্ধকার।

প্রেমের সৌরভে, পুণ্যের গৌরবে, পরিপূর্ণ সংসার; পাতকী সন্তানে, ন্যায়দণ্ড দানে, করিছ ভবসিন্ধু পার।

আমি জন্মাবধি, আছি অপরাধী, গতি কি হবে আমার; উচিত বিধান, কর সমাধান, ঘুচাও হৃদয়-বিকার (চিত্তবিকার)॥ ৭২ ॥ ঐ

গাথার সুর—একতালা।

আমরা তোমারি, আর্য্য-কুমারি, করি নিবেদন শুন গো জননী।
কালের প্রভায়, বিষয়-মায়ায়, হ'য়েছি মোরা অতি দুখিনী।

জ্ঞান ধর্ম্ম বিনে, এ পাপ জীবনে, কি সুখ শান্তি আছে মা বল; বিলাস-রসে, মোহ অলসে, শরীর মন হইল দুর্ব্বল।

প্রাচীন কালে মহিলা-কুলে, ছিলেন কত ব্রহ্মবাদিনী; ধ্যান যোগ-বলে, হৃদয় কমলে, হেরিতেন তোমায় দিন যামিনী।

তাঁদের নয়নে, পবিত্র আননে, পুণ্যের অনল জ্বলিত সতত, মায়ার বন্ধন, করিয়ে ছেদন, কর আমাদের তাঁহাদের মত।

হ'য়ে তব দাসী, থাকি দিবানিশি, জপ তপঃ ধ্যান যোগ সাধনে; গৃহ পরিবারে, লইয়ে তোমারে, থাকি চিরকাল আনন্দ মনে। ॥৭৩ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্বজননী।
পাপতাপ হারিণী, সুখ মোক্ষদায়িনী।

স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী, নিত্য-শান্তি শুভদাত্রী, গৃহ-সংসারের কর্ত্রী দুঃখ-নাশিনী।

মধুর কোমল-কান্তি, বিমল রজত-ভাতি, মহাশক্তি চিন্ময়ী অনন্ত-রূপিণী; বসিয়ে হৃদয়াসনে, আনন্দ ঘন বরণে, মোহিত করিছ মা ভুবনমোহিনী।

তোমার প্রেমে রঞ্জিত, আনন্দে পরিপুরিত গোলোক দ্যুলোক চরাচর ধরণী; ভক্তপরিবার ল'য়ে, বিহরিছ নিজালয়ে, ও মা প্রেমময়ী জনমনোরঞ্জিনী ॥ ৭৪ ॥ ঐ

মল্লার—আড়াঠেকা।

অবিদ্যা ঘন আঁধারে তুমি হে সত্যের জ্যোতি।

সুগম্ভীর ভাবে অ্যাকা আনন্দে কর বসতি।

অন্তরীক্ষ নহে শূন্য, তোমার সত্তায় পূর্ণ, সগুণ নির্গুণ তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি।

শান্ত মূর্ত্তি চিদ্‌ঘন, নিরাকার নিরঞ্জন, অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত-ভাবে কর স্থিতি। প্রাণ রূপে বিদ্যমান, আছ সর্ব্বত্র সমান, আমি আছি নিজ মুখে বলিতেছ নিরবধি ॥ ৭৫ ॥ ঐ

খট ভৈরবী—একতালা।

তুমি বিপদ ভঞ্জন দয়াল হরি।

অপার স্নেহ গুণে, জগদ্বাসি জনে, কতই ভালবাস আহা মরি মরি।

অপরূপ তব রচনা কৌশল, নানা রসপূর্ণ অবনী মণ্ডল, আমাদেরই জন্যে ক'রেছ কেবল, নিজে সর্ব্বত্যাগী পর উপকারী।

সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ, দিবা নিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম, ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান, উঠে প্রেম ভক্তি পাষাণ ভেদ করি।

বসিয়ে গোপনে অ্যাকাকী বিরলে, বিচিত্র জগৎ সৃজন করিলে, গুরু হ'য়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে, ভবার্ণবে নিজে হইলে ক'ণ্ডারী ॥৭৬॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

তুমি দয়াময় পতিত পাবন।

ভক্তের জীবন ধন; ওহে হৃদয় বিহারী, অন্তর্যামী হরি, বাঞ্ছা কল্পতরু দারিদ্র্য ভঞ্জন।

হ'য়ে নিরুপায় যে জন তোমারে, ডাকে প্রাণপণে ব্যাকুল অন্তরে, দাও পদাশ্রয় অভয় তাহারে, (দয়াময় হে) তা'রে লও কোলে ক'রে জননী য্যামন।

যুগে যুগে বিধি করিয়ে প্রচার, ভক্তসঙ্গে কত করিলে বিহার, তরাইলে কত পাপী দুরাচার; (দয়াময় হে) তুমি কাহাকেও বঞ্চিত কর নাই কথন ॥ ৭৭ ॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

নাথ! তুমি সর্ব্বস্ব আমার।

প্রাণাধার, সারাৎসার, নাহি তোমা বিনে, কেহ ত্রিভুবনে, আপনার বলিবার।

তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল, তুমি বাস গৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার।

তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম, তুমি শাস্ত্র বিধি গুরু কল্পতরু অনন্ত গুণের আধার।

তুমি হে উপায় তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা তুমিই হে উপাস্য দণ্ড দাতা পিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার। (তুমি) ॥ ৭৮ ॥ ঐ

সিন্ধু—একতালা।

পরম বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী তুমি হে ঈশ্বর।

তথাপি জীবের সেবায় ব্যস্ত আছ নিরন্তর।

লোকের হিত সাধনে, মত্ত হ'য়ে রাত্রি দিনে, কতই ভাব মনে মনে, কে বুঝিবে সাধ্য কা'র।

বড় সাধ হয় মনে, প্রাণ স'পে ও চরণে, থাকি তব সন্নিধানে, হ'য়ে নিত্য অনুচর॥ ৭৯॥ ঐ

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমার রূপের ছায়া পড়ে যা'র হৃদি-দর্পণে।

দ্যাখে সে যুগলরূপ অপরূপ নিজ জীবনে।

আহা তা'র কিবা সুকৃতি, পুরুষে মিশে প্রকৃতি, ধরে সুন্দর প্রকৃতি, যথা দম্পতি মিলনে।

আপনি আপন স্বভাবে, অ্যাক হ'য়ে দুই ভাবে, গভীর প্রণয়ে ডুবে, থাকে সে আনন্দ মনে।

ও হে বিধি প্রজাপতি, তব পদে এই মিনতি, কর চির সুখী শুভ আত্ম-পরিণয় বন্ধনে॥ ৮০॥ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী।

রচিলে জীবন-গ্রন্থ হরি হে কত কৌশলে।

বিচিত্র ঘটনা-পুঞ্জ জ্বলদ অক্ষরে জ্বলে।

অভ্রান্ত বেদ বচন, করিলে তাহে বর্ণন, হয় সংশয় ভঞ্জন তোমার লেখা পড়িলে।

সুগভীর আত্ম-তত্ত্ব, বুঝিতে নহি সমর্থ, না জানি কত কি আরো লিখে রেখেছ কপালে।

পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে, দয়াল নাম মহামন্ত্রে, ক'রেছ স্বাক্ষর প্রভু নিজ শ্রীকর-কমলে ॥ ৮১ ॥ ঐ

কানেড়া-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

নিরখি মধুর হাসি মাতঃ তব প্রেমাননে।
হাসিছে প্রকৃতি সতী, চির নবীন যৌবনে।

আকাশে তারকা-বিন্দু, সুধাকর পূর্ণ ইন্দু, ভূতলে ভূধর সিন্ধু হাসে প্রফুল্ল বদনে।

তরুণ অরুণ হাসে বিদারি তমসী নিশি, হাসে সৌদামিনী কাদম্বিনী- অঙ্গরাগে মিশি; জলে হাসে কমলিনী, ইন্দীবর কুমুদিনী, মাধবী মালতী হাসে গহন নিকুঞ্জ-বনে।

জননীর কোলে হাসে শিশু সুন্দর দর্শন; হাসে পতিব্রতা সতী রমণী-কুল ভূষণ; যে মধুর হাস্য-রসে, সাধু সদানন্দে ভাসে, দাও মা আনন্দময়ী সেই হাসি অকিঞ্চনে ॥ ৮২ ॥ ঐ

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

মা ভুবন-মোহিনী। দীন জনে দয়া করি দেহি পদ-তরণী; পাপ সংসার-বিকার-বিনাশিনী।

অপরূপ তব রূপ, যোগীজন নয়ন মনো রঞ্জিনি; ভক্ত-হৃদি-বাসিনী, বিলাসিনী, তারিণী, বহু-রূপিণী।

তুমি গৃহ-লক্ষ্মী, সর্ব্বসাক্ষী জননী, কল্যাণ-কারিণী, দুর্গতি-হারিণী; ধন ধান্য, প্রেম পুণ্য যুগ-ধর্ম্ম-দায়িনী, বাগ্বাদিনী; সর্ব্বার্থ-সাধিনী, বিধায়িনী, পালিনী, সুর বন্দিনী ॥ ৮৩ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কি রূপ দ্যাখালি জননী! ভুবনমোহিনী।
ভক্তকোলে ভগবতী, ভক্ত-চিত্ত-হারিণী।

দক্ষিণে পবিত্র যিশু, পুণ্যরবি দেব-শিশু, বামে শোভে প্রেম-চন্দ্র গৌর গুণমণি।

ইচ্ছা হয় প্রাণ ভ'রে, এই-রূপে দেখি মা তোরে, পাদ-পদ্ম হৃদে ধ'রে (মত্ত হ'য়ে প্রেমের ঘোরে) থাকি দিন রজনী॥ ৮৪॥ ঐ

সিন্ধু-খাম্বাজ—পোস্ত।

হরি হে আপনি নাচ আপনি গাও আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ তো সাক্ষী গোপাল, মিছে আমি আমার বলে।

ছায়া-বাজীর পুঁতুল য্যামন, জীবের জীবন ত্যামন দেবতা হ'তে পারে যদি তোমার পথে চলে।

দেহ-যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মা-রথে তুমি রথী, জীব কেবল পাপের ভাগী নিজ স্বাধিনতার ফলে।

সর্ব্ব-মূলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয়-স্বামী, পাপীকে সাধু কর তুমি নিজ পুণ্য-বলে॥ ৮৫॥ ঐ

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

দিয়েছি যে প্রাণ তোমারে আর কখন চাবনা ফিরে।

যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিছু নাই বলিবার, হইবে মঙ্গল মোর তোমার বিচারে।

সুখ সম্পদ হইলে, ভাসিব প্রেম-হিল্লোলে, দুঃখ বিপদে কাঁদিব ও চরণ ধরে। (পিতা তোমার)।

যথায় ল'য়ে যাইবে তথা যাইব, যাহা করিতে বলিবে তাই করিব; শুনেছি আশ্বাস বাণী পাব পরিত্রাণ, নাই দুঃখ যদি মরি তোমার তরে॥ ৮৬॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তা'র।

তুমি যা'র, যে তোমার, অভয়পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে, রক্ষা কর যা'রে অনিবার (নিরন্তর)। (তুমি নিজে)

মাতৃ-কোলে শিশু সন্তান য্যামন, তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ, নাহি ডরে কালে, তব (ব্রহ্ম) নামের বলে, করে স্বর্গ অধিকার (এনে)।

তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন, অক্ষয় অমর অনন্ত-জীবন; ওহে দয়াময়, তুমি যা'র সহায়, বধে তা'রে সাধ্য কা'র। (প্রাণে)

ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান, তোমার, হাতে পিতা আছে যা'র প্রাণ, সুখী তা'র হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়, ল'য়েছ যা'র সকল ভা'র (তুমি নিজে) ॥ ৮৭ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

ও হে দীননাথ! কর আশীর্ব্বাদ, এই দীন-হীন দুর্ব্বল সন্তানে।
য্যান এ রসনা, করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবন মরণে।

তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির-ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী; নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে, মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।

অকপট হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব; যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।

নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন; ভয় বিপদকালে, ডাক্‌ব পিতা বলে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥ ৮৮ ॥

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মা তোর এ ক্যামন রীতি, দীনহীন তনয়ের প্রতি।
মাঝে মাঝে লুকিয়ে থেকে মা, ক্যান বাড়াস্‌ ভাব্‌না ভীতি।

অসহায় শিশু ছেলে, বনের মাঝে অ্যাকলা ফেলে, (মা) চ'লে যাস্ তুই কোন্ আক্কেলে, এই কি গো সন্তানে প্রীতি।

তোর জন্যে কেঁদে মরি, কত অভিমান করি; (মা) মা হ'য়ে আবার ক্যান, ধর গো কঠিন প্রকৃতি ॥ ৮৯॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

বাজাও হৃদয় তন্ত্রী ও হে হরি যন্ত্রী হ'য়ে। (ওহে)

নিজমুখে নিজ নাম গাও আম রে সঙ্গে ল'য়ে। (গাও হে হরি)

তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে গাও হে হরি.—যে গানে প্রাণ পাগল হয়, (অ্যাকবার গাও হে হরি) ভক্তসঙ্গে নেচে, নেচে, (অ্যাকবার গাও হে হরি) আপন প্রেমে আপনি মেতে। (অ্যাকবার গাও হে হরি)

মধুর স্বর-লহরী, শুনাও ঝঙ্কার করি, সঙ্গীত সুধার্ণবে রাখো আমারে ডুবায়ে। (গাও হে হরি)

তোমার মধুর গানে, মোহন ললিত তানে, দেবগণ স্বর্গ ধামে আছেন পাগল হ'য়ে। (গাও হে হরি)

হৃদয়-নিকুঞ্জ বনে, গাও নিশ্বাস পবনে, প্রাণ বিহঙ্গসনে, সুরে সুর মিলাইয়ে (গাও হে হরি) ॥ ৯০ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

হরিনাম অমূল্য নিধি হৃদয়-পরশমণি।

আছে যা'র কণ্ঠে গাঁথা সে হয় পরমধনে ধনী।

সকলশাস্ত্রের সার ভক্তের জীবনাধার, হরিনাম কল্প-তরু অনন্ত রত্নের খনি।

যাহার পরশে হয়, সবদিক্ স্বর্ণময়, হরিদাস হরি ভ'জে হ'লেন ভক্ত-শিরোমণি ॥ ৯১ ॥ ঐ

কীর্ত্তন মিশ্র—যৎ।

কি অপরূপ হেরিনু নববিধানে।

মা আনন্দময়ী ব'সে আছেন, ল'য়ে সাধু পুত্রগণে।

গৌর গৌতম যিশু, যতেক স্বর্গের শিশু, আছে আলো ক'রে, চারি ধারে, চেয়ে মায়ের মুখপানে।

কেহ যোগ-নিদ্রাবশে, মায়ের কোলে শুয়ে হাসে, কেহ ভক্তি প্রেম রসে নাচে গায় মধুর তানে।

ইচ্ছা হয় ঐ শিশু-দলে, মিশে যাই প্রেমেতে গ'লে, ডাকি জয় জননী ব'লে, অ্যাক হ'য়ে প্রাণে প্রাণে॥ ৯২॥ ঐ

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথা হে বিপদ-ভঞ্জন।

রক্ষা কর এ বিপদে দিয়ে দরশন।

ঘোর সংসার অরণ্যে, এসেছি তোমার জন্যে, করিব যোগ সাধন এই মনে আকিঞ্চন।

আমি অ্যাকাকী দুর্ব্বল, তাহে প্রবৃত্তি প্রবল, চারি দিকে শত্রুগণে করে আক্রমণ; পদে পদে ধ্যানভঙ্গ, দেখে হয় মহা আতঙ্ক, এ অধম ভাগ্যে আছে কত নিগ্রহ

স্থির নাহি হয় চিত, নিরন্তর বিচলিত, ঘটনার স্রোতে প্রবাহিত অনুক্ষণ; যদি নাথ আপন গুণে, প্রকাশ হৃদয়াসনে, দেখে হই জীবন-মুক্ত, ও হে পাপীর জীবন-ধন॥ ৯৩॥ ঐ

ঝিঁঝিট-বাহার—যৎ।

চরণ দেহি মাগো কাতর জনে।

কত আর সহিবে বল পাপীর প্রাণে।

দুঃখেতে হৃদয় ভগ্ন, শোক ভারে অবসন্ন, দয়া ক'রে দ্যাখ চেয়ে কৃপা-নয়নে। (অ্যাকবার)

ঘোর সংসার-সমরে, পাপের বিষাক্ত শরে, ব্যথিত হৃদয় বাঁচাও শান্তি দানে॥ ৯৪॥ ঐ

কীর্ত্তনভাঙ্গা-আলেয়া—একতালা।

ও গো জননী, রাখ লুকাইয়ে, তব নিরাপদ কোলে।

পাপ-ভয়ে প্রাণাকুল, সতত চঞ্চল, পদে পদে বিঘ্ন দেখি ভূমণ্ডলে।

আমি সহজে দুর্ব্বল, তাহে নিঃসম্বল, বেঁচে আছি কেবল তব নিজ-দয়া গুণে গো; কখন কি হবে কি হবে, মরি তাই ভেবে, অন্ধকার দেখি পরিস্কার পড়িলে।

আমি জানিলাম অ্যাখন, তোমার নিয়ম না হয় চেতনা কভু বিপদ না ঘটিলে; কিন্তু তাহে না ডরাই, যদি শুন্‌তে পাই তোমার অভয়-বাণী সে বিপদ কালে॥ ৯৫॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—যৎ।

প্রণমামি দেব পতিতপাবন।

শুদ্ধ সত্ব নিরমল নিরঞ্জন।

দুরিত নিবারণ, পাষণ্ড-দলন, ভব-খণ্ডন হরি অধমতারণ।

অনন্ত-জ্যোতি, দিব্য-মূরতি, পবিত্র-স্বরূপ পাপীর গতি; ত্রিতাপ-হরণ, কলুষ-নাশন, কলঙ্ক-ভঞ্জন পরমাত্মন।

পতিত নারকী, অধম পাতকী, কুটিল কপট আমি অন্ধ-বিবেকী; কুমতি আমার, বাসনা বিকার, পুণ্যানলে সব কর হে দহন॥ ৯৬॥ ?

মুলতান—ঠুংরী।

জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।

তব গুণ কথনে, স্মরণে মননে, ভবভয় তাপ হরে।

গা'য় ঋষিগণ, ত্বন্নাম অবিরাম, হে পরমেশ, প্রাণেশ প্রাণারাম; অনুদিন যোগ-ভরে।

কিবা প্রেম-ঘন, রূপ নিরঞ্জন, যোগী তপোধনে, ধ্যান ধরে; সুধাগন্ধে অন্ধ ভক্ত-অলিবৃন্দ, পদার-বিন্দে বাস করে; ও পদ সেবনে, দর্শনে স্পর্শনে, মহাপাতকী তরে ॥ ৯৭ ॥ ঐ

দেশকার—ঝাঁপতাল।

কর দেব যোগে লয়, ত্বন্ময় আমারে, হে এবার।—

স্বর-নর-সনে প্রেমে অ্যাকাকার।

চিদাকাশে, চিদাভাসে, চিন্ময় ভকতাবাসে; তব প্রেম-সহবাসে, করিব সুখে বিহার।

তুমি আমি নরজাতি, সবে অ্যাক প্রেমে মাতি, ধরিব অখণ্ড চিদা-কার; দাও সবে, অ্যাক প্রাণ, অ্যাক ধর্ম্ম অ্যাক জ্ঞান, গাই তব অ্যাক নাম হ'য়ে অ্যাক পরিবার ॥ ৯৮ ॥ ঐ

পাহাড়ী—ঠুংরী।

নমোদেব! নমোদেব! নমঃ নিরঞ্জন হরি।

স্রষ্টা পাতা, মঙ্গলদাতা, তবপদ শিরে ধরি; সবে প্রণিপাত করি।

তব অমর সুপুত্রগণ, যোগী ঋষি তপোধন, ঈশা মুশা জন্, গৌর আদি মহাজন;—শাক্য—জনক—তাঁদের জীবনে, চরিত দর্পণে, তোমারে করি দরশন; বন্দি নাথ ও চরণ।

যত সাধু মহাজন, কেশবে সবার মিলন ; তাঁহার জীবনে, সবার মিলনে, তোমারে করি দরশন—ভক্তাধীন ভগবান।

বিশ্বরূপী ভগবান, সর্ব্ব-ভূতে বর্ত্তমান, (তুমি) জড় জীব তরু লতা সবাকার প্রাণ ; তা'দেরো ভিতরে, নিরখি তোমারে, করি বিনতি প্রণাম ; কর বরাভয় দান।

এ বিশাল সংসার, তব প্রিয়-পরিবার, নরনারী যত প্রকাশে মহিমা তোমার স্ত্রীলোক বালক শত্রু মিত্র সবে বার বার নমস্কার ; তুমি সর্ব্ব-মূলাধার।

যত যত যুগধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, বাইবেল বেদাদি প্রকাশে যাহার মর্ম্ম, প্রাচীন বিধান, নূতন বিধান আমাদের প্রণম্য, জয় অ্যাক পর ব্রহ্ম ॥ ৯৯ ॥ ঐ

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওহে ভক্তসখা হরি ভগবান্।
প্রেম-পিপাসু দীন জনে কর প্রেম দান।

প্রেম-সিন্ধু তুমি লীলা-রসময়, জীবন বল্লভ সর্ব্ব রসাশ্রয় ; তব প্রেম বিনা এ হৃদয় পাষাণ সমান।

যে প্রেমে গৌরশশী, সুপুত্র ঈশামসি, হারাইয়াছিলেন ভেদাভেদ জ্ঞান ; সেই প্রেম অ্যাক বিন্দু, পিয়াও করুণাসিন্ধু, শত্রুকে ভাল বাসিতে পারি য্যান দিয়ে প্রাণ ॥ ১০০ ॥ ঐ

বাহার—আড়াঠেকা।

আমারি পিতার রাজ্য এ বিশ্ব সংসার
তনয়ের আছে পিতৃ ধনে অধিকার।

গোলোক দ্যুলোক ধরা, অনন্ত ঐশ্বর্যে ভরা, যথা যাই তথা পাই সেবা উপহার।

বিশ্বে হরি বিরাজিত, হরিতে বিশ্ব বিধৃত, আমি সবাকার মিত্র, সকলে আমার ॥ ১০১ ॥ ঐ

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

আমরা তোমার দাসী চির দুঃখিনী। (মাগো)
সংসার মায়ায় বদ্ধ দিন যামিনী।

তব মর্ম্ম গূঢ় ধর্ম্ম কিছু না জানি, তুমি দুরারাধ্যা অনন্ত রূপিণী।

বড় সাধ আছে গো জগত-জননী, হইব তোমার অন্তঃপুর-বাসিনী; শুনিব তোমার তত্ত্ব মধুর বাণী সেবিব চরণ মিলে সব ভগিনী ॥ ১০২ ॥ ঐ

ললিত—যৎ।

কার ব্রহ্ম জয়ধ্বনি, প্রকৃতি ব্রহ্ম-বাদিনী, সপ্তস্বরে তিন গ্রামে সহস্র বদনে।

নিত্য নব অনুরাগে, প্রভাতে ভৈরব রাগে, সন্ধ্যায় ইমন্ কল্যাণে।

গাইছে নির্ঝর-বারি, গিরি বক্ষ ভেদ করি, অনন্ত ভূধর রাশি গভীর তানে; বজ্র-রবে জলধর, স্তব করে নিরন্তর তপন তারকা শশী গগনে গগনে।

মহাবেগে স্রোতস্বিনী, ধাইছে দিন রজনী, গাইয়া তোমার নাম সিন্ধুপানে; সুবিশাল জলনিধি, নৃত্য করে নিরবধি, প্রেমে মত্ত হ'য়ে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে।

প্রবল প্রভঞ্জন, অনন্ত হুতাশন, জড় জীব পশু পক্ষী বন উপবনে; আপন আপন স্বরে, সকলে প্রচার করে, "একমেবাদ্বিতীয়ং" ভুবনে ভুবনে।

তরু-রাজি যোগী-বেশে, ধ্যান করে অনিমেষে, উপদেশ দ্যায় পক্ষী-গণে; বিকচ কুসুম কান্তি, বিমল-চন্দ্র আভাতি, বিতরিছে প্রেম-ভক্তি মানব সন্তানে।

সবে মিলে সমস্বরে, বলিছে বিনয় ক'রে অ্যাক ব্রহ্ম বিনা মোরা অন্য জানিনে; তিনি আমাদের শক্তি, প্রাণ জীবন জ্যোতি, তুমি আছ ব'লে তাই ডাকি ঘনে ঘনে ॥ ১০৩ ॥ ঐ

পরজ-বাহার—একতালা।

দাও মা অমর বর, ভাগবতী তনু প্রেম সুন্দর, কলুষ বাসনা-বিকার সংহর, কর গো, নব-জীবন দান।

হুঙ্কার-নাদে দলি পদতলে, চির-বৈরী মহা-পাপ রিপু দলে, জয়! জয়! ব'লে যাই স্বর্গে চ'লে, করিয়ে তব মহিমা গান।

কর মা এ দাসে ভীম-বলধারী, বিজিতাত্মা তেজোময় ব্রহ্মচারী, পুণ্যেতে শোভিত, প্রেমে বিগলিত, অকপট সারবান্; কি ভয় মরণে, বিপদ শাসনে, কা'র সাধ্য বধে মায়ের সন্তানে, সিংহ-গরজনে, বলিব সঘনে অভয়ার পদে সঁপেছি প্রাণ ॥ ১০৪ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

কত রঙ্গ জান তুমি, রঙ্গময়ী মা গো আমার।
বিচিত্র এ বিশ্ব, চারু দৃশ্য রঙ্গভূমি তোমার।

কা'রে হাসাও কা'রে কাঁদাও, মোহ মন্ত্রে সবে নাচাও; নিত্য নানা ভাবে সাজাও, মেরে ফেলে বাঁচাও আবার।

ক'রে গেছেন যে অভিনয়, ক্রুশেহত মেরি-তনয়, হয় নাই কভু হবার নয়, ত্যামন রঙ্গ জগতে আর।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত রঙ্গে, মাতালে—সাজালে—সন্ন্যাসীর সাজে; জগাই মাধাই তা'র মাঝে, দুঃখেতে করে হাহাকার।

সাজায়ে নববিধানে, যতেক ভক্ত সন্তানে, নব বিধানের লীলা করিছ জগতে এবার ॥ ১০৫ ॥ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নিকটে থাকিতে অ'খন হবে গো তোমায়। (সদা)

মা ব'লে ডাকিলে য্যান তখনি পাই মা সায়।

হইতেছি দিন দিন, বলহীন পরাধীন; রোগে ভগ্ন তনুক্ষীণ দীন অসহায়।

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, তোমার মুখ না দেখিলে; এ ঘোর সঙ্কট কালে নাহি আর উপায়। (আমার) ॥ ১০৬ ॥ ঐ

আলেয়া—আড়াঠেকা।

তোমারি প্রভাবে নাথ করি জীবন ধারণ।

প্রাণের প্রাণ তুমি জীবনের জীবন।

তুমি নয়নের জ্যোতি, বল বুদ্ধি গতি শক্তি; দুঃখ বিপদ কালে সহায় অবলম্বন।

জনম মরণে তুমি, আমার জীবন-স্বামী, নিশ্বাসে শোণিত-স্রোতে সদা-বিদ্যমান; নিত্যকাল আছ সঙ্গে, শক্তিরূপে সর্ব্ব অঙ্গে, মনসে চিন্তা-তরঙ্গে, হইয়ে মনের মন ॥ ১০৭ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—পোস্ত।

ক্যামনে হব যোগী, আমি হে পাপে মলিন। (নাথ)
লোভে দুরাশায় চিত, লালায়িত. ভোগ-বিলাসের অধীন।
ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ, বিষয় বাসনার দাস ; হ'য়ে আছি চির দিন। (আমি)
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থ সুখ প্রলোভনে, জীবন কলঙ্কিত অবিনীত প্রেম অনুরাগ-হীন।
নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান, মোহে হৃদয় ম্লান পাষাণ সম-কঠিন।
অ্যাখন এই অভিলাষ, হ'য়ে তব দাসানুদাস, যাঁ'রা পেয়েছেন তোমায় থাকি য্যান তাঁদের অধীন ॥ ১০৮ ॥ ঐ

ভৈরবী—পোস্ত।

কর হে নববিধান মূর্ত্তিমান এ জীবনে।
যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সবাকার সম্মিলনে।
সক্রেটিশের আত্ম-জ্ঞান, ঋষিদের যোগ ধ্যান, মুসার বিবেক নীতি যাচি তব শ্রীচরণে।
ঈশার অভেদ ভাব, চৈতন্যের মহাভাব, শাক্যের নির্ব্বাণ দয়া দাও দীন আকিঞ্চনে।
মহম্মদের নিষ্ঠা রতি, ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তি, জনকের অনাসক্তি সঞ্চার হৃদয় মনে ॥ ১০৯ ॥ ঐ

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

ত্যজিয়ে এ পাপ দেহ কবে পাব নব জীবন।
মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হবে, ঘুচিবে ভব বন্ধন।
জ্বলন্ত বৈরাগ্যানলে, বিনাশিয়ে রিপু-দলে, ইন্দ্রিয়-সংহার-ব্রত করিব হে উদ্‌যাপন।

পুণ্য-বিভূতি মাখিয়ে, প্রেমাঞ্জন চক্ষে দিয়ে, চারিদিক তন্ময় করিব হে দরশন।

ব্রহ্ম-ধ্যান ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান, হৃদি-পদ্মে ব্রহ্ম-পাদ-পদ্ম করিব ধারণ॥ ১১০ ॥ ঐ

পরজ—একতালা।

মা জগত জননী।

বিশ্বজন-বন্দিনী; বিচিত্র গুণ-ধারিণী, চৈতন্যরূপিণী।

ল'য়ে প্রেম-কোলে সকল সন্তানে, করিছ পালন স্নেহ-দুগ্ধ দানে, স্মরণে তোমায়, উথলে হৃদয়, ওগো হৃদয়-বাসিনী।

হ'য়ে কল্প-তরু কর বিতরণ, অন্ন জল জ্ঞান প্রেম পুণ্য ধন, দীন ভক্ত জনে দাও দরশন, ভক্ত চিত্ত হারিণী; রূপের ছটায় বিজলী চমকে, করে ঝল মল, জ্বলে চারিদিকে, কোটী সূর্য্য-প্রভা, অনুপম শোভা, প্রতাপে কম্পিত ধরণী॥ ১১১ ॥ ঐ

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

তোমার ইঙ্গিত নাথ জীবন-পথের আলো।

পাপ-অন্ধকার মাঝে একমাত্র সম্বল।

নানা মুনি নানা মত, শাস্ত্র যুক্তি কত শত, অ্যাকে অন্যে নাহি মানে, করে দ্বন্দ্ব কোলাহল।

তুমি হে গুরু-প্রধান, দিব্য-জ্ঞান কর দান, আমি ভ্রান্ত-মতি অতি জ্ঞান-হীন দুর্ব্বল; অসার বুদ্ধির মতে, অমঙ্গল পদে পদে, সহজ সত্যের পথে হাতে ধ'রে ল'য়ে চল॥ ১১২ ॥ ঐ

আলেয়া-জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

কবে তব দরশনে হে প্রেম-ময় হরি।
উথলিবে হৃদি-মাঝে চিদানন্দ-লহরী।
তনু হবে রোমাঞ্চিত, প্রাণ মন পুলকিত (ভাব-রসে বিবশ হ'য়ে)
নয়নে বহিবে বারি। (ওরূপ মাধুরি হেরি)
তোমার প্রেম-মূরতি, নিরমল মুখ-জ্যোতি, নিরখিব প্রাণভরি ;
(ভাবে প্রেমে মগ্ন হ'য়ে) সব সাধ মিটাইব, স্পর্শ আলিঙ্গন
করি ॥ ১১৩ ॥ ঐ

পরজ-বাহার—যৎ।

জয় জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম জ্বলন্ত পাবন।
তুমি দেবদেব, (হে) মহাদেব, সত্য সনাতন।
জড় জীব অ্যাক তানে, নানা ভাবে নানা স্থানে, তোমার মঙ্গল নাম
করিছে কীর্ত্তন।
তোমার বিরাট মূর্ত্তি, সর্ব্বগত গূঢ় শক্তি, মহাতেজ আদি জ্যোতি
কারণ-কারণ ; আমার জীবন-স্বামী, এই তো সম্মুখে তুমি, দেহি নাথ
দীন-জনে অভয় চরণ। (দেহি) ॥ ১১৪ ॥ ঐ

সুরট-মল্লার—একতালা।

মোহ আবরণ, কর উন্মোচন, প্রাণ ভ'রে অ্যাকবার দেখি হে
তোমায়।
দেখিবার তরে, পিতা গো তোমারে, তৃষিত নয়ন, ব্যাকুল হৃদয়।
লুকাইয়ে ভালবাস নিরন্তর, ও হে দয়াময় গুণের সাগর, তব প্রেম-
রীতি, সুকোমল অতি, নাহি দেখি আর অ্যামন কোথায়।
গোপনে গোপনে লও সমাচার, কতই ভাবনা ভাব হে আমার,
এপ্রেম-রহস্য বুঝে সাধ্য কা'র বুদ্ধির অগম্য সমুদায় ; অ্যামন সুহৃদ
ভালবাসী জনে, না দেখে বল থাকিব ক্যামনে ; গুণে বশীভূত, হ'য়ে
বিমোহিত, সহজেই চিত তোমাপানে ধায় ॥ ১১৫ ॥ ঐ

মল্লার—কাওয়ালী।

কি হবে গতি বল কি করি। (ও হরি)
উদ্ধার পতিত জনে, নৈলে যে ডুবে মরি। (ও হরি)

দুর্নিবার সুখআশে, মজ্জিয়ে বিষয়-রসে পাপের যাতনা নাথ আর সহিতে নারি ; চাও হে কৃপানয়নে, অনাথ সন্তানপানে, হেরি তব প্রেমাননে সব দুঃখ পাসরি।

অ্যাকে অ্যাকে গ্যাল দিন, বল বুদ্ধি হল ক্ষীণ, মোহে হৃদয় মলিন বিষম পাপে ভারি ; মধুর আশা বচনে, বাঁচাও অভয় দানে, পার কর ভব-সিন্ধু দিয়ে চরণতরি ॥ ১১৬ ॥ ঐ

আলেয়া—যৎ।

তুমি মম প্রাণাধার। (হে প্রভো)
ঘুচাও নাথ, দুর্নিবার, বাসনা-বিকার।

বৈরাগ্য সন্তোষ, যোগানন্দ-রস, হৃদয়ে কর সঞ্চার,—আমার—অনিবার।

শান্তি, শম দম, ত্যাগ শৌচ সংযম, যোগ সমাধি বিচার ; করিয়ে সাধন, গাই তব নাম, হব ভবসিন্ধু পার,—উদ্ধার—এবার ॥ ১১৭ ॥ ঐ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

দাও নাথ কৃপা-বল, দীনজনে সম্বল, কাতরে করি মিনতি তব চরণে, হ'য়ে অতি ব্যাকুল।

বিপদভঞ্জন দেব পাপতাপ-হারী, পতিতপাবন দীন বন্ধু হরি ; অনাথ-গতি তুমি দুর্ব্বলের বল, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরম মঙ্গল।

সর্ব্বমূলাধার জীবনের স্বামী, ভরসা তোমার করুণা কেবল হে ; অকূল পাথারে অভয়-তরণী, নিরাস আঁধারে আশার আলো।

অধমতারণ প্রভু অগতির গতি, দারিদ্র্য-ভঞ্জন জগতপতি ; সাধন ভজন জ্ঞান বুদ্ধি বল, তব শক্তি বিনা সকলি বিফল ॥ ১১৮ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

ডেকে লও দয়া ক'রে, আমারে, ভিতরে।

কত দিন আর পরের মত থাক্‌ব বাহিরে।

দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, ব'সে থাকিব অ্যাকপাশে, ভক্তবৃন্দের মাঝে তোমায় দেখ্‌ব প্রাণভ'রে।

তব প্রেম-নিকেতনে, দেখব যত সাধুগণে, ক'র্‌ব প্রেম ভিক্ষা তাঁ'দের চরণে ধ'রে। (ব্যকুল হ'য়ে)।

সাধুসঙ্গ-স্বর্গবাসে, পবিত্র প্রেম বাতাসে, বহুদিনের মনের ব্যথা যাইবে দূরে।

শুনে প্রেমতত্ত্ব কথা, পান ক'রে প্রেমসুধা, ডুবিব অতলস্পর্শ প্রেম-সাগরে ॥ ১১৯ ॥ ঐ

মুলতান-বেহাগ—একতালা।

আমি নই তোর পর রে ভ্রান্ত নর, জেনেও কি তা তুমি জাননা।

ক্যান মিছে মায়াবশে, ম'জে বিষয় রসে, কর রে আত্মবচনা।

ছিলে বল কোথা, কে আনিল হেথা কিছু কি মনে পড়েনা; মাতৃগর্ভ-অন্ধকারে স্নেহ সহকারে, কে করিল রক্ষা বলনা।

দিলাম কত সুখ রত্ন, জ্ঞান বুদ্ধি ধন জন, বাকী কি রেখেছি বলনা; করিতেছি অ্যাত সেবা অবিরত, তবু ক্যান ভাল বাসনা; আমি চাই তোমারে, তুমি থাক দূরে, পর ভেবে কাছে আসনা।

শুন রে অবোধ জীব, প্রকৃত বান্ধব তব, কেহ নাই আর আমি বিনা; হ'য়ে অনুগত, থাক বশীভূত, আমার সঙ্গে বিবাদ কোরোনা; যদি চাহ রে কল্যাণ, ছাড় অভিমান,—কুভাব—কুচিন্তা—কুবাসনা ॥ ১২০ ॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

কোথা আছ দীনবন্ধু দ্যাখা দিয়ে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।
ঘোর নারকী আমি, ক্যামনে ডাকিব তোমায় জানিনা।
যদি অ্যাকবার কৃপাক'রে, এস হে হৃদিমন্দিরে, দেখি তোমায় য়ন ভ'রে, পুরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।
ব্যাকুল হ'য়েছে মন, দাও পিতা দরশন, প্রাণ যে করে ক্যামন, তোমা বিনা আর তো কেহ জানেনা॥ ১২১ ॥ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আশাপথ চেয়ে।
থাকিব আর কত দিন, বল নিঃসম্বল হ'য়ে।
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের জননী; প্রকাশ আশ্বাস বাণী, ঃ পাপ ভগ্ন হৃদয়ে।
ক'রেছ কত করুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিবনা; অ্যাখন আমার এই কামনা, স্থান দাও চরণাশ্রয়ে॥ ১২২ ॥ ঐ

কীর্ত্তনভাঙ্গা-আলেয়া—একতালা।

এসে দ্যাখ নাথ এই বিপদ কালে, তোমার সন্তানের দুর্গতি।
হায় ছাড়ি তোমাধনে, পড়ি প্রলোভনে, ক্যান হয় আমার এ হ্যান ুমতি।
পাপের বিষম সন্তাপে হৃদয় ব্যথিত, যন্ত্রনায় কাতর অতি উপায় ক হইবে হে; কে আর করিবে শ্রবণ, (দীননাথ) দুঃখের ক্রন্দন, াহিবে ফিরিয়া কাঙ্গালের প্রতি।
আমি মোহে অন্ধ হ'য়ে, পথ হারাইয়ে, বিপাকে প'ড়েছি নাথ বল কাথায় যাই হে; এই পতিত সন্তানে, (দয়াময়) কৃপা বিতরণে, এ ঘোর সঙ্কটে দাও অব্যাহতি॥ ১২৩ ॥ ঐ

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত দিন আর সব এ যাতনা, আর যে সহেনা।

বারম্বার পাপাচার, বারম্বার অনুশোচনা।

কখন তোমার লাগি, হয় প্রাণ আকুল; পরক্ষণে হয় কত অপবিত্র কামনা।

কখন এই ভূমণ্ডল, মনে হয় স্বর্গধাম, আর বার দেখি য্যান সব শ্মশান সমান; ইহলোক পরলোক, কখন জ্ঞান হয় অ্যাক, কভু হ'য়ে অবিশ্বাসী সত্যকে ভাবি কল্পনা।

কখন নিরাশে মন হইতেছে অন্ধকার, কদাপি তড়িতসম হয় আশার সঞ্চার; কখন অনুতাপিত, শোকে তাপে অভিভূত, কখন বা উল্লসিত, এ কি গো বিড়ম্বনা।

এই চঞ্চল জীবন, স্থির নহে অ্যাক ক্ষণ, নিয়ত পরিবর্ত্তন করে গমনাগমন; এই রূপে ক্রমাগত, হইতেছে দিন গত, মৃত্যু নিকটে আগত উপায় কি হবে বলনা॥ ১২৪ ॥ ঐ

সুরট-মল্লার—একতালা।

নাথ দাও দ্যাখা কাতরে।

পাপী বাঁচেনা তোমায় না হেরে; ওহে অন্তর্যামী, সকল যান তুমি, বলিব কি আর তোমারে।

তোমা বিহনেতে এ পাপজীবন, ক্যামনে পিতা করিব ধারণ; কিছু নাই আমার অন্য অবলম্বন, তোমা ভিন্ন এ সংসারে।

তোমার অদর্শনে করি হাহাকার, দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে অনিবার, কে করিবে আর অধমে উদ্ধার, এ মোহ পাপ বিকারে; মরি মরি নাথ তোমায় না দেখিয়ে, থাকিতে পারিনে শূন্য হৃদয়ে, চাও হে অ্যাকবার প্রসন্ন হইয়ে, কাঙ্গালের দিকে ফিরে।

ও হে অ্যাকে আমি নাথ দুর্ব্বল প্রকৃতি, কুপ্রবৃত্তি তাহে প্রতিকূল অতি, না দ্যায় যাইতে, তোমার নিকটে, রাখে আকর্ষণ ক'রে; দ্যাখ দ্যাখ নাথ হৃদয় বাসনা, আর আমি কিছু বলিতে পারি না, ঘুচাও এ যন্ত্রণা, পুরাও কামনা, প্রকাশিত হও অন্তরে।

তোমায় দেখ্‌ব ব'লে ভ্রমি নানা স্থানে, কখন অ্যাকাকী, কভু সাধুসনে, পর্ব্বতকন্দরে, নিবিড় কান্তারে, কখনো বা দেবমন্দিরে; কখন প্রান্তরে করি অন্বেষণ; পথে পথে ফিরি করিয়ে ক্রন্দন, হায়! কোথা তোমার পাব দরশন, বল নাথ কৃপা ক'রে ॥ ১২৫ ॥ ঐ

ললিত—আড়াঠেকা।

নিজগুণে তারো যদি এ অধম নরে।
তবেইত যাইতে পারি সংসার জলধি পারে।

না জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন ভক্তিহীন, চিরদুঃখী আমি তোমার পাতকী সন্তান; সকলি করিতে পারো, তুমি সর্ব্বমূলাধার, দাসে দাও চরণতরী কৃপা ক'রে।

নাহি আমার কোন শক্তি, ও হে জগতপতি, ক্যামনে পাইব মুক্তি, বিনা তব করুণা; ভরসা কেবল আমার, তোমার দয়ার উপর, তোমার করুণাগুণে মহাপাতকী উদ্ধারে ॥ ১২৬ ॥ ঐ

আলেয়া—আড়াঠেকা।

আমার কি হবে উপায়;
দয়াময়, বৃথা দিন যায়, প্রকৃতি অধম আমি অতি দুরাশয়।

জ্ঞানকৃত অপরাধে, বঞ্চিত তব প্রসাদে; গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়।

নিজদোষেবারম্বার করিয়াছি পাপাচার, অ্যাখনো কলঙ্ক ভারে অবসন্ন প্রায় ; আপন কুকর্ম্মফলে, দিবানিশি প্রাণ জ্বলে, অনলে পতঙ্গ য্যা ন জীবন হারায়।

সহেনা সহেনা আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার ; বিলম্বে মরিবে তোমার দুর্ব্বল তনয় ॥ ১২৭ ॥ ঐ

থাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে জুড়াবে জীবন।

তব প্রেমসিন্ধুনীরে করিয়ে অবগাহন।

সদা আনন্দ অন্তরে, ব্রহ্মনাম গান ক'রে ; জগৎবাসীর দ্বারে দ্বারে করিব ভ্রমণ।

জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগত দাস হ'য়ে ; মনের অনুরাগে পদ করিব সেবন।

হেরিব ভক্তিনয়নে, নিয়ত হৃদয় ধামে ; শুনিব বিবেক কর্ণে, শ্রীমুখের বচন ॥ (পিতা তব) ॥ ১২৮ ॥ ঐ

সিন্ধু—মধ্যমান।

আর কত দূরে সে আনন্দ ধাম। (বল বল হে)

যা'র তরে নিরবধি আকুল পরাণ।

কত বার মানস পটে, দেখিলাম এই নিকটে ; দেখিতে দেখিতে কোথায় হ'ল অন্তর্দ্ধান।

ক্রমে দিন হ'ল অস্ত, দেহ মন পরিশ্রান্ত তথাপি হোলোনা কিছু উপায় বিধান ; তবে কি ইহজীবন, বিফলে হবে পতন, কপট ক্রন্দনে দিন হবে অবসান।

হায় কবে আনন্দ মনে, তোমার পুণ্য আশ্রমে; দিবা নিশি সাধু সঙ্গে করিব বিশ্রাম॥ ১২৯ ॥ ঐ

রামকেলি—আড়াঠেকা।

আমি হে জেনেছি এবার।
জীবে প্রেম, নাম সাধন, এই জীবনের সার।
বিনীত সেবক হ'য়ে, আত্ম-সুখ ত্যজিয়ে; পর সুখে হব সুখী
ই ইচ্ছা তোমার।
পিতা, তোমার পুণ্য-প্রসাদে, সকলের আশীর্ব্বাদে, নিরাপদে
ব-সিন্ধু হইব হে পার; যাইব অমৃত ধামে, মিলে তথা বন্ধুগণে,
চির-প্রেমে হ'য়ে রব অ্যাক পরিবার॥ ১৩০ ॥ ঐ

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর য্যান প্রভু, না হই কভু, পাপে কলঙ্কিত।
মনে হ'লে সে যাতনা হৃদয় হয় কম্পিত।
প্রাণ-যোগে যোগী হ'য়ে, থাকিব সদা নির্ভয়ে, সুখে করিব পালন
নন্ত জীবন ব্রত; সংসার দুর্গম পথে, চলিব তোমার সাথে, ফিরে
ফিরে বার বার নিরখিব ইচ্ছামত।
স্বভাব অনুকূল হবে, সহজে তোমার পাবে, সশরীরে স্বর্গে যাবে
হইয়ে জীবনমুক্ত আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী, দেব-
লোকে সেই ধ্বনি, হইবে প্রতিধ্বনিত॥ ১৩১ ॥ ঐ

আলেয়া—ঠুংরী।

ক্যামন করিয়ে, নিদয় হইয়ে, আখনো ফিরায়ে, দিব হে তোমারে।
করিয়াছ পণ, দিবে পরিত্রাণ, তাই অ্যাত করুণা করুণার উপরে।
কত বার নাথ, করিব আঘাত; তোমার সরল মধুর ব্যাভারে।
তোমার বিধান, না ক'রে গ্রহণ; দুঃখেতে অ্যাখন হৃদয় বিদরে।
অধম মানবে, কিরূপ জানিবে তুমি যে ছাড়না কিছুতে পাপীরে ॥ ১৩২ ॥ ঐ

ললিত—যৎ।

* পেয়েছি অনেক দুঃখ তোমারে ছাড়িয়ে।
সকলি দেখেছ প্রভু অন্তরে থাকিয়ে।

কেঁদে কেঁদে গ্যাছে দিন, বিষাদে হ'য়ে মলিন; হাহাকার করিয়াছি বিপাকে পড়িয়ে।

তব আশীর্ব্বাদে পিতঃ, সম্ভোগ করেছি কত, পবিত্র প্রেম-প্রসাদ হৃদয় ভরিয়ে; কতই দয়া করিলে, স্বর্গ এনে হাতে দিলে, আবার সে সব আমি ফেলিলাম হারায়ে।

সংশয় নিরাশে মন, হ'য়েছিল অচেতন, ফিরাইয়ে দিলে পুনঃ কৃপাহস্ত দিয়ে; এবার হ'তে যান নাথ, চিরজীবনের মত, থাকিতে পারি তোমার অনুগত হ'য়ে ॥ ১৩৩ ॥ ঐ

১৭৯৪ শক ১৩ই ভাদ্র ইং ১৮৭৩ সাল ২০শে আগষ্ট আচার্য্য কেশবচন্দ্র অপরাহ্ন ৪টার সময় ভারত আশ্রম ছাড়িয়া, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়দের বাগানে ("তপবনে") গমন করেন। ঐ দিবস শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আশ্রমের প্রাতঃকালিন উপাসনার সময় দুইটী নূতন গান করেন এইটি এবং "এই কি হে সেই শান্তি নিকেতন"। আশ্রমের উপাসনায় কান্নার রোল উঠিয়াছিল। ৫০ নং গান দ্যাখ।

মল্লার—আড়াঠেকা।

পবিত্র প্রেম-বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।

উভয়ের প্রেম নদী, বহে য্যান নিরবধি; সুখেতে অনন্ত কাল তব প্রম সিন্ধু পানে।

তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা, শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে; এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী ক'রে চির-জীবনের মত তোমার চরণে॥ ১৩৪॥ ঐ

ঐ—যৎ।

পবিত্র শুভ্র বসনে, সাজায়ে সন্তানগণে, হাতে ধ'রে ল'য়ে চল স্বর্গ রাজ্যের পথে।

যা বলিবে তাই করিব, কোন দিকে নাহি চাব- সরল বালকের মত যাইব তব পশ্চাতে।

কুপথে যাবনা আর, তোমাকে করিব সার; প্রাণ মন সমর্পিব তোমার মঙ্গল পদে।

পরায়ে বৈরাগ্য বাস, কর হে আত্ম-বিনাশ; দূর কর অবিশ্বাস মাতাও প্রেম-মদে॥ ১৩৫॥ ঐ

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখো দেখো এ দীন সন্তানে, করুণা নয়নে।

য্যান আবার তোমায় ছেড়ে পাপেতে ডুবিনে।

কি সজনে কি নির্জ্জনে; যখন থাকি যেখানে; রক্ষা কোরো এ অধমে, স্বর্গীয় বল বিধানে।

চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ, ক্যামনে রাখিব আমি, পবিত্রতা এ জীবনে ; নাহি আর অন্য বাসনা, সুখ সম্পদ চাহিনা, কেবল মাত্র এই প্রার্থনা, য্যান তোমায় ভুলিনে॥ ১৩৬ ॥ ঐ

বাহার—যৎ।

সুমতি দাও হে আমারে, পাপ-বিকারে।

অসার এ জীবন, মৃতপ্রায় অচেতন, ঘোর মোহ অন্ধকারে ; কৃপা-পাত্র অতি দীন আমি হে, করুণা নয়নে চাহ ফিরে।

মন্দ মতি মম, কুপথে করে ভ্রমণ, সহজে চাহেনা তোমারে ; অরুচি নাথ তব প্রেমসুধা পানে, মনো দুঃখে হৃদয় বিদরে ॥ ১৩৭ ॥ ঐ

কীর্ত্তনভাঙ্গা-বিভাস—একতালা।

দাসের কিছু নাহি বাঞ্ছা আর।

প্রভুর প্রেমানন, প্রসন্ন নয়ন, করে প্রাণে নব জীবন সঞ্চার।

হইল কৃতার্থ, ওহে দীননাথ, এ পাপ জীবন সেবি তবপদ ; নাহি প্রয়োজন, অন্য কোন ধন, চির দাসত্বই আমার প্রচুর পুরস্কার।

হরিবোল ব'লে, ও চরণতলে, তনুত্যাগ য্যান হয় অন্তিমকালে ; এই হে মিনতি, ও হে গোলোক-পতি, "বেশ হ'য়েছে" মুখে বো'লো একটী বার ॥ ১৩৮ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

* এস মা জননী, ক'রি চরণে প্রণাম।

মাথায় রেখে হাত, কর আশার্ব্বাদ, হয় য্যান মা গো পূর্ণ মনস্কাম।

অভ্রান্ত তোমার নূতন বিধান এ কথার সাক্ষ্য করিব প্রদান ; হৃদয় বিদা'রি দ্যাখাব প্রমাণ, জ্বলে প্রাণে বিশ্ব-বিজয়া "মা" নাম।

* "দাও বিদায়" ছিল, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ইচ্ছায় "এস মা" করা হইয়াছে।

বলিব সকলে নির্ভয় অন্তরে "এই দ্যাখ মায়ের নামে মহাপাপী ত'রে ; সম্মুখ সমরে ভক্ত যদি মরে, দিব্য দেহ ধ'রে যায় স্বর্গধাম ॥" ১৩৯ ঐ ॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

জীবন মরণে তুমি নিকটে আছ শঙ্করী।
ওমা শান্তি-প্রদায়িনী, দয়াময়ী ক্ষেমঙ্করী।

ব'সি মোহ-অন্তরালে, ইহকালে পরকালে ; অমর সাধু সকলে র'য়েছ মা কোলে করি।

যোগেতে জীবিত হ'য়ে, সাধু বন্ধুগণে ল'য়ে, থাকিব অনন্ত কাল তব পদ হৃদে ধরি ; পাসরিব ভব তাপ, বিরহ শোক-বিলাপ, হেরিব অমৃত ধামে প্রিয়জনে প্রাণভরি ॥ ১৪০ ॥ ঐ

পূরবী—আড়াঠেকা।

শ্রান্ত পথিক মোরা দুর্গম ভব-পাথারে। (প্রান্তরে)
দুঃখেতে হৃদয় ভগ্ন, অবসন্ন পাপ-ভারে।

বিষয় বাসনানলে, দেহ মন প্রাণ জ্বলে ; কোথাও নাহিক শান্তি পাইলাম এ সংসারে।

বাসনার নাহি অন্ত সদা বিচলিত চিত্ত ; মায়া মরীচিকা করে প্রবঞ্চিত বারে বারে।

তুমি বিশ্রাম-আলয়, লইনু তব আশ্রয় ; দেহি নাথ দয়াময়, পদ-ছায়া পাতকীরে ॥ ১৪১ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

সংসার-মন্দিরে, প্রতি পরিবারে, করিছ বিরাজ ও গো মা জননী।
পরম যতনে, পুত্র কন্যাগণে পালিছ আদরে দিবস রজনী।

মহাশক্তিরূপে নারীর হৃদয়ে, সুকোমল মাতৃভাব প্রকাশিয়ে; করিলে মোহিত, মানবের চিত, (জননী গো) তুমি দ্যাখালে মূরতি ভুবনমোহিনী।

প্রকৃতি মাধুর্য্য-রসের আধার, স্নেহের প্রতিমা প্রেমের অবতার; তুমি মাতঃ সকলের মূলাধার (দয়াময়ী গো) সাধু ভক্ত সন্তানের হৃদি বিলাসিনী ॥ ১৪২ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

কত ভালবাস গো মা, মানব সন্তানে। (পাপী)
মনে হ'লে প্রেম-ধারা ঝরে দুনয়নে। (গো মা)

তবপদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি; তবু চেয়ে মুখপানে, প্রেম নয়নে, ডাকিছ মধুর বচনে। মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দু'নয়নে (গো মা) (বার বার প্রেম ভরে, ডাকিছ গো মা—প্রেম-বাহু প্রসারিয়ে,—স্নেহে বিগলিত হ'য়ে—আয় আয় আয় ব'লে—অপরাধ ক্ষমা ক'রে,—হাসি মুখে প্রেম-ভরে ওমা আনন্দময়ী,—জীবের দশা মলিন দেখে,)—কত সুখ শান্তি, অতুল সম্পত্তি, রেখেছ যতনে; নিজ হাতে সাজাইয়ে বিবিধ বিধানে (গো মা)

তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারিনে মা আর; প্রাণ উঠিছে, কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে—লইনু শরণ মা গো তব শ্রীচরণে ॥ ১৪৩ ॥ ঐ

বেহাগ—যৎ।

গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন।

পবিত্র তীর্থ এ সংসার তপোবন।

প্রেমের আধার পরিবার-বন্ধন, প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন।

আসক্তি মোহ-জঞ্জাল, বিষয়ের তমো-জাল, যোগ-বলে করিয়ে ছেদন; ভজ ব্রহ্ম পাদ-পদ্ম, হইয়ে জীবনমুক্ত, সশরীরে স্বর্গধামে করিবে গমন।

বিবেক বৈরাগ্য নীতি, শম দম ক্ষমা প্রীতি, সযতনে করিবে পালন; সুখে দুঃখে সমভাবে, বিধাতার হস্ত দেখিবে, দয়াময় নাম মহামন্ত্র করিবে স্মরণ। (সদা) ॥ ১৪৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

হরি হে, এ দেহে, আছ সদা বর্ত্তমান।

নিশ্বাসে শোনিতাধারে হয় তোমার নাম গান।

তুমি আমার বাহুবল, বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল; আশা ভরসা কেবল, আমি তো তৃণ সমান।

জীবন্ত আদেশ-বাণী, শোনাও দিন যামিনী; পবিত্র নিশ্বাসে কর মহাবীর বলবান।

ল'য়ে ভক্ত-পরিবার, হৃদয়ে কর বিহার; দ্যাখাও প্রাণ-মন্দিরে পুণ্যময় স্বর্গধাম ॥ ১৪৫ ॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

পরের কথা শুনবনা আর সার ভেবেছি এবার মনে।

চলিব সত্যের পথে চেয়ে তব মুখপানে।

ক্ষতি লাভ ফলাফল, ভাবনা চিন্তা বিফল ; ভাল মন্দ বিচার করে কেহ নাই আর তোমা বিনে।

যদি কেহ দোষ ধরে, দ্যাখায়ে দিব তোমারে ; নির্ভয় নিশ্চিন্ত হব প্রান সঁপে ও চরণে ॥ ১৪৬ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

তব দয়া বিনে, এ পাপজীবনে, সাধু ভক্তজনে ক্যামনে চিনিব।
ওহে ভক্তপ্রাণ প্রেমিক প্রধান ; তুমি না দ্যাখালে ক্যামনে দেখিব।

খুলে স্বর্গদ্বার দ্যাখাও হে এবার. অমরাত্মা সাধু ভক্ত-পরিবার ; তাঁদের বক্ষ ধ'রে, আলিঙ্গন ক'রে, (বড় সাধ হে) চাঁদ মুখ হেরে কৃতার্থ হইব (তাঁদের) ॥ ১৪৭ ॥ ঐ

সিন্ধু—ঠুংরী।

বড় সাধ হয় মনে। (নাথহে)
গাইব তোমার গুণ জীবন মরণে।

হৃদয় নিকুঞ্জবনে, বসায়ে যতনে ; প্রেম-কুসুম-অঞ্জলি দিব ও চরণে।

সতী য্যামন পতি বিনে অন্যে নাহি জানে, (হরি হে) আদরে আদরে রাখে হৃদয়-রতনে ; সেই ভাবে সেবিব তোমায় যতনে গোপনে, নয়নঅঞ্জন কোরে পরিব নয়নে।

তোমার প্রেমের লাগি হইনু কাঙ্গালী, (হরি হে) জাতি কুল লাজ ভয়ে দিনু জলাঞ্জলি ; বিরহ যাতনা আর সহেনা পরাণে, সাধিব প্রেমের ব্রত সজনে বিজনে (নির্জ্জনে গোপনে) ॥ ১৪৮ ॥ ঐ

মল্লার—কাওয়ালী।

দাও মা সাজায়ে দীন সন্তানে। (দয়াময়ী)
বিবিধ রতনে দেহ মন নববিধানে।

যোগ-পট্ট কটিতটে, হরিনাম-হার কণ্ঠে; বিজয়পত্র ললাটে, শান্তি কবচ প্রাণে।

প্রেমের অঞ্জন চক্ষে, চরণ-পদক বক্ষে, সত্যের নিশান কক্ষে, জ্ঞান-কুণ্ডল কাণে; বিশ্বাস-কিরীট মাথে, সুকৃতি-বলয় হাতে বৈরাগ্য সমাধি পুণ্য যা শোভে গো যেখানে।

নূতন বিধান সাজে, সাজায়ে সংসার মাঝে, নাচাও মা ক'রে ধরি মাতায়ে সুধাপানে; ল'য়ে ভক্ত পরিবারে দ্যাখাও সবে আমারে, তাঁ'দের সঙ্গে তব নাম গাইব সমতানে॥ ১৪৯॥ ঐ

ললিত যৎ।

দে মা স্থান শান্তি নিকেতনে। (দয়াময়ী)
মা তোর পুণ্যময় অভয় চরণে।

মাতৃহীন বালকের মত, কাঁদিব আর বল কত, রোগে শোকে পাপ প্রলোভনে; শীঘ্র খোলো দ্বার ডাকি গো সঘনে।

হ'য়েছি নিতান্ত শ্রান্ত, পাপ ভারে ভরাক্রান্ত, মতিভ্রান্ত প'ড়ে ভব-বনে; সঙ্গ ছাড়েনি অ্যাংনো রিপুগণে।

ডেকে লও গো দয়া ক'রে, তোমার ঘরের ভিতরে, ভক্ত-পরিবার সদনে; রাখ দাস ক'রে তাঁহাদের সনে॥ ১৫০॥ ঐ

ভৈরবী - ঠুংরী।

সুখ দুখ চাহিনা নাথ, কর হে, যাহা ইচ্ছা হয়।
মঙ্গলনিদান তুমি মঙ্গলময়।

আমি স্বার্থপর, অল্পমতি নর, কি জানি কিসে কি হয়; তুমি শুভ-দাতা, সর্ব্বদর্শী পিতা, হোক্ তোমার ইচ্ছার জয়।

বিপদে সম্পদে, য্যান তব পদে, থাকি অটল-হৃদয়; যাচি অ্যাকা-ন্তরে, কৃতাঞ্জলি করে, দেহি দয়া ক'রে বরাভয়।

যদি তব দ্বারে, ন্যায়ের বিচারে, হরি হে পাই অভয়; তবে দয়া-ময়, নাহি করি ভয়, বিশ্ব যদি হয় লয়॥ ১৫১ ॥ ঐ

কাফি—যৎ।

কি দিয়ে শুধিব তব ধার, কি আছে আমার।
দেহ মন ধন প্রাণ সকলি নাথ তোমার।

ল'য়ে ভক্ত-বৃন্দে, বিরাজ আনন্দে, হৃদি মাঝে অনিবার; ও হে প্রাণাধার।

করুণা তোমার, অনন্ত অপার, মুখে নহে বলিবার; চিরদাস ক'রে, রাখ হে আমারে, কর জীবন অধিকার; আমি হে তোমার॥ ১৫২ ॥ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বাজাও বিবেক-বংশী হরি হে নিশ্বাস পবনে।
ভুলাও মোহন সুরে মনোবৃত্তি সখীগণে।

ভক্তি-যমুনাকূলে, প্রীতি কদম্বমূলে; বিহর আনন্দে সদা হৃদয়-রাধিকাসনে।

নব নব বেশ ধ'রি, ও হে রসময় হরি ; দ্যাখাও রূপ-মাধুরি নিত্য চিত্ত-বৃন্দাবনে।

নানা রসে কর কেলি, ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে মিলি, বাজাও মুরলী সুধা রবে প্রাণ-কুঞ্জবনে ; যে ধ্বনি ক'রে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্য অচেতন ; ইশা মুসা শাক্য জন, আদি যত দেবগণে ॥ ১৫৩ ॥ ঐ

বাহার-মিশ্রিত—একতালা।

আমায় দে মা পাগল ক'রে।

আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।

নূতন বিধানের সুরা, দিয়ে কর মাতোয়ারা ওমা ভক্ত চিত্তহরা, ডোবাও প্রেম সাগরে।

তোমার পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে আনন্দভরে ; ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য, হায় কবে হব মা ধন্য মিশে ত'ার ভিতরে।

স্বর্গেতে পাগলের ম্যালা, য্যামন গুরু তেমনি চ্যালা, প্রেমের খ্যালা কে বুঝ্‌তে পারে ; তুমি প্রেমে উন্মাদিনী (ও গো মা) পাগলের শিরোমণি, প্রেমধনে কর্‌ মা ধনী কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে ॥ ১৫৪ ॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা।

তোমার বিধানে হয় বিপদে মঙ্গল। (নাথ সকলি মঙ্গল)

যথা কণ্টকে কুসুম, পঙ্কেতে কমল।

বন্ধু বৈরী হয় তোমার নিয়মে, দিতে নিদারুণ বেদনা মরমে ; করে শিক্ষা দান সংসার সংগ্রামে, তুমি হে বন্ধু কেবল। (প্রভো)

গরলে অমৃত দুঃখে সুখোদয়, নিন্দা অপমানে হয় পাপ ক্ষয়; জীবন মরণে তুমি দয়াময়, চির ভরসা সম্বল।

শত্রু মিত্র হ'য়ে যায় স্বর্গে ল'য়ে, ত ইচ্ছা পূর্ণ করে সুসময়ে; ক্রুশাঘাত কোরে, বিশ্বাসী অন্তরে, জ্বালে বিশ্বাসঅনল—কিন্তু তা'র না জন্মান ভাল ছিল, বৃথা সে মানব-জীবন ধরিল; কিম্বা শিলা গলে বাঁধি সিন্ধুজলে, ডুবিলেও হোতো মঙ্গল। (ও তা'র) ॥ ১৫৫ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা

মা আমায় ঘুরাবি কত আর, ভবে বারেবার।

অনন্ত রূপিণী মা গো তোর লীলা বোঝা ভার।

তবপদে প্রাণ মন, করিয়াছি বিসর্জ্জন, কর অ্যাখন যা ইচ্ছা তোমার; কিন্তু গো অভয়, আমি ছাড়্‌বনা তোর চরণ এবার।

ফেলিয়ে সঙ্কটঘোরে ক্যান আর ভয় দ্যাখাস্ মোরে, তোরে ছেড়ে যাব কোথা আর; দিন গ্যাল দয়াময়ী ত্বরায় ক'রে দে মা পার ॥১৫৬॥ ঐ

দেশ-বাহার—কাওয়ালী।

দাও মা আনন্দময়ী দরশন।

তব প্রেমানন, হৃদয় রঞ্জন, যা'র প্রভাবে সঞ্চারে জীবন।

নব নব রূপ ধরি, প্রাণ মন লও হরি, কখন অ্যাকাকী কভু সাধুগনে সঙ্গে করি; বি-চি-ত্র-রূপ হেরি, জুড়াইব তৃষিত নয়ন।

অনন্ত গুনধারিণী মা, অনন্ত রূপিণী; নিরখি তোমারে বিশ্ব চরাচরে, সাধুর অন্তরে, হৃদয় ভিতরে আনন্দে হইব মগন ॥ ১৫৭ ॥ ঐ

মল্লার—আড়াঠেকা।

বহিছে জীবন-স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর।

কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দ্যাখ অ্যাকবার।

দ্যাখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কতদূরে; অ্যাকস্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।

ক্রমে দেহ হ'ল জীর্ণ, বল বুদ্ধি তেজহীন, নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর; এই তো বৎসর গ্যাল, করিলে কি সম্বল, এরূপে বিদায় বল দিবে কত সম্বৎসর।

নব বর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে, প্রমত্ত হৃদয়ে সদা বৈরাগ্য সাধন কর, হইলে পুণ্য সঞ্চয়, থাকিবেনা কালভয়, ব্রহ্ম-বরে চিরকাল হ'য়ে রহিবে অমর॥ ১৫৮॥ ঐ

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কালের প্রতিক্ষায় আর কত দিন থাকিবে বল।

ইচ্ছা থাকিলে বাসনা নিশ্চয় হবে সফল।

যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, সর্ব্বকালে বিদ্যমান; তাঁহার মুক্তি বিধানে সুভক্ষণ সদাকাল।

আশাপূর্ণ অন্তরে, ডাকো হে ডাকো তাঁহারে, বিশ্বাস করিয়া দ্যাখো এখনি পাইবে বল; মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হবে, পলকে জীবন-বৃক্ষে ফলিবে অমৃত ফল॥ ১৫৯॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

অতি কাতরে করি নাথ এই নিবেদন।

দুঃখ যন্ত্রণায়, বিপদ সময়, ডাকিলে য্যান হে পাই দরশন

চিরদুঃখী ক'রে রাখো তাহে ক্ষতি নাই. অভয় পদে দিও স্থান এই ভিক্ষা চাই ; আমি সব সইতে পারি, তোমার মুখ হেরি, বিচ্ছেদ বেদনা হয়না সম্বরণ ! (কিন্তু)
হৃদয়-বাসী পিতা তুমি জান সমুদায়, কত দুঃখ কষ্টে আমার দিন গত হয় ; হায় ! বল ক্যামন ক'রে থাকি ধৈর্য্য ধ'রে, না হেরে তোমার প্রসন্ন বদন ॥ ১৬০ ॥ ঐ

দেশ-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এই নিবেদন তব চরণে।
অধম সন্তানে, কর হে এবার অভিষেক নবজীবনে।
অমৃত চরিত, ভকত শোণিত, সঞ্চার আমার হৃদয়ে নিয়ত ; নাহি প্রয়োযন আর পুরাতন দেহ মনে।
সাধুর প্রকৃতি, সুমতি সুনীতি, মিলাইয়ে দাও মন প্রানে ; হইব বিলীন, আমিত্ব বিহীন, শান্ত দাস্য মধুরাদি রস করি পান ; পরিণামে অ্যাকাকার হইব তোমার সনে ॥ ১৬১ ॥ ঐ

মল্লার—একতালা।

অন্তরে জাগিছে মা গো, অন্তর জামিনী।
কোলে ক'রে আছ মোরে, দিবস যামিনী।
অধম সুতের প্রতি, ক্যান অ্যাত স্নেহ প্রীতি ; প্রেমে আহা ! অ্যাক্কেবারে য্যান পাগলিনী।
কখন আদর করি, কখন সবলে ধরি, পিয়াও অমৃত, শোনাও মধুর কাহিনী ; নিরবধি অবিকারে, ভাল বাসিছ আমারে, উদ্ধারিছ বারে বারে, পতিতোদ্ধারিণী।

বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মা'র, চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী; করি মাতৃস্তন্যপান, হব বীর বলবান, আনন্দে বলিব জয় ভক্তপ্রসবিনী॥ ১৬২॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

মা বিশ্ব-জননী, পতিতোদ্ধারিণী।
আছি আমি তব পদে চিরঋণে ঋণী।
কত বার আদরে ধ'রি, লইতেছ কোলে করি; বিনাশিছ পাপভয় বিপদ নাশিনী।
ভক্তেরা য্যামন কোরে, সেবিত তোমায় আদরে ইচ্ছা হয় তেমনি ক'রে সেবি আদরিণী॥ ১৬৩॥ ঐ

আলেয়া—আড়াঠেকা।

নারীর হৃদয়ে মা গো বিহরিছ বরাননে।
তব রূপ য্যান তথা হেরি পবিত্র নয়নে।
সুশীলা সুন্দরী সতী, লজ্জাশীলা পুণ্যবতী; তোমার প্রেমমূরতী, হরে পাপ দরশনে।
আহা! কি মধুর ভাব, কমনীয় সুস্বভাব; বিদ্যা শক্তি মূর্ত্তী-মতী, রঞ্জিত প্রেমরঞ্জনে॥ ১৬৪॥ ঐ

মূলতান—আড়াঠেকা।

বধির বিবেক কর্ণ মলিন পাপ বিকারে।
বিষয় জঞ্জালে পূর্ণ, বদ্ধ মোহ অন্ধকারে।

প'ড়ে ঘোর ভ্রমার্ণবে, বাসনার কলরবে ; তোমার আদেশ বাণী কে বল বুঝিতে পারে।

তরল চঞ্চল চিত, প্রলোভনে বিচলিত ; অবস্থার স্রোতে নীত হইয়েছে এ সংসারে।

আসক্তি ভাবনা ভয়, দূর কর দয়াময় ; সহজে শুনিতে দাও তব আদেশ আমারে ॥ ১৬৫ ॥ ঐ

আলেয়া—যৎ।

হরিপ্রেমানলে জ্ব'লে হব খাঁটি সোনা। (এবার)
আপনার রূপে আপনি ম'জে ক'র্‌ব প্রেম সাধনা।

ভক্তের পদ যুগলে, নূপুর হ'য়ে নাচ্‌ব তালে ; বাজবো রুনু ঝুনু বো'লে মধুর বাজনা।

সোনার বরণ গৌর অঙ্গে, মিশে যাব প্রেম রঙ্গে ; গৌর সঙ্গে হরিনাম করিব ঘোষণা ॥ ১৬৬ ॥ ঐ

আলেয়া-কীর্ত্তন—তেওট।

বড় সহজে মা ব'লে জুড়াব প্রাণ। (দয়াময়ী গো)
অ্যামন কি আছে য্যামন মিষ্ট মায়ের নাম।

আমি পারি কি তোমায় ছেড়ে, থাকিতে এ সংসারে ; আছে তোমার সঙ্গে যে আমার প্রাণের টান।

শিশু ছেলের মত, ডাকিব নিয়ত, ক'র্‌ব কোলে ব'সে স্তন্য সুধা পান ; এবার পূজিব মায়ের চরণ, হেরিব মায়ের আনন ; (বড় সাধ গো) এবার গাইব বদন ভ'রে মায়ের গান ॥ ১৬৭ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

না দেখে তোমারে, বল ক্যামন ক'রে, অ্যাকাকী সংসারে, থাকব দয়াময়।

আত্মীয় স্বজন, দারাসুত ধন, চিরদিনের সঙ্গের সঙ্গী কেহ নয়।

মোহে অন্ধ হ'য়ে, ছিলাম তোমায় ভুলে, অনিত্য অসার বিষয় কোলাহলে; বুঝিলাম অ্যাখন, কেহ নয় আপন, (দয়াময় হে) প্রভু তোমা বিনা সব অন্ধকারময়।

অ্যামন হৃদয়-বন্ধু জীবন-সহায়, অকৃত্রিম সখা পাইব কোথায়; প্রীতিসুধা দানে, বাঁচাইবে প্রাণে, (তোমা বিনে হে) এস হৃদয়মাঝে প্রেম কর বিনিময়॥ ১৬৮॥ ঐ

খাম্বাজ—ঢিমে-তেতালা।

তুমি হে আমার জীবন উপায়। (দয়াময়)

তাই কাতর হৃদয়ে বারে বারে ডাকি তোমায়।

হ'য়ে পাপে অপরাধী, তোমারি নিকটে কাঁদি; নাহি যে আর অন্য গতি যাইব বল কোথায়।

চাহি তৃষিত নয়নে, তব প্রেম মুখ পানে; মধুর আশ্বাস-বাণী শুনিবার আশায়।

একাকী ব'সে বিরলে, মনের কথা তোমায় ব'লে; চরণ ধ'রে কাঁদিলে, সব দুঃখ দূরে যায়॥ ১৬৯॥ ঐ

আলেয়া—তেতালা।

কোথায় পাপীর বন্ধু দয়াসিন্ধু পতিতপাবন

কর পবিত্র জীবন্মুক্ত আমার জীবন।

তোমার নিয়ম ভঙ্গ ক'রে, আমি প'ড়েছি পাপবিকারে; লোভে পাপ পাপেতে মরণ কে করে খণ্ডন।

উচিত দণ্ডবিধানে অ্যাখন উদ্ধার এ গতিহীনে; খুলে দাও দয়া ক'রে পাপের বন্ধন॥ ১৭০॥ ঐ

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

হরি হে বিপদভঞ্জন।

অধম জনার বন্ধু লজ্জানিবারণ।

শরণাগত জনে করুণা বিতরণে; বারেক দ্যাখাও তব প্রসন্ন বদন।

এ বিষম দুর্দ্দিনে, কেহ নাই আর তোমা বিনে; শোনাও মধুর স্বরে আশ্বাস বচন॥ ১৭১॥ ঐ

বিভাস—তেওট।

ও হে দয়াময়, যদি ইচ্ছা হয়, করাও দুঃখ-বিষ পান।

তোমার মঙ্গল বিধানে, প্রেমের শাসনে, কিছু নাহি খেদ যদি যায় এ পাপীর প্রাণ।

সুখে দুঃখে তোমারে ল'য়ে, আশায় বুক বাঁধিয়ে, করি হে এ পাপ জীবন ধারণ; আমি পাপী বা সাধু হই, তোমা বই কা'রো নই, মা'য়ে মারিলেও "মা" ব'লে কাঁদে সন্তান। (ওহে যামন)

ঘোর পরিক্ষার অনলে, দিতে চাও দাও ফেলে, নিকটে থেক এই নিবেদন; ঘোর বিপদ শঙ্কট কালে, নিতান্ত কাতর হ'লে, কোরো মাভৈ র্মাভৈঃ রবে অভয় দান॥ ১৭২॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন।
যে দর্শনে, মৃতপ্রাণে, নাথ সঞ্চারে নব জীবন।

যে ভাবে ভক্তহৃদয়ে, প্রেমালোক প্রকাশিয়ে, ভুলাইয়ে রাখ চির-জীবনের মতন; বহে প্রেম অজস্র ধারে, ভাসে প্রাণ সুখসাগরে, স্বরূপ মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।

ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ-ভয় নির্ম্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন; লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে, ব'লব সবে চক্ষু কর্ণের হ'য়েছে বিবাদ ভঞ্জন॥ ১৭৩॥ ঐ

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

দেহি মাতঃ স্তন্যসুধা পিপাসু সন্তানে।
জুড়াও তাপিত তনু আলিঙ্গন দানে।

শ্রীকরকমলে ধ'রি, লও গো মা কোলে করি; অ্যাকবার প্রেমভরে চাহ মুখপানে।

যে সুধা করিয়ে পান, হইলেন বলিয়ান্, পাইলেন দিব্যজ্ঞান সাধু-গণে; সেই সুধা পিয়াইয়ে, চরণে আশ্রয় দিয়ে, রাখ মা অমর কোরে তব নিকেতনে॥ ১৭৪॥ ঐ

আলেয়া—কাওয়ালী।

ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ।
ও রে যে ডাকে আমারে আমি তা'রি হ'য়ে রই।

যে জন বিশ্বাস কোরে, জীবন স'পেছে মোরে; কে আছে তা'র এ সংসারে বল আমি বই। (আর)

আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চিরদিন; ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।

দারা সুত ধন প্রাণ, ও রে যে করে আমায় অর্পণ; তাহার সকল ভার মাথায় করে বই।

ভক্তিতে চৈতন্য মোরে, বেঁধেছিল প্রেমডোরে; ভক্তির জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ হ'ল শমন জই॥ ১৭৫ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট-খম্বাজ—ঠুংরী।

বড় খেদ রহিল মনে।

ক্যান ম'জিলনা প্রাণ তোমাতে অ্যাত জেনে শুনে।

কত বার ধরাতলে স্বর্গ দ্যাখাইলে, পাপী সাধু সকলের প্রেমে ভাসাইলে; ভক্তি-সুধা পান করি, মাতিল নর নারী হইল শরণাগত তব চরণে।

কত ভাবে কত রূপে প্রকাশ হইলে, সুখে দুখে রোগে শোকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে; তবু ফিরিলনা মন, ঘোর ঘুমে অচেতন, শেষে সত্যকে কল্পনা ব'লে মরিল প্রাণে।

অবশেষে মাতৃবেশে দরশন দিলে, সুমধুর প্রিয় ভাষে পাপীরে ডাকিলে; প্রেমসুধা রস দানে, পাপী পুত্র কন্যাগণে, করিলে মোহিত মাতঃ দীন সন্তানে।

অ্যাকবার প্রেমভরে ডাক রে মা বলে, পাষাণ হৃদয় আর থাকিওনা ভুলে; ধ'রি মায়ের চরণ, কর কর রে চুম্বন, চেয়ে দ্যাখ রে আনন্দময়ী জননীর পানে॥ ১৭৬ ॥ ঐ

স্থরট-দেশ—কাওয়ালী।

মা ভকত হৃদয় বিহারিণী।

চিদানন্দময়ী জননী।

অসুরবিনাশিনী, পতিতউদ্ধারিণী, অনাদি আদি শক্তি জগত-প্রসবিনী ; ত্রিতাপহারিণী অভয়ে দিনপালিনী।

সুপুত্র সাধুগণে, ল'য়ে নিজ নিকেতনে, সদানন্দে আছ দিন যামিনী; দিয়ে সবে আলিঙ্গন, করিছ শির চুম্বন, কোলে বসাইয়ে শুনা-ইছ শুমধুর বাণী।

আহা মরি মা তোমার, কি সুন্দর পরিবার, অনুপম শোভা মনো-মোহিনি ; সজ্জন সঙ্গতি মিলাইয়ে দাও যদি, তবে এ দীনের গতি হয় গো গতিদায়িনী॥ ১৭৭॥ ঐ

বাগশ্রী—ঝাঁপতাল।

কে তুমি ক্যামন কিছু নাহি জানি তত্ত্ব তা'র।

বুঝেচি কেবল এই তুমি আমার আমি তোমার।

আমি হে নহি অ্যাকাকী, সদা তব সঙ্গে থাকি ; অ্যাক বৃক্ষে দুই পাখি, য্যান দোঁহে অ্যাকাকার।

তুমি বস্তু আমি ছায়া, অবিদ্যা অসার কায়া, তুমি জ্ঞান-জ্যোতি, আমি অজ্ঞান আঁধার ; তোমাতে করি বসতি, বিচরণ অবস্থিতি, আমি হে আশ্রিত তব তুমি সর্ব্বমূলাধার॥ ১৭৮॥ ঐ

দেশ-মল্লার—ঝাঁপতাল।

হে গুরু কল্পতরু সকলি সম্ভবে তোমারি নামে।

নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে।

যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই; অনন্ত সুখ সম্পদ তব চরণে।

যে জন সরল হয়, বিশ্বাসে তোমারে পায়; সংসারে স্বর্গের শোভা হ্যারে নয়নে ॥ ১৭৯ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

সর্ব্বশক্তির অন্তরাত্মা অনন্ত বলধারী।
বিপুল বীর্য্য, অতুল শৌর্য্য, মহান্ কার্য্য কারী।

মহাতেজঃপুঞ্জ দিপ্যমান্, প্রজ্বলিত অনল সমান; বিশ্ব বিজয়ী তোমার নাম ভকত বিঘ্নহারী।

সকল ভুবনে হয় জয়ধ্বনি, হুঙ্কারে কাঁপে গগন মেদিনী; দেশে দেশে তব সুযস কাহিনী গা'য় যত নরনারী।

কর বজ্র দেহী অমর অভয়, অটল হৃদয় বিশ্বাসবিজয়; অনন্ত জীবনে জ্যোতির্ম্ময় বিতরি করুণাবারি ॥ ১৮০ ॥ ঐ

আলেয়া-জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বল বল মা দয়াময়ী, স্বদেশের সমাচার।
ক্যামনে আছেন সব ভাই ভগিনী আমার।

কি সাধনে কি নিয়মে, কত ভাবে কি রকমে, করেন পালন তাঁ'রা নববিধান তোমার।

তব প্রিয় পুত্রবর, যিশু পুণ্য দণ্ডধর, হয় কি অ্যাখনও তাঁ'র হাতে পাপীর বিচার; হায়! তবে ক্যামন ক'রে, এ পাপজীবন ধ'রে, কি সাহসে সেই পথে প্রবেসিব স্বর্গদ্বার।

এ কৌশল মা তোমার, কে বুঝিবে সাধ্যকার, রেখেছ প্রহরি দ্বারে যিনি পুণ্য অবতার; পবিত্র চরিত্র ক'রি ল'য়ে চল হাতে ধ'রি, নহিলে উপায় কিছু দেখিনে দেখিনে আর ॥ ১৮১ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে নাথ, ক'রো হে আমায় করুণাইঙ্গিত।
কোথায় কি করিব, কা'রে কি বলিব, দিও ব'লে সব যে হয় উচিত।

আমি জন্ম-অন্ধ পাপেতে বধির, দুঃখ প্রলোভনে সতত অধীর, সংসার সঙ্কটে, থেক হে নিকটে, দেখ য্যান মন না হয় বিচলিত।

ঘোর ভবার্ণবে হ'য়ে কর্ণধার, জীবন তরী আমার কর হরি পার; পথের সম্বল, দিব্যজ্ঞান বল, প্রতিক্ষনে প্রাণে ক'রো সঞ্চারিত ॥১৮২॥ ঐ

বাহার-আড়কাওয়ালী।

ধন্য! ধন্য আনন্দময়ী মা তোমায়।

তব রাঙ্গা পায়, যা'রা স্থান পায়, তা'দের তুমি গো জননী জীবনোপায়।

ভক্ত গন তব নামে, জয়ী হ'য়ে পরিনামে, হরি ব'লে স্বর্গধামে চ'লে যায়; তোমার কৃপায়, বিষ সুধা হয়, দুঃখ শর শয্যা পরিণত হয় কুসুম শয্যায়।

এবার তোমার বলে, মিশিয়া অমরদলে, কৃতার্থ হইব তাঁ'দের সেবায়; অপার করুণা ঋণে, লইলে যদি গো কিনে, রেখনা অধিনে আর মৃত-প্রায়—আর নাহি ভয়, হ'লো মায়ের জয়, জয় জয় জগত জননী নমি তব পায় ॥ ১৮৩॥ ঐ

আলেয়া-জংলা—ঝাঁপতাল।

কর গো মোহিত মাতঃ ভুবন মহিনী।
ও মা ভক্ত চিত্তহরা সাধু জননী।

প্রকাশ রূপ মাধুরি, দেখি প্রানভ'রি, শোনাও মধুর বাণী অমৃত বর্ষিণী।

যে দর্শন শ্রবণে, প্রাচীন সাধুগণে, মত্ত ক'রে রেখেছিলে দিবস রজনী; সেই ভাবে সেই রূপে, চিদানন্দ রস-কূপে, রাখ ডুবাইয়ে মা হৃদি বিনোদিনী॥ ১৮৪ ॥ ঐ

বিভাস—ঝাঁপতাল।

হৃদয় কুটীর মম কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাহে দিবানিশি অবিরাম।

জীবন কর আমার প্রেম পরিবার, গৃহ দেবতা পিতা হ'য়ে থাক হে তাহার; মঙ্গল শাসনে সদা কর শাসন।

আমি প্রতিদিন ভক্তিভরে, করিব পূজা অর্চনা, কৃতাঞ্জলি-পুটে করিব চরণ বন্দনা; নিত্য নব নব-জাত প্রেম-হারে, সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর ক'রে; গলবস্ত্র হ'য়ে তোমায় করিব অভিবাদন।

আমার রিপু পরিচারিকা-দল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে তব সেবার আয়োজন; ইচ্ছার ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে, তব প্রেম আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম॥ ১৮৫ ॥ ঐ

সুরট-মল্লার—যৎ।

দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়।
চাহিনা সুখ সম্পদ ও হে হরি দয়াময়

সকল সন্তাপ হারা, তুমি পিপাসার বারি, হেরিলে তোমার মুখ সব দুঃখ দূরে যায়।

তোমার প্রেমের লাগি, শ্রীগৌরাঙ্গ হ'লেন যোগী, উদাসীন সর্ব্ব-ত্যাগী ত্যজিয়ে দুঃখিনী মায়; করিলে তাঁ'রে ভিখারী, বনবাসী দণ্ড-ধারী, শুনিলে সে সব কথা গলে পাষাণ হৃদয়।

তব পবিত্র সন্তান, প্রিয় যিশু গুণধাম, ক্রুশে হারাইলেন প্রাণ পরহিত কামনায়; ভ্রমিলেন পথে পথে, পতিত জনে তারিতে, যাঁহার শোণিত পাতে হইল প্রেমের জয়।

যখন যে ভাবে যেখানে, রাখ এ পাপী সন্তানে, থাকি নির্ব্বিকার মনে এই মিনতি তব পায়; বিপদে মঙ্গল দেখি, দুঃখেতে হইব সুখী, দয়াময় নামগানে যান প্রাণ অন্ত হয়॥ ১৮৬॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

হরিনাম আনন্দ রসেতে কবে মন ম'জিবে।
অনুরাগে দুনয়নে প্রেম-ধারা বহিবে।

প্রেমেতে পাগল হ'য়ে, তোমারে হৃদয়ে ল'য়ে, প্রাণ আমার ভুলে থাকিবে; ও রূপ-সুধা-সাগরে, ডুবিয়ে আনন্দ-ভরে, প্রেমামৃত পান ক'রে তাপিত প্রাণ জুড়াবে।

নামের মালা গলায় দিয়ে, প্রেমের ভিখারী হ'য়ে, তোমার তরে সব সহিবে; পাদপদ্ম হৃদে ধ'রে, প্রেম-মুখ নয়নে হেরে, রসনায় গুণ গান ক'রে জীবনান্ত হইবে॥ ১৮৭॥ ঐ

বেহাগ—আড়াঠেকা।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহেনা যে আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে প'ড়ে থাকি অনিবার।

কোথায় শুনিব আর অ্যামন মধুর নাম, কোথায় পাইব আর অ্যামন আনন্দধাম।

সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ, ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আবার; রাখ চির-দাস ক'রে, অ্যাকেবারে এ পাপীরে, নিয়ত ব্রহ্ম-উৎসব কর হৃদয়ে আমার।

এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ ক'রে, অপার আনন্দ শান্তি ক'রলে বিস্তার, বরষিলে অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত, পাইল জীবন কত সন্তান তোমার॥ ১৮৮॥ঐ

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ওহে জীবন-বল্লভ প্রাণের অবলম্বন।
চরণ-পল্লব-ছায়া কর মোরে বিতরণ।

বিষম সংসার তাপে, ক্লান্ত মম হৃদয়, অ্যাকবার দয়া ক'রে দেহ প্রেম আলিঙ্গন।

রাখ সদা নিজ পাশে, তবস্মুখ-সহবাসে, একাকী এ ভবারণ্যে থাকিতে না চায় মন; তুমি হে হৃদয়-বন্ধু, দয়াময় গুণ-সিন্ধু, তোমা বিনা কে করিবে মম দুঃখ নিবারণ॥ ২৮৯॥ ঐ

পিলু-বাহার-যৎ।

ত্যজিয়ে সংসার আশা করিব যোগ সাধন।
আশীর্ব্বাদ কর নাথ য্যান মনোবাঞ্ছা হয় পূরণ।

দেহ মন প্রাণ দিয়ে, পদানত ভৃত্য হ'য়ে; একান্ত হৃদয়ে প্রভু সেবিব তব চরণ।

তোমার ধ্যান চিন্তনে, জপ তপঃ নাম গানে; নিশ্চিন্ত আনন্দ মনে কাটাব চির জীবন।

অসার সুখেতে ভুলে, বৃথা দিন গিয়েছে চ'লে; অ্যাখন প্রমত্ত বৈরাগী হ'য়ে থাকিব এই আকিঞ্চন ॥ ১৯০ ॥ ঐ

ললিত—যৎ।

কি ভয় ভাবনা রে মন, ল'য়েছি যাঁর আশ্রয়; সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।

অ্যাকবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল ব'লে ডাক্‌লে তাঁ'রে, সেই ভক্তবৎসল দীনবন্ধু দ্যাখা দিবেন তোমায়।

কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে, না হয় মরিব প্রাণে গাইয়ে তাঁহার জয়।

শুনেছি আশাবচন, মরিলেও পাব জীবন; চিরকাল থাকিব সুখে এই তাঁ'র অভিপ্রায়।

নির্জ্জন হৃদি-কুটীরে, ল'য়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে, পরম আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।

তাঁ'র কাছে খাঁটি হ'য়ে, থাক হে তুমি নির্ভয়ে, বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল জয় জয় দয়াময় ॥ ১৯১ ॥ ঐ

ভয়রোঁ—একতালা।

উঠ জয় ব্রহ্ম ব'লে, হও রে চেতন।

দ্যাখ নিরখিয়ে, নয়ন মেলিয়ে, কিবা শোভা অতুলন।

মারুত-হিল্লোলে, বনরাজি দোলে, করে সুরভি বহন; শিশির-সিক্তি নব-কুসুমিত শ্যামল উপবন।

সুমধুর রবে, বিহঙ্গম সবে, সুখে গা'য় বিভু গুণ ; সরসী সলিলে, প্রফুল্ল কমলে ঝঙ্কারে অলিগণ।

লোহিত বরণে, পূরব গগনে, উদিল তরুণ তপন ; হ'লো মনোহর, পরম সুন্দর, প্রকৃতির প্রিয় বদন।

মহাকলরবে, জেগে উঠে সবে, দ্যায় নিজ কার্য্যে মন ; ছিল মৃতপ্রায়, বিঘোর নিদ্রায়, পাইল নবজীবন। (এবে)

দিবসের কর্ম্ম, নিত্যব্রত ধর্ম্ম, সাধনের কর আয়োজন ; প্রণমি ঈশ্বরে, বিনীত অন্তরে, স্বকার্য্যে কর গমন।

হইয়ে প্রহরী যিনি বিভাবরী, করিলেন জাগরণ ; সেই দয়াময়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কর রে জীব স্মরণ।

ছিলে তাঁ'রি কোলে ঘোর নিশাকালে, গভীর নিদ্রায় মগন ; তিনি প্রাণাধার কর বার বার, তাঁহারে অভিবাদন ॥ ১৯২ ॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্ত।

থাক্‌বনা আর এ পাপ-রাজ্যে, ব্রহ্ম-লোকে যাব চ'লে।
সুখে বাস করিব তথায় ব্রহ্ম-কল্পতরু-তলে।

প্রেমের বীজ করিয়ে রোপণ ভক্তি-নদীর উপকূলে ; হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রিব পুণ্য-সম্বলে।

অমর হ'য়ে অমৃত পান করিব সবে মিলে ; ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সদা ভাসিব প্রেম-হিল্লোলে।

অসার নীচ বাসনা সকলি যাইব ভুলে ; হ'য়ে অনুরাগী, প্রেম-বৈরাগী, বিলাব প্রেম হৃদয় খুলে ॥ ১৯৩ ॥ ঐ

সিন্ধু—যৎ।

দয়াল নামামৃত রসে ডুবে থাক্ রে আমার মন।
চির-বৈরাগ্য ব্রত করিয়ে অবলম্বন।

নিষ্কাম নিঃসঙ্গ ভাবে কর সংসার পালন ; জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের একত্রে কর সাধন।

প্রেম-মদিরা পানে মত্ত হ'য়ে অনুক্ষণ ; সাধু সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে কর সুখে কাল হরণ ॥ ১৯৪ ॥ ঐ

কানেড়া—কাওয়ালী।

চিরবসন্তে সরস সাধুর জীবন। নিত্য নব রসে পূর্ণ যথা ফুলবন।

বিচরে তাহে নিয়ত, ভক্ত-মধুকর যত, বিহঙ্গে সঙ্গীত সুধা করে বরষণ।

সুর নর মত্ত যাঁ'র প্রেম-মকরন্দে, স্বয়ং হরি বিমোহিত যা'র সুধা-গন্ধে ; সে প্রেম-বসন্তে কবে, এ প্রাণ শীতল হবে, ও হে হরি তব মুখ করি দরশন ॥ ১৯৫ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

যে জন ভালবাসে আমারে, চাহে সরল অন্তরে।
আমি কি পারি কখন ছেড়ে থাকিতে তাঁ'রে।

গাভী য্যামন বৎসপাছে, থাকে সদা কাছে কাছে, আমি আমার ভক্তসঙ্গে থাকি সদা তেমনি ক'রে।

জীবনের ভার আমায় দিয়ে, থাক রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, ভয় নাই ভব-সাগরে ; আমাকে ভজনা ক'রে, কে কবে গিয়েছে ফিরে, ভেবে ব্যাথা না পেয়ে নিরাশ মনে সংসারে ॥ ১৯৬ ॥ ঐ

আলেয়া—যৎ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।

যদি ডাকে সে অ্যাকবার আমায় কাতর প্রাণে।

দিবা নিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি; শুনিলে ক্রন্দন আর থাক্‌তে পারিনে।

কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে; কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।

অহঙ্কারী পাপী যা'রা, ওরে আমার দ্যাখা পায়না তা'রা; দীন-জনের বন্ধু (ভগ্নহৃদয়-বাসী) আমি সকলে জানে ॥ ১৯৭ ॥ ঐ

সুরট মল্লার—একতালা।

এই নিবেদন, দিও দরশন, দিনান্তে অ্যাকবার ও হে দয়াময়।

অ্যাকবার ভাল ক'রে, দেখিলে তোমারে, সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়।

যখন ও পদে ক'র্‌বো প্রণিপাত, মাথায় হাত দিয়ে কোরো আশী-র্ব্বাদ; পাপ ক্ষয় হবে, ভয় দূরে যাবে, পরশে শীতল হইবে হৃদয়।

নিত্য নিত্য আমি আসব তোমার দ্বারে, ভিখারীর বেশে ব্যাকুল অন্তরে; আশাপূর্ণ মনে, সতৃষ্ণ নয়নে দেখে যাব অ্যাকবার তোরে—প্রেম পুণ্যবল ক'রে উপার্জ্জন, কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে করিব গমন; তোমার প্রসাদে, শুভ আশীর্ব্বাদে, সব শত্রুগণে কর্‌বো পরাজয় ॥১৯৮॥ ঐ

ভৈরবী—মধ্যমান।

কবে হবে সফল আমার জীবন। (জনম)

নির্ম্মল হৃদয়ে নাথ পুজিব তব চরণ।

নিরখি প্রাণ-মন্দিরে, সব দুঃখ যাবে দূরে; অনুরাগে দিবা নিশি ঝরিবে হে দুনয়ন।

মত্ত হ'য়ে প্রেম-মদে, থাকিব তোমার আমোদে; করিব পরমানন্দে তোমার গুণ কীর্ত্তন।

দুঃসহ পাপের ভার, ব'হিতে হবেনা আর; পুণ্যালোকে নিরন্তর করিব হে বিচরণ॥ ১৯৯॥ ঐ

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

দীনজনের এই নিবেদন। (দয়াময়ী মা)

যান তোমার সেবায় হয় এ দেহ পতন।

নিকটে থাকিব, দাসত্ব করিব; কৃতার্থ হইব, সঁপিয়ে জীবন।

স্থান দিও অন্তে, ও চরণ প্রান্তে; দেখিতে দেখিতে তোমায় হয় যান মরণ॥ ২০০॥ ঐ

ভৈরবী—তেওট।

বহিছে ঘন ঘন, প্রলয় পবন, ব্রহ্ম-নিশ্বাসে নববিধানে।

বিশাল বিক্রমে, হুঙ্কার গরজনে, পশিছে ব্রহ্মতেজ জীবনে।

ছুটিছে রবি শশী প'ড়িছে তারা খসি, ভীষণ বজ্রনাদ গগনে; করিছে রসাতল, অবনী-মণ্ডল, ভয়ে আকুল জগতজনে।

নগেন্দ্র শিখরে, অনল উগারে, ভূকম্প হয় সর্ব্ব ভুবনে; ঘূর্ণিত মহাবলে, কম্পিত সকলে, যুগ প্রলয় ধর্ম্ম-শাসনে।

প্রচণ্ড প্রভাকরে, পূর্ণ শশধরে, গ্রাস করে বিকট আননে, ভূভার-হারী হরি, জীবন্ত রূপ ধরি, বসিলেন মানব-হৃদাসনে।

সমাধি ভেদ করি, মৃত নরনারী, উঠিছে হরি ব'লে বদনে ; ভক্তি-রসামৃত, হ'ল প্রবাহিত, সংসার-সাগর মন্থনে।

দেবগণ সসম্ভ্রমে, সজল নয়নে, করেন স্তুতি ভব খণ্ডনে ; জয় জয় রবে, প্রণমি ভক্তিভাবে, মাতিলেন হরিনাম কীর্ত্তনে ॥ ২০১ ॥ ঐ

কানেড়া—কাওয়ালী।

কর চিরসুখী আমারে হরি। তব সহবাসে কাল হরি।

দর্শন-সম্ভোগে, নিত্য প্রেম-যোগে, মগ্ন থাকি দিবা বিভাবরী।

হ'য়ে শুদ্ধচিত শান্ত সমাহিত, ভকত-বাঞ্ছিত ও চরণামৃত, পান করি, সদা প্রাণ ভ'রি ॥ ২০২ ॥ ঐ

বেহাগ—আড়া।

দুস্তর সংসারার্ণবে ভাসায়ে প্রেমের তরী।

চলিল দুজনে আজি শুভ ক্ষণে যাত্রা করি।

সুখাশা পবন বেগে, মিলে নব প্রেম যোগে, প্রধাবিত অনুরাগে, কিবা শোভা মরি মরি।

অজ্ঞাত অপরিচিত, সুখ দুঃখে বিমিশ্রিত মনোরমা গৃহধর্ম্ম বিচিত্র কল্পনা-পুরী ; বিঘ্নময় এ সংসারে, এই নব দম্পতিরে, রেখ নিরাপদে পুণ্যপথে হে দয়াল হরি ॥ ২০৩ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

ও হে মঙ্গল-বিধাতা করুণা-নিধান হে।

শুভকর্ম্মে কর আজি আশীর্ব্বাদ দান হে।

তব অখণ্ড নিয়মে, মিলিয়ে দাম্পত্য প্রেমে, পরিণয়ে বদ্ধ হ'ল তোমার সন্তান হে।

চির-সুখে সুখী ক'রে, রেখ নব-দম্পতিরে, দিয়ে চির দিনের তরে শ্রীচরণে স্থান হে ॥ ২০৪ ॥ ঐ

আলেয়া—যৎ।

আমি অ্যামন ক'রে কত দিন আর কাটাব বল।

মিছে মায়া-বশে সুখ-আশে দিন ফুরাল।

দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ আমার না মানে কোন শাসন, দেখলে পাপ প্রলোভন হয় প্রবল।

অ্যাকে তো চঞ্চল মতি, তাহে নাই প্রেম ভক্তি, কপট সাধনে কিছু না পাই ফল।

হ'য়ে প্রবৃত্তির অধীন, আমি হ'লেম পাপেতে প্রাচীন, হ'লোনা সঞ্চয় কিছু পুণ্য সম্বল।

সংসারের কোলাহলে প্রাণ আর থাকিতে চাহেনা ভুলে, কাঁদে কোথা নাথ ব'লে হ'য়ে আকুল।

কি ল'য়ে ভুলে রহিব, মনকে কি ব'লে প্রবোধ দিব, যা করিতে এলাম ভবে তা'র কি হ'লো (হায়) ॥ ২০৫ ॥ ঐ

আলেয়া-মিশ্র-কীর্ত্তন—একতালা।

দিন যায় হে! কৈ কি করিলে, ও হে দীনবন্ধু হরি।

কর কর হে মোচন, পাপের বন্ধন, আর যে বিলম্ব সহিতে নারী।

আছি বহু দিনাবধি, ভব দ্বারে বন্দী, কি হইবে গতি বল কি করি;

ওহে দয়াময়, কর বিচারে যা হয়, নৈলে বুঝি নিরাশকূপে ডুবে মরি।

নাথ তোমার দণ্ড-বিধি, পরম ঔষধি, নাশে পাপ-ব্যাধি দুরন্ত অরি; পাষণ্ড জীবন, আমার কর সংশোধন, তারো এ ঘোর সঙ্কটে দিয়ে পদতরি ॥ ২০৬ ॥ ঐ

বাহার—একতালা।

মন দ্যাখ দিব্যজ্ঞানে, জীবন-পুরাণে, অভ্রান্ত বেদান্ত সার।

দয়াবান্ ভগবান্, কত লীলা বিলাস তাঁহার।

হরি দয়া ক'রে, নিজহাতে ধ'রে, উদ্ধারিলেন তোরে কত বার; পাপ দুঃখ প্রলোভনে, শোনাইলেন কর্ণে, মাভৈঃ রবে অভয় সমাচার।

যাহা দেখিলে নয়নে, শুনিলে স্বকর্ণে, সে তো নয় আর ভুলিবার; অলে সোণার অক্ষরে, হৃদয় ভিতরে, সে সকল কথা অনিবার—অ্যাখন দ্যাখাও দৃষ্টান্ত, করিয়া মুদ্রিত স্বরূপ সিদ্ধান্ত তা'র ॥ ২০৭ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

মন চল রে, সহজ সত্য-পথে, ছাড় অসার কুমন্ত্রণা।

ঐ দ্যাখ ব্যালা গ্যাল, সন্ধ্যা হ'লো ফলাফল আর করিবে কত গণনা।

ব'সে ব'সে অঙ্ক ক'শে, বিষয়-বুদ্ধির পরামর্শে, কিছুই হবেনা; আপনারে ভুলে হরি ব'লে, দৈব বলে কর সাধন ষোল আনা।

সিংহ-রবে বল হরি, স্বর্গ মর্ত্ত ভেদ করি, ও রে রসনা; বিশ্বাসের জোরে, ডঙ্কা মেরে অ্যাকেবারে দূর কর ভয় ভাবনা।

কহে দীন প্রেমদাসে, মজ রে ভাই ভক্তিরসে, দেরি কো'রোনা; শিশু ছেলের মতন, মুদে নয়ন, জননীর অঞ্চল ধ'রে ব'সে থাকনা॥২০৮॥

বাউলে—একতালা।

অ্যাকবার দয়া করি, ও হে হরি, চরণ-তরি লাগাও ধারে।

তোমারি আশে, কিনারায় ব'সে, আমি আছি যাব ব'লে ভবপারে।

হাতে ধ'রে লও হে তুলে, দুঃখী ব'লে বিনা মূলে, আমারে সপরিবারে; দিয়ে ও পদে সকল ভার, নিশ্চিন্ত হইব এবার, মনে ভেবেছি সার; ভক্ত-পরিবারসনে, থাকিব অ্যাকারে, প্রভু তোমার পুণ্যের সংসারে।

আহা! কি সুখের তরি, যাচ্ছে জগৎ আলো করি, উড়িয়ে ধ্বজা মজার বাহারে; হেলে দুলে চলে নানা রঙ্গে, প্রেমভরে প্রেম-তরঙ্গে, মরি কি শোভা রে—বহে অনুকূল পবন, প্রেম-সমীরণ, উথলিয়া প্রেম হৃদাধারে।

সাধু ভক্ত নরনারী, গা'য় হরিনামের সারি, সারি সারি ব'সে দুধারে; ঐ দ্যাখ! ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য, যোগী ঋষি মান্য গণ্য, ব'সে তা'র মাঝারে; শাক্যবীর মহম্মদ, আরো কত, গরিব প্রেমদাস কি গুণিতে পারে॥ ২০৯॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

চির দিন তোমার দ্বারে ভিখারী হইয়ে, প'ড়ে রহিব।

তুমি জীবনসর্ব্বস্ব ধন, বল তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব।

শুনেছি সাধুর মুখে, দীনাত্মা হ'য়ে যে ডাকে, সে পায় তোমাকে; অনুরাগী কাঙ্গালী না হ'লে আমি ক্যামনে তোমায় পাইব।

ত্যজে আত্ম-অভিমান, যদি হই তৃণ সমান, পাব পরিত্রাণ; কবে তোমারে সঁপিয়ে প্রাণ, আমি চির-বৈরাগী হইব॥ ২১০॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

ঐ দ্যাখ্ প্রেমের দরবারে আনন্দের ম্যালা।
হরি ভক্তসঙ্গে, রসরঙ্গে, করি:ছন কত খ্যালা।

কেহ ল'য়ে প্রেমের পসরা, বলে আয়রে ভাই শুদ্ধ প্রেম কে নিবি তোরা ; করে অপরূপ মহাভাবের বিচিত্র রসলীলা।

কেহ হরি ভক্তিরসের সাজায়ে ডালি, দ্যাখায় নানা ভাবকালি, ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গা'য় দ্যায় কর-তালি ; দুনয়নের জলে অঙ্গ ভাসে, প্রেম র:সতে মাতোয়ারা।

যোগী ঋষি তপোধন, সদা ধ্যানেতে মগন, পণ্ডিতেরা বেদ-মন্ত্র করে উচ্চারণ ; আবার কর্মী যত, সেবায় রত, ভাবনায় হ'য়ে ভোলা। (পরের)

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস, তা'তে দিয়ে নব রস, কেহ বা বিলায় প্রেম কমলে কমল ; তাকে কে নিবি আয় প্রেমের ছবি, ত্বরা ক'রে এই ব্যালা।

প্রেমদাসের বড় সাধ মনে, হরি ব'লে ভিক্ষা করে ভক্তির দোকানে
সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে মিটারে জঠোর জ্বালা ॥ ২১১ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

পাপীকে দয়া করিতে কে আছে আর (তাই বল প্রভু)।
যখন যে দিকে হেরি দেখি আঁধার।

অ্যামন কেহ নাহি সংসারে, যা'র জন্যে প্রাণ কাঁদে তা'দিকে পারে ;
ও হে তুমি অগতির গতি, দাসের (দাসীর) উপায় কিছু কর এবার।

কত দিন আর এই ভাবে যাবে, মনের আশা চির দিন কি মনে রহিবে ; তবে দাঁড়ি বল ক্যামন ক'রে, আর দিন যে চলেনা আমার।

দিবা নিশি হচ্চি জ্বালাতন, পাপের বোঝা পারিনে আর করিতে বহন; অ্যাকবার হ্যার করুণা নয়নে হে, নতুবা নাহি নিস্তার।

মনের দুঃখ কা'রে বলিব, সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী আর কোথায় পাইব, কেবল তুমি জান মর্ম্ম-ব্যথা হে, তাই ডাকি তোমায় বারে বার॥ ২১২॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

নববিধানের রেলের গাড়ী চ'লে যায়।

দেরি নাই, ও রে ভাই, তোরা জল্দি ক'রে দৌড়ে আয়।

ঈশা চৈতন্য আছে, গার্ড হ'য়ে পাছে পাছে; ব'সে এঞ্জিনের মাঝে আপ্নি হরি কল চালায়।

এতে নাইরে ধোঁয়া কল, নাইকো কয়লা জল, চাকায় চাকায় ঘুরছে ব্রহ্মশক্তি দৈববল; গাড়ীর অঙ্গে জ্বলে রত্ন মাণিক, রূপ দেখে নয়ন জুড়ায়।

মাঝে নাইকো এষ্টেসন্, বলেন কেশব স্যান, অ্যাকবারে স্বর্গে যাবে স্পেস্যাল্ এ ট্রেন; যা'রা শিশু ছেলে, মায়ের কোলে ব'সে অমনি যে'তে পায়।

দীন প্রেমদাসে বলে, ভাসি নয়নের জলে, দ্যান ভাই আমায় ফেলে যাস্‌নে তোদের ধরি পায়॥ ২১৩॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

এমনি ক'রে মজাও চিরকাল। (ঠাকুর)

ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ হ'য়েছিল তোমার প্রেমে হাল, সে বেহাল।

ভেবেছিনু কলিকালে আর, সভ্য জ্ঞানি বিদ্যানেরা-হবেনা তোমার, অ্যাখন সকল বিদ্যে উলটে গ্যাল, ক'রে দিলে খুব নাকাল।

ক'রি তোমার প্রেমসুরাপান, (শুনে তোমার মোহন বাঁশির গান) হ'ল নাস্তানাবুদ থানে খারাপ কত বুদ্ধিমান; কত শান্ত শিষ্ট ভদ্র লোকে না খেয়ে হ'ল মাতাল। (মদ)।

ডাকছে নববিধানের বান, প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে কত বীর পালো-য়ান; প্রেমদাসে বলে হা'ল ছেড়না, দেখ ভাই সামাল সামাল॥২১৪॥ঐ

বাউলে—কাওয়ালী।

নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক, তুমি হে গোঁসাই।

তোমার মতন মজার লোক আর দেখিতে না পাই। (ওহে ঠাকুর)

মাটির দুটো পুঁতুল দিয়ে, রেখেছ ছেলে ভুলা'য়ে, আপনি আছ লুকাইয়ে, সাড়া শব্দ নাই।

অ্যাত রঙ্গ তুমি জান, দেখে হ'লাম হতজ্ঞান, ছেলের সঙ্গে লুকো-চুরি খেলিছ সদাই; কিন্তু ফাঁকি দিতে আর, পারিবেনা হে এবার; চিনেছি তোমার ঘর; আর ভাবনা নাই।

ক্যান কর হে চাতুরী, তোমার রূপমাধুরী, লুকাবে ক্যামনে হরি বল দেখি তাই; প্রেমদাস নয় কাঁচা ছেলে, ভুলিবেনা খ্যালনা পেলে, ভক্তবাঞ্ছা অমূল্য ধন চরণ খানি চাই॥ ২১৫ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

গরিবের ঘরে এসে ঠাকুর থাক্‌বেনা কি গরিব হ'য়ে।

নিজমূর্ত্তি ধরি ও হে হরি, দাঁড়াও ভক্তগণে ল'য়ে।

তুমি স্বর্গের দেবতা, ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ী পিতা, সবাই কাঁপে তোমার ভয়ে ; বিরাটরূপে দাও দরশন, শুভ সময় যায় যে ব'য়ে।

কে বোঝে তোমার লীলা, জলেতে ভাসাও শিলা, কর ঘোড়া গাদা পিটায়ে ; কাঠবেরালী সাগর বাঁধে ডুবে অতল জলাশয়ে।

বিধানের দূত ক'রে, এনেছ যদি হে ধ'রে, হরিমন্ত্র কাণেতে দিয়ে; কি করিতে হবে অ্যাখন দাও তবে সব ব'লে ক'য়ে।

প্রেমদাস কাঙ্গাল অতি, নাহি তা'র কোন শকতি, আছে কেবল তোমার মুখ চেয়ে ; দেবগণসঙ্গে সদা বিরাজ তা'র হৃদয়ে ॥ ২১৬ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

নববিধানের হরি, আহা মরি, কি সুন্দর।
জাগ্রত জীবন্ত, প্রেমে মত্ত, নব-রসে গর গর।

নহে ধাতু কাষ্ঠ নির্ম্মিত, নহে অনুমান-সিদ্ধ কবির কল্পিত ; ঠাকুর চলে বলে খ্যালা করে ভক্ত সঙ্গে নিরন্তর।

নাহি নিদ্রা আরাম বিশ্রাম, নানা কাযে ব্যস্ত নিরলস অবিরাম ; নবলীলা-বিলাস-বিহারী রস রাজ নটবর।

অ্যাক দণ্ড দ্যায়না ব'সিতে, নাকে দড়ি দিয়ে টানে মারে পিঠেতে; ঠাকুর আপনি নেচে নাচায় যত সাঙ্গোপাঙ্গ সহচর। (প্রেমের পাগলা হরি, আহা মরি মরি!) ॥ ২১৭ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

ধর্ম্মের ঘরে চুরি ক'রে লুকোন কি যায়। (ও মন্)

সেথা আছে যে সকল, দেবদূত দল, দেখ্‌লে চিন্‌তে পারে চেহারায়। (লোক)

কে রে ঠাকুর ঘরে, ব'লে উচ্চৈঃস্বরে. যখন তা'রা ডাকিয়ে শুধায় ; তখন বলে চোর সবে, ভয়-ভগ্ন রবে, আমরা কলা খাইনি গো মশায়।

গোলে মালে হরি ব'লে, স্বর্গধামে প্রবেশিলে, পড়্‌বি রে বিষম সমস্যায় ; শোন পাটোয়ারী. কুবুদ্ধি চাতুরি চলিবেনা কখনো হেথায় ও রে বড়ই চতুর, মোদের ঠাকুর, করেন ফতুর যে তাঁহারে চায়।

ও রে মনোচোর, লজ্জা নাই তো'র, সাধুবেশে চুরি পুনরায় ; দীন প্রেমদাসে ভণে, কাতর বচনে, ঠেকে শিখ্‌লিনে রে হায় হায়।

(ক্যান) ॥ ২১৮ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

প্রেম-পিঞ্জরে, রাখ হে আমায়, বন্দী ক'রে চিরদিন।
পোষাপাখী হ'য়ে থাকি, ডাকি তোমায় অনুক্ষণ।

ধর আমায় প্রেমের জালে, বেঁধে রাখ প্রেম-শৃঙ্খলে ; বশ কর সুকৌশলে, যায় পালাতে না পারে মন।

নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম-আধার, প্রেম-ভরে বার বার, শুনাও মধুর বচন।

কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম, ক'রে তব গুণ গান সার্থক করি জীবন।

চাহিয়ে তোমার পানে, অনিমেষ নয়নে, মগ্ন হব নাম গানে, তুমি করিবে শ্রবণ ॥ ২১৯ ॥ ঐ

বাউল—একতালা।

আর কোথায় যাব তোমারে ছেড়ে। (তাই বল প্রভো!)
কিবা দেখিব অসার সংসারে। (কিবা আছে বল এ সংসারে)

ইচ্ছা হয় মুদে দুই আঁখি, যোগানন্দে মগ্ন হ'য়ে তোমারে দেখি; (কেবল তোমারে দেখি) থাকি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে, বিনয়াবনত শিরে।

বসিয়ে দুজনে বিরলে, করিব প্রেম আলাপন হৃদয় খুলে; কভু অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ব ব'সে, তুমি কি আদেশ কর আমারে।

কখন বা থাকিব শুয়ে, তোমার চরণতলে বিহ্বল হ'য়ে; (প্রেমে) আবার মাঝে মাঝে দেখ্‌ব চেয়ে প্রমত্ত প্রেমের ভরে।

কখন বা বিনা দরকারে, পাগলের ন্যায় থাক্‌ব কাছে ব'সে চুপ ক'রে; তাড়াইলেও সঙ্গ ছাড়িবনা, আর যাবনা সংসারে ফিরে ॥২২০॥ ঐ

বাউল—একতালা।

আমরা সবাই, প্রেমরসে মত্ত হ'যে থাক্‌ব সদাই।

হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী, হব তোমার প্রেমে অনুরাগী। (স্বার্থ সুখ ত্যাজ্য ক'রে হে)।

ভক্তি-যোগ বলে তোমারে দেখিব, (মহাযোগে যোগী হ'য়ে হে) প্রেম-যোগেতে উন্মত্ত হব।

আমরা ঘুরে এলাম অনেক ঠাঁই, দেখ্‌লাম তোমা বই আর গতি নাই।

চিরদাস হ'য়ে তোমার সঙ্গে রব, তুমি যা বলিবে তাই করিব। (আর কা'রো কথা শুন্‌বনা হে)

প্রেমানন্দ সুধা ক'রে পান, আমরা ভুলিব আত্ম অভিমান। (দিব্য জ্ঞানালোক পেয়ে হে)।

ভাব-রসে মন মত্ত হ'লে, সুধা পান করিব সবে মিলে। (ভক্ত-বৃন্দের সঙ্গে ব'সে হে)

হ'য়ে অ্যাক হৃদয় অ্যাক প্রাণ, গাইব দয়াল হরি নাম। (শুনে পাপী ত'রে যাবে হে)।

তোমার অনন্ত প্রেম-সাগরে এবার জীবন তরী দিব ছেড়ে।
(জয় জয়! দয়াল ব'লে হে)॥ ২২১ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

তোমায় ভাল না বেসে কে থাক্‌তে পারে।
অ্যামন নরাধম (দয়াময় হে) কে আছে সংসারে।

তুমি পরমোপকারী, পাপ-ভয়হারী, দয়াল কাণ্ডারী ভবপারে; হ'ও প্রাণ হ'তে প্রিয় পরম আত্মীয়, কোন্ প্রাণে ভুলিব তোমারে।

ও হে গুণধাম, করুণানিধান, আছ রূপে জগৎ আলো ক'রে; কিবা মধুর প্রকৃতি, সুন্দর মূরতি, চেয়ে আছ সদা প্রেম ভরে। (জীবের প্রতি)

হ'য়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা, কর প্রেম ভিক্ষা পাপীর দ্বারে: কতরূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে, ডাকিতেছে সুখ দিবার তরে। (ভালবেসে)॥ ২২২ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

বিনা দুঃখে হয়না সাধন। সেই যোগীজনার বাঞ্ছিত চরণ রে।

সহজে কি হয় কখন পাষণ্ডদলন রে; সুখশয্যায় শুয়ে কে বা পেয়েছে কখন। (সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে)

অশ্রুপাত ক'রে বীজ কর রে বপণ রে; যদি মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।

গুরুদণ্ড ভার কর আনন্দে বহন রে ; এ পাপ জীবন ধ্বংস হ'লে, পাবে নবজীবন রে।

প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে ; তবে পরিণামে দিব্য-ধামে করিবে গমন রে ॥ ২২৩ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

সহজে বল কে কোন্ কালে পেয়েছে সেই ব্রহ্মধন।
ফাঁকি দিয়ে কে বা কবে ক'রেছে স্বর্গে গমন।

সংসার বাসনা ছেড়ে, কঠোর তপস্যা ক'রে, লোকে পায় তাঁহারে ; এ কি কথার কথা স্বর্গের পিতা এসে পাপীকে দিবেন দরশন।

দ্বৈত ভাব দূরে যাবে, প্রেম-রসে মন মাতিবে, তবে সিদ্ধ হবে ; অ্যাক বিন্দু আসক্তি থাকিতে, ও ভাই হবেনা তাঁ'র সঙ্গে মিলন।

কি হবে মিছে ভাবিলে, স্রোতে অঙ্গ দাও হে ঢেলে, জয় ব্রহ্ম ব'লে ; কর প্রতিজ্ঞা জনমের মতন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন ॥ ২২৪ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

সঙ্গের সঙ্গী ক'রে লও আমারে ও হে দয়াময়।
এ দীনজনে দিয়ে পদাশ্রয়।

এ ভব অরণ্য-মাঝে, থাকিব বল কা'র কাছে, কে আমার আছে ; বহুদিনের আশাধারী, কি আর বলিব তোমায়।

বার বার যাতায়াতে, পাই দুঃখ নানা মতে, সংসার দুর্গম পথে ; বেঁধে দাসত্ব শৃঙ্খলে, রাখ যদি চরণতলে, বাঁচি তা' হ'লে ; চির-সহবাসী হ'য়ে থাকি এই মনের আশয় ॥ ২২৫ ॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

ভজ মন প্রাণপণে, সযতনে, হরির চরণ।

সাধন বিহনে, (কিছু হবেনা,—মুখের বচনে কিছু হবেনা) হরি ধনে, কে পারে করিতে ধারণ।

বাউলসাজে, লোকের মাঝে, নাচিছ দরবেশের মতন; ভিতরে ভাব হ্যান, থাকে য্যান, নৈলে হবে অধঃপতন।

পাখিতেও হরি বলে, শিক্ষা দিলে, শুনিলে জুড়ায় শ্রবণ; কিন্তু বেরালে তা'রে, ধ'র্‌লে পরে, কঁ্যা কঁ্যা ক'রে মরে তখন।

হরিনাম-গঙ্গাজলে না ডুবিলে, হবেনা তোর পাপমোচন; হরি-প্রেম-রস পানে, নাম গানে পাবি রে তুই নবজীবন।

হরিরূপ সামনে রেখে, দেখে দেখে, কর রে চরিত্র গঠন; দীন প্রেমদাসের কথা, সাধন যথা,—তোপের সঙ্গে ঘড়ির মিলন ॥ ২২৬ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

দ্যাখ্ রে হৃদয় ঘরে কি মজার সংবাদের তার্। (ক্ষ্যাপা মন আমার)
করে ভিতরে তা'র গতিবিধি স্বর্গধামের সমাচার্।

প্রেম-বিজলি-যোগে, ধ্যান সমাধি যোগে, আসে তত্ত্ব কথা কত সেথা শুভসংযোগে; আহা! কোথায় গোলোক, কোথায় ভূলোক, পলকে হয় আ্যাকাকার। (প্রেম-যোগ-বলে)

কথা শোন্ রে অপোয়ে একটু ব'সে স্থির হ'য়ে, বিবেক-কাণে স্বর্গপানে মনটি ফিরায়ে; ঐ শোন্ নীরবে সুরবে হরি, ডাক্‌ছেন তোরে বারে বার। (প্রেমধামে যেতে)

ঐ প্রেমের দরবার, চল্ দেখিরে অ্যাকবার ভক্তমাঝে ভগবান ক্যামন চমৎকার; প্রেমদাসে বলে, সাধুদলে মিশে যা রে তুই এবার ॥ ২২৭ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

মন রে সদাই হরি বল।

দিনের দিনে দিন ফুরাল, যাবার দিন তোর নিকট হ'ল।

হরিনাম রে মহৌষধি, পান কর মন নিরবধি, ঘুচে যাবে ভব-ব্যাধি, জীবন হবে সফল।

হরিনাম রে ক্ষুধার অন্ন, জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, হরি ভ'জে পাবি ত্রাণ, হরিনাম পথের সম্বল॥ ২২৮॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

দয়া কর দীনবন্ধু, দিন যায় যে চ'লে, গতি কি হইবে।

হ'লনা ভজন সাধন, বিফলেতে যায় হে জনম, হে নাথ অধম-তারণ; গ্যাল চিরকাল করিতে ক্রন্দন, হায়! কি করিলাম এসে ভবে।

দেবতার বাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ অতি সাধনের ধন; চিরকলঙ্কী মহাপাতকী, সে চরণে স্থান ক্যামনে পাবে।

হীনমতি নীচাশয়, কুটিল কপট হৃদয়, চিনিলেনা তোমায়; ক'রে বার বার প্রবঞ্চনা, আখন অপরাধে মরি ডুবে॥ ২২৯॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

সহজে হওয়া যায়না বৈরাগী।

হ'য়ে শান্ত দান্ত নির্ভয় নিশ্চিন্ত জিতেন্দ্রিয় পরমযোগী; ক'রে মহাযোগ সাধন, (রে) আত্মবিসর্জ্জন, ব্রহ্মলোভে হ'তে হয় লোভী।

আপনারে ভুলে পরের মঙ্গলে থাকিতে হইবে উদ্যোগী; জগতের সুখে আনন্দিত হ'য়ে নিজে হ'তে হবে সর্ব্বত্যাগী॥ ২৩০॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

প্রেম-তত্ত্ব-রসে ডুবে থাক রে আমার মন। (রে)
দেখে অবাক্ হবি, ভুলে যাবি, কত পাবি অমূল্য রতন। (রে)

কি ছার সুখের লোভে, রাত্রি দিন মর ভেবে, তবু তো মনের সুখে গ্যালনাকো কোন দিন; ও তোর সুখতৃষ্ণা মরীচিকায় কভু হবেনা বারণ।

প্রেমবারি পান করিলে, সব দুখ যাবে চ'লে, প্রেমহিল্লোলে সুখে করিবি রে সন্তরণ; ও তোর হৃদয়মাঝে প্রেমের খনি, কর তা'য় অবতরণ। (রে) ॥ ২৩১ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

মন ছাড় রে, অসার ভোগ বাসনা, কর প্রেম তত্ত্ব সাধন।
ধনলোভে অন্ধ হ'য়ে কত কাল করিবে ভ্রমণ।

হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে, আগে ভালবাস তাঁ'রে, যাঁ'র প্রেমকোলে সুখে করিছ প্রাণ ধারণ।

পবিত্র প্রেম-নয়নে, দ্যাখ নর নারীগণে; সুমিষ্ট বচনে সবে কর প্রীতি সম্বোধন।

জীবন মধুময় হবে, কঠোরতা দূরে যাবে; উদার ভাবে দেখ্‌বে সবে আপনার হ'তে আপন।

সংসারের সার ধন, প্রেম অমূল্য রতন; করে যেই উপার্জ্জন, চিরসুখী তা'র জীবন ॥ ২৩২ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

ডুবোনা, মোজোনা সংসারে আমার মন।
প'ড়ে মায়াহ্রদে, বিষয় মদে থেকনা হ'য়ে অচেতন।

অ্যাক বিন্দু সুখ পেয়ে, অ্যাকেবারে অন্ধ হ'য়ে, থেকনা ভুলিয়ে; যবে অমৃতে উঠিবে গরল কাঁদিতে হবে তখন।

রেখেছ যা'রে হৃদয়ে, পরমাত্মীয় ভাবিয়ে, আলিঙ্গন দিয়ে; সে নয় অন্তরঙ্গ, কালভুজঙ্গ, পলাবে ক'রে দংশন। (অ্যাক দিন)

যা' করিতে ভূমণ্ডলে, জন্মিলে মানবকুলে, তা'র কি করিলে; দিন ফুরাইল, হরি বল, প্রেম-রসে হ'য়ে মগন ॥ ২৩৩ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

প্রেমসাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় কোরোনা।

ঐ যে দেখিছ বিশাল বিক্রম, এতে ডুবিলেও মানুষ মরেনা।

যে জন সাহসে ভর ক'রে, অগাধ প্রেমসিন্ধুনীরে, অ্যাকবার ডুবিতে পারে; সে আর চাহেনা ফিরে আসিতে, মগ্ন হ'য়ে আনন্দেতে, করে রত্ন আহরণ;—মহামূল্য ধন, ভোলে জন্মের মত সংসার বাসনা।

বিষয়বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চ'লে যাবে অ্যাখন আর তা' ভাবলে কি হবে; যদি এ পাপজীবন দিলে, অনন্ত জীবন মিলে, তাহে আছে কিবা ক্ষতি, ও রে ভ্রান্তমতি, সত্যকে ক্যান ভাব কল্পনা।

যদি প্রেমে পাগল হ'য়ে, অ্যাকেবারে যাও হে ব'য়ে, স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে; বিষয়-মদে মাতোয়াল যা'রা তোমায় পাগল বল্‌বে তা'রা; কিন্তু দিব্য-জ্ঞান প্রভাবে, দেখবে তুমি সবে, চক্ষু থাকৃতে হ'য়ে আছে কানা (যান) ॥ ২৩৪ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

সাধুসঙ্গ বিনা এ সংসারে শান্তি কোথায়।

দ্যাখ চারি দিক্ কোলাহলময়, বিষয়-মদে মত্ত জীব সমুদায়।

শ্রান্ত পথিকের তরে দুস্তর ভব-প্রান্তরে, সাধুর জীবন জলাশয়; তাতে করিলে অবগাহন, তৃপ্ত হয় প্রাণ মন, হয় তত্ত্বজ্ঞানোদয়,—নাহি থাকে ভয়, মোহ অন্ধকার দূরে যায়।

আত্মসুখ ত্যজ্য ক'রে, নিস্বার্থ সরল অন্তরে, কে দ্যায় প্রাণ পরের তরে; পরিত্রাণের সমাচার ল'য়ে দ্বারে দ্বারে বিলাইয়ে, কে আর করে উপকার—নাশে পাপাচার অভয় দান প্রাণেতে বাঁচায়।

মানবকুলের মিত্র, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, সাধু ভক্ত অমূল্য রতন; তাঁরা পাপীর পরম সহায়, মুক্তিপথের উপায়, ভক্তিশাস্ত্রের লিখন—বোঝে সেই জন, আছে যা'র হৃদয়ে কিছু বিনয়।

দীন প্রেমদাসে বলে, ব্রহ্মকৃপা না হইলে সাধু ভক্তে চেনা নাহি যায়; তাঁদের সেবায় হয় জীবন ধন্য, দরশনে মহাপুণ্য, সহবাসে মুক্তি হয়—অধম ত'রে যায়, ইহাতে নাহি কোন সংশয় ॥ ২৩৫ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

যদি সহজ পথে মুক্তিধামে ক'র্‌বে গমন।

তবে কররে মনের অনুরাগে, সেই দয়াময় হরির নাম সাধন।

সংসার আসক্তি ছেড়ে, বৈরাগ্য অভ্যাস ক'রে, ভক্তিযোগে হও রে মগন; চিত্তবৃত্তি সংযম ক'রে, হৃদয়ে দ্যাখ হে তাঁ'রে; বিশ্বাস নয়ন খুলিয়ে—একান্তে বসিয়ে, পাবে ঘরে ব'সে ব্রহ্মধন।

সাধু মহাজনসঙ্গে, প্রেমালাপ সৎপ্রসঙ্গে, থাকো সদা হ'য়ে অকিঞ্চন; ভক্তবৃন্দের পদরেণু হ'য়ে, সেবা কর প্রাণ দিয়ে, হও তৃণের সমান—ত্যজ অভিমান, কর হরি নাম সংকীর্ত্তন ॥ ২৩৬ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

ভুলবনা আর সংসার মায়ায়।

হোলো কেবল পণ্ডশ্রম, গ্যাল সব দিন অনিত্য সুখের আশায়। (অসার)

আর ক্যান অ্যখনো রে মন! শীঘ্র আমায় দাও বিদায়; প্রাণ হ'য়েছে আকুল, (রে) বিরহে চঞ্চল, না দেখে সেই জীবন-সখায়।

বৈরাগ্য আশ্রম, করিয়ে গ্রহণ, তপস্যায় জীবন ক'রব ক্ষয়; হব প্রেমিক সন্ন্যাসী, উন্মত্ত উদাসী, ত্যজে অভিমান লজ্জা ভয় ॥২৩৭॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

অ্যামন মজার লোক দেখি নাই ভাই জগতে।

(ঠাকুর) সকল কর্ম্ম আপনি করে দ্যায়না কা'রেও দেখিতে।

মোহ যবনিকার আড়ালে, মায়ের মত ব'সে আছে অ্যাকা বিরলে; কত অন্ন বস্ত্র সুখ শান্তি দিচ্ছে প্রয়োজন মতে।

কোথা হ'তে আসচে এ সকল, তা' না জেনে, কয় সবে, আমি কর্ত্তা আমি সে কেবল; গোঁসাঞী দেখ্‌ছেন তামাসা ব'সে লুকিয়ে মানব দেহেতে।

নীরব হ'য়ে করে দরশন, কে কোথা কি ভাবে থাকে কার মন ক্যামন; সব জেনে শুনেও নহে ক্ষান্ত পাপীকে প্রেম দিতে।

ঠাকুর তোমার অপার লীলা, দেখে হাসি পায় ঠিক য্যান সব ভোজবাজী খ্যালা, তোমায় দেখে শুনেও চিন্‌তে নারি, মরি মনের দুঃখেতে। (হায়) ॥ ২৩৮ ॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

হরি প্রেমে মজা বড় বিষম দায়।

মজা আছে, কিন্তু অ্যাকেবারে প্রাণটি যায়।

খাটে না লুকোচুরী, চাতুরী দোকানদারী, অকৈতব প্রেমসাধনে জ্যান্তে মরা হ'তে হয়; যে জন ফাঁকি দ্যায় তাঁহারে, ডুব দিয়ে জল খেয়ে মরে; দুই নায়ে পা রেখে শেষে দুকূল হারায়।

যে, মুখে রাম বলে, হাতে কাপড়ও তোলে, সে ভবনদীর জলে প'ড়ে হাবুডুবু খায়; অকূল মহাসাগরে, কে সাঁতার দিতে পারে, গা ভাসান দিলে অনায়াসে ভেসে যাওয়া যায়।

জয় দয়াময় ব'লে, স্রোতে দাও অঙ্গ ঢেলে, কাঙ্গাল প্রেমদাসে বলে জেনে শুনে সমুদায়; য্যামন সতী নারী সৎ পতিরে, প্রেমে বশীভূত ক'রে সেই ভাবে ভজ হরি, হ'য়ে অ্যাকান্ত হৃদয়॥ ২৩৯॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

ভাবুকের ভাব সহজ মানুষ নৈলে কে বুঝিতে পারে।

পণ্ডিত মরেন কেবল তর্ক ক'রে।

ভক্তের হৃদয়-নদী, বহিতেছে নিরবধি, মহাবেগে প্রেমের জোয়ারে; তাহে উঠে প্রতিক্ষণে, প্রত্যাদেশ সমীরণে, কত ভাবের লহরী, দেখে প্রাণ উদাস করে।

সাজায়ে প্রেমের তরী, বিহার করেন হরি, সেই প্রেমানন্দ-নীরে রসিক সাধুজন সঙ্গে, প্রেমলীলা রসরঙ্গে, ভাসেন প্রেম-তরঙ্গে রসময় রূপ ধ'রে।

প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, মিলে হরিভক্ত সনে, খ্যালে সাঁতার প্রেমের পাঁথারে; হায় সে দিন কবে হবে, সিন্ধুতে বিন্দু মিশিবে, অহংজ্ঞান ডুবে যাবে অনন্ত প্রেমসাগরে ॥ ২৪০ ॥ ঐ

বাউলে—আড়খ্যামটা।

মানুষে ঠাকুর বিহার করে, নরহরি রূপ ধরি।
দ্যাখো দিব্যজ্ঞানে, প্রেম নয়নে, অভিমান পরিহরি।
কি ভাবে কাহার সনে, আছেন তিনি সঙ্গোপনে, কে তাহা জানে; কত যুগধর্ম্ম প্রকাশিলেন নর হৃদে অবতরি।
ন্যায় সত্য সাধুগুণে, দয়া ধর্ম্ম প্রেম পুণ্যে, দ্যাখো সে ধনে; সে যে হরি অংশ, হরি বংশ, হরিধনে অধিকারী ॥ ২৪১ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

আহা কি শুনিলাম, মধুর দয়াল নাম, নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, ভয় তাপ দূরে গ্যাল, আশা হইল অন্তরে।
দীনহীন কাঙ্গাল জনে, যাবে পিতার পুণ্যধামে, সেই নামের গুণে; শুনে আনন্দ ধরেনা মনে পিতার দয়াল নামে পাপী তরে।
অনাথ নিরুপায় ব'লে, স্থান দিবেন চরণতলে, আমাদের সকলে; আহা! অ্যামন দয়া কে করে আর, পাপী অধম জনে ত্রিসংসারে।
যা'দের কেহ নাই সংসারে: দুঃখী ব'লে দয়া করে, চেয়ে দ্যাখে ফিরে; দয়া-সিন্ধু দীন-বন্ধু পিতার না কি বড় দয়া তা'দের'পরে ॥২৪২॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

কি হবে আর ভেবে অসার ভাবনা।
দয়াল নামরসে (ব্রহ্মরূপ হ্রদে) ডুবে থাকনা।

তত্ত্বসুধা পান ক'রে, মত্ত হ'য়ে প্রেমের ঘোরে, পরম আনন্দে কর পরব্রহ্মের যোগ সাধনা ; সকল দুঃখ দূরে যাবে, (রে) পূরিবে মনস্কামনা।

মায়ার কাননে ব'সি, ভ্রান্ত হ'য়ে দিবানিশি, যাদের তরে ভাবিতেছ তা'রা কেউ সঙ্গে যাবেনা ; যা করেন বিধি তাই হবে, (রে) ভাবিলে কিছু হবেনা। (মিছে) ॥২৪৩॥ ঐ

সঙ্কীর্ত্তন—খ্যামটা।

নববিধানের জয় রে। (কর ঘোষণা)

যা'র গুণে হ'লো সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় রে। (কর ঘোষণা)

সত্যে সত্যে ভেদাভেদ ঘুচিল এবার রে ; প্রেমানলে গ'লে সবে হোলো একাকার রে। (কর ঘোষণা)

যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান ত্যজিল বিবাদ রে ; বেদ বাইবেল্ কোরাণ পুরাণ গা'য় একেশ্বর রে (কর ঘোষণা)

ঈশা মহম্মদে অনেক আলিঙ্গন দ্যায় রে ; গৌর সিংহ শাক্যসিংহের গলা ধ'রে নাচে রে। (কর ঘোষণা)

সত্যের নবীন ডঙ্কা বাজিল জগতে রে ; উড়িল বিধান-নিশান ভারত আকাশে রে। (কর ঘোষণা)

গাঁথিয়ে বিধানসূত্রে ভক্তরত্নহার রে ; পরি গলে, সবে মিলে, বল জয় জননী রে। (কর ঘোষণা)

ভূত ভবিষ্যৎ কাল্ হ'লো বর্ত্তমান রে ; মিশিল নববিধানে প্রাচীন বিধান রে। (কর ঘোষণা) ॥ ২৪৪ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খয়রা।

চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।

কিবা অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয় রঞ্জন। (হরি)

নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশি বিনিন্দিত; সেরূপ আলোকে, বিজলী চমকে, পুলকে শিহরে জীবন।

হৃদি-কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ; দ্যাখ শান্ত মনে, প্রেম-নয়নে অপরূপ প্রিয়-দর্শন—চিদানন্দ রসে, ভক্তিযোগাবেশে হও রে চির-মগন॥ ২৪৫॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও।

গাও রে আনন্দ মনে, বদনভ'রে গাও।

দিনান্তে নিশান্তে গাওরে, প্রেমানন্দে গাও।

নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, (আর কিবা ভয় আছে রে) দিবানিশি গাও।

ভয় ভাবনা ত্যজি, (মিছে কি হবে ভেবে রে) সদানন্দে গাও।

বিপদে সম্পদে গাওরে, সুখে দুঃখে গাও।

শয়নে স্বপনে গাওরে (আর কিবা কায আছে রে) যথা তথা গাও।

নামগুণ গান করি, প্রেম-রসে মত্ত হও।

গাইতে গাইতে সবে প্রেম-ধামে চ'লে যাও॥ ২৪৬॥ ঐ

বাউল—কাওয়ালী খ্যামটা।

হরিসুখে সুখী চিরদিন,—যে হরির অধীন।

রোগে শোকে অনাহারে হয়না তা'র মুখ মলিন।

অহৈতুকী হরিভক্তি, জীবন্ত দৈবশক্তি, হরিনাম মোহ-মন্ত্রে

বৃদ্ধকে করে নবীন।

নাহি অন্ন গৃহবাস, ছিন্নকন্থা অঙ্গবাস, পথের কাঙ্গাল হরিদাস অকিঞ্চন দীন; তবু সে হাসা মুখে, নাচে গা'য় মনের সুখে, হরিপদ ধরি বুকে প্রেমেতে হয় বিলীন।

হরি-লীলা-রসে হয়, শুষ্ক প্রাণে রসোদয়, মূকে কথা কয়, লঙ্ঘে গিরি পদহীন; প্রেমদাস সকাতরে, গৌররের চরণ ধ'রে, যাচে বর হরিপদে, য্যান সে না হয় প্রাচীন, (কভু)॥ ২৪৭॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

মা নামটী কি মধুর নাম।

আমার মন রসনা, মা ব'লে ডাক অবিরাম।

জনম লইয়ে ভবে, আগে মা মা ব'লে সবে; পায় রোগে শোকে, চরমকালে. মা নামে কত আরাম।

মা আছে যা'র. ভয় কি রে তা'র. মা নামে যায় হৃদয়ের ভার; বালকের মত, ডাক নিয়ত, পূর্ণ হবে মনস্কাম॥ ২৪৮॥ ঐ

কীর্ত্তন—ঝাঁপতাল।

দিন যায়. যায়. যায় যায়. মিছে কাযেতে দিন যায়।

কত দিন আর থাক্‌বে রে মন অজ্ঞান নিদ্রায়।

ম'জনা ম'জনা রে মন বিষয় মায়ায়।

সংসারের সুখ সম্পদ চিরস্থায়ী নয়।

কোথা থেকে এসেছিলে. যাইবে কোথায়। (ভেবে দ্যাখ্ দ্যাখ্ রে)

ভবপারে যেতে হবে, ও তা'র কি কর উপায়।

অ্যাখনো লহ রে জীব, হরিচরণে আশ্রয়।

তিনি বিনা পরিত্রাণ নাহিক কোথায়॥ ২৪৯॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

কাছে আয় দেখি গো মা প্রাণ ভ'রে। (আয়! আয়)

যদি দ্যাখা দিলি দীনসুতে দয়া ক'রে।

অরূপ রূপের জ্যোতি, আনন্দঘন মূরতি; প্রকাশ মা দয়াময়ী পাপীর অন্তরে।

অ্যাত দিন মা কোথায় ছিলে, আমারে একাকী ফেলে, কত যে ডেকেছি কাতরে; আহা! কেঁদেছি কত মা ব'লে, সে সব কথা মনে হ'লে, দুঃখেতে হৃদয় বিদরে; দ্যাখ রিপুর প্রহারে মোর, সর্ব্ব অঙ্গ জর জর, অ্যাখন দে মা চরণ জুড়াই জ্বালা হৃদয়ে ধ'রে॥ ২৫০ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খয়রা।

হরিপদ ভ'জে, হরিপ্রেমে ম'জে হব আমি নরহরি।

আমার আমিত্ব অসার স্বামিত্ব, মনুষ্যত্ব পরিহরি।

হরিবোল ব'লে, যাব স্বর্গে চ'লে, ভাগবতী তনু ধ'রি।

ভেদাভেদ জ্ঞান, আত্মঅভিমান, মহাযোগে সব হবে অন্তর্দ্ধান; দোঁহে দোঁহাকার, মিলন বিহার, কিবা শোভা মরি মরি।

শ্রীহরিদর্পণে রূপ নরহরি নিরখি আনন্দে দু'নয়ন ভ'রি; নিজপদ-ধূলি, নিজমাথে তুলি, লইব ভকতি করি॥ ২৫১ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

সদা অভিলাষ এই করি হে মনে।

তব চরণারবিন্দ, মকরন্দ পানে। (আশা পূর্ণ ক'রে হে)

প্রেম সিন্ধু-নীরে মগ্ন থাকি অনুক্ষণ, অনিমেষে নিরখি ঐ প্রেম-চন্দ্রানন। (প্রাণজুড়াইব হে)।

ভক্তি রসামৃত পিয়ে হৃদয় ভ'রিয়ে, দিবানিশি ভুলে থাকি তোমারে লইয়ে॥ ২৫২ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—তেওট

হে দীনবন্ধু অপার প্রেমের সিন্ধু, জগত-বন্ধু; আমাদের মনোবাঞ্ছা কর হে পূরণ।

আমরা জানিনা ক্যামন ক'রে, পূজিব হে তোমারে; অ্যাকবার দয়া ক'রে; দাও তোমার ঐ শ্রীচরণ।

আমরা পাপভার স্কন্ধে ল'য়ে আছি তোমার দ্বারে দাঁড়া'য়ে; অ্যাক-বার দ্যাখা দিয়ে, (পাপী ব'লে) কর হে দুঃখ মোচন॥ ২৫৩॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

নাচ্‌রে, আনন্দময়ীর ছেলে, তোরা ঘুরে ফিরে।
মনের সুখে হাস্য মুখে মাকে ঘিরে।

শান্তিরস পান করি নাচ ধীরে ধীরে, (জনক সনকের মত রে) যোগনেত্রে হেরি রূপ হৃদয় মন্দিরে।

হুঙ্কার গর্জ্জনে নাচ মহানন্দভরে; (নিতাই গৌরের ভাবেরে) প্রেমমদে মত্ত হ'য়ে বিঘূর্ণিত শিরে।

বালক যুবক নাচ বৃদ্ধের ভিতরে; (ভাবে প্রেমে অ্যাক হ'য়েরে) শুননা কে কি বলিছে বসিয়া বাহিরে।

নারদ দাউদ শিব পুলক অন্তরে; নাচিত গাইত বীণা যন্ত্র হাতে ধ'রে। (হরি হরি ব'লেরে)

যে ভাবে নাচিত গোরা শ্রীবাসের ঘরে; (নানা রঙ্গ রসেরে) তেমনি ক'রে নাচ আর গাও মধুর স্বরে।

নাচে জড় জীব পশু পক্ষী-সুর নরে; (মা আমার আপনিও নাচে রে) কেহ বা অন্তরে নাচে, কেহ বা বাহিরে।

আনন্দময়ীর নামে নাচ্ বিনা তো কি রে! অ্যামন সুখের দিন আর কি পাবি রে।

প্রেমদাস ব'সি অ্যাকা হিমগিরিশিরে; নবনৃত্য হেরি ভাসে প্রেম-অশ্রু নীরে॥ ২৫৪॥ ঐ

কীর্ত্তন—খয়রা।

চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব-রস-লীলা কি মাধুরি মরি মরি!

বিবিধ বিলাস-রসপ্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব-তরঙ্গ; ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি। (হরি হরি হরি ব'লে)

মহাযোগে সমুদায় অ্যাকাকার হইল, দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল; (আশা পুরিল রে,—(আমার সকল সাধ মিটে গ্যাল) অ্যাখন আনন্দে মাতিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি।

(ঝাঁপতাল) টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি, দূর ভেল জাতি কুল মান; কাঁহা হাম কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি, বঁধুয়া করিলা পয়ান (আমি ক্যানই বা এলাম রে)--প্রেম-সিন্ধু তটে।)

ভাবেতে হওল ভোর, অবহিঁ হৃদয় মোর, নাহি যাত আপনা পরান
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু ব্রজবাসী, অ্যায়সাহি নূতন বিধান।
(কিছু ভয় নাই! ভয় নাই!)॥ ২৫৫॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

আনন্দে মা আনন্দময়ীর প্রেমসুধা কর রে পান।
হয় যে প্রেমে প্রাচীন সদানন্দ বালক সমান।

শুনিলে যাঁহার কথা, দূরে যায় মর্ম্মব্যথা, দেখিলে সে প্রেম-মুখ মৃত দেহে আসে প্রাণ।

ইন্দ্রিয়-বিকার-জ্বরে, যুবাকে প্রাচীন করে, অকালে মানুষ মরে, হ'য়ে পাপে ম্রিয়মাণ; কিন্তু যে মায়ের ছেলে, শিশু সে প্রাচীন হ'লে, করেন জননী তা'রে অনন্ত-জীবন দান॥ ২৫৬॥ ঐ

কীর্ত্তন—তেওট।

নাথ তোমার করুণায় সকল আশা হয় পুরণ।
তবু বিগলিত হয়না ক্যান পাষাণ মন।

যখন যা করি বাসনা, কিছুতেই বঞ্চিত কভু করনা; বিনা প্রার্থনায় কর কত কৃপা বিতরণ।

কত অসম্ভব, দেখি হয় সম্ভব, তোমার প্রেমের রাজ্যে কিছু নাই অভাব; তুমি দ্যাখালে চমৎকার, আশ্চর্য কত ব্যাপার, অন্ত নাহি তা'র, যাহা কল্পনায় ভাবি নাই আমি কখন।

এ পাপ জীবনে কত দয়া দেখতে পাই, যাহার মতন কার্য্য কিছুই করি নাই; আমি ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, আনিলে উদ্ধার ক'রে, কেশেতে ধ'রে—দিলে পিতা ব'লে করিতে সম্বোধন।

কত অসাধ্য হইল সাধন, দেখে অবাক্ হ'লাম না সরে বচন; তুমি দুঃখীকে কর ধনী, মুর্খকে কর জ্ঞানী, তাতো জানি হে—কর পাপীকে পুণ্যবাণ দিয়ে শ্রীচরণ।

হায় দুঃখেতে প্রাণ ফেটে যায়, তবু ভাল বাসতে পারিনে তোমায়: আমার ক্যান অ্যামন হ'লো, হৃদয় শুকায়ে গ্যাল, কি করি বল—এ ছার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বন॥ ২৫৭॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়, দীনের প্রতি কর অ্যাকবার করুণা।

পিতা আমি তোমার দ্বারের ভিখারী, বড় আশা করি, প'ড়ে আছি পদতলে দিবা সর্ব্বরী; অ্যাকবার চেয়ে দ্যাখ কাঙ্গাল ব'লে, যন্ত্রণায় মরি জ্ব'লে, আমি এ পাপ-জীবন আর যে নাথ বহিতে পারিনা।

ও নাথ সাধুমুখে শুনেছি বচন, (ল'য়ে ও পদে শরণ), কত মহা-পাপী পাইয়াছে অনন্ত-জীবন; তোমার করুণাময় নামের গুণে, বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে, আমি তাই শুনে এসেছি নাথ, আরতো কিছুই জানিনা॥ ২৫৮॥ ঐ

কীর্ত্তন—তেওট।

* দাও দ্যাখা পাপী জনে, ও হে পতিতপাবন।
হ'য়ে অচেতন, আছি হে নাথ, জীবন-মৃত প্রায়।

তোমায় ছেড়ে এ জীবন, অন্ধকারময়; উদ্ধার কর হে পিতা দিয়ে পদাশ্রয়।

ক্যামনে দেখিব তোমায়, এ পাপ নয়নে; হ'য়ে অন্ধপ্রায় ভ্রমিতেছি সংসার কাননে।

কত দিন আর থাকব বল, না দেখে তোমায়, অ্যাকবার আসি হৃদয়মাঝে হও হে উদয়॥ ২৫৯॥ ঐ

কীর্ত্তন—তেওট।

এই বাসনা মনে, য্যান মায়ায় ভুলে তোমায় ভুলিনে; নিরন্তর রাখ্‌ব তোমায় নয়নে নয়নে।

ঘোর বিপদকালে, দিও দরশন ; কোরো অভয় দান এ দুর্ব্বল সন্তানে।

মৃত্যুসঙ্কটে, থেক নিকটে, যেন ভ'য় পেয়ে হারাইনে তোমায় ; ও হে অনাথনাথ অনন্তজীবনের সহায়—সেই অন্তিম কালে, যখন সবে যাবে ফেলে, তখন স্থান দিও দাসে অভয়চরণে ॥ ২৬০ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

আজ আনন্দে বদন ভ'রে হরি নাম সুধা পান কর রে। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে,—প্রেম-সিন্ধু উথলিবে—সুখসাগরে ভাসিবে। অ্যামন দিন আর হবেনা রে। দেবের দুর্ল ভ সুধা। নীরবে থেকনা কেহ। শূন্য হৃদে ঘরে ফিরে যেওনা রে। নাচ গাও বল হরি দু বাহু তুলে। (হরিনামের মালা গলায় দিয়ে) আজ ঢালিছে অমৃতধারা সরিৎ সিন্ধু রে। বহে সমীরণে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে রে। বরষিছে সুধারাশি রবি শশীরে। হ'লো দশ দিক্ মধুময় নাম রসে রে। হরি নামে সুধা, গানে সুধা, প্রেমে সুধা রে। আজি সুধারসে ভাসে হরিভক্তগণে রে। নরনারীর মুখে প্রেম সুধা ঝরে রে। হৃদয়মাঝে প্রেমের নদী ব'য়ে যায় রে। (আয় দেখে যাও নগরবাসী) করে দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি জয়ধ্বনি রে। (হরিসঙ্কীর্ত্তনের মাঝে) শীতল হইল ধরা নামরসে রে। হ'লো হরিধ্বনি স্বর্গলোকে প্রতিধ্বনি রে ॥ ২৬১ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

মা বই কিছু জানিনা, বুঝিনা আর।

আমি মায়ের ছেলে, হেসে খেলে, মনের আনন্দে করি বিহার।

জননীর হাতে সুধা খাই, আর তাঁর নামগুণ গাই।
আমার সাধন সিদ্ধি মায়ের নাম, তাঁর শ্রীচরণ কৈবল্যধাম।
আমায় যদি কেহ মন্দ বলে. সব মায়ের কাছে দেব ব'লে।

(খয়রা) আহা মা আমায় বড় ভালবাসে. (প্রেমে যান পাগলিনী) দ্যাখা হ'লে মুখপানে চেয়ে হাসে. আনন্দ হিল্লোলে সদা কাল ভাসে, কত কথা কয় সুমধুর ভাষে!

(লোফা) মায়ের কোলে শুযে শুয়ে, মুখপানে চেয়ে চেয়ে, ডাক্‌ব মা, মা, মা, মা. মা, আমার; সাধু ভক্তসঙ্গে, প্রেম-রসরঙ্গে, প্রেম সাগরে দিব সাঁতার ॥ ২৬২ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে। (জয় দয়াময়! জয় দয়াময়) উথলিল প্রেম-সিন্ধু, কি আনন্দময়। (আহা)

চারি দিকে ঝলমল, করে ভক্ত-গ্রহদল, ভক্ত সঙ্গে ভক্ত সখা লীলা-রসময়। (হরি)

স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি, নববিধান-বসন্ত-সমীরণ বয়; (কিবা) ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলা-রস প্রেম-গন্ধ, ঘ্রা'ণে যোগি-বৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়।

(ঝাঁপতাল) ভব-সিন্ধু-জলে, বিধান-কমলে, আনন্দময়ী বিরাজে; (কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত-অলিকুল, পিয়ে সুধা তা'র মাঝে।

(খয়রা) দ্যাখ দ্যাখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবন-মোহন চিত্ত-বিনোদন, পদতলে দলে দলে সাধুগণ. নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন; কিবা অপরূপ আহা মরি মরি. জুড়াইল প্রাণ দরশন করি, প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি. গাও ভাই মায়ের জয়। রে। ২৬৩ ॥ঐ

কীর্ত্তন।

(দশকুশী) কর হে সফল কাম, সাধনে সিদ্ধি বিধান, দাও মুক্তি পূরাও বাসনা।

করিলাম কত বার, অনুতাপ পাপাচার, সহেছি সহেছি এ যাতনা।

হ'য়ে শান্ত জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধ সত্ত্ব সত্য-প্রিয়, কবে স্থান পাব ও চরণে ; (ও হে পতিতপাবন) প্রেম পুণ্য যোগ ধ্যানে, সেবা ভক্তি দিব্যজ্ঞানে, সিদ্ধি লাভ করিব জীবনে। (কৃপা কর কর হে)

(ঝাঁপতাল) ওহে আঁখি-অঞ্জন, ভক্ত-মনোরঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন বিধাতা; কর কর হে মোচন, সংসার বন্ধন, ভজন সাধন সিদ্ধিদাতা। দেহি তব চরণ, অমর মৎ-জীবন, সংহর হৃদয়-বিকার ; কর বিবাদ ভঞ্জন, পিতা পুত্রের মিলন, দীন প্রেমদাসে নিস্তার ॥ ২৭৪ ॥ ঐ

কীর্ত্তন।

(লোফা) রাখ মা ঢাকিয়ে, স্নেহের অঞ্চলে।

সুখে নিদ্রা যাই তোমায়, নিরাপদ প্রেম কোলে।

শ্রীকর পরশে অঙ্গ কর মা শীতল, বড় দুঃখ পেয়েছি মা পুড়ে ত্রিতাপ অনলে।

(খয়রা) অ্যাকবার কর গো হুঙ্কার ধ্বনি। মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে। (আমার পাপভয়ে প্রাণ কাঁদে মা) লইনু শরণ পদে, রক্ষা কর এ বিপদে, ও গো মা দীনজননী।

(ঠুংরী) জয় জগদীশ্বরী, দয়াময়ী শঙ্করী, বিপদ বিঘ্নবিনাশিনী ; তুমি সর্ব্ব দুঃখহরা, অভয়ে পরাৎপরা, পাপ সন্তাপহারিণী কল্যাণ-

দায়িকে, ভবভয়-নাশিকে, অম্বিকে বিশ্ব-পালিনী ; তোমার অভয় পদ, (করুণাময়ী মাগো) মোর চির-সম্পদ, প্রেমদাসে তারো গো তারিণী ॥ ২৬৫ ॥ ঐ

কীর্ত্তন।

(লোফা) লজ্জা নিবারণ, হরি আমার।

(দেখো দেখো হে,—যাান মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়) ভকতের মান, ও হে ভগবান্ তুমি বিনা কে রাখিবে আর। তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি পুরাতন দাস তোমার। (দেখো দেখো দেখো হে)

(বড় দশকুশী) তুয়া পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিনু জলাঞ্জলি ; অ্যাখন কোথা বা যাই হে,—পথের পথিক হ'য়ে) আব হায় তোর লাগি, হইনু কলঙ্কভাগী. গঞ্জে লোকে কত মন্দ ব'লি। (কত নিন্দা করে হে) (তোমায় ভাল বাসি ব'লে) (ঘরে পরে গঞ্জনা হে)

সরম ভরম মোর, অব হি সকল তোর, রাখ বা না রাখ তব দায় ; (দাসের মানে তোমারি মান হরি) তুমি হে হৃদয়-স্বামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ যেঁউ তুহে ভায়।

(ছোট দশকুশী) ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি, দাও ভবে শ্রীচরণে স্থান ; (চিরদিনের মত) অনুদিন প্রেমমধু, পিয়াও পরাণবঁধু, প্রেমদাসে কর প্রেম দান ॥ ২৬৬ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।
শুনেছি না কি উাঁর বড় দয়া দুঃখী তাপী কাঙ্গাল জনে।

কাঙ্গাল ব'লে দয়া করে কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে; আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা (আর কেবা জানেরে) সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।

দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে, পিতা ব'লে ডাকি সঘনে; তিনি থাকিতে পারবেননা কভু, (তাঁ'র বড় দয়া রে) পাপী জনের কান্না শুনে।

নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল-বিহীনে; সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজগুণে।

দুর্ব্বল অসহায় দেখে, কিছু ভয় কোরোনা মনে; ও রে অনায়া'স ত'রে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।

চল সবে ত্বরা ক'রে, কিছু সুখ আর নাই এখানে; অ্যাকবার জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়, লুটা'য়ে তাঁ'র শ্রীচরণে। (প্রাণ শীতল হবে রে)

অজ্ঞান দীন দরিদ্র যত পতিত সন্তানে; পিতা অধমতারণ, বিলাচ্ছেন ধন, আয় রে সবে যাই সেখানে (দুঃখ দূরে যাবে রে) ॥ ২৬৭ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

বল সবে ভাই, অ্যাক ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় নাই।

দেখে তাঁ'রে প্রেম-নয়নে তাপিত প্রাণ জুড়াই।

যিনি ব্রহ্ম তিনিই হরি, তিনিই মা জগদীশ্বরী তাঁ'রি প্রেমকোলে মোরা জীবিত আছি সদাই।

সকল মানবজাতি আমাদের আপনার ভাই।

প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে কিছুই ভেদাভেদ নাই।

(তাঁ'র)' প্রেমঘন রূপ, বড় অপরূপ, অ্যাকেতে অনন্ত গুণ, অনন্ত স্বরূপ; নানা ভাবে নানারূপে তাঁহারে দেখিতে পাই।

হরি পিতা মাতা, গুরু জ্ঞানদাতা, তিনি বিনা আর নাহি পরিত্রাতা; এ বিশ্বসংসার তাঁহারি পরিবার, শুন হে সবে সুখের বারতা। প্রেম-যোগে অ্যাক হ'য়ে এস তাহে মিশে যাই।

ঈশা মুসা জনক, মহম্মদ নানক, সকলে আমাদের গুরু উত্তর সাধক; প্রেমের গুরু মত্ত সিংহ চৈতন্য গোঁসাই। (প্রে)।

এ নহে অনুমান আছে রে প্রমাণ, দেখেছি জীবনে তাই করি সাক্ষ্য দান; নববিধানের সুধা তাই ঘরে ঘরে বিলাই।

(পথে পথে দ্বারে দ্বারে তাই মোরা হরি-গুণ গাই) ॥ ২৬৮ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

হরি প্রেমরসে ম'জিল প্রাণ মন।
তাঁ'র তরে প্রাণ করে যে ক্যামন।

সেরূপ মাধুরী সদাই হেরি, এই মনে বড় আকিঞ্চন।

আনন্দ-ঘন বরণ, সহাস্য প্রেম আনন, হৃদয়ে জাগিছে সর্ব্বক্ষণ; সে যে ভুলতে না'রি, আহা মরি কি অপরূপ চিত্ত-বিনোদন।

বিচ্ছেদে প্রাণ আকুল, দু'নয়নে ঝরে জল, শূন্যময় দেখি যে সকল; প্রাণসখা বিনে এ জীবনে কিছু ভাল লাগেনা এখন।

বড় সাধ হয় মনে, রাখি নয়নে নয়নে, হৃদি মাঝে করিয়ে যতন; বাঁধি প্রেম-ডোরে, ভক্তিভরে অনুরাগে সেবি শ্রীচরণ ॥ ২৬৯ ॥ ঐ

কীর্ত্তন।

(লোকা) যথা ইচ্ছা তথা ল'য়ে যাও।

কিছুই বলিবার নাই হে। তুমি যা কর তা'ই ভাল।

তোমায় পরম সুহৃদ জেনে, আমি প্রাণ স'পেছি ও চরণে। (চির দিনের তরে)

আমায় দুঃখে রাখ কিম্বা সুখে রাখ, প্রভু চরণছাড়া কোরো নাকো। (এই মিনতি করি)

রাখো ভুলাইয়ে প্রেম আকর্ষণে, চিরদাস ক'রে এ অধমে।

(দশকুশী) জ্ঞান শক্তি বুদ্ধি বল, যা কিছু আছে সম্বল, অ্যাকে-বারে কর হে হরণ ; (কিছু চাহিনা চাহিনা) অজ্ঞান অন্ধের মত, হ'য়ে তব অনুগত, পাছে পাছে করিব গমন॥ (বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে)॥ ২৭০॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

এবার গাও হে, আনন্দে আনন্দময়ী মা ব'লে, প্রাণের বন্ধু ভাই সকলে।

নব ভাবের নূতন সুরা, হরি-প্রেম রস মদিরা, যা'র গন্ধে করে মাতোয়ারা, সব হৃদয়-গ্রন্থি যায় খুলে।

প্রেমময়ী জগন্মাতা, বিতরিতে প্রেমসুধা এলেন জগত আলো ক'রে ভক্তগণে ল'য়ে কোলে ; রূপের তুলনা নাহি ত্রিভুবনে, কেহ দ্যাখে নাই কোন কালে।

দিব্য-ধামবাসী যত, যোগী ঋষি সাধু ভক্ত, এবার কর নাম সঙ্কীর্ত্তন, তাঁহাদের সঙ্গে মিলে॥ ২৭১॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

পরম সুন্দর, চিন্ময় হরিরূপ নয়ন-রঞ্জন।

নিত্য নিরাকার নিরঞ্জন। (রূপ দেখে ভুলিল হৃদয় মন)

হৃদি-সরোবরে ভক্তি-কমল, তাহে বিরাজেন ভক্ত-বৎসল। প্রেম-রসসিন্ধু আনন্দ-ঘন, চিরপ্রফুল্ল হাস্য বদন। কত কোটী চন্দ্র কোটী তপন, তাঁ'র চরণে করে ভ্রমণ। রূপে নাহি রস, নাহিক গন্ধ, স্বরূপ রসময় সচ্চিদানন্দ। প্রিয় ভক্তগণে ল'য়ে সঙ্গে, হরি থাকেন লীলা রসরঙ্গে। হ'য়ে ঘটে ঘটে বহু অবতার, করেন বিবিধ লীলা বিহার। নিত্য নবভাবে নবীন বেশে, ভক্তের বাসনা পূরাণ এসে। (হৃদয় বৃন্দাবনে) সে রূপ দেখ্‌বি যদি তোরা চ'লে আয়, নূতন বিধানের শীতল ছায়ায় ॥ ২১২ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

দয়াল বল জুড়াক, হিয়ারে। দয়াল বল জুড়াক। যাতনা সহেনা প্রাণেরে। পাপে তাপে প্রাণাকুল রে। বিষয়-বিষে অঙ্গ জ্বলে রে। ভুলে থেকনা রে, (কা'রও কথায় ভুল নারে—ভুলাতে অনেকে আছে) এ নাম বল্‌বার এইতো সময় বটে; মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি রে। কেউ সঙ্গে যাবেনা রে। (দয়াল নাম বিনে) নাম বিনে আর কি ধন আছে রে। (সংসারের মাঝে) জীবনের সম্বল নাম রে। অন্তিমের সম্বল নাম রে। নামে সকল দুঃখ দূরে যায় রে ॥ ২১৩ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

পতিতপাবন হরিনামে জুড়ায় জীবন।

ধ্যান অন্তরে সহস্র ধারে, করে সুধা বরষণ।

যে নামামৃত লোভে, যোগিজন ভক্তিযোগে, মনের অনুরাগে করে কঠোর সাধন; তাঁরা ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা, সার করে সেই নিত্য ধন।

যে নাম সাধনের বলে, অপায় আনন্দ মিলে, স্মরণেতে পাপ তাপ করে হে হরণ; কর আনন্দে সকলে মিলে, দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তন।

ডাকো তাঁরে প্রেমানন্দে, প্রাণভরে মনের সাধে; পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ সমর্পণ। (এ জনমের মত) ॥ ২৭৪ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

দয়াল বলনা, ও রে মনন।। (সে নাম বল্‌বার এইতো সময় বটে) (সদা আনন্দে বদন ভরে)

ও মন অ্যাখন যদি, যদি না বলিবে, তবে শেষের সে দিন কি হইবে। (অ্যাকবার দ্যাখ ভেবে)

সেই দয়াল নামে, নামে কতই সুধা, যে নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা। (দয়াল বলিলে আনন্দ হবে) (ওরে মনের আঁধার দূরে যাবে) অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকনারে, গাও দয়াল নামটি ভক্তি ভরে। (দিবানিশি) ॥ ২৭৫ ॥ ঐ

বাউল—খাম্বটা।

মনপাখি চল্ যাই ঘরে। আর কি সুখ আছে থেকে দেহ-পিঞ্জরে।

পাপ-গরলে মর্‌বি জলে দংশিলে বিষধরে; (পাখিরে ওরে পাখি) শেষে মনের খেদে, কেঁদে কেঁদে হারাবি প্রাণ বেঘোরে।

মুক্ত-বেশে, চিদাকাশে, ব্যাড়াবি যোগের ভরে; স্বদলে মিশে স্বর্গবাসে থাক্‌বি রে মজা ক'রে।

সুরোদ্যানে অমৃত ফল খাবি রে উদরপুরে; সেথা মায়ের কাছে নেচে নেচে গাইবি রে মধুর স্বরে।

নানা রঙের সোণার পাখী আছে রে অমর পুরে; তাঁরা দলে দলে ব্যাড়ায় উড়ে, নানা সুরে গান করে।

ও রে আত্মারাম আর বিলম্ব কিসের তরে; ঐ পাখীর দলে যোগ-বলে মিশে বল রে নাম হরে॥ ২৭৬॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

মহা হুঙ্কার গভীর রবে, এস ভাই সবে, গাই হরিনাম। (তারক ব্রহ্মনাম) (মা আনন্দময়ীর নাম)

নববিধান-নিশান তুলে যাই প্রেমধাম। (হরি হরি ব'লে রে)

হবে নিশ্চয় সত্যের জয়, জয় পরিণাম।

মিশে প্রেমিক পাগল দলে, জয় মা জননী ব'লে, নাচ আর গাও বাহু তুলে অবিরাম।

ও রে কি ভয় মরণে রণে, শোকভয়ে নির্যাতনে, (মা'র প্রেমে প্রেম দাও রে) প্রাণ সঁপে হরিপদে হও পূর্ণকাম। (হরিদাসের কি ভয় আছে রে)॥ ২৭৭॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

শান্তিধামে যাবে যদি, ভক্তিপথে চল রে।

সেই আনন্দধামে, যাবে যদি, তবে হৃদয় কর সরল রে।

লও সাধুসঙ্গ, কোরোনা বিলম্ব, কর দয়াল নাম পথের সম্বল রে।

রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান, তোর যে পাপের ভরা পূর্ণ হ'লো রে।

ব্যাকুল হৃদয়ে, ডাকো দয়াময়ে, সে পথে তিনি মাত্র সহায় কেবল রে ॥ ২৭৮ ॥ ঐ

কীর্ত্তন।

(লোফা) অসার সংসারে কেবল সার ব্রহ্মধন।

তাঁ'র সঙ্গে দিবানিশি থাকো ও রে মন। (আর কিবা আছে রে, সে ধন বিনা)

মুখে বল তাঁ'রই কথা, তাঁ'রই কথা শোন; (আর কি কায আছে রে, শ্রবণ কীর্ত্তন বিনা) তাঁ'র প্রিয় কার্য্যে দেহ কর হে পতন। (জনম সফল হবে রে)

ভক্তিযোগে মগ্ন হ'য়ে অন্তরে বাহিরে, দ্যাখ সেই আনন্দময় প্রাণের ঈশ্বরে।

(খয়রা) কিবা সুখময় তাঁ'র সহবাস: প্রেম-সমীরণ, বহে অনুক্ষণ, পরশে মনে হয় উল্লাস।

পবিত্র হিল্লোলে, আনন্দ উথলে; হয় হৃদয় আকাশে অ্যাক নিমেষে, চিদানন্দ স্বরূপ প্রকাশ। (কিবা সুখময়)

ব্রহ্মরূপ-সিন্ধুনীরে, থাকিয়ে মগন, পান কর প্রেমামৃত সুখে সর্ব্বক্ষণ ॥ ২৭৯ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

প্রভু তোমার সঙ্গে মিল না হ'লে আর দিন চলেনা।

দুঃখ ঘুচলনা, সুখ হ'লনা, থাকিতে বিচ্ছেদ কিছু হবেনা।

প্রবৃত্তি প্রতিকূল হ'য়ে, নানা মতে ভোগা দিয়ে, কল্লে মোরে আত্মবঞ্চনা; তোমার বিধি নিয়ম অখণ্ড, পাপেতে হয় পাপের দণ্ড, এ যে বিষম যন্ত্রণা—ছাড়িলেও ছাড়েনা, অ্যাখন উপায় কি করি তা' বলনা।

কুবুদ্ধির মন্ত্রণা শুনে, প'ড়ে পাপ প্রলোভনে, মুখের অন্ন খেতে পেলামনা; ক'রে ঘরে ঘরে বিসম্বাদ, পিতা পুত্রে হ'ল বিবাদ, সেই মহা পাপের ফল—ভুগ্‌ব কত কাল, যা' হবার হ'য়েছে আর হবেনা ॥ ২৮০ ॥ ঐ

নববিধান—কীর্ত্তন।

শুন হে নূতন বিধি, আনন্দের সমাচার।

পাপী তরাইতে স্বর্গ হ'তে এসেছে ভবে এবার। (শুন ওহে জগতবাসী)

অনাদি পুরুষ ব্রহ্ম, বেদে গা'য় যাঁ'র মর্ম্ম; অতি অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, বিবিধ লীলা-বিহার।

যুগে যুগে দেশে দেশে, তাঁহারই মঙ্গল আদেশে; কত যোগী ঋষি সাধু ভক্ত, করিল ধর্ম্ম প্রচার।

পুরাতন ব্রহ্মবাদী, শিব শুক জনকাদি; ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ নানক, গৌর প্রেম-অবতার।

কবীর শঙ্করাচার্য্য, বাসুদেব যোগাচার্য্য; ঈশা মহম্মদ মুসা শাক্য, অ্যাক ভক্ত পরিবার।

সকলেই মহামান্য, পরম ভক্তিভাজন; কিন্তু নহে কেহ স্বয়ং ব্রহ্ম, মধ্যবর্ত্তী অবতার।

অ্যাক হরি পরিত্রাতা, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পিতা ; নিত্য জাগ্রত বিশ্ববিধাতা, সর্ব্বশক্তি মূলাধার।

হস্ত পদ রূপহীন, অখণ্ড জ্ঞান চৈতন্য ; প্রেম পুণ্যে বিরচিত, অপরূপ নিরাকার।

নাহি রূপ রস গন্ধ, অরূপ সচ্চিদানন্দ ; দ্যাখ হৃদয়-ধামে প্রেমনয়নে, সুন্দর রূপ তাঁহার।

অসীম তাঁহার দয়া, সকলে দ্যান পদছায়া ; যা'র আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি কোন জাতিবিচার।

সেই নিরাকার হরি, এসেছেন দয়া করি ; ভক্তি উপহারে পূজলে তাঁ'রে, হইবে সবে উদ্ধার।

বিশ্বাসে দর্শন পাবে, বিবেকে কথা শুনিবে ; নিত্য পূজা প্রার্থনায়, ঘুচিবে পাপ কলঙ্ক বিকার।

হইবে ব্রহ্মবাদিনী যতেক কুলকামিনী ; এই দেবতাকে ঘরে ঘরে, দিবে প্রেম উপহার।

ভ্রাতৃভাবে নিরখিবে, সকল জাতি মানবে ; পরস্পর ভ্রাত হ'য়ে সুখী প্রেমেতে দিবে সাঁতার।

ত্যজি জ্ঞান অভিমান, হইবে তৃণ সমান, বিনয় ভক্তিতে করিবে রে ভাই, স্বর্গরাজ্য অধিকার।

নাহি মূর্ত্তিপূজা বিধি, বনবাস সন্ন্যাসাদি ; হবে যোগবলে জীবন্মুক্তি, তপোবন এ সংসার।

অনুতাপ পাপের দণ্ড, সর্ব্বদোষ করে খণ্ড ; ব্রহ্ম সহবাস স্বর্গ, ইহপরকাল অ্যাকাকার।

হরি বেদ বিধি মন্ত্র, গুরু জ্ঞান শাস্ত্র তন্ত্র; তিনি পিতা মাতা অন্নদাতা, ভবার্ণবে কর্ণধার।

এই সুসংবাদ দিতে, হরিভক্তি বিলাইতে, প্রভুর আদেশে এসেছি রে ভাই, তোমাদের দ্বারে এবার॥ ২৮১॥ ঐ

কীর্তন—খ্যামটা।

হরি ব'লে দেবগণে নাচে।

নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার ভকত সমাজে, (ভাবে গর-গর রে) দুনয়নে প্রেমধারা অপরূপ সাজে।

ঋষি সক্রেটিশ নাচে আনন্দ বদনে, বাল্মিকী বশিষ্ঠ নাচে মুদিত নয়নে।

ঈশা নাচে মুসা নাচে দুবাহু তুলিয়ে, (প্রেমে মত্ত হ'য়ে রে) দেবর্ষি নারদ নাচে বীণা বাজাইয়ে।

নাচেন প্রাচীন সাধু দাউদ ভূপতি, (যোগানন্দভরে রে) তা'র সঙ্গে জনক যুধিষ্ঠির মহামতি।

মহাযোগী মহাদেব নাচেন আনন্দে, (প্রেমে পাগল হ'য়ে রে) তাঁর সঙ্গে জন্ নাচে ল'য়ে শিষ্যবৃন্দে।

নানক প্রহ্লাদ নাচে আর নিত্যানন্দ, (হরিবোল ব'লেরে) তা'র সঙ্গে নৃত্য ক'রে পল মহম্মদ।

ধ্রুব নাচে শুক নাচে নাচে হরিদাস, তা'র মাঝে মাঝে নাচে যত ব্রহ্মদাস।

শঙ্কর বাসুদেব নাচে রাম শাক্যমুনি, (সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে ল'য়েরে) যোগী ভক্ত বৈরাগী প্রেমিক কর্মী জ্ঞানী। (নাচে)

রূপ সনাতন নাচে অদ্বৈত মুকুন্দ, (কেউ বাকি রৈলনা রে) তা'র সঙ্গে শ্রীবাস মুরারি রামানন্দ।

দাদূ কন্‌ফুস্ নাচে কবীর তুলসী, হিন্দু মুসলমান নাচে মুখে প্রেমের হাসি।

পাপী নাচে সাধু নাচে নাচে দুঃখী ধনী, নারীগণ মধুর স্বরে করে শঙ্খধ্বনি।

জাতি কুল অভিমান সব প'রিহরি, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নাচে কোলাকুলি ক'রি।

আপনার প্রেমে হরি হইয়ে পাগল, (হরি আপন মুখেও হরি বলে) ভক্তসঙ্গে নাচে আর বলে হরিবোল। (ঠাকুর নাচতেও জানেরে)

চারি দিকে দেবগণ মাঝখানে শ্রীহরি, সবে মিলে নাচে গলাধরাধরি করি। (কি শোভা মরিরে)

ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করেন ভকতবৎসল, পদভরে স্বর্গ মর্ত্ত্য করে টলমল।

সকলের সঙ্গে নাচে নূতন বিধান, দেশ কাল ব্যবধান করিয়া খণ্ডন। (হরি পদতলে রে)

জলে নাচে মৎস্যগণ আকাশে বিহঙ্গ, তরুনাচে বায়ুভরে করে কত রঙ্গ।

নদী নাচে সিন্ধু নাচে তুলিয়ে তরঙ্গ, তা'র মাঝে করেন হরি লীলারসরঙ্গ।

রবি শশি তারাদল নাচিছে গগনে, পশু পক্ষী নাচে গা'য় গহন কাননে।

অনলে অনিল নাচে মেঘে সৌদামিনী. হিমালয়শিরে নাচে অনন্ত হিমানী।

বেদ বাইবেল নাচে ভাগবতসনে, পুরাণ কোরাণ নাচে প্রেমের মিলনে।

বিজ্ঞানী বৈরাগী কবি করে হরি ধ্বনি, সুধাময় নূতন বিধান-তত্ত্ব শুনি।

প্রেমদাস সবাকার চরণে পড়িয়ে, নাচে হরি ব'লে ভূমে
গড়াগড়ি দিয়ে॥ ২৮২॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

এস ভাই হৃদয় খুলে সবে মিলে প্রেম করি।

হরি-প্রেমে গ'লে, হরি ব'লে, প্রেম-সাগরে ডুবে মরি।

প্রেমের খাতিরে গোরা, গৃহ-বাস পরিহরি; প্রেমে মাত'ইল সর্ব্ব-জনে হরিসঙ্কীর্ত্তন করি।

যা'র তরে ঈশামসি, প্রাণ দিল ক্রুশোপরি; আহা! কাঁদিল কাতরে কত হরিপদ বক্ষে ধরি।

দাও প্রেম ষোল আনা, সবে আপনা পাসরি; ও ভাই প্রেমেতে
নাই প্রবঞ্চনা, প্রেমেতেই বিজয়ী হরি॥ ২৮৩॥ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

চল মন চল যাই যোগধাম হিমাচলে।

ত্রিতাপ অনলে প্রাণ জ্বলে ধরাতলে।

করে যথা নির্ঝরিণী. দিবানিশি ব্রহ্মধ্বনি, কলকণ্ঠ পিকগণে হরি হরি বলে।

অনন্ত তুষাররাশি, নিত্য শান্তি-রসে ভাসি, যোগানন্দে হাসি হাসি কত কথা বলে ; বসি তথা যোগাসনে, তরুতলে কুঞ্জবনে, হেরিব সচ্চিদানন্দে হৃদয় কমলে।

চিদাকাশ অভ্যন্তরে, সমাধি ভূধরোপরে, মহাদেব মহেশ্বরে পূজিব নিরলে ; মিশিব তাঁহার সঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে, হব লয় যথা জলবিন্দু সিন্ধুজলে ॥ ২৮৪ ॥ ঐ

বেহাগ—একতালা।

হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, ব্যালা গ্যাল সন্ধ্যা হ'ল।
ফুরাল খ্যালা, ভাঙ্গল ম্যালা, আর ক্যান বিলম্ব বল।

বিদেশে প্রবাসে, ভবপান্থবাসে, আর কিছু লাগেনা ভাল ; বাড়ী-পানে মন, ছুটেছে অ্যাখন, মা মা ব'লে ঘরে চল।

মায়ের আনন, করি দরশন, তাপিত প্রাণ হবে শীতল ; আছেন জননী, দিবস রজনী, আশাপথ চেয়ে কেবল ; মায়ের প্রাণ টানে সন্তানের পানে, ভাবিলে নয়নে ঝরে জল—আহা মা আমার, প্রেমের আধার, আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল ॥ ২৮৫ ॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

সহজ মানুষ, সরল ভাবে, সোজা পথে চলে।
সে সহজজ্ঞানে বুঝে তত্ত্ব সহজ কথায় বলে।

সহজে ধ্যান ধরে, হরিগুণ গান করে, সহজে দ্যাখে তাঁ'রে হৃদয় কমলে ; সে সহজ ভক্তি-রসে ম'জে ভাসে নয়ন জলে।

সহজে মন প্রাণ, জাতি কুল ধন মান, করে সব বলিদান হরি-পদতলে : সে সহজে প্রণয়ী হ'য়ে সহজ-প্রেমে গলে।

সহজে পায়ে ধরে, শত্রুকে ক্ষমা করে, সহজে ভালবাসে মানব-সকলে ; সে সহজে অদ্ভুত কীর্ত্তি করে দৈব-বলে।

প্রেমদাস পাটোয়ারী, সহজ-প্রেমের ভিখারী, সহজে চায় মিশিতে হরি ভক্তদলে ; সে সহজে সর্ব্বদা য্যান হরি হরি বলে ॥ ২৮৬॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

ও হে যাদুকর, গুণের সাগর।

বল লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্ ভেল্কী যুড়ে যাক্ ভাঙ্গা ঘর।

মিলাইলে সর্ব্বধর্ম্ম নববিধানের ভিতর ; অ্যাখন এই কটা মন অ্যাক করে দাও দেখি ক্যামন কারীকর।

সাত সুরে অ্যাক সঙ্গে মিশে হয় য্যামন অ্যাকখানি স্বর ; কা'ল ম'লে আমাদের তেমনি বাজাও ও হে বাদ্যকর।

বহুরূপী ভগবান্ সত্যং শিব সুন্দর ; অ্যাক রঙে সাত রং মিলা'য়ে প্রকাশিলে দিবাকর।

পুরাতন পাপী আমি প্রেমহীন স্বার্থপর ; কর ব্যথার ব্যথী, দিল্-দরদী য্যামন যিশু নরবর।

কেটে যোড়া দিতে পার ওহে প্রেমের বাজীকর ; মেলে তোমার নামে অনায়াসে তেলে জলে পরস্পর।

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নামটি তোমার হে ঈশ্বর ; যে তোমায় ভাল বাসে তা'র কেহ নাহি থাকে পর।

প্রেমদাস সবিনয়ে যাচে যুড়ি দুটি কর ; দিয়ে অভয়চরণ এবার তা'রে প্রেমেতে কর অমর ॥ ২৮৭ ॥ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

বিজন বনে প্রকৃতি সুন্দরী। পুজে তোমারে আদরে শ্রীহরি।

হাস্যমুখী বনলতা সখী যত আছে ফুলমালা ধরি: গন্ধবহ সমীর, বহে সুধাভার, গন্ধে আমোদিত করি।

সুদূর বাহিনী, সুর তরঙ্গিণী. তুলি আনন্দ-লহরী; ভক্তি-রসে গলি, ধায় বেগে চ'লি, তব-পদ ধৌত করি।

তরু-শাখী দ্যায় ফল উপহার; অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি: বন-দেবীগন, দিক্-পাল-গণে, বাজায় মঙ্গল ভেরী।

গায় সুধারবে পিকবধূ সবে নাচে ভ্রমর ভ্রমরী; জ্বলে দিবা রাতি, চন্দ্র সূর্য্যভাতি, কিবা শোভা আহা মরি ॥ ২৮৮ ॥ ঐ

ভৈরবী—পোস্ত।

যে ভাবের ভাবুক, পথের পথিক, সেই তো আপনার।

দেহের সম্বন্ধ যত ক্ষণিক অসার।

পরলোকের সঙ্গী যাঁ'রা, আত্মার আত্মীয় তাঁ'রা, তা' বিনে সকলি মিছে কেহ নহে কা'র।

বিবিধ বিষয়কর্ম্মে, অ্যাক মতে অ্যাক ধর্ম্মে, মিশিনু যাঁ'দের সঙ্গে, হ'লনা আমার। (তাঁ'রাও)

হায় তবে কোথা যাব, মনের মানুষ কা'রে পাব, যে হবে প্রাণের সখা আমি হব যা'র; তাঁ'র সঙ্গে প্রাণে প্রাণে, মিলে অ্যাক লয় তানে, হরিগুণ গানে তিনে হব অ্যাকাকার ॥ ২৮৯ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট, কীর্ত্তন—একতালা।

সাধ মনে, হরিধনে, নয়নে নয়নে রাখি।

করি নাম গান, প্রেমসুধা পান, চরণামৃত অঙ্গে মাখি। (হরি)

পূজি তাঁ'র পদ দিয়ে প্রাণ মন, যোগানন্দ-রসে হইয়ে মগন, তাঁহার সেবায়, তাঁহারি কথায়, দিবা নিশি ভুলে থাকি। (হরিদরশনে, হরিসঙ্কীর্ত্তনে, মননে চিন্তনে)

লীলা-রস-রঙ্গে মাতি, হৃদয় নিকুঞ্জ বনে, নাচি গাই হাসি খেলি মিলে প্রাণসখাসনে—দেখি অবিরাম, মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম, কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি। (সব রিপুগণে) ॥ ২৯০ ॥ ঐ

আলেয়া—যৎ।

ভেবে শুনে, টেনে বুনে, পাবি কি সে ধন।

(ও মন) বৃথা দিন যাবে, সিদ্ধ হবেনা সাধন।

যা থাকে কপালে হবে, যা করেন মা জগদম্বে, কর তাঁ'রে অ্যাকে-বারে আত্মসমর্পণ।

যোগেযাগে দেবালয়ে, লজ্জা ভয়ে সাধু হ'য়ে, সময়ে সময়ে থাক মুদিয়ে নয়ন; কিন্তু তাহে কি হইবে, য্যামন স্বভাব তেমনি রবে, কার্য্যকালে রিপুগণে করিবে শাসন ॥ (তোরে) ॥ ২৯১ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আমি মা আনন্দময়ীর ছেলে, কা'রেও নাহি ডরি।

ব্যাড়াইব হেসে খেলে, মায়ের অঞ্চল ধ'রি।

কি ভয় মরণে রণে, কি করিবে রিপুগণে, আছেন, জননী মোরে দিবা নিশি কোলে করি।

পিতা দেব মহেশ্বর, মা আমার—প্রেমাধার—দয়ার সাগর; ঈশা গৌর সহোদর, সখা দীনবন্ধু হরি ॥ ২৯২ ॥ ঐ

স্নান করি সাধুসঙ্গ-গঙ্গাজলে, হরিচরণামৃত খাই; প্রেমসিন্ধুনীরে, ভাসি ধীরে ধীরে, অমরধামে চ'লে যাই।

গ'ায় সুললিত, প্রভাত-সঙ্গীত, মানব দেব সবাই; জড় জীবগণে, গা'য় তা'র সনে, নূতন জীবন পাই॥ ২৯৮॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা

মা আনন্দময়ীর শ্রীমন্দিরে চল ভাই যাই সকলে।

করি হরি নাম গান, নাচি ধরি সবে গলে গলে।

খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার, ডাকিছেন বার বার, উথলি উঠিছে তা'র প্রেম-সিন্ধু মহা-বলে।

হাসি হাসি ভালবাসি, ধীরে ধীরে কাছে আসি, হরিলীলা-রস-গীত গাইতে বলে; (মা) আপনিও মৃদু স্বরে, হরিগুণ গান করে, দ্যায় ভিক্ষা আঁচল ভরে ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে॥ ২৯৯॥ ঐ

মল্লার জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

বিপদ-আঁধারে মা তোর এ কি রূপ ভয়ঙ্কর!

ভৈরব মুরতি হেরি কাঁপে অঙ্গ থর থর।

ভীষণ শ্মশানমাঝে, নাচিতেছ রণ-সাজে রুধিরে রঞ্জিত ম্যান চিদঘন কলেবর।

কিন্তু মা ভিতরে তব, সুগভীর প্রেমার্ণব উথলি উথলি উঠে মহাবেগে নিরন্তর; তবে আর কিসের ভয়, চিনেছি গো মা তোমায় তুমি যে সেই দয়াময়ী অনন্ত প্রেম-সাগর॥ ৩০০॥ ঐ

বিভাষ—একতালা।

যদি হয় সম্ভব, হে প্রাণবল্লভ, কর এই পান পাত্র স্থানান্তর।
কিন্তু নয় আমার, হউক তোমার,—ইচ্ছা পূর্ণ ঘোর দুঃখের ভিতর।
দেহ মন প্রাণ সকলি তোমার, যাহা ইচ্ছা কর বলিব কি আর
দাও হে কেবল, শান্তি ধৈর্য্যবল কৃতাঞ্জলি-পুটে যাচি এই বর ॥৩০১॥ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অনন্ত তোমার লীলা কে পারে বুঝিতে বল।
বুঝিতে চাহিনা আর, চেয়ে দেখি হে কেবল।
মায়ের কোলে দিয়ে ছেলে, মহানন্দে হাসাইলে, দিয়ে আবার কেড়ে নিলে, প্রকাশি অদ্ভুত বল।
আনন্দ উৎসবভূমি, কর হে শ্মশান তুমি,—মানবহৃদয়ে জ্বালি দুর্ব্বিষহ শোকানল; ভাঙ্গ গড় নিরন্তর, ধন্য ওহে যাদুকর, এস আ'জ অশ্রুজলে ধুয়ে দিই পদকমল ॥ ৩০২ ॥ ঐ

বাহার—খ্যামটা।

মা তোর সেই প্রেম অ্যাক বিন্দু যদি আমি পাই।
যে প্রেমে মত্ত, হ'য়ে ছিলেন, নিতাই গৌর গোঁসাই।
তা হ'লে প্রেমে গ'লে, আনন্দে ঢ'লে ঢ'লে, হেসে খেলে হরি ব'লে, নিত্যধামে চ'লে যাই।
শিশু বালকের মত, হাসি গা'ই নিয়ত, বিজ্ঞ সুসভ্য হ'তে নাহি চাই; লোকে যে যা বলে যা'ক্ ব'লে সে সব হেসে উড়াই।
ও মুখে মধুর হাঁসি, দেখিতে ভাল বাসি, হাসিতে হাসিতে স্বর্গ পাই; তোমার রূপে গুণে মোহিত হ'য়ে, হেসে হেসে ম'রে যাই ॥ ৩০৩ ॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

চল মা গো ল'য়ে চল, তব প্রেমনিকেতনে।
কা'র মুখ চেয়ে আর পাব শান্তি এ জীবনে॥

অ্যাকে অ্যাকে গ্যাল চ'লে, আত্মীয় বন্ধু সকলে, আমারে অ্যাকাকী ফেলে, সংসার বিজনবনে।

কাঁদে প্রাণ যাঁ'র তরে, দুঃখেতে হিয়া বিদরে, দাও মা গো দয়া ক'রে, মিলাইয়া তাঁ'র সনে॥ ৩০৪॥ ঐ

দেশ-খাম্বাজ—আড়কাওয়ালী।

কবে যাব সে অমরধামে। (হায়)

জুড়াইব প্রাণ শান্তিরস পানে, সমাধি-আসারে ব'সি, নিরখিব প্রাণারামে।

প্রেমমন্দাকিনী তীরে, নির্ব্বাণকুটিরে, প্রেমসমীরণ বহে ধীরে ধীরে; ভাসে যোগিজন চিরশান্তিনীরে; স্থির সৌদামিনী করে ঝল মল দেবগ্রামে।

নন্দনবনে কল্পতরু লতা যত, মোক্ষফলভরে সদা অবনত, কুঞ্জে কুঞ্জে শুক শারী শত শত; নাচে গা'য় মত্ত হ'য়ে সুধামাখা হরিনামে।

আছেন যেখানে প্রিয় সাধু বন্ধুগণ, ব্রহ্মানন্দ আদি ভক্ত মহাজন, নিত্যানন্দরসে হ'য়ে নিমগন; তাঁ'দের আশ্রয়ে স্থান পাব কি পরিণামে॥ ৩০৫॥ ঐ

সিন্ধু—একতালা।

মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক্ হ'য়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই ব'সে ভাব্‌তেছি।

বিচিত্র ভবের খ্যালা. ভাঙ্গ গড় ছটা খ্যালা, ঠিক য্যান ছেলে খ্যালা বুঝ্‌তে পেরেছি

অ্যাতকাল রইলাম কাছে, ব্যাড়াইলাম পাছে পাছে, চিনিতে না পেরে অ্যাখন হা'র মেনেছি॥ ৩০৬ ॥ ঐ

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

হায়! কবে যাবে অভিমান। (ওহে ভগবান) তৃণাদপি সুনী-চেন সহিষ্ণু তরুসমান। (তোমার প্রসাদে হবে স্তুতি নিন্দা সমজ্ঞান)

যেমন সুপুত্র যিশু, দেবরাজ মেষশিশু, নীরবে সহিল কত নির্যা-তন অপমান।

ভরত নারদ আদি, শুকদেব ব্রহ্মবাদী, উদার সরল বালক সমান; হইয়ে তাঁদের মত, শান্ত দান্ত উপরত, হাসিব আনন্দে সদা শান্তি-রস করি পান॥ ৩০৭ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খামটা।

বল শান্তি, শান্তি শান্তি হরি। শান্তিপ্রদ হরিপদ হিয়ামাঝে ধরি। (ভেদাভেদ জ্ঞান অভিমান পরিহরি)

হরি যা'র, বন্ধু তা'র, কেহ নাই অরি; দ্যাখে সর্ব্ব ঘটে চিদা-নন্দের লহরী। (সে)

ঘুচিল বন্ধুবিচ্ছেদ, মিটিল মনের খেদ, পোহাইল দুঃখের সর্ব্বরী; কেহ নাই পর তবে ক্যান মনে কর; হৃদয় ভিতরে স্বর্গ দ্যাখ প্রাণ ভরি। (যোগনয়নে রে) বাহিরে নাই নাই রে॥ ৩০৮ ॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা।

কে আমার, কে বা পর পিতা বল গো অ্যাখন।
তোমারি সন্তান সব আদরের ধন। (আমার)

নরদেহে অবতরি, করিছ বিরাজ হরি, তব অংশ নরবংশ সৃষ্টির ভূষণ।

শত্রুভাবে কোন জন, করিছে হিত সাধন, মিত্র বেশে করে কেহ নরকে মগন, তুমি যা'র সখা হরি, কেহ নাই তা'র অরি, সব নারী নর তা'র আত্মীয় স্বজন ॥ ৩০৯ ॥ ঐ

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

জয় জয় শান্তিদাতা, পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা, সর্ব্বভূতময় দেব বহু-রূপী ভগবান্।

সলিলে তোমার শান্তি, হরে পাপ তাপ শ্রান্তি, বিতরে হৃদয়ে সুখ শান্তি আরাম নির্ব্বাণ।

তব জলে স্নান করি, ভাগবতী তনু ধ'রি, সমাধি বিমানে চড়ি প্রবেশিব স্বর্গধাম; আকাশে অনিলে জলে, জড়জীবে ফুল ফলে, নিরখিব যোগবলে নিরাকার মূর্ত্তিমান্ ॥ ৩১০ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

জয়! জয়! সচ্চিদানন্দ হরে।
হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ দুঃখের ভিতরে।

বিচ্ছেদে মিলনে, জীবনে মরণে, তোমার ইচ্ছায় জয় হেরি নয়নে; কর নিত্য নববেশে খ্যালা দাসের অন্তরে। (প্রেম)

সম্পদে বিপদে, বিষাদে আনন্দে, রোগে শোকে চিরদিন আছি ও পদে ; হাসি কাঁদি তোমার রঙ্গ দেখে, যোগানন্দভরে ॥ ৩১১ ॥ ঐ

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধারকোলে, মহানির্ব্বাণহিল্লোলে, চিরশান্তিপরিমল অবিরত যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধ'রি, আঁধার বসন পরি, সমাধি মন্দিরে তুমি কি কর গো আকা ব'সি ; অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে, চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি ॥ ৩১২ ॥ ঐ

কানেড়া—কাওয়ালী।

বাসি ফুলে ক্যান রে বাপ, এলি তোরা পূজিবারে।
মলিন দুর্গন্ধ বৃথা বাক্য উপহারে।
হৃদয় উদ্যানে তব ফুটেনা কি নব নব, প্রেম ভক্তি ফুল যথা কেশব আগারে।
কত ভাব মহাভাব নরের অন্তরে ; রেখেছি যতনে সাজাইয়ে থরে থরে ; সদ্যোজাত ফুল ফল, নির্ম্মল নয়নজল, দাও রে আমারে দাও অবিরল ধারে ॥ ৩১৩ ॥ ঐ

পথের সঙ্কীর্ত্তন।

তেওট।

হরিপ্রেমের ভিখারী হ'য়ে,—হরি ব'লে কর হে রোদন।

পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, দীন হীন কাঙ্গালের মতন। (হরি হরি ব'লে রে)

ত্যজি মান অপমান, অহংজ্ঞান অভিমান, হও তৃণ সমান; ছিন্ন কন্থা করোয়া-ধারী য্যামন শ্রীরূপ সনাতন।

(দশকুশী)

সঙ্গে ল'য়ে সাঙ্গোপাঙ্গ, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ, কাঁদে আর হরিগুণ গা'য়; (ঐ দ্যাখ দ্যাখ রে;—দুনয়নে প্রেম ধারা)—ধুলায় ধুসর অঙ্গ।

কিবা প্রেম রসে গর গর, রোমাঞ্চিত কলেবর, কদম্ব কুসুমের প্রায়। (ঐ দ্যাখ দ্যাখ রে, প্রেম অবতার গোরা)

পরিহরি পরিজন, বিলাইতে প্রেমধন, সাজিল সন্ন্যাসী গোরা রায়; (ঐ দ্যাখ দ্যাখ রে;—কাঁদিয়ে কাঁদায় সবে) কত ধনী জ্ঞানী-বৃদ্ধ কাটিয়া মায়ার বন্ধ, অনুরাগে পাছে পাছে ধায়। (চল যাই যাই রে,—গোরাচাঁদের পাছে পাছে)

(খয়রা)

কঠিন হিয়া মোর, তবু কাঁদেনা রে; পাপানলে প্রাণ জ্বলে।(তবু)

বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে হাহাকার রবে, কোথা নাথ ব'লি আমি কাঁদিব কবে। (কেঁদে প্রাণ জুড়াইব,—সখার বিরহে)

দিয়ে হরি-ভক্তিরস কাঁদাও আমারে, আকুল হৃদয়ে পিতা ডাকি বারে বারে; (তোমাতরে কাতর হ'য়ে) দাও দাও দয়াময়, চরণে আশ্রয়, অধম পামরে॥ ৩১৪॥ ঐ

মরণ সময়ের সঙ্কীর্ত্তন।

(খয়রা)

হরি হরি ব'লে দাও বিদায় এবে ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই। জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে! কেঁদনা কেঁদনা ভাই। (হরি হরি বল)

অ্যাকে অ্যাকে এস সবে, মা'র কাছে দ্যাখা হবে, (আবার ;— অমরলোকে) সেথা রোগ শোক বিয়োগ কিছু নাই।

লোফা।

পদধুলি দিয়ে সবে কর আশীর্ব্বাদ, ভুলে যাও নিজগুণে দোষ অপরাধ ; (মনে রেখনা রেখনা) কর ভাই প্রার্থনা ইষ্টদেবতার দ্বারে, পাই য্যান দ্যাখা তাঁ'র মৃত্যুর আঁধারে। (ভবনদীর ধারে)

ঠুংরী।

সাজিয়ে দাও বৈরাগী বেশে, চ'লে যাই হেসে হেসে, হরি হরি বলিয়া বদনে। (ভাই রে ;—শান্তি-নিকেতনে)

পাসরিয়া রোগ শোক, যাব আজ পরলোক, বিহরিব অমর ভবনে। (ভাই রে)

সমাধি আঁধারে ব'সি নিরখিব প্রেম-শশী, লোকান্তরে একাকী বিজনে। (ভাই রে),

প্রবেশিয়া যোগ-বলে, অনন্তের শান্তিকোলে, মিশে যাব হরির চরণে। (ভাই রে)

হেরিব নূতন দেশ, ধরিব নূতন বেশ, পরিহরি ভব-পান্থধাম। (জনমের মত)

লও প্রেম আলিঙ্গন, প্রণতি কর গ্রহণ, গাও মা আনন্দময়ী নাম। (গাও গাও ভাই রে)

চলিনু বিদেহ-বাসে, দাও ভিক্ষা প্রেমদাসে, পথের সম্বল হরি-নাম। (হরি হরি বল) ॥ ৩১৫ ॥ ঐ

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

(লোফা) দীনহীন কাঙ্গাল জনে।

ল'য়ে যাও নাথ নববৃন্দাবনে।

বল আছে কত দূর, (হরি হে) সেই মধু-পুর, আছি আশা-পথ চেয়ে তৃষিত-নয়নে।

আমি পাপ ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, পথ-ভ্রান্ত এ ভব গহনে; হ'ল দিন অবসান, (হরি হে) ভয়ে কাঁদে প্রাণ, কর অভয় দান আশ্বাস বচনে।

তোমার নব নব লীলা, নব নব খ্যালা, নিরখিব নববৃন্দাবনে; যথায় আছেন ব্রহ্মানন্দ, (হরি হে) সাধু ভক্তবৃন্দ, দাও মিলাইয়ে আমায় তাঁ'দের সনে ॥ ৩১৬ ॥ ঐ

বাউলে সুর—একতালা।

পঞ্চভূত-ময় দেহে, ষড় ভূতের ম্যালা। (ও ভাই)

ওরে ভূতের ব্যাগার খেটে খেটে গ্যাল যে তোর ব্যালা।

তুমি কভু হাস বিষয়সুখে, আবার কাঁদ ব'সে মনের দুখে; তোমার হাসি কান্না, ভয় ভাবনা, স্বপনের খ্যালা।

এসে ভূতের দেশে, মায়ার বশে, ঘুরে ব্যাড়াও ভূতের বেশে; ও ভাই কত দিন আর অন্ধকারে ছুড়বে বল ঢ্যালা।

প্রাণারাম ব'লে, ডাক রে সকলে, ভূতের ভয় সব যাবে চ'লে; পাবে ভবসিন্ধু-জলে হরি-পদ-ভ্যালা ॥ ৩১৭ ॥ ঐ

ভৈরবী—তেওট।

গ্যাল দিন গ্যাল ব্যালা, ফুরাল লীলা খ্যালা; ভাঙ্গিল ভবের ম্যালা, ঘরে যাই।

চেয়ে কা'র মুখপানে, ভুলে আছ এখানে, আপনার বলিবার কেহ নাই।

পথের সম্বল, হরি-কৃপা-বল, ভরসা কেবল ভাব তাই; কাটি মোহ-জাল, বাসনা-জঞ্জাল, স্বধামে হরি ব'লে চল ভাই ॥ ৩১৮ ॥ ঐ

খাম্বাজ বাহার—একতালা।

দু'দিনের সুখ, দু'দিনের দুখ, দু'দিনে ফুরায়ে যায়। (হায়!)

এ জীবন-লীলা, এ ভবের খ্যালা, নিশার স্বপন প্রায়।

দেখিতে দেখিতে হয় রূপান্তর, দিব্য দেহকান্তি লাবণ্য সুন্দর; শেষ ইন্দ্র-ধনু নিমেষে যামন মিশে আকাশের গায়।

আদি অন্তে তুমি অনাদি অনন্ত, দেশ কালে তব নাহি হয় অন্ত, সৃজন-পালনকারণ তুমি হে জীবের জীবনোপায়; তোমার ভিতরে আমরা সকলে, র'য়েছি জীবিত ইহ পরকালে, আত্মীয় স্বজনে অমর ভবনে, নিরখিব পুনরায় ॥ ৩১৯ ॥ ঐ

কাফি সিন্ধু—যৎ।

ধন্য দেব, মহিমা তোমার! বুঝে সাধ্য কা'র।

পলকে প্রলয় হয়,—শ্মশান সম সংসার।

প্রকাশি জননী-স্নেহ, র'চিলে মানব দেহ, করিলে তাহে প্রাণ সঞ্চার; সাজাইলে নানাসাজে অপরূপ চমৎকার।

শেষে চিতানল জ্বেলে, নিজে তা'রে দিলে ফেলে, পঞ্চভূতে মিশালে আবার; আপন স্বরূপে জীবে করিলে হে প্রত্যাহার।

চির দিন এই খ্যালা, ভাঙ্গ গড় দুটী ব্যালা, নাহি মায়া-মমতা বিকার; অবোধ বালক মোরা করি তাই হাহাকার।

দেখে শুনে ভয়ে মরি, ওহে লীলাময় হরি, দশদিক হেরি অন্ধকার; সুখ দুঃখ সব মিছে, তুমি সত্য তুমি সার ॥ ৩২০ ॥ ঐ

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা।

আমায় দাও সহিষ্ণুতা ধৈর্য্যবল।

ওহে দীনবন্ধু ভকত-বৎসল।

পরীক্ষা বিপদে, সুখ সম্পদে, হবে যবে হৃদয় চঞ্চল; তখন ধ্যান শান্ত মনে, চাহি তোমা পানে, গাই হরের্নামৈব কেবল।

রোগ শোক দুঃখ ভয় প্রলোভনে, নিন্দা নির্যাতনে, বিষাক্ত বচনে, লজ্জা অপমানে ঘৃণা উৎপীড়নে, হয় সহজে চিত্ত বিকল; এ জীবন ঘোর সমর-প্রাঙ্গণ, অন্তরে বাহিরে ফেরে অরিগণ, আমি ধূলিসম, অকৃতি অধম, তব কৃপা জীবনসম্বল ॥ ৩২১ ॥ ঐ

রাগিণী আলেয়া—একতালা।

ভুলে আত্ম-জ্ঞান আত্ম অভিমান, দেহ মন প্রাণ সঁপিব তোমায়।
একান্ত হৃদয়ে, আশাপথ চেয়ে, পড়িয়ে রহিব নাথ তব পায়।

আদি অন্তে তুমি জীবনের স্বামী, নাম মাত্র মুখে বলি "আমি" "আমি," যা কিছু আমার, সকলি তোমার, বেঁচে আছি তোমার ইচ্ছায়।

সাধন ভজন ব্রত অনুষ্ঠানে, শম দম জপ তপ যোগ ধ্যানে, দর্শন বিজ্ঞানে, তত্ত্বানুসন্ধানে, পেয়েছে শান্তি কে কোথায়; (বল) নিজ ইচ্ছামত করিয়া গঠন, দাও দাও দেব নূতন জীবন, তব কৃপাবল, সম্বল কেবল, তুমি গতি তুমি হে উপায়॥ ৩২২॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

ওহে গুণধাম, হরি প্রাণারাম, কর অবিরাম হৃদয়ে বিহার।

বড় সাধ মনে, প্রেম নয়নে, প্রাণ ভ'রে তোমায় দেখি বার বার।

বিষম দুর্গম নিয়তির পথে, কত বাধা বিঘ্ন প্রতি পদে পদে; পরীক্ষা বিপদে দিয়ে স্থান পদে, নিরাপদে তুমি করিলে উদ্ধার।

এসেছিনু আমি তোমার আদেশে, বিধানসঙ্গীত গাইতে এ দেশে; সাঙ্গ হ'ল লীলা, ফুরাইল খ্যালা, ডেকে লও ঘরে, খোল খোল দ্বার॥ ৩২৩॥ ঐ

ভৈরবী—ঠুংরী।

কিছুই বুঝিতে নারি, তুমি হে ক্যামন। (হরি)

তুমি হে ক্যামন, বল কাহার মতন।

ব'লে দাও ক্যামনে তোমায় করিব ধারণ; উপমা তুলনা যত, হয় দূর-পরাহত, অনন্ত অব্যক্ত তত্ত্ব নাহিক তুলন।

অদ্ভুত আশ্চর্য্য তুমি, গভীর রহস্য তুমি, পিতা মাতা বন্ধু তুমি আত্মীয় স্বজন। (পরম)

না বুঝে তোমায় ভাল, বাসিব হে চিরকাল, তুমি ভাল, বড় ভাল বুঝেছি অ্যাখন।

তোমার মতন তুমি, এই মাত্র জানি আমি; যে হও সে হও তুমি জীবনের জীবন। (আমার)॥ ৩২৪॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

"তুমি আমার আমি তোমার" জেনেছি এই সার।

ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিনা কিছু আর।

অসারের অসার, সকলি অসার ধন মান দারা সুত পরিবার; নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার, কেহ নহে ভবে কা'র। (হায়!)

তোমায় ভুলিয়ে মায়ার ছলনে, তবে ক্যান অ্যাকা ভ্রমি ভব-বনে, দেখেও দেখিনে, শুনেও শুনিনে, এ কি ঘোর বিকার; চিরদিন তুমি আমার হইয়া, অলক্ষিতে আছ হৃদয়ে ধরিয়া, ত্যজি অহঙ্কার, সজ্ঞানে এবার, আমিও হ'ব তোমার॥ ৩২৫ ॥ ঐ

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

প্রবাসে প্রান্তরে পথে আছ তুমি সব ঠাঁই।

যাত্রা-কালে হরি ব'লে, সবে মিলে ডাকি তাই।

তুমি হে বাস ভবন, আশ্রয় অবলম্বন, বিপদ-ভয়-ভঞ্জন, যখন যেখানে যাই।

মাথায় রাখিয়া হাত, কর নাথ আশীর্ব্বাদ, যাচি কৃতাঞ্জলি করে তব চরণ-প্রসাদ; বিদেশে মায়ার বশে ঘটে যদি পরমাদ, তোমার অভয়বাণী য্যান গো শুনিতে পাই।

(তোমার প্রসন্নমুখ য্যান গো দেখিতে পাই)॥ ৩২৬ ॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা।

তোমার ইচ্ছায়, ওহে দয়াময়, পেয়েছি মানব-জীবন।

আমি নই আমার, তুমি হে আমার, জীবনের জীবন।

অন্তর্যামি রূপে র'য়েছ অন্তরে, এ দেহ মন্দিরে হৃদয় ভিতরে; তুমি পরমায়ু, তুমি প্রাণবায়ু, তুমিই অনন্ত জীবন।

জন্মদাতা তুমি আদি পিতা মাতা, পালয়িতা জ্ঞানদাতা পরিত্রাতা, মঙ্গল-বিধাতা পরম দেবতা, বিপদ-ভয়-ভঞ্জন।

এ জীবন-লীলা রহস্য তোমারি, আদি অন্ত কিছু বুঝিতে না পারি; ধন্য তব কীর্ত্তি যাই বলিহারি, শরীর আত্মার মিলন।

ব'লে দাও পিতা আজি জন্ম দিনে, কি জন্য আমারে এনেছ এখানে; তোমার সেবায়, য্যান প্রাণ যায়, করি এই নিবেদন ॥৩২৭॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেটে দে কেটে দে মায়ার বন্ধন, ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই।

ঐ দ্যাখ ভাঙ্গল ম্যালা, ভবের খ্যালা, আর ভাল লাগেনা ভাই।

বাজে ঘণ্টা বার বার, অ্যাক দুই তিন চা'র, দিন গ্যাল সন্ধ্যা হ'ল, আর ব্যালা নাই; শুনে কালের ডঙ্কা, বাড়ে শঙ্কা, মা ব'লে প্রাণ কাঁদে তাই ॥ ৩২৮ ॥ ঐ

মিশ্র র'মকেলী - কাওয়ালী।

জাগ রে ভাই, হ'ল নিশি অবসান।

কর আনন্দে মা নাম গান।

প্রণমি মায়ের পদতলে, নব অনুরাগে ডাক মা ব'লে; আগে তাঁহার মুখ, দ্যাখ রে দ্যাখ দ্যাখ পা'বে মৃত দেহে প্রাণ।

উঠিছে নব রবি নবীন কিরণে, ফুটিছে নব রসে ফুল বনে বনে; বহিছে ধীরে ধীরে নব সমীরণ, মধুর ঝঙ্কারে গাইছে পিকগণ; উষার আলোকে, আনন্দ-পুলকে, জাগিল ভব-শ্মশান।

জননীর নাম সুধা পান করি, তাঁ'র জয়গীত গাও প্রাণ ভরি; চল নবজীবন-পথে অবিরত, মাতি নবোদ্যমে শিশুর মত--হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া গাইয়া মায়ের সাথে অবিরাম ॥ ৩২৯ ॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

নিরখি তোমার অসীম অম্বর, দিগন্ত প্রসার সুদূর প্রান্তর; অনন্ত সাগর, মহামহীধর পরাণ উদাস হয়।

ছুটে যেতে চায় নাথ তোমাপানে, উন্মাদ হৃদয় প্রবোধ না মানে; কে ধ্যান তাহারে টানে ভীম টানে, সুধা'লে না কথা কয়।

কিন্তু কত দূর বাহুবল আর, সিন্ধুবক্ষে কত দিব হে সাঁতার; শ্রান্ত ক্লান্ত হিয়া, হতাশ হইয়া, দ্যাখে দিক্ শূন্যময়—ফিরে এসে পুনঃ পাই নিজ ঘরে, অন্তরাত্মা তুমি র'য়েছ অন্তরে, এ কি লীলা হরি, হেসে কেঁদে মরি, লুকোচুরি অভিনয়। (এ কি) ॥ ৩৩০ ॥ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সহজে দেখিতে ধ্যান পাই হে তোমারে।
যে ভাবে যথায় থাকি অন্তরে বাহিরে।
সংশয় জঞ্জাল, পাপ মোহজাল, বিনাশি প্রকাশ মম হৃদিমন্দিরে।
সজনে নির্জ্জনে, দিব্যজ্ঞান নয়নে; দেখিব তোমারে নাথ একান্ত অন্তরে ॥ ৩৩১ ॥ ঐ

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি হে কেবল, জীবনসম্বল, তোমারেই আমি চাই।
অসার সংসার, তুমি বিনা আর, সার কিছু নাই।

লইলে তোমার চরণে শরণ, করিলে আগে স্বর্গ অন্বেষণ;
বল বুদ্ধি ধন, প্রয়োজন, সহজেই সব পাই।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, তুমি মোক্ষ ধাম, য্যান তব নাম সদা গাই,
ভকতহৃদয়, হে দয়াময়, তোমা লাগি কাঁদে তাই;
প্রাণের টানে, নাথ তোমাপানে, ছুটে য্যান আমি যাই ॥ ৩৩২ ॥ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—তেওরা।

সংসারগুরু ভার, বহিতে নারি আর,
হইল ক্ষীণ দেহ হীন বল।
এ নহে কর্ম্মযোগ, কেবল কর্ম্মভোগ,
ফলিল হাতে হাতে কর্ম্মফল।
কর্ম্মযজ্ঞে প্রাণ, আহুতি ক'রে দান,
পাইব কবে জ্ঞানভক্তিবল;
হে যজ্ঞেশ্বর হরি, নাশি কামাদি অরি,
সিঞ্চহ দীপ্ত শিরে শান্তিজল ॥ ৩৩৩ ॥ ঐ

মিশ্র বিভাষ—একতালা।

আঁধারে আলোকে, ইহপরলোকে,
যখন যে ভাবে রাখ হে যেখানে।
সুখ দুঃখ যত, তোমারি প্রেরিত,
এই কথা গাঁথা থাকে য্যান প্রাণে।
রোগ শোক ভয় বিপদ শাসন, কিছু নহে অকারণ গো;
তব অভিপ্রায়, তাহে জানা যায়, বিষে বিষ ক্ষয় য্যামন নিদানে।
বিপদ পরীক্ষা বিষাদ বিলাপে, নিন্দা অপমানে কিম্বা অনুতাপে,

থাকি য্যান আমি, অন্তর্যামী স্বামী, চাহি তোমা পানে ; শক্রভাবে
যদি পরিত্রাণ পাই, মরিলেও তাহে কোন দুঃখ নাই, মায়ের প্রহার,
ক্রোধ তিরস্কার, করে শিক্ষা দান অবোধ সন্তানে ॥ ৩৩৪ ॥ ঐ

আলেয়া ছায়ানট—একতালা।

সংসার-আশা, বিষয়-পিপাসা, দিয়ে সব বিসর্জ্জন।
সমন্বয় ধর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম, করিব আমি সাধন।
মোহ-কারাগারে, বাসনা-বিকারে, রহিবনা আর ভুলে আপনারে;
দেখে শুনে ঠেকে, শিখেছি এবারে, তুমি অ্যাক সার ধন।
চাহিব কি আর আছে কি এ ভবে, ধন জন মান কিছু নাহি রবে,
অন্তে অনন্তে বিলীন হবে বিপুল বিশ্ব ভুবন; তব নাম হরি জীবন-
সম্বল, ক্ষুধার অন্ন পিপাসার শান্তিজল, তুমি পূর্ণ কাম, প্রাণের আরাম,
নিত্য শান্তিপ্রস্রবণ ॥ ৩৩৫ ॥ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।

দে মা ভক্তি, আদ্যাশক্তি, হৃদয়ে আমার।
কর মৃত প্রাণে নবজীবন সঞ্চার।
বিনা তব কৃপাবল, জপ তপে কিবা ফল, বিফল সকল মা গো
ধ্যান জ্ঞানবিচার।
"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"
বৃথা পুজা আরাধনা, ধর্ম্ম কর্ম্ম উপাসনা, ইচ্ছামতে যদি মাগো না
চলি তোমার ॥ ৩৩৬ ॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

কর্ম্মফলে যদি, ধায় নিরবধি, প্রাণ সংসার পানে।
তবে কি সাহসে, স্বর্গসুখ আশে, যাবো আমি দেব সন্নিধানে।
মরণের পরে, অমর নগরে, যেতে বড় সাধ হয় হে অন্তরে;
কিন্তু কোন্ মুখে, তোমার সম্মুখে, প্রবেশিব সেই পুণ্য স্থানে।
নহ তুমি তথা, অসঙ্গ অনন্ত, কেবল অজ্ঞেয় নির্গুণ স্বতন্ত্র,
প্রেম পুণ্যে কত ভক্ত মূর্ত্তিমন্ত, করেন বিরাজ সেখানে;
নিজ দয়াগুণে, অধম চণ্ডালে, দাও মিলাইয়ে, দেব দ্বিজদলে,
থাকিতে সময়, বিচারে যা হয়, কর প্রভু ন্যায়দণ্ড দানে॥ ৩৩৭॥ ঐ

ব্রহ্মারাধনা সঙ্কীর্ত্তন।

(বড় তেওট)

ওঁ সত্যং পরং পরাৎপরং ব্রহ্ম সনাতন; প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন।

তুমি আছ তাই আছি, নহিলে ক্যামনে বাঁচি, তুমি আদি অনাদি কারণ। (কাটা সওাল)

তুমি আছ, আছ হে,—এই যে! অন্তরে বাহিরে,—প্রতি পরমাণু মাঝে,—তোমাতে জীবিত সবে হে। নিজমুখে বলিতেছ তুমি, আমি আছি, আছি আছি আমি।

"অশিরস্কহকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥"

(লোফা)

পরম চৈতন্য তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী জাগ্রত দেবতা। (সদা জেগে যে আছ হে,—আমার পানে চেয়ে)—অনিমেষ নয়নে সদা চেয়ে আছ) মোহনিদ্রা-ঘোরে আমি মুদে আঁখি, (আত্ম-

হারা হ'য়ে হে) তোমার সম্মুখে পাপ ঢেকে রাখি। (দেখেও দেখিনা দেখিনা,—কেবল লোকলাজ-ভয়ে মরি,—তোমায়) জ্বলন্ত কটাক্ষ হেরি ঝলসে নয়ন, (আমি চাইতে যে নারি হে;—তোমাপানে মুখ তুলে) পারিনা পারিনা আত্ম করিতে গোপন। (সব ভেঙ্গে যে গ্যাল,—সরম ভরম মোর;—তুমি কিনা জান হে,—আমার মরম কথা।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

(বড় দশকুশী)

তোমারে দেখিবার তরে, চাহি আকুল অন্তরে, জ্ঞাননেত্র করি উন্মীলন; (অন্তরে বাহিরে)—উপমা কল্পনা-যোগে) কোথাও না পাই অন্ত, অনাদি তুমি অনন্ত, মহান্ গভীর অতুলন। (আমি কোথায় এলাম গো,—না হেরি কুল কিনারা) খুঁজিতে পরমাত্মারে, হারাইনু আপনারে, ডুবিল অতলে প্রাণ মন; (আর কিছু নাই, কিছু নাই,—অ্যাক ব্রহ্ম বিনা হেতা) অধ ঊর্দ্ধ মহাশূন্য, অসীম রহস্যে পূর্ণ, বিস্ময় রসে নিমগন। (উথলিয়া পড়ে গো—কত জ্ঞান প্রেম পুণ্য)।

"অনন্তং বিততং পুরুত্রানন্ত-মন্তবচ্চ সমন্তে।
তে নাকপালচরতি বিচিন্বন্ বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য॥"

(একতালা)

ঐ মহা সিন্ধুমাঝে, জননীর সাজে, এ কি রূপ আহা মরি! (নয়ন জুড়াইল,—শূন্য প্রাণ পূর্ণ হ'ল) প্রেমের প্রতিমা, আনন্দময়ী মা, দিলে দ্যাখা দয়া করি। (অবোধ সন্তানে,—(আমার আঁধার ঘর আলো হ'লো,—ও রূপের ছটায়) বিশ্বের বিধাতা, স্নেহময়ী মাতা,

কোলে ল'য়ে জীবগণে ; (তুমি) দিয়ে অন্ন জল,—জ্ঞান ধর্ম্ম বল, পালিছ সবে যতনে। (নিজ দয়াগুণে,—দোষ গুণের বিচার করনা গো।) "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।"

(খয়রা)

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্বজনবন্দন, (তুমি সর্ব্বদেব মহেশ্বর) নিত্য বিভু পূর্ণ ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং। (স্রষ্টা পাতা পরিত্রাতা) অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিপদ ভয়ভঞ্জন, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্পতরু পরমাত্মন। তুমি গড্, খোদা, হরি, জিহোবা জনার্দ্দন. পিতা মাতা সখা বন্ধু তুমি অনন্যশরণ। (আমার আর কেহ নাই) (তুমি বিনা) (তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সিদ্ধি সাধন)

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্।"

ছোট দশকুশী।

শুদ্ধ সত্ত্ব চিদঘন, নিরবদ্য নিরঞ্জন, নিষ্কলঙ্ক পুণ্যের আধার ; (পবিত্র জলন্ত জ্যোতি) পতিতজনপাবন. পাপ সন্তাপনাশন, অধম-তারণ নির্ব্বিকার। (আমি যেতে যে নারি,—তব সহবাসে) বিনাশিতে পাপভার, করিতে জীবে উদ্ধার, পাঠাইলে ভবে সাধুগণে ; (হরিনাম দিয়ে) স্মরি পাপ অপরাধ, করে সবে আর্ত্ত নাদ, লুটাইয়ে তোমার চরণে। (গতি কর, কর ব'লে)

(ঠুংরী)

হরি হরি হরি ব'লে, যায় পাপী স্বর্গে চ'লে, পেয়ে নবজীবন অমর ; (নাথ হে) মিশে দেব দ্বিজদলে, ব'সি তব পদতলে, গা'য়

হরিগুণ নিরন্তর। (জিবন্মুক্ত হ'য়ে) (খয়রা) মনুষ্য দেবতা হয় পরশে তোমার, (বড় আশা ক'রে এসেছি নাথ, ত্রাণ পাব ব'লে) কৃতাঞ্জলিপুটে তাই ডাকি বার বার। (সকাতরে তৃণ দন্তে ল'য়ে)— ব্যথিত হৃদয়ে।

"তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥"

(খ্যামটা)

আনন্দরূপমমৃতং মূরতি মোহন। (জয় জয়!) প্রাণারাম শান্তি-দাতা হৃদয়রঞ্জন। (অনন্ত সুন্দর) তুমি সুখ শান্তি সুধাসিন্ধু প্রেম-ঘন। (অ্যামন কেবা আছে হে,—রূপে গুণে) আনন্দধামে, মাতি তব নামে, ভক্তগণ সদানন্দে র'য়েছে মগন। (কিবা শোভা মরি রে) (ঠুংরি) মধুর স্বভাবে তব, কত রস নব নব, পিয়ে হিয়া হয় মধুময়; প্রেমরূপে তুমি হরি, হৃদে হৃদে অবতরি, কর প্রেমলীলা অভিনয়। প্রেমদাস প্রেমানন্দে, মজি প্রেমমকরন্দে, দ্যাখে সব আনন্দময়। (অন্তরে বাহিরে) "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

"দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ" ॥ ৩৩৮ ॥ ঐ

[প্রত্যেক স্বরূপে সাধকের সাময়িক ভাবানুরূপ কথা (অর্থাৎ আকর) সুর ও তালের সহিত ঐক্য রাখিয়া যোগ দেওয়া যাইবে।]

কীর্ত্তন—[illegible]।

ওহে মঙ্গলময়, তোমা[illegible] নাহি কিছু অমঙ্গল।
শোক দুঃখ নির্যাতন [illegible] উদ্ধার লাগি এ সব কৌশল।

চির দিন নিরাপদে, ভোগ সুখ শ্রী সম্পদে, নাহি হয় সুশিক্ষা সাধনবল ; তাই সাধু ভক্ত জন, করে আলিঙ্গন,—ক্রুশযন্ত্রনা—পান পাত্র হলাহল।

সুখ দুখ মনের ভ্রান্তি, তুমি অ্যাকমাত্র শান্তি, পরমানন্দ অনন্ত মঙ্গল ; যে জন তোমার তরে, প্রাণ মন দান করে, তা'র মরণে জ্বলে বিশাল অনল ॥ ৩৩৯ ॥ ঐ

বিভাষ—একতালা।

হৃদয়ে জাগিছ সর্ব্বক্ষণ।

অনিমেষে প্রেমাবেশে, চেয়ে আছ হরি নিরঞ্জন।

মজিয়ে বিষয়-রসে, মহামায়া-নিদ্রাবশে, হাসি কাঁদি দেখি কত সুখ দুঃখের স্বপন।

পাপেহত জীবন্মৃত, আমি হে আত্ম-বিস্মৃত, বিক্রিত অজ্ঞান-অন্ধ-জন ; ঘুম ভাঙ্গাও, মোরে জাগাও, প্রাণে সঞ্চার নবজীবন ॥ ৩৪০ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

চির নবীন, সরস সুন্দর, মধুর তোমার প্রকৃতি।

তাই নব নব ঋতু সমাগমে ধরে নব শোভা প্রকৃতি।

তা'ই চির দিন গগন উপরে, রবি শশী নব রূপে মন হরে, ভূতলে কুসুম ফুটে থরে থরে, বিতরে পরিমল প্রীতি।

গা'য় সুললিত গীত পিকগণে, আপন আনন্দে বিজন কাননে, হাসে শিশুগণ প্রিয় দরশন, সরল কোমল আকৃতি ; ক্যান তবে শুধু আমার জীবন, দেখিতে দেখিতে হয় পুরাতন, নিত্য নব প্রেমে, নব নবোদ্যমে বিনাশ দুর্ম্মতি বিকৃতি ॥ ৩৪১ ॥ ঐ

মুলতান—কাওয়ালী।

রসনা গাও গাও হরিনাম। ভক্তিভরে অবিরাম।

পশিলে নাম-সুধা শ্রবণ-বিবরে. কত ভাবরস উথলে অন্তরে, জেগে উঠে আত্মারাম।

তিনে অ্যাক অ্যাকে তিন, আনন্দে হ'য়ে লীন, নিরখিব প্রাণারাম ; মধুর সঙ্গীতে ভাসিতে ভাসিতে, যোগমগ্ন চিতে হাসিতে হাসিতে, প্রবেশিব স্বর্গধাম॥ ৩৪২ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

রে অসান্ত চিত, গাও শান্তিগীত, শান্ত সমাহিত অন্তরে।

শান্তি শান্তি শান্তি, বল দিবা রাতি, মগ্ন হ'য়ে শান্তিসাগরে।

অনন্ত নির্ব্বাণ-নীরে স্নান করি, বল ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি হরি, শান্তিরূপ সদা হৃদে ধ্যান ধরি, শান্তিরস পান কর রে।

রাগ দ্বেষ ভয় পাপ প্রলোভন, বিষয় মোহ-বিকার ;—ব্যসন বন্ধন, বিচ্ছেদ মরণ,—বিঘ্নময় এ সংসার ; বাসনা অনল, জ্বলে অবিরল, দাও দাও তাহে ঢালি শান্তিজল ; শান্তিবর্ম্ম পরি, শান্তিঅসি ধ'রি, হও জয়ী রিপুসমরে।

কর্ম্মকোলাহল নব নবোদ্যম, আনন্দ উৎসব প্রিয়সমাগম, অন্তে সমুদয় অনন্তে হবে লয়, চির দিনের তরে॥ ৩৪৩ ॥ ঐ

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

এ জীবন বাষ্পরথে, তুমি রথী বিশ্বপতি।

কর দেব বল দান, বেগে ধাই ত্বরা গতি।

কেবল সাধনবলে, উঠিবে কে ধর্ম্মাচলে, সুদূর নিয়তিপথে চলিতে নাহি শকতি।

হ'য়ে গতিশক্তিহীন, রব আর কত দিন, পরীক্ষার প্রতিঘাতে পদে পদে অবনতি; সঞ্চার দুর্ব্বল মনে, ব্রহ্মতেজ প্রতিক্ষণে, তব কৃপা গুণে লাভ হবে অনন্ত উন্নতি ॥ ৩৪৪ ঐ

টোড়ী—কাওয়ালী।

তোমা পানে যবে চাই। (আমি)

কত আশা কত শক্তি, কত প্রেম পুণ্য ভক্তি, কতই আরাম শান্তি পাই।

কিন্তু অ্যাকবার ফিরে, দেখি যদি বাহিরে, সব সুখ শান্তি হারাই; মোহমদিরা পানে, মত্ত হ'য়ে অভিমানে, আপনারে ভুলে যাই।

নেহারিতে সব সৃষ্টি, দাও দেব দিব্য দৃষ্টি, তুমি বিনা আর কেহ নাই। (ভবে) ॥ ৩৪৫ ॥ ঐ

পূরবী—একতালা।

সংসার ভার বহিয়া সহিনু কতই যাতনা।

তবু আশা তৃষা মিটিলনা, হায় এ কি বিড়ম্বনা!

জর জর হিয়া শীর্ণ কায়, কঠিন জীবন-সংগ্রামে, হেরি অরিগণ, ভীষণ দর্শন, প্রাণ কাঁদে ভয় ভাবনায়; খেটে খেটে মরি দিবা নিশি, পিপাসায় বুক ফেটে যায়, ত্রিতাপ অনলে দেহ মন জ্বলে, জানি না শান্তি পাব কোথায়; সম্মুখে অপার কর্ম্মপারাবার নাহি তা'র কূল কিনারা, ছুটে যাই যত, স'রে যায় তত, শেষে হই দিশাহারা; কর্ম্ম-পাকে মরি ঘুরে ঘুরে, ব'সেও থাকিতে পারিনা, কোন্ দিকেপক্তি,

কোথায় নিয়তি; জানিনা, কিছু বুঝিনা; ভবলীলা যবে সাঙ্গ হবে, কি রবে সঙ্গে বলনা, দয়াময় হরি, দীনে দয়া করি, দিবে কি প্রাণে সান্ত্বনা ॥ ৩৪৬ ॥ ঐ

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

একান্ত অন্তরে চাহি রহিব তোমার পানে।
নাশি মোহতমোরাশি পশিবে এ শুন্য প্রাণে!

সমাধি বিমানোপরি, সুখে আরোহণ করি, যোগসুধা পান করি যাইব অনন্ত ধামে।

তুমি সর্ব্বশক্তিমান, মহাজ্ঞান মহাপ্রাণ, মৃত জনে পায় প্রাণ তোমার চিন্তনে ধ্যানে; তব সুখসহবাসে, আনন্দে হৃদয় ভাসে, নব-জীবন সঞ্চারে নামামৃত রস পানে ॥ ৩৪৭ ॥ ঐ

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্ত।

অ্যাকে অ্যাকে ফুরাইল, ইহজীবন-সম্বল।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, শান্তি, স্বাস্থ্য, সুখ, বাহুবল।

ক্ষীণ তনু হীনবল, ইন্দ্রিয়গণ বিকল; যাহা কিছু দিয়েছিলে, ক্রমে সব কেড়ে নিলে, (মা) রহিল সঙ্গে কেবল পাপপুণ্যকর্ম্মফল।

মা তব চরণে ধরি, কাতরে মিনতি করি, রোগযন্ত্রণানলে ঢেলে দাও শান্তিজল।

অন্তিমে নিকটে থেক, স্নেহকোলে ঢেকে রেখ; দিব্যনেত্রে দেখে তোমায় হয় যান জন্ম সফল। (মা মা ব'লে ডেকে যান মা, করি এ প্রাণ শীতল।)

সর্ব্বস্বান্ত করি শেষে সাজালে সন্ন্যাসী বেশে ; স্রোতে ভেসে, নিজ দেশে তোমার সঙ্গে যাই চল। (জয় জয়! সচ্চিদানন্দ হরেনামৈব কেবল॥ ৩৪৮॥ ঐ

আলেয়া—একতালা।

প্রভু তোমা তরে ব্যাকুল অন্তরে, ফিরে নানা স্থানে নরনারীগণ।
পরাণের টানে, ধায় তোমা পানে, নাহি জানে তুমি কিরূপ ক্যামন।
কেহ নদী সরস্বতী সিন্ধুনীরে,—প্রসন্না সলিলা জাহ্নবীর তীরে, কেহ গিরিশিরে মসজিদে মন্দিরে, প্রকৃতির দ্বারে করে অন্বেষণ।
কেহ জ্যোতির্ম্ময় তপন দর্পনে, চাহে নিরখিতে তোমারে নয়নে, কেহ তীর্থবাসে, ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে, কেহ করে প্রতিমা গঠন ; কেহ সাধু ভক্তজন পায় ধরি, বলে "তুমি মম ইষ্টদেব হরি," পাগলের মত ভ্রমে ইতস্ততঃ নাহি পায় তবু তব দরশন।
সহজে না যদি দিবে তুমি দ্যাখা, বিশ্বমাঝে লুকাইয়া রবে অ্যাকা, ক্যান তবে প্রাণ কাঁদাইলে সখা, ভুলাইলে মানবের মন ; এই যে র'য়েছ হৃদয়-কুটীরে, ভিতরে বাহিরে চারিধারে ঘিরে, উর্দ্ধ অধঃ শূন্য তোমাতেই পূর্ণ, তুমি আমি দুজনে অ্যাকজন॥ ৩৪৯॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

এই বিষম সংসারের গুরু ভার। প্রভু বইতে যে পারিনে আর।
খেটে মরি দিন রজনী, তবু কাজের শেষ মরেনা থাকে য্যামন তেমনি ; প'ড়ে অকূল ভবসিন্ধু জলে, হ'ল ওষ্ঠাগত প্রাণ আমার।

অসার ভবিষ্যতের ভাবনায়, গায়ের রক্ত শুকিয়ে গ্যাল শীর্ণ হ'ল কায়; হায়! কা'র জন্যে বা মরি ভেবে কেউ তো নহে আপনার।

যা'দের জন্যে দিলাম এ জীবন, পেলামনা অ্যাক দিনের তরে তাহাদেরও মন; অ্যাখন দয়া ক'রে দীনবন্ধু বিপদে কর উদ্ধার॥৩৫০॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

আর ভাল লাগে না সংসার।

মুখে রক্ত উঠে, খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম হ'ল সার।

পরের মন যোগাতে দিন গ্যাল, আসল কর্ম্ম পুণ্য ধর্ম্ম কিছুই না হ'ল; বিনা সম্বলে ক্যামনে বল হব ভবনদী পার।

মোহে অন্ধ হ'য়ে কত কাল, ব'হিব ভূতের বোঝা পাপের জঞ্জাল; মরি যা'দের জন্যে অ্যাত ক'রে তা'রা কেউ নয় আপনার।

কোথা ওহে জীবন-সহায়, চরমকালের বন্ধু প্রভু দয়াময়; আমি দেখ্‌লাম ভেবে, অসার ভবে, তুমি বিনা সব অসার॥ ৩৫১ ॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

ক্যান রে ভাই কিসের অ্যাত অহঙ্কার।

ঐ সুখের শরীর দুদিন পরে পুড়ে হবে ছারখার।

যখন যমে ধ'র্‌বে তোকে, পড়িবি ঘোর বিপাকে, সর্ষের ফুল দেখ্‌বি চোখে, পলকে হবে আঁধার; তখন হ'য়ে রবি হতভম্বা, লেগে যাবে ভ্যাবা চ্যাকা, শিঙ্গে ফুঁকিয়া হাঁতড়াবি শুয়ে হাপু গুণ্‌বি বারে বার।

চাঁদ মুখ মলিন হবে, চক্ষে ছানি পড়িবে, দাঁতগুল বেরিয়ে রবে, ধর্‌বি অদ্ভুতআকার; তোর গায়ের গন্ধে ভূত পলাবে, দূরে থেকে দেখবে সবে, গোবর ছড়া দিয়ে বিদায় কর্‌বে প্রিয় পরিবার।

খাট পালং কেড়ে নিয়ে, ছেঁড়া কোপ্‌নি পরায়ে, আত্মীয়গণে মিলে ব'ল্‌বে হরি দুই অ্যাকবার; তা'রা প্রথম দুই চা'র দিন কাঁদিবে, তা'র পরে ভুলে যাবে, কে কোথা প'ড়ে রবে, তুমিই বা কা'র কে তোমার।

হাত পা ঠাণ্ডা হবে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে, প'ড়ে প'ড়ে খাবি খাবে, ক্রন্দন হইবে সার; যত পাপের কথা প'ড়্‌বে মনে, মোহ নিদ্রা যাবে ভেঙ্গে, অনুতাপে প্রাণ ফাটিবে, ক'র্‌তে হবে হাহাকার।

ধন মান বিদ্যা মদে, ভুলে আছ আহ্লাদে, ভেবেছ নিরাপদে কেটে যাবে এই প্রকার; তোর কোথায় রবে টাকার থ'লে, স্ত্রী পুত্র ছেলে পিলে, দাঁড়িয়ে ভবনদীর কূলে দেখবে সকল নৈরাকার।

কা'র তরে মর খেটে, মুখেতে রক্ত উঠে, আন পরের ধন লুঠে, ভাবনাক একটী বার; ও তোর পাপের ভোগী কে হইবে, সুখের ভাগ তো সবাই নেবে, নিজে কেবল ম'র্‌বে ডুবে, খেটে ভূতের ব্যাগার।

দীন প্রেমদাসে বলে, থেকনা মায়ায় ভুলে, দেহাভিমান সকলে কর রে ভাই পরিহার; ভজ হরির চরণ-পদ্ম, ছাড়ি কোলাহল দন্দ্ব, মাটীর মানুষ হ'য়ে সদা কর জীবের উপকার ॥ ৩৫২ ॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

ওরে মনপাখী চাতুরী ক'র্‌বে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে প'ড়্‌বে নাকি একটীবার।

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাকো সদা বাহিরে, জাল কেটে পালাও উড়ে ফাঁকি দিয়ে বারেবার; তোমায় অ্যাক দিন ফাঁদে প'ড়্‌তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে, শরণাগত হ'য়ে ক'র্‌বে দুঃখে হাহা-কার।

যে দিনে ব্যাধের বাণে, কাল ভুজঙ্গ দংশনে, অলে মরিবে প্রাণে দেখ্‌বে চক্ষে অন্ধকার ; তখন আপনা হ'তে পোষ মানিবে, তাড়াই-লেও নাহি যাবে, পিঞ্জরে ব'সে হরিগুণ গাইবে অনিবার ॥ ৩৫৩ ॥ ঐ

বাউলে—খ্যামটা।

ধন্য বিধি যাই তোমায় বলিহারী।
কত গুণ ধর তুমি কিছুই বুঝিতে নারি।

দেখে তোমার রচনা, মুখে কথা সরেনা, পরাভব মানে মহা কবির কল্পনা ; কত বিচিত্র কৌশলে পূর্ণ স্থন্দর কারীকুরী।

জ্ঞানী পণ্ডিত বিদ্বান, তা'রা না পেয়ে সন্ধান, পঞ্চভূতের কার্য্য দেখে হ'ল হতজ্ঞান ; করে কুসিদ্ধান্ত, হ'য়ে ভ্রান্ত, আত্মতত্ত্ব পাশরি।

কেহ বলে ভুতের সংযোগে, অন্ধশক্তি প্রভাবে, আপনা হ'তে জড় জীব হয় এই ভাবে ; কর্ত্তা বিনা কর্ম্ম হ'ল, কি বুদ্ধি আহা মরি!

তোমার কীর্ত্তি সমুদায়, য্যান ভোজবাজী প্রায়, সহজে সামান্য জ্ঞানে বোঝা নাহি যায় ; অ্যাঁক মাটী হ'তে প্রকাশিলে কত রসের মাধুরী ॥ ৩৫৪ ॥ ঐ

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

তোমার কি দোষ দিব সকলি নিজ দোষে করে।
বলিবার পথ রাখি নাই কিছু আর বলিতে তোমারে।

ক্যামনে আর এ পাপ মুখে, ডাক্‌ব তোমায় পিতা ব'লে, অবাধ্য সন্তানের প্রতি নাথ চাহিবে কি ফিরে ; ইচ্ছা হয় কেঁদে গিয়ে, প'ড়ি আবার তোমার পায়ে, কিন্তু প্রাণ কাঁপে ভয়ে, পাপরাশি মনে ক'রে।

কত পবিত্র ভূষণে, বহুমূল্য নানারঙ্গে, সাজাইয়ে দিয়েছিলে যতন ক'রে; হায় কোথায় সে দেব-স্বভাব, কোথায় সে পবিত্র ভাব, পাপাগুণে দগ্ধ করিয়াছি নিজ করে॥ ৩৫৫ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

কে দেবে এনে ও সেই হৃদয়নাথে, আমার যাঁর লাগি প্রাণ কাঁদে। (হায়)

আমি কি লইয়ে থাক্‌ব এ সংসারে, হারায়ে জীবন সর্ব্বস্ব ধনে।
হায় কোথায় গেলে আমি তাঁ'রে পাব, দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াইব।
যদি অ্যাকবার দেখ্‌তে পাই তাঁ'রে, ব'লি মনের দুঃখ প্রকাশ ক'রে (হায়)॥ ৩৫৬ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

অ্যাকবার ডাক্‌রে দিন যায় ব'য়ে।

ডাকো তাঁ'রে দয়াল ব'লে হৃদয় ভরিয়ে। (অ্যাকবার ডাক্ ডাক্ রে)
ডাকো তাঁরে সবে মিলে ব্যাকুল হৃদয়ে। (অ্যাকবার ডাক্ ডাক্ রে)
নামের গুণে ত'রে যাবে ভব পার হ'য়ে। (পতিত পাবন নামের গুণে রে)
কি করিলে ভবে আসি জনম লইয়ে। (কেবল এলে আর গে'লে রে)
শমন নিকটে তোর র'য়েছে বসিয়ে। (চেয়ে দ্যাখ্ দ্যাখ্ রে)॥ ৩৫৭॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

হরি হে কর পাষণ্ড দলন। ওহে দর্পহারী পতিতপাবন।

তোমার সোণার রাজ্য, হ'ল মলিন; (দ্যাখহে ও জগতপতি) পাপ অবিশ্বাসে ধর্ম্মহীন। (হে)

এবার সাজহে, সমরবেশে; (রাজ রাজেশ্বররূপে হে) পাপরিপু কুল সংহার এসে। (হে)

তোমার অপমান আর, সয়না প্রাণে; শত্রুবিনাশ ন্যায় দণ্ড দানে। (হে)

হুঙ্কার রবে; (সুগভীর গরজনে) কাঁপাও ভুবন; শুনে পালাবে অসুরগণ। (হে)

অ্যাকবার দ্যাখাও তোমার, পরাক্রম; ফিরাও পাপীর পাষাণ মন। (হে)

হ'য়ে সেনাপতি, ধর বজ্র দণ্ড; কর অধর্ম্ম খণ্ড বিখণ্ড। (হে)

আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব; (বিজয় নিশান ধ'রেহে) ব্রহ্ম-নামের ডঙ্কা বাজাইব। (হে)

শত্রুহৃদিমাঝে, রাজসিংহাসনে; ব'সে বিলাও প্রেম সর্ব্বজনে। (হে)

ভক্তি রসহীন, যত কর্ম্মী জ্ঞানী; সবে হউক প্রেম ধনে ধনী। (হে) (তোমার আশীর্ব্বাদে)

তোমার প্রেমের জয়, ঘোষণা ক'রে; আমরা ভাসিব সুখসাগরে।

(হে) (সকলে মিলে) ॥ ৩৫৮ ॥ ঐ

ভৈরবী—তেওট।

ঘুচাতে ভবভার, নাশিতে অন্ধকার, পাঠালে জগতে নব-বিধান।

আপনি দণ্ড ধরি, রিপু সংহার করি, রাখিলে পুণ্যবলে ভক্তের মান। (হরি)

বহু পূরাকালে, প্রাচীন আর্য্যকুলে, স্বজিলে কত যোগী ব্রহ্মবান্; বেদ বাইবেল নীতি, কোরাণ শ্রুতি স্মৃতি প্রকাশি বিতরিলে তত্ত্বজ্ঞান!

পুরাণ ভাগবতে, গীতা মহাভারতে. শিখালে প্রেম ভক্তি যোগ ধ্যান; শুক জনক শিব, শ্রীরাম রাঘব, সকলে প্রচারিলেন হরি নাম।

প্রহ্লাদে শিশুকালে, নানা বিপদে ফেলে. করিলে জীবগণে ভক্তি দান; নানক শাক্য ধ্রুব. নারদ বাসুদেব, লীলার সহায় পুরুষ প্রধান।

দাউদ ইলাইজা, জেরিমায়া মুশা, জিহোবা নাম করেছিল গান, অ্যাকেশ্বরবাদী. মহম্মদ আদি, তোমারি প্রেরিত প্রিয়-সন্তান।

য়িহুদীবংশধর, সুপুত্র নরবর, ভক্তরাজ ঈশামসি গুণধাম; তাঁহারে শক্রহাতে, বধিয়ে ক্রুশা-খাতে, দ্যাখালে দাস্যমুক্তির প্রমাণ।

চৈতন্যের সন্ন্যাস. মহাভাববিলাস, তোমারি লীলাবিহার বিধান; পরাভক্তি দিয়ে, তাঁহারে পাঠাইয়ে, করিলে বিগলিত পাপীর প্রাণ।

যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, সর্ব্বরস-পরিপূর্ণ, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান; ল'ইয়ে অবশেষে, আসিলে বঙ্গদেশে, দিতে জগতজনে পরিত্রাণ।

এই নব বিধানে. সাধু সেবাত্মাগণে, হইলেন ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান; তোমারি অনুমতি, অখণ্ড রাজবিধি, বুদ্ধি যুক্তির নাহি অভিমান।

সকলে অ্যাক হ'য়ে, ব্রাহ্মগণে ল'য়ে, করিছে তোমারি মহিমা গান; ভেদাভেদ গ্যাল দূরে, সকলে অ্যাক সুরে, ব'লিছে জয় জয় ভগবান॥ ৩৫৯॥ ঐ

কীর্ত্তন—লোফা।

কত আর সয়, পাপীর প্রাণে হে, ও নাথ মনের দুঃখ মমে লয় হয়।

তোমার প্রেমসিন্ধু তীরে ব'সে, পিপাসায় বিদরে হৃদয়।

(দশকুশী) ওহে দয়ার সাগর তুমি, অনাথ দরিদ্র আমি নাথ, তুমি পিতা আমিত সন্তান হে; বিলম্ব কোরনা আর, হ'য়েছি বড় কাতর নাথ! ঘুচাও দুঃখ জনমের মতন হে; (আর যে সহেনা সহেনা) (নবজীবন দানে)

আমার দুঃখের কথা মনে হ'লে, শোকসিন্ধু উথলে, বাঁচিতে আর হয়না বাসনা হে; (কিবা সুখ আছে আর—এ পাপ জীবনে।

তোমার বিরহে প্রাণ, হৃদয় করে দহন, নয়নজলে হয়না নির্ব্বাণ হে; (অন্তরের জ্বালা) (চক্ষে জলও আর ঝরেনা, সব শুকায়েছে)।

(লোফা) হ'লো যাতনার উপরে যাতনায়, কঠীন হৃদয়, কপট ক্রন্দনে প্রেম না হয় উদয়; অনুরাগ বিহনে সকলি যে অরণ্যে রোদন হে।

ওহে দুঃখের কাহিনী মম, সকলিত পুরাতন, জানাইতে বাকি কিবা আছে; (অ্যাখন বিচারে যা হয় কর,—নিরুপায়ের উপায় তুমি হে) প্রভু তোমার নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরে; আর কে করিবে স্নেহ মমতা, তোমায় ছেড়ে যাব কোথায় হে॥ ৩৬০॥ ঐ

কীর্ত্তন।

(লোফা) প্রাণ চায়না যে আর, তোমায় ছেড়ে থাকিতে আর সংসারে। (তোমায় ছেড়ে ফিরে যেতে সংসারে) (ফিরে যাবই বা কোথা তাই)

মোহ কোলাহলে পাছে তোমা ধনে বঞ্চিত হই তাই, বড় দুঃখের ধন তুমি তাই।

বড় সাধ মনে গোপনে নির্জ্জনে, থাকি কিছু দিন তোমার সনে।

ভক্তিযোগে হইয়ে মগন, করি দরশন, ঐ অপরূপ হৃদয়রঞ্জন;—

(দশকুশী) প্রভু তোমার চরণ প্রান্তে, একান্তে পরমানন্দে, থাকি সদা এই আকিঞ্চন ; (অনুরাগে ম'জেছে) ব'লিব তোমার কাছে, যা কিছু বলিবার আছে, শুনিব ঐ শ্রীমুখের বচন ; (শুনে প্রাণ শীতল হবে) ব'লিব দুঃখের কাহিনী, শুনিব আশ্বাসবাণী, চক্ষু কর্ণের ভাঙ্গিব বিবাদ ; (তোমায় দেখে শুনে হে) তোমার পুণ্যময় সহবাসে, রাখিতে হবে এ দাসে, (চির দিনের তরে হে) এই মম হৃদয় বাসনা ; প্রভু তোমার গুণ চিন্তনে, শ্রবণ মনন গানে, এই দেহ করিব পতন। (জীবন ধন্য হবে হে) ॥ ৩৬১ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—তেওট।

করযোড়ে করি পিতা এই নিবেদন।

যদি সহস্র দুঃখে করে নির্যাতন, তবু প্রাণান্তেও ছাড়ি না য্যান চরণ।

মনে ভয় হয়, ওহে দয়াময়, পাছে আবার তোমায় ছেড়ে যাই কোথায় ; তাই ডাকি হে বারে বারে, আশীর্ব্বাদ কর মোরে, য্যান পাপ-সাগরে আবার না হই হে মগন।

পিতা সদাকাল থেক আমার সম্মুখে, কভু চরণছাড়া কোরনা পাপীকে ; পাপ প্রলোভন চারিদিকে, আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে, কখন কোন্ বিপদ্ ঘটে তা'র নাহি নিরূপণ।

দিয়ে ন্যায়দণ্ড কর হে বিচার, সকল অপরাধ হ'তে কর হে নিস্তার ; করি কাতরে প্রার্থনা, আর পরীক্ষায় এননা, অ্যাখন এই কর য'াতে রক্ষা পায় এ পাপীর জীবন ॥ ৩৬২ ॥ ঐ

খাম্বাজ—ঠুংরী।

অনন্ত রূপিণী মাগো সর্ব্ব-মঙ্গলে।

গৃহলক্ষ্মী শিবে সন্তান-বৎসলে।

তোমার এ সংসারে, গৃহাশ্রমে পরিবারে, দাস দাসী হ'য়ে মোরা আছি সকলে।

শুভকার্য্য অনুষ্ঠানে, মা তোমার অধিষ্ঠানে, হয় স্বর্গ অবতীর্ণ অবনীতলে।

সাধিয়া তোমার কর্ম্ম, নিত্য ব্রত গৃহ-ধর্ম্ম, অন্তে যেন পাই স্থান ও পদ-কমলে ॥ ৩৬৩ ॥ ঐ

খাম্বাজ—যৎ।

মা তোমার আদরে গ'লে তোমার সঙ্গে মিশে যাই।

অসার জীবনে, আত্মঅভিমানে সুখ নাই।

প্রেম যোগে অ্যাক্ ক'রে, রাখ মা গো বুকে ধ'রে; সুরপুরবাসী ভক্তগণসঙ্গে অ্যাক ঠাঁই।

তোমার প্রকৃতি পেয়ে, আমরা হ'য়েছি মেয়ে; মায়ে ঝিয়ে অ্যাক হ'য়ে থাকিতে বাসনা তাই ॥ ৩৬৪ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

ঘটে ঘটে ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান। জ্বলে জ্বলন্ত অনল সমান।

হ'য়ে ব্রহ্ম-গত প্রাণ, কর হরিনাম গান।

যে তেজে ভক্তদল, করে নাম-কোলাহল, হরিনামে ধরে মত্ত মাতঙ্গের বল; কত মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, ওরে নহে এ তো অনুমান।

যাহার প্রভায়, পাপী স্বর্গে যায়, যুগে যুগে যুগ-ধর্ম্মে জগত মাতায়; এই কলিযুগে নর-নারী করে তার সাক্ষ্য দান।

হরি-প্রেমে সমুদয়, আজ হ'ল অগ্নিময়, চোখে মুখে আগুণ ছোটে অগ্নিবায়ু বয়; খোলে কর্ত্তালে আগুন জ্বলে, কা'র সাধ্য কে করে নির্ব্বাণ ॥ ৩৬৫ ॥ ঐ

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা—যৎ।

শঙ্কটে রাখ মা শঙ্করী। পতিতে উদ্ধার কর দিয়ে চরণ তরী।

আমার গণা দিন ফুরা'য়ে গ্যাল, মরণ নিকটে এল, নাহিক পথ-সম্বল, সেই ভয়ে ভেবে মরি।

বড় সাধ ছিল মনে মুক্ত হ'য়ে পাপ ঋণে, পরলোকে গমন করি: হায় সে আশা কি পূর্ণ হবে, পরিত্রাণ পাব ভবে, প্রবেশিব দিব্য-ধামে ভাগবতী তনু ধরি ॥ ৩৬৬ ॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ।

আঁধারে লুকা'য়ে ক্যান ডাকিছ মা মৃদু স্বরে।

বাহিরে এসনা ক্যান, আসিতে কি লজ্জা করে।

শুনেছি ঐ মিষ্ট বাণী, জানি মা গো তোমায় জানি, বড় ভাল বাস তুমি, প্রাণ টানে তাই তোমাতরে।

ব'লে দে মা প্রকৃতিরে, পথ ছেড়ে দিতে মোরে, রূপ রস গন্ধে আমায় রেখেছ সে অন্ধ করে।

কাছে এসে হাতে ধ'রে, ল'য়ে যাও গো কোলে ক'রে, কোলে চ'ড়ে মা মা ব'লে ঘরের ছেলে যাই ঘরে ॥ ৩৬৭ ॥ ঐ

বাউলে—একতালা।

তেমনি ক'রে ডাক্ দেখিরে আমার মন।

যে ভাবে চৈতন্য ডেকে ডেকে (কোথা নাথ নাথ ব'লে,—কেঁদে কেঁদে) হ'তেন প্রেমে অচেতন।

(তবে পাবি রে সেই হরিধন) (নৈলে হবেনা সিদ্ধ সাধন)

মুখের কথায় প্রার্থনা কি হয়, ভাবে গ'লে অ্যাকেবারে হ'তে হবে লয়; (হরিপদে) য্যামন পিতা পিতা ব'লে, (ভূমে লুটা'য়ে) করিতেন ঈশা রোদন।

না ধরিলে শাক্যের চরণ, হবেনা হবেনা সিদ্ধ বৈরাগ্য সাধন; তাঁ'র চক্ষে, বিবেক আলোকে, কর সংসার দর্শন।

চাহ যদি ধর্ম্ম-সমন্বয়, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মিলনে যা' হয়: তবে ব্রহ্মানন্দের পদ-চিহ্ন কররে অনুসরণ ॥ ৩৬৮ ॥ ঐ

কানেড়া—একতালা।

এই কি ভালবাসা তাঁ'র প্রতি ওরে মন।
যাঁ'রে বল প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন।

সকল হইতে প্রিয়, যিনি পরমাত্মীয়, শাস্ত্রের লিখন; জীবনে কৈ দ্যাখাইলে তা'র নিদর্শন।

নহে এ তো ছেলে খ্যালা, অন্ধকারে ঢিল ফ্যালা, অরণ্যে রোদন; হৃদয়ে ধরিতে হবে সখার চরণ।

অ্যাকেবারে দাও ঢেলে, যাঁ'র ধন তাঁ'রে ফেলে, কোরনা ওজন; দেখে তোর দশা হাসে, সাধু ভক্তগণ। (কৃপণে কি পারে প্রেম করিতে সাধন)

সকলেরে দিয়ে থুয়ে, উচ্ছিষ্ট হৃদয় ধুয়ে, করিছ অর্পণ; ফাঁকি দিয়ে যাইবে কি বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ ৩৬৯ ॥ ঐ

ঝিঁঝিট—একতালা।

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দ্যাখোরে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদু মন্দ, সুধাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি।

অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা; ঘোরালো রসালো, করে দিক্ আলো, শোভা হেরে মন উদাসী।

কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে; মা হাসে ফুলের ভিতরে তাই ফুল অ্যাত ভালবাসি।

তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে, নিরখিয়ে নিরঞ্জনে; ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে, যোগী ঋষি তপোবনবাসী ॥ ৩৭০ ॥ ঐ

খাম্বাজ মিশ্র—কাওয়ালী।

দিয়ে ক্যান লও ফিরে হে প্রিয় সন্তান।
আমি তো নহি কখন কা'রো প্রতি বাম।

শুধু প্রাণ দিলে কি হবে, টান তোমার দেখি যে ভবে; চাহিনা চাহিনা আমি কৃপণের দান।

প্রেম দিয়ে যে ভেবে মরে, পরে অনুতাপ করে, ওরে বাছা সে তো নয় প্রেম, কেবল অপমান; আমালাগি যে বৈরাগী, অনুরাগী সর্ব্ব-ত্যাগী, জানে তা'রা আমি ভক্তাধীন ভগবান ॥ ৩৭১ ॥ ঐ

বিভাস—একতালা।

কাঙ্গাল গরীবের সাথে আর ক্যান কর খ্যালা।
সোজা সুজি পথ ব'লে দাও, এ দিকে যে গ্যাল ব্যালা।

সাধনে জ্ঞানে বিচারে, কে তোমায় ধরিতে পারে, অনুমানে অন্ধকারে, সেতো কেবল ঢিল ক্যালা।

দেখে শুনে হা'র মেনেছি, হরি হে তোমায় চিনেছি, হাতে হাতে ফল পেয়েছি ক'রে তোমায় অবহ্যালা ; ভেবে ভেবে হ'লেম সারা, নাহি দেখি কুল কিনারা, নিজগুণে কর হে পার দিয়ে দাসে চরণ-ভ্যালা ॥ ৩৭২ ॥ ঐ

সিন্ধু—একতালা।

মাকে পেয়েছি অ্যাখন আর কারু কাছে যাবনা।
মার কাছে শুয়ে শুয়ে মা মা ব'লে ডাক রসনা।

মা বিনা আর কি ধন আছে, যাব বল কা'র কাছে, প্রাণভরা মা নামে ছুরে যায় ভয় ভাবনা।

বাসনা কামনা আদি, ভজনের প্রতিবাদী; যত সব ভব-ব্যাধি, কেঁদনা আর কেঁদনা ; জননীর নিকেতনে, মিলে ভক্তগণসনে, সদানন্দে মার নাম করিব আমি ঘোষণা।

পিয়ে মাতৃস্নেহ সুধা, নিবারিব ভব-ক্ষুধা, মায়ের কোল পেলে ছেলে আর কোথাও যেতে চাহেনা ॥ ৩৭৩ ॥ ঐ

ভৈরবী—কাওয়ালী।

না বুঝে তোমারে ভাল বাসে হে যে জন।
সেই তো প্রেমিক তোমার মনের মতন।

না দেখে বিশ্বাস করে, আশায় জীবন ধরে, কিছুতেই নাহিক ডরে ; সদানন্দ মন।

গোপনে তোমারে ল'য়ে, প্রাণে প্রাণে অ্যাক হ'য়ে, নীরবে উভয়ে করে প্রেম আলাপন ॥ ৩৭৪ ॥ ঐ

সিন্ধু-মল্লার—কাওয়ালী।

কবে হব তব প্রেমে লয়।

ওহে হরি প্রেমময়, জল-বিন্দু যথা জলে অ্যাকাকার হয়।

ভেদ-বুদ্ধি অহঙ্কার, আমিত্বের অত্যাচার, অবিদ্যার গুরুভার, আর নাহি সয়।

দেখিতে দেখিতে তোমার স্বরূপ লক্ষণ, আমিও হইব দেব তোমারি মতন; অনন্ত সমাধিনীরে, মগ্ন হ'য়ে ধীরে ধীরে, প্রবেশিব সশরীরে অমর-আলয়॥ ৩৭৫॥ ঐ

কীর্ত্তন—থ্যামটা।

হরি প্রেমস্রোতে ভেসে যাই, বিচারে কায নাই।

স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে রে ভাই, প্রেমানন্দে হরি-গুণ গাই।

যথা হরিভক্তদল, তথায় ভকতবৎসল, হ'য়ে অ্যাক ঠাঁই; সাধু ভক্ত সঙ্গে রসরঙ্গে রে ভাই, তাই সদা থাকিতে চাই।

ভক্ত মুখে নাম-গান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, হাতে হাতে স্বর্গ পাই; হরি প্রেম-মদে মত্ত হ'য়ে রে ভাই, এস ভেদাভেদ ভুলে যাই।

ঐ দ্যাখ্ যবন চণ্ডাল-কোলে রে ভাই, নাচে গৌর গোসাঞী॥৩৭৬॥ ঐ

কাফী-বাহার—যৎ।

বৃথা চিন্তা ক্যান কর মন, ভজ চিন্তামণির শ্রীচরণ।

কি আছে আর এ সংসারে, অ্যামন চিরন্তন ধন।

পাপ-চিন্তা বিষ-জ্বরে, পুণ্য-বল ক্ষয় করে, সব সুখ শান্তি হরে, তাই বিষণ্ণ বদন।

হরি-ধ্যানে, হরি-জ্ঞানে, হরি-চিন্তামৃত পানে, হরিনাম গুণ গানে, থাকরে চির মগন॥ ৩৭৭॥ ঐ

দেশ-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আহা কিবা মধুর প্রকৃতি মা তোমার।

যত ভাবি তত প্রাণে হয় আশার সঞ্চার।

যখন বিপদ কালে, প'ড়ে ঘোর মায়াজালে, সব দিক দেখি অন্ধকার; তখন মোহন বেশে, হেসে হেসে কাছে এসে, নিমেষে ঘুচাও দুঃখ ভার।

যখন ফুরায় সব, নৃত্য গীত মহোৎসব, শ্মশান সমান হয় এ সংসার; তখন সুযোগ পেয়ে, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়ে, খুলে দাও অলক্ষিতে স্বর্গের দুয়ার ॥ ৩৭৮ ॥ ঐ

বসন্ত-বাহার—কাওয়ালী।

অন্ধকার চিদাকাশে কে য্যান অ্যাকজন।

আপনার ভাবে আপনি করে সদা সঞ্চরণ।

কাণে কাণে কথা বলে, হেসে হেসে যায় চ'লে, নিদ্রাবশে দেখি য্যান কত সুখের স্বপন।

খুঁজিবারে যদি যাই, খুঁজে দ্যাখা নাহি পাই, কিন্তু নিজে কাছে এসে দ্যায় দরশন; দুয়ার ঠেলিয়া কভু করে পলায়ন; লুকোচুরি খ্যালে য্যান শিশু ছেলের মতন।

কখন দ্যাখায় ভয় না কহে বচন, অভিমানে ঢেকে রাখে প্রসন্ন বদন; আবার নূতন বেশে, প্রাণের ভিতরে এসে, চমকে পলকে, মেঘে চপলা য্যামন—হাসায় কাঁদায় করে উত্তং ফুত্তং, ক্ষ্যাপালে এবার আমায় সেই ক্ষ্যাপা নিরঞ্জন।

কখন ধমক দিয়ে, দ্যায় ঘুম ভাঙ্গাইয়ে, করে তিরস্কার কত তর্জ্জন গর্জ্জন; কাঁপায় অশনি নাদে য্যান ত্রিভুবন—তবু তা'র মর্ম্ম নাহি বোঝে এ অবোধ মন।

কভু পিতৃ মাতৃ সখা সুহৃদের প্রায়, কখন বাল-গোপাল বেশে নাচে গায়; জ্বালিয়ে বিশ্বাস বাতি, জেগে আজ সারা রাতি, দেখিব ক্যামন সেই পুরুষ রতন—ধরিয়া ফেলিব তা'র অভয় চরণ—

বড় মজা হবে রে তাই দুজনে মিলে তখন ॥ ৩৭৯ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

লাগাও দেখি প্রেমের ভেল্‌কী ওহে যাদুকর। (অ্যাকবার)

অপরূপ রূপ দ্যাখায়ে কর রূপান্তর।

হরি মন্ত্র কাণে দিয়ে, আত্মজ্ঞান দাও ভুলা'য়ে, তোমার ভাবে ভাব মিশায়ে হই ভাবান্তর।

জয় বিশ্বেশ্বর!—হরি গুণাকর, প্রেমের সাগর।

রসনায় ব'স এসে; বাগ্বাদিনী বেশে, আনন্দে হেসে হেসে শুনাও মধুর স্বর; ল'য়ে মৃদঙ্গ হাতে, বাজাও আমাদের সাথে, নাচাও হে তালে তালে হরি লুট কর।

সঞ্চার দৈবশক্তি, মহাভাব-ময়ী ভক্তি, মেখে দাও প্রেমাঞ্জন চক্ষের উপর। জয় বিশ্বেশ্বর, প্রেমের সাগর, শ্রীহরি সুন্দর। ৩৮০ ॥ঐ

ভৈরবী—ঠুংরী।

বল না মা কবে হব বলবান্। (আমি)

যেমন তোমার সব সাধু সন্তান।

পাপ রিপুগণ, করে আক্রমণ, দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ; কবে বিভসনে, গম্ভীর গর্জ্জনে, বলিব দূরে যয়তান।

আগে আগে চ'লি, যায় মহা-ব'লী, ধরি বিজয় নিশান ; আমি মন্দ মতি, ভীরু ভ্রান্ত অতি, রোগে শোকে ম্রিয়মাণ ; কাতর তনয়ে; যাও গো যাও ল'য়ে, কর বরাভয় দান—কবে দয়াময়ী, হব রিপু-জয়ী, করি তব সুধা পান ॥ ৩৮১ ॥ ঐ

ভজন।

জয় বিশ্বেশ্বর, ভয়হর শঙ্কর, প্রাণেশ্বর শিব সুন্দর জী।

সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, চিত্ত-বিনোদন, প্রভু জী।

স্বয়ম্ভু পুরাণ, সর্ব্ব-শক্তিমান, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ জী ; দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর নিখিল-নিয়ন্তা পরমাত্মা জী—অনাদ্যানন্তং পুরুষ মহান্তং সচ্চিদানন্দং স্বামী জী।

মঙ্গল-আলয়, পরম-আশ্রয়, প্রজাপতি ভূত-ভাবন জী ; করুণা সাগর, প্রেমের আকর, জগদীশ জগবন্দন জী—সিদ্ধি বিধাতা, কল্যাণ-দাতা, দীনজনত্রাতা পিতা জী।

পতিত-পাবন, অধম-তারণ, বিঘ্ন-বিনাশন, ঠাকুর জী ; সন্তাপ-হরণ, অনাথ-শরণ, বিপদ-ভঞ্জন দয়াল জী—হৃদয়-রঞ্জন, শান্তি-প্রস্রবণ, প্রেম-ঘন প্রাণারাম জী।

পিতা মাতা সখা সুহৃদ বান্ধব, পতি গতি বাল-গোপালজী ; জ্ঞান বুদ্ধি বল, চরম সম্বল, তুহিঁ প্রাণ মন ধন জী—গড্ খোদা হরি, বহু নাম-ধারী, অ্যাক অখণ্ড জিহোবাজী ; তুহি আদি অন্ত, অনাদি অনন্ত, বহুরূপী নট-নাগর জী ॥ ৩৮২ ॥ ঐ

বাহার—কাওয়ালী।

ছিলাম স্বাধীন ভাবে অ্যাত দিন অ্যাকাকী অ্যাক ঘরে।
মনের সুখে কর্ত্তা হ'য়ে আপ্‌নি আপনার উপরে।

মালিক অ্যাখন রাজার বেশে, বসিল অন্দরে এসে, আমায় দিলে কারাবাসে জনমের তরে; নিজের নামে মার্কা মেরে, নিলে সকল দখল ক'রে, কোন কার্য্য ক'র্‌তে গেলে অমনি হাত চেপে ধরে।

বকেয়া বাঁকীর ঋণে, লইল আমারে কিনে, রেখে দিলে খাস মহলে দাসের ভিতরে; ভালই হ'ল বাঁচা গ্যাল, জবাবদিহি ফুরাইল, অ্যাখন ফকির হ'য়ে আল্লার নাম গাইব প্রেমভরে॥ ৩৮৩॥ ঐ

কাফী-সিন্ধু—যৎ।

ঐ শোন! ঐ শোন! মা ডাকিছে রে আবার।
দিবা নিশি বাজে তাই হৃদয়ের তার।

নিমেষে নিমেষে, কত দূত এসে, ফিরে যায় বার বার; নিশ্বাসে বহে সমাচার।

মোহ-মদ পিয়ে, জেগে ঘুমাইয়ে, ভুলিয়ে থেকনা আর; আয় রে আয় ব'লে, ডেকে গ্যাল চ'লে, কত যুগ-অবতার।

মধুর নাদিনী, নিঝর তটিনী, কহে কত কথা তাঁ'র; ডাকে ফুলগণে, শশী তারা সনে, হাসি হাসি অনিবার—ডাকে কালের ভেরী; দিবা বিভাবরী, বাজে ঘণ্টা বার বার; চলো রে চল ভাই, মায়ের কাছে যাই, হ'য়ে ভবসিন্ধু পার॥ ৩৮৪॥ ঐ

আলেয়া—ঠুংরী।

কথায় য্যামন কাযে ত্যামন হ'ল কৈ আমার।

তাই মনের খেদে কেঁদে কেঁদে ওঠে প্রাণ বারে বার।

প্রার্থনায় যা ব'লে থাকি, কিছুই তো রাখিনে বাঁকী, কাযের ব্যালায় দিয়ে ফাঁকি করি বিপরীত আচার।

অ্যাকাকী বা লোকালয়ে, তোমার কাছে খাঁটি হ'য়ে, ভাবে ভাব মিশাইয়ে হব অ্যাকাকার; (কবে) দেখিব যোগ-নয়নে, এ হৃদয়-বৃন্দাবনে, হরি তব নব নব লীলা বিলাস বিহার॥ ৩৮৫ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

দেহ-লীলা হ'ল প্রায় অবসান।

অ্যাখন দাস্য-ব্রত হোমাগুনে পূর্ণাহুতি কর দান। (জয় দয়াময় দয়াময় ব'লে)

যা কিছু করিবার থাকে, ফেলে আর রেখনা তা'কে, কর সমাধান; ও ভাই জীবের সেবায় অ্যাকেবারে ঢেলে দাও হে মন প্রাণ।

যা'র যাহা আছে দেনা, দাও আর বাঁকী রেখনা, ছাড়ি অভিমান; য্যান মৃত্যু কালে, শত্রু মিত্র করে আশীর্ব্বাদ দান।

ভাসায়ে জীবন-তরি, মুখে বল হরি হরি, উড়ায়ে নিশান; হ'য়ে মায়া-মুক্ত হরি-ভক্ত কর হরি-গুণ গান॥ ৩৮৬ ॥ ঐ

ভৈরবী—ঠুংরী।

আইনু মা আজি সবে তব ঘরে, শুভ দিনে সম্বৎসর পরে।

পূর্ণ কর সাধ, বিতরি প্রসাদ, যা'র গুণে ভব তাপ হরে।

ব্যথিত আহত, নরনারী যত, শোক দুঃখে পাপ-জ্বরে, সজল নয়নে, কাতর বচনে, যাচে ভিক্ষা যোড় করে ; পুত্র কন্যাগণে, স্নেহ সম্বোধনে, ডাকি লও সমাদরে—কর সুখী সবে, আনন্দ উৎসবে, চির-দিনের তরে ॥ ৩৮৭ ॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা।

চিনিনা জানিনা বুঝিনা তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই। (আমি) সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তাঁ'র পানে ছুটে যাই।

দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই, তাহার ভিতরে, মৃদু মধুস্বরে, কে ডাকে শুনিতে পাই ; আঁধারে নামিয়া, আঁধার ঠেলিয়া, না বুঝিয়া চলি তাই—আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।

কিবা তাঁ'র নাম, কোথা তাঁ'র ধাম, কে জানে, কা'রে সুধাই ; না জানি সন্ধান, যোগ ধ্যান জ্ঞান, প্রাণে মত্ত হ'য়ে ধাই—ডুবিব অতলে, মহাসিন্ধু জলে, যা থাকে কপালে ভাই ॥ ৩৮৮ ॥ ঐ

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

বাজে কথা কাণে শুনে কায কি ভাই।
যা কর্‌বার আছে ক'রে যাই।

কা'র সেবা করি আমি, জানেন তা' অন্তর্যামী, আমিও জানি ; গোপনে তাঁহার মুখে দৈববাণী (আশাপ্রদ) শুন্‌তে চাই।

স্তুতি নিন্দা মান অপমান, সুখ্যাতি অখ্যাতি সম্মান, সকলি সমান ; কেবল তাঁ'র সঙ্গে প্রেমালাপে হৃদয় মাঝে শান্তি পাই ॥ ৩৮৯ ॥ ঐ

ভৈরবী—ঠুংরী।

নিদ্রা পরিহরি, বল হরি হরি, অলসে থেকনা আর।
প্রাণের ভিতরে দেখি প্রাণেশ্বরে, কর তাঁরে নমস্কার।

দিবস রজনী, জগত জননী, আছেন সঙ্গে তোমার; গোপনে গোপনে, করেন যতনে জীবনীশক্তি সঞ্চার—তাঁর পানে চেয়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দ্যাখ দ্যাখ অ্যাকবার।

হইতেছে দিন দিন, পরমায়ু ক্ষীণ, বাড়িছে পাপের ভার; যামিনী যায় চলি কাণে কাণে বলি, কর হরিনাম সার—চড়ি বায়ু-রথে, বাতায়ন পথে, ডাকে উষা বার বার; মিলে তা'র সনে, কহে পাখী-গণে, স্বর্গের সু-সমাচার।

মধুর হাসিনী, কুসুম-কামিনী, গা'য় যশোগীত তাঁ'র; বিহগ কুজনে প্রাতঃ-সমীরণে, ঝরে কিবা সুধাধার; হরি-সহচরী, প্রকৃতি সুন্দরী, দ্যায় কত উপহার উঠ রে উঠ ভাই, হরিগুণ গাই, খুলি হৃদয় দুয়ার॥ ৩৯০॥ ঐ

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কাটি মায়ার বন্ধন।
তোমার উদ্দেশে, দেশে দেশে করিব ভ্রমণ।

বিজনে প্রান্তরে বনে, অ্যাকাকী উদাস মনে; ফুলে ফলে জলে স্থলে হেরিব তব আনন।

বসি হিমালয়শিরে, নির্ঝর তটিনী তীরে; যোগানন্দনীরে ধীরে ধীরে হইব মগন।

মিলে প্রকৃতির সনে, মহাযোগ সম্মিলনে; অনন্তে করিব অন্ত অসার এ দেহ মন।

শুনি স্বভাব-সঙ্গীত, হবে প্রাণ বিগলিত; মহাভাবে ডুবে তব করিব গুণ কীর্ত্তন॥ ৩৯১॥ ঐ

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

মা গো চিনেছি তোমায়।

পারিবেনা, পারিবেনা ছাড়িতে আমায়।

মারিলেও কাঁদিবনা, কা'রো কাছে বলিবনা, হাসিব ধমক দিলে প'ড়ে রাঙ্গা পায়।

মধুর প্রকৃতি তব, অনন্ত সুধার্ণব, নব নব বেশে প্রাণ মন ভুলায়॥ ৩৯২। ঐ

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি দিয়ে ভাল বাসিব নাথ, আমি ভাবি তাই।

তব যোগ্য উপহার কিছু যে আমার নাই।

সরলা নির্ম্মলা ভক্তি, যথা পতিব্রতা সতী, একান্ত সুমতি রতি বল কোথা পাই; বামন হ'য়ে গগনের চাঁদ ক্যান গো ধরিতে চাই।

জীবের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে, আত্মসুখ তেয়াগিয়ে, ভালবেসে ছিলেন তোমায় গৌর গোঁসাই; প্রকৃতি অধম আমি কেবল কাঁদিয়ে ব্যাড়াই।

তবু সাধ হয় মনে, প্রাণ সঁপে ও চরণে; কাছে এসে ভালবেসে তাপিত প্রাণ জুড়াই; সখা ব'লে, প্রেমে গ'লে, তোমার সঙ্গে মিশে যাই।

তুমি হে দীনের বন্ধু, অনন্ত প্রেমের সিন্ধু, প্রেমদাসের প্রেম-বিন্দু তোমাতে মিলাই; নিজগুণে দয়া কর ওহে কাঙ্গালের গোঁসাই ॥ ৩৯৩ ॥ ঐ

সুরট-মিশ্র—ঝাঁপতাল।

চাহিনা এ জীবন, নাহি চাহি মরণ।

চাই হে কেবল তব অভয় চরণ।

যে ভাবে যখন থাকি, তোমারে হৃদয়ে রাখি, নিরখি ও প্রেমমুখ যখন তখন।

পরিহরি পরিতাপ বিলাপ ক্রন্দন, সুখ দুখ হর্ষ শোক ভয় প্রলোভন; প্রাণপণে করি নাথ তব ইচ্ছা পালন, অন্তে যান ত্যজি দেহ যাই অমর ভবন।

অন্তরে নেহারি রূপ চিদানন্দ ঘন, বাহিরে হেরিব নব লীলা বৃন্দাবন; তব সহবাসে করি স্বর্গ দরশন, প্রেম-রস পানে নাম গানে হব মগন।

কি ভয় তাহার তুমি যা'র অবলম্বন, বিপদে শ্রীপদে নিরাপদে লয় শরণ; শোনাও মধুর স্বরে আশ্বাস বচন, দেহি দীন জনে দেব দেহি নব জীবন ॥ ৩৯৪ ॥ ঐ

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

আদরিণী জননী আমার, জানিনে আদর তোমার।

অযতনে তোমা ধনে, হারাইনু বার বার।

আপন জন ব'লে, হেসে হেসে প্রেমে গ'লে, কাছে এলে আহা কত বার ; আমি পর ভেবে অনায়াসে করিনু বন্ধ দুয়ার।

এস মাগো কাছে এস, প্রাণ-সিংহাসনে ব'স, সর্ব্বস্ব কর অধিকার;

তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আর আপনার ॥ ৩৯৫ ॥ ঐ

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ক্যান ভালবাস মা আমায়। (দয়াময়ী গো

আমি যে অধম পাপী কত অপরাধী তব পায়।

তোমার প্রেমের ঋণ, বাড়িতেছে দিন দিন, শুধিবার নাহি যে উপায় ; মরমে মরম ব্যথা মরমে মিলায়ে যায়।

প্রতি দিন তব, কৃপা নব নব; নিরখি রসনা হয় নীরব ; ইচ্ছা হয় মনে, লুটায়ে চরণে, জীবন সঁপি তোমায়।

দিয়াছ যে ধন, জীবন রতন; ফিরাইয়ে লও গো তাহায় ; বন্দী

ক'রে, জন্মের তরে, রাখ মোরে ঋণদায় ॥ ৩৯৬ ॥ ঐ

বিভাষ—একতালা।

দুঃখে অনাহারে বিপদ আঁধারে ক্যাল যদি মোরে হে দীনশরণ।

বিপদ-ভঞ্জন মুরতি তখন হৃদয় মাঝারে দিও দরশন।

নিজে দুঃখী হ'য়ে পরসুখ লাগি, থাকি য্যান আমি সদা অনুরাগী, আপনি কাঁদিয়ে, দয়াদ্র হৃদয়ে, পরদুঃখঅশ্রু করিব মোচন।

দুঃখ-দাবানলে পোড়ে যদি প্রাণ, দুঃখে দুঃখে দিন হয় অবসান, তাহে য্যান আমি, না হই অধোগামী, কঠোর হৃদয় কখন ; দুঃখের ভিতরে হেরি তব মুখ, পাশরিব সব আপনার দুখ, কাঁদিতে কাঁদিতে

হাসিয়া বলিব, তব শুভ ইচ্ছা হউক পূরণ ॥ ৩৯৭ ॥ ঐ

মিশ্র-জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

গোপনে গোপনে, প্রেম আকর্ষণে, টানিছ আমারে ওহে প্রেমময়।
তাই তোমা-তরে, প্রাণ ক্যামন করে, উচাটন মন, উদাস হৃদয়।

যে দিকে ছুটে যাই, সে দিকে বাধা পাই, কিছুতে শান্তি না হয়; অমিয় ভ্রমে হরি, গরল পান করি, সুখআশে শেষে দুঃখে জ্ব'লে মরি, অন্তিমে ভরসা তব পদাশ্রয়।

দেখিনু বার বার, তুমি বিনা আর, এ ভবে সার কিছু নয়; জেনে শুনে হায়, বাসনা পিপাসায়, লবণোদক পানে ক্যান পরাণ চায়— সুখে দুঃখে নাথ হোক তোমার জয়।

অনেকে ভুলাইতে, আছে এ পৃথিবীতে, তা'তে কি মন ভুলে রয়; জীবনের গতি, প্রকৃতি নিয়তি, তোমা পানে নাথ ধায় দ্রুত গতি—
তুমি দেব চিরশান্তির আলয়॥ ৩৯৮ ॥ ঐ

সিন্ধু—ঠুংরী।

ভবপারে, অনন্তধামে, মন ছুটে যেতে চায়।
উদাসী পরাণ মোর উদাস হ'য়ে পালায়।

ভাবের ভাবুক হ'য়ে, কে যাইবে সঙ্গে ল'য়ে, ব্যথার ব্যথী কে আছে হেতায়; আমি ভাবি তাই, ব'সে তাই, পিঞ্জরের পাখী প্রায়।

মিছে এ সংসারের ম্যালা, অসার মায়ার খ্যালা, কেহ এরা কাহারে না চায়; সবে বেচে কিনে, দেখে শুনে, আসে আর ফিরে যায়।

কে আছে বল এখানে, চাহিব কাহার পানে, মনের কথা বলিব কাহায়; তবু ছেড়ে যেতে নারি, পথে বিঘ্ন বাধা পায় পায়।

আছেন যথা জননী, সাধু ভক্ত ভাই ভগিনী, হায় কবে যাইব তথায়: কোথা দয়াল হরি. দয়া. করি চরণ-তরী দাও আমায় ॥৩৯৯॥ ঐ

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কর ভবে পার। (আমায়) জননী আমার।

অ্যাকাকী অকূলে ব'সে ডাকি বার বার।

ফুরাল সকল খ্যালা, ভাঙ্গিল ভবের ম্যালা; ঝিকি মিকি করে ব্যালা. সন্মুখে আঁধার।

ভীষণ করাল কাল, পাতিয়া মায়ার জাল; নীরবে আসিছে কাছে করিতে সংহার।

অভয় চরণতরী, দাও গো মা দয়া করি; ইহ পরকালে. তুমি ভরসা আমার ॥ ৪০০ ॥ ঐ

খাম্বাজ কীর্ত্তন—খ্যামটা।

হরি হরি হরি বল ভাই সবে। (সিংহ রবে)

করি হরি নাম গান পরিত্রাণ পাইবো ভবে।

কর হরি সাধনা, হরি ভাবনা, হরি-চিন্তা হরি ধ্যান হরি-কামনা; হরি-নামামৃত পান করিলে তাপিত প্রাণ শীতল হবে।

খুলে হৃদয় দুয়ার, দ্যাখ দ্যাখ রে অ্যাকবার, চিদানন্দ ঘন হরি-রূপ নিরাকার; হরিকৃপাবলে, পাষাণ গলে, অসম্ভব সম্ভবে ॥ ৪০১ ॥ ঐ

কীর্ত্তন-বিভাষ—লোফা।

আমার এই পাগল প্রাণ ক্যান পাগল কর হরি।

তোমার নিত্য নব লীলা রসরঙ্গ দেখে কেঁদে মরি।

তোমার সঙ্গে কে পারিবে, যে খেলিবে সেই হারিবে, লইবে তা'র সর্ব্বস্ব হরি। (হা'র মেনেছি হে, তুমি নাথ চির-বিজয়ী—লও লও কেড়ে লও যাহা কিছু আছে হে—সহজে যা দিতে নারি—বল ক'রে কেশে ধ'রে (তুমি না নিলে কে দিতে পারে) জয় জয় তোমার জয়! আর খেলিবনা হে।

সাধন ভজন বালির বাঁধন, তাহে কি বাঁচে এ জীবন, আপনারে আপনি ধরি; (বল কোথা পাব হে—দুর্ব্বলের বল তুমি) তোমার প্রেমের টানে, ধাইব তোমার পানে, 'হো'ক তব ইচ্ছা পূর্ণ' বলিব বদন ভরি। (যাহা ইচ্ছা হয় কর হা'র মেনেছি হে ॥ ৪০২ ॥ ঐ

খাম্বাজ-বাহার—একতালা।

অ্যাকে অ্যাকে সবে গ্যাল চ'লে, হায়! কে আমার আমি কা'র।
যাঁ'রা আছে, তা'রাও যাবে, সঙ্গে নাহি রবে কেহ আর।

ভীষণ শ্মশানে অনন্ত আঁধারে, ঘেরিবে যে দিন অ্যাকাকী আমারে; সেই দিন, সন্মুখীন, এবে কে করিবে ভবে পার।

এস প্রাণসখা জীবনের জীবন, চরমের বন্ধু অচল-শরণ; সাধ মনে, দুই জনে, মিলে হই হে অ্যাকাকার।

ইহ পরকালে জীবনে মরণে, রাখিব তোমারে হৃদয়ে যতনে; দয়াময়, পদাশ্রয় দাও দীন জনে—চাহ কৃপানয়নে, ভবে তুমি হে কেবল সার ॥ ৪০৩ ॥ ঐ

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখে দুঃখে আছি ম্যস্তঃ প'ড়ে তব পদ-তলে।
কখন আনন্দে হাসি, কভু ভাসি আঁখি-জলে!

ভাবিতে পারিনা আর, লও গো সকল ভার, ভব-ভয়ে কর গো নিস্তার; রাখ নিরাপদে মা অভয়ে, অনাথ-বৎসলে।

চাহিয়া তোমার পানে, ডাকি গো কাতর প্রাণে, দাও শান্তি দীন সন্তানে; বিরাজ আনন্দে সদা আমার হৃদি-কমলে ॥ ৪০৪ ॥ ঐ

বাহার-খাম্বাজ—একতালা।

কে কোথায় যাবে দুই দিন পরে, নাহি তা'র নিরূপণ।
কা'র মুখ চেয়ে আছি তবে ভবে, ক্যান অরণ্যে রোদন।

দেহের সম্বন্ধ দেহ অবসানে, চিতানলে ভস্ম হইবে শ্মশানে, সুখ দুঃখ ভয়, জয় পরাজয়, অন্তে হয় অনন্তে নিধন।

অনন্ত বিশাল কাল সিন্ধু-জলে, অতীত স্মৃতির ইতিহাস-তলে, মিশে যাব যত মৃতদের দলে, না রহিবে কোন নিদর্শন; প্রথমে য্যামন, শেষেও ত্যামন, তুমি আর আমি কেবল দুজন—লোক-লোকান্তরে, তোমারি ভিতরে করিব হে জীবন ধারণ ॥ ৪০৫ ॥ ?

ভৈরবী-বিভাষ—একতালা।

তোমার আঁখিতে আঁখি মিলাইয়ে রহিব হে নিশি দিন
দেখিতে দেখিতে আনন্দসাগরে হইব বিলীন।

পশিবে মরমে ও প্রেম মাধুরী, সশরীরে প্রবেশিব স্বর্গপুরী, আপনা পাসরি হে দয়াল হরি, থাকিব তব অধীন।

মোহের বিকারে ঘিরে চারি ধারে, রেখেছে আমারে ভবের মাঝারে; অনন্ত পাথারে আধারে অ্যাকাকী ঘুরিতেছি অনুদিন—

প্রেমআঁখি তব তাহার ভিতর, চাহি আমা পানে জলে নিরন্তর,
যে আলোক ধরি লোকলোকান্তর যায় অন্ধ দৃষ্টিহীন।
আঁখির ইঙ্গিতে গোপনে গোপনে, তব অভিপ্রায় বোঝে ভক্তগণে,
নয়নে নয়নে মিশিব ক্যামনে, হায় আমি অতি দীন ॥ ৪০৬ ॥ ঐ

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

কতো লীলা দ্যাখাইলে ওহে লীলা-রসময়।
ধন্য ধন্য ধন্য দেব, জয় জয় তোমারি জয়।
অনন্ত বিভব তব, লীলা রস নব নব; নিরখি ভকত সব, অবাক্ হইয়ে রয়।
সুখ দুঃখে রোগে শোকে, আঁধারে কিম্বা আলোকে; ইহ পরলোকে দেব, তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।
কি আর কহিব আমি, ওহে হৃদয়ের স্বামী, অন্তর্যামী জ্ঞান সমুদয়; এই ভিক্ষা, অন্তে য্যান তব পদে হই লয় ॥ ৪০৭ ॥ ঐ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

বুঝিতে পারি বা না পারি, নাথ হে আমি তোমায়;
হৃদয় ভরিয়ে শান্তি দিতে হইবে আমায়।
যোগী ঋষি জ্ঞানী যত, কেবা পায় তব অন্ত, কেবল ভকত জনে ভক্তি-রসে শান্তি পায়।
ভাব-রসে হ'য়ে মত্ত, পাসরিয়া আত্ম-তত্ত্ব, তাই তা'রা অবিরত, হাসে কাঁদে নাচে গায়; অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানী, অন্তরে কৃতার্থ মানি, নিরানন্দে প্রেমানন্দে স্রোতে ভেসে চ'লে যায়।

জননীরে নাহি জানে, অবোধ শিশু সন্তানে, কিন্তু সে প্রাণের টানে, সহজে চেনে তারে। কে তুমি, কি তুমি, বুঝিতে চাহি না আমি, স্নেহসুধা পান করি প'ড়ে রব তব পায় ॥ ৪০৮ ॥ ঐ

সাহেয়া-জয়জয়ন্তী—একতালা।

কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়।
সীমা অন্ত রেখা নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিলায়।

অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে; বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়।

সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিবিড় নিস্তব্ধ নীরব আঁধার, তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার চমকে চপলা প্রায়; কেহ নাহি হেথা তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে হে অনন্ত-স্বামী, কোথায় রাখিব, বল কি করিব লইয়া আমি তোমায়।

কাঁপাইয়া মহানাদে বিশ্বধাম, "আমি আছি" রব উঠে অবিরাম, "তুমি আছ" "তুমি আছ" প্রাণারাম, আত্মারাম দ্যাখ সায় ॥ ৪০৯ ॥ ঐ

খাম্বাজ—ঠুংরী।

এই তো সে দিন দয়াময়। নিকটে এল সময়। জীবনে মরণে প্রভু গাই তব জয়!

ঘেরিল চৌদিক কাল অনন্ত আঁধারে আমারে, ডুবিল তরী পাথারে; দীপ হইল নির্ব্বাণ, প্রাণ করিল পয়ান, ফুরাইল সব ভব-লীলা অভিনয়।

কে আছে মা আছে কাছে দেখিতে না পাই, কেহ নাই, পিতা মাতা বন্ধু ভাই; কোথা রহিল অ্যাখন, দারা সুত ধন জন, কাল-গ্রাসে পঞ্চে পঞ্চ হইল বিলয়।

অনন্ত-বিজনে অ্যাকা পাইনু অ্যাথন, নিরঞ্জন, একমেবাদ্বিতীয়ম্; তুমি মা আমি ছেলে, থাকি দুই জনে মিলে, কিসের ভাবনা আমার কিসেরইবা ভয়।

বিশ্বাস আলোক এবে করহে উজ্জ্বল, দাও বল, চরম সম্বল; খোলো পরলোক দ্বার, দেখি দেখি অ্যাকবার, নিত্যানন্দ-লীলাধাম অমর আলয়।

কে আমি, কোথায় এবে গ্যাল অহংজ্ঞান, অভিমান, জাতি কুল নাম ধাম; চিদাকাশে চিদাভাস, মহা-যোগে করে বাস, বিন্দু যথা সিন্ধু-নীরে অ্যাকাকার হয়॥ ৪১০॥ ঐ

ভৈরবী—একতালা।

মা মা ব'লে, মা তোমার কোলে, স্নেহেগ'লে মিশে থাকি।
পাপ-ভারাক্রান্ত শ্রান্ত হৃদয়, হৃদয়ে রাখ ঢাকি।

এ ভব-কাননে, পারিনে পারিনে, থাকিতে আর অ্যাকাকী; মা তোমা বিনে, বাঁচিনে বাঁচিনে, তাই গো তোমায় ডাকি।

অব্যবধানে, তব ধ্যানে জ্ঞানে, নাম গানে প্রেম-সুধারস পানে; মিলে প্রাণে প্রাণে, নিত্য বিদ্যমানে, মুখপানে চেয়ে থাকি।

তোমার হাতে খাব, তোমার সঙ্গে রব, সুখ দুঃখ যত তোমারে জানাব; হাসিব কাঁদিব তোমার কাছে শোব—চরণে মাথা রাখি॥ ৪১১॥ ঐ

কাফি-সিন্ধু—যৎ।

জীবন্ত জ্বলন্ত তুমি অনন্ত মহান।
পরম চৈতন্য দেব পুরুষ প্রধান।

আত্ম-জ্ঞানে, দেহ মনে প্রাণে জীবনে, হৃদয়ে বর্ত্তমান।

গম্ভীর মূর্ত্তি, নিরমল জ্যোতি ; তেজোময় সর্ব্বশক্তিমান ; (তুমি) তোমার প্রভাবে, প্রচণ্ড প্রতাপে, ভয়ে রোমাঞ্চিত বিশ্বধাম।

সিন্ধু উথলিত, ভূধর স্তম্ভিত, সৌর লোক ভ্রাম্যমাণ ; হাসে সৌদামিনী, কাঁদে কাদম্বিনী, বজ্র-নাদে বিকম্পিত প্রাণ।

তোমার আদেশে, ফেরে দেশে দেশে, সমীরণ অবিরাম ; বিবিধ বরণে, ফুটে ফুল বনে, বিহঙ্গগণে গায় গান।

ইঙ্গিতে তোমার, করিছে সঞ্চার, জড় জীব দেহে প্রাণ ; তবে ক্যান আমি, হে প্রাণের স্বামী, থাকি মৃতের সমান।

তব সহবাসে, পবিত্র পরশে, ক্যান গলেনা হিয়া পাষাণ ; ক্যান মম চিত, হয়না চমকিত, না হয় পুলকিত প্রাণ ॥ ৪১২ ॥ ঐ

মুলতান—একতালা।

জীবনের লীলা সাঙ্গ হ'ল মাগো, অ্যাখন তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই।

বল কি হবে কি হবে, (মা গো) থেকে আর ভবে, দাও বিদায় দেশে চ'লে যাই।

অলক্ষিতে কাল পশি দেহ ঘরে, জরা জীর্ণ ক'রে, বল বীর্য্য হরে, ইন্দ্রিয় সকল, (মাগো আমার) হইল বিকল, মরণেরও আর দেরি নাই।

যদি রাখ মা আমারে, ভব-কারাগারে, থাক তবে কাছে সর্ব্বদাই; নৈলে এ বৃদ্ধ বয়সে, (মাগো) বিদেশে প্রবাসে, কে লবে সংবাদ ভাবি তাই।

আমার কি ভয় মরণে, রণে কিম্বা বনে, ব্যসনে বন্ধনে, না ডরাই; যদি তব দরশনে, আশ্বাস বচনে, অভয় চরণে শান্তি পাই—দাও দাও আশা, অনন্ত পিপাসা, তব পদে ভক্তি, জীবে ভালবাসা; বাঞ্ছিত যৌবন, (মাগো দাও) অনন্ত জীবন, এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই॥ ৪১৩ ॥ ঐ

বিভাষ—একতালা।

ভাবিতে ভাবিতে তোমারে নাথ ভুলিব ভব-ভাবনা।
দেখিতে দেখিতে ও প্রেম আনন, পাশরিব ভব যাতনা।

প্রেম-রাগে রূপ হইয়া রঞ্জিত, হৃদয়-ফলকে রহিবে অঙ্কিত; নয়নে নয়নে রাখিব নিয়ত, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।

রূপ-সুধারস করিয়া পান, আনন্দে মাতিয়া উঠিবে প্রাণ, তু বাহু তুলিয়া তোমার জয় করিব সদা ঘোষণা; পরিহরি আত্ম-জ্ঞান অভিমান, নেহারিব তন্ময় বিশ্বধাম, তব দরশনে, অভয় বচনে পাইব চির-সান্ত্বনা।

তোমার সৌরভে অনন্ত গৌরবে, ক্ষুদ্র প্রাণ মোর বিলীন হইবে; দ্বৈত-জ্ঞান ব্যবধান ঘুচে যাবে, কোন ভেদাভেদ রবেনা॥ ৪১৪ ॥ ঐ

লুম-ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

সখা হে তোমারি সনে। গাইব তোমার গুণ মিলে তু'জনে।

তোমার মধুর স্বরে, পরাণ পাগল করে, উথলে হৃদয়, ধারা বহে নয়নে।

গাইব হে যার সঙ্গে, নানা রসে [illegible] রঙ্গে, ভাসিব প্রেম-তরঙ্গে বড় সাধ মনে।

অ্যাক স্বরে সমভাবে, লয় [illegible] প্রাণে, মাতিব অনন্ত [illegible]রি-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৪১৫ ॥ ঐ

[illegible]-[illegible] [illegible]।

[illegible]

তোমারি সম্বন্ধে আত্মীয় [illegible], [illegible] কেবা কা'র।

তুমিই পিতা মাতা, মঙ্গল-[illegible], [illegible] [illegible]ণাধার।

কে কোথায় ছিল, কোথা[illegible], [illegible] অপরিচিত কুলশীল;

প্রেমের বিধানে, বাঁধি প্রাণে [illegible], বিধ[illegible] [illegible]রবার।

তোমার ইচ্ছায় আত্মীয়[illegible], ছাড়ি[illegible] কাটি মায়ার বন্ধন,

তোমারই কৃপায়, কালে [illegible] [illegible]ার; দেখি তব লীলা ও হে লীলাময়, হাসি কাঁদি [illegible] জয় জয় দেব হো'ক তব জয়! আমি ধূলিসম [illegible]

এ নব দম্পতি তোমার আশ্রয়ে, থা[illegible] চির দাসদাসী হ'য়ে;

তোমারে [illegible]ইয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে, হো'ক দোঁহে অ্যাকাকার ॥ ৪১৬ ॥ ঐ

কীর্ত্তন।

দেহ মন্দিরে হচ্চে হরিসঙ্কীর্ত্তন, শুন রে আত্মন্।

দিবস রজনী, হরি-ধ্বনি করে নিশ্বাস-পবন।

তালে তালে বাজায় হৃদয়, হয় নাকো একটী বার কখন বেলয়;

নাচে শিরায় শিরায় রক্তবিন্দু আনন্দে লোহিত বরণ।

প্রাণ তন্ত্রী মিলা'য়ে হরি, গাইছেন মধুর স্বরে হরি হরি হরি;
নীরবে অ্যাকাকী, মুদে আঁখি, ও রে মন করে শ্রবণ।
এই নিত্য-সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়ে, অবিরাম হরিনাম গাও তুই তা'য়ে;
সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে কর রে হরি-ভজন॥ ৪১৭॥ ঐ

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কর হে আনন্দে জয়গান, হ'য়ে অ্যাক প্রাণ।

আমরা সকলে সেই অ্যাক পিতার (মায়ের) সন্তান;
অ্যাক জ্ঞান অ্যাক শক্তি, অ্যাক ধর্ম্ম অ্যাক ভক্তি, অ্যাক পথ, অ্যাক গতি, অ্যাক গম্য স্থান; তবে ক্যান ভেদ-বুদ্ধি, ক্যান বৃথা অভিমান।

গৃহ-বিবাদ অনলে, রাগ দ্বেষ হলাহলে, জ্বলে প্রাণ, শান্তি-জলে কর হে নির্ব্বাণ; সহেনা সহেনা আর লোক-নিন্দা অপমান।

যে দেশ হইতে সবে, এসেছি ভাই এই ভবে, সেখানে যাইতে হবে, বিধির বিধান; তিনি বিনা কা'রো কাছে নাহি আর পরিত্রাণ।

হরি-প্রেমরসে গ'লে, প্রেমধামে যাই চ'লে, ভাই ব'লে করি সবে আলিঙ্গন দান; যেখানে ভক্তবৃন্দ, সেই খানে ভগবান।

জয় দেখ প্রেমময়! হইল প্রেমের জয়, তব নামে নাহি রয় ভেদ ব্যবধান; প্রেমদাস ও চরণে অন্তে য্যান পায় স্থান॥ ৪১৮॥ ঐ

বেহাগ-কীর্ত্তন—একতালা।

মা ব'লে কাঁদি সকলে আয়।

তোরা আয়, আয়, আয়, আয়; মা বিনা আমাদের আর নাহি যে উপায়।

ছিন্ন কন্থা বাঁধি গলে, ভাসি শোক-অশ্রুজলে, মা মা ব'লে ঢ'কি প'ড়ে তাঁ'র পায়।

রোগ শোক পাপজ্বরে, ভারত বক্ষ বিদরে, অকালে মানুষ মরে, হায় হায় হায় ; ঘরে ঘরে হিংসা দ্বেষ, ভ্রাতৃনিন্দা ছদ্মবেশ, নাহি সুখ শান্তিলেশ, দুঃখে প্রাণ যায়।

মা বিনা ভবে আর গতি নাই, এ বিপদে বল কা'র কাছে যাই, মোরা দীনহীন, পরাধীন, কাঙ্গাল দুর্ব্বল সবাই ; কাতর প্রাণে, চেয়ে তাঁ'র পানে, এস মা মা ব'লে ডাকি ভাই।

কর প্রেম ভক্তিভরে, মাতৃপূজা ঘরে ঘরে, মা নামে ত্রিতাপ হরে, মৃতে প্রাণ পায়॥ ৪১৯॥ ঐ

কীর্ত্তন-একতালা।

গাও হরি নাম, অবিরাম আনন্দ মনে।

হরি নামের হিল্লোলে ভেসে যাই শান্তি-ভবনে।

যুগ যুগান্তর যে হরি-ধ্বনি ছুটিছে ভারত-গগনে ; (প্রেম-সমীরণে) বংশ-পরম্পর, বহে নিরন্তর, ভকত জীবনে জীবনে।

হরি নামের বাতাসে, দেব-নিশ্বাসে, কত মহাপাপী সশরীরে ৳।৳ স্বর্গ-বাসে ; এস দেহ মনে, ভাই দু'জনে, মাতি নাম কাত্তনে॥৪২০॥ঐ

কীর্ত্তন—একতালা।

দিনান্তে অ্যাক বার বল হরি, ছাড়ি অসার বাসনা।

একান্ত মনে, বসিয়া নির্জ্জনে, সেই পতিতপাবন, অধম-তারণ হরি নাম কর সাধনা। (অ্যাক বার ভক্তি-ভরে বল রসনা)

সচ্চিদানন্দ-ঘন, মূরতি মোহন, হৃদয়-মাঝে কর ধ্যান ধারণা; পরম সাধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন;—স্মরণ শ্রবণ আত্ম-নিবেদন অর্চ্চনা পাদ-বন্দনা।

হরি প্রেম-রস-পানে, নাম গুণগানে, পা'বে শান্তি ঘুচিবে যাতনা; থাকিতে সময়, লও হরি-পদাশ্রয়, ভবে কেউ নহে কা'র, হরি নাম সার, (ভাই মুদনে আঁখি সকল ফাঁকি) প্রাণান্তে সে নাম ভুলনা ভুলনা॥ ৪২১॥ ঐ

খাম্বাজ—একতালা।

তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইলে, ওহে প্রভু দয়াময়।
জীবনে মরণে বিপদে সম্পদে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।
জলবিন্দু যথা জলধি-তরঙ্গে, জনমিয়া লয় হয় তা'র অঙ্গে, অন্তে জীব তথা মিশে তোমা সঙ্গে, যোগেতে জীবিত রয়॥ ৪২২॥ ঐ

সুরট-মল্লার—ঝাঁপতাল।

ধন্য ধন্য ধন্য মাতঃ প্রণিপাত ও চরণে।
তোমার করুণা কত দেখিলাম এ জীবনে।

তোমার কটাক্ষে হয়, পরাজয় ভব-ভয় রোগজীর্ণ তনু হয় জীবিত নব-জীবনে।

ফেলিয়া বিপদ ঘোরে, কখন কাঁদাও মোরে, পর ক্ষণে কোলে ক'রে হাসাও স্নেহ-চুম্বনে।

নানা রঙ্গে কর খ্যালা, মা তোমার অনন্ত লীলা, না বুঝিয়া ভয়ে মরি, কাঁদি বিষণ্ণ বদনে; ইহলোকে পরলোকে অন্ধকারে আলোকে, অনিমেষে চেয়ে আছ মা তুমি প্রেম-নয়নে॥॥ ৪২৩॥ ঐ

পাহাড়ী-মিশ্র—একতালা।

উদ্বাহ সঙ্গীত।

পিতা তব প্রেম-রাজ্য আসিছে ধরাতলে।

আশাপথ চেয়ে মোরা রহিয়াছি সকলে।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, নরনারী তব নামে; রচে প্রেম পরিবার তোমার পদতলে।

পাপ-রাজ্য হবে ধ্বংস, বাড়িবে বিশ্বাসী-বংশ; অভিনব আর্য্যবংশ জন্মিবে দলে দলে।

নূতন বিধানে সবে, রাজ-ভক্ত হ'য়ে রবে; নিরাপদে বাস করিবে, তোমার শাস মণ্ডলে।

বাঁধিলে আজ দু'জনে, অনন্ত প্রেম-বন্ধনে; স্থান দিয়ে শ্রীচরণে রাখ দোঁহে কুশলে॥ ৪১৪॥ শ্রী

কীর্ত্তন—তেওট।

ভব-শ্মশানে ক্যান ব'সে কাঁদ ভাই।

এখানে বাঁচিতে কেউ আসে নাই; কবে মরিতে হবে এবে ভাব তাই।

প্রতি পলকে বল ক্ষয়, পরমায়ু শেষ হয়, মরণ নিশ্চয়: এস জীবন মরণে হরিগুণ গাই।

ঘোর মৃত্যুমুখে পতিত, মায়াভূত আশ্রিত, শব দেহ চারিধারে দেখ্‌তে পাই; মোহ বশে সকলে চলে, মুখে প্রলাপ বলে, পাপ [illegible] হাসে কাঁদে সর্ব্বদাই।

(খয়রা) ভবসিন্ধু পারে শীঘ্র চল চল যাই রে; ঘিরেছে চৌদিকে কালে নাহিক নিস্তার রে।

যেখানে অমর-বৃন্দ করেন বিরাজ রে ;—অনন্তের সনে, অনন্ত জীবনে, অনন্ত আনন্দে রে।

যুগে যুগে নরনারী গিয়াছে যে দেশে রে ; অ্যাকে অ্যাকে সেই দেশে সবে যেতে হবে রে।

কি ভয় মরণে বল, কিসের ভাবনা রে ; শ্রীহরি চরণে, অনন্ত মিলনে রব সবাকার সনে রে।

গাও জয় দয়াময়, মৃত্যুঞ্জয় নাম রে ; দূরে যাবে শোক তাপ বিষাদ বিলাপ রে।

হরি নামামৃত পান করি, বিজয় নিশান ধরি, বল হে হরি, ইহ পরকালে হরি বই গতি নাই ॥ ৪২৫ ॥ ঐ

কানেড়া—একতালা।

ভবের ম্যালা, ভূতের খ্যালা, এ কি লীলা বিধাতার।
ভেবে মরি, চিন্‌তে নারি, কেবা পর, কে আপনার।

আজ যে আনন্দ ভরে, ভালবেসে গলা ধরে, কা'ল সে বিষাক্ত শরে অন্তরে করে প্রহার।

অনিত্য অসার দেহ, অসার মমতা স্নেহ, ধরা ছোঁয়া দ্যায়না কেহ, খোলেনা হৃদয় দ্বার।

এ বড় কঠিন ঠাঁই, কোন দিকে আশা নাই, বল্ মা তারা কোথা যাই, দেখি সব নৈরাকার।

মানে মানে হরি ব'লে যাই অ্যাখন দেশে চ'লে, শ্রীহরি-চরণ তলে হেরি প্রেম-পরিবার ॥ ৪২৬ ॥ ঐ

পিলু—যৎ।

দুঃখের কান্না কাঁদব না আর, গাইব তোমার জয়।
কিসের ভাবনা আমার, কিসেরই বা অ্যাত ভয়।

সুখে দুঃখে দিন যাবে, তুমি যা'কর তাই হবে; বিপদে সম্পদে হরি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

বাসনা-বিকার-ঘোরে, হাসায় কাঁদায় মোরে; হাসি কান্না সব মিছে তুমি সার দয়াময়।

ভীরু কাপুরুষের মত, কাঁদ্‌ব আর বল কত, পাপে অবিশ্বাসে যত আনে সন্দেহ সংশয়।

রোগে শোকে অপমানে; কত ব্যথা পাই প্রাণে, কিন্তু তব অদর্শনে,
কাঁদেনা ক্যান হৃদয় ॥ ৪২৭ ॥ ঐ

সুরট-মিশ্র—একতালা।

চিনিনা, জানিনা, বুঝিনা তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই। (আমি)
সজ্ঞানে অজ্ঞানে, পরাণের টানে, তাঁ'র পানে ছুটে যাই।

দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই, তাহার ভিতরে মৃদু মধুস্বরে, কে ডাকে শুনিতে পাই, আঁধারে নামিয়া আঁধার ঠেলিয়া না বুঝিয়া চলি তাই; আছেন জননী এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।

কিবা তাঁ'র নাম, কোথা তাঁ'র ধাম, কে জানে কা'রে সুধাই; না জানি সন্ধান, যোগ ধ্যান জ্ঞান, প্রাণে মত্ত হ'য়ে ধাই; না দেখে না শুনে, মজেছি যাঁ'র গুণে, হায় তাঁ'রে কোথা পাই; ডুবিব অতলে মহাসিন্ধু জলে, যা থাকে কপালে তাই ॥ ৪২৮ ॥ ঐ

সুর মল্লার—একতালা।

* কত দিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।

হ'য়ে পূর্ণকাম বলব হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।

কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন, (হরি প্রেম-রসে ম'জে) সংসার বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার।

কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন; হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।

হায়! কবে যাবে আমার ধরম করম, (হরি প্রেমে মত্ত হ'য়ে) কবে যাবে জাতি কুলের ভরম; কবে যাবে ভয় ভাবনা সরম, পরিহরি অভিমান লোকাচার।

মাখি সর্ব্বঅঙ্গে ভক্তপদধুলি, কাঁধে ল'য়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি; পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেমযমুনার।

প্রেমে পাগল হ'য়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব; আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥৪২৯॥ ঐ

সুরট-মল্লার—একতালা।

কে আছে অ্যামন, মায়ের মতন, করিতে যতন, এ সংসারে।

সে প্রেম-আনন হইলে স্মরণ, ঝরে দু'নয়ন প্রেমের ভরে।

কিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ আলিঙ্গন, সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা ব'লে অ্যাকবার ডাকিলে যাঁরে।

---

* নীলকণ্ঠ মুখোর গান, চিরঞ্জীব শর্ম্মার দ্বারা পরিবর্ত্তিত।

স্নেহের প্রতিমা য্যান ধরাতলে, সুকুমার শিশু ল'য়ে নিজ কোলে, কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ দানে পালন করেন তাঁরে; অ্যাত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা, ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা, প্রাণ দিয়ে অ্যাত আদর মমতা চিরদিন বল কে করিতে পারে।

ধন্য রে তাঁহারে করি নমস্কার, জননীর জননী যিনি সবাকার, মাতার হৃদয়ে স্নেহ রস দিয়ে রেখেছেন সবে মোহিত ক'রে॥৪৩০॥ ঐ

সিন্ধু-কাওয়ালী।

* হরি নামের গুণ কত তা জানিনে।

ভক্তগণ যেনেছিলেন কিঞ্চিত ধেয়ানে।

দেবঋষি নারদ মুনি, করিতেন সদা হরিধ্বনি, বীণাযন্ত্রে মধুর তানে, শুকদেব জনকাদি, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, জীবন্মুক্ত হ'য়ে ছিলেন এই নাম সাধনে।

ধ্রুব প্রহ্লাদ নামের বলে, মোক্ষধামে গ্যালেন চ'লে, তার প্রমাণ আছে পুরাণে; ভক্তিভাবে করে যে জন, এই হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, পায় সে অন্তিমে স্থান হরির চরণে।

নিতাই গৌর দ্বারে দ্বারে, হরি নাম ঘোষণা ক'রে, দিলেন ভক্তি অভক্ত জনে; জগাই মাধাই ভাই দুই জনে, ত'রে গ্যাল নামের গুণে, অমর হইল হরি নামামৃত পানে॥ ৪৩১॥ ঐ

* বৈষ্ণব সঙ্গীত, চিরঞ্জীব শর্ম্মার দ্বারা সংশোধিত।

কুঞ্জবিহারী দেবের সঙ্গীত

ঊষা-কীর্ত্তন—খ্যামটা।

ঈশ্বরের এক শত আট নাম।

বল বল, বল আনন্দে সবে।

জয় অকিঞ্চন নাথ, অমৃত অক্ষয়; অন্তর্য্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয়।

জয় অগতির গতি, অখিল কারণ; অরূপ, অনাথবন্ধু, অধমতারণ।

জয় করুণানিধান, কাঙ্গাল শরণ; কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন।

জয় গতিনাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময়; চিরসখা চিন্তামণি, চিদানন্দময়।

জয় জগতআধার, জীবের জীবন; জগন্নাথ, জ্যোতির্ম্ময় জগতপালন।

জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্য ভঞ্জন; দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু, দুর্লভ রতন।

জয় দরিদ্রপালক, দেব, দয়াময়; জয় ধর্ম্মরাজ, নিত্য, নিখিলআশ্রয়।

জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন; নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, নয়নঅঞ্জন।

জয় পিতা, পাতা, প্রভু পতিতপাবন; পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ডদলন।

জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয়; প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র প্রেমময়।

জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্ন বদন; পরমাত্মা প্রজাপতি, প্রীতিপ্রস্রবণ।

জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ; বিজয়, বিধাতা, বিভু, বিঘ্নবিনাশন।

জয় ভকতবৎসল, ভুবনমোহন; ভবকাণ্ডারী, ভূমা, ভবভয়হরণ।

জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয়, মহান্ ; মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিদান।
জয় যোগেশ্বর শুদ্ধ, শান্তির আকর; শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভু, সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্গুরু, সারাৎসার; সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।
জয় সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বারাধ্য, সুখময়; সুধাসিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, সত্য, সনাতন; জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন ॥৪৩২॥ কু

উষা কীর্ত্তন।

গা তোল পুরবাসি, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম কর গান।
অলস ত্যজিয়ে হৃদয় ভরিয়ে, দয়াময় নাম রস কর পান। (উঠে)
কর হে ভজন, কর হে সাধন কর হে চিত্ত সমাধান। (উঠে)
ভজ হে দয়াময়, পুজ হে দয়াময়, দয়াময় রূপ হৃদে কর ধ্যান। (উঠে)
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা শীতল হইবে তাপিত প্রাণ। (নামে)
শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময় নাম বল অবিরাম। (মুখে)
ভোজনে দয়াময়, গমনে দয়াময়, দয়াময় নাম বল অবিশ্রাম। (মুখে) ॥ ৪৩৩ ॥ কু

ভৈরবী - তেওট।

(সুর - শেষের সে দিন মন)

হরি বোল হরি বোলে, চল ভাই যাই সকলে, গিয়ে জননীর কোলে প্রাণ জুড়াই।

বিষম বিষয়ানলে, ক্যান আর মরি জ্বলে, চলো মার ছেলে মায়ের কাছে চ'লে যাই।

আশার ছলনে ভুলে, সুখী হইব বোলে, খাটিলে কত যে তার সীমা নাই; তবু সুখপিপাসার, অন্ত হ'লোনা তো আর, মায়া মরীচিকায় প'ড়ে মারা যাই।

কত দিন মাকে ছেড়ে, থাকিবি বিদেশে প'ড়ে, কাঁদবি মা-হারা ছেলের মত সর্ব্বদাই; যা হবার হ'য়ে গ্যাছে, চলো যাই মায়ের কাছে যেখানে আছেন সকল ভগ্নী ভাই ॥ ৪৩৪ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

এস এস করি সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন। (নাম বিনা আর কিধন আছেরে) (দয়াল ব্রহ্ম নাম) (মধুর হরি নাম)

ওহে যে নামেতে হয় পাপীর পাপ বিমোচন।

ওহে যে নাম কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সাধুগণ ; যোগী ঋষি আদি সবে হে, (দুর্গা কৃষ্ণ কালী ব'লে হে)

গৌর নিতাই আদি সবে হে,—(হরি হরি, হরি ব'লে হে)

শিব শুক নারদ আদি হে,—(সেই নাম অ্যাকবার বল বল হে)

ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে,—(পদ্মপলাশলোচন ব'লে হে)

ঈশা মুশা মহম্মদ হে,—(গড, জিহোভা, আল্লা ব'লে হে)

নানক কবীর আদি সবে হে,—(নানা ভাবে নানা স্থানে হে)

ইহার প্রমাণ অনেক আছে হে। (বিধান সমন্বয় দ্যাখ হে)

পুরাণ কোরাণ বাইবেল দ্যাখ হে। (সকল শাস্ত্রের সার অ্যাক নাম হে) ॥ ৪৩৫ ॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

ভবপারে কে কে যাবি আয় রে ভাই।

হরি নামের জাহাজ চ'লছে সর্ব্বদাই।

যেতে ভবসিন্ধু পার, মনে বাঞ্ছা আছে যা'র, বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা পুরাবেন তাহার ; হরি হরি হরি বোল্লে মুখে, হরি জাহাজেতে দেবেন ঠাঁই

ভবপারের কর্ণধার, দয়াময় শ্রীহরি আমার, নিজগুণে পাপীগণে করিছেন উদ্ধার; হরি হরি বোলে, যাব চ'লে, ওরে আর আমাদের ভাবনা নাই।

অসার সুখের বাসনায়, ইন্দ্রিয়সেবায়, মুগ্ধ হোয়ে থাকিস্‌নে ভাই শীঘ্র কোরে আয়; ঐ শোন ঘন ঘন দিচ্ছে সিটি, জাহাজ ছাড়িবার আর দেরি নাই।

কয়লা জল আগুন এই তিন, দিতে হয়না এ এঞ্জিন, ব্রহ্মকৃপাবলে আপনি চলে রাত্রি দিন; চলে জলে স্থলে সমান বেগে, কিন্তু চাকা পাখা কিছুই নাই।

জয় জয় দয়াময় বোলে, ভবের ঘাটে দাঁড়ালে, দয়াময় কাণ্ডারী লবেন জাহাজে তুলে; যাবে সব জেতে অ্যাক সঙ্গে মিশে, যেথা জে'তের বিচার কিছু নাই।

জীবের উদ্ধারের তরে, করুণা কে'রে, হরি নামের জাহাজ এনে ভবসাগরে; ডাক্‌ছেন যোগী ঋষি সাঁই দরবেশ, ঈশা মহম্মদ গৌর নিতাই। (আয় আয় আয় ব'লে রে) (ও কে পারে যাবি রে) ॥৪৩৬॥ কু

ললিত—যৎ।

অ্যাক্‌বার অ্যাক্‌বার মাঝে মাঝে, মা তোরে দেখিতে পাই।

সদাই ক্যান পাইনে দ্যাখা, বল্‌ দেখি মা সুধাই তাই।

অ্যাক্‌বার অ্যাক্‌বার দ্যাখা দিয়ে, কোথায় থাকিস্‌ লুকা'য়ে, মা, তোরে যে রা'খ্‌বে ঢাকিয়ে অ্যামন বস্তু কিছুই নাই।

তোরে পেলেই তোর চরণে, দেখ্‌তে পাই সব ভক্তগণে, মা, আবার সকলই অন্ধকার দেখি যখন মা তোরে হারাই।

যে চক্ষেতে যোগী ঋষি, দ্যাখেন তোমায় দিব্যানিশি, মা, আমায় সেই চক্ষু দাও দয়া ক'রে, কর যোড়ে ভিক্ষা চাই।

য্যামন সূর্য্য দূরে থাকে, ক্ষুদ্র মেঘে চক্ষু ঢেকে রাখে, মা, তেম্নি মোহমেঘে ঢাকে চক্ষু, বুঝি দেখতে পাইনে তাই।

সেইরূপ অ্যাকবার দ্যাখাইয়ে, রাখ আমায় মাতাইয়ে, মা, য্যামন মত্ত ছিলেম শাক্য ঈশা, মহম্মদ গৌর নিতাই।

বিদ্যুতের ন্যায় দ্যাখা দিয়ে থাকিসনে আর লুকাইয়ে, মা, আমি প্রেমনয়নে নিরখিয়ে, আনন্দে জীবন কাটাই ॥ ৪৩৭ ॥ কু

বাউলে—একতালা।

কত আর কাঁদাবি মা আমায়।

আমি দিবা নিশি কাঁদছি প'ড়ে সংসারের বিভীষিকায়।

দরশন দেমা অ্যাক অ্যাক বার, ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিস্‌নে মা আর; কভু শুনি নাই যে দয়াময়ী, মা হ'য়ে ছেলে কাঁদায়।

ভক্তমুখে করেছি শ্রবণ, শিশুর মতন যে জন পারে করিতে রোদন, তা'র কান্না শুনে নিজগুণে, দ্যাখা দিয়ে ভুলাস তা'য়।

সত্যদাস কয় মনের দুঃখেতে, শুনেও কি মা আমার কথা পাও না শুনিতে, আমি অবিরত কেঁদে কেঁদে, হলেম জীবন্মৃত প্রায় ॥ ৪৩৮ ॥ কু

কীর্ত্তন খয়রা।

প্রভু এস হে হৃদিমন্দিরে।

তোমায় দীনহীন সন্তানে ডাকে নাথ! (পাপে কাতর হোয়ে) ওহে দয়াল পিতা)

এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর। (ও শান্তিদাতা)

অ্যাকবার দেখে জীবন সফল করি। (অপরূপ রূপ)

এসে পাপীরে পবিত্র কর। (ওহে পতিতপাবন)
অ্যাকবার হৃদয়মাঝে, উদয় হও; হোয়ে দীনহীনের পূজা লও। (ও হে দয়াময়)
আমার বড় সাধ, প্রভু আছে মনে; (সাধ পুরাও হে! বাঞ্ছাকল্পতরু.) তোমায় হেরিব প্রেমনয়নে। (হৃদয় কুটীর মাঝে)
তাই কাতর প্রাণে, আজ ডাকি সবে; (ওহে দীননাথ!) দাসের বাসনা পূরাতে হবে। (বাঞ্ছাকল্পতরু) ॥ ৪৩৯ ॥ কু

কীর্ত্তন—একতালা।

প্রাণসখা হে, এসহে, এসো ও দয়াময়।
তোমায় দীনহীন কাঙ্গালে ডাকে হে। (এসো হে ও কাঙ্গালশরণ)
তোমার তাপিত তনয়ে ডাকে হে। (এসো হে ও দয়াল পিতা)
এসে পাপিরে পবিত্র কর হে। (এসো হে ও পতিতপাবন)
এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর হে। (এসো হে ও দয়াল ঠাকুর)
অ্যাকবার হৃদয়মাঝে, উদয় হও; (এসো হে ও কাঙ্গালের ঠাকুর,)
হ'য়ে দীনহীনের পূজা লও হে। (ওহে পতিতপাবন)
প্রভু ব'লেছ ব'লেছ তুমি, (ভক্তমুখে শুনেছি নাথ)
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি হে। (ও ব'লেছ তুমি)
আমরা এই মনে, আশা করি; তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধ'রি হে। ॥ ৪৪০ ॥ কু

কীর্ত্তন খয়রা।

হিয়ার মাঝারে, বসা'য়ে তোমারে, হেরিব হে প্রেমমুখ।
(বড় সাধ আছে নাথ! অনেক দিনাবধি—মনে বড় সাধ আছে হে,)

(ঐ রূপ নিরখিব হে,) (অতি সঙ্গোপনে হৃদয়মাঝে নিরখিব হে,) (বড় সাধ আছে নাথ!) (সাধ পুরাও পুরাও প্রভু,)

হেরে অপরূপ রূপ, আনন্দে মাতিব, পাসরিব সব দুখ। (তোমার রূপ হেরে)

যেরূপ সাগরে, আনন্দ অন্তরে, ভকতমকরগণ: (তাঁ'রা ডুবেছেন হে,) (এ জনমের মত, রূপসাগরে ডুবেছেন হে) তাঁ'রা বাসনা-বন্ধন, করিয়ে ছেদন, হ'য়েছেন চির মগন। (তোমার রূপসাগরে)

আমার বড় সাধ মনে, প্রেমনয়নে, নিরখিব ঐ রূপ; (ঐ রূপ নিরখিব হে) (অতি সঙ্গোপনে) (সেথা তুমি রবে আর আমি রব নাথ) আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে, ও পদকমলে, হ'য়ে রব হে মধুপ। (তোমার পাদপদ্মে)

নয়নাশ্রু জলে, ও পদ পাখালি, বসাইব হৃদাসনে; (আর কি ধন আছে হে,) (চক্ষের জল বিনা, কাঙ্গালের আর কি ধন আছে হে) আবার প্রেম চন্দনে, করিয়ে চর্চ্চিত পূজিব আনন্দ মনে। (ভক্তি কুসুম দিয়ে)

দিয়ে নামাবলী গায়, নামমালা জপ, করিব হে দিবা নিশি; (তোমার নামাবলী, হৃদয়ের ভূষণ হবে হে) (আর পাপ ঘেঁসতে পারবেনা) (নামাবলী দেখে,) তোমার নামমালা, আমার কণ্ঠের ভূষণ হবে হে,) ঐ প্রেমমুখ পানে, রহিব চাহিয়ে, ধ্যানের ঘরেতে বসি। (অনিমেষ নয়নে)

নাম গুণ গান, নামরস পান, করিব আনন্দ মনে। (সে দিন কবে হবে হে) (নামরস পানে আমি প্রমত্ত হইয়ে রব,) ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যাবে হে) (নামরস পানে) তোমার নামরত্ন হার, পরিয়ে গলায় রাখিব হে সযতনে। (তোমার নামমালা) ॥ ৪৪১ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

হৃদে হেরবো আর অভয়-চরণ পূজবো হে।

আমরা ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিব। (তোমার অভয় পদে হে)

তোমার নামামৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব। (ভবক্ষুধা দূরে যাবে হে)

তোমায় দেখে শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব।

তোমার প্রেমসিন্ধুনীরে তাপিত হৃদয় জুড়াইব। (জ্বালা দূরে যাবে হে)

তোমার দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দে মাতিব। (মাতিব আর মাতাইব হে)

তোমার দরশনে দীনবন্ধু জীবন্মুক্ত হব।

তোমার নামাবলী অঙ্গে দিয়ে পবিত্র হইব।

চির দাস হোয়ে চরণতলে পড়িয়ে রহিব। (এ জনমের মত হে ॥৪৪২॥ কৃ

আলেয়া-যৎ।

আমি চালাকি করিতে গিয়ে ধরা পড়েছি।

অতি সুচতুর পুরুষের কাছে বোকা হোয়েছি।

জাগ্রত গৃহস্থের ঘরে, অন্ধ চোর ঢুকে যা চুরি করে; গৃহস্থ বলেন তা' আমি সকল দেখেছি।

প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের স্বামী; যিনি সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী, তাঁ'র সম্মুখে অসংখ্য কুকর্ম্ম ক'রেছি।

লোকভয়ে হ'য়ে ভীত, ঢেকে রেখেছি কুকর্ম্ম যত, তা'র অ্যাক্‌বিন্দু কি প্রভুকে লুকা'তে পেরেছি।

সত্যদাস কয় দয়াল হরি, আমার ঘুচিয়ে দাও হে ছল্ চাতুরী,
আমি য্যামন কুকুর তেম্নি মুগুর খেয়েছি॥ ৪৪৩॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

কি ছার মদ্ মাতালেরা কিনে খায়।
প্রেমমদ খাবি যদি দৌড়ে আয়, অম্নি বিকায়।

একটি বিন্দু প্রেমসুরা ক'রে ভক্ত পান, হারাইয়ে বাহ্যজ্ঞান; হরি হরি ব'লে, বাহু তুলে, নৃত্য করেন ক্ষিপ্ত প্রায়।

প্রেম সুরার নদী, দয়ার নিধি, ক'রে রেখেছেন; যাঁ'রা তত্ত্ব পেয়েছেন- তাঁরা সকল ছেড়ে, আছেন প'ড়ে, সেই প্রেমনদীর কিনারায়।

কড়ী দিয়া শুঁড়ীর সুরা যে জন কিনে খায়, লোকে মাতাল বলে তায়; প্রেমসুরা খেলে, সাধু ব'লে লোকের কাছে আদর পায়।

প্রেম-ময়ের ভাঁটিতে যা'রা খাঁটি সুরা খায়, তা'রা পাগল হ'য়ে যায়, তা'দের হাসির চোটে, গগন-ফাটে, লোক মোহিত হয় মিষ্ট কথায়।

সত্যদাস কয় শুঁড়ীর সুরায় কিছুই মজা নাই, ও ছাই ছুঁইওনাকো ভাই; যদি খেতে পার প্রেমসুরা, আছে কত মজা দেখবে তায়॥৪৪৪॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

নববিধানের নব-নৃত্য দেখবি আয়।
দেখলে মন নয়ন ভোলে, প্রাণ জুড়ায়।

আকাশেতে য্যামন গ্রহ উপগ্রহগণ, ঘুরিতেছে অনুক্ষণ; তেমনি বালক যুবক বৃদ্ধ মিলে, হরি ব'লে ঘুরে ঘুরে নাচে গা'য়।

পিতা পুত্র গুরু শিষ্য হ'য় প্রমত্ত, আনন্দে করিছে নৃত্য; নাচে মাঝ-থানে আনন্দময়ী, মরি কি শোভা হ'য়েছে তা'য়॥ ৪৪৫ ॥কু

বাউলে—থ্যামটা।

নববিধানের তরী, দয়াল হরি, ভাসিয়েছেন ভবসাগরে। কেউ আর র'বেনা বাঁকী, পাপী তাপী স্বর্গে যাবে সশরীরে।

অকূলের কাণ্ডারী, ভাসিয়ে তরী, লুকিয়ে আছেন হা'লটী ধ'রে; হোকনা হাজার ঝড় তুফান, ডাকুকনা বান্, ডুব্‌বেনা কোন প্রকারে।

আয় কে যাবি পারে, ব'লে মাঝি ডাকৃছে সবে মধুর স্বরে; লাগ্‌বেনা পারের কড়ি, ব'ল্‌লে হরি অনায়াসে যাবি ত'রে।

মহম্মদ শাক্য মুশা, গৌর ঈশা, টানিছে দাঁড় ভক্তিভরে; গে'য়ে হরি নামের সা'র, সারি সারি যাচ্ছে জগত আলো ক'রে।

দেখিলে তরীর গঠন, মন উচাটন, হয় ভিতরে যাবার তরে; কিন্তু থাকৃতে দ্বেষাদেষ, নিষেধ প্রবেশ, লেখা আছে স্পষ্টাক্ষরে॥ ৪৪৬ ॥ কু

বাউলে—থ্যামটা।

ওরে আমার মন রাখাল। সদাই সামলে রেখ গোরুর পাল।

কাম ক্রোধ গোরু গুল, ঝগড়া করে চিরকাল; দিয়ে ধৈর্য দড়ি ক্ষমা খোঁটায়, বেঁধে রাখ হামেহাল।

লোভ অ্যাকটা দুষ্ট গোরু তুষ্ট খেতে পরের চাল; তা'রে হরি-ঘোষের গোইলে বাঁধ, নইলে হবে নাজেহাল।

চরিয়ে গোপাল হ'তে যদি পার তাই ভাল রাখাল; (বৃদ্ধ কাল আর যুবা কাল) উজির হ'য়ে মনিববাড়ী, থাকবে ইহ পরকাল ॥৪৪৭॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

ওরে আমার মন মাতাল।
হরি-প্রেম মদের হ্রদে ডুবে থাক চিরকাল।

সুরা-বণিক হরি নিজে, ঢেলে দিচ্চে খাঁটী মাল; (ওরে এই ব্যালা পান ক'রে নেরে পেয়ে সবে মিলে নাচ গাও বাজা'য়ে খোল করতাল।

মজার চাটনী সঙ্কীর্ত্তনে, আছে কত মশ্‌লা ঝাল; পান কর আর গান কর, হবে সব লালে লাল ॥ ৪৪৮ ॥ ঐ

বাহার—আড়কাওয়ালী।

আমায় দাও মা জননী সেই নব-জীবন।
পেয়ে যে জীবন, সাধুভক্তগণ, করেন্ সশরীরে ইহপরলোক ভ্রমণ।

যোগী ঋষি কর্ম্মী জ্ঞানী, শাক্ত ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান আর খ্রীষ্টান্; পেতে যে জীবন, করেন আকিঞ্চন, সেই জীবন ধনের ভিখারী এই অকিঞ্চন।

যে জীবন লভিয়ে কেশব, তুচ্ছ ভেবে বিষয় বিভব, নির্লিপ্ত সংসারী হ'য়ে সংসারে; ক'রে যে সাধন, সংসার তপোবন, তিনি দ্যাখাইলেন জগজ্জনে বনে নয় মনে গমন।

যে জীবন লাভ হইলে হয়, পাষাণ হৃদে প্রেমের উদয়, ভক্তিরসে প্লাবিত হয় প্রাণ মন; পাগলের ন্যায়, হাসে কাঁদে গা'য়, নাচে হরি হরি হরি বোলে করে প্রমত্ত কীর্ত্তন।

যে জীবন পাইবার লাগী, শ্রীগৌরাঙ্গ হ'লেন যোগী, পরম বৈরাগী বেশ মুড়াইয়ে কেশ ; প'রে ডোর কৌপীন্ হলেন উদাসীন্, যে জীবনের আশে যিশুখ্রীষ্ট ক্রুশে স'পিলেন জীবন ॥ ৪৪৯ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

আমায় মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী অ্যাকেবারে মেতে যাই।
তোমার প্রেমসুরা পান করিয়ে আনন্দেতে নাচি গাই।

যে সুরা পান করিলে, বিষয় বুদ্ধি যায় চ'লে হয় মহাভাবের উদয়; সেই সুরা পান কর্ত্তে চাই।

হরি হরি হরি বোলে, আনন্দে দু' বাহু তুলে; প্রেম-ভরে মত্ত হ'য়ে, হাসি কাঁদি নাচি গাই।

যুগে যুগে ভক্তগণে, মাতাও যে সুরা দানে; আমরাও সেই সুরা পানে, মাতিয়ে মাতাতে চাই।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তোমার সুমধুর নামে; মাতুক সব নর নারী দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই।

যদি নব বিধানে, মাতাবে জগজ্জনে; (তবে) আগে মা আমায় মাতাও, মাতিয়ে জগত মাতাই।

তোমার প্রেম-সুরা পানে, বিষয়-সুখ তুচ্ছ জ্ঞানে ; যেমন মেতেছিলেন শাক্য ঈশা, মহম্মদ, গৌর নিতাই ॥ ৪৫০ ॥ কু

বাউল-হাউড়ে—খ্যামটা।

আমারে তোমার পথে, দায়না যেতে, বাদী আছে ঘরে পরে।
আমি যেতে চাহিলে, সবাই মিলে, ধোরে রাখে আটক কোরে।

কখন নিদ্রা এসে, বান্ধে কেশে, আচ্ছা কোরে আপন জোরে; হইয়ে জ্ঞানশূন্য, অচৈতন্য, প'ড়ে থাকি শয্যাপরে।

কখন চিন্তা এসে, ছদ্মবেশে, সঙ্গে ল'য়ে ধীরে ধীরে; ফেলিয়ে বিষয় বনে, প্রলোভনে, ডুবায় অধর্ম্ম সাগরে।

কখন কপটতা, চতুরতা, প্রবঞ্চনা আদি কোরে; লইয়ে আপন মতে, আপন পথে, অধীন কোরে রাখে ধোরে।

কখন ইন্দ্রিয়গণ, করা'য় ভ্রমণ, আপন বশীভূত কোরে: কলুর বলদের মত, অবিরত, তা'দের বশে মরি ঘুরে।

কখন স্ত্রী-পুত্রাদি, হ'য়ে বাদী, মমতাতে বদ্ধ করে; তা'রা সব বচন সুধায়, সকল ভুলায়, এই সংসার সাগরে।

কখন চক্ষু কর্ণ, রূপ লাবণ্য, সুমিষ্ট সুকোমল স্বরে; ভুলা'য়ে রাখে আমায়, দেখতে তোমায়, দ্যায়না চতুরতা কোরে।

সত্যদাস বলে দুঃখে, সজল চক্ষে, যোড় করে সকাতরে; ভজনের বাদী দমন, কর্‌বার কারণ, ধর্ম্মবল দাও দয়া কোরে॥ ৪৫৩॥ কু

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

মাত্‌লে তো অ্যাকেবারে মেতে যাও।
ক্যান আর এ'দিক ওদিক দু'দিক চাও।
হরি ব'লে বাহু তুলে নাচ গাও।
ক্যান আর লোকভয়ে ভীত হও।

লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকিতে কিছুই হবেনা, তাও কি জেনেও জাননা; লোক-নিন্দা ত্যজে, প্রেমে ম'জে, স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দাও।

দিবা নিশি নাম-রস মদিরা কর পান; হারাইয়ে বাহ্য জ্ঞান, ডাক হৃদয় খুলে হরি ব'লে, ক্যান আলস্যে জীবন কাটাও।

হরিনামামৃত পানে হইয়ে বিহ্বল, মুখে বল হরি বোল; প্রেমে হ'য়ে মত্ত, কর নৃত্য, ভূমে গড়াগড়ি দাও। (হরিব'লে)

আসল মাতাল যা'রা তা'রা সদাই পান করে, নেসা জমাটের তরে; তেমনি দিবানিশি পান কর মন, যদি জমাট নেসা রাখ্‌তে চাও।

মাতালের চূড়ন্ত ন'দের গৌর নিতাই, অ্যামন মাতাল কোথাও নাই, তা'দের বাতাসেতে জগৎ মাতে, তুমি সেই বাতাস অঙ্গে লাগাও।

কেউ তোমারে পাগল ব'লে দিবে গালাগা'ল, কেউ বা ব'লিবে মাতাল; তুমি কারু কথায় কাণ দিওনা, বদনে কেবল হরিগুণ গাও।

সুরাপাত্র স্পর্শ মাত্র হয়না কেউ মাতাল, লোকে জানে চির কাল; অ্যাখন নামামৃত স্পর্শ মাত্রে, মন ক্যামনে মাতে দ্যাখাও।

প্রেমেতে পাগল না হ'লে কিছুই হবেনা, কথায় চিঁড়ে ভিজ্‌বেনা; যদি পার তো নিতাইয়ের মত, আপ্‌নি মাতিয়ে সবে মাতাও।

আপনার ভাবে আপনি মাতেন ভকত-বৎসল, সঙ্গে ল'য়ে ভক্ত-দল; সত্যদাসে বলে, সকল ফেলে, ঐ সঙ্গে নেচে ব্যাড়াও।

(মন) ॥ ৪৫২ ॥ কু

কীর্ত্তন।

(খয়রা) আমি ভুলিয়ে তোমায়ে, ম'জে অহঙ্কারে, হতেছি হে অধোগামী।
আমায় কৃপাদৃষ্টি কোরে, উঠাও কেশে ধোরে, নইলে ভেসে যাই আমি। (এ জনমের মত)
অহং মমতায়, সতত আমায়, বাঁধিছে আসক্তি পাশে।
দিয়ে অভয় চরণ, অধমতারণ, তারো তারো নিজ দাসে। (অভয় চরণ দিয়ে)

আমার বাড়ী ঘর, আমার সহোদর, আমার পুত্র কন্যা দারা। এই "আমার" শব্দ যাতে, যোগ আছে তাতে, আমারে বাঁধিছে তা'রা।

এই "আমার" বলিয়ে, তিনটি অক্ষর যবে যোগ করি যাতে; আমি সেই দিন হ'তে, মমত্ব বন্ধনে, বাঁধা প'ড়ে যাই তাতে। (আর ছাড়াতে নারি)

দেখি আপনার বিষয়, করিলে বিক্রয়, মমত্ব থাকেনা আর, দেখি সেই দিন হতে, সেই বিষয়েতে, মমত্ব জন্মেছে তা'র।

আমি বুঝেছি অ্যাখন, পতিতপাবন, তোমার করুণা বলে; আমার বিষয় সমুদয়, করিলে বিক্রয়, মমত্ব যা'বে চ'লে।

(দ্রুত একতালা) (তাই) বড় সাধ হ'য়েছে মনে, সর্ব্বস্ব তব চরণে, অ্যাকেবারে করিব বিক্রয়। (হরি হে) আর না রহিবে সত্ব, ঘুচিবে মম মমত্ব, তোমার হইবে সমুদয়। (এই শরীর মন সব হে)

(আমি) হ'য়ে তব ক্রীতদাস, তোমার গৃহেতে বাস, করিব হে আনন্দিত মনে; খাইবার পরিবার, ভাবনা না রবে আর, সুখে রব তব শ্রীচরণে।

আদেশ করিবে যাহা, তখনি পালিব তাহা, অকপটে অম্লান বদনে; লজ্জা ঘৃণা লোক ভয়, বিসর্জ্জিয়ে সমুদয়, ব্যাড়াইব সাধু-ভক্তসনে।

যারা তব প্রিয়দাস, তাঁ'দের সঙ্গেতে বাস, করিব হে হইয়ে নির্ভয়; ভিক্ষা মাগে সত্যদাস, দাসের পুরাও আশ, বাঞ্ছাকল্পতরু দয়াময় ॥ ৪৫৩ ॥ কু

কীর্ত্তন খয়রা। .

প্রভু করুণা কুরু কিঞ্চিত। কৃপাভিখারী কাতর কিঙ্কর নাথ। বড় আশা কোরে এসেছি নাথ। (চরণ পাব বোলে) (দ্যাখা পাব ব'লে)

আমি পাপেতে তাপিত হোয়ে, আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে। (ওহে পতিত পাবন)

প্রভু স্থান দাও তব চরণ তলে, আমায় ত্যজ না পাতকী বোলে। (ওহে অধমতারণ)

প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম, আমায় কৃপাবারি করহে দান। (ওহে কৃপাময়)

প্রভু যত পাপ কোরেছি আমি। তা'তো সকলি জানিছ তুমি। (ওহে অন্তর্যামী) ॥ ৪৫৪ ॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

আমার মন রসনা সদাই বল হরি হরি বোল।

ক্যান আমার আমার বোলে কর মিছে গণ্ডগোল; রে, ও মন হরি হরি বোল।

এসে ভবের হাটে সুধা ফেলে ক্যান কেন ঘোল; ইহ পরলোকের ধন হরি নাম, কর রে সম্বল; রে, ও মন হরি হরি বোল।

হরি হরি ব'লে নৃত্য কর হইয়ে বিহ্বোল, শুধু কথায় কিছু হবে-নাকো, না হ'লে পাগল; রে, ও মন হরি হরি বোল।

হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন কর বাজাইয়ে খোল, হরি নামের গুণে তাপিত হৃদয়, হইবে শীতল; রে, ও মন হরি হরি বোল।

হরি নামের গুণে পাষাণ গ'লে কুটিল হয় সরল, আর অন্ধ দ্যাখে, খঞ্জ হাঁটে, বোবার ফোটে বোল ; রে, ও মন হরি হরি বোল।

তুমি যা'দের জন্য ফিরিতেছ হইয়ে পাগল, সত্যদাসে বলে সব ফুরাবে তুলিলে পটোল ; রে, ও মন হরি হরি বোল ॥ ৪৫৫ ॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

আর ক্যান মন দেরি কর।

সংসারাসক্তি ছেড়ে বৈরাগ্যের বেশ হৃদে পর।

প'ড়ে সংসারানলে রাত্রি দিন মর জ্বলে, কত সুখ বৃক্ষতলে, গিয়ে অ্যাকবার দ্যাখ ; সেথায় নীরবে সব তরু লতা জীবকে শিখা-তেছে সরলতা ফল পুষ্প ছায়া দানে, তুষিতেছে নিরন্তর।

যা'দের আপনার ব'লে, র'য়েছ মায়ায় ভুলে, অ্যাক দিন তো তাঁ'দের সঙ্গে হবে ছাড়াছাড়ি ; যিনি ইহ পরলোকের সহায়, মন ভাল বাসতে শেখরে তা'য়, প্রেমিক বৈরাগী হ'য়ে মিছে মায়া পরিহর।

সুখী হইবার তরে, দাসত্ব স্বীকার ক'রে, কত সুখ পেয়েছ মন বল দেখি শুনি ; পাখী নাহি ক'রে কৃষিকার্য্য, তা'রা না করে দাস্য বাণিজ্য, তথাপি পিতা'র রাজ্যে (দ্যাখ দেখি) সুখী তা'রা ক্যামন তর।

সুখী হইবার উপায়, শুন মন বলি তোমায়, অনন্ত সুখের উৎস র'য়েছে সম্মুখে ; ওরে যা'তে পাবে মুক্তি রতন, মন কর কর তা'র আয়োজন, শ্রদ্ধা প্রেম ভক্তি হ'লেই জুড়াবে তাপিত অন্তর।

অসত্য ব্যবহারে, কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কারে, হ'তে হয় অধো-গামী জেনেছ মন যদি ; তবে ত্যজে বিলাস ভোগ বাসনা, মন কর কর যোগ সাধনা, ভক্তদের সঙ্গে চল হ'য়ে তাঁদের অনুচর ॥ ৪৫৬ ॥ কু

দাশুরায়ের—সুর—একতালা।

অ্যাকাকী বিদেশে, ভবের হাটে এসে, পান্থশালায় প'ড়ে হারালাম জীবন।

মোহে মুগ্ধ হোয়ে, চাকৃচিক্যে ভুলিয়ে, কিনিলাম কাঁচ ফেলিয়ে কাঞ্চন।

বহু পরিশ্রম কোরে নিরন্তর, নানাবিধ দ্রব্যে সাজাইলাম ঘর; সেই ঘর ফেলে, যেতে হবে চ'লে, কিছুই কিছু নয় বুঝিলাম অ্যাখন।

বাল্যকাল গ্যাল বিদ্যা উপার্জ্জনে, যুবাকালে ধনি হব ভেবে মনে; খেটে অহরহ, শীর্ণ (জীর্ণ) হ'লো দেহ, সুখের আশা তবু হ'লোনা পূরণ।

সখের ঘড়ী ছড়ী সাধের ঘোড়া গাড়ি, শোভন উদ্যান মনোহর বাড়ী; স্নেহের ভাজন, পুত্র কন্যাগণ, কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন।

দেখিতেছি যা'রা আসে এ ধরায়, কেহ নাহি রয় সবাই চ'লে যায়; তাঁদের অনুগামী, নিশ্চয় হব আমি, মনুষ্য কুলেতে জন্মেছি যখন।

সংসারের সার হরি নাম ধন, সঞ্চয় করিতে কর হে যতন; যে ধনেতে ধনি, যোগী ঋষি মুনি, যে ধন সঙ্গে সঙ্গে করিবে গমন।

আত্মীয় স্বজন বিষয় বিভব, হাটের জিনিষ হাটে প'ড়ে রবে সব; কেবল ভ্রমে ভুলে, আমার আমার ব'লে, আশক্তি রজ্জুতে হ'তেছি বন্ধন।

হাটে এসে য্যামন অল্পক্ষণ পরে, কেনা ব্যাচা কোরে ফিরে যায় ঘরে; তেম্নি ধর্ম্মধন, কোরে উপার্জ্জন, চলো মায়ের কাছে করি হে গমন।

পুত্র কন্যাগণে হাটে পাঠাইয়ে, পথ পানে মাতা র'য়েছেন চাহিয়ে ; ব্যালা গ্যালো ভাই, চলো ঘরে যাই, করি গিয়ে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন।

মৃত দেহ যখন শ্মশানে ফেলিয়ে, ফিরে যায় সবে হরি বোল দিয়ে; ভেবে দ্যাখ সে দুর্দ্দিনে, দীনবন্ধু বিনে, দিনের বন্ধু (প্রাণের বন্ধু) আর নাহি কোন জন।

তাই সত্যদাস সবিনয়ে বলে, ভবের হাটে যদি এসেছ সকলে; ত্যজে গণ্ডগোল, হরি হরি বোল, বলো দেহে প্রাণ (জিহ্বা সরস) আছে যত ক্ষণ ॥ ৪৫৭ ॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

ও মন অ্যাক মতে ঠিক পথে চলা সহজ কথা নয়।

সহজ কথা নয়, রে ওমন সহজ কথা নয়; ওরে নানাবিধ হিংস্র জন্তুর পথে আছে ভয় রে। (ও মন সহজ কথা নয়।)

কাম ক্রোধ লোভ আদি দস্যুগণে, পথে সদাই রয়; তা'রা বাগে পেলে, ফেরে ফ্যালে, সকল কেড়ে ন্যায়। (রে ও মন সহজ কথা নয়)

সেই পথে যেতে হ'লে সে'তো বেছে নিতে হয়, নইলে অন্ধের স্কন্ধে গেলে অন্ধ, মরে সে উভয় ; রে ও মন সহজ কথা নয়।

সে পথ যায়না দ্যাখা, চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম অতিশয়; শাণিত ক্ষুরের ধারের মত, সত্যদাসে কয়। (রে ও মন সহজ কথা নয়) ॥৪৫৮॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

দয়াময় নাম সাধন কর। নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে। (নাম সাধন কর)

নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে। (নাম সাধন কর)

নাম সাধনের এই তো সময় বটে। (নাম সাধন কর)

সময় গেলে আর তো হবেনা। (নাম সাধন কর)

নামে মহাপাপী ত'রে যায়। (নাম সাধন কর) (সেই দয়াল নামে)

এ নাম পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। (নাম সাধন কর)

যদি ভবনদী নদী, পার হবে; তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে (নাম সাধন কর) (অ্যাক হৃদয় হ'য়ে)

যদি ধনী হ'তে চাও, সেই নিত্য ধনে; তবে কপট ত্যজে সরল মনে। (নাম সাধন কর) (বিনম্র ভাবে)

যদি সুখী হ'তে চাও, এই পৃথিবীতে তবে অলস ত্যজে সরল চিত্তে। (নাম সাধন কর) (প্রেমে মত্ত হ'য়ে) ॥ ৪৫৯ ॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

ফকিরী ক'রবি পার্ বি রে মন। ছেড়ে সব কুটী নাটী, ময়লা মাটী, খাটি হও রে চাঁদি য্যামন।

ফকিরী নয় সামান্য, ফকিরের কত দৈন্য. আদর্শ শ্রীচৈতন্য, করহে দরশন ; পার যদি তেমি হ'য়ে, তাঁ'র আদেশ সকল শিরে নিয়ে. তৃণাপেক্ষা হীন ভাবে, থাক্‌তে হ'বে ধুলির মতন।

ফকিরী নিতে হ'লে, সর্ব্বাগ্রে কুতুহলে সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, দিতে হয় বিসর্জ্জন ; শোন রে মন আরো বলি, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ নিন্দা গালাগালি অম্লান বদনে এ সব ক'র্ত্তে হ'বে অঙ্গের ভূষণ।

ফকিরি বড় কঠিন, হ'তে হয় দীনের অধীন ; ক'র্ত্তে হয় কি রাত্ কি দিন, দয়াময় নাম সাধন ; দয়াল নামের মালা কণ্ঠে প'রে, দয়াল নামাবলি হৃদে ধ'রে, প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে কর্ত্তে হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৬০ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

মনরে তুই ডাক্, অ্যাকবার ডাক্‌রে দয়াল (হরি) পিতা বোলে।

যাঁ'রে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় রে (ডাক্)

যাঁরে ডাক্‌লে পাপী ত'রে যায় রে (ডাক্)

অ্যাকবার ডাক্‌রে দয়াল পিতা বোলে।

ও তোর হোক্‌না ক্যান পাষাণ হৃদয়, নামের গুণে যাবে গ'লে। (দয়াল নামের গুণে রে)

ও তোর পাপে ভারি দেহ তরী, নামের গুণে যাবে চ'লে। (আর ভয় নাই. নাই রে)

ও তোর পাপের জ্বালা দূরে যাবে স্থান পাবি তাঁ'র চরণ তলে। (আর ভয় নাই নাই রে)।

ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ, নামামৃত পান করিলে। ক্ষুধা দূরে যাবে রে)

ওরে অপার এই ভবসিন্ধু পার হবি রে অবহেলে। (দয়াল হরি বোলে রে)

ওরে অমূল্য ধন শান্তি রতন, আছে প্রভুর চরণ তলে। (দুঃখ দূরে যাবেরে)

কত মহাপাপী ত'রে গ্যাল. এই দয়াল নাম মুখে বোলে। (আর ভয় নাই রে)

যদি ডাকার মত ডাক্‌তে পা'রিস্, দেখ্‌তে পাবি হৃদ্‌কমলে। (মনে প্রাণে ঐক্য ক'রে রে)। (অ্যাকবার ডাক্ ডাক্‌রে)

ও তোর মরুভূমি সমান হৃদয়, সরস হবে প্রেমের জলে (দয়াল নামের গুণে রে) ॥ ৪৬১ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

(সুর—মনো রসনা, ওদিন গ্যালো দয়াল বল না)

যে রূপ সাধন যা'র। সে দ্যাখে তাঁ'রে সেই প্রকার।
ভক্ত সাকারেতে দ্যাখেন তাঁ'রে হে, যোগী ধ্যানে দ্যাখেন নিরাকার।
যুবক যুবতীর প্রায়, বাক্যেতে বুঝাবার নয়, এ কথা নিশ্চয়; তা'দের বয়স হ'লে আপনা হ'তে হে, তা'রা বুঝতে পার্‌বে মর্ম্ম তার।
বালকের কাছে গিয়ে, শত দৃষ্টান্ত দিয়ে, যদি দাও বুঝাইয়ে; তবু বালক তা'র বুঝবেনা কিছুই হে, তোমার বোকে মরাই হবে সার।

ভজন সাধনের বিষয়, বাক্যেতে বুঝাবার নয়, নিজে কার্য (ক্রিয়া) কোর্ত্তে হয়; শুধু কথায় কিছু হবেনাকো হে, (শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজ্‌বেনাকো ভাই) প্রাণ পণে সাধন কর অনিবার।
যদি দেখ্‌তে থাকে বাসনা, কর তাঁ'র উপাসনা, মিছে তর্ক কোরোনা; তর্কে কভু তাঁ'রে যায়না পাওয়া হে তর্কে বাড়ে কেবল অহঙ্কার।
সৃষ্ট যাহা দৃষ্ট হয়, ক্ষণভঙ্গুর সমুদয়, জানছ তো নিশ্চয়; সেই সৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টা যিনি হে, সবে তাঁ'রে কর নমস্কার॥ ৪৬২॥ কু

বাউলে—খ্যামটা।

(সুর—আমি অ্যামন করে কত দিন আর)

ওমন আমিত্ব থাকিতে দ্যাখা পাবেনা তো তাঁ'র।
আগে মনতনে দাও বিসর্জ্জন স্বার্থ অহঙ্কার।
পিতা পুত্রে দেহ ঘরে, আছি দিবানিশি অ্যাকত্তরে, দেখ্‌তে পাই না মাঝে আছে বোলে স্বার্থ অন্ধকার।

আমিত্ব মমত্ব স্বার্থ, এরা সর্ব্বদা ঘটায় অনর্থ, (এরা) শত্রু হ'য়ে দ্যায়না কোর্ত্তে সরল ব্যবহার।

যে দিন তোমার আমি যাবে, সে দিন বিশ্বাস-নেত্রে দেখ্‌তে পাবে, হৃদয় মাঝে উথলিবে প্রেম-পারাবার।

তাঁহার সংসার তিনিই চালান, তিনিই খাওয়ান প্রাণ চলান বলান, "আমি করি" বোলে ক্যান কর অহঙ্কার।

আমিত্বকে তাড়াইয়ে, পড়ে থাক্‌লে প্রভুর দাস হ'য়ে, সত্যদাস কয় দ্যাখা দিয়ে করিবেন উদ্ধার ॥ ৪৬৩ ॥ কু

বাউলে—একতালা।

(সুর—তুমি দয়াময় পতিতপাবন)

গ্যালো বিফলে আমার এ জীবন। হ'লো সব অকারণ, (আমি) সেবাব্রত নিয়ে সেবা না করিয়ে, সেরা অপরাধি হ'তেছি অ্যাখন।

পিতায় পুত্র কন্যা নর নারীগণে, ভাই ভগ্নি ভেবে দেখ্‌বো প্রেম-নয়নে; তা'দের চরণ সেবা, কোর্‌ব নিশি দিবা, এ প্রতিজ্ঞা আমার হ'লোনা পূরণ।

আমি শূদ্র দাস সকলেই ব্রাহ্মণ, সাদরে সেবিব, সকলের চরণ, এ সদাশা আমার হ'লোনা পূরণ, ডুবালে আমারে অহঙ্কারী মন।

ভক্ত সঙ্গে বাস কোরে বহুদিন, ক্রমে ক্রমে অ্যাখন হ'য়েছি প্রাচীন; সাধুর ব্যবহার কিছুই নাই আমার, কথা কই সাধু ভক্তদের মতন।

সাধু ভক্তের কাছে শুনে তত্ত্ব কথা, উপদেশ দিয়ে ব্যাড়াই যথা তথা, তাঁহাদের মতন, নাই ভজন সাধন, নাই যোগ বৈরাগ্য ইন্দ্রিয় দমন।

সাধুর কাছে থেকে. সাধুর কথা শিখে; লোকের কাছে বোলে ব্যাড়াই ডেকে হেঁকে; কোরে সাধুর ভাণ সাধুদের সম্মান, পাপী হ'য়েও যাই করিতে গ্রহণ।

সত্যের ক, খ, শেখা হ'লোনা আমার, ভণ্ডামীতে হ'লাম তর্ক অলঙ্কার মিথ্যা প্রবঞ্চনা, করি ষোল আঁনা, গোপনে না করি কার্য্য নাই অ্যামন।

দীন সত্যদাস ব'লে বিনয় কোরে, দয়াকরে যদি এনেছ ভিতরে, কৃপাবারি দিয়ে, পাপ ধুলো ধুইয়ে, দাও পদে স্থান পতিত পাবন ॥৪৬৬॥কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

সুর—"বল লাধাই মধুর স্বরে)"

এ কি হে বিড়ম্বনা। হায়!। তোমার সুধা মাখা দয়াল নামে রুচি ক্যান হ'লোনা।

অনিত্য অস্থায়ী ধন, যা কিছুই সঙ্গে যাবেনা; সেই সব পার্থিব বস্তুতে রুচি র'য়েছে ষোলআনা।

লোভী কামী হ'য়ে, ভুগিতেছি কত যাতনা; তবু তোমার নামামৃতে লোভী, হ'লোনা মন রসনা।

রোগীর য্যামন রোগনাশক. ঔষধে রুচি থাকেনা; তেম্নি পাপহারী হরি নামে. পাপীর রুচি হ'লোনা।

তাই কর যোড়ে সকাতরে. করি নাথ! এই প্রার্থনা; তোমার নামরসে হোক্ সদা রুচি. মজুক তা'য় মন রসনা ॥ ৪৬৫ ॥ কু

বাউলে-সুর—খ্যামটা।

সুর—("বল মাধাই মধুর স্বরে")

হরি হে মন ভাল কর আমার।

আমি মনের দোষে, আছি ব'সে, সবাই গ্যা'ল ভবপার। (আমি মনের দোষে, কাঁদছি ব'সে, দেখ্‌ছি জগত অন্ধকার)।

আমার ঘুচ্‌লো নাকো কপটতা, গ্যালনাকো অহঙ্কার; আমার লোক দ্যাখান ভজন সাধন, ভেতরে সব ফক্‌কিকার:

তুমি সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী তোমাকে লুকান ভার; তুমি দেখিতেছ জানিতেছ, মুখে কি বলিব আর।

কত প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিতেছি বারংবার; আমার সাধুর মতন, বসন ভূষণ, হাড়ির মত ব্যবহার।

আমার দেহ রথে আত্মা রথী, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব তা'র; আমার মন সারথীর দোষে তা'রা, করিছে যা' ইচ্ছা যা'র।

আমার মন হ'য়েছে ঘেও মাছি, উড়ে বসে অ্যাক আ্যাক বার; কিন্তু কোন্‌খানে কা'র ক্ষত আ'ছে, খুঁজে ব্যাড়ায় অনিবার।

সদাই অসৎ সঙ্গে ঘুরে ব্যাড়ায়, করে অসদ্ব্যবহার: সাধু ভক্ত সঙ্গে, সৎপ্রসঙ্গে, থাক্‌তে চা'য়না একটী বার।

আমি মনের দোষে সব খোয়ালাম, আসা যাওয়া হ'লো সার, নিজে সুধা ভ্রমে বিষ খেয়েছি, অ্যাখন আর দোষ দেব কা'র।

লোকের কুৎসা নিন্দা করবার ব্যালা, ফুর্ত্তি কত রসনার; কেবল নাম সাধন করিবার ব্যালা, অবকাশ থাকেনা তা'র।

তোমার কৃপা ভিন্ন প্রেমাভক্তি, কোন্ কালে হ'য়েছে কা'র; কৃপা কর বোলে কাঙ্গালগণে, দিয়েছে কাঙ্গালশরণ নাম তোমার।

মন দেহ রাজ্যের রাজার তুল্য, ইন্দ্রিয়গণ অধীন তার; কিন্তু মনকে অধীন ক'রে তারা, করিছে যা ইচ্ছা যা'র।

আমার মন ভাল হইলে কিছু, চিন্তা না থাকিবে আর: মিশে ভক্তসনে, সঙ্কীর্ত্তনে, নাম গুণ গাবো তোমার।*

তোমার নামের গুণে, পাষাণগলে, মহাপাপী হয় উদ্ধার সত্য-দাসের বাঞ্ছা, পূর্ণ কর, ওহে ভবকর্ণধার॥ ৪৬৬॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

সুর—(বল মাধাই মধুর স্বরে)

তোমার কত গুণ কি বোলব আর।

গুণ মনে হ'লে প্রেম উথলে নয়নে বয় শতধার।

আমরা লুকা'য়ে লুকা'য়ে যত কোরেছি হে পাপাচার; কিছু তোমার কাছে ছাপা নাই হে) (তুমি সকলি দেখেছ প্রভু) সে সব দেখে শুনেও পাপী বোলে বর নাই নাথ পরিহার।

যখন সংসারের যন্ত্রণা পেয়ে কেঁদে ওঠে প্রাণ আমার; (কোথা হরি বোলে ডাকি হে) তখন হেসে হেসে কাছে এসে ঘুচাও হে হৃদয়ের ভার।

কেউ তোমারে সগুণ বলে কেউ বা নির্গুণ নিরাকার; (আমি গুণহীন কি বুঝব হরি।) (তোমার গুণের কথা কে বা জানে,) (প্রভু সগুণ নির্গুণ সবই তুমি) তুমি ত্রিগুণের অতীত তোমার গুণের অন্ত পাওয়া ভার।

পুর্ব্বে কঠোর তপস্যাতেও লোকে দর্শন পেতোনা তোমার; পর্ব্বত কাননে থেকে) (শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সহ্য কোরে,) অ্যাখন দয়া ক'রে দিচ্ছ দ্যাখা হৃদয়মাঝে সকলকার। (তোমার নাইকো কোন জা'ত বিচার)

গভীর সমুদ্রের ভেতর জীব আছে যত প্রকার; তুমি যোগা'তেছ যখন তা'দের যা প্রয়োজন হচ্ছে যা'র।

যদি সুর তরু লেখনী হয় সমুদ্র হয় মস্যাধার; (তবু লেখে অ্যামন সাধ্য কা'র হে) (তোমার গুণের কথা যায়না লেখা) আমাদের গনেশ দাদাও হা'র মেনেছে। যদি পৃথিবী হয় কাগজ তবু লেখে স্থান সাধ্য কা'র।

যদি বাসুকী সহস্র মুখে কয়েন তব গুণ প্রচার; (নিত্য দিবানিশি অবিরত) (আমরা অ্যাক মুখে কি বোল্‌তে পারি) একটী গুণের কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ফুরিয়ে যাবে জীবন তা'র।

তুমি গুণাতীত জেনে শুনেও লিখ্‌তে গিয়ে গুণ তোমার; ব্যাস বাল্মীক আদি কবিগণের চূর্ণ হ'লো অহঙ্কার।

মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুমি মহান অগম্য অপার; তবু দয়া ক'রে দিয়েছ তা'য় পুজা কোর্ত্তে অধিকার।

তোমার গুণের কথা বুঝতে পারে অ্যামন শক্তি আছে কা'র; (যা'রে বুঝা'য়েছ সেই বুঝেছে.) (আবার যে বুঝেছে সেই ম'জেছে.) তুমি দয়া কোরে দিয়েছ জ্ঞান কিছু কিছু বুঝিবার।

যত পর্ব্বত কানন সিন্ধু. গাইতেছে গুণ তোমার; (সদাই নীরবে গম্ভীর স্বরে.) (আহা! উচ্চ শিরে হেলে দুলে) প্রতিধ্বনি লোফা লুফি করিতেছে বারম্বার। (হরি তোমার গুণের কথা হে।)

যখন চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা, পঞ্চমুখে পঞ্চানন তোমার; গুণ বর্ণিতে অশক্ত তখন আমি বা কোন ছারের ছার।

তোমার গুণের বিষয় যতই ভাবি, দেখি অপূর্ব্ব ব্যাপার; (নব নব ভাবের উদয় হয় হে,) (ভাবলে মহাভাবের উদয় হয় হে,) (ক্রমে ভাব সাগরে ডুবে যাই হে) ততই অসীম গুণের মহান্ ছবি সম্মুখে হয় সুবিস্তার।

বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেল, আদি শাস্ত্র বিবিধ প্রকার ; (সবাই তোমারই গুণ গাইতেছে) (কেবল তোমার গুণেই পরিপূর্ণ) সবাই নিরবধি নানা ভাষায় প্রচারিছে গুণ তোমার।

তুমি অনাদি অনন্ত তোমার গুণের অন্ত পাওয়া ভার ; (কেউ কোন কালেই পায়না অন্ত) (তোমার আদি অন্ত কিছুই নাই হে,) আমি ভক্তিভরে নতোশিরে করি তোমায় নমস্কার। (ধুলায় মস্তক লুটাইয়ে হে) ॥ ৪৬৭ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

(সুর—বল মাধাই মধুর স্বরে)

তোমার নামের গুণ কি ব'লবো আর।

নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ মাত্রে, মহাপাপী হয় উদ্ধার।

যখন রসনাতে উচ্চৈস্বরে, নামগুণ গাই তোমার। (ভক্তবৃন্দ সঙ্গে মিলে হে) (আমার পাষাণ হৃদয় গ'লে যায় হে) (তখন হাতে য্যান স্বর্গ পাই হে) তখন স্বর্গীয় সুখ ভোগ করি ভুলে থাকি এ সংসার।

তুমি পাপী তাপীর পরিত্রাতা. ভবার্ণবে কর্ণধার। (তোমার নামে পাপী ত'রে যায় হে) (তুমি ভিন্ন পাপীর গতি নাই হে) নিজ দয়া গুণে পাপীগণে ভবসিন্ধু কর পার।

তুমি পতিতপাবন অধমতারণ, ঘুচাও পাপীর পাপভার। (হরি হে ওহে হরি) (এ পতিতের কেউ নাই হে) দীন দুঃখীগণে দয়া কর (তাই) দীনবন্ধু নাম তোমার।

তোমার নামামৃত প্রেমামৃত, পানে রুচি হয় হে যা'র। (তা'র পাপরোগ আর থাকেনাকো) (তা'র ভবক্ষুধা মিটাইয়ে হৃদয়ে কর বিহার।

তোমায় অভক্তেতে পায়না দ্যাখা, ডেকে শত শতবার ' (তোমায় ভক্তাধীন সকলে বলে) ডাক্‌লে ভক্তি কোরে প্রাণমন্দিরে দ্যাখাও ছবি আপনার।

যে জন নাম নামী অভেদ জেনে, নাম জপে অনিবার ; (জপ্‌তে জিহ্বার অলস করেনা হে) (যে জন অজপা হইয়ে যায় হে,) তুমি হৃদয়বিহারী হরি বিহর হৃদয়ে তা'র।

এই নামের গুণে জগাই মাধাই, হ'য়ে গ্যাছে ভব পার (আর পাপের ভয় নাই হে) (নামে আমরাও সব ত'রে যাবো,) সত্যদাস বলে নামের বলে দেবত্ব পাব এবার। (হরি ভ'জে নরহরি হবো রে ॥ ৬৬৮ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

(সুর—"বল মাধাই মধুর স্বরে ।"

তোমার লীলা অতি চমৎকার।

ঠিক বাজীকরের বাজীর মত, দ্যাখাচ্ছ অনিবার।

ওহে জীবন রক্ষা জন্য জীবের, যখন যা হচ্ছে দরকার ; (প্রভু সকলি দিতেছ তুমি) (সব সাজা'য়ে রেখেছ ধরায়) (অ্যামন অক্ষয় ভাণ্ডার আর নাই হে) (তুমি কারু অভাব রাখ নাই হে) তুমি তাই তখনি দিচ্ছ তা'রে, ওহে দয়ার অবতার।

শুষ্ক কঠোর জ্ঞানে, পাষাণ সম, কঠিন ছিল হৃদয় যা'র ; তুমি সদয় হ'য়ে, তা'র হৃদয়ে, ক'রেছ ভক্তির সঞ্চার।

ওহে তোমার মত অ্যামন সুহৃদ, জগতে কে আছে কা'র ; (তুমি পিতা মাতার চেয়েও বড়) (তোমার মতন অ্যামন কেহই নাই হে) তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে দিবানিশি, ক'রছ কেবল উপকার।

অজামিল নিদানকালে, নারাণ্ বোলে, ডেকেছিল একটী বার; (তা'র পুত্রের নাম নারায়ণ ছিল) (হরি তোমাকেও সে ডাকে নাই হে) তুমি তা'তেই তা'রে দয়া ক'রে ভবসাগর কোল্লে পার।

তুমি উদাসীন সংসারী হ'য়ে, চালাতেছ ত্রিসংসার; (আহা! পরম বৈরাগী তুমি) (আর তোমার তুল্য কেহ নাই হে) (কেবল তোমারই উপমা তুমি) নিজে লুকিয়ে সকল কার্য্য, করিতেছ সকল-কার।

দেখি অঙ্গারের খনিতে জন্মে, হীরক অতি চমৎকার: (তোমার কৌশল কে বুঝিতে পারে) (তুমি চণ্ডালকে দ্বিজত্ব দাও হে) (তুমি মানুষকে দেবতা কর) আবার শুক্তির পেটে মুক্তা জন্মে, এমনি সুকোশল তোমার।

আছে কষ্টের ভেতর মঙ্গল, প্রসব বেদনা দৃষ্টান্ত তা'র; (পুত্রের মুখ দেখে সব ভুলে যায় হে) (দুঃখ না পেলে সুখ যায়না পাওয়া) তুমি যা কর তা'রই ভেতর, মঙ্গল আছে সকলকার ॥ ৪৬৯ ॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

সুর—("বল মাধাই মধুর স্বরে)"

তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার।

তোমার অসংখ্য অনন্ত লীলা, তুমি অগম্য অপার।

তোমায় রাম বলুক, আর রহিম বলুক, যা ইচ্ছা হয় বলুক যা'র; (তোমায় যে ভাষায় যা' বোলে ডাকুক), তুমি অন্তর্যামী সবই জান) (তোমার মা বাপ তো নাম রাখে নাই হে) (তুমি নাম রূপের অতীত প্রভু) তুমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, বুঝে লও ভাব সকলকার।

দেখি বৃহৎকায় হস্তীর ভেতর, যন্ত্র আছে যে প্রকার; (তেমি সকলেরই দেহে আছে) (সে সব ভাবলে অবাক্ হতে হয় হে) ক্ষুদ্র কীটাণুর দেহেতেও যন্ত্র, দিয়েছ হে সেই প্রকার।

দেখি যে উদরে খাদ্য বস্তু, হজম হচ্ছে সকলকার; (তোমার সুকৌশলের বলিহারি) তুমি সেই উদরে, সুকৌশলে, রাখ কুমারী কুমার।

তুমি লীলা-রস-ময় তোমার, লীলা-ভূমি এ সংসার: (এই সকলি তোমারই লীলা) আহা! সকলি তোমারই লীলা, তুমিই সর্ব্বমুলা-ধার॥ ৪৭০॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

সুর—("বল মাবাই মধুর স্বরে)"

তোমার লীলা-ভূমি এ সংসার।

তুমি লীলা রস-ময়, লীলা করিতেছ অনিব র।

দেখি মায়ের কোলে শিশু হ'য়ে, মনো সাধ পুরাচ্ছ তা'র, (ওহে লীলা-রস-ময় হরি) (ওহে কে বুঝিবে তোমার লীলা) আবার পিতা মাতা হ'য়ে শিশুর, ল'য়েছ পালনের ভার।

আমি সদাই তোমায় ভুলে থাকি, পেয়ে স্বজন পরিবার; (তোমায় ভক্তি কোরে ডাকি না হে) (তোমায় প্রেম-ভরে পূজিনা হে) কিন্তু গৃহ-লক্ষ্মী হ'য়ে তুমি গৃহে র'য়েছ আমার।

তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম তোমা ভিন্ন, অন্য কিছু নাইকো আর; (আমার আমিত্ব পর্য্যন্ত তুমি) (আমি অপদার্থ কিছুই নই হে) এই সকলি তুমি, তোমাতে সকলই, তুমিই সর্ব্ব-মুলাধার।

কোরে আকাশ আদি ভূতের সৃষ্টি, র'য়েছ ভেতরে তা'র ; (হরি সকলের ভেতরেই তুমি) থেকে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির ভেতর, নাশিতেছ অন্ধকার।

প্রধান পাঁচ ভূতের সংযোগ বিয়োগে, হ'তেছে অদ্ভুত ব্যাপার ; (এ সব ভূতের ম্যালা ভূতের বাজার) তুমি সকল ভূতের মূলীভূত, তুমিই ভূতের মূলাধার।

গৃহ-লক্ষ্মী হ'য়ে, হাতে নিয়ে, সমস্ত সংসারের ভার ; (তুমি সকলি যোগাচ্ছ প্রভু) (ওহে আমরা কেবল সাক্ষী গোপাল) তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে ভক্ষ্য ভোজ্য, যোগা'তেছ সকলকার॥ ৪৭১॥ কু

ঝিঁঝিট—খ্যামটা।

সুর—("বল মাধাই মধুর স্বরে")

হরি তুমি সর্ব্বমূলাধার।

তুমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তুমিই সাকার নিরাকার।

যখন বড় ইচ্ছা হয় হে, তোমায় হৃদয়মাঝে দেখিবার (ওহে অন্তর্যামী জগতস্বামী) তখন ব্যাকুলতা দেখে আমি, হৃদয়ে কর বিস্তার।

তুমি প্রেম সিন্ধু পতিতপাবন, বুঝবে কে প্রেমের ব্যাপার ; (ভাবলে প্রেমে পাগল হ'তে হয় হে) (ভাবলে প্রেমসাগরে ডুবে যাই হে) তোমার অপার অসীম প্রেমের, সাক্ষ্য দিতেছে জগৎ সংসার।

যত বৃহৎ বৃক্ষ আছে, শাখা প্রশাখা কোরে বিস্তার ; (ক্ষুদ্র বীজের ভেতর গুপ্ত ছিল) তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের ভেতর রেখেছিলে অঙ্কুর তার।

তুমি সূর্য্যকে দিয়েছ শক্তি জলাকর্ষণ করিবার; (আহা ভাবলে অবাক্ হ'তে হয় হে,) তাই হচ্ছে ধরা শস্যপূর্ণ, নইলে থাকতো অংাকার।

রবি শশী আদি যত, গ্রহগণ আজ্ঞায় তোমার; (সদাই ঘুরিতেছে শূন্য পথে) (সবাই স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, সবাই ঘুরিছে লাটীমের মত, শূন্য পথে অনিবার।

এই যে ক্ষীতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার; (এদের সকলের মূল তুমি) এদের উৎপত্তি নিবৃত্তি স্থিতি তোমাতেই হয় সকলকার॥ ৪৭২॥ কু

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

স্বর—("বল মাধাই মধুর স্বরে")

হরি তোমার লীলা বোঝা ভার।

যখন যে দিকে চাই, যে দিকে যাই, দেখি লীলার ব্যাপার।

যখন নিদ্রাবস্থায় প'ড়ে থাকি হ'য়ে শবের আকার; (তখন মায়ের মত কাছে থাক) (যখন চৈতন্য থাকেনা আমার) আমায় ছেড়ে থাকতে পারনা হে) তখন সারা নিশি যেগে রক্ষা, কর হ'য়ে চৌকিদার।

যে দিন অর্থাভাবে হতাশ হ'য়ে, ব'সে ভাবে পরিবার; (ঘরে কিছুমাত্র থাকেনা হে) (অ্যাকেবারে নিরুপায় হ'য়ে) (আমি দেখে অবাক হ'য়েছি হে) তখন কুটুম বেশে আপনি এসে, ক'রে দাও হে হাট বাজার।

যখন পথ ভুলে বিপথে প'ড়ে, দেখ্‌তেছিলাম অন্ধকার; (এই সংসার বিপিনের মাঝে) তখন সেথো হ'য়ে, সঙ্গে নিয়ে, আপনি কোরেছ উদ্ধার।

তুমি রাজার প্রাসাদ, দুঃখীর কুঁড়ে, ভাংচো গ'ড়ছো বারম্বার; (আমরা দেখে অবাক হ'য়ে থাকি) (তোমার কাযই দেখি ভাঙ্গা গড়া) আবার ঘটক হোয়ে, দিচ্ছ বিয়ে কাণা খোঁড়া সকলকার।

সবাই তোমার পুত্র কন্যা, তুমি পিতা মাতা সকলকার, (তুমি কা'রেও ছা'ড়্‌তে পারনা হে) (তা'ই পর আমাদের কেহই নাই হে) তা'ই সবাই সমান তোমার কাছে, কিছুই নাইকো জা'ত বিচার।

যখন এ সকল ছিলনা কিছু, ছিল কেবল অন্ধকার; (কেবল আ্যাকলা তুমিই ছিলে) তখন ইচ্ছামাত্র কোয়ে সৃজন বিশ্ব অতি চমৎকার।

তোমার সৃষ্টি কৌশল দৃষ্টি কোরে, বোঝে অ্যামন সাধ্য কা'র; (কেবল বোকা হ'য়ে থাকতে হয় হে) (একটি তৃণের বিষয় বুঝতে নারি) আমি যেটীর বিষয় ভাবি, ভেবে কুল কিনারা পাইনা তা'র।

জল আগুন বাতাসে জীবের, হবে বোলে উপকার; (এ সব নইলে জীবন বাঁচেনা হে) (আহা! সকলি মঙ্গলের তরে) (এদের অদ্ভুত শক্তি দিয়েছ হে) তা'ই দিয়েছ তা'র কত শক্তি, সীমা বোঝে সাধ্য কা'র।

আহা! বোবার থাক্‌লে শ্রবণ শক্তি, দুঃখে বুক ফাটিত তা'র; (শুনে বোলতে পার্‌তনা বোলে) (দেখি যত বোবা সবাই কালা) তা'ই তোমার রাজ্যে কোন বোবার, শক্তি নাইকো শুনিবার ॥ ৪৭৩ ॥

কুঞ্জবিহারী দেব।

কীর্ত্তন—খ্যাম্‌টা।

(সুর—"বল মাধাই মধুর স্বরে")

হরি দয়ার অন্ত নাই তোমার।

ওহে দয়াময়, জীবে দয়া করিতেছ অনিবার।

যা'রা সদাই তোমায় ভুলে থাকে, ডাকেনাকো অ্যাকবার। (যা'রা দিনান্তেও ডাকেনা তোমায়) (বিষয় মদে মত্ত হ'য়ে) প্রভু তা'দের তুমি ভালবাসো একি চমৎকার ব্যাপার।

যে জন সত্য পথে চলেনাকো, করে নাকো সদাচার; (যে পাপাচারে সদাই রত) আহা! তা'দের তুমি পাপী বোলে করো নাকো পরিহার।

যে জন অনুতাপানলে গ'লে, ডাকে তোমায় একটীবার; (দীনবন্ধু রক্ষা কর বোলে) (আমি আর পাপ কোর্ব্বোনা বোলে) ওহে অন্তর্যামী, জগৎস্বামী মনোবাঞ্ছা পূরাও তা'র।

তুমি জীবের জন্য সাজাইয়ে, রেখেছ অক্ষয় ভাণ্ডার; (ফল শস্যে পরিপূর্ণ কোরে) অন্নপূর্ণা হ'য়ে দিচ্ছ অন্ন, খুলে সদাব্রতদ্বার।

যে জন ভয় বিপদে ঐ শ্রীপদে, স'পে হে জীবনের ভার; (হরি রক্ষা কর বোলে হে) দিয়ে অভয় চরণ, কাঙ্গালশরণ, মনোবাঞ্ছা পূরাও তা'র।

অজ্ঞান অন্ধকূপে প'ড়ে আমি দেখ্‌তেছিলাম অন্ধকার (আমার ওঠবার শক্তি ছিলনা হে) তুমি দয়া কোরে, কেশে ধোরে, এনেছ কোরে উদ্ধার।

আমি অ্যাকা এসেছিলাম ভবে, সঙ্গে কেউ ছিলনা আর; (আমি কিছুই সঙ্গে আনি নাই হে) (আমার কেউ এখানে ছিলনা হে) তুমি দয়া কোরে দিয়েছ নাথ, বিষয় বিভব পরিবার।

বিপদে পড়িয়ে আমি, ডেকেছি হে যতবার; (বিপদভঞ্জন হরি বোলে হে) (দীনবন্ধু হরি বোলে হে) (আমি ডাকলে থাকতে পার নাই হে) ওহে বিপদভঞ্জন বিপদ হ'তে, তরা'য়েছ ততবার।

যে জন শোকানলে দগ্ধ হ'য়ে, করে সদাই হাহাকার; (আহা সদাই নয়ন জলে ভাসে) (তুমি কান্না দেখ্‌তে পারনা হে) তুমি সদয় হ'য়ে শান্তি দিয়ে, নয়নবারি মোছাও তা'র।

তুমি সাপের মুখে রেখেছ বিষ, যাতে হয় জীবের সংহার; (আবার সেই বিষেতেই মঙ্গল হয় হে) (সেই বিষ ঔষধ সমান হয় হে) (আবার সেই বিষেতে জীবন বাঁচে, কাটে জীবের ঘোর বিকার।

যে জন পাপে জীবন কাটাইয়ে, শেষে শরণ লয় তোমার; তুমি কৃপা কোরে, দাও হে তা'রে, অভয় চরণ আপনার।

যে জন রোগে শোকে কাতর হ'য়ে, দ্যাখে সকল শূন্যাকার; (আহা কিছুতেই সুখ পায়না প্রাণে) (যা'রা তোমায় ডাকতে জানে না হে) তুমি সদয় হ'য়ে, কোলে নিয়ে, নয়নের জল মোছাও তা'র ॥৪৭৪॥

কুঞ্জবিহারী দেব।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

(সুর—"বল মাধাই মধুর স্বরে")

(দয়াল) হরি বল মন রসনা।

হরি নাম সাগরে থাক্‌রে ডুবে, ত্যজে অসার বাসনা।

ডাক্‌লে হৃদয় খুলে হরি বোলে ঘুচ্‌বে ভবযন্ত্রণা; (ও তোর কুদিন ঘুচে সুদিন হবে) (ও তোর বাসনা নিবৃত্ত হবে) (ও তোর

শোক দুঃখ দূরে যাবে) ও তুই অমর হবি শান্তি পাবি, মৃত্যুভয় আর রবেনা।

হরি নামৌষধি কোল্লে সেবন, ভবব্যাধি রবেনা ; (ওরে অ্যামন ভেষজ আর নাই রে) (ও তোর পাপের জ্বালা দূরে যাবে) (ও তোর হৃদয় মন পবিত্র হবে) হরি বোল্লে মুখে, থাকবি সুখে, ঘুচ্‌বে ভব যন্ত্রণা।

হরি নামসাগরে ডুবলে পরে, পাপের জ্বালা থাকেনা। (ও তা'ই ডুবেছেন সব ভক্তগণে) (তাঁ'রা ডুবেছেন জনমের মত) (ও তুই ডুবতে পারলে সুখী হবি) বরং যত্ন কোল্লে রত্ন পাবি, অলস হ'য়ে থাকিস্ না।

এসে ভবের মেলায়, ধূলো খেলায়, মিছে সময় হরিস্‌না (তোর আয়ুসূর্য্য অস্ত যায় রে) (তোর গণাদিন ফুরাইয়ে যায় রে) মাণিক পাব বোলে, মায়ায় ভুলে, কালভুজঙ্গ ধরিস্‌না।

হরি নামের গুণে পাষাণ গলে, মাটী হয় খাঁটী সোণা ; (ও তুই মাটী আছিস সোণা হবি) (ও তোর পাষাণ হৃদয় গ'লে যাবে) হ'য়ে মনুষ্য, দেবত্ব পাবি, পূরবে মনস্কামনা।

ভার নয় বোঝা নয়, কড়ি পাতি লাগেনা ; (কেবল মুখের কথা বোল্লে হয় রে) হরি বোল্লে পরে, যাবি ত'রে, পারের ভাবনা রবেনা।

বিষয় মদে মত্ত হ'য়ে, মোহকূপে পড়িস্‌না ; (সদাই সাবধানে সুপথে চল রে) সদাই সাধুসঙ্গে সুপথে চল্ অসৎপথে চলিস্‌না।

সকল দেশের সকল শাস্ত্র, করিতেছে ঘোষণা ; (বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেল আদি) ভবে নামৈবপরমাগতি, মুক্তি নাই আর নাম বিনা। (হরি-বোল বল রে) ॥৪৭৫॥ কু।

খাম্বাজ—যৎ

ক'র মা অ্যামন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি য্যামন।
সঙ্গে থাকো দিবানিশি চক্ষের আড়াল হওনা কখন।
মা গো তোমার স্নেহদৃষ্টি, ব্যাপিয়া র'য়েছে সৃষ্টি; (মা) তবু
মার কাছে য্যামন মিষ্টি, আর কি কা'রও লাগে ত্যামন।
কাণে কাণে মনে মনে, কথা কও সঙ্গোপনে; (মা) বশে রাখ
দুষ্ট জনে, করি মিষ্ট আলাপনে।
পরীক্ষার অনল জ্বেলে, তুমি আপনি তাহে দাও মা ফেলে; আবার
আপনি দাও তা'র উপায় ব'লে, যেরূপে বাঁচে জীবন।
তুমি ভালবাস য্যামন, আমি তো পারিনে ত্যামন; (মা) তেমনি
ভালবাসাও আমায়, আমার প্রতি তুমি য্যামন॥ ৪৭৬॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বিভাষ—একতালা।

ক্যান মা মা ব'লে ডাকোনা।
ডাকলে ঘুচিবে সকল যাতনা।
মা বিনে তোমার, কেবা আছে আর, এ সংসার মাঝে বল আপ-
নার; সম্পদে বিপদে, মার অভয় পদে, সদা ক্যান গতি রাখনা।
মা যা'র অন্তরে, সদা বিরাজ করে, সে কি রে আর ভয় ভাবনা
করে; মা যা'রে রাখে, নিরাপদে থাকে, কে পারে মারিতে বলনা।
(তা'রে)
ঘুচিবে আঁধার, পাইবে নিস্তার, সদা কর মন মার নাম সার
ছাড় পাপাচার, কর পরিহার, সকল অসার কল্পনা।

যত মনোবাদ আলস্য প্রমাদ, রবেনা রবেনা ভয় অবসাদ; জননীর নাম, জপ অবিশ্রাম, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।

অপ্রেম বঞ্চনা লোভ মোহ ক্রোধ, বিচ্ছেদ শঠতা সন্দেহ বিরোধ; মা বিনে কে পারে ঘুচাতে এ সব, প্রাণের জটীল যন্ত্রণা।

শুন বলি মন ওরে ভ্রান্তমতি, মা বিনে কি আছে সন্তানের গতি; মা থাকিলে কাছে, থাকে না আপদ, সে কথা কি তুমি জাননা।

মার কাছে থাক, মার কথা রাখ, মার গুণ গাও কভু ভুলনাক; কহে হরিদাস, করি আত্মনাশ, ঘুচাও সকল বেদনা॥ ৪৭৭॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বেহাগ—খৎ।

তুমি বিশ্বাধার হরি বিশ্বাসীর জীবন।
তোমা ছাড়ি কিসে করি জীবনধারণ।

জীবনেতে মৃতোপম অবিশ্বাসী জন, সতত সন্দিগ্ধচিত্ত মলিন বদন।

বিনা বিশ্বাসে কখন, হয়না ভজন সাধন, সাধনে বিশ্বাস মূলধন; পায় নাকো প্রেমপুণ্য, হয়না যোগে নৈপুণ্য, অবিশ্বাসীর কাছে শূন্য সকল ভুবন।

তুমি মম প্রাণাধার, তুমি প্রেম পারাবার, তবু শুষ্ক অবিশ্বাসী মন; সতত তোমারে দেখি, জুড়াব তাপিত আঁখি, দাও হে নয়নে মাখি, বিশ্বাস অঞ্জন॥ ৪৭৮॥ কা

পাগলা সুর—আড়খ্যাম্‌টা।

আমায় মা হোয়ে মজালি।

যা ভ'জ্‌বোনা কভু তা'ই ভজালি॥

শত্রুগণের মুখ হাসালি, কলঙ্কেতে দেশ ভাসালি; অবশেষে দেশে দেশে পাগল নাম রটালি।

সাজাইয়ে রঙ্গভূমি, নানা রঙ্গ কর তুমি, রঙ্গময়ী হ'য়ে আপনি; ছেলে বুড়ো মিলাইয়ে, মাতালি প্রেম সুরা দিয়ে, মান সম্ভ্রম ঘুচাইয়ে হাসির সং সাজালি।

কথা ক'য়ে কাণে কাণে, উতলা বাড়ালে প্রাণে, পাগল হ'লে বাধা কে মানে; হারাইলাম বাহ্য জ্ঞান, খোয়াইলাম লজ্জা মান, (অ্যাখন) যথা তথা পাগল ব'লে খাই গালাগালি।

কপালে যা ছিল হ'ল, বাঁকি কি আর আছে বল, অন্ত আশা সকল ফুরা'ল; যা ইচ্ছা হয় কর তুমি, আর কিছু ব'ল্‌বোনা আমি,

যাব তোমার পাছে পাছে, দিয়ে করতালী॥ ৪৭৯॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বাউলে—একতালা।

আমায় দাস করিয়া রাখ হে তোমার। (রাখ—রাখ—রাখ) আমি অনাথ বটি, ও নাথ, আমায় ক'রোনা হে পরিহার। কত তরা'লে পামর, দীনে ক'রলে ভাগাধর, তোমার নামে পিশাচ মানব হয়, মানব অমর; তুমি অধমতারণ বট, তা'তো ক'রতে না'রবে অস্বীকার।

ছিল পাপী পুরাতন, বিবমঙ্গল শিহ্লন, সাক্ষী আছে আমার

পক্ষে তাহারা দুই জন; তোমার নামের বলে গৌর নিতাই তরা'লে পাপী অপার।

ছিল জগাই মাধাই, যা'র তুল্য পাপী নাই, সাক্ষী দেবে আমার পক্ষে তাহারা দুই ভাই; তুমি পরিত্রাণের ব্যবসায়ী জানে না কি এ সংসার।

যদি অযোগ্য বলিয়া, আমায় দেবে তাড়াইয়া, তবে বলি দীনবন্ধু শোন কাণ দিয়া; তোমার কৃপা পেয়ে বল, অযোগ্যতা আছে কা'র।

আমি মন্দমতি হীন, অতি পাপী পরাধীন, না জানি পাণ্ডিত্য নহি বিজ্ঞানে প্রবীণ; তোমার আজ্ঞাবলে খেটে খান হরিদাসের যুক্তি সার॥ ৪৮০॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

কীর্ত্তন—একতালা।

এ কি অপরূপ মা গো তোমার পদকমলে।
মকরন্দ লোভে প্রমত্ত ভকত-ভ্রমর ভ্রমিছে দলে দলে।

শিব শুক ধ্রুব প্রহ্লাদ নারদ, শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষা মুষা মহম্মদ, জনক নানক কবীর সুধীর, তব গুণ গা'য় প্রেমে গ'লে।

প্রেমে অ্যাত মাখামাখি ইঁহাদের পরস্পরে, জানিতনা কেহ মাগো এ বারতা এ সংসারে; (এ তো গুপ্ত কথা) (কেহ জানিতনা) অ্যাখন আসিয়া কেশব, রটালে এসব, গোপনীয় কথা ধরাতলে।

অ্যাক ঠাঁই আছে সবে, মিলে প্রেমের বন্ধনে, ভাবিলে ভাবের সিন্ধু উথলে ভাবুক মনে; (ধ'রে রাখ্‌তে নারি) (সে যে ভাবের সিন্ধু) হরিদাস বলে, তব প্রেমে গ'লে, মিশে যাব ঐ ভক্তদলে॥ ৪৮১॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

মল্লার—আড়াঠেকা।

কবে নূতন বিধানে পাব অধিকার।
ত্যজে বাসনাবিকার, আর স্বার্থ অহংকার।

পূর্ণ পুণ্য ভক্তিজ্ঞান, পূর্ণ যোগ সমাধি ধ্যান, করি চিত্তে সমাধান ঘুচাব আঁধার; এ কি ঘটিবে আমার।

বাহিরে লোকের কাছে, যথেষ্ট আদর আছে, লোকের প্রশংসা বাক্য শুনেছি অপার; করিয়া ভজন সাধন, করেছি যা, উপার্জ্জন তাহাতে কখন মন, উঠেনা আমার—চাহি পূর্ণ অধিকার।

কভু আছে, কভু নাই, সে ধন আমি না চাই, নিত্য নবসুধা খাই বাসনা আমার; ঈশা শাক্য গৌর আদি, সাধু সঙ্গে যোগ সাধি, নাশিব ভজনবাদী, অসুর অপার—সবে করিব সংহার।

তব কৃপা যোগবলে, মিশে যাবো ভক্ত দলে, সাধু প্রেমিক সকলে ক'রবো নমস্কার; ভক্তি বিশ্বাসে মাখিয়া, প্রেমপুণ্যে মিলাইয়া, তব হস্তে প্রাণ দিয়া, রাখিব এবার—মনে ভেবেছি এই সার॥ ৪৮২॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বাউলে—খ্যামটা।

দীনবন্ধু হরি, পূরাও মোর এই আকিঞ্চন। (হে)
নীতি ধর্ম্মে মিলাইয়ে, গ'ড়ে দাও মম জীবন।

মণিহীন ফণী য্যামন, নীতিহীন ধর্ম্ম ত্যামন, আর ত্যামন শোভা পায়না কভু হারালে শিরোভূষণ; বল দৃষ্টি গেলে কি ফল ফলে থাকিলে শুধু নয়ন। (হে)

যে মুখে হরিবলে, তা'র কথা মিথ্যা হ'লে, বিষময় ফল ফলে, বৃথা হয় ভজন সাধন; ওহে পরপ্রেমে পতিব্রতার ব্রত কি থাকে কথন। (হে)॥ ৪৮৩॥ কালিশঙ্কর কবিরাজ।

মল্লার—আড়াঠেকা।

দাও আমারে দীনবন্ধু বিধানে বিশ্বাস,
ভিক্ষা মাগে তব দাস।

যাহাতে বহিছে তব পবিত্র নিশ্বাস, জীবনে নিরখি যাান তোমার প্রকাশ।

ভক্তহৃদে অবতরি, বিহর দিবা সর্ব্বরী, দেখি নয়ন ভরি ত্যজি অবিশ্বাস; মনে আছে এই প্রয়াস।

ব্যক্ত হ'য়ে কও কথা, সঙ্গে যাও যথা তথা, যা' বলো কর সর্ব্বথা নাহি অবিশ্বাস; রচিয়া বিহার ভূমি, আনন্দে বিহর তুমি, ভক্ত সঙ্গে কর সদা বিবিধ বিলাস—কত হাস্য পরিহাস।

তুমি জান তা'র ধর্ম্ম, সে বোঝে তোমার মর্ম্ম, বুঝিয়া আচরে কর্ম্ম যা কর প্রকাশ; সতী যথা পতিব্রতা, সদা থাকে অনুগতা, প্রেমিক পুত্রের মত কিম্বা প্রিয়দাস—সঙ্গে আছে বারো মাস।

দেখি সাধু ভক্তজনে, কত ভাব তব মনে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে আনন্দ উল্লাস; দিব্য চক্ষে সব দেখি, হৃদয়ে রাখিব লিখি, অন্তরে সতত জাগে এই অভিলাষ—পূর্ণ কর মম আশ।

তব নূতন বিধান, নহে যুক্তি অনুমান, আপনি হ'য়ে দৃশ্যমান, কর ভক্তে বাস; ভকতে তব উদয়, নব ভাব উপচয়, নিরখিব নিত্য নিত্য আছে অভিলাষ—কহে দীন হরিদাস॥ ৪৮৪॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বাউলে—খ্যামটা।

এবার নূতন বিধানে এ নূতন খ্যালা।
তুমি আপনি নূতন বিধি নূতন আবার রেখেছ নূতন চ্যালা।

তোমার জীবন্ত জ্যোতিপ্রয়াগনীরে, নে'য়ে শুদ্ধ শরীরে, নীরব হ'য়ে ব'স্ব ধ্যানে পূণ্যকুটীরে; তথা ভক্তের জীবন অন্ন (তুমি) যোগাইবে তিন ব্যালা।

ভক্ত হ'বেন ঔষধ পথ্য তুমি বৈদ্যরাজ, শুনে নূতন বিধি পলাইবে রোগের সমাজ; এবার পার করিতে ভবনদী তুমি বেঁধেছ নূতন ভ্যালা।

ভক্ত ঔষধ ভক্ত পথ্য, করি পান ভোজন, পাব নূতন জীবন, ভক্ত বিনা হয়না কভু রক্ত সংশোধন; এবার নে'য়ে খেয়ে স্বর্গে যাব, জপতপে করে হ্যালা॥ ৪৮৫॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বাহার মল্লার—ঢিমেতেতালা।

তুমি সর্ব্বমূলাধার চিরকাল। কেবল আমি বিষম জঞ্জাল।

তুমি সর্ব্বরাজ্যেশ্বর, আমি নহি স্বতন্তর (হে) পিতার কাছে পুত্র কবে হ'য়ে থাকে পর; আবার উদ্ধত হইলে সুত, পিতা নহেন করাল।

তোমা ভিন্ন বাঁচিনে, তবু তোমায় ডাকিনে (হে) আমার আমিত্ব তোমার অধিষ্ঠানে; তোমার তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে আমায়, গ্রাস করয়ে কাল।

তাই করি প্রার্থনা, য্যান না হই বঞ্চনা, সিদ্ধ কর সিদ্ধেশ্বর এই কামনা; তব উপাসকে বিপ'কে না ফ্যালে য্যান মোহজাল॥ ৪৮৬॥

হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

মধুকা'ণের সুর—বিভাষ কাওয়ালী।

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি।

অ্যাকবার এস দ্যাখ প্রভু যে দুঃখে দিন কাটাই আমি।

অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে; জানাতে না পারি নাথ জানো সকল অন্তর্যামী।

যে ধনের কাঙ্গালী হ'য়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে, বল্‌'তে গো বিদরে হিয়ে, জান্‌ছ সকল অন্তর্যামী।

কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে, দেখিতে না পাই ঘরে, কোথায় ওহে হৃদয়স্বামী।

থাকি আমি যে ক'রে, আমার এই শূন্যঘরে, অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল অন্তর্যামী ॥ ৪৮৭ ॥ হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—যৎ

তোমরা এসহে যাই প্রাণের বল্লভ সদনে। (ওভাই)।

গিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল করি নাথের দরশনে।

তাঁ'র কথা কহি মুখে, তাঁ'র কার্য্য করি সুখে; তাঁ'র প্রসঙ্গে আনন্দ-ধারা বহে দুনয়নে।

চক্ষে চক্ষে রাখি তাঁ'কে, নাহি হারাই পলকে; যেন অ্যাক দৃষ্টি সদা থাকে তাঁ'র অভয় চরণে ॥ ৪৮৮ ॥ হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—যৎ।

এ দীনে ক'রবে কি প্রভু কভু কৃপা বিতরণ।
তোমায় পাওয়া দ্যাখা দূরে থাকুক, য্যান ঐ শ্রীপদে থাকে মন।
শুনেছি হে কত যোগী, তোমার ঐ চরণে অনুরাগী; হ'য়ে অনন্তকাল যোগের যোগী, পায়না তোমার দরশন ॥৪৮৯॥ নবীনচন্দ্র সেন।

কীর্ত্তন—আড়াঠেকা।

কত দয়া তব মানবে (দয়াময় হে)
অনন্ত তোমারি দয়া, অন্ত কে করিবে ভবে।
তব দয়া পদে পদে, বিপদে সুখ সম্পদে; কিন্তু হে বিপদে বোঝে, তোমারই প্রেমিক সবে।
এই যে পাপের শাস্তি সকল, এ সব তোমার স্নেহেরি ফল; এফল জীবনে কেবল সুমধুর রসাশ্রবে ॥৪৯০॥ আদিনাথ দাস।

কীর্ত্তন—একতালা।

কি জন্যে কাঁদিস তোরা ভাই রে।
থ্যালা হ'ল রে, (ব্যালা গ্যাল রে) চ'ল্লাম রে ঘরে, খেলে অবশ হ'য়েছে অঙ্গ আর ব্যালা নাই রে।
মা'কে মোর প'ড়েছে মনে, থাক্‌বোনা আর এখানে, মায়ের কাছে গিয়ে অ্যাখন, অন্তর জুড়াই রে; মায়ের আঁচল ধ'রে কাছে কাছে, ব্যাড়াব রে পাছে পাছে, মাঝে মাঝে মায়ের কাছে, খাব সুধা চাহি রে ॥৪৯১॥ জগবন্ধু সেন।

বাউলে—একতালা।

হালাতে রতন, হারাইওনা মন, হরি হরি বল বদনে।
হরিবোল, হরিবোল, বল শয়নে স্বপনে জাগরণে।

ঐহিকের সুখ হ'লনা বলিয়ে, তা'ব'লে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে; তাঁ'র নামে, তাঁ'র প্রেমে, হ'লেন শুকদেব সুখী, হ'লেন নারদ বৈরাগী, হ'লেন মহাদেব যোগী—ফেরে শ্মশানে মশানে যোগধ্যানে। (সোণার কাশী ত্যজে)

মনে কর সেই দিন ভয়ঙ্কর, অবশ অঙ্গ যে দিন হইবে তোমার; সেই দিনে বদনে, যদি বল্‌তে পার নাম, হরি পুরাবেন মনস্কাম, যাবে মোক্ষধাম—তোমায় ল'বেনা ছোঁবেনা শমনে। (হরি নামের বলে)

যেতে হবে যে দিন ত্যজিয়ে সংসার, কোথা রবে তোমার পুত্র পরিবার; সংসার অসার, আঁখি মুদলে অন্ধকার, হরিপদ কর সার, যদি যাবি ভব পার—রাখ রতি মতি হরি চরণে। (ভবে ত'রবি যদি)

চরণ বলে গতি নাহি হরি বিনে, হরি নাম সুধা পিয়রে বদনে; কলিতে, তরাইতে, হরিনাম ব্রহ্মময়, যে জানে রে নিশ্চয়, ও মন তা'র কি ভবে ভয়—তবে তরিতে পারিবে তুফানে॥ ৪৯২॥ চরণ দাস

বাউলে—খ্যামটা।

যত প্রেমিক জুটে হাট পেতেছে নব বৃন্দাবনে।
প্রেমের ব্যাচা কেনা, লেনা দেনা, হচ্ছে নিশি দিনে।

যদি বল সেই হাটে গিয়ে আন্‌বো কিছু কিনে; সেথা কিন্‌তে গেলে বিকিয়ে যাবি হেটোদের সনে।

ও সেই হাটের রাজা রসময় হরি, বিনা মূলে কত রত্ন দ্যায় হাটুরে গণে।

ভক্তচূড়ামণি, প্রেমিক গৌর নিতাই ; গেঁথে প্রেমের হার সকলেরে দিচ্ছে প্রীত মনে।

আহা প্রেমিক যিশু গুণমণি, প্রেমের কলসি হাতে দাঁড়া'য়ে পথে।

ডাক্‌ছে যাত্রিগণে ॥ ৪৯৩ ॥ অজ্ঞাত

বাউলে—দ্রুত ত্রিতালী।

সদা বল হরি হরি।

সদা বল হরি হরি, হরি ভবের কাণ্ডারী।

হরি নাম যে নয় সামান্য, পাগল আমার শ্রীচৈতন্য ; নারদ ঋষি হ'লেন ধন্য, বীণা যোগে গান করি।

হরি নামে গৌর গোসাঞী, তরিয়েছিল জগাই মাধাই, আমরা ত'রে যাব সবাই, ক্যান শমন ভয়ে মরি।

হরি নাম নিলে মুখে, পরশে যাইয়া বুকে, হৃদয় ভাসে স্বর্গ সুখে আর কি এ নাম ভুলতে পারি। (দয়াল হরি নাম রে) ॥ ৪৯৪ ॥ অজ্ঞাত

বাউলে—খ্যামটা।

প্রভু দীন দেখে কি আমায় দয়া ক'রবেনা।

তবে দীনবন্ধু ব'লে তোমায় কেউতো ভবে ডাক্‌বেনা।

আমি মায়ার ঘোরে, পাপের ফেরে, পে'তেছি যে যাতনা, তুমি অন্তর্যামী সকল জান আমার মনের বেদনা।

তুমি অধমতারণ পতিতপাবন, জগতে এই ঘোষণা, এবার যেই নামেতে ত'রে যাব আছে মনের বাসনা।

তুমি যুগে যুগে পাপীদিগের করেছ যে করুণা; এবার বোঝার ওপর শাকের আঁটী বইতে কি হে পারোনা।

তুমি কৃপণ হ'লে ও নামের বলে, প'ড়ে কেউ তো রবেনা, এবার ভবের কূলে হরি ব'লে ডাক্‌তে তোমায় ছা'ড়বোনা॥ ৪৯৫॥ অজ্ঞাত

কানেড়া—একতালা।

ভবের ম্যালা ভুতের খ্যালা, একি লীলা বিধাতার।

ভেবে মরি চিনতে নারি কেবা পর কে আপনার।

আজ যে আনন্দ ভরে, ভালবেসে গলা ধরে, কা'ল সে বিষাক্ত শরে, অন্তরে করে প্রহার।

অনিত্য অসার দেহ, অসার মমতা স্নেহ, ধরা ছোঁয়া দ্যায়না কেহ খোলেনা হৃদয় দ্বার।

এ বড় কঠিন ঠাঁই, কোন দিকে আশা নাই, বল্ মা, তারা কোথা যাই, দেখি সব নৈরাকার।

মানে মানে হরি ব'লে, যাই অ্যাখন দেশে চলে, শ্রীহরি চরণতলে হেরি প্রেম পরিবার॥৪৯৭॥ অজ্ঞাত

দেশ—আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে।

যে আঁখি জগৎ পানে চেয়ে র'য়েছে।

রবি শশী গ্রহ তারা, হয়নাকো পথ হারা, সেই আঁখি' পরে তা'রা আঁখি রেখেছে।

তরাসে আঁধারে ক্যান কাঁদিয়া ব্যাড়াই, হৃদয় আকাশ পানে ক্যান না তাকাই; ধ্রুব জ্যোতি সে নয়ন, জাগে সেথা অনুক্ষণ, সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে॥৪৯৬॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

থাম্বাজ—চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁ'র বিশ্বধাম, দয়ার যাঁ'র নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে।

জ্যোতি যাঁ'র গগনে গগনে, কীর্ত্তিভাতি অতুল ভুবনে, প্রীতি যাঁ'র পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নব রাগে।

যাঁ'র নাম পরশ-রতন, পাপ হৃদয় তাপহরণ, প্রসাদ যাঁ'র শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে; অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁ'র হয় অপার, যাঁ'র শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥৪৯৮॥ গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতকনাশন।

অ্যাক দেব ত্রিভুবন পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।

সেবক মনোমদ মঙ্গলদাতা, বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা; যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্ত-চকোরে॥৪৯৯॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

কর তাঁ'র নাম গান।

যত দিন রহে দেহে প্রাণ।

যাঁ'র হে মহিমা জলন্ত জ্যোতি জগত করে হে আলো; (আহা জগত করে হে আলো) স্রোত বহে প্রেম-পীযূষবারি, সকল জীব সুখকারী হে।

করুণা স্মরিয়ে, তনু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি; (আহা বাক্যে বলিতে কি পারি) যাঁ'র প্রসাদে, অ্যাক মুহূর্ত্তে, সকল শোক অপসারী হে।

উচ্চে নীচে, দেশ দেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে; (আহা জলগর্ভে কি আকাশে) অন্ত কোথা তাঁ'র, অন্ত কোথা তাঁ'র, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।

চেতন নিকেতন, পরশরতন, সেই নয়ন অনিমেষ; (আহা সেই নয়ন অনিমেষ) নিরঞ্জন সেই যাঁ'র দরশনে, নাহি রহে দুঃখলেশ হে ॥৫০০॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলতান—একতালা।

তাঁ'র গুণে পূর্ণ জগত।

ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁ'র মহিমার কণিকা।

যাঁহার করুণাবলে, বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট, ভুবন পালক, দয়াল, দুর্ব্বল-বল, তিনি রাজ-রাজ।

চারি দিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে অনুক্ষণ শোণিত-ধারে, নিশ্বাস-বায়ুতে; তাঁহারি করুণা করে আনন্দ বিস্তার, করে দান পরম জ্ঞান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি নীর ॥৫০১॥

শিশিরকুমার ঘোষ।

———

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান।

ভুলনা তাঁহারে মন ভুলনা এমন।

রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে, ছাড়িয়ে তুমায় ক্ষণ মুহূর্তে, নাহি করেন গমন।

হৃদয় কপাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা ব'লি. দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥৫০২॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গৌড়-মল্লার—চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দেয় প্রাণ; জনহৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা। (সবে মিলে মিলে)

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী, মহেশের মহৎ যশ ঘোষে বারিদ। (সবে মিলে মিলে)।

প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি, অগ্নি তুষার কেহই থাকেনা নীরব; যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রবে, গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম। (সবে মিলে মিলে) ॥৫০৩॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাম্বীর—ধামাল।

আজি সবে গাও আনন্দে, তাঁর পবিত্র নাম ল'য়ে জীবন কর সফল।

সরল হৃদয় ল'য়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে, কত সুধা মিলিবে।

দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়, অনাথ গতিহীন হয় সনাথ; সেই প্রেমশশী সবে, মধু বরষে মাধুর্য্য হৃদয়াধারে ॥৫০৪॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশ—তেওট।

পরিপূর্ণমানন্দম্।

অঙ্গবিহীনং স্মর, জগন্নিধানম্।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসোমনোযদ্বাচো হ বাচং বাগতীতং, প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যম্॥৫০৫॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

নাথ কি দিব তোমারে।

সকলি তোমার, আছে কি আমার।

হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমি বিকাশিছ নাথ; লও প্রভু তুলিয়ে, সে ধন তোমারি॥৫০৬॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরব—চৌতাল।

সবে মিলে গাও, তাঁহার মহিমা।

আজি কর রে জীবনের ফললাভ।

হৃদয়-থাল ভার, ভক্তিপুষ্পহার, প্রভুর চরণে ছাও রে ছাও।

নব নব রাগরচিত বন্দনমালা, গাঁথি গাঁথি দাও উপহার; বিধাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁ'রি, প্রচার সকল সংসার॥৫০৭॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূরবী—আড়াঠেকা।

দিবা অবসান হ'ল, কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন।
আয়ুসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দ্যাখ তা'য়; ভুলিয়ে মোহমায়ায়, হারা'য়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও; ভবকর্ণধার যিনি, পাপ সন্তাপহরণ ॥৫০৮॥ অমৃতলাল গুপ্ত।

ললিত—আড়াঠেকা।

* কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়ে দ্যাখ শুভ উষা আগমন।
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার; মঙ্গলজলধিজলে হ'তেছে চিরমগন;
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ স্বরে, ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন; উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম, কালরাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধ'রে, বিশ্বাসেরে সার ক'রে, কর প্রীতির সাধন; নর নারী সমুদয়ে, অ্যাক পরিবার হ'য়ে গললগ্নে পূজ তাঁ'রে যাঁ' হ'তে পেলে এ দিন ॥৫০৯॥

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

* ১৭৮৮ শক ২৬শে কার্ত্তিক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রবেশের দিন এই সঙ্গীত হয়। এই দিনে "সুবিশাল মিদং বিশ্ব" শ্লোক ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় দেওয়া হয়। প্রঃ

বেহাগ—আড়াঠেকা।

শান্তি কোথা আছে আর।

অমৃত সাগর বিনা, কোথা আছে আর।

ভুলি সে অমৃত যেই, বিষয় বিষের কুণ্ডে, করে শান্তি অন্বেষণ ভ্রমবুদ্ধি তা'র।

ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা ক্যান ভ্রমিতেছ, কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হ'য়ে শান্তিহারা; অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি, সকলেরই প্রতি আছে মুক্ত তাঁ'র দ্বার ॥৫১০॥ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ললিত—আড়াঠেকা।

* অ্যাত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী।

প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি।

দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্বজনে জরজর; পাঠালেন স্বর্গরাজ্য মুক্তিদাতা পিতা যিনি।

সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে, ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীরপরাক্রমে; উর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁ'রে সবে মিলি, জয় জগদীশ ব'লি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥৫১১॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

গৌড়সারঙ্গ—আড়াঠেকা।

ভুলনা ভুলনা, প্রাণসখারে ভুলনা, যাতনা রবেনা।

যাঁ'র প্রেমমুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাধর জ্যোস্না।

* ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রবেশের দিন এই গান হয়। গ্রঃ

কতবার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে, ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে; ক্যামন কঠিন প্রাণ, ক্যামন পাষাণ মন, শুনিয়েও শোননা ॥৫১২॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মেঘ—ঝাঁপতাল।

বিপদরাশি দুঃখ দারিদ্র কি করে।
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।

কি ভয় লোকভয়ে, বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদবারিগুণে, বিপদসাগরে অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নবজীবন, নিমিষে সকল পাপ তাপ হরে; হৃদয় আকাশে, জ্যোস্না প্রকাশে; যখন দেখি সেই করুণাকরে ॥৫১৩॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছায়ানট—আড়াঠেকা।

জাননা রে কত তাঁ'র করুণা।

যে জন দ্যাখেনা চাহেনা তাঁ'রে, তা'রেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা যাও তাঁ'র নাম প্রচার, তাঁ'র আনন্দজনন, সুন্দর আনন, দ্যাখরে নয়ন সদা দ্যাখরে ॥৫১৪॥ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুকব—আড়াঠেকা।

ক্যান ভোল, ভোল চিরসুহৃদে, ভুলনা চিরসুহৃদে।
ধন মান প্রাণ সকলি যাঁ'হ'তে, অ্যামন সুহৃদে ক্যান ভোল।
থেকনা থেকনা তাঁ' হ'তে অন্তর, তাঁ'রে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল; চিরজীবনসখা চির সহায়ে, করুণানিলয়ে ক্যান ভোল ॥৫১৫॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—রূপক।

প্রেমমুখ দ্যাখ রে তাঁহার।
শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা যাঁ'র।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার; সর্ব্ব সম্পদ্ তাহে মিলে, যখন থাকি তাঁ'র সাথ।
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়াদান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি অ্যাক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁ'র কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁ'রে করিব দান ॥৫১৬॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—ধামা[illegible]।

অমৃত-ধনে কে জানে রে। (কে জানে রে)
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে, তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহরে তাঁহারে, প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে; প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি, যে জন যায় নাহি ফেরে ॥৫১৭॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

জননী-সমান, করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া; কে বা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা, ল'য়ে তাঁ'র অমৃত নিকেতনে ॥৫১৮॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাহার—একতালা।

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্। পাশ-নাশ-হেতুরেষা ন তু বিচার বাগ্বলম্।
দর্শনস্য দর্শনেন ন মনো হি নির্ম্মলম্। বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত! কিং ফলম্ ॥৫১৯॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

* বিষয়ের তমজাল, ক'রে আছে নিশাকাল, ক্যামনে হইব পার সংসার সাগর এ।

তুমি বিনা কর্ণধার, দেখিনে কাহাকে আর, অখিল তারণ তুমি কোথা হে এ সময়ে।

সান্ত্বনার দিক আঁধার, বিষাদ ঘনোদয়ে, সম্পদ তড়িৎ সমান উম্মিলি নিমিলয়ে; মোহ তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে, দ্যাখা দাও ওহে নাথ মোহ অন্ধ হৃদয়ে ॥৫২০॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* ইং ১৮৭০ সালে লণ্ডন নগরে কুমারী কলেটের স্থানে নিয়ানোর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার অ্যাক জন বন্ধু সঙ্গে একত্রে গান করিয়াছিলেন।—প্রঃ

আসওয়ারী—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে। (এবে) অমৃতের অধিকারী।
নয়ন খুলিয়ে দ্যাখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণজ্যোতি, মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গা'য় তাঁহারি
হৃদয়কপাট খুলি দ্যাখরে যতনে, প্রেমময় মূরতী জনচিত্তহারী;
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি ॥৫২১॥
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ললিত—আড়াঠেকা।

অয়ি সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক-সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার শিরে দিল।
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে, কে শেখালে এই হাসি কে বা সে যে হাসাইল।
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কা'রে, বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁ'রে; কমলনয়ন মেলি, কা'র পানে চেয়ে আছ, কা'র তরে ঝরিতেছে প্রেম অশ্রু নিরমল।
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন, তব দরশন মাত্র পাইল নব জীবন; বারেক আমারে তুমি, দ্যাখাও যদি দেখি তাঁ'রে, হান সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ॥৫২২॥ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ঝিঁঝিট—যৎ।

পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেত্, তস্য তুচ্ছং সকলম্।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে, ভাতি তত্ত্বং বিমলম্
প্রেমসূর্য্য যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলং হস্তগতম্ ॥৫২৩॥
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাষ—একতালা।

আর ক্যান বৃথা দিন করি হে হরণ।
যদি জেনেছ হে ভাই, পরিত্রাণ নাই, বিনা সে সুহৃদ পতিত-পাবন।
শান্তি ছাড়ি ক্যান, অনিত্য কারণ, রাশি রাশি কতই পাপ করি অনুক্ষণ; অ্যাকবার গদ গদ মনে, প্রভুর চরণে কৃতাঞ্জলিপুটে লইগে শরণ ॥৫২৪॥ প্রেমচাঁদ গুপ্ত।

সিন্ধু-খাম্বাজ—যৎ।

আর কি দ্যাখরে সদা শুদ্ধ শান্তমনে; (ও ভাই) সচৈতন্যে পূর্ণব্রহ্মে ডাকো।
ত্যজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ কর মন-আশা; যে জন্যেতে ভবে আসা, দেখো য্যান ভুলনাকো।
ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান; সকল দিয়ে বিসর্জ্জন পিতার চরণতলে প'ড়ে থাকো ॥৫২৫॥ অজ্ঞাত।

আলেয়া—কাওয়ালী।

অন্তর-তর অন্তর-তম তিনি যে, ভুলনা রে তাঁ'য়।
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁ'র সমান কে, সেই সখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায়।
ধন জন জীবন সব তাঁ'রি করুণা, তাঁহার করুণা মুখে বলা নাহি যায়, (মুখে বলা নাহি যায়) অ্যাত যাঁ'র করুণা, তাঁ'রে কি ভুলিবে, তাঁহারে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়॥৫২৬॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভয়রোঁ—ঠুংরী।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন, জগদীশ জগ-তারণ হে।
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব্ কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীনহীন জনার হে॥৫২৭॥

হরলাল রায়।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন।
নিরখি জুড়ায় নাথ যুগল নয়ন।
গগনথালে ক্যামন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শোভিছে শশী তপন

হৃদয়রঞ্জন ; মুক্তামালা য্যান তা'য়, তারকা সমুদায়, মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয় ভঞ্জন।

ধূপ মলয়-পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন হে বিশ্বকারণ ; বন উপবন যত, পুষ্প দ্যায় অবিরত, বাজে ভেরী অনাহত, শোনে প্রেমিক যে জন ॥৫২৮॥ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভৈরব—চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধনধান্য পূর্ণ শোভাময়, তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।

সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি, সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল-সাজে সজ্জিত ক্যামন।

প্রফুল্লিত কানন গিরি নদী সাগর, অযুত অগণ্য লোক, সকলই তোমারি ; ধন্য পরমকারণ, ধন্য জগতপতি, বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন ॥৫২৯॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশা—ঠুংরী।

বলিহারী তোমারি চরিত মনোহর, গা'য় সকল জগতবাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি, ঘোর দিগন্ত প্রসারি ; ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবিচন্দ্রোপরে, জ্যোতি তোমার হে, আদিজ্যোতি কল্যাণ; জগত-পিতা জগত-পালক, তুমি সর্ব্বমঙ্গলনিদান ॥৫৩০॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কানেড়া—চৌতাল।

হে ত্রিভুবননাথ! স্মরণে হয় আনন্দ, ভবসেতু ধর পরম কারণ।

জগন্নাথ জগদীশ জগত-গুরু, জগজন-হিত-কারণ; হে পাবন ভক্ত-বৎসল, ভব-তারণ।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, সুর-পতি, অতি জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপ; তব প্রতাপ কোথায় না হয় স্মরণ, সর্ব্বলোক-প্রতিপালন ॥৫৩১॥ শ্রীকণ্ঠ সিংহ।

খট্—একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল চিত বারি হে।

ভগবজ্জন-হৃদিভূষণ, পাবন জগ-জীবন, প্রভু পরম শরণ, পাপিগতি, আশ্রিত-ভয়হারী হে।

অচ্যুত আনন্দ-ধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম, জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবক-কাণ্ডারী; জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর, হিত-কারণ হরি কৃপালু ভকত-মনোবিহারী হে।

অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবনধারী; জীবিতেশ হৃদয়-রতন, পরমায়ন সত্য পুরুষ, সদানন্দ জগতগুরু জগজন হিতকারী হে ॥৫৩২॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরজ—চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি।

গ্রহ তারা চন্দ্র তপন, জ্যোতিহীন সব তথা॥

অযুত ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননী হৃদয়ে করে বসতি।

অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘন নীল সাগর-বর, যথা যাই তুমি তথা; রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে—সজন নগর, বিজন গহন, যথা, যাই তুমি তথা॥৫৩৩॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কানেড়া—চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।

বলিব কিবা বচন নাহি, সবে অবাক, না পেয়ে অন্ত তোমার।

তব রাজ সিংহাসন, অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।

যথা যাই যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার, সব জগতি পূরিত তব মঙ্গল গীতে; কোথায় দিব হে দেব উপমা তোমার, মহারাজ-রাজ দেব-দেব বিশ্ব-ভুবন-শোভা॥৫৩৪॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইমন্-কল্যাণ—চৌতাল।

তুমি জ্ঞান প্রাণ, তুমি সত্য তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীনশরণ, তুমি গুরু পিতা মাতা।

তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম, তুমি অমৃতসেতু, তুমি অগম। অপার; প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অনন্ত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার ॥৫৩৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুলতান—আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল। (বিভু)

এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন, দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।

সঞ্চার না হ'তে আমি, সৃজন করিলে তুমি; মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।

না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা; ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।

এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে, অযাচিত কৃপাগুণে রোপিয়াছ জ্ঞান বল ॥৫৩৬॥ গোবিন্দচন্দ্র রায়।

পরজ-বাহার—কাওয়ালী।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তা'ই।

পিতা হ'য়ে পালিতেছ, কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।

অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে, আধ আধ মা মা ব'লে স্তন করে পান; আমি তখনি তাহার মুখে নিরখি তোমায়, অমনি মা ব'লে ডাকি কেহ না শিখায়।

শুধু জীবের জীবন বাঁচাবার তরে, ঢেকেছ বসুধাদেহ কত উপচারে; তোমার অ্যামন পালনী রীতি হেরি হে যখন, ইচ্ছা হয় পিতা ব'লে সম্বোধি তোমায় ॥৫৩৭॥ দুর্গানারায়ণ চৌধুরী।

টৌড়ী—কাওয়ালী।

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক জননী অখিল বিধাতা।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব, কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা বিনা চাহিনা চাহিনা কিছু আর; সম্পদ বিষম তোমায় ছাড়িয়ে, না জানি কি রস পায় বিষয়রসে তোমায় ভুলিয়ে ॥৫৩৮॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।

সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান; মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফ্যালে আঁধারে।

প্রাসাদ-কুটীরে অ্যাক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার; তেমনি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমার দুয়ার ॥৫৩৯॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

ক্যান তোমায় ভুলি দয়াময়।

তুমি বট হে পাপী তাপী সাধু সবার, অনন্ত জীবনাশ্রয়।

গর্ভ হ'তে য্যামন ধরায়, ধরা হ'তে পুনরায়, ল'য়ে যেহে রাখ সবার, এতে কি আছে সংশয়।

অ্যাখন য্যামন অতুল যতন, মরণ অন্তেও ত্যামন, পরকালে স্নেহ কোলে, রহে তব সমুদয় ॥৫৪০॥ আদিনাথ দাস।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরী।

তুমি আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়, আছে তোমা হ'তে কে সংসারে।
পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া, আর অ্যাত দয়া কে করিতে পারে।
করুণার নিধান বিভু তুমি হে, কত না করুণা করিলে পাপীরে।
সুখসাধন এই শরীর মন, করুণার নিদর্শন নাথ তব; গ্রহ তারক মণ্ডিত নীল নভঃ ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা; সুগভীর তরাঙ্গত ক্ষীরনিধি, হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি—সকলে পুলকে সম তান ধরি, করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥৫৪১॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

কাফী—অ'ড়াঠেকা।

আহা! কে দেবে আনিয়ে তাঁ'রে।
হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কায আমার।
ঐহিকের সুখ যত, জানি তা' কায নাই সে সুখে সে ধনে
হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কায আমার ॥৫৪২॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়া—একতালা।

কোথা হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয়পুত্তলি, দেখা দাও একবার।
হৃদয় মন্দির আমার, তোমা বিনা হ'য়ে আছে অন্ধকার॥
তোমারে পাইবার তরে, চাহি অন্তর বাহিরে, না দেখে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব কোথায় যাব, কি রূপে তোমারে পাব, কবে শ্রীমুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার ॥৫৪৩॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

বাউল—একতালা।

কত আর কাঁদিব প্রেমময়।

তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।

তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোমায়, ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায়; রাখো রাখো পিতা, কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।

নাথ পাপী ব'লে ত্যজনা আমায়, ক'র্‌বো তাপিত প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়; আমি নিলাম শরণ অধমতারণ, তারো তারো দয়াময় ॥৫৪৪॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

সোহিনী বাহার—আড়াঠেকা।

করিয়ে অশেষ পাপ, সহিয়ে হে মনস্তাপ, অসাড় ক'রেছি হে নাথ, এই পাষাণ হৃদয়।

রাশি রাশি পাপ স্মরি, তবু পাপ কার্য্য করি, জাগেনা এ অন্ধ মন পাপে অচেতন।

তুমি বিশ্বে বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আছ সমান, তথাপি দেখিনা হে নাথ, মোহে অন্ধ অনুক্ষণ।

তোমার করুণা ভিন্ন, উপায় না দেখি অন্য, পাপেতে ডুবিয়ে মরি, রাখো রাখো হে ঈশ্বর ॥৫৪৫॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মুলতান—একতালা।

চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয় অনল, প্রভো।
কৈ বিষয় বাসনা পাপের যাতনা ; অ্যাখন তো ঘুচ্‌লো না।
দাও দরশন জুড়াই হে নয়ন, নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন, প্রভু তোমার চরণ, অমূল্য রতন, আমি শুনেছি হে ; দুখানলে দগ্ধ হ'ল এ জীবন, ওহে দীননাথ লইলাম শরণ, দরিদ্রের দুঃখ কর হে মোচন, দরিদ্রের দুঃখহারী হে ॥৫৪৬॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ললিত—একতালা।

চেয়ে দ্যাখ নাথ, অ্যাকবার এ অধম সন্তানে।
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে।
তুমি বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার, কে তা-বে কাতরে লয়ে কাতর শরণ ; আছি শত দোষে দোষী, তবু তোমারি সন্তান ; দয়া গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে ॥৫৪৭॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

*

মূলতান—একতালা।

জানিতেছ হৃদয়বাসনা নাথ। *
কি আর বলিব,—হে অনাথশরণ, দাও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা।

---

* ১৭৮৫ শক শ্রাবনমাসে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারব্রত গ্রহণ করেন, ব্রত গ্রহণের সময় তিনি এই সঙ্গীতটী খুব ভাবের সহিত গাইয়াছিলেন। প্রঃ

ও পদ সেবনে, কাটিব জীবনে, তোমারি মননে নিয়োজিব মনে, তব গুণ গানে রাখিব রসনা, বাসনা করেছি এই; তবে কেন পাপপথে অবিরত, ধায় মম দুষ্ট পাপচিত নাথ, হ'ল এ কি দায়, না দেখি উপায়, বিনা তব করুণা ॥৫৪৮॥ হেমন্তকুমার ঘোষ।

ললিত—সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি দ্যাখা দাও হে।
রবি শশী তারা শোভে না আমারো কাছে, যদি হারাই তোমারে
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে সে জ্ঞানে
যা'তে তোমারে না পাই ॥৫৪৯॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—কাওয়ালী।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে।
কে সহায় ভব অন্ধকারে, র'য়েছি বন্দীসম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ বিকারে; বিষয়রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি, মনভৃঙ্গ বিহরে।
বিতর কৃপা তব যা'র গুণে প্রভু, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে; পাপতিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে ॥৫৫০
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুলতান—আড়াঠেকা।

নলিন পঙ্কিল মনে ক্যামনে ডাকিব (পাইব) তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।

তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম; আমি পাপী তৃণসম, ক্যামনে পূজিব তোমায়।

শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে; লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে যে মম হৃদয়।

অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়ে যায়; ক্যামনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।

এ পাতকী নরাধমে, তারো যদি দয়াল নামে, বল, ক'রে কেশে ধ'রে দাও চরণে আশ্রয় ॥৫৫১॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মুলতান—আড়াঠেকা।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা নিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ; ক্যামনে বলিব তোমায়, এস হে মম হৃদয়ে।

হৃদয় কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার; কৃপাকরি অ্যাকবার এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥৫৫২॥ ব্যাচারাম চট্টোপাধ্যায়।

বিভাষ—একতালা।

পতিতপাবন, এ পাতকী জন, পাবে কি কখন চরণ তোমার।
কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, প্রেমোদয় কভু নাহি হয় যা'র।
অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার;
তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী, জানিছ সকলি বলিব কি আর।
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চননাথ কেহ নাই আমার; যা' কর অ্যাখন, বিপদ ভঞ্জন, আমার তো ভরসা কিছু নাহি আর ॥৫৫৩॥ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

দেশ—তেওট।

থেকনা থেকনা দূরে নাথ!
সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপ বিকারে চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহিনা তোমা হ'তে, দাও এই অধিকার; নিরত নিরন্ত ধ্যান, সহচর অনুচর থাকি তোমারি ॥৫৫৪॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলে—একতালা।

দয়ার নিধি দয়া কর কাঙ্গাল জনে! *
আমি ক্যামন ক'রে দেখ্‌বো তোমায় এই পাপ পাষাণ মনে।

* ১৭৮৬ শকে যখন শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ করেন তখন তাঁরি নিজের রচিত এই সঙ্গীতটী খুব ভাবের সহিত গাইয়াছিলেন। প্রঃ

আমি এই হে জানি অধমতারণ, অধম তরে নামের গুণে, তুমি
পাপী তাপীর পিতা মাতা ভরসা আছে মনে ॥৫৫॥

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

দীননাথ আমরা দিনের বেশে এসেছি আজ তোমারি দ্বারে।
শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা ক'রে।
প'ড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে, কোথা প্রভু
দয়া ক'রে, দ্যাখা দাও দীনের হৃদয়কুটীরে।
কা'রেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে, পাপ হৃদয়
ক্যামন করে, ওহে পতিতপাবন অ্যাকবার চাও হে ফিরে ॥৫৫৬॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

কীর্ত্তনভাঙ্গা।—একতালা।

দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।
আমার আর কেহ নাই তুমি বিনা এই জগত মাঝারে।
আমি লইয়াছি শরণ, ওহে দীনশরণ, কৃপাময় কৃপা করি কর
মোরে ত্রাণ; আমি অতি দুর্ব্বল, (দীননাথ) নাই কোন সম্বল,
তুমি হীন বলের বল্ তাই ডাকি হে তোমারে ॥৫৫৭॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ললিত—আড়াঠেকা।

অনাথে চাহিয়ে দ্যাখ অনাথশরণ।
কি জানাব জানিতেছ হৃদয় বেদন।
তোমা বিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয়ভার, তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন।
সংসার পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর, টানিছে নরক পথে করিতেছে তর্জ্জন; প'ড়ে আছি অসহায়, অ্যাকবারে নিরুপায়, জীবনে মরণ প্রায়, ওহে মৃতসঞ্জীবন ॥৫৫৮॥ ব্যাচারাম চট্টোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—যৎ।

আমায় ছেড়না হে, এনেছ যদি হে দয়াময়।
আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু (আপন) প'ড়েছি তোমারি পায়।
নাহি আমার কোন বল, ক্যামনে বাঁচিব বল, আপন কৃপা ক'রে রাখ প্রভু বেঁধে মোরে তব পায়।
না জানি ডাকিতে তোমায়, (আপন) কিছু কর মোর উপায়;
অ্যাকবার হৃদয় মাঝে দাঁড়াও প্রভু জুড়াই তাপিত হৃদয় ॥৫৫৯॥
জগবন্ধু সেন।

ললিত—একতালা।

আর কিছু নাই, ভরসা, সংসারে, তোমা ভিন্ন।
প'ড়ে পাপে, অনুতাপে হৃদয় হ'ল অবসন্ন; যথা যাই, শান্তি নাই, ক্ষম দাসে হও প্রসন্ন।

চারিদিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার, পুড়িছে অনলে যান জীবন আমার; কত বার, চাবো আর, ক্ষমা করেছ অগণ্য

অপরাধী, নিরবধি, একি হ'ল মতিচ্ছন্ন ॥৫৬০॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

আহা আর কোথা যাবো তোমারে ছাড়িয়ে।

কেবা আর দিবে সুখ হৃদয় ভরিয়ে।

পাপেতে তাপিত হ'য়ে, কোথায় আর কাঁদিব গিয়ে; শীতল করিবে কেবা কাতর দেখিয়ে।

ভবলীলা হ'লে সাঙ্গ, কে হইবে মম সঙ্গ, চিরদিন কে রাখিবে আপন আলয়ে; কাহাকেও দেখিনে আর, তুমি হে সকল সার,

আশ্রিত আছি হে আমি তোমার আশ্রয়ে ॥৫৬১॥

ক্ষেত্রমোহন শেঠ।

মূলতান—একতালা।

এ কি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায় প্রভু।

আমি মনে করি ভুলি, সংসারবাসনা, ভুলিতে তবু পারিনে।

তোমারি চরণে সঁপিলাম এ প্রাণে. করুণা নয়নে হার মোর পানে, তোমার বিহনে কি কায জীবনে, জীবনের প্রবাহ হে; দাও দরশন এ দুঃখ সাগরে, মহিমা তোমারি থাকিবে সংসারে,

সন্তানের চক্ষে বহিতেছে ধারা, কামনে সুস্থির রবে হে ॥৫৬২॥

অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বাউলে—একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন, সদা হৃদয়মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ; ঘুচাও পাপের জ্বালা পুরাও আশা তোমারি গুণ নিয়ত গাই ॥৫৬৩॥ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি আর জানাব নাথ যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হ'লে কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথসম্বল, নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হ'ল আত্মার যোগ, না হ'ল সত্যের ভোগ, কেবলমাত্র কর্ম্ম-ভোগ, আমার এ জনম হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, ত্যজ না পাতকী ব'লে, স্থান দিও চরণ-তলে, ল'য়েছি শরণ হে ॥৫৬৪॥ ক্ষেত্রমোহন শেঠ।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

কোন্ দোষের আমি দিব পিতা তোমায় পরিচয় হে।
আমি একটী পাপের কথা, (দয়াময়) ব'লব মনে করি, ওগো অ্যাকেবারে সব হয় হে উদয়।

আমি আপনার বলে, সব শত্রু দলে, ভেবেছিলাম ওগো, পিতা রাখিব শাসনে; শেষে হ'ল এই ফল, (দয়াময়,) বাড়্‌লো শত্রুদল, এই দ্যাখ আমায় করিয়াছে জয়।

আমি বিষম অহঙ্কারে, নিজে করে ধ'রে, হেনেছি কুড়ালি পিতা আপনি কপালে; অ্যাখন হ'য়ে নিরূপায়, (দয়াময়,) প'ড়্‌লাম তোমার পায়, কর পিতা তোমার বিচারে যা হয় ॥৫৬৫॥

জগবন্ধু সেন।

মূলতান—একতালা।

আমার গতি কি হবে।
যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে তবে ॥

পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তি দাতা কর শান্তি দান; আর এ যাতনা, সহেনা সহেনা, অনাথ শরণ হে।

ওহে তোমার হাতে করি আত্ম সমর্পণ, রাখো আর মারো যা ইচ্ছা অ্যাখন; আমি কা'র কাছে যাব, কোথা আর কাঁদব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন; দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা' হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়, তোমার হাতে ম'লে, এ মহাপাতকী, নবজীবন পাবে ॥৫৬৬॥ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

সিন্ধু—একতালা।

এসেছি আজ আশা ক'রে, দেখে যাব হে তোমারে;
অ্যাকবার আসি দয়া ক'রে দ্যাখাও তব প্রেমানন।

দ্বারে গেলাম কতবার, ফিরে এলাম বার বার, করুণার সাগর; অ্যাখন দ্যাখা দিয়ে, হৃদয়ধামে, বাঁচাও এ পাপ জীবন।

তোমার কথা শুনলাম কত, কত স্থানে কত মত, আরও শুন্‌বো কত ; তবু পাষাণ সমান রইল হৃদয় কঠিন র'য়েছে মন।

হৃদয় মন শুকাইল, অ্যাকে অ্যাকে সকল গ্যাল, যাই কোথা বল ; অ্যাখন নিজগুণে, এ অধমের সকল আশা কর পুরণ ॥৬৭॥

হরিচরণ রায়।

ললিত—আড়াঠেকা।

এসেছি তোমারি দ্বারে, তোমারি মহিমা শুনে। *

দ্যাখ প্রভু কি হ'য়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে।

চেয়ে দ্যাখ দয়াময়, খাক্ হ'য়েছে হৃদয়, রাখো রাখো রাখ প্রাণ, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।

প্রভু তোমারি কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়, শুনেছি তোমার নামে গলে হে পাষাণ ; পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে ॥৬৮॥ অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কীর্ত্তনভাঙ্গা—একতালা।

ওহে জগদীশ! আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনা এ সংসারে।

আমার কেবল পাপে মতি, নাহি অন্য মতি ; (ওহে) কি হইবে গতি বল হে আমারে।

* ১৭৭১ শক ৮ই বৈশাখ' মুঙ্গের কেল্লার ভেতর বাসাবাটীতে আচার্য্য কেশব চন্দ্র প্রথম উৎসব করেন। ঐ দিনে উপরের দুইটী নূতন সঙ্গীত গীত হয়। প্রঃ

আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব, এ সকল নয় নাথ আমারি কারণ; আমি তোমারি কারণে. (দয়াময়) এ সংসার অরণ্যে, (৩৫৩) আসিয়াছি তোমায় পাইবার তরে ॥৫৬৯॥ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ॥

কীর্ত্তনভাঙ্গা—যৎ।

কবে দুঃখ ক'রবে হে মোচন। (আর)
কবে পাপী ব'লে, দয়া ক'রে, দিবে হে শীতল চরণ।

জলন্ত পাপ-আগুনে হৃদয় হ'ল দহন, অ্যাখন কর প্রভু দয়া ক'রে কৃপাবারি বরষণ।

দয়াময় নাম তোমার, জানে হে জগত জন; যখন আমারে তারিবে প্রভু, তখন জানবো তোমার নাম ক্যামন ॥৫৭০॥ জগবন্ধু সেন

মুলতান—একতালা।

কাঙ্গাল ব'য়ে যায় হে। তোমার করুণা বিহনে না দেখি উপায়। * এ জনম লোকে সাধিয়ে না পায়, অপরাধে আমি করিলাম ক্ষয়; হে পুণ্যের চন্দ্রমা, এনে দাও ক্ষমা, দেখে অসহায় হে।

ওহে নিষ্কলঙ্ক তুমি পুণ্যের অবতার, কলঙ্কীর দশা দ্যাখ অ্যাকবার; আমার ত্রিতাপ জ্বালায়, অঙ্গ জ্ব'লে যায়, কি আর বলিব হে; শতদল-পদ্ম-চরণ তোমার, এ পাপীর বক্ষেতে রাখ অ্যাকবার; প্রভু তোমার পরশে পাপ মহাব্যাধি ছাড়িবে আমায় হে।

* মুঙ্গের ১৭৯০ শক খ্রীষ্টের জন্মদিনে গীত।

তুমি দয়ার খাতিরে, আপনার প্রাণ দিয়ে, রাখিলে ভুবন হে; তোমার অঙ্গেতে শত অস্ত্রাঘাত, কিসের অভাবে প্রভু তোমার রক্ত-পাত, তোমার পিতার ইঙ্গিতে, লক্ষ লক্ষ দূত, তোমার আগে ধায় হে।

ওহে পাপীর দুঃখে না কি তোমার দুঃখ হয়, মনের দুঃখ তাই বলিলাম তোমায়; তুমি দয়ার অনুরোধে, পুত্র সম্বোধনে, ডাকিলে আমায় হে—অজ্ঞান সন্তানে দিয়ে পদাশ্রয়, বিপদ সঙ্কুলে উদ্ধার আমায়, এ মহাপাতকী তাই ডাকে তোমায়, কোথা দয়াময় হে।৫৭১॥

অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ, হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।

মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ পথ পরিহরি; কামন প্রবল অরি, ছাড়েনা আমায় হে।

কোথা হে দীনশরণ, কর কর কর ত্রাণ; দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে॥৫৭২॥ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

আলেয়া—একতালা।

পিতা বল, বল বল গো আমায়, কপটীর কি আছে পরিত্রাণ।

তোমার ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হ'য়ে কত যে করি গো ভাণ।

মহাপাপে পাপী হ'লে, তা'রেও তুমি কর কোলে; কবে আর কপট ব'লে, করিবে চরণ দান।

একি পিতা সর্ব্বনাশ, তোমায় করি অবিশ্বাস, বার বার পরিহাস ক'রে করি অপমান।
দয়াময় পিতা তুমি, ঘোর কপটী আমি, যদি দয়া কর তুমি, তবে গো কপট সন্তান ॥৫৭৩॥ জগবন্ধু সেন।

থাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রবল সংসার স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি;
ক্যামনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি।
যে দিকে যেতেছে স্রোত, সেই দিকে যেতেছি ভেসে, সম্মুখে নরকাবর্ত্ত কি হবে কি হবে গতি।
দুর্ব্বলের বল তুমি, দাও নাথ মনে বল, সংসার জলধিমাঝে, নিস্তার জগপতি ॥৫৭৪॥ কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার।

মল্লার—আড়াঠেকা

জগতজননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।
অধম সন্তানে কর, করুণা-কটাক্ষপাত।
প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখ বৈভব, কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাসবাণী; ত্যজিয়ে সে সব সুখ, যাচিয়ে লয়েছি দুঃখ, ধিক মোরে ধিক ধিক, করিয়াছি আত্মঘাত ॥৫৭৫॥ শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—একতালা।

* বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন।
সংসার বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে ক্যামন।
মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্লামনা গো তুমি কি ধন; নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।
আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে, অ্যাকবার পিতা ছাথা দিয়ে, কর গো সাধ পূরণ ॥৫৭৬॥ অজ্ঞাত

সিন্ধুড়া—ধামার।

হ'য়েছি ব্যাকুল অন্তর বিরহে তোমার, তৃষিত চাতক সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।
অভয় মুরতী ছাথা দিয়ে, করহে অভয় দান; তব বক্ষেকর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার ॥৫৭৭॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামকেলি—কাওয়ালী।

হে করুণাময় দীন সখা তুমি, আগত প্রভু তব দ্বারে।
তোমা বিনে দীনে, কে প্রভু তা'রে, দুস্তর ভবসংসারে।
সম্পদ বিষময়, তোমা বিহনে, জীবন মৃত্যু সমান; বিপদ সম্পদ তব পদ লাভে, মৃত্যু সে অমৃত সোপান ॥৫৭৮॥

* ১৭৮৮ শকে, মিস কারপেণ্টারের আগমনে পুরাতন বৈটকখানা বাজার রোডস্থ নে ব্রাহ্মিকা সমাজে গীত হয়। প্রঃ

বেহাগ জংলা—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ-জীবন।

তুমি পরমেশ্বর, (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি অন্ত কারণ।

মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন; (কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা) আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দাও মোরে তব চরণ।

প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ কলুষ নাশন; (আকবার দ্যাখা দাও হৃদয় মাঝে) তুমি দীন-শরণ ভকত-জীবন, লজ্জা ভয় নিবারণ॥৫৭৯॥ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

গৌড়ী—চৌতাল।

দীননাথ, প্রেমসুধা দাও হৃদে ঢালিয়ে।

তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।

তব প্রেমনীরে আহা, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, উৎস যত উৎসারিত, মরুভূমি প্রস্তরে।

অমৃতধার মুক্তিজনন, সেই প্রেম জা[illegible] নাথ বিন্দু তা[illegible] শোকদগ্ধ অ[illegible]নে।

সংসার ঘোর ছাড়ি, আর, বিপদ [illegible] জুড়াব প্রাণ পরম সখা সেই প্রেম পাই[illegible] [illegible]জ্ঞাত।

আলেয়া বাহার—একতালা।

ধরি তোমার পায়, ও পিতা দয়াময়, আমার এই বিষম রোগের ঔষুধ ব'লে দাও।

পাপের বাঁকি হে নাহি কিছু আর, তবু অচেতন নাহিভয়; আমি দিন দিন হেসে হেসে, অন্ন জল অনায়াসে, করি পান ভোজন একি বিষম দায়।

আমার জীবনের জীবন তুমি, তোমায় ছেড়ে, অনায়াসে; আমি ম'রি হে এ জীবন, এ্যাক বিড়ম্বন, কিঁসে এ রোগ হ'তে পাব হে পরিত্রাণ॥৫৮১॥ জগবন্ধু সেন।

ভৈরবী বাহার—একতালা।

নিলাম গো শরণ; পিতা, তোমার ঐ অভয় চরণে।
দিতে হবে স্থান এবার পাপী কাতর সন্তানে।

সংসারের জ্বালায় জ্ব'লে, শীতল হ্যাক্‌বার হব ব'লে, পড়িলাম ঐ চরণ তলে, জুড়াও গো তাপিত জনে।

শুনেছি গো ঐ পায়, কত মহাপাপী ত'রে যায়; এসেছি গো সেই আশায়, চাও কৃপানয়নে॥৫৮২॥ জগবন্ধু সেন।

কাফি—ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম, অকূল পাথারে; আর কেহ নাহি বৈ, বিপদ ভয় বারে আঁধারে যে তা-রে।

অ্যাক তুমি অভয়পদ জগত-সংসারে; ক্যামনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে।

করিয়ে দুঃখ অন্ত, বসন্ত হৃদে জাগে, যখন মন আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে; জীবনসখা তুমি, বাঁচিনা তোমা বিনা, তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে (চাহে) তোমারে ॥৫৮৩॥ জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ জংলা—ঠুংরী।

দীন হীন জনে পাপী পরাধীনে, নাথ তোমা বিনে কে নিস্তারে।
বিহীন সম্বল, অনাথ দুর্ব্বল, তুমি বিনা কে বল অধমে উদ্ধারে।
তুমি দুঃখবারী, পাপতাপহারী, ভবের কাণ্ডারী জগত প্রচারে।
তা-রো নিজগুণে, পাপীতাপী জনে, এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে।
কাটি মোহ পাশ, নাশি ভয় ত্রাস, রক্ষ জগদীশ, ডাকি বারে বারে ॥৫৮৪॥ অজ্ঞাত

দেশ মল্লার—কাওয়ালী।

নমি প্রভু তব চরণে।
কৃপানিধান, কৃপানিধান, ত্রিলোকতারণ লজ্জানিবারণ, ভয়দুঃখ-নাশন ত্রাণ কর হে।
জীবনবল্লভ, দরশনদুর্ল্লভ, তোমা তরে আকুল, প্রাণ আমার রক্ষা কর হে করুণাসাগর, বিন্দু কৃপা তব দাও আমারে ॥৫৮৫॥ অজ্ঞাত

পুরবী—আড়াঠেকা

মনের বেদনা নাথ, জানাইব আর কা'রে।
নিবাতে অন্তর জ্বালা, তুমি বিনা কে'বা পারে।
স্মরণ হ'লে তোমায়, হয় দুঃখে সুখোদয়; ওহে দীনদয়াময় তাই ডাকি বারে বারে।
পাপে (শোকে) তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর; ছায়া দিয়ে কৃপানিধি রাখো হে রাখো আমারে ॥৫৮৬॥ ব্যাচারাম চট্টোপাধ্যায়।

লুম ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হৃদয় কাঁদিছে আমার তোমার লাগিয়ে।
ছায়া দিয়ে জুড়াবে কি তাপিত হিয়ে।
তুমি নাথ প্রেম-সাগর, সত্য শিব সুন্দর; তাপিতে শীতল কর, শান্তি সুধা বরষিয়ে।
কি কব মনের কথা, জানতো মরম ব্যথা, কে করে স্নেহ মমতা, দুঃখীর মুখ চাহিয়ে ॥৫৮৭॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুঃখে (রোগে শোকে) পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব দেখো দেখো, এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো; অন্তরে নিরখি তোমায়, নিবারিব সব দুঃখ ॥৫৮৮॥
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সিন্ধু—মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।

ওহে অনাথ নাথ অধমতারণ।

যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিকে তোমারে দেখি; হৃদয়মন্দিরে সদা দাও দরশন।

না চাহি বিষয়সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ; তা' হ'লে যাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন ॥৫৮৯॥ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

দয়াময়! তোমায় এই মিনতি করি হে, অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।

না করি ধন কামনা, না করি যশো-বাসনা; কেবল আমার এই প্রার্থনা, সদা করি দরশন ॥৫৯০॥ জগবন্ধু সেন।

আশা—ঠুংরী।

বিষয়-সুখে, মন তৃপ্তি কি মানে।

তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে।

হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদকমল-মধু-পানে; না চাহি অপর কিছু মধুকর ত্যজি মধু, চায় কি সে জলপানে।

সেই তব সুবিমল প্রেম-মুখচ্ছবি, নিরখি নিরখি অনিমেষে; সফল করিব প্রভু, নেত্র যুগল মম, পাশরিব ভয় দুঃখ ক্লেশে।

অনুদিন গাইব, ভগবদমল-যশ, কোমল সুমধুর তানে; মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা, দুঃসহ তপ জপ দানে।

পলভর না ছাড়িব, তোমার সে শ্রীচরণ, তুমিও রাখিবে তব দাসে; তব সহবাস-সুখে, রহি নিশি দিন, না গণিব ভব বনবাসে

পরিহরি বিনশ্বর বিষয় প্রলোভন, অনুচর রব তব পাশে; হৃদয়থাল-ভরি, প্রীতি-কুসুম ল'য়ে পূজিব নিত্য মহেশে।

প'রি অপরাজিত, দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে; তব করুণাতরী, করি অবলম্বন, যাবো ভবার্ণব পারে।

জীবন সঁপিয়ে, তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে; মঙ্গল কার্য্য, তোমার সমাপিয়ে, সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥৫৯১॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

শুভ আশীর্ব্বাদদানে, আশ্বাস কাতর জনে, হে পিতা করুণাসিন্ধু কাতরশরণ।

নিরাশের আশা তুমি, পাতকীর প্রাণধন, হে পিতা করুণাসিন্ধু দাও তব শ্রীচরণ।

তব শ্রীচরণ-শতদল, নিষ্কলঙ্ক নিরমল, প্রকাশিত ত্রিভুবনে যথা মেলি দুনয়ন; সে চরণ মস্তকে ধরি, সকলে প্রণাম করি, হে পিতা করুণাসিন্ধু প্রণতি কর গ্রহণ ॥৫৯২॥ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

সেই দিনে হে আমায় দীনবন্ধু, দিও ঐ অভয় চরণ।

ই বিপদ সময়, দেখো দয়াময়, ধ্যান অন্ধকার না ঢাকে এ নয়ন।

কি জানি কখন, আসিবে শমন, আগে নিবেদন ক'রে রা'খ্‌লাম; ধ্যান দেখে ও চরণ, (দয়াময়) হয় বিসর্জ্জন, এ মহাপাপীর এই জ্বলন্ত জীবন ॥৫৯৩॥ জগবন্ধু সেন।

আলেয়া—একতালা।

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি।
সবে ধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি। (আমার)

ওহে, তোমারে হারায়ে, ব্যাকুল হইয়ে, ব্যাড়াই যে আমি; যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী—দাও দরশন, কাঙ্গালশরণ, দীন হীন আমি।

ওহে, তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন্ জনা; ধন মান ল'য়ে কি করিব, সে সব সঙ্গেতো যা'বেনা—তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চিরদিনের তুমি।

ওহে, তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণ কুটীর ভাল; যখন তুমি হৃদয়নাথ! (আমার) হৃদয় করহে আলো—আমি সব দুঃখ যাই পাসরিয়ে, বলি আর যেওনা তুমি, (প্রভু) যাইতে দিবনা আমি ॥৫৯৪॥ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাম্বাজ—মধ্য।

কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল (তবু) ফিরিলনা মন আমার।

তুমি দ্যাখ সব থেকে অন্তরে, তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে; প্রাণের প্রাণ ব'লব কি আর, কি আছে আর বলিবার।

ওহে! প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে; আপনি এস পাপীর দ্বারে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার ॥৫৯৫॥

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

পিতা গো অ্যাকবার হও গো সদয়, করযোড়ে করি নিবেদন।

দাঁড়াও অ্যাকবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে; লুটাইয়ে পদতলে, সফল করি জীবন।

আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমার মুখ; ভুলিব হে সব দুঃখ, কর আজ আশা পূরণ ॥ ৫৯৬ ॥ জগবন্ধু সেন।

বাউলে—একতালা।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল।

আর সইতে নারি কাতর প্রাণে, পাপেতে প্রাণ ডুবিল।

আ'ধন, যে দিকে হেরি হে দয়াময়, দেখি প্রেমহীন শুষ্ক ভাব মলিন হৃদয়; কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে ভ্রমিতেছি হ'য়ে ব্যাকুল।

তুমি তো নাথ প্রেমেরি সাগর, এসেছি তোমারি কাছে তাই হইয়ে কাতর; পুরাও পুরাও আশা, প্রেমদানে, তাপিত প্রাণ কর শীতল ॥ ৫৯৭ ॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তেওট। *

যদি তরাবে জগজ্জনে, দিয়ে দয়াল নামে, আগে গো তরাও পিতা আমায়।

এ পাপী ত'রে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময়।

সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন, তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন; ব'ল্‌ব আয়রে সবে আয়, আর ভাই নাহি ভয়, এই আঁখ মহা পাপী ত'রে যায়।

উর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আস্‌বে দলে দল, ভক্ত জুটে ভক্তির ঘাটে ক'র্‌বে কোলাহল; তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ ত'রে যাবে, এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়॥ ৫৯৮॥ জগবন্ধু সেন।

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই, অতুল প্রেম আননে।
কি ভয় সংসার শোক, ঘোর বিপদ শাসনে।

অরুণ উদয়ে আঁধার য্যামন, যায় জগত ছাড়িয়ে, তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে; ভকত-হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।

তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে, উথলে হৃদয় নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে; জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গায়ে, যায় যদি যা'ক্ এপ্রাণ তোমার কর্ম্ম-সাধনে॥৫৯৯॥

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* ১৭৯০ শক ১৭ই কার্ত্তিক ইং ১৮৬৮ সালে, মুঙ্গেরে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বাসাবাটীতে তৃতীয় উৎসব দিনে এই সংগীত হয়। প্রঃ

বাউলে—একতালা।

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা; (এ কি)
ভাব্‌লে চক্ষে জল আর ধরেনা।

তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই, তুমি আমায় নাহি ভাবো পির ভাব বই; তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে, কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা।

নাথ, আমি তোমায় দেখেও দেখিনা, কিন্তু তুমি আমায় চখের আড় তিলেক করনা; নাথ আমি তোমায় ভুলে থাকি (কিন্তু) তুমি আমার ভোলনা (কভু) ॥৬০০॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

কি ভয় তাহার নাথ! মৃত্যুর স্মরণে।
অমর করেছ যা'রে প্রেম-সুধাদানে।

তব প্রেম আস্বাদন্ না ক'রেছে যেই জন, বিষয় সর্ব্বস্ব ধন, তা'রই সন্নিধানে।

কৃতান্তে গ্রাসিবে কবে, বিষয় ত্যজিতে হবে; দিবানিশি এই ভেবে, শঙ্কিত সে মনে মনে।

যে জন তোমারে চায়, তা'র কি কৃতান্তে ভয়; মরণ সোপান তা'র যেতে শান্তি নিকেতনে ॥৬০১॥ ব্যাচারাম চট্টোপাধ্যায়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

নাথ! তোমার প্রসাদবারি কি গুণ ধরে।
বাক্যে নাহি বলা যায়, স্মরণে নেত্র ঝরে।

নাহি কাল ভেদাভেদ, নাহি হে পাত্র প্রভেদ, বরষিলে বিন্দু তা'র কি নাহি করে।

ভীরু সাহসী হয়, পাতকীর পাপক্ষয়, অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় অসাধু জন তরে; ধনী হয় দম্ভহীন, বালক হয় প্রবীণ, সাধু সুখী চিরদিন দেবভাব ধরে নরে ॥৬০২॥ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

অধম তনয়ে নাথ ত্যজিতে তো পারিবেনা।
শত অপরাধী হ'লেও তনয়ত্ব তা'র যাবেনা॥
আছে অপরাধ কত, তবু নাহি আশাহত; তব দয়া হ'তে আমার দোষতো অধিক হবেনা।
পরব্রহ্ম পরাৎপর, আদি কত নাম ধর; কিন্তু অধমতারণ নামের মহিমা যে অতুলনা ॥৬০৩॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

আজ ক্যান চারিদিক্ হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগণে, হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ;
প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়কাননে, ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয় ॥৬০৪॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালী।

কত যে তোমার করুণা, ভুলিবনা জীবনে।
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয় মায়াজালে, রহিবনা ভুলে আর, হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়;
ধন প্রাণ দেহ মন, সব দিব তোমারে ॥৬০৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান, দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি; তুমি মঙ্গল আলয়। (তুমি মঙ্গল আলয়)

ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ; বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদে আশ্রয়। (আমায় দেহ ও পদে আশ্রয়)॥ ৬০৬॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ললিত—আড়াঠেকা।

হে দয়াময় তোমার তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে আমারে তুমি বসিয়ে বিরলে।

গর্ভে আমি ছিলাম যখন, করিলে মোরে পালন, সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে; হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি, পাতিয়ে কোমল কোল আমারে লইলে।

করিতে মোরে পালন, কত তব আকিঞ্চন, পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহরস দিলে; আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্মপথে নেতা, এ সব করুণা পিতা রহিব কি ভুলে॥৬০৭॥ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

মোহিনী বাহার—যৎ।

ক্যামনে বলিবি রে মন পিতার প্রাণ কঠিন।
মুখপানে কে চাহিল দেখে তোরে দীন হীন।

যাঁ'হতে পালিত হ'লে, আগেই তাঁ'কে ভুলে গেলে; তিনি সর্ব্বদা রাখিলেন তোরে, না ভুলিয়ে কোন দিন।

যত যাও তাঁ'রে ছাড়িয়ে, ততই তিনি সঙ্গী হ'য়ে; প্রেমভরে স্নেহ-ক্রোড়ে, ল'য়ে রাখেন চিরদিন।

যখন পথহারা হ'য়ে, কাঁদ বিপদে পড়িয়ে; অমনি অনাথনাথ ত্বরায় আসি, চক্ষের জল করেন মোচন ॥৬০৮॥ কালীপ্রসন্ন পণ্ডিত।

কীর্ত্তনভাঙ্গা—একতালা। *

(আহ্বান)

পুরবাসী রে তোরা যাবি যদি অমৃতনিকেতনে, চ'লে আয়। থাকুক যথা আছে (পুরবাসীরে) ধন জন, আর সে ছার ধনে কায নাই।

তোদের মর্ম্মব্যথা আর না রহিবে, রোগ শোকতাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে; আাকবার দেখলে প্রভুর প্রেমমুখ, সব দুঃখ দূরে যায়।

আর কতদিন সেই মায়েরে ভুলে, থাকবি বিদেশেতে মিছে কাযে মায়ের কোল ছেড়ে; কোলে নেবার তরে, সদাই সে যে, ডেকে ডেকে ফিরে যায় (তোদের) ॥৬০৯॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

উত্তর।

কে আমায়—ডাকো বিদেশী সাধু, মধুর ভাষে; যেতে স্বদেশে আমার ধন মান, (বিদেশী হে) পরিজন কায নাই গৃহবাসে।

* ১৭৮১ শকে ইং ১৮৬০ সালে পূজার ছুটীতে তিন জন যুবা, (তখন রেলওয়ের কর্ম্মচারি) গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরিচিত দেশে, অপরিচিত লোকের নিকট নবভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সেকারা গ্রামের পথে পথে রাত্রিতে এই গান গাইয়াছিলেন। প্রঃ

আমি অভাগা দীন পরাধীন, মরি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতা মাতাহীন; কবে যাবে জ্বালা, প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।

আর কতদিন এই আঁধারে প'ড়ে, থাক্‌ব বিদেশেতে অ্যাকাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে; আর ফিরাবনা, পাষাণ মনে, জননীরে নিরাশে।

এবার পাইলে সেই হারাণ রতন, রাখ্‌বো মনের মাঝে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন; যাবে জন্মদুঃখের সকল দুঃখ, (সেই) প্রেমবারি পরশে ॥৬১০॥ * প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সুরট মল্লার—একতালা।

মন, চল নিজ নিকেতনে।

সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম ক্যান অকারণে।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন; পর-প্রেমে ক্যান হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।

সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ, সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে; লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ, পরম যতনে রাখরে প্রহরী, শম দম দুই জনে।

* ঐ তিন বক্তা বর্দ্ধমান বামনপুর, শেকারা রামচন্দ্রপুর এই কয়স্থানে অধিকাংশ সঙ্গীতের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "উত্তর" স্বরূপ এই গান বাঁধেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাটীর তেতালার ঘরে খুব উৎসাহের সহিত [illegible] উভয় সঙ্গীত (আহ্বান ও উত্তর) অনেক ব্রাহ্মদের নিকট গীত হইয়াছিল। [illegible]

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তথায় করিবে বিশ্রাম, পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসিগণে; যদি দ্যাখ পথে ভয়েরই আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁ'র শাসনে ॥৬১১॥ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

ললিত—আড়াঠেকা।

শান্তিনিকেতন ছাড়ি, কোথা শান্তি পাবে বল।
সংসারে শান্তির আশা, মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার, জীবন যৌবন ধন সকলই

আজ পুত্রের আলিঙ্গন, কা'ল তা'রে বিসর্জ্জন, আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কা'ল বিলাপ কেবল; সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা শান্তি সুখ চাহ যদি, সেই আনন্দধামে চল ॥৬১২॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

সরফরদা।—আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান, রবিজ ভয় রবেনা রবেনা।
পঙ্কজ-দল-জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধন জন চপলা সমান রবেনা রবেনা।

মোহ পাশ বন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, সত্যে কর প্রীতি, পাইবে পরিত্রাণ, এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি, কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুল না ভুল না ॥৬১৩॥ অজ্ঞাত।

ভৈরবী—তেওট

শেষের সে দিন মন, কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে।
সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে (সে সব)
কাল' শয্যায় শুয়ে, নিজপাপ স্মরিয়ে, যবে দুধারে নয়ন-ধারা বহিবে, ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, শিশু সন্তান ধুলায় লুটাবে।

স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়নমণি, গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে; প্রাণ-সম প্রেয়সী, অধোবদনে ব'সি. কেঁদে ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে।

অতএব লও, ব্রহ্মপদে আশ্রয়, যদি বিপদে নিরাপদ হইবে; তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়, মরণে নব জীবন পাইবে॥ ৬১৪॥

দীনেশচরণ বসু।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

অকুল ভব জলধি দেহ তা'য় জীর্ণ তরণী।
তাহে নিবিড় অজ্ঞান তিমিরময়ী রজনী।

রিপু ছয় নাবিক দল, বিপাকে ফ্যালে কেবল, তাহে কুসঙ্গ-হিল্লোল, পলকে প্রমাদ গণি; পাপজল প্রতি পলকে, উঠে ঝলকে ঝলকে, নিবারে আর বল কে, বিনা বিশ্বাস সেচনী।

না দেখিতে পাই কুল, প্রাণ হইল আকুল, নাথ, আমায় অনুকুল হও এ সময়; অভয় পদ বিতরি, যদি তারো তবে তরি, ধরি ঐ পদতরী পারে যাই ভেসে অমনি॥ ৬১৫॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

বিভাষ—আড়া।

পেয়েছ নিকটে তাঁ'রে, হারাইও না হালা ক'রে; সে যে আদরের ধন রাখিতে হয় আদরে।

সেই প্রাণসখা হ'তে, নাহি থেক অন্তরেতে; তবে অবিচ্ছেদে তাঁ'রে পাইবে নিজ অন্তরে।

দেখিতে চাইলে তাঁ'রে, স্বাধা দেবেন অন্তরে; তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।

যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র; আমাদের প্রাণবল্লভ, পরব্রহ্ম বলে যাঁরে ॥৬১৬॥ হরদেব চট্টোপাধ্যায়।

বাউলে—একতালা। *

অ্যাকবার চল সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই, পুণ্যময়ের পুণ্যালয়ে; জুড়াই তাপিত আঁখি, হেরি রাজরাজেশ্বরে।

পিতার দয়ারগুণে, এসেছি এই বঙ্গভূমে, কি মাহেন্দ্র ক্ষণে; আজ মনের আশা পূর্ণ ক'রে, পিতার নাম ব'লব বদন ভ'রে।

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাপানলে, যাই পিতার রাজ্যে চ'লে; পিতার পুণ্যময় চরণচন্দ্রে, অ্যাকবার ধ'রি গিয়ে উর্দ্ধ করে।

কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব আমরা এবার, হে পুণ্যের অবতার; অ্যাকবার লুটাই তোমার পুণ্যময়, (পুণ্যময়) সিংহাসনের প্রান্তরে ॥৬১৭॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

---

* ১৭৮৯ শক ৯ই অগ্রহায়ন, ইং ১৮৬৭ সাল, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠার দিন অনেক ব্রাহ্মবন্ধুগণকে লইয়া রচয়িতা, জগবন্ধু সেন ও প্রসন্নকুমার সেন, গলা ধরাধরি করিয়া এই নূতন গান গাইতে গাইতে নূতন সমাজ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ শক ইং ১৮৭২ সাল ১২ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান বিহা'র ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রঃ

বাউলে—একতালা।

ও দিন গ্যাল দয়াল বলনা মনোরসনা।

ওমন দয়াল নাম সাধন হ'লে শমন ভয় আর রবেনা।

ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটি কর সার, যদি ভবে হবে পার; ওরে মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, কুপথগামী হ'য়োনা।

ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়, ও মন কেহ কা'রো নয়; মিছে আমার আমার আমার বল, আমার কে তা' চিন্‌লেনা ॥৬১৮॥ প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

বাউলে—একতালা।

তোরা আয়রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সঙ্কীর্ত্তন।

তোদের ব্রহ্মধামে ল'য়ে যেতে, এসেছেন পতিতপাবন। (তোরা আয় আয় রে) ভবের ম্যালায় ধুলোখ্যালায়, কাটাস্‌নে জীবন রতন। তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে, সফল হবে জীবন। (তোরা আয় আয় রে) তোদের কাঙ্গাল হেরে রইতে নেরে, এসেছেন কাঙ্গালশরণ। চেয়ে দ্যাখ্ দ্যাখ্ রে) চল ডঙ্কা মেরে ভব পারে, সবে করিগে গমন। (আর ভয় নাই নাই রে) ঐ দ্যাখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। (চেয়ে দ্যাখ দ্যাখ রে) এস সবে মিলে ভক্তিভরে, পূজি ঐ অভয়-চরণ॥ (গল বস্ত্র হ'য়ে) ॥৬১৯॥ অজ্ঞাত

* কীর্ত্তন—লোফা। *

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।

পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।

পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল; উদ্ধারেন পাপী জনে দেখে অসহায় রে।

* ১৭৮৯ শক ২৭শে আশ্বিন রবিবার কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে খোল ও করতাল প্রথম ব্যবহৃত হয় এবং কীর্ত্তনের সুরে এই সঙ্গীত প্রথম গীত হয়। প্রঃ

প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাঁথারে; পতিত দেখিয়ে দয়া তাই অ্যাত হয় রে।

বিলম্ব ক'রনা আর, ভুলিয়ে মায়ায়; ত্বরিত লইগে চল তাঁ'র পদাশ্রয় রে ॥৬২০॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বাউলে—একতালা।

মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বল্‌রে পুরবাসিগণ্।
(অ্যাকবার হৃদয়ভরে বল্ রে)
ব্রহ্মনামের গুণে থাকবেনারে ও ভাই শমনের ভয় রে।
অ্যাকবার পাইলে সে ব্রহ্মানন্দ, ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয় কাম।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে শীতল হবে পরাণ ॥৬২১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—ঠুংরী।

ব্রহ্মনাম গাও সদা হৃদয় ভরিয়ে।
প্রেমভরে গাও সদা আনন্দ হৃদয়ে।
নগরে নগরে গাওরে প্রতি ঘরে ঘরে। (মধুর ব্রহ্মনাম রে
পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি কর দেশ দেশান্তরে।
হৃদয়ে আছেন তিনি দ্যাখ রে চাহিয়ে।
কত মহাপাপী ত'রে গ্যাল যে নাম স্মরিয়ে।
(পতিত পাবন নামের গুণে রে) ॥৬২২॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—তেওট।

দয়াল নামের যদি ক'রেছ ভাই সুধা পান, তবে থেকনা মোহে আর অচেতন।

নামে পাতকী ত'রে যায়, অনন্ত জীবন পায়, বল বল হে বদন ভ'রে সর্ব্বক্ষণ।

পাপে তাপে পুড়ে মরি, দ্যাখ সব নর নারী, হাহাকার করিতেছে না দেখে উপায়; তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে রবে কি হ'য়ে বাম, পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।

এস সব ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গ'লে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন; পাপযন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে, এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ ॥৬২৩॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বাউলে—একতালা।

সদা দয়াল দয়াল ব'লে ডাক রে রসনা।
যাঁ'রে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে যাবে ভবযন্ত্রণা।

(তুমি) আপন আপন কা'রে রে বল, এসেছিলে ভবের হাটে রে বৃথা দিন গ্যাল; মোহ মায়ার মুগ্ধ হ'য়ে, মিছে খ্যালা আর খেলনা।

(তোরে) রবিসুতে বাঁ'ধবেরে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা রে কোথায় রবে ধন; তখন বন্ধু জনায় বিদায় দেবে রে, সাথের সাথী কেউ হবেনা (ও তোর) ॥৬২৪॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

দয়াময় কি মধুর নাম।

আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়া'ল রে-কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম পাপীর মুখে শুন্‌তে ভাল, কি মধুর নাম
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি; কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম।
নামে তাপিত অঙ্গ শীতল হ'ল, কি মধুর নাম।
নামে পাপ তাপ সব দূরে গ্যাল, কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গ্যাল, কি মধুর নাম।
নামে আমরা সবাই ত'রে যাবো, (মধুর হরি নামেরে) ॥৬২৫॥

অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—একতালা।

অখিলতারণ ব'লে অ্যাকবার ডাকো তাঁ'রে।
অ্যাকবার ডাকো তাঁ'রে ভক্ত সঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে
দয়াময় দয়াময় দয়াময় ব,লে। (অ্যাকবার হৃদয় খুলে)
যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাকো তাঁ'রে ত্বরা ক'রে; দয়াময় দয়াময়
দয়াময় ব'লে (অ্যাকবার মনের সাধে) ॥৬২৬॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—লোফা।

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল্ বল রে।

নির্ম্মল হইবে যদি (রসনা রে,) প্রভুর নাম'-রসানে মাজো হৃদি রে।

ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু, এ নাম কর্ণে লও রে অ্যাক বিন্দু রে। (ওরে রসনা)

ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ, শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ রে। (ওরে রসনা) ॥৬২৭॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—তেওট।*

আমায় তারো হে তারো বিপদ-ভঞ্জন। (দয়া ক'রে হে)

কোথা দয়াময়, দাও পদাশ্রয়, ডাকে কাতরে তোমার দীন হীন তনয়; নাথ দুর্ব্বলের তুমি বল, অনাথের আশ্রয় স্থল, অ্যাকমাত্র হে— গতি মুক্তি হে তুমি পতিত পাবন।

পার ক'রে এই ভবসিন্ধু, লও হে দীনবন্ধু, শান্তিধামে হে; ঘুচাও কর্ম্মভোগ, জুড়াও এ তাপিত জীবন ॥৬২৮॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—তেওট।

আর কতদিন তোমায় ছেড়ে থাকবো বল নাথ।

দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন।

---

* ১৭৯০ শক ৩রা কার্ত্তিক আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সিমলাপাহাড় হইতে মুঙ্গের পঁহুছিবার দিন, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনার সময় এই গান হয়।

আর কত দিন দয়াময়, ক'র্‌বো হে হাহাকার, যাতনায় হে; (এই বিষম রোগের যাতনায় হে) জ্ব'লিতেছি দিবা রা'ত।

কবে ব'ল্‌বো হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল দেখে প্রভু মোরে, দিয়েছেন পরিত্রাণ ॥৬২৯॥ জগবন্ধু সেন।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

পড়িয়ে ভবসাগরে, ভাসি অকূল পাঁথারে। অ্যাকবার দ্যাখ হে ভব-কাণ্ডারী।

আমরা যে দিকে চাই না দেখি কূল, তাইতে ভাবিয়ে হ'য়েছি আকুল; হে দয়াময়, অকূলে কূল দাও কাতরে।

তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি সব পাপীগণে; নিজ গুণে পার কর অধম নরে।

অ্যাকে ভবনদীর তুফান ভারি, তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি; চরণ-তরী—দিয়ে পার কর অধম পামরে ॥৬৩০॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—খ্যামটা। *

অ্যাকবার এস হে, অ্যাকবার এস হৃদিমন্দিরে; কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে। (এ—এ—এ)

প্রভু এস হে, নৈলে ভজনহীনের উপায় নাই হে।

অ্যাকবার এস হে, নৈলে কাঙ্গাল ব'য়ে যায় হে ॥৬৩১॥ অজ্ঞাত

* ১৭৯০ শক ১৭ই কার্ত্তিক মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ গৃহে কতকগুলি বৈষ্ণবের আগমন হয়, তাহারা এই গানে সকলকে মাতাইয়া ছিলেন

কীর্ত্তন—লোফা।

এ প্রাণ ধরি, আমি ব'ল্‌তে নারি, ওহে যে দুঃখেতে তোমাবিনা। (নাথ)

প্রাণ মন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন; ক্যামনে তোমা বিনে ধরি জীবন। (নাথ)

ব'ল্‌বো কি আর আমি ব'ল্‌তে নারি, যদি ঘুচাও দুঃখ দয়া করি। (নাথ) (পাপী অধম ব'লে) ॥৬৩২॥ বসন্তকুমার ঘোষ।

কীর্ত্তন।—

(লোফা) অ্যাকবার এস হে! ও করুণাসিন্ধু, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি তোমারে। তোমা বিনে পতিতপাবন, পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।

ওহে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী, সুধানিধি ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি; কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়, (তবে ক্যান বঞ্চিত নাথ,) তবে ক্যান বঞ্চিত কর আমারে।

ও নাথ তুমি তো কৃপা-কল্পতরু; দ্যাখা দিতে যে হবে হে। (আমি অধম ব'লে) ওহে হৃদয়ে জেনেছি আমি, অধম জনার গতি তুমি, (পাপীর গতি নাই আর) তুমি আপনি লোকের গুরু হ'য়ে, পাপীর হৃদয়, আপনি দাও ফিরাইয়ে। (অ্যামন কেবা জানে হে, পাপী তরাইতে) ওহে নাথ তোমার, প্রেমসিন্ধু; জীব যদি পায়, তা'র অ্যাক বিন্দু, সেই বিন্দু হয়, সিন্ধু প্রায়, তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায়; পাপ আর রয়না রয়না। (তোমার কৃপা হ'লে)

(দশকুশী) ওহে কলুষ-বাড়বানলে, তাপিত হৃদয় মম হে, (হৃদয়

জ'লে যায় হে, পাপানলে) দাও হে পদ-পল্লব আশ্রয় হে; হৃদয় শীতল করি নাথ। (চরণ-পল্লবের ছায়ায়) আমি দেখিলাম অনেক ক'রে, শান্তি নাই এ সংসারে, তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে। (শান্তি কিছুতেই মেলেনা, ধন বল সম্পদ বল)

অধম ব'লে ক'র্লে ঘৃণা, ছা'ড়বনা তোমায়; চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ, চরণ দিয়ে, নি—স্তা—র ভব দুস্তরে ॥৬৩৩॥

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—তেওট।

এস দয়াল দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু হে।

প্রভু ব'লেছ ব'লেছ তুমি হে, (পাপীর দশা দেখে হে) কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।

আমি এই মনে আশা করি হে, তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি। আমি তোমা ছাড়া র'হিতে নারি হে, (ওহে দয়াল প্রভু হে,) আমায় দ্যাখা দাও হে দয়া করি ॥৬৩৪॥ হরলাল রায়।

কীর্ত্তন—একতালা।

এস হে, এস ওহে প্রভু কাঙ্গালশরণ।

আ্যাকবার হৃদয়মাঝে দাও হে দরশন।

তোমার দীনহীন সন্তানে ডাকে, (এস হে); ডাকে পড়িয়ে ঘোর

এদের নাইকো পিতা নাইকো মাতা, (এস হে) কেবল তুমি মাত্র সহায় হেথা।

পাপী যাবেনা আর তোমায় ছেড়ে, (এস হে) অ্যাকবার এস প্রভু কৃপা ক'রে।

তুমি দুঃখী তাপীর পিতা মাতা, (এস হে) এরা তোমায় ছেড়ে যাবে কোথা।

তুমি নিরুপায়ের অ্যাকই আশা, (এস হে) ও নাথ দেখে যাও পাপীর দশা।

এরা পাপার্ণবে ডুবে মরে, (এস হে) এবার উদ্ধার হে দয়া ক'রে।

পাপী প'ড়লো তোমার চরণতলে (এস হে) নাথ থেকনা থেকনা ভুলে ॥৬৩৫॥ হরিচরণ রায়।

কীর্ত্তন—লোফা।

পিতা গো দ্যাখা দাও।

আমায় দ্যাখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও।

আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, তোমার দীনহীন অধম তনয় (দ্যাখা দাও)।

আমি অ্যাকাকী অরণ্য মাঝে, আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হ'ল। (দ্যাখা দাও)

আমি আর যাবনা পিতা তোমায় ছেড়ে, আমায় ক্ষম এবার দয়া ক'রে। (দ্যাখা দাও) ॥৬৩৬॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

তোমা বই কেউ নাই দয়াল হরি।

পার কর ভবসিন্ধু, দীনবন্ধু দিয়ে অভয় (ওহে হরি) চরণ তরী।

তুমি জীবনকর্ত্তা তারণকর্ত্তা দীনের কর্ত্তা দীন কাণ্ডারী।

ন বন্ধু ন মাতা পিতে, প্রভু তোমা বই কেউ নাই জগতে, পার কর কটাক্ষেতে কৃপাদৃষ্টি করি; শুন হে কাঙ্গালের কথা, (হরি হে ওহে হরি) প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা, তুমি হে মাতা পিতা, তারো আমায় (ওহে হরি) দয়া করি।

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে, ভাবছি তাই মনে মনে কি হবে কি করি; দাঁড়া'য়ে র'য়েছি কূলে, (হরি হে ওহে হরি) প্রভু লও আমারে নায়ে তুলে, পারে যাই অবহেলে, গে'য়ে তোমার (ওহে হরি) নামের সারি ॥৬৩৭॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—তেওট।

নাথ আমার এই ভাবে যদি যায় হে এ জীবন।

আমার গতি কি হবে, হে অধমতারণ।

হ'য়ে অনিত্য সুখের অধীন, ইন্দ্রিয় বশে গ্যাল চিরদিন; আমার কুভাবই স্বভাব হ'য়েছে অ্যাখন।

স্মৃতি বুদ্ধি মন, শ্রবণ লোচন, সব দিয়েছিলে হে যাহা প্রয়োজন; আমি তোমারি দত্ত ধনে, বাদ সাধিলাম তোমারি সনে, অ্যাখন ধনে প্রাণে বুঝি হল'াম নিধন ॥৬৩৮॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কীর্ত্তন—তেওট।

প'ড়ে অকূল ভবসাগরে, তাই প্রভু ডাকি তোমারে।
আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমায় উঠাও হে কেশে ধ'রে।

আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছু আমার নাই, যা' কর হে নিজ-গুণে, তোমারি দোহাই ; তুমি দীনবন্ধু নাম ধ'রেছ, অ্যাকবার দীনের প্রতি চাও ফিরে ॥৬৩৯॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—তেওট।

পাপীর দশা কি করিলে ওহে দয়াময়।
অধমে দিতে হবে পদাশ্রয়।

আমার ফুরা'লো সব দিন, নিকটে শেষের সে দিন, য্যান সময় থাকিতে প্রভু হয় উপায়।

পড়িয়ে সংসারপ্রান্তরে, ভয়ে প্রাণ যে ক্যামন করে, শুষ্ককণ্ঠ হ'য়ে প্রভু ডাকি হে তোমায় ; ক'রে আছি হে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি, কর কর হে কৃপাবৃষ্টি, আমি র'য়েছি পিপাসু চাতকের প্রায় ॥৬৪০॥ জগবন্ধু সেন

কীর্ত্তন—লোফা।

পাপে চিরদিন, ম'জে পাষাণ সমান কঠিন, হ'য়েছে মন ফেরালে আর ফেরেনা।

অ্যাখন হ'ল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ, কি করিলাম কি হইল, কি হবে বিধান ; নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে অ্যাখন, দেখি চৌদিকে ব্যাড়া হুতাশন, আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই, কর নাথ করুণা ॥৬৪১॥ জগবন্ধু সেন।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

প্রকাশ যদি হৃদিকন্দরে।

আমি তবে জানি নাম চিন্তামণি, কৃপাময় করুণানিধি।

এবার পাপীকে তরা'তে হবে, অতেব ডাকি নিরবধি।

তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ, তুমি বামন জনায় চাঁদ ধরাও নাথ, আবার গোষ্পদের ন্যায় পার কর হে, কি ছার মধ্যে ভবনদী।

(দয়াল) ॥৬৪২॥

কীর্ত্তন—জেওট।

প্রভু দয়াল, (ঐ) সাধুমুখে আমি শুনেছি। অকূল পাথারে প'ড়ে ডা'কতেছি।

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও উঠাও হে কেশে ধরি; আমি আশা করিয়ে চেয়ে র'য়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়াল ঠাকুর তুমি, অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি; তুমি করিবে অধমতারণ, নাম ধর পতিতপাবন, তা' এ অধমজনার হ'তে জেনেছি।

করিতে পাপী উদ্ধার, হ'য়েছ প্রকাশ এবার, মো'র সমান পাপী প্রভু কোথায় পাবে আর; প্রভু যে তোমায় শরণ লয়, তা'র দশা অ্যামন কি হয়, আমি পাপার্ণবেতে ডুবে র'য়েছি ॥৬৪৩॥

জগবন্ধু সেন।

কীর্ত্তন—লোফা।

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু ব'লে কোথা তাঁ'রে পাই। *

পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে; জয় জগদীশ ব'লে ডাকব উভরায়।

আমি পাপী দীনহীন, ক্যামনে পাব সে ধন রে, কবে প্রেমধামে যাব আনন্দিত হব, পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে; পিতা দয়াময় হে, সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে—অ্যাকেতো দয়াল, পিতা, তাহে পাপীগণ ত্রাতা হে; কত মহাপাপী জন, উদ্ধার হইল, তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময় ॥৬৪৪॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

কীর্ত্তন—তেওট।

বড় আশা করে তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়।

প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, য্যান এ দিনের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে, তাইতে এসেছি এখানে; (হে) অভয় চরণ দানে এ দীনে কর অভয়।

আমি চাইনা হে ধন মান, চাইনা যশ অভিমান, করযোড়ে করি নিবেদন; (হে) য্যান এ দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয় ॥৬৪৫॥

অজ্ঞাত।

---

* ১৭৮৮ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণ "সাধু অঘোরনাথ" ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উপাসনার সময় এই সঙ্গীতটী প্রাণ ভ'রে গাইয়াছিলেন। ঐদিবস কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। প্রঃ

কীর্ত্তন—লোফা ।

বাসনা ক'রেছি মনে দেখিব তোমায়। *
তোমার করুণা বিনা, না দেখি উপায় (হে)।
পাপে মলিন আমি দিবসযামিনী, দয়া করি ত্রাণ কর দেখে দীন হীন হে।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে, ল'য়েছি শরণ পিতা দাও দরশন হে ॥৬৪৬॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

কীর্ত্তন—লোফা ।

সদা অভিলাষ এই করি হে মনে, তব চরণারবিন্দ মকরন্দ পানে। (আশা পূর্ণ কর হে)
প্রেমসিন্ধুনীরে মগ্ন থাকি অনুক্ষণ, অনিমিষে নিরখি ঐ প্রেম-চন্দ্রানন। (প্রাণ জুড়াই রূপ হেরি) (তোমার হে)
ভক্তিরসামৃত পিয়ে হৃদয় ভ'রিয়ে, দিবানিশি ভুলে থাকি তোমারে লইয়ে। (প্রেমানন্দে মেতে) (নামরসে ডুবে) ॥৬৪৭॥
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কীর্ত্তন—লোফা।

কি করিলাম কি করিলাম আসিয়ে হেথায়।
বিফলে জীবন হারালাম ভুলিয়ে মায়ায়।
(দিন বৃথা গ্যাল রে)
কি করিতে কি ক'রেছি মোহে অন্ধ হ'য়ে।

---

* ১৭৮৯ শক ২৭শে আশ্বিন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে খোল ও করতাল লইয়া এইটী দ্বিতীয় সঙ্গীত। প্রঃ

সুধা ব'লে বিষ খেয়েছি, আশু সুখ পেয়ে।
কৌমার গিয়েছে আমার, বাল্যের খ্যালায়।
বৃথায় আনন্দস্রোতে, যৌবন ভেসে যায়।
ধর গো ধর গো পিতা, ধরি তব পায়।
রাখ রাখ পিতা তোমার, (অধম) তনয় ভেসে যায়।
অ্যাকবার দয়া ক'রে যদি, দাও দরশন।
ছাড়িবনা আর তোমারে, থাকিতে জীবন।
(হৃদয় মাঝে দ্যাখা দাও পিতা গো)
নাথ ! কি আর বলিব আমি হে, তুমি অন্তর্যামী।
(প্রভু তুমিতো সকলই জান)
আমার শয়নে, স্বপনে, জীবনে,
মরণে হৃদয়ে থেকো হে তুমি।
(আমায় দয়া কর হে—সাধ পূর্ণ কর—দাসের জীবন সফল কর)
নাথ ! তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিব প্রেমফাঁস।
তোমায় সব সমর্পিয়ে, অ্যাক মন হ'য়ে, হইব হে তব দাস।
তোমার সেবাতে আমি কাটাব জীবন।
হ'য়েছে মনেতে আমার বড় আকিঞ্চন ॥৬৪৮॥

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—লোফা।

প্যাপে তাপে জ্ব'লে, আজ জুড়া'তে জীবন, নাথ এলাম তোমার দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী, জান অন্তরের দুঃখ, কি আর ব'ল্‌ব তোমারে।
নাথ! নিজপাপ মনে হ'লে, আশা নাহি রয়; নিরুপায়ের উপায় তুমি হে, ওহে দয়াময়। (তাই তোমার দ্বারে এসে কাঁদি হে— তুমি নাকি মরম জান)
আমি দীন হীন অধম তনয়, নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়।
নাথ! মম মন মকরের, তুমি সুধাসিন্ধু; মম মন চকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু। (তাই প্রাণ তোমায় ছেড়ে র'ইতে নারে হে) তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে ক্যামনে জীবন রবে হে)॥৬৪৯॥

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—খয়রা।

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়।
স্থাথা না দিলে কে দেখ্‌তে পায় নাথ।
(জিবে দয়া ক'রে) (মনের অগোচর)
কেবল অনুরাগে তুমি কেনা; প্রভু বিনা অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা।
তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে। (ওহে অমূল্য ধন) (হৃদয় না দিলে হে) (জীবন না দিলে হে)
তোমায় ভক্তিপুষ্পে, (ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হে) পুষ্পে যে জন পূজে-এ-এ-এ, তুমি আপনি এসে স্থাথা দাও তা'র হৃদয় মাঝে।
(ডাক্‌তে না ডাকিতে)॥৬৫০॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—তেওট।

দীননাথ, মনে বড় হ'তেছে ভয়।

অ্যাত যতন করিলাম তবু, পাপ মন বশ নয়।

মনে ভাবি বারম্বার, ও পদ ভুল্‌বোনা আর; কুচিন্তা কুভাবে ভুলে, সে ভাব মনে না রয়।

জানিলাম, তব দয়া বিহনে, পাইবনা তব শ্রীচরণ; অতেব পুরাও হে আশ, কর মম হৃদে বাস—দেখিতে দেখিতে তোমায়, য্যান প্রাণ অন্ত হয় ॥৬৫১॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কীর্ত্তন—তেওট।

আর ব'ল্‌বো কি ব্যামন তোমার ইচ্ছা হয়। (দীনবন্ধু হে)

হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে, তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই সমান; তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গলবিধি, গুণনিধি হে; তুমি নিদয় হইলেও ব'ল্‌বো দয়াময়।

আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাবো মুক্তি, তোমার উক্তি হে; তোমার দয়াবিহনে পাপী কোথায় যায় ॥৬৫২॥

রাধাগোবিন্দ দত্ত।

কীর্ত্তন—তেওট।

একটি ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়, (দীনবন্ধু হে)। *

ঐ অভয় চরণ, পে'তে আকিঞ্চন, নিয়ে ক'র্‌বো হে হৃদয়ের ভূষণ;

* ১৭৯০ শক ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মুঙ্গেরে কেল্লার বাসাবাড়ীতে দ্বিতীয় উৎসব দিনে এই নূতন সঙ্গীতটী গীত হয়।

নিত্য ভক্তি জলেতে ধোব, নয়ন ভ'রে দেখিব, বাসনা হে—ব'ল্‌বো কৃতার্থ ক'রেছেন আমায় দয়াময়।

কি স্বদেশে, কি বিদেশে, নিয়ে রা'থ্‌বো হে হৃদয়ে গেঁথে; পাপ-যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ সম্পদ হবে, দীননাথ হে—তুমি কৃপা করিয়ে অ্যাকবার হও সদয় ॥৬৫৩॥ জগবন্ধু সেন।

কীর্ত্তন—লোফা।

তুমি দয়াময়-দয়াময়-দয়াময় হে তুমি দয়াময়।

আমি জেনেছি হে (ওহে দয়ার ঠাকুর)

এই পাপ জীবনে, পাপী ডাক্‌লে তোমার স্থাথা পায়।

নিরাশ কূপে পড়েছিলাম, সকল আঁধার দেখ্‌তে ছিলাম; তুমি এসে ব'ল্লে নাই ভয় তনয়। (ওহে দয়ার ঠাকুর)

পাপী সন্তান ব'লে, তোমার অ্যাত দয়া; আমি দেখি নাই অ্যামন পিতা কোথায়।

দীনে দয়া যদি ক'রেছ, চরণতলে যদি এনেছ; তবে ঐ চরণে বাঁধ আমায়।

আজ হ'তে, আমি ব'ল্‌বো সবায়; পিতা বিপদে দিয়েছেন অভয় ॥৬৫৪॥ জগবন্ধু সেন।

কীর্ত্তন—লোফা।

আর কিছু নাহি চাই, য্যান এই ভিক্ষা পাই।

হৃদয় মন ঐক্য ক'রে, য্যান এ জনমের তরে, সর্ব্বস্ব সঁপিতে পারি হে তোমায়। (আমি)

মায়ের কোলে শিশু য্যামন, থাকে চিন্তাভয়হীন; হিতাহিত যত তা'র, সকলই মায়ের ভার, নাথ সেই ভাবে রাখ যদি হে আমায়।

রূপ গুণ যশ জ্ঞান, সুখ স্বাস্থ্য ধন মান; এ সব বিষয় বাসনা, এই অনিত্য কামনা, য্যান মনেতে স্থান আর নাহি পায় ॥৬৫৫॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কীর্ত্তন—তেওট।

নাথ আমায় করুণা করিবেনা কি ব'লে।

কা'রে বঞ্চিত ক'রেছ হে কোন্ কালে।

পাপে তাপে তৃষিত হ'য়ে, অ্যাকবার যে ডাকে আকুল হৃদয়ে; তা'রে শীতল কর কৃপাসিন্ধু জলে।

কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই, তব ত্যজ্যপুত্র তো কভু শুনি নাই হ'য়ে সহস্র অপরাধি, কাতরে অ্যাকবার কাঁদে যদি—তা'রে তখনি তনয় ব'লে লও কোলে (তুমি) ॥৬৫৬॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কীর্ত্তন—তেওট।

পাপী জনে ক্যান অ্যাত দয়া হয়। (দয়াময় হে)

আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায়, আনো কেশে ধ'রে পূজিতে তোমায়; আমি জেনেছি দয়াময়, ঐ নামে ত'রে যায়, পাপী তাপী হে, তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।

াক সম্পদে, কি বিপদে, রেখ অধমের ভক্তি ওপদে ; নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন কাছে থেক, ছেড়না হে—য্যান ডাকিলে পাপী তোমার দ্যাখা পায় ॥৬৫৭॥ সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত।

কীর্ত্তন—খয়রা।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন (রূপ) আমরা ডুবিব রূপসাগরে।
(সে দিন কবে বা হবে)।

জ্ঞান অনন্তরূপে, পশিবে নাথ মম হৃদে ; অবাক্ হইয়ে অধীর মন, শরণ লইবে শ্রীপদে।

শান্তং শিব অদ্বিতীয়, রাজরাজচরণে, বিকাইব ওহে প্রাণসখা সফল করিব জীবনে ; অ্যামন অধিকার, কোথা পাব আর, স্বর্গভোগ জীবনে। (সশরীরে)

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার, আলোক দেখিলে আঁধার য্যামন যায় পলাইয়ে সত্বর ; তেম্নি নাথ তোমার প্রকাশে, পলাইবে পাপ আঁধার।

আনন্দ অমৃত রূপে, উদিবে হৃদয় আকাশে, চন্দ্র উদিলে চকোর য্যামন ক্রীড়য়ে মন হরষে ; আমারাও নাথ তেমনি ক'রে, মাতিব তব প্রকাশে।

(দশকুশী) ওহে ধ্রুবতারা, মম হৃদে, জলন্ত বিশ্বাস হে ; আলি দিয়ে দীনবন্ধু, পুরাও মনের আশ—নিশি দিন প্রেমানন্দে, মগন হইয়ে হে, আপনারে ভুলে যাব, তোমারে পাইয়ে হে ॥ (সে দিন কবে হবে হে) ॥৬৫৮॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—লোফা।

হৃদয়পরশমণি, আমার। *

নয়নের ভূষণ আমার বিভু দরশন, বদনের ভূষণ আমার সে নাম কীর্ত্তন। (ভূষণ বাঁকী কি আছে রে, জগচ্চন্দ্র হার প'রেছি)

হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন; কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ। ভূষণ বাঁকী কি আছে রে, (প্রেমমণি হার প'রেছি) ভূষণ বাঁকি কি আছে রে, (জগচ্চন্দ্র হার পরেছি) ॥৬৫৯॥

অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—ঢিমে তেতালা।

এই লও আমার প্রাণ মন।

এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার জীবনধন, এই লও আমার জীবনধন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন; আমি আর কিছু ধন চাইনে পিতা কেবল তোমার শ্রীচরণ।

ভিক্ষা এই তব স্থানে, দাও হে স্থান ও চরণে; পাপী অধম সন্তানে, ক'রে কৃপা বিতরণ।

ইচ্ছা এই হৃদয়মাঝে রাখ্‌বো যতনে, প্রীতি ভক্তি উপহার দিব চরণে; প্রেমনয়নে হেরিব, সুখে সম্ভোগ করিব, সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিব এই মম আকিঞ্চন।

* ১৭৮৯ শক ২৭শে আশ্বিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে খোল কর্ত্তাল লইয়া ব্রজগোপাল গোস্বামী দ্বারা গীত হয়। খোল করতাল ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম আসিল। প্রঃ।

তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব, সরল অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব; বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে, পবিত্র প্রেম-প্রভাবে বিচ্ছেদে হবে মিলন ॥৯৬০॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন।

(তেওট) ওহে দয়াময়! নামে মুক্তি হয়, তাই ডাকি তোমায়।

আমি করি এই প্রার্থনা, পুরাও হে মনের বাসনা, নামের ভিখারী, কর হে হ'য়ে সদয়।

তোমার নামের গুণ নাথ কে বর্ণিতে পারে, রসন' অবাক্ হয়, মন বুদ্ধি হারে।

(ধুয়ো) তোমার দয়াল নামের এমনি গুণ হে।

(একতালা) অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়; বোবায় গীত গায়, বধির শোনে হে। (ধুয়ো)

শুষ্ক তরুচয়, মুঞ্জরিত হয়; ফল ফুলে কিবা শোভা পায় হে। ঐ

হৃদয় কানন, হয় তপোবন; অমানিশায় হয় চন্দ্রোদয় হে। ঐ

মরুভূমিচয়, হয় জলাশয়; প্রেমের তরঙ্গ তা'য় উঠে হে। ঐ

কলঙ্কে আচ্ছন্ন, হৃদয়দর্পণ; স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হইয়ে যায় হে। ঐ

ষড়রিপু আদি, হৃদয় মনের ব্যাধি; ভজনের বাদী পরাস্ত হয় হে। ঐ

অসুর সমান, মনুষ্য সন্তান; তৃণ হ'তে দীন হইয়ে রয় হে। ঐ

পাষাণ মন গলে, নয়ন ভাসে জলে; হৃদয়সরোবরে কমল ফোটে হে ঐ

পাপ তাপানল, হ'য়ে যায় শীতল; প্রেম সমীরণ হৃদে বহে হে। ঐ

অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে; মনুষ্য দেবতা হইয়ে যায় হে। ঐ

নামরস পানে, কত ভক্তজনে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলিয়ে যায় হে। ঐ

দাউদ নারদ, প্রাচীন ভকত; বীণাযন্ত্রে নাম গাইয়ে ছিলেন হে। (ধুয়ো)
প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে, তব নামের বলে; অসাধ্য সাধন্ করেছিল হে ঐ
পর্ব্বত অগ্নি জলে, হস্তি পদতলে বিষপানে প্রাণে না মরিল হে। ঐ
প্রেমিক দু'ভাই, গৌর নিতাই; নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতা'য়ে ছিল হে। ঐ
রূপ সনাতন, ক'রে নাম শ্রবন; উজিরী ত্যজে ফকীরি নিলে হে। ঐ
দুরন্ত দু' ভাই, জগাই মাধাই; নামেতে মুক্ত হ'য়েছিল হে। ঐ
ভারত সন্তানে, আত্মীয় স্বজনে; নাম শুনায় কাণে, অন্তিম কালে হে। ঐ
(কেওট দিয়ে দয়াল নাম, উদ্ধার কর হে আমায় ॥৬৬১॥
কুঞ্জবিহারী দেব এবং ঠাকুরদাস সেন।

কীর্ত্তন খ্যামটা।

দীনদয়াল ও করুণার সাগর অ্যামন কেবা আছে।
তুমি মনোবাঞ্ছাকল্পতরু, অ্যামন কেবা আছে।
রে'তে ঘুমা'লে হে! হৃদয়বিহারী, তুমি আপনি কর চৌকিদারী।
(দিবানিশি জেগে থেকে হে) (চৈতন্যরূপে)
প্রভু না হ'তে ভূমিষ্ঠ দেহ, তুমি দিয়েছ অপত্য স্নেহ। (পিতা মাতার মনে)
শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে, দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে।
(কণ্ঠ শুকাবে ব'লে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ)॥৬৬২॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন খ্যামটা।

দয়াময় ব'লে আমরা তাই ডাকি। তুমি অধমতারণ পতিত পাবন, তাই ডাকি। নামে মহাপাপী ত'রে যায় হে, তাই ডাকি। তুমি কাঙ্গাল ব'লে দয়াকর, তাই ডাকি। তুমি দুঃখী বলে ভালবাস,

তাই ডাকি। তুমি পাপী তাপীর মুক্তিদাতা, তাই ডাকি। তোমা বই আর কেউ নাই নাথ, তাই ডাকি। (এ সংসারের মাঝে) তোমায় ছেড়ে র'ইতে নারি, তাই ডাকি। (অ্যাকাকী সংসারে) তোমায় ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় হে, তাই ডাকি। (দয়াল পিতা ব'লে)

পাপী ডাক্‌লে দয়াল, দয়াল পিতা ব'লে; (পাপে তাপে কাতর হ'য়ে হে) তুমি স্থান দাও চরণতলে, তাই ডাকি।

তোমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া, তাই ডাকি। তোমার দুঃখী ধনী সবাই সমান, তাই ডাকি। তোমার কাছে জেতের বিচার কিছু নাই হে, তাই ডাকি। (তোমার কাছে যেতে) তুমি দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন, তাই ডাকি।

যে জন কাতর প্রাণে, তোমায় ডাকে, (ভবসিন্ধুর মাঝে প'ড়ে হে) তুমি চরণতরী দাও তাকে, তাই ডাকি। (ওহে ভবের নাবিক)

তুমি রাজার রাজা, গুরুর গুরু; (তোমার তুল্য কেউ নাই হে) তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, তাই ডাকি।

তোমায় ডাক্‌লে পাপী ত্রাণ পায় হে, তাই ডাকি। তোমায় না দেখে প্রাণ ক্যামন করে, তাই ডাকি। তোমার তরে প্রাণ কাঁদে, তাই ডাকি॥৬৬৩॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।

নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম। (পান কর আর দান কর রে) (হরিনাম সুধা)

যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, ক'রো নাম গান। (বিষয়মরীচিকায়

প'ড়ে হে) (প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে) (দেখ য্যাম ভুলনা রে সেই মহামন্ত্র) (বিপদ কালে ডেক তাঁ'রে হে, দয়াল পিতা ব'লে)

সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম জয় ব'লে হে)

এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হ'য়ে পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হ'য়ে) ॥৬৬৪॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম। হ'লো নিকটে আনন্দধাম।

হ'ল দুঃখ অবসান, পিতা আপ।ন কল্লেন বিধান, দিয়ে ভক্তি দান; আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।

দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভ'রে সেই পিতায় ডাক, অ্যাকবার ডাকিয়ে গ্ঠাখ; সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম।

পিতা পরম দয়াল, নামে আপনি কাটে মায়াজাল, ভবের জঞ্জাল; পাবে সুখ শান্তি অবিরাম।

দয়ারনিধি পিতা আমার; পাপী সন্তানে অধিক তাঁ'র, করুণা বিস্তার; তিনি কভু কা'রেও নহেন বাম ॥৬৬৫॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিলতারণ বল্‌রে সবাই।

বল্‌রে বল্‌রে বল্‌রে সবাই। যাঁ'রে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে। যাঁ'রে ডাক্‌লে পাপী ত'রে যাবে। ওরে অ্যামন নাম আর পাবি না রে ॥ ৬৬৬॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

অ্যামন সুধামাখা দয়াল নাম, ক্যান নিলিনা রে মন।
এ নাম দেবতার দুর্ল্লভ হয় রে, নামে পাষণ্ড করে দলন।

যোগী জপে যোগ-ধ্যানে, ভক্ত রাখে হৃদাসনে; এ নাম নিরুপায়ের উপায় হয় রে, এ নাম পাপীদের সর্ব্বস্ব ধন। (এনাম আমাদের নিজস্ব ধন)।

পুরাণ আদি ক'রে তন্ত্র, শাস্ত্রেতে না পায় অন্ত, পাপীদের দশা দেখে, এ নাম কল্লেন বিতরণ; ওরে তবু নামের হয়না সীমা রে, এ নাম হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥৬৬৭॥ অজ্ঞাত

কীর্ত্তন—একতালা।

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই, সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ, এস দেখে সুখে প্রাণ জুড়াই।

পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই, কতকাল আর থাক্‌বল ভুলিয়ে হেথায়; এস প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, (এস) সবে তাঁ'র পায় লুটাই।

পাপ তাপ সমুদয়, কিছু নাহিক তথায়, নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে যথায়; ঐ শোন্ প্রেমময় ডাকিতেছেন, এস ব্যাকুল হ'য়ে ধাই সবাই ॥৬৬৮॥ প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার।

আশা—ঠুংরী।

দয়াঘন তোমা হ্যান কে হিতকারী।
সুখে দুঃখে সম বন্ধু অ্যামন কে, পাপ-তাপ-ভয়হারী।

সঙ্কটপূরিত-ঘোর ভবার্ণবে, তা-রে কোন্ কাণ্ডারী; কা'র প্রসাদে দূর পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী।
পাপদহন পরিতাপ নিবারি, কে ঢালে শান্তির বারি; ত্যজিলে সকলে, অন্তিম কালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি॥৬৬৯॥ অজ্ঞাত

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হ'য়ে রও রে।

ভজরে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রনা এ্যাড়াও রে; বিষ্ণু-পাদপদ্ম-সুধা-হ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধসত্ত্ব হিরণ্ময়, মানস-পটে তাঁ'রে, নিরখিয়ে সচেতনে (তাঁরে) পূর্ণ-কাম হও রে॥৬৭০॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

বাউলে—একতালা।

আমি আর কিছু ধন চাইনে কেবল ঐ চরণের ভিখারী হে।
চেয়ে স্থাখ (চেও চেও) কাঙ্গাল পানে, চিরদিনের (বহুদিনের) আশাধারী॥
ও পদে উদ্ভব প্রেম-নদী সুরধুনী, নামের গুণে পাষাণ-মনে বহে প্রেমবারি।
তুমি প্রেম-সুধাকর, ভক্তচিত্তহারী; প্রকাশ হৃদয়াকাশে এ্যাকবার দয়া করি।
দীনজনের সকল আশা ভরসা তোমারি, ভবসিন্ধু পার কোরো হে দিয়ে চরণতরি॥৬৭১॥ অজ্ঞাত

বাউলে—একতালা।

প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।
ও তা'র থাকে না ভাই আত্মপর।

প্রেম এম্‌নি রত্ন ধন, কিছু নাইকো তা'র মতন, ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ ক'রে প্রেমিক হয় যে জন; ও সে হাস্যমুখে সদাই থাকে হৃদয় যুড়ে সুধাকর।

প্রেমিক চায়নাকো জাতি, চায়না সুখ্যাতি, তাবে হৃদয় পূর্ণ হয়না ক্ষুণ্ণ র'ট্‌লে অখ্যাতি; ও তা'র হস্তগত সুখের চাবি, থাক্‌বে ক্যান অন্য উর।

প্রেমিকের চা'ল্‌টে বে আড়া, বেদ বিধি ছাড়া, আঁধার কোণে চাঁদ গেলে তা'র মুখে নাই সাড়া; ও সে চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লেও আস্‌মানেতে বানায় ঘর ॥৬৭২॥ অজ্ঞাত

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ, প্রণমি হে দণ্ডবৎ।

শ্রবণ কর করুণা করি প্রভু হে, স্তুতি গীত ত্বরিত।

শান্তিসুধা সর্ব্ব-ভুবন-বিস্তার, ইচ্ছা তোমার হউক সফল হে; অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত, পুণ্যসলিল বরিষ বরিষ অমৃত।

প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী, বিকসিত কর আসি হৃদয় কমল হে; প্রেমসুধা দাও চিত্ত চকোরে, প্রসাদবিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ, কি আর জানাব জানিছ সকল হে; ভক্তবৎসল তুমি ভক্ত এই যাচে, মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত।

কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে, দীন হীন সবে দুর্ব্বল মানব হে; বিঘ্ন বিনাশন পতিতপাবন, দ্যাখাও দ্যাখাও হে তব পুণ্যপথ।

বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায়সিন্ধু, ইচ্ছা তোমার হউক সফল হে; দিব্য পিতা তুমি পরম কৃপাময়, বিতর সবে শান্তি সুমতি সতজ্ঞাত ॥৬৭৩॥

অজ্ঞাত।

বাউলে—একতালা।

ওরে আমার প্রাণপিঞ্জরের পাখী গাওনা রে।

সদা সত্যং শিব সুন্দরং, ও নাম প্রাণভরে গাও না রে।

পড় পড় আত্মারাম, ডাক ডাক প্রাণারাম, আমার হৃদয়মাঝে প্রাণ-বিহঙ্গ ডাক অবিরাম; ডাক তৃষিত চাতকের মত, পাখী অলস থেকনা রে।

ব্রহ্মকল্পতরুশাখে ব'সে রে পাখী, বিভুগুণ গাও দেখি, গাও গাও; আবার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ক ফল খাওনা রে।

ওকি বল্‌রে পাখী বল, তোর নয়নে ক্যান জল, বুঝি হরিনামামৃত পান হ'য়েছ বিহ্বল; আহা! কি সুন্দর দ্যাখাচ্চে তোমায়, পাখী নীরব হ'য়োনা রে।

অসার বিহঙ্গজনম কর রে সফল, করি নাম কোলাহল, সুবিমল; গেয়ে অবিরাম, আত্মারাম মোক্ষধামে উড়ে যাওনা রে॥ ৬৭৪॥

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু—একতালা।

যা'র মা আনন্দময়ী তা'র কি রে নিরানন্দ।

তবে মা মা ক'রে পাপে, রোগে শোকে ক্যান কাঁদ।

মাঝখানে জননী ব'সে, সন্তাগণ তাঁ'র চারি পাশে, ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে; পাপ তাপ দূরে গ্যাল, আনন্দরস উথলিল, বাহু তুলে মা মা ব'লে, নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ॥৬৭৫॥শিশিরকুমার ঘোষ।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

স্থান দাও মা দয়াময়ী দীন হীন সন্তানে।
সফল করি জীবন লুটায়ে তব চরণে।

(মা গো) এসে সংসার-বিদেশে, পাইলাম নিজ দোষে; বিবিধ যন্ত্রণা ক্লেশ বিষয়-কণ্টক-বনে।

পাপাসুরে বধ করি, রিপুকুল সংহারি; কোলে তুলে ল'য়ে গো মা বাঁচাও স্নেহ-সুধা দানে।

এস গো হৃদিমন্দিরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য আলো ক'রে; মাভৈমাভৈঃ রবে কাঁপায়ে জগতজনে।

মাগো, বড় সাধ আছে মনে, চাহি তব মুখপানে; করিব স্তুতি বন্দনা মত্ত হ'য়ে সুধাপানে ॥৬৭৬॥ অজ্ঞাত।

কানেড়া—একতালা।

ভক্তি ক'রে ডাক্ দেখি মন, ক্যামন হরি থাক্‌তে পারে।
দয়াময় নামে তিনি পরিচিত এ সংসারে।

ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্তের রাখেন মান; ভক্তিডোরে শ্রীচৈতন্য বেঁধেছিলেন তাঁহারে।

প্রহ্লাদও ঐ নামের বলে, মরে নাই অনলে জলে; পান করি হলাহলে, অমর এই চরাচরে ॥৬৭৭॥ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন-ভাঙ্গা—একতালা।

পিতা কও কথা, তোমার কথা শুনে, তাপিত প্রাণ করি শীতল।
ঐ শ্রীমুখের বাণী, শুনিবার তরে; তোমার শ্রীচরণে আমি লইয়াছি শরণ।

এই সংসার মাঝারে, পথ হারা হ'য়ে, কাঁদিতেছি পিতা অ্যাকা নিরাশ্রয়ে ; বল বল পিতা, কোন্ পথে গেলে, তোমার শ্রীচরণ তলে আশ্রয় পাইব।

বিজ্ঞান দর্শনে, শাস্ত্র আলাপনে, তৃষিত হৃদয় তৃপ্তি নাহি মানে ; তাই বলি ও গো পিতা, ঘুচাও মনের ব্যথা, সদা গুরু হ'য়ে শিক্ষা দাও হে অন্তরে ॥৬৭৮॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

কীর্ত্তন—লোফা।

প্রভু তোমার বিচারে যা' হয়, এবার আমায় তাই কর হে।
আমি সকল ছেড়ে সার ক'রেছি, প্রভু তোমার পদাশ্রয়।
প্রভু তোমার নামের গুণে, বোবায় নাকি কথা কয় ; আবার পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি অন্ধ চক্ষে দেখ্‌তে পায় ॥৬৭৯॥ অজ্ঞাত।

কীর্ত্তন—লোফা।

(প্রভু) দয়ার সাগর।
দয়ার সাগর প্রভু হে, প্রেমের সাগর।
(প্রভু) অ্যাকবার দাঁড়াও আমার বক্ষস্থলে হে, আমার সকল জ্বালা (দুঃখ) যা'ক্ চ'লে। (দয়ার সাগর)
যদি চন্দ্র সূর্য্য যায় চ'লে হে, (ওহে অটল অচল হে) তবু তোমার দয়া নাহি টলে। (দয়ার সাগর) ॥৬৮০॥ অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

সুরট মল্লার—একতালা।

মন কে বল গুরু সংসারে।

বিনা জ্ঞানময়, পিতা দয়াময়, যিনি অন্তর্যামী সকল জেনে উপদেশ দ্যান অন্তরে।

বেদ তন্ত্র পুরাণ প'ড়ে বহুতর, জ্ঞানবলে মন কর অহঙ্কার, প্রলোভন এলে জ্ঞানবল নিয়ে কি হবে তখন বল; পাপকূপে পড়ি কর হায় হায়, কে তারিবে তোমায় দেখে নিরুপায়, কত গুণী জ্ঞানী হ'য়ে অভিমানী ডুবিল পাপসাগরে।

গুরু ব'লে তাঁ'র লও রে শরণ, অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন, পিতার চরণে থাকরে পড়িয়ে শুনিবে মধুর বাণী; বিপদ সম্পদে পাবে উপদেশ, না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ, মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে, যাবে ভবার্ণব পারে।

উপদেশ তিনি দ্যান নিরন্তর, তাহা না পালিয়ে বধির অন্তর, পাপে তাপে ডুবে কর হাহাকার, ওরে ভ্রান্ত মম মন; তাঁহার আদেশ মস্তকে ধরিয়ে, কর হে পালন জীবন সঁপিয়ে, গুরুমন্ত্র তাঁ'র; শুন নিরন্তর, না রবে পাপ আঁধারে॥৬৮১॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

মূলতান—একতালা।

হৃদয় কাঁদিতেছে তাই।

এই বিপদ সময় তোমারে না পাই।

অ্যাকে পাপানলে অন্তর শুকায়, অন্য বিড়ম্বনা ক্যান আবার তা'য়, আমি স্বতঃ পরতঃ প'ড়েছি ঘোর দায়, আমার আর কেহ নাই হে॥

ওহে শৈশব না যেতে, কলঙ্কের হাতে, স'পেছিলাম আমি দেহ মন প্রাণ; আমার যত দুরাচার, যত পাপ ভার, তব চক্ষে বিদ্যমান হে—দুর্জ্জন সন্তানে, অসহায় জেনে, আনিলে এখানে নিজ দয়াগুণে, আমি নিজ অহঙ্কারে, অ্যাত দিন পরে, য্যান তোমায় না হারাই হে ॥৬৮২॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

কীর্ত্তন—লোফা।

আমি তোমার দয়াল প্রভু, আমি শুনেছি হে।

আমি তাই শুনে আ'জ এসেছি নাথ নিতে পদাশ্রয়।

ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্ণায় মরে, দ্যাখ দয়াময়; এবার শান্তিবারি দিতে হবে, ছাড়্‌বনা তোমায়।

কত যে পাপ করিয়াছি, ঢাক্‌ব কি তোমায়; সে সব অন্তর্যামী পিতা তুমি জান্‌ছ সমুদায়।

তোমা বিনা আমার প্রভু, কেহ নাহি আর; কে করে মোচন, এ পাপীর নাথ, মস্তকের ভার ॥৬৮৩॥ জগবন্ধু সেন।

মধুকাইনের সুর—কাওয়ালী।

চিন্তামণি ব'লে ডাকো।

চিন্তিলে সে চিন্তামণি, কোন চিন্তা রবেনাকো।

যে ধন সকল চিন্তা হরে, সে ধন আছে যা'র ঘরে, তা'র চিন্তা আর কিসের তরে, হৃদয়ভাণ্ডার পূরে রাখ।

জননী কোলে য্যামন, শিশু সহাস্য বদন, জানেনা চিন্তা

ক্যামন, অন্য ধনে ভোলেনাকো; হ'রি ছাড়া হরিভক্ত, য়াহারা সন্তানের মত, ছেড়ে থাকা বড় শক্ত, তাইতে ব'লি ধ'রে থাকো ॥৬৮৪॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

আশাভৈরবী—ঠুংরী।

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।

দগ্ধ হৃদয় ল'য়ে, আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।

না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ; হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্, বিঘ্ন দাও অপসারি।

ক্যান এ হিংসা দ্বেষ, ক্যান এ ছদ্মবেশ, ক্যান এ মান অভিমান; বিতর, বিতর প্রেম, পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক্ তোমারি ॥৬৮৫॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশসিন্ধু—ঠুংরী।

সংশয়তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।

প্রেম আলোকে প্রকাশ, জগপতি হে।

বিপদ সম্পদে থেকোনা দূরে, সতত বিরাজ হৃদয়পুরে; তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।

মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হ'তেছি শ্রান্ত; তবু চঞ্চল, বিষয়ে মতি হে।

নিবার নিবার প্রাণের ক্রন্দন, কাট হে কাট হে এ মায়াবন্ধন; রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে ॥৬৮৬॥ র, না-ঠা।

ললিত—ঠুংরী ;

ওরে মন, জাগিয়া হরিগুণ গাও।

নগরের ঘরে ঘরে, হুঙ্কারী গভীর স্বরে; হরি ব'লে সকলে জাগাও)

যুড়িয়া নামের পাতি, নামগুণে মালা গাঁথি ; নর নারী সকলে পরাও।

রচিয়া ললিত তান, গাও হরিগুণগান ; নামগুণে ভুবন ভুলাও।

রজনী প্রভাত হ'ল, আলস্য ত্যজিয়া চল; ঘরে ঘরে অমৃত বিলাও।

নর নারী জনে জনে, বাঁধি হরিনামগুণে; প্রেমামৃত সাগরে ডুবাও ॥৬৮৭॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

কীর্ত্তন—খয়রা।

কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে !

যদি চরণসরোজে, পরাণমধুপ চিরমগন না রয় হে।

অগণন ধনরাশি তা'য়, কিবা ফলোদয় হে ; যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে, যতন না করয় হে।

সুকুমার কুমারমুখ, দেখিতে না চাই হে ; যদি সে চাঁদ বয়ানে, তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে।

কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে : যদি সে চাঁদ প্রকাশে, তব প্রেমচাঁদ, নাহি হয় উদয় হে।

সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে ; যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি, নাহি জড়িত রয় হে।

তীক্ষ্ণবিষব্যালী সম, সতত দংশয় হে; যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে, ঘটায় সংশয় হে।

কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে; তুমি হে আমার, হৃদয় রতন আনন্দনিলয় হে ॥৬৮৮॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

বেহাগ—একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি; দিবস কাটে বৃথায় হে।
আমি যেতে চাই, তব পথ পানে; কত বাধা পায় পায় হে।
চারি দিকে হায়, ঘেরেছে কা'রা, শত বাঁধনে জড়ায় হে;
আমি ছাড়া'তে চাহি, ছাড়েনা ক্যান গো, ডুবা'য়ে রাখে আমায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও, এ ভবের সুখ, কায নাই এ খ্যালায় হে
আমি ভুলে থাকি যত, অবোধের মত, ব্যালা ব'য়ে তত যায় হে।
হানো তব বাজ, হৃদয় গহনে, দুঃখানল জ্বালো তা'য় হে;
নয়নের জলে, ভা'সায়ে আমারে, সে জল দাও মুছা'য়ে হে।
শূন্য ক'রে দাও, হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে;
প্রভু, তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে ব'স; ভুলনা আর আমায় হে ॥৬৮৯॥
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্রবেলাওল—ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন।
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না য্যান।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি য্যান মুছে যায়; য্যান গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।

কতশত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন, শোকে জীর্ণ প্রাণ কত, কাঁদিতেছে নিশি দিন; পাপে যা'রা ডুবিয়াছে, যাবে তা'রা কা'র কাছে, কোথা হায় পথ আছে, দাও তা'দের দরশন ॥৬৯০॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিশ্রকেদারা—একতালা।

যাঁ'দের চাহিয়ে, তোমারে ভুলেছি, তা'রা তো চাহেনা আমারে।
তা'রা আসে, তা'রা চ'লে যায়, দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি, দুদিনে ফুরায়, দীপ নিবে যায় আঁধারে; কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই, ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলা'তে; শেষে দেখি, হায়! ভেঙ্গে সব যায়, ধুলো হ'য়ে যায় ধুলোতে।
সুখের আশায়, মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখ পাথারে; রবি শশি তারা, কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥৬৯১॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-বিজয়—তেওরা।

ঐ যে দ্যাখা যায় আনন্দধাম, অপূর্ব্ব শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোকতাপিত, জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন; শান্তি পাইবে, হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন; স্তিমিত লোচনে, কি অমৃত রস পানে, ভুলিল চরাচর।

কি সুধাময় গান,গাইছে সুরগণ বিমল বিভুগুণ বন্দনা ; কোটি চন্দ্র তারা উল্লসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম ॥৬৯২॥ জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—খং।

ক্যান জাগেনা জাগেনা অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন, ধূলি শয়ান।

জাগিছে তারা, নিশিথ আকাশে, জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি, চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ; তব মাধুরী ক্যান, জাগে না প্রাণে, ক্যান হেরিনা তব প্রেম বয়ান।
পাই জননীর, অযাচিত স্নেহ, ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ ; কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে, ক্যান করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ ॥৬৯৩॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁ'রে ক্যান ডাকনা।
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, র'য়েছ ভবঘোরে মজি, এ কি বিড়ম্বনা এ ধন জন, না রবে হ্যান, তাঁ'রে য্যান ভুলনা ; ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
অ্যাথন হিত, বচন শোন, যতনে করি ধারণা ; বদন ভরি নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।
যদি এ ভবে, পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা ; সঁপিয়ে তনু, হৃদয় মন তাঁ'র কর সাধনা ॥৬৯৪॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হ—একতালা।

মাঝে মাঝে তব দ্যাখা পাই, চিরদিন ক্যান পাই না।

ক্যান মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দ্যায় না।

ক্ষণিক আলোকে, আঁখির পলকে, তোমায় যবে পাই দেখিতে ;
হারাই হারাই, সদা হয় ভয়, হারাইয়ে ফেলি চকিতে।

কি করিলে বল, পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে ;
অ্যাত প্রেম আমি, কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে ধরিতে।

আর কা'রও পানে, চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ ;
তুমি যদি বল, এখনি করিব, বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন ॥৬৯৫॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—একতালা।

* মন, কিরে অ্যাত দিনে বুঝ্‌লিনা।

অনিত্য সংসারে তুই মুক্তি তো কভু পাবিনা।

কামনা কামনা ক'রে, জীবন মোচন কভু কি হয় ; যদি পাবি
(ওরে ও মূঢ় মন) পরম পদ, ও মন ভগবতে ভাব না।

কামনা হইতে হয়, শোক তাপ সমুদয়, কামনায় অমঙ্গল : তা'কি
মন জাননা ; সিদ্ধ হবে যদি মন, হরি পদে রাখি মন, কামনা
(ওরে ও মূঢ় মন) আগুনে শান্তিবারি, ও মন ঢেলে দে না ॥৬৯৬॥

মহেন্দ্রনাথ দাঁ।

* অ্যালবার্ট কলেজিয়েট স্কুলে কৃষ্ণবেহারি সেনের কৃত "অশোক-চরিত্র
বালকদের দ্বারায় নাট্যাভিনয় কালে অশোক পুত্র অন্ধ কুনালের দ্বারা গীত হইয়াছিল

কীর্ত্তন।

(লোফা)—এই তো হৃদয়ে, হৃদয়ে রে; আমার প্রাণসখা সদা বিরাজিত রে।

আমি যখন ডাকি, (ডাকি) প্রেমভরে, দেখি আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে রে। (ভুবনমোহন রূপ্ ধ'রে)

(খয়রা)—(দেখি) অ্যাক শাখিপরে, দুবিহগবরে, সুখে বস-বাস করে রে; উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা মাখা, দোঁহে-দোঁহায় নিরখে রে।

(অ্যাক জন) সুরস রসাল লইয়ে যতনে, দিতেছে আর সখায়ে; (আর জন) লভিয়ে সে ফল, প্রেমেতে বিহ্বল, সুখেতে ভোজন করে রে। (সখা দ্যাখেন কেবল)

(লোফা)—নরাধম আমি, তাই দেখিনা রে (শোকে মোহে মুহ্যমান) কি অপূর্ব্ব শোভা হৃদয়কুঞ্জকুটীরে। (সখার আগমনে)

(দশকুশী)—তুমি আছ নাথ মম হৃদয়ে, আমি দেখিনা বারেক চেয়ে, মোহে মগন নিশি দিন; (চেয়ে দেখিনা, দেখিনা, সখা তোমার অতুল শোভা) আমি চাহি দারা সুত পানে, চাহি ধন উপার্জ্জনে, তাহে নহে তিরপিত মন। (শান্তি তাহে যে নাই হে, প্রভু তোমার চরণ ছাড়ি)

যদি মধুর পিয়াসা নাথ, জলে নিবারণ হ'তো (তবে) ধাইতনা অলি মধুপানে; (অ্যাত যতন ক'রে হে, মধু পিব ব'লে) আমার প্রাণের পিপাসা নাথ, কিছুতেই ঘুচিবেনা তো, তব প্রেম মকরন্দ বিনে।

(পিয়াস কিছুতেই যাবেনা, আমার প্রাণের পিয়াস, অ্যাকবার তোমায় না দেখিলে)

(একতালা)—তাই বলি হে প্রভো—

হৃদয়নিকুঞ্জবনে—বিহর নাথ নিশি দিন হে। (আমার হিয়াখন আলো করে)

প্রেম-তটিনী-তটে, ও পদপল্লব নিকটে, (আমি) বৈঠিব আনন্দে নাথ হবে কি হ্যান সুদিন হে।

তুলি সুললিত তান, ডাকিব তোমারে হে, অম্নি প্রাণসখ দিবে দ্যাখা, হৃদয় মাঝারে হে।

(লোফা)—আমি যখন ডাকি (ডাকি) প্রেমভরে, দেখি আছেন হৃদয় (হৃদয়) আলো ক'রে ॥৬৯৭॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন—খয়রা।

প্রভো, কি নিবেদিব আমি হে।

গভীর তোমার প্রেম-সাগরে নিমগন কর তুমি।

বিষয়ের কীট, অতীব বিকট, মম হৃদি প্রাণ মন; কিরূপে তোমার, হইবে নিকট, ভেবে হই অচেতন।

মোহ আঁধারে, পাপ বিকারে, অশুচি হ'য়েছি আমি; তবর পুণ্যনীরে, ধুইয়ে আমারে, কোলে লও পিতা তুমি।

পিতা তব কোলে, বসিয়ে বিরলে, হেরিব শ্রীমুখ শশী; হ'য়ে পূর্ণকাম, গা'ব তব নাম, শুনিবে জগতবাসী।

তব যোগধ্যানে, নাম গুণগানে, নিয়োজিব প্রাণ মন; হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব, ক্যাপা পাগল মতন।

ল'ভিয়ে তোমায়, ওহে দয়াময়, পূর্ণ হবে মনস্কাম ; সফল হইবে, মানব জীবন, যাইব অমর ধাম।

প্রভো, আশিষ কর মোরে, যাইতে তোমার ঘরে, প্রেম সম্বল য্যান পাই ; (আমায়) দাও নব জীবন, দাও নব চেতন, মাগগি বর তব ঠাঁই ॥৬৯৮॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

ভজন—ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব, প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।

দুর্ম্মতি দূর করি, শুভ মতি দাও হে, এই বর দান ভগবান্ মাগি।

ঘোর নিঠুর রিপু, অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে ; দীনবৎসল তুমি, তারো নিজ সেবকে, তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।

বিষয় মহার্ণবে, মগন হ'য়ে ডাকি হে, দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো ; তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব সঙ্কটে, কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥৬৯৯॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাফি কানেড়া - ঢিমে তেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে দয়াময়।

তব প্রেম লাগি, দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।

তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে ; প্রেম হাসি তব, ঊষা নব নব, প্রেমে নিমগন, নিখিল নীরব—তব প্রেম তরে, ফিরে হাহা ক'রে, উদাসী মলয়।

আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে, ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি ; জলে স্থলে গগনতলে, তব সুধা বাণী সতত উথলে—

শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে, ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে, আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম আলয় ॥১০০॥ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিভাস—একতালা।

বড় আশার কথা শুনেছি নাথ, তোমার মুখেতে।

তুমি বলিয়াছ ভয় নাই রে, থাকতে তোর দয়াল পিতে।

যখন যেখানে থাকি, দিবানিশি দয়াল ব'লে তোমারে ডাকি; আমার পিতা মাতা ভাই বন্ধু, আমি পেয়েছি অ্যাক তোমাতে।

আমি অন্ধকারে আলো দেখতে পাই, সম্পদ বিপদে কোন ভেদ রাখ নাই; তোমার মাভৈ রবে পূর্ণ জগৎ, তাই কেবল শুনি কাণ পেতে।

ধনী হব ব'লে আমার বড় সাধ ছিল, তোমা ধনে পেয়ে আমার সে সাধ মিটিল; ক'স্লে অ্যাত ধনে ধনী আমায়, ধন আর ধরেনা মোর কুঁড়েতে ॥১০১॥ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন.

(খয়রা) হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে।

অ্যাকবার লুটহ অবনিতল, হরি হরি ব'লে কাঁদ রে।

(গতি কর কর ব'লে)।

গভীর নিনাদে হরি, নামে গগন ছাও রে; নাচো হরি ব'লে, দু'বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে। (লোকের দ্বারে দ্বারে)

হরি প্রেমানন্দরসে, অনুদিন ভাস রে; গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ রে ॥১০২॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাকো পথহারা।

যথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো, আকুল নয়ন-জলে ঢালো গো কিরণধারা।

তব মুখ সঙ্গোপনে, জাগিতেছে সদা মনে, তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে না দেখি কূল কিনারা; কখন বিপথে যদি, যাইতে চাহে এ হৃদি, অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সা'রা ॥১০৩॥ র, না, ঠা।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

হরি বল্, বল্ রে হরি, হরি হরি বল্।
এই হরিনাম কণ্ঠহার, ও জীব কর রে সম্বল।

মধুর হরিনাম, অনন্ত সুখধাম, এ নাম জীবন-মুক্ত ভক্তগণে গা'য় অবিরাম; হরিনাম বিনে আর এ সংসারে, ও ভাই কি ধন আছে বল্।

ভক্তিভরে যেই জন, করে হরিনাম কীর্ত্তন, ও সে অতুল আনন্দ পায়, দেবদুর্লভ ধন; হয় প্রেমানন্দে বিকশিত ও তা'র হৃদয়কমল ॥১০৪॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

পরজ—ঝাঁপতাল।

কে রচে অ্যামন সুন্দর বিশ্ব ছবি, রতন মণিখচিত অম্বর কি শোভে।

তরুণ বিভাকর তারা, বিশদ চন্দ্রমা; জগত রঞ্জিছে কনক রজত রঞ্জনে।

সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ, সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে; ক্যামন সুনিপুণ তোমার লেখনী, তোমার জগত শোভা নিরখি নয়ন ভুলে ॥১০৫॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরব—তাল একতালা।

প্রভাত আরতি ক'রিছে প্রকৃতি, নিভৃত নিকুঞ্জকাননে।
তাই অ্যাকে অ্যাকে, ওঠে সবে জেগে, হরি হরি বলি বদনে।
থরে থরে কত কুসুম ডালি, বন ফুলে শোভে বনমালি; গুণ গুণ গুণ গাইছে অলি, ঝঙ্কারে ওঁকার সঘনে।
তরুলতা করি প্রাতঃস্নান, শিশিরসিক্ত দণ্ডায়মান; নত করি শির করে প্রণাম, জয় জয় জগবন্দনে।
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে সমীরণ, হেলিয়া দুলিয়া করিছে ভ্রমণ; লতা পাতা ফুলে দ্যায় আলিঙ্গন, জয় জয় মনোমোহনে; দেবকন্যা উষা দেখি সে ঘটা, ধীরে ধীরে তুলে মুখের ঘোমটা; পূরব গগনে অরুণছটা, বলে জয় জয় হৃদিশোভনে।
সহসা বিহগ ভাঙ্গিয়ে ঘুম, স্বাখে চারিদিকে লেগেছে ধুম; আর কি থাকিতে পারে নিঝুম, গাইছে ললিত পঞ্চমে।
সুখের উৎসবে সুখের বাতি, ভাই বোনে করি মঙ্গল আরতি; জয় জয় জয় জগতপতি, প্রণমি তাঁহার চরণে ॥১০৬॥

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাহার—একতালা।

পিতার দুয়ারে, দাঁড়াইয়ে সবে, ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস, প্রাণে প্রাণে আজি, রেখনা রে ব্যবধান।
সংসারের ধূলো, ধুয়ে ফেলে এস, মুখে নিয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে, নিয়ে এস ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি।
নিরস-হৃদয়ে, আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে;
অনাথজনের, মুখপানে আহা, চাহিলে না মুখ তুলে।
কঠোর আঘাতে, ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ।
তুচ্ছ কথা নিয়ে, বিবাদে মাতিয়ে, দিবা হ'ল অবসান।
তাঁ'র কাছে এসে, তবুও কি আজি, আপনারে ভুলিবেনা;
হৃদয় মাঝারে, ডেকে নিতে তাঁ'রে হৃদয় কি খুলিবেনা।
লইব বাঁটিয়া, সকলে মিলিয়া, প্রেমের অমৃত তাঁ'রি;
পিতার অসীম, ধন রতনের, সকলেই অধিকারী ॥৭০৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলতান।—যৎ।

কেড়ে লও, কেড়ে লও, আমারে কাঁদায়ে।
হৃদয় নিভৃতে, নাথ, যাহা আছে লুকা'য়ে।
ধন জন যৌবন, পাপপূর্ণ এই মন;
যা'র লাগি, যেতে নারি, তোমার ঐ আলয়ে।
এ সব নাশ হে তুমি, কৃপাকরি হৃদয় স্বামী;
দাও হে জনমের মত, তব প্রেমে মাতা'য়ে ॥৭০৮

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

মূলতান।—একতালা।

আমার ছ'জনায় মিলে, পথ দ্যাখায় ব'লে, পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে, নানান্ মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যা'ব এই ছিল সাধ, তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ; কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ, শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি, আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি; ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি, পাইনে চরণ ধূলি হে।
শতভাগ মোর শতদিকে ধায়, আপনা আপনি বিবাদ বাধায়; কা'রে সামালিব একি হ'ল দায়, অ্যাকা যে অনেক গুলি হে।
আমায় অ্যাক কর তোমার প্রেমে বেঁধে, অ্যাক পথ আমায় দ্যাখাও অবিচ্ছেদে, ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে, চরণেতে লহ তুলি হে॥১০৯॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী।—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী। (ওহে)
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা;
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
(তব) প্রেম আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানিনা;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি তাই, শোকসাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব, শোভা সুখ পূর্ণ; আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা অনুগামী।

মোহ বন্ধ ছিন্ন কর, কঠিন আঘাতে; এই অশ্রু-সলিল-ধৌত হৃদয়ে, থাকো দিবস যামী॥৭১০॥র, না, ঠা।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

তোমারি জয়, তোমারি জয় তব প্রেমে প্রভু সব পরাজয়।

যে জন চায়, সে তো তোমায় পায়, যে জন না চায় সেও তোমায় পায়।

ঘোর পাপের পাপী, মানব তনয়, প্রচণ্ড দৈত্যের সম যদি হয়; তব প্রেমফাঁদে, যখন প'ড়ে যায়, তখনই সে তৃণসম হয়।

অহঙ্কারে মত্ত উন্মত্তপ্রায়, ধরা যা'র কাছে সরা জ্ঞান হয়; তব প্রেম আস্বাদন, যদি অ্যাকবার পায়, শত পদাঘাতেও পায়েতে লুটায়।

তোমার কথায়, তোমার সেবায়, যা'র প্রাণ যায়, সেই প্রাণ পায়; মম মন প্রাণ, সততই য্যান, তব প্রেমসুধা পানে মত্ত হয়॥৭১১। র, না, ঠা।

ভজন—ছেপকা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।

সুখে দুখে শোকে; আঁধারে আলোকে চরণ চাহিয়ে রহিব।

ক্যান এ সংসারে, পাঠালে আমারে, তুমি তা' জান প্রভু গো; তোমারি আদেশে, রহিব এ দেশে, সুখ দুঃখ যাহা দিবে সহিব।

যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু তোমার নাম ধ'রে ডাকিব; বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে, চরণ হৃদয়ে লইব—তোমার জগতে প্রেম

বিলাইব, তোমারি কার্য্য যা' সাধিব, শেষ হ'য়ে গেলে কোলে নিও তুলে, বিরাম আর কোথা পাইব ॥৭১২॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

ব্রহ্ম সনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাকো।
সবে মিলে খুলে দাও, হৃদয় দুয়ার;
মানব-জনম সফল কর, স্মরণে পিতার।
নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন;
দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যত ক্ষণ।
ছিন্ন হবে হৃদয় গ্রন্থি, স্মরণে তাঁহার;
নব জীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার।
ত্যজি মোহ কোলাহল কর নাম সার;
ভজ নাম জপ নাম, কর গলার হার।
দয়াময় দয়াময় বল অনিবার;
বল দীনবন্ধু দীননাথ করহে উদ্ধার।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে, কর তাঁ'র ধ্যান;
নামগান নামানন্দ রস কর পান।
ব্রহ্মযোগে যোগী হ'য়ে জাগ দিবানিশি;
(জেগে) অনিমেষে দ্যাখ প্রভুর মোহনমূরতি।
প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই;
(ঐ) চরণ বিনা এ সংসারে আর গতি নাই।
প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হওরে মন;
ভক্তিভরে অভয় পদ কর আলিঙ্গন।
(দেখ ধ্যান ভুল না রে) ॥৭১৩॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধুজংলা—পোস্ত।

আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে।

হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দাওহে আমারে।

না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতে মোর মন ওঠেনা; সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।

যে দ্যায় প্রেম ক'রে ওজন, সে তো প্রেমিক নয় কখন; সংসারের বণিক সে জন, থাকে সংসারে।

প্রেম কর রাধা ভাবে, অসম্ভব সম্ভব হবে; বিহরিব যুগলরূপে তোমার অন্তরে ॥৭১৪॥ দুর্গানাথ রায়।

আসোয়ারি—কাওয়ালী।

অনেক দিয়েছ, নাথ, আমার বাসনা তবু পূরিলনা।

দীনদশা ঘুচিলনা, অশ্রুবারি মুছিলনা; গভীর প্রাণের তৃষা, মিটিলনা মিটিলনা।

দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন, সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর শ্যাম শোভা ধরণী; এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হবে হে—; তোমারে না পেলে আমি, ফিরিবনা ফিরিবনা ॥৭১৫॥ র, না, ঠা

যোগিয়া বিভাষ—একতালা।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, র'য়েছ নয়নে নয়নে।

হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে র'য়েছ গোপনে।

বাসনারে বশে মন অবিরত, ধায় দশ দিশে পাগলের মত; স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত, জাগিছ শয়নে স্বপনে।

সবাই ছেড়েছে নাহি যা'র কেহ, তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ; নিরাশ্রয় জন, পথ যা'র গেহ, সেও আছে তব ভবনে।

তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর, সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার; কাল পারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে ক্যামনে।

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি; যত পাই তোমায় আরও তত যাচি, যত জানি তত জানিনে।

জানি আমি তোমায়, পাব নিরন্তর; লোক লোকান্তরে, যুগ যুগান্তর; তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাঁধা নাই, ভুবনে ॥৭১৬॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কীর্ত্তন।

বিশ্বরাজ হে, আমায় ক্যান ডাকো সখা ব'লে আর।
(আর ডেকোনা ডেকোনা) (অমন ক'রে সখা ব'লে) তোমার মধুমাখা ডাকে হরি, আমি নিদারুন লাজে মরি। (আর ডেকোনা ডেকোনা)

কলুষসাধনে, যাহার হৃদয়, সতত মগন রয় হে; তা'র কি গুণে ভুলিয়ে পুণ্যময় হরি, সখা বলে ডাকো তা'য় হে। (একি ভালবাসা)

যে জন মোহমদে মত্ত, সদাই উন্মত্ত, গরবে গর্ব্বিত রয় হে; তা'র কি গুণ স্মরি, দেব দুর্লভ হরি, সেধে ভালবাস তা'য় হে।

আমি বুঝিনু অ্যাখন, পতিত পাবন, তোমার প্রেমের রীত হে; যে জন চাহেনা তোমারে, চাহ তুমি তা'রে, সাধিয়ে কর সুহৃদ।

আমি থাকি সদা ঘুমের ঘোরে, ক্যান ডেকে পাগল কর মোরে। (আর ডেকোনা ডেকনা) (অ্যামন নরাধমে)

যদি ছাড়িবেনা দীনবন্ধু, আথাতে ঐ প্রেমসিন্ধু, তবে প্রেমে বন্দী কর মোরে। (আর ছেড়না ছেড়না) (দীন হীন ব'লে) ॥৭১৭॥

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

সিন্ধু-ভৈরবী—খং।

হরি নামের নিশান তুলে ভবপারে চল্‌রে মন।
স্বয়ং শ্রীচৈতন্ত আসি তোরে করিবেন পথ প্রদর্শন।

হরিনামে নারদ ঋষি, সশরীরে সর্গবাসী; সংসারে হ'য়ে উদাসী, করেন ভক্তিতে নাম সংকীর্ত্তন।

নামের গুণ ভাই কে বর্ণিবে, ব্যক্ত আছে খ্যাপা শিবে; যিনি কক্ষেতে ল'য়ে সংসারে, করিছেন যোগসাধন।

অ্যামন হরি নামের জোরে, অনায়াসে যাব ত'রে, ইথে কি সন্দেহ আছে, যা'র সাক্ষী আছেন দেবগণ।

নামে ভক্তি কর ভাই, ভক্তি বিনা মুক্তি নাই; নামের সার সেই ভক্তি-রতন, নৈলে অরণ্যে বৃথা রোদন।

ভক্তিভরে বাজাও খোল, হরিনামে তুলে রোল; সবাই মিলে দাও হরিবোল, এ নাম শোনাও আর কর শ্রবণ॥৭১৮॥ অজ্ঞাত

গাড়া-ভৈরবী—খং।

প্রাণের অ্যাকতন্ত্রী সনে, হৃদয়তন্ত্রী মিলাইব।
সে বাজিবে আমার সুরে, আমি তা'র সুরে গান করিব।

ব্রহ্মসুরে ব্রহ্মতালে, বাজাইব তালে তালে; না'চ্‌বো গা'বো হরি ব'লে আনন্দে মন মাতাইব।

হরিনাম গুণগানে, নাম রস সুধা পানে; ভাসি চিদানন্দরসে ভবের ভাবনা ভুলে যাব।

অ্যাকতন্ত্রীর সাধনে, অ্যাকব্রহ্ম দরশনে; প'ড়ে তাঁ'র শ্রীচরণে অপরাধ ক্ষমা চা'বো।

উঠিবে প্রেম লহরী, মুখে ব'ল্‌বো হরি হরি; মোহ মায়া পরি-হরি হরিপদে মিশাইব॥৭১৯॥ অজ্ঞাত।

বাউলে—খং।

আমি ক্যামন ক'রে যাব পারে তরঙ্গ ভারি।
আমি না জানি সাঁতার তাহে অতি আনাড়ি।

ভবের তুফান ভাবলে পরে, আমার প্রাণ যে ক্যামন করে; কু-আশায় রেখেছে ঘিরে পথ না হেরি।

নাহিক সাথি সম্বল, আমি নিজে যে অতি দুর্ব্বল; কে পার করিবে বল, নাই পারের কড়ি।

কে অ্যামন দয়াল আছে, আমায় দীন দেখে ডাকিবে কাছে; আমায় বিনা মূলে পার করিবে, এ ভববারি।

আমি শুনেছি যে সাধুমুখে, যে জন হরি ব'লে ডাকে; সে যে তরে ঘোর বিপাকে, পায় চরণতরি।

ব'সে ভবনদীকূলে, আমি ডাক্‌ছি তাই হরি ব'লে; আমায় পার করিবেন অবহেলে, দয়াল কাণ্ডারী ॥১২০॥ অজ্ঞাত।

কাফি—খং।

তা-রো তা-রো হরি দীন জনে।
ডাকো তোমার পথে করুণাময়, পূজনসাধনহীন জনে।

অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ; মরণ মাঝারে শরণ দাও হে, রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণজনে।

ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো, বৃথা কাযে মম দিন ফুরালো; পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি, ডাকি তোমারে প্রাণপণে।

দিক্ হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হ'তে দূরে সুদূরে; পথ হারাই রসাতল পুরে; অন্ধ এ লোচন মোহঘনে ॥১২১॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন—ঠুংরী।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ।

তুমি করুণামৃতসিন্ধু, কর করুণা-কনা দান।

শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ-সম, প্রেমসলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।

যে তোমারে ডাকেনা হে, তা'রে তুমি ডাকো ডাকো, তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তা'রে তুমি রাখো রাখো; তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধাসাগরতীরে, জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান।

তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারা'নু অবহেলে, কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে; বিরহ জানাইব কা'য়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়, বরষ বরষ চ'লে যায়, হেরিনি প্রেমবয়ান,—দরশন দাওহে দাওহে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥৭২২॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভয়রোঁ—একতালা।

চিদাকাশে নীলাকাশে জ্যোতি প্রকাশে।

জলে কমল স্থলে কমল, হৃদয় অমল হাসে।

জেগেছে পাখী, জেগেছে প্রাণ, মধুর ললিতে তুলিয়ে তান; দুলিছে হৃদয়, দুলিছে কমল, করুণা বাতাসে। (ব্রহ্ম)

করে অলি গুণ গুণ, মন গুণ গুণ, প্রভাতসঙ্গীতে সমান নিপুন; প্রেমমদিরা পিয়ে মাতোয়ারা পরম উল্লাসে।

উঠেছে যোগী, উঠে নাই ভোগী, উঠেছে ভকত প্রেমানুরাগী, বন্দে ছন্দে জগত বন্দে প্রাণেশ মহেশে।

ফুটেছে বন, মানসকানন, শুভ্রবসনে উষা আগমন; ভকতি করিছে পূজার আয়োজন নমি পরমেশে॥৭২৩॥ নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়।

মালকোষ।—তীব্রতাল।

সরস হরিরস পিওরে। মন ভৃঙ্গ মা'তো আর ক্যান বা-ভ্রমো রে, মধু অন্বেষণে কেতকীবনে ছাড়ি কমলে।

আনন্দময় হরি ফুল্ল কমল, ছাড়ি ক্যান রহরে বিহ্বল ; অশেষ যাতনা ক্লেশমঙ্কুল, অজ্ঞানরূপ কেতকীদলে।

জগবন্দন হরিপাদ-কমল, সুন্দর মকরন্দ বিমল, পিয়ে জীবন কররে সফল, পূর্ণ কাম হও রে ; হরিনাম গুণ গুণ গুণরবে, অনুদিন প্রাণ গাওরে, প্রসারিয়ে তব মুক্ত পাখাযুগ, মুক্তিধামে উড়ে যাও রে ॥১২৪॥ পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন লোফা।

আর কত কাল, পিতা বল গো কাঙ্গালের পানে, পাপী ব'লে ফিরে তুমি চা'বেনা।

পিতা, পাপী দ্বারে, গোগিয়ে গো মরে, অ্যাকবার আঁখ চেয়ে, দয়া ক'রে চরণতলে, রাখ আমারে ; নাথ, দুরন্ত রিপুগণে, বধে গো তোমার সন্তানে, তোমার কৃপা বিনে, হে দয়াময়, পাপীর প্রাণ আর বাঁ'চবেনা।

পিতা বল সে দিন, হবে গো কখন, পেয়ে ও চরণ, জুড়াইব অনেক দিনের, জলন্ত জীবন ; প'ড়ে রইলাম গো তোমার দ্বারে, সময় হ'লে চেও ফিরে, আমি জেনেছি ঐ চরণ বিনা, মনের আগুন নিববেনা ॥১২৫॥ জগবন্ধু সেন।

পরজ বাহার—খ্যামটা।

অ্যামন দয়াল নাম সুধারসে, আমার মন, ক্যান না মজিল রে।

আমার মন, মন ক্যান, না মজিল রে।

আমি না জানি কোন্ অপরাধে, না মজিল রে। (সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে)

আমি না জানি কোন্ মহাপাপে, না মজিল রে। (গতি কি হবে রে)

অ্যামন জনম বিফলে গ্যাল, না মজিল রে। (কখন কি হবে রে) ॥১২৬॥

অজ্ঞাত।

ভৈরবী।—ঢিমেতেতালা।

অ্যামন দিন, না রবে, তা' জান।

এসেছিলে অ্যাকেলা, অ্যাকা যাইবে।

চিরদিন, রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে ॥১২৭॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কীর্ত্তন—তেওট।

অ্যাকবার দাঁড়িও এসে, ওহে ভবের নাবিক, দীননাথ, ভবের কূলে; শেষের সেই দিন হ'লে।

চরণতরী দিও পেতে, দেখে অসহায়; পাপীর তোমা বই কে আছে আর অকূলে।

চক্ষু হবে অন্ধ, কণ্ঠ হবে বন্ধ, তখন দয়াল নাম, পা'রবো না নিতে; মৃত্যুযন্ত্রণায়, ভুলে যাব তোমায়, দিও সেই সময়ে স্থান ও চরণতলে ॥১২৮॥ জগবন্ধু সেন।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

তোমা বিনে কে বুঝিবে, মনোবেদনা।
কা'রে কব, কে আছে আর, সংসার মাঝে।
উৎকণ্ঠিত ভয়াকুল, অনুক্ষণ আছে হৃদয়; সন্তানে করুণা করি,
কর কর অভয় দান।।১২৯॥ ব্যাচারাম চট্টোপাধ্যায়।

বাউলে—আড়খ্যামটা। *

কি ব'লে তাঁর দিব পরিচয়।
সে যে দয়ার চন্দ্র, প্রেমজলধি; দেখ্‌লে নয়ন সফল হয়।
কোটি সূর্য্য অ্যাক করিলে তুলনা তাঁ'র নাহি হয়, সে যে অনন্ত আকাশে পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোকময়। (অ্যামন আলো তাঁ'রে ছেড়ে কেউ কোথাও আর দ্যাখে নাই)
(আমি) যতই বলি আর দেখ্‌বনা চের হ'য়েছে দয়াময় সে যে ততই আমার মুখ তুলিয়ে বারে বারে দ্যাখা দ্যায়।।১৩০॥
অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বসন্তবাহার—তিমেতেতালা।

ক্যামন ক'রে তোমায় ছেড়ে, থাকি আমি বল।
তোমা হ্যান সখা কে আর, কে আর আছে বল বল।
বহু দিন ভগ্ন ঘরে, বাস ক'রেছি অনাহারে, কৃপা ক'রে যদি দ্যাখা, দিলে দয়াময়; চরণ ধ'রে সকাতরে বলি হে তোমায়, এবার য্যান জন্মের মত, নিবারি হে চক্ষের জল।

* ১৭৯০ শক ৬ই শ্রাবণ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, মুঙ্গের হইতে সিমলা পাহাড় যাত্রা করেন। ঐ দিনে অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা এই সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়াছিল। প্রঃ

কত দিন্ কত ক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে, শুভক্ষণে দরশনে, জুড়াব জীবন ; অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব ক্যামন, পুরাইলে সকল আশা, প্রদানিলে কত ফল।

উৎসবেতে পাপীসনে, বসিলে হে অ্যাকাসনে, খাথাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে ; প্রাণান্তে সে সব য্যান কভু ভুলিনে, এবার য্যান নব বর্ষে, সকল আশা হয় সফল॥৭৩১॥ হরিচরণ রায়।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা—একতালা।

দয়াময় অ্যাকবার এ সময়ে, দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।

আমার ভবের খ্যালা হ'লো, সকলি ফুরা'ল, অ্যাখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।

দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্ক, তাই ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে ; আমায় দাও হে চরণতরী, ও ভবকাণ্ডারী, নতুবা হে ডুবি এ পাপ তুফানে॥৭৩২॥ জগবন্ধু সেন

কীর্ত্তন—একতালা।

দয়াময় নাম ভুলনা রে মন।

এ নাম চিরদিনের শান্তি ধন।

নামের কত মহিমা, আর কেহ জানেনা, মহাপাপীর পরিত্রাণে কিছু যায় আ'না ; পাপীর নয়ন ভাসে আশার জলে, করিলে নাম উচ্চারণ।

পাপীর হৃদয়ের ভার, কিছু থাকেনাকো আর, ভক্তিভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার ; পাপী আনন্দেতে উর্দ্ধ মুখে, করে এ নাম আস্বাদন।

নামের কত করুণা, কা'রেও ঘৃণা করেনা, পাপী সাধুর ভেদাভেদ এ নাম জানে না; সদা স্নেহভরে সমভাবে, করে সবে আলিঙ্গন ॥ ১৩৩॥

ঠাকুরদাস সেন

ভৈরবী—তেতট।

দাও অভয় পদ এ বিপদকালে, হে।

মায়া জালে প'ড়ে প্রাণ যায় হে, দিয়ে দরশন বাঁচাও বিপন্ন জনে।

ঘোর বিষয়ের বনে, অন্ধ হ'য়েছি নয়নে; সময় পেয়ে শত্রুগণে, বুঝি বধে জীবনে।

ঘোর বিপদ সময়, ডাকি তোমায় দয়াময়; দাও চরণে আশ্রয় এই মিনতি চরণে ॥১৩৪॥ জগবন্ধু সেন।

কীর্ত্তন—লোফা।

পিতা খোল দ্বার, এস দ্যাখ হে দয়ার নিধি, অপরাধী সন্তানে।

আমি সেই তোমার, পাষণ্ড সন্তান, ক'রে অপমান, দগ্ধিয়াছি বারে বারে, পিতা তোমার প্রাণ; আমার কোথা ও কি আছে সুখ, ত্রিসংসার হ'য়েছে বিমুখ, তোমার প্রসন্ন মুখ তোলো পিতা হেরি অ্যাকবার নয়নে।

আমার অস্থি চর্ম্ম হ'য়েছে গো সার, দেখ্‌তেছি আঁধার, অনাহারে পিপাসায় প্রাণ কচ্ছে হাহাকার; পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে, কখন কেউ না যায় ফিরে, আমি পুত্র হ'য়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে।

তুমি নিজে প্রাণ দিয়েছ আমায়, কি বল্‌বো আর; তাই ভেবে তোমার কাছে এলাম গো আবার; আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর সন্তান ব'লে, আজ সাধপুরে অ্যাকবার পিতা লুটাই তোমার চরণে ॥৭৩৫॥ জগবন্ধু সেন।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

পিতঃ, ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।

না শুনে তোমার কথা, ক'রেছি কুকর্ম্ম কত, হ্যালায় সুপথ ছেড়ে হ'য়েছি কুপথগামী।

স্বাধীনতা মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি, পাঠালে ভবের হাটে সুধা কিনিতে; হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে, কিনিলাম সেই রত্নে, পাপ তাপ দুঃখরাশি ॥৭৩৬॥ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বিভাষ।—একতালা।

ভবে কত দিন আমায় ঘুরাবে।

সারা হ'লাম ভেবে; আমি দিবা নিশি ডাকি, শুনেও শোননা কি, এ অধমে ফাঁকি দিলে কি যশ হবে।

ক'রে থাকি যদি অপরাধ ঐ পদে, শরণ নিলে মাপ হয়না কি বিপদে, অ্যাকবার দয়া ক'রে এস আমার হৃদে, (দয়াময় হে) হরি তব দয়া বিনে কে তোমায় পাবে।

ভক্ত আদি কিংবা অভক্ত সকল, তোমায় যদি ভোলে তুমি কি তা'য় ভোলো; তব নাম হরি পাপের সম্বল, (দয়াময় হে) হরি, তুমি কৃপাময় বলে যে সবে ॥৭৩৭॥ অজ্ঞাত

বাউলে একতালা।

মুখে হরিনাম ব্রহ্মনাম বল রে আমার মন।
হ'ল দিন আখিরি, অল্প দেরি, নিকটে কাল্ এল শমন।

হরিনাম সুধাসিন্ধু, পানকর তা'র অ্যাক বিন্দু, নাম পরম বন্ধু; খেলে নামের সুধা, ভাঙ্‌বে ক্ষুধা, পাপ তাপ হবে রে তোর সব বিমোচন।

নাম রসেতে ডুবে থাক, দীনবন্ধু ব'লে ডাকো, চেয়ে কি দ্যাখ; ডুব্‌লে নামসাগরে, নামের নীরে, ও তুই পাবি রে অমূল্য রতন ॥১৭৮॥ অজ্ঞাত।

বাউলে—ঠুংরী।

পথের গান।

হরি নাম সার কররে।
সার কর, সার কর, হরিনামের মালা পর রে।

হরিনাম মহামন্ত্র, সর্ব্ব শাস্ত্রের ফল; উত্তমেরই প্রাণধন রে। অধমের সম্বল রে।

হরি নাম দয়াল নাম, বড়ই মধুর; যেই জন হরি ভজে সেই সে চতুর রে।

হরি নাম বিনে রে ভাই, সকলই অসার; ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নহে কার রে।

জীবন যৌবন ধন, স্বপন সমান; মরণ কালেতে কেবল সার হরি নাম রে।

নয়ন মুদিলে হবে, সব অন্ধকার; হরি অ্যাকমাত্র বন্ধু ভবকর্ণধার রে ॥১৭৯॥ অজ্ঞাত

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হবে এই ভিক্ষা দিতে।

যায় প্রাণ তব মুখ, দেখিতে দেখিতে ;

যদি কৃপা ক'রে দীনে, দিলে স্থান ও চরণে, ছাড়িবনা ও চরণ, এ প্রাণ থাকিতে।

তোমার প্রেমের দ্বারে, যেই যায় নাহি ফেরে, দিও প্রভু তব গৃহে, দাসত্ব করিতে ॥৭৪০॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

ছায়ানট—আড়াঠেকা।

স'পিলাম, নাথ, প্রাণ মন আ'জ তোমার মঙ্গল চরণে।

জেনেছি জেনেছি নাথ, মঙ্গলদাতা, পিতা পাতা ; সুখদাতা, নাহি আর তোমা বিনে।

ধর হে ধর হে নাথ, এই অধম সন্তানে ; লও হে অভয়দাতা তব শান্তি নিকেতনে ॥৭৪১॥ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিভাষ—একতালা।

আজ দয়াময়, হও হে সদয়, অবোধ তনয় শিশুগণ প্রতি।

মনে সাধ হয়, ডাকিতে তোমায়, ক্যামনে ডাকিব নাহি যে ভকতি।

ভালবাসি কত, সুখ শত শত, দিলে শিশুগণে জননীর মত ;

করি ধর্ম্ম দান, পুণ্য প্রেম জ্ঞান, কর চিরসুখী, করি হে মিনতি ॥৭৪২॥

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সিন্ধু—খং।

আমি অনেক দিনে পেয়েছি এই আশার সমাচার।
সর্ব্বস্ব ছাড়িলে পাব পদ উপহার।

লোকে বলে ও চরণ, কাঙ্গালের নিজস্বধন; কাঙ্গাল বিনা পায়না কখন চরণধন তোমার।

সকলের মমতা ছাড়ি, থাক কাঙ্গালের বাড়ী; যা থাকে তা' লও কাড়ি, করি আপনার।

সব ছেড়ে ও চরণধন, যাঁ'রা করিলেন গ্রহণ; তাঁ'রাই হ'লেন মহাজন, তব পরিবার।

তাঁ'রা স্বর্গে পেয়ে অধিকার, তোমার রতনভাণ্ডার; ইচ্ছামত বিলান কত সম্পদ অপার।

আমি যদি কাঙ্গাল হ'লে, মিশতে পারি ভক্তদলে; স্থান পাই ঐ চরণতলে, চাইনা কিছু আর॥৭৪৩॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

কীর্ত্তন—একতালা।

এস নর নারী, পরিহরি মায়ার খ্যালা।
ওরে হরি সত্য, হরি নিত্য, হরি বল এই ব্যালা।

ঘুরে ঘুরে ভবের বাজারে, কত পেলেম কষ্ট হলেম নষ্ট, অষ্ট প্রকারে; (অ্যাখন) চল চল ভক্তিহাটে, শক্তি থাকতে এই ব্যালা।

কি করিতে এসেছ ভবে, কি করিলে কি হ'ল তা' দেখ্‌লে কি ভেবে; (কবে) ছাড়বে নাড়ী, পড়্‌বে ডাঁড়ি, এই ব্যালা হিসাব মেলা।

বুঝ্‌লেনা কি নিজের ক্ষমতা, নরের দম্ভ জলের বিম্ব নাইক ভিন্নতা; (তবে) সকাল্ সকাল্ সে কাল ভাবো, গেছে একালের ব্যালা।

দয়াল নববিধানের হরি, (তাঁ'র) খাচ্চ পর্চ্চ সুখে আছ দিবা শর্ব্বরী; সদা ডাকো তাঁ'রে হৃদয় ভ'রে, যাবে রে পাপের জ্বালা।

শুনে নববিধান কীর্ত্তন, স্বর্গ হ'তে পৃথিবীতে এলেন দেবগণ;
(ও ভাই) বিশ্বাস নয়নে ত্থাখ চৌদিকে ভক্তের ম্যালা॥৭৪৪॥

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

মল্লার—আড়াঠেকা।

(ক্যান হে বিলম্ব—সুর)

অলসে থেকনা আর উঠ শয্যা পরিহ'রে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দ্যাখহে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
তাঁ'র কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ;
স্বর্গ হ'তে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়;
সর্ষপ-আঘাতে গিরি, কাঁপয়ে থর থর;
পণ করি মন প্রাণে, এস আজ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁ'র কার্য্যে, রত থাক এ সংসারে।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, ক্যামনে বা নিদ্রা যাই,
বাজিছে সত্যের ভেরী, সুগভীর স্বরে;
মোহ নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু, দ্যাখহে দ্যাখ অম্বরে।
জয় সর্ব্ব শক্তিমান্, জয় করুণা বিধান,

দাও শক্তি মুক্তিদাতা, দুর্ব্বল হীন নরে ;
অ্যামন কি দিন হবে, ভবকার্য্যে প্রাণ যাবে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু, দাও দাসে কৃপা ক'রে ॥৭৪৫॥

শিবনাথ শাস্ত্রী।

গৌড়সারঙ্গ—একতালা।

ডাকি সকাতরে, মিলি শিশুগণ। অপার করুণা করি বিতরণ।
অজ্ঞান আঁধার করিয়া বিনাশ। প্রেম পুণ্যালোক করহে প্রকাশ।
অন্তর করহে কুসুমকোমল। সিংহসম দাও হে বিক্রম প্রবল।
আশীষিয়া শুভ কর হে সাধন। সর্ব্বোপরি দাও বিশ্বাস-রতন ॥৭৪৬॥

মহেন্দ্রনাথ দাঁ।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

মা থাকিতে ক্যান রে মন বিমাতার ডরে মর।
বিমাতা বাদিনী কিন্তু মায়ের ভয়ে জড়সড়।
সত্যের কাছে য্যামন ছায়া, মায়ের কাছে তেমনি মায়া, মন!
শক্তি নাইক শুধু কায়া দেখ্‌তে কেবল ভয়ঙ্কর।
মায়ের নামে মায়া কাটে, সে মায়া কি মাকে আঁটে, (মন) জপ
মা নাম মহামন্ত্র, থাক্‌বেনা আর কোন ডর ॥৭৪৭॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

আলেয়া—যৎ।

(আমার) নিরাকার মাকে তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।
(মাকে) দ্যাখ্‌রে খুঁজে হৃদয় মাঝে পাবিরে সেথায়।
চিদানন্দরূপ ধ'রে, চিদাকাশ পূর্ণ ক'রে; চিন্ময়ী জননী আমার
নাচে হাসে গায়। (ঐ দ্যাখ)

নিশ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারে, সাড়া দ্যায় যা বারে বারে; ধমনীতে নেচে বলে আছিরে হেথায়।

আঁধারে বিজলী ছুটে, প্রেম ভক্তি ওঠে ফুটে; হৃদয় ঘরে যাকে হেরে, প্রাণ ভ'রে যায়।

যে ছাখেনি সে ঘুরে মরে, যে পেয়েছে তা'র নয়ন ঝরে; প্রকাশিতে নাহি পারে, তুলনা না পায় ॥৭৪৮॥ কালীনাথ ঘোষ।

কাফি—মধ্যমান।

এ জীবন তোমার হাতে স'পে দেওয়া হ'লনা।
দেব দেব দেব ব'লি, দেওয়া আর হ'লনা।

তোমার হাতে দিলে তা'রে, পাছে ভাসাও পাথারে; চাইলে পাছে না পাই ফিরে, এ ভয় আমার গ্যালনা।

গ্যালনা সংসারের মায়া, হ'লনা প্রাণ তোমায় দেওয়া; (অ্যাথন) যা' করিবে তুমিই কর, আমায় কিছু ব'ল না ॥৭৪৯॥ কালীনাথ ঘোষ।

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

মহাপাপী ব্যামন তোমায় জানে দয়াময় ব'লে।
ত্যামন ক'রে আর তোমায় কে জানে কে ভূমণ্ডলে।

জানেনা যে রোগ দুঃখ, কি জানে সে স্বাস্থ্য সুখ; (তেমনি) পাপী জানে কি যে হয়, তোমার প্রেম মনে হ'লে।

যত গাঢ় অন্ধকার, তত কি করুণা তোমার, আঁধার ভূমিতে ভাল, ফোটে কি ও প্রেম-আলো; ঘোর জঘন্যতা হ'তে কি শোভা ফোটাও জগতে—নইলে কি পাঁক হ'তে ফোটাইতে শতদলে।

অ্যাত পাপে যে হৃদয়, মলিন কালিমাময়, যে তোমার ভালবাসার কখনও যোগ্য নয়; তা'রে তুমি দয়াক'রে, উঠায়েছ হাতে ধ'রে—(সে যে) তোমার ব্যবহার দেখে ভাসে শুধু নয়ন-জলে।

এ নহে মুখের কথা, এ যে তা'র মর্ম্মে গাঁথা, এত নয় বলিবার, এ যে শুধু দ্যাখাবার; যাহার জীবন প্রাণ করে তোমার সাক্ষ্যদান—(সে) কি কথা বলিবে তোমায়, ভাষা যা'র গেছে চ'লে ॥৭৫০॥

কালীনাথ ঘোষ।

ভৈরবী—মধ্যমান।

(সুর—তাই ডাকি হে তোমায়)

মা ব'লে হ'ল দায়! (মা যে) ছাড়েনা আমায়।

(আমায়) ভেঙ্গেচুরে নূতন ক'রে, কি ব্যান করিতে চায়।

মা বলে "দে দে, দেরে সর্ব্বস্ব দে," অ্যাক্ চুল কম হ'লে মা চ'লে যায়।

আমি সব রেখে ঢেকে, পেতে চাই মাকে ডেকে, মায়ের তো দাবি-দাওয়া কিছুতেই থামেনা হায়; চিরদিন ঐ "দে—দে, দিয়ে আমায় কিনে নে—আমায় চা'স্ তো তোকে দে, দিয়ে নে রে আমায় ॥৭৫১॥ কালীনাথ ঘোষ।

বিবাহের গান।

কীর্ত্তন—দোলন।

("তোমার ঐ নিত্যধামে"—কীর্ত্তনের সুর)

জয় জয় প্রজাপতি, নর-নারীর গতি, জয় জয় লীলাময় ভগবান।

জয় মঙ্গলদাতা, নিয়তি-বিধাতা, মিলিল তোমার ইচ্ছায় দুটি প্রাণ।

শুভ ইঙ্গিতে তোমার, পর হ'ল আপনার, ঘুচিল যত বাধা ব্যবধান; তোমারি প্রেমের টানে, বাঁধিলে প্রাণে প্রাণে, পূর্ণ হ'ল তব প্রেম বিধান।

দয়াময়, দেখো দেখো, দু'জনের কাছে থেকো, দু'জনে চরণে দিও স্থান; অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, দুজ'নে দিও দিও অ্যাক প্রাণ।

ধন্য হে প্রেমময়! তোমারি ইচ্ছার জয়! আনন্দে গাই তব জয় গান; শ্রীপদে প্রণাম করি, ওহে দয়াময় হরি, কর আজ শুভ আশীর্ব্বাদ দান॥ ৭৫২॥ কালীনাথ ঘোষ।

ঝিঁঝিট—একতালা।

(সুর—"সাধ মনে হরি ধনে")

হাসিছেন আনন্দময়ী, আনন্দ-বাজারে।
সঙ্গে ল'য়ে ভক্তদল হাজারে হাজারে।

প্রেমের বিপণি খুলেছেন জননী, ভক্তদল যত ছুটেছে অমনি; (ও কে দেখ্‌বি আয়) (আনন্দ বাজারে ও কে দেখ্‌বি আয়) (মায়ের্ প্রেম-বিপণি কে দেখ্‌বি আয়) সেথায়—কিনিতে যে যায়, ফিরিতে না চায়, প'ড়ে থাকে প্রেমের বাজারে।

মা জননী উন্মাদিনী, ভক্তগণে ল'য়ে কোলে; মায়ে ছেলেয় আকাকার নাচে প্রেমে গ'লে;—(হাসি ধরেনা) (মা জননীর শ্রীমুখে হাসি ধরেনা) (ভক্ত-কোলে মা জননীর হাসি ধরেনা) (কত) প্রেম-তরঙ্গ, লীলা-রস রঙ্গ, উঠিছে তা'র মাঝারে॥ ৭৫৩॥

কালীনাথ ঘোষ

কীর্ত্তন—একতালা।

("জয় জয় বিশ্বপতি হরি দয়াময়"—কীর্ত্তনের সুর)

কোথা স্বর্গ, কোথা স্বর্গ, সকলে জিজ্ঞাসা করে।

স্বর্গ—এখানে নয়, ওখানে নয়, স্বর্গরাজ্য অন্তরে।

(চেয়ে দ্যাখ্ দ্যাখ্)

আগে ব'ল্ত পরলোকে, অ্যাখন দ্যাখ ইহলোকে; (দ্যাখ) যথা হরি তথা স্বর্গ, হৃদয় ভিতরে। (স্বর্গ বাহিরে নয়)

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ; মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।" (দ্যাখ ভক্ত সঙ্গে ভগবান)

ব'সে "কোনে, বনে, মনে," যে ডাকে প্রাণপণে; (সেই) ভক্তের হরি, দয়া করি দ্যাখা দ্যান তা'র অন্তরে। (স্বর্গরাজ্য প্রকাশিয়ে) ॥৭৫৪॥

কালীনাথ ঘোষ।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

হরি হরি বল ওরে মন, (এতে) লাভ বই ক্ষতি হবেনা।

সাধু মহাজনে ক'রে, ঐ নামের ব্যাচা কেনা; তা'রা পেয়েছে পরম অর্থ, (বেদ) পুরানাদি দ্যাখনা।

মোটা লাভের ব্যাবসা বটে, তা'কি তুমি জাননা; (ওরে) ঐ ব্যবসায় ধ্রুব প্রহ্লাদ ক'রে গেছেরে বালাখানা।

তোর সাতপুরুষে একাল ধ'রে, ক'রে গেছে যত দেনা; তা' শুধে সাত পুরুষ ব'সে করবে রে বাবুয়ানা।

এতে ব্যাপার হবেই হবে, সন্দেহ কোরোনা; তা' না হ'লে গৌর নিতাই বিলিয়ে যেতে পা'রতোনা। (হরিনাম)

হরি হরি বলরে মন, (দেখবি) নামের কত মহিমা; ওরে অনায়াসে ত'রে যাবি, যমের বাবাও ছুঁতে পা'রবেনা।

কথার কথা নয়রে মন ক'রে কর্ম্মে দ্যাখনা ; মিছে অসার ভাবনা ভেবে ভেবে, আর পুঁজি ভেঙ্গে খেওনা।

ঈশা, মুষা, মহম্মদ, গৌর, নানক, নারদ কয়জনা ; এরা প্রতিজনে মহাধনী, (মন) চুটিয়ে কর ব্যাটা কেনা ॥৭৫৫॥ নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় ॥

পাহাড়ি—একতালা।

ক্ষণে ক্ষণে উঠরে মন হরি হরি হরি ব'লে।

মাথা রাখিবার স্থান কেবল হরিপদতলে।

চেয়ে দ্যাথ হরি মুখ, পাবে ব'লে হরিসুখ ; বলরে মন হরি কথা, হরি ভাল বাসেন ব'লে।

সতী রমণীর মত, হও প্রেমে অনুগত ; ছায়ার মত ধরি পদে, দিব্যধামে যাওরে চ'লে ॥৭৫৬॥ দুর্গানাথ রায় ॥

সিন্ধু—একতালা।

বিফল জনম বিফল জীবন, জীবনের জীবনে না হেরে।

সুখে ডালে ব'সে ডাকিছ পাখিরে, ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে ; কি ব'লে ডাকিছ ব'লে দে আমারে, ডেকে যদি দ্যাখা পাইরে।

গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুন্ গুন্, গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ ; শেখাও আমারে আমি যে নির্গুণ, কি গুণে ভুলালে তাঁ'রে।

ক্যান ফুলকুল হাসিছ সকলে, পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে ; পায়ে ধরি বল ক্যামনে পাইলে, প্রাণারাম প্রাণেশ্বরে।

সুনীল গগন নীল আবরণে, আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণধনে ; খোল আবরণ বারেক নয়নে, হেরে প্রাণ জুড়াই রে।

বিশাল সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল, গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল; ক'রেছ কি হেরি জনম সফল, বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে ॥৭৫৭॥ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

বিফল জীবন, বিফল মরণ, তরুলতা মৃগ পক্ষী সম; হরি পদে মন না হ'ল মগন।

পিঠে পাপভার, চক্ষে দুঃখধার, চলিয়াছি পথে, কেহ নাহি সাথে; ক্যান এসেছিনু, ক্যানই বা যাই, নাজানি কি কারণ।

বিধির বিধানে সকলে এখানে, সাধিছে সকলে, তাঁহার উদ্দেশ; বিধির বাহিরে আমি কি কেবল অন্যের গঠন।

সব তোরা নে, পথ ছেড়ে দে, না রব এদেশে, যাইব স্বদেশে ঐ কে ডাকে রে আমায়, আয় আয় ব'লে মায়ের মতন ॥৭৫৮॥ অজ্ঞাত

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ; তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।

জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক; তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।

তুমি অ্যাক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান; তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম।

পূর্ণ হ'লো মনস্কাম, ল'য়ে আজি তব নাম; তব পায়ে শত বার করি প্রণাম করি প্রণাম ॥৭৫৯॥ অজ্ঞাত।

ভৈরবী—ঠুংরী। *

তোমার পতাকা যা'রে দাও, তা'রে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ, সহিবারে দাও ভকতি।

আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ, দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ, তোমার হাতের বেদনার দান, এ্যাড়ায়ে চাহিনা মুকতি; দুখ হবে মম মাথার ভূষণ, সাথে যদি দাও ভকতি।

যত দিতে চাও, কায দিয়ো, যদি তোমারে না দাও ভুলিতে; অন্তর যদি জড়াতে না দাও, জাল জঞ্জাল গুলিতে; বাঁধিও আমায় যত খুসি ডোরে, মুক্ত রাখিও তোমাপানে মোরে, ধূলায় রাখিও পবিত্র করে, তোমার চরণ ধূলিতে—ভুলা'য়ে রাখিও সংসার তলে, তোমারে দিওনা ভুলিতে।

যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব, যাই য্যান তব চরণে; সব শ্রম য্যান বহি লয় মোরে, সকল শ্রান্তি হরণে; দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোক বিরহ দহন, জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন, প্রাণ পাই য্যান মরণে—সন্ধ্যাব্যালায় লভিগো কুলায় নিখিলশরণ চরণে ॥৭৬০॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরবী—একতালা। *

ছাড়িব আজি জীবন-তরণী, তোমার করুণা বায়।
তুচ্ছ করিয়া, সব বাধা য্যান, তব ইঙ্গিতে ধায়।

অবসাদে তুমি আনিও পরাণে, তব উৎসাহ পুণ্য, তোমারি প্রেম ধরিতে হৃদয়, য্যান সদা রহে শূন্য।

---

* ১৮২৭শক ১৫ই শ্রাবণ, ইং ৩১শে জুলাই ১৯০৫ সাল। শ্রীমান দ্বি[illegible]মন্দ্রনাথ সেনের, ইউরোপ ও আমেরিকা গমনের পূর্ব্ব দিবস তাঁহার বন্ধুগণ এবং কলিকাতার যুবক সম্প্রদায় তাঁহাকে বিদায় দিবার সভায় এই দুইটী সংগীত করিয়াছিলেন

গা'য় যেন ভাবে তোমার মহিমা, তব গৌরব নিত্য ; বিমল শুভ-বাসনা-নিরত, থাকে যেন এই চিত্ত।

আশ্বাসে তোমার, রাখিয়া গো আশা, ফিরিব দেশে দেশে ;

সবার দুয়ারে ফিরিব নিয়ত, দীন সেবক বেশে॥১৬১॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইমন- কল্যাণ।—তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে।

তুমি সদা যা'র হৃদে বিরাজো, দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে ; সব দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।

তোমার জ্ঞানে, তোমার ধ্যানে, তব নামে কত মাধুরী যেই ভকত, সেই জানে, তুমি জানাও যা'রে সেই জানে, ওহে

তুমি জানাও যা'রে সেই জানে॥১৬২॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—ঠুংরী।

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।

তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়স্বামী, সকলি জানিছ হে ; যত দুঃখ লাজ, দারিদ্র সঙ্কট, আর জানাইব কা'রে।

অপরাধ কত, ক'রেছি নাথ, মোহপাশে প'ড়ে ; তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জ্জনা কেহ, করিবেনা সংসারে।

সব বাসনা, দিব বিসর্জ্জন, তোমার প্রেম পাথারে ; সব বিরহ, বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন অমৃতধারে।

আর আপন ভাবনা, পারিনা ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার;
পরিশ্রান্ত জনে, প্রভু ল'য়ে যাও, সংসার সাগর পারে ॥১৬৩॥
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কীর্ত্তন—একতালা।

ওহে জীবন বল্লভ।
ওহে সাধন দুর্লভ।

আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা, কিছুই নাহি কব; শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব। (আমি কি আর কব)

এই সংসারপথ, সঙ্কট অতি. কণ্টকময় হে; আমি নীরবে যাব, হৃদয় ল'য়ে, প্রেম মূরতি তব। (আমি কি আর কব)

আমি সুখ দুখ সব, তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে; তুমি নিজ হাতে যাহা, সঁপিবে তাহা, মাথায় তুলিয়া লব। (আমি কি আর কব)

অপরাধ যদি, ক'রে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা; তবে পরাণ-প্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো, বেদনা নব নব—তবু ফেলোনা দূরে, দিবস শেষে, ডেকে নিয়ো চরণে; তুমি ছাড়া আর, কি আছে আমার, মৃত্যু আঁধার ভব। (আমি কি আর কব) ॥১৬৪॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু—মধ্যমান।

হরি তোমায় ভালবাসি কৈ।
কৈ আমার সে প্রেম কৈ।

আমার লোক দ্যাখানে ভালবাসা, কেবল মুখে হরি হরি কই।
যে যাহারে ভালবাসে, সে বাঁধা তা'র প্রেমপাশে; আমি যদি বা'স্‌তাম্‌ ভাল; জা'ন্‌তাম না আর তোমা বই।

আমার যে অশ্রুবিন্দু, ও তা'য় প্রেম নাই অ্যাক বিন্দু. (আমি) সংসার পীড়নে কাঁদি, (কিন্তু) লোকের কাছে প্রেমিক হই ॥৭৬৫॥

শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝিঁঝিট—একতাল্য।

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।

শান্তিসদন সাধন ধন দেব দেব হে।

সর্ব্বলোক পরমশরণ, সকল মোহকলুষহরণ; দুঃখতাপবিঘ্নতরণ, শোক-শান্ত স্নিগ্ধচরণ।

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে, দেব-মনুজ-বন্দিত পদ বিশ্বভূপ হে, হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু; যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু।

প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে, বিকশিতদল চিত্তকমল, হৃদয়দেব হে; পুণ্যজ্যোতিঃপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন, সুধাগন্ধ মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন—এস এস শূন্য জীবনে, মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত প্লাবনে; দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ, ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ ॥৭৬৬॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশমল্লার—ধামার।

গরব মম হ'রেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ।

ক্যামনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ।

তোমারে আমি পেয়েছি ব'লি, মনে মনে যে মনেরে ছলি, ধরা পড়িনু সংসারেতে, করিতে তব কায; ক্যামনে মুখ সমুখে তব, তুলিব আমি আজ।

জানিনে নাথ! আমার ঘরে, ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে, নিজেরে তব চরণ পরে, সঁপিনি রাজরাজ; তোমারে চেয়ে দিবস যামী, আমারি পানে তাকাই আমি, তোমারে চখে দেখিনে স্বামী, তব মহিমা মাঝ—ক্যামনে মুখ সমুখে তব, তুলিব আমি আজ ॥১৬৭॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাহার—আড়াঠেকা।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে।
এস সবে নর নারী আপন হৃদয় ল'য়ে।

সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ; সে আনন্দে ধায় নদী, আনন্দ বারতা ক'য়ে।

চিরদিন এ আকাশ, নবীন নীলিমাময়, চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়: সে আনন্দ-রস-পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে, দহেনা সংসারতাপ সংসার মাঝারে র'য়ে ॥১৬৮॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলেয়া—একতালা।

ব'সে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।

কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাইবে, দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে; নর নারী মন, করিয়া হরণ, চরণ দিবে আনি।

কেহ শোনেনা গান, জাগেনা প্রাণ, বিফলে গীত অবসান, তোমার বচন, করিব রচন, সাধ্য নাহি নাহি; তুমি না কহিলে

ক্যামনে ক'ব, প্রবল অজেয় বাণী তব, তুমি যা' বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি—তব নামে আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি॥ ৭৬৯॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টোড়ি—একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাও রে।

অমৃত মধুর তাঁ'র প্রেম গান মানব সবে শুনাও রে।

মধুর তানে, নীরস প্রাণে, মধুর প্রেমে, জাগাও রে।

ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে, পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে; নিরাশেরে কহ, আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে; আনন্দময়ের আনন্দ আলয় নব নব তানে ছাও রে—প'ড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে আপনারে ভুলে যাও রে॥ ৭৭০॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ললিত গৌরী—ঝাঁপতাল।

হৃদয়-নন্দন-বনে, নিভৃত এ নিকেতনে; এস হে আনন্দময় এস চির-সুন্দর।

দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সবদুখ; বিরহ কাতর তপ্ত চিত্ত মাঝে বিহর।

শুভদিন শুভ রজনী আন এ জীবনে, ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম; মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর, ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশি সুধা নিঝর॥ ৭৭১॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ ভৈরবী—কাওয়ালী।

এস হে গৃহ-দেবতা, এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে কর পবিত্র।

বিরাজ জননী সবার জীবন ভ'রি, দ্যাখাও আদর্শ মহান চরিত্র।

শেখাও করিতে ক্ষমা, কর হে ক্ষমা, জাগাইয়ে রাখ মনে তব উপমা; দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে, সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।

দ্যাখাও রজনী দিবা, বিমল বিভা, বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা; নব শোভা কিরণে, কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।

সবে কর প্রেম দান পূরিয়ে প্রাণ, ভুলা'য়ে রাখ সখা আত্ম অভিমান; সব বৈরী হবে দূর, তোমার চরণ করি জীবন-মিত্র ॥৭৭২॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন—একতালা।

(আজ) ভিখারী ডাকে দ্বারে হে শোন, দয়ার ঠাকুর।

তৃষিত আত্মা জুড়া'তে চাহে, থেকোনা থেকোনা দূর; পিয়াসু প্রাণে আসিয়ে সিঞ্চ হে অমিয় সুমধুর।

আঁখির আলো, প্রাণ তুমি কৃপানিধান হে; নিরাশ ক'রনা আঁধারে রেখনা মাগি হে কাতরে।

কোথা যাব আর, কে আছে আমার, কে দুঃখ নিবারে; আমার কথা কে আর কহিবে তুমি ডেকে লও ঘরে ॥৭৭৩॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

প্রতিদিন আমি, হে জীবন স্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে হে।

করি যোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে হে।

তোমার অপার আকাশের তলে, বিজনে বিরলে হে; নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমার সম্মুখে হে।

তোমার বিচিত্র এ ভব সংসারে, কর্ম্ম পারাবার পারে হে; নিখিল ভুবন লোকের মাঝারে, দাঁড়াব তোমার সম্মুখে হে।

তোমারি এ ভবে মম কর্ম্ম যবে, সমাপন হবে হে; ওগো রাজরাজ অ্যাকাকী নীরবে দাঁড়াব তোমার সম্মুখে হে ॥৭৭৪॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী! অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণি! জনক—জননী—জননি!

নীল-সিন্ধু-জল ধৌত-চরণ-তল, অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল; অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল, শুভ্র-তুষার-কিরিটিনি।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগণে, প্রথম সাম রব তব তপোবনে, প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত পুণ্য কাহিনী; চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন, জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা, পুণ্য পীযুষ স্তন্য বাহিনি ॥৭৭৫॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভজন—ঠুংরী।

কি করিলি মোহের ছলনে।

গৃহ তেয়াগিয়া, প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে।

(ঐ) সময় চ'লে গ্যাল, আঁধার হ'য়ে এল, মেঘ ছাইল গগণে ; শ্রান্ত দেহ আর, চলিতে চাহেনা বিঁধিছে কণ্টক চরণে।

গৃহে ফিরে যেতে, প্রাণ কাঁদিছে, অ্যাখন ফিরিব ক্যামনে ; পথ ব'লে দাও, পথ ব'লে দাও কে জানে কা'রে ডাকি সঘনে ।

বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চ'লে গ্যাল, কে আর র'হিল এ বনে ; (ওরে) জগতসখা আছে, যা রে তাঁ'র কাছে, ব্যালা যে যায় রোদনে ।

দাঁড়ায়ে গৃহদ্বারে, জননি, ডাকিছেন আমারে, ধরি তাঁর চরণে ; পথের ধূলি লেগে, অন্ধ আঁথি মোর, মায়েরে দেখেও দেখ্‌লিনে ।

কোথা গো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি, ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে ; হাতে ধরিয়ে সাথে ল'য়ে চল, তোমার অমৃতভবনে ॥৭৭৬॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেহাগ—আড়াঠেকা ।

পূজা কর হে গ্রহণ, পাতিয়ে রেখেছি নাথ হৃদয় আসন ।

দিয়াছ যে অধিকার, ওহে করুণার আধার ; করিব সফল আজি দাও দরশন ।

পূজায় আছে ব্যবহার, দিতে হয় উপহার, আর কিবা দিব করি আত্মসমর্পণ ; ধর হে আত্মাকে ধর, দাসেরে কৃতার্থ কর, তোমার [illegible] ল'য়েছি শরণ ॥৭৭০॥

রাম চট্টোপাধ্যায়।

আলেয়া—একতালা।

* কোলে নাও গো মা এ কাতর সুতে জুড়াও গো জলন্ত জীবন।
আমায় ত্যজিল সবাই, (মা গো) বলো কোথা গো দাঁড়াই; অ্যাখন ভরসা কেবল গো তব অভয় চরণ।
আমি পুঞ্জ পুঞ্জ পাপে, সংসারেরই তাপে, জ্বলিয়াছি অ্যাকবার দাও দরশন; আমার বিদেশেরি দুখ, (মা গো) দেখে তব মুখ, বুঝি হ'ল মা গো আজ সব নিবারণ—আমি অপরাধ যত, ক'রেছি নিয়ত, অ্যাখন ক্ষম নিজগুণে লইলাম শরণ॥৭৭৮॥ জগবন্ধু সেন।

ভৈরবী—একতালা।

আর তো সহেনা পিতা তোমার অদর্শন যন্ত্রণা।
পিতা পুত্রে নাহি দ্যাখা একি গো বিড়ম্বনা।
করিয়াছি কত পাপ, তাইতে অ্যাত মনস্তাপ; নইলে ক্যান পুত্র হ'য়ে, পিতাকে দেখ্‌তে পাবনা।
দীন হীন দেখে আমায়, দয়াকর দয়াময়; দিয়ে চরণে আশ্রয় কর গো পুত্রে সান্ত্বনা॥৭৭৯॥ জগবন্ধু সেন।

খাম্বাজ।—একতালা।

আমরা তরলমতি বালক সকলে, করি নিবেদন তব শ্রীচরণ-তলে।

* ১৮১৮ শক ৯ই আষাঢ় হাবড়া রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে. শ্রীমতী সতীসুন্দরী দেবীর (স্বর্গীয় কিশোরী লাল মৈত্রের পত্নি) পরলোক গমনের দিন রচিত ও গীত হয়। প্রঃ

কৃপা ক'রে জগৎপতি, দাও আমাদের সুমতি; আ'জ দয়া ক'রে নাথ, কর আশীর্ব্বাদ; যাচি বালকের দলে, দৃঢ় ক'রে দাও মন, যান নাহি টলে। (পিতা)

চারি দিকে প্রলোভন, করিতেছে আকর্ষণ, যান হেলিয়া বিবেকে, না পড়ি বিপাকে, না পড়ি ঘোর অকূলে—কর হে আশীষ মোরা প্রণমি সকলে। (পিতা) ॥৭৮০॥ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—একতালা।

(রামপ্রসাদী সুর)

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হ'য়ে পরের মত, ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে, আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে; সেই গভীর স্বরে উদাস করে, আর কে কা'রে ধ'রে রাখে।

যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে; (সেই) প্রাণের টানে টেনে আনে, (সেই) প্রাণের বেদন জানেনা কে।

মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে; নবীন আশে হৃদয় ভাসে, ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।

কত দিনের সাধন-ফলে, মিলেছি আজ দলে দলে; আজ ঘরের ছেলে, সবাই মিলে, দেখা দিয়ে আয় গো মাকে।

(প্রাণ ভ'রে আজ ডা'কবো মাকে) ॥৭৮১॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূলতান—তৃতালী।

এই কি তুমি মম প্রাণাধার।
পূজি তোমারে আজি দিয়ে প্রীতি ফুলহার।

তুমি কি হৃদি কন্দরে, এই শ্রীমন্দিরে; ক্যান প্রাণ উথলে আনন্দে অপার।

তুমি কি রসনামূলে, নইলে ক্যান হরি ব'লে, ক্যান ভাসে নয়ন জলে, উদাস প্রাণ আমার; (ক্যান) হৃদয়ে শোণিত ছোটে, মুখে নাহি কথা ফোটে, ভব বন্ধন টুটে পরশে তোমার।

আঁখি নিমিলিত করি, ব'সি যোগাসনোপরি, তোমারে, নাথ, ধ্যান করি একান্তে এবার; আমাতে খেলিছ তুমি, তোমাতে মগন আমি, আমি তুমি, তুমি আমি, হ'য়ে অ্যাকাকার ॥৭৮২॥

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কীর্ত্তন—একতালা।

অ্যাকবার তোরা মা বলিয়ে ডাক, জগজ্জনের শ্রবণ জুড়াক; হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গ'লে যা'ক মুখ তুলে আজি চাহ রে।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি, হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক বিজলী; প্রভাতগগণে কোটি শির তুলি, নির্ভয়ে আজি গাহ রে।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে, রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে; বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে, দশ দিক সুখে হাসিবে।

যে দিন প্রভাতে নূতন তপন, নূতন কিরণ করিবে বপন; এ নহে কাহিনী—এ নহে স্বপন; আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে, আপনার ভাই'য়ে হৃদয়ে রাখিলে; সব পাপ তাপ দূরে যায় চ'লে, পুণ্য প্রেমের বাতাসে।

সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ, না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ; ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ, বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥৭৮৩॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভাষ।—ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য, পরাৎপর তুমি সারাৎসার।

সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-ভুমি; মঙ্গলের তুমি মূলাধার।

নানারসযুত ভব, গভীর রচনা তব, উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়; মহা কবি আদি কবি, ছন্দে উঠে শশিরবি, ছন্দে পুনঃ অস্তাচলে যায়।

তারকা কনককুচি, জলদ অক্ষর রুচি, গীত লেখা নীলাম্বর পাতে; ছয় ঋতু সম্বৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।

কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি, বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম; তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি, ধায় যুগ যুগান্তর অসীম।

আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে, কোটি চন্দ্র কোটি সূর্য্য তারা; তোমারি এ রচনারি, ভাব ল'য়ে নরনারী, হা হা করে নেত্রে বহে ধারা।

মিলি সুর নর ঋভু, প্রণমি তোমায় বিভু, তুমি সর্ব্ব মঙ্গল আলয়; দাও জ্ঞান দাও প্রেম, দাও ভক্তি দাও ক্ষেম, দাও দাও ও পদ আশ্রয় ॥১৮৪॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিলু-বারোয়াঁ—যৎ।

জীবনবল্লভ তুমি, দীনশরণ। প্রাণের প্রাণ তুমি প্রাণরমন।

সদানন্দ শিব তুমি, শঙ্কর শোভন, সুন্দর যোগিজনচিত্তবিমোহন।

ভবার্ণব পার হেতু, তুমি হে কাণ্ডারী, দুর্দ্দম পাপ তাপ শোক ভয়হারী।

তুমি, নাথ, প্রাণ মোর, তুমি হে জীবন; তুমি হে দয়ার ঠাকুর করুণা নিধান।

তোমার প্রসাদে প্রভু, এ জীবন ধরি; জয় জয় কৃপাময় মহিমা তোমারি ॥১৮৫॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে।

ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে।

তাপিত হৃদয় যাঁ'রা, মুছিবে নয়নধারা, ঘুচিবে বিরহ তাপ কত দিন পরে।

আজি এ আকাশ মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে, পুলকে জগত আজি, কি মধুর শোভায় সাজে; আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে, তাঁহার সে প্রেম মুখ জেগেছে অন্তরে ॥১৮৬॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভৈরবী—একতালা।

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি।
সকল হৃদয় লুটায়ে, তোমারে করিতে প্রণতি।

সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে; সকল গর্ব্ব দমিতে, খর্ব্ব করিতে কুমতি।

হৃদয়ে তোমারে পূজিতে, জীবনে তোমারে বুঝিতে; তোমার মাঝারে খুঁজিতে, চিত্তের চির বসতি।

তব কায শিরে বহিতে, সংসার তাপ সহিতে; ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি।

তোমার বিশ্ব ছবিতে, তব প্রেম রূপ লভিতে, শশী তারা গ্রহ রবিতে, হেরিতে তোমার আরতি; বচন মনের অতীতে, ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে, সুখে দুঃখে লাভে ক্ষতিতে, শুনিতে তোমার ভারতী ॥৭০৭॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধুন—কাওয়ালী।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে র'চেছি আসন।
জগতপতি হে কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন।

অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই; হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, ক'রেছি যতনে প্রক্ষালন।

বাহিরের দীপ রবি তারা, ঢালে না সেথায় করধারা, তুমিই করিবে শুধু দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ; দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল, বিষয়ের মান অভিমান, ক'রেছে সুদূরে পলায়ন।

কেবল আনন্দে ব'সি সেথা, মুখে নাই একটীও কথা, তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমার আরাধন; নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল, দুয়ারে জাগিয়া রবে আঁকা মুদিয়া সজল দু'নয়ন ॥১৭৮॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাউলে—খ্যামটা।

মিশে পুষ্পদলে প'ড়ে রব অভয় চরণে। (হে)

আমি জীবন পুষ্পে তোমার পদ সাজাব পরম যতনে। (হে)

গৌর গৌতম ঈশা, যোগী যোগাচার্য্য মুষা, জনক নানক আদি মিশে আছে আঁকাসনে; মিশে হ'য়েছে কুসুমগুচ্ছ কেশবের প্রেমবন্ধনে। (হে)

প্রেমযোগসূত্রবলে, বাঁধা সব সুকৌশলে, তোমার চরণতলে আছে আনন্দ মনে; তা'রা দিনে রেতে আছে মেতে তোমার সুখ মিলনে। (হে)

নানা রং নানা গন্ধ, নানা রস মকরন্দ, মিলনে যে কি আনন্দ, বলা কি যায় বচনে; ঐ পুষ্পদলে মিশে যা'ব ছাড়বনা জীবন মরণে (হে) ॥১৭৯॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

সিন্ধু—একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়।"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'রে, গাইছে অনন্ত স্বরে, গা'য় কোটি চন্দ্রতারা "জয় ব্রহ্ম জয়"।

জয় সত্য সনাতন, জয় জগত কারণ, জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়; অচ্যুত আনন্দধাম প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম; জয় শিব সিদ্ধিদাতা, মঙ্গলআলয়।

ভুবনবিজয়ী নামে, চ'লে যাব শান্তিধামে, "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" কি ভয় কি ভয়; হে প্রভু দীনশরণ, পাপসন্তাপহরণ, অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয় ॥৭৯০॥ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

কি নামে যে ডাক্‌বো তোরে, (ওমা) অ্যাত নাম তুই কোথা পেলি।
(আমি) অ্যাক নামেতে ডাক্‌তে গেলে, আর যত নাম যাই মা ভুলি।

(তোর) নামের দেখি নাই মা অন্ত, (আমার) মন হ'য়ে যায় পরিশ্রান্ত; (তুই) ব'সে আছিস গায়ে দিয়ে মা, (তোর) আপন নামের নামাবলী।

(ওগো) পিতা মাতা আদর ক'রে, (লোকের) নাম রাখে মা এ সংসারে; (তোর) নাইকো পিতা, নাইকো মাতা, (তা'তেই) তুই অ্যাত নাম কাঙ্গালী।

(ওগো) হয়নি মা তোর অন্নপ্রাসন, (তোর) ছেলের হাতেই নামকরণ; (তুই) নামের কাঙ্গাল প্রেমের কাঙ্গাল, কাঙ্গাল যে তুই চিরকালই।

(ওমা) কোটী কোটী তোর যে ছেলে, (তা'রা) যে নামটী তোর যে জন পেলে; (মা তোর) সে নামটীই সে রেখে দিলে, (মা তুই) তা'তেই সুখে গ'লেগেলি।

(ওমা) কেউ বলে তোর নাম "ত্রিগুণা," কেউ বলে নাম "গুণহীনা; (আবার) কেউ বলে "অনন্তগুণা" (ওমা) তোরে শোভা পায় সকলি।

(কেউ) "নিত্য" "সত্য" ডাকে শুনি, (ওমা) কেউ বা ডাকে "প্রেমরূপিণী"; (আবার) কেউ ডাকে "জ্ঞান" কেউ "জ্ঞানদা", (মা তোর) নামের কথা কি আর বলি।

(তোরে) যখন যে জন য্যামন স্থাখে, সে তখন তেমনি নামটী রাখে; নিজের মনের মতন নামে ডাকে, (ওমা) আর যত নাম যায় সে ভুলি।

(মা তোর) আগাগোড়া কেউ স্থাখেনা, (তাই) সকলে অ্যাক নাম রাখেনা; (ওমা) অন্ধের য্যামন হাতী স্থাখা, (তুই) তেমনি লোকে স্থাখা দিলি।

(তোর) নাম নাই তুই অনামিকা, (তোর) গুণ নাই তুই গুণাত্মিকা; (আমায়) মাতৃরূপে দ্যাখা দে মা, (আমি ডাকি তোরে "মা মা" বলি।

(তোরে) 'মা' 'মা' ব'লেই ডাকি তবে, (ওগো) নামে কি আর এসে যাবে; (আমার) মন বুঝে নে মনের ভাবে, (ওমা) নামত কেবল মুখের বুলি।

(ওমা) মধুমাখা "মা" নাম তোমার, (সদা) কণ্ঠে লেগে থাকুক আমার; (আমি) "মা" ব'লেই যে মোক্ষ পাব, (তাই) ডাকি তোরে "মা" "মা" বলি ॥৭৯১॥ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

(ওরে) অনেক দিনের পরে আবার, (মধুর) মা ডাক্ আমায় কে শোনালে।

(আমার) কাণ জুড়ালো প্রাণ জুড়ালো, (আর) তাপিত অঙ্গ শীতল হ'লো।

(আমি) "মা" ডাক শুনি জগৎ ভ'রে; (কত) কোটী কণ্ঠই "মা "মা" করে; (সেই) ডাক শুনে যে মন মজেনা, (আর) অন্ধকারে হ'না আলো।

(যে জন) মর্ম্ম খুলে "মা," "মা" করে, (অ্যাকবার) ডাকের মত ডাকৃতে পারে; (তা'র) সকল দুঃখ যায় যে দূরে, (তা'র) কিসের অভাব থাকে বল।

(যে জন) ডাকৃতে জানে "মা" মা" বলে, (সে যে) থাকে কল্পতরু তলে; (সে) যখন যা' চায়, অই তা র মেলে, (তা'র) মুটোয় আছে মোক্ষফল।

(আমি) অ্যাত্তবছর বেঁচে আছি, (কেবল) বার দু'চারি "মা" ডেকেছি, (যখন) ডাকের মতন ডাকৃতেকেছি, (অমনি) পেয়েছি প্রত্যক্ষ ফল।

(ওগো) "মা" ডাক্ যে ডাকের সেরা, (আহা) "মা" ডাকৃতে জানেনা যা'রা; (তা'রা) হাবার হাবা বোবার অধম (তা'দের) পশু হওয়া ভাল ছিল।

(আমি) বৃথা মানুষ হ'য়েছিলাম, (আমি) "মা" ডাকৃতেই না শিখিলাম; (আমার) মন ফোটেনা প্রাণ ফোটেনা, (আমার) মনের দুঃখ মনে রইল।

(যে জন) "মা" "মা" ব'লে ডাকৃতে পারে, (তা'র) ডাক্ শুনে প্রাণ আকুল করে; (তা'র) মধুরস্বরে সুধাক্ষরে, মানব জনম হয় সফল ॥৭৯২॥ আনন্দচন্দ্র মিত্র

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

ভিখারিণীর ছেলে আমি, (ওগো) তোমরা বুঝি তা' জানন।।

(আমি) মায়ের সঙ্গে ভিক্ষা ক'র্‌বো, (আমার) ভিক্ষা নইলে দিন চলেনা।

(আমার) মায়ের যত ভাল ছেলে, (তা'রা) ভিক্ষা ক'রেই দিন কাটা'লে; (তা'রা) ভিক্ষা করাই শিক্ষা দিলে, (তা'র) সাক্ষী আছে জগজ্জনা।

(তারা) ছিল মায়ের শিষ্ট ছিলে, (কভু) ক্লিষ্ট হয়নি কষ্ট পেলে; (তা'রা) মুষ্টিভিক্ষায় তুষ্ট ছিল, চায়নি কভু সোণা দানা।

(মায়ের) অ্যাক ছেলে সেই পুরাকালে, রাজ সিংহাসন পায়ে ঠেলে; ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে নিলে, (সে যে, শুন্‌লেনাকো কা'রো মানা—(মায়ের) আর অ্যাক ছেলে তা'র পরেতে, ভিক্ষামন্ত্র শিক্ষা দিতে; কাঁটার মুকুট পরলে মাথে, (ওগো) তা'তেও সে ব্যথা পেলেনা।

(আবার) আর অ্যাক ছেলে গঙ্গাতীরে, ভিক্ষা ক'রে ঘরে ঘরে; (শেষে) ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো সিন্ধুনীরে, কোথা গ্যাল কেউ জানেনা।

(আমি) নই যদিও তেমনি ছেলে, (তবু) ধন্য হবো ভিক্ষা পেলে; (তা'রা) ভিক্ষা ক'রেই মোক্ষ পেলে, (ওগো) তা' যে আমার আছে জানা ॥৭৯৩॥ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

(আমায়) ধ'রেছে যে বিষম রোগে, (ওমা) কি আর আমি ব'ল্‌বো তোরে।

(আমার) ব্যারাম কি তা' কেউ বোঝেনা, (অ্যামন) বৈদ্য নাই যে আরাম করে।

(আমার) পুরাতন হ'য়েছে ব্যাধি, (ওমা) উপসর্গের নাই অবধি; (ওমা) ব'লবো কি আর তোর নিকটে, (বড়) রোগ সঙ্কটে আছি প'ড়ে।

(কত) কবিরাজ দেখেছি খুঁজে, (তা'রা) রোগের কিছু নাহি বোঝে; (তা'রা) আপনারা রোগী কর্ম্মভোগী, (কেবল) ভোগা দিয়ে প্রাণে মারে।

(তা'রা) ব্যবস্থা দ্যায় শাস্ত্রমত, (ওমা) তা'দের বিদ্যা পুঁথিগত; (তা'রা) নিজে ওষুধ বা'র করেনি (আর) দ্যাখেনি পরীক্ষা ক'রে।

(তা'রা) খুলেছে সব চিকিৎসালয়, (দ্যায়) ঔষধ, পথ্য, যা,' মনে লয়; (খুঁজে) দ্যাখেনা কা'র যে কি হয়, (তা'তেই) অ্যাত রোগ মা ঘরে ঘরে।

(আমার) রোগের কথা তোরে বলি, (আমি) খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সদাই চলি; (আর) ঘরের মেঝেতে আছড়ে প'ড়ি, (কেবল) পায়ের গোড়ায় গর্ত্ত হেরে।

(আমি) চক্ষু চাইলেই আঁধার দেখি,, (তাই) ভয়ে চক্ষু মুদে থাকি; (কেবল) স্বপ্ন দেখে চম্‌কে উঠি (আমার) নিদ্রা হয়না অ্যাকেবারে।

(আমি) স্বপ্ন দেখি অকুল পাঁথার, (আবার) জাগলে দেখি বিষম আঁধার; (আমার) মরণ কথা মনে হ'লেই (ওমা) গা ঝিম্ ঝিম্ ও মাথা ঘোরে।

(ওগো) শান্তি নাই মা আমার প্রাণে, আমি যথায় থাকি যাই যেখানে; (ওমা) কি জানি কে আমার কাণে, (কেবল) "নাই" "নাই" "নাই" শব্দ করে।

(আমি) বুঝিনা মা এ ক্যামন রোগ, (আর) কতদিন বা এ রোগের ভোগ; শুনি "সন্দেহ বাই," এও কি মা তাই, (বল্) রক্ষা পাই মা ক্যামন ক'রে।

(ওমা) তুই জানিস্, সব রোগের নিদান (ওমা) ক'রে দে চিকিৎসা বিধান; (ওগো) তোর মত মা অ্যাত নাড়ীজ্ঞান (বল্) কা'র আছে আর এ সংসারে।

(তুই) দ্যাখনা মা মাথাটা ধ'রে, (আমার) বুকটো দ্যাখ্ পরীক্ষা ক'রে; (আমার) মাথার দোষ কি বুকের দোষ মা, (আমায়) বুঝিয়ে দেতো ভাল ক'রে।

(আমি) বুঝে শুনে ক'র্‌বো কি আর, (তুই) ওষুধ, পথ্য সবই আমার; (আমি) তোর ছেলে মোহে ভুলে, যাবনা আর তোরে ছেড়ে।

(আমি) শুনেছি মা লোকের মুখে, (যত) রোগ সারে তোর পাদোদকে; (তোরে দেখলে নাকি অর্দ্ধ মুক্তি, (আর) পূর্ণারোগ্য স্পর্শ করে।

(আমার) মাথায় দে তোর অভয়চরণ, (তা'তেই) হবে আমার রোগ নিবারণ; (ওগো) রোগের ওষুধ তুই মা আমার, (আমি) জেনেছি তা ভাল ক'রে ॥৭৯৪॥ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

খট ভৈরবী—পোস্তা।

থা'কবনা আর এ সংসারে প্রেমধামে যাবো চ'লে।
প্রেমময়ের প্রেম মুখ দেখবো প্রেম নয়ন মেলে।
প্রেমের নিকুঞ্জ বনে, ব'সে প্রেম যোগাসনে, দিব তাঁ'রে প্রেমাঞ্জলী বসা'য়ে হৃদয় কমলে।

হবে প্রেমাকুলপ্রাণ, গা'বো প্রেম গুণগান, আনন্দে করিব কেলি, প্রেম সরোবর জলে।

নিরখিব প্রেমোল্লাসে, প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে, ঘুচা'বো প্রেমের ক্ষুধা, নিত্য প্রেম সুধাপানে।

প্রেমের ম্যালা প্রেমের রঙ্গ, ক'র্‌বো প্রেমের যজ্ঞ সাঙ্গ, প্রেম-ময়ের প্রেমানলে, প্রাণাহুতি দিব ঢেলে ॥৭৯৫॥ আনন্দচন্দ্র মিত্র।

কীর্ত্তন—একতালা।

চিনি চিনি করি মনে, কিন্তু তোমায় চিনিনে।
জানি জানি মনে জানি, কিন্তু তোমায় জানিনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুল হাসি, থাক তা'র সনে মিশি,
(সে যে অঙ্গ আভা অঙ্গ গন্ধ, তোমারি তোমারি তোমারি)

ফুলটী হাতে নিয়ে ব'সি, ধরি ধরি তবু ধরিনে; (হাতে পেয়েও তোমায়), শত রঞ্জিত পাখী, তা'র মাঝেতে থাকি, (সেথাও তোমার অঙ্গ আভা বচন সুধা) ভুলাও কত ডাক ডাকি শুনি শুনি তবু শুনিনে। (শ্রবণ থাক্‌তে বধির হ'য়ে)

বেদ বিধি ইতিহাস, তোমারি তো গূঢ় ভাব; (তুমি শাস্ত্ররূপে কও হে কথা) ছিন্ন ক'রে মোহপাশ পশিয়ে জ্ঞান শ্রবণে। (তোমারি কথা, আমি শুনি শুনি তবু শুনিনে)

মানুষের মুখে বুকে, হাস নাচ কত সুখে; (প্রেমানন্দ রূপে) যে দ্যাখে সেই তো দ্যাখে (আমি) দেখি দেখি তবু দেখিনে। (আমি আঁখি থাক্‌তে অন্ধ হ'য়ে)

সচ্চিৎ আনন্দ মাখা, মায়া আবরণে ঢাকা ; (জয় জয় সচ্চিদানন্দ) অ্যাকবার যদি পাই হে অ্যাকা, ধরি আর কভু ছাড়িনে। (আজ দাও হে দ্যাখা, লুকোচুরী আর চ'লবে নাহে) (তোমার মায়ার কায়া দেখ্‌তে শিখি) ॥৭৯৬॥ সুন্দরী মোহন দাস।

ভৈরবী—একতালা।

সুর—("কে আমার কেবা পর পিতা বলগো অ্যাখন")

কে আমি কি আমি, ক্যান গো হেথায়। ছিলাম কোথায়, যাইব কোথায়, এই শত-জীর্ণ দেহ, এই কি আমার গেহ ; সোণার পাখী, বল্ দেখি, ক'দিন হেথায়।

কা'রে ব'লি আমার আমার, কে আমার আমি কা'র, ক্যান শোক ক্যান দুঃখ, ক্যানরে রোদন ; কে ডাকিছে আয় আয়, যাই যাই প্রাণ চায়, ওড় পাখী, ওড় দেখি; ক্যান এ খাঁচায় ॥৭৯৭॥

কালীনাথ ঘোষ।

প্রতিজ্ঞা

বিভাষ—কাওয়ালী।

সুর—("তুমি অ্যাক জন অখিলেরি ধন")

তোমার কথা শুনে এবার চলিব।

যে যা'বলে, যা'ক ব'লে, কা'রো কথা না শুনিব।

জন যত কথা তত, শুনিব কাহার কথা, কে বলিবে তোমার মত চিরদিন অ্যাকই কথা ; (আমার) যা' হবার তাই হবে, তোমার কথা শুনিব।

কেবা হায় এ সংসারে খবর লয় কা'র, কাযের ব্যালা "আমার আমার" কায ফুরালে কেবা কা'র; সবাকার পুরস্কার, তোমার তিরস্কার, তা' নিয়ে কি করিব, কি হবে আমার—তোমার যা'য় পুরস্কার তা'ই আমি করিব।

আমারে তরা'বে ব'লে দিয়েছ যে ধর্ম্মধন, মানুষের কথা শুনে দেব কি তা বিসর্জ্জন; যে যাবে যা'ক, আর যে থেকে থা'ক্, পিছু ফিরে নাহি চাব, চলি শুনে তব ডাক—যথা ল'য়ে যাও মোরে তথা আমি যাইব ॥ ৭৯৮ ॥ কালীনাথ ঘোষ।

বাউলে—খ্যাম্‌টা।

সুর—("মাত্‌লে ত অ্যাকেবারে মেতে যাও")

বিধান—বিশ্বাসী হওয়া বড়ই দায়। (লোকে) জীবনে প্রমাণ চায়। (মুখের) কথার প্রমাণ নাহি চায়।

(যা'র) হাতে শিকল বাঁধা, উঠ্‌তে জানে না, (সেতো) বিধান মানেনা; (শত) ধাক্কা খেয়েও ঘুম ভাঙ্গেনা যা'য় (বল) কে বলে বিশ্বাসী তা'য়।

(বল) বিশ্বাসী কি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকৃতে চায়, (সে যে) কেবল কর্ম্ম চায়; (কেবল) কর্ম্মই জীবন, কর্ম্ম ধর্ম্ম তা'র, (সে যে) বিভোর কর্ম্মের নেশায়।

(সে যে) অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সদাই অগ্নিময়, (সে কি) শীতল হ'তে চায়; (তা'র) চরিত্রের প্রভাবে (কত) মৃত নব-জীবন পায়।

(সে যে) পাপের সনে নিত্য রণে করে পরাজয়, (তা'র) জীবনই তো জয়; (পাপকে) মারিবে, নয় মরিবে, (কোন) সন্ধি সে তো নাহি চায়।

(ভবে) হো'কনা ক্যান অ্যাকাকী সে, ভয় কি আছে তা'র, (তা'রে) মারে সাধ্য কা'র; (আছেন) অ্যাকাকীর অ্যাকাকী হরি (চাই তা'র) কা'রে আর সহায়।

(তা'র) য্যামন কথা, তেমনি কায, তেমনি ব্যবহার, কেবল শত্রু আছে তা'র; (তা'র) জীবনে যে জীবন্ত বিধান; (সেই বিধান) পৃথিবী যে দেখ্‌তে চায়॥৭৯৯॥ কালীনাথ ঘোষ।

* বাহার—একতালা।

অ্যাতদিন ধ'রে মনোমতক'রে, গড়িলে যে দুটি জীবন।
কে জানে ক্যামনে করিলে গোপনে, জীবনে জীবন আকর্ষণ।
পলকে চকিতে আঁখিতে আঁখিতে, দিলে কি প্রেম-অঞ্জন;
হইল নূতন দুইটি জীবন, (হ'ল) জীবনের অর্থ নূতন।

তোমারি আহ্বানে, তোমারি তো টানে, পর হইল আপন;
নিজে সূত্র হ'য়ে, দুটি প্রাণ নিয়ে, বাঁধিলে প্রেম-বন্ধন।

নিয়তি বিধাতা ওহে শুভদাতা, আশীর্ব্বাদ কর বর্ষণ; দুটির জীবনে, অনন্ত মিলনে, তোমারি ইচ্ছা কর পূরণ॥৮০০॥

কালীনাথ ঘোষ।

* শ্রীমান বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের বিবাহ উপলক্ষে গীত হয়।

বিবাহান্তে বরের বাটিতে কন্যাকে অভ্যর্থনা।

বাহার—একতালা। *

এস গো ভগিনী, মঙ্গল রূপিনী, এস গৃহ-লক্ষ্মী ঘরে।

পিতার প্রসাদ, শুভ আশীর্ব্বাদ, তুমি আমাদের তরে।

আমাদের ঘর, হউক সুন্দর, এস ঘর আলো ক'রে; তব পদার্পণে, য্যান এ ভবনে, মঙ্গল নির্ঝর ঝরে।

চির-কুসুমিত, চির-সুবাসিত, হউক তোমার তরে; জীবনের পথ, গৃহ ধর্ম্ম ব্রত, পিতার করুণা বরে।

পরশে তোমার, ফুটুক এবার, প্রেম ফুল থরে থরে; এ গৃহ আশ্রম, হ'ক তীর্থ সম, তোমারি সেবা আদরে।

তোমার গৌরবে, চরিত্র সৌরভে, কর সবে পুলকিত; তোমার আলোকে, ইহ পরলোকে, কর সবে আলোকিত।

তোমার প্রভাবে, মধুর স্বভাবে, স্নেহ প্রেম ভক্তি ভরে; কর কর জয়, সবার হৃদয়, এ গৃহ রাজ্য ভিতরে ॥৮০১॥ কালীনাথ ঘোষ।

কাফি খাম্বাজ—একতালা।

উড়িল জগতে নববিধান নিশান।

উড়িল অমর লোকে জয় জয় গান, আনন্দে আনন্দময়ীর কর জয় গান।

অরুণ বরণবিভা, হাসিছে নাচিছে কিবা; হেরি অপরূপ শোভা নেচে ওঠে প্রাণ।

* শ্রীমতী শকুন্তলা দেবীর শশুরালয়ে গমনোপলক্ষে গীত হয়।

প্রেম হিল্লোলে, আনন্দে দোলে, জাগায় সকলে মা ভৈঃ রবে; কাঁপায়ে স্বর্গধাম, জয় ব্রহ্ম নাম, গা'য় অবিরাম দেবতা সবে।

শুনিয়া সে ধ্বনি, বিশাল ধরণী, করে প্রতিধ্বনি গভীর গর্জ্জনে; আহ্লাদে গ'লে, হরি হরি ব'লে, হাসে নাচে গায় কুলবালাগণে।

জয় জয় জয় রবে, বরণ করিছে সবে, আসিলেন ভবে ভক্তসঙ্গে ভগবান্।

চল সখীগণে, নববৃন্দাবনে, নিরখি নবীন হরি; হৃদয়সথারে আদরে বরণ করি।

সংসার মাঝারে, বসাইয়ে তাঁরে, পূজিব সদা যতনে; হ'য়ে কৃতাঞ্জলি দিব প্রেমাঞ্জলি, মিলে পুত্রকন্যাগণে। (নব অনুরাগে)

আহার বিহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে, অন্ন পানে ধন মানে; তাঁ'র আবির্ভাব, জীবন্ত প্রভাব, হেরিব নববিধানে। (প্রেমনয়নে)

ত্যজি অভিমান, স'য়ে অপমান, হ'য়ে রব তাঁ'র দাসী; হরি কৃপা বলে, যাব স্বর্গে চ'লে প্রেমানন্দে হাসি হাসি। (হরি হরি ব'লে)

সুখে দুঃখে দয়াময়, গাইব তোমার জয়; দেহি বরাভয়, করি চরণে প্রণাম ॥৮০২॥ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ॥

মায়ের জয় গান করি নববিধানে।

জীবনে মরণে, মায়ের চরণে; দিবানিশি প'ড়ে থাকি সদানন্দ মনে।

বীরবর নববিধান, দিগ্বিজয়ী মহীয়ান্, সুখী কর বলী কর সুধাবিন্দু দানে; এসেছি মোরা সবে দীন হীন জনে, ভক্তসনে ভগবানে দেখ্‌ব প্রাণে প্রাণে।

আনন্দ হিল্লোলে ভাসি, সদা হাসি হাসি, নব বিধি ছায়াতলে থাকৃতে ভালবাসি; আর্য্যনারীগণে আশীষ পুণ্যদানে, গাই সদা গুণগান সুধামৃত পানে ॥৮০৩॥ দেবী জগন্মোহিনী সেন।

বাহার—একতালা। *

ইচ্ছা ক'রে ছিলে, গ'ড়েছিলে তুমি তোমারি সোণার সংসার।
গ'ড়েছিলে যাহা; ভাঙ্গ যদি তাহা, গড়িতে পারে কেবা আর।
কে কোথায় ছিল, ক্যান হেথা এল, কে বা পরিচিত কা'র; তুমি তো আনিলে, তুমি তো গাঁথিলে, প্রাণে প্রাণে প্রেম হার।
ইচ্ছা হ'য়েছে, সেই হার হ'তে, একটি কুসুম তা'র; আপনি লইয়া, আপনি প'রেছ, অভয় পদে আপনার।
আমাদের বুক, ফেটে যায় যা'ক, ঝরে ঝরুক অশ্রু ধার; তুমি যা' ক'রেছ, ভালই ক'রেছ, বলিতে দিও বারবার।
তোমার প্রিয় ধনে, তোমার ভবনে, বড় প্রয়োজন তোমার; তা'ই সবার আগে, ল'য়ে গেলে তাঁ'কে, কি আছে বলিবার।
তুচ্ছ আমাদের, আশা ভালবাসা, চূর্ণ ইচ্ছা অসার; পূর্ণ হইল তোমারি ইচ্ছা তোমার জয় হ'ল এবার ॥৮০৪॥ কালীনাথ ঘোষ।

কীর্ত্তন—একতালা।

নব বিধান কল্পতরু তলে যাই, এস এস ভাই।
যথা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল পাই।
ডালে ডালে পাতায় পাতায়, নব নব প্রেমফুল কিবা শোভা পায়; ফুলের মধু গন্ধে মত্ত হ'য়ে ধায় ভক্তগণে তা'ই।

---

* শ্রীমান্ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক-গমনোপলক্ষে রচিত।

দেখে আহা মুখে আসে জল, নব রসেভরা যোগভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ফল; তরুছায়াতলে ব'সে কত যোগী মোহন্ত গোসাঞী।

ছিল তরু অমর উদ্যানে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আন্‌লেন এখানে; গাছে ফলিবে ফল অনন্ত কাল কত যে তা'র অন্ত নাই ॥৮০৫॥

ত্রৈলোক্যনাথ স্যাণ্যাল।

আনন্দবাজার। *

আয় আনন্দে আনন্দ বাজার দেখ্‌বি নয়নে।

হেথা প্রেমময়ীর প্রেমের থ্যালা নববিধানে।

ব্রহ্মানন্দের জীবনে, ভক্তগণের সম্মিলনে; সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় নব বৃন্দাবনে।

ভক্ত পুত্রকন্যাগণে, রাজকুমার কুমারী সনে, খুলেছে আনন্দময়ীর দোকান আনন্দ মনে; সবে মিলে প্রাণে প্রাণে প্রণমি হরির চরণে ॥৮০৬॥ দেবী জগন্মোহিনী সেন।

জয়গান। *

জয় গান করি হরি তোমার নববিধানে।

অন্তে য্যান স্থান পাই প্রভু তোমার অভয় চরণে।

ভক্তের স্বভাবে, তোমার প্রসাদে; মিলে থাকি য্যান হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে।

* আচার্য্যপত্নী শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবীর, এই দুইটী শেষ গান ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রঃ

প্রবল সিংহের বল্ আমি অতি দুর্ব্বল, দেখ য্যান পালাইনে ভীত মনে; ভক্তের বিশ্বাস সাহসে, তোমার প্রসাদে; শমন জয়ী হই য্যান এ জীবনে ॥৮০৭॥ দেবী জগন্মোহিনী সেন।

নৃত্যগীত—খ্যামটা।

নাচে নিত্যানন্দময়ী আনন্দবাজারে।

সাধু ভক্ত নর নারী নাচে চারি ধারে।

সেরূপে ভুবন ভাসে, আনন্দে জগত হাসে, অবিরত শান্তিসুধা ঝরে শত ধারে।

প্রেমরস পান করি, মা'য়ের অঞ্চল ধরি, নাচ গাও বল হরি, কি ভয় কাহারে ॥৮০৮॥ ত্রৈলোক্য নাথ স্যান্যাল।

বরণ-সঙ্গীত।

আয় সবে আয়, ঐ দ্যাখা যায়, উড়িছে নববিধান নিশান।

যথা ব্রহ্মানন্দ, ল'য়ে ভক্তবৃন্দ, করিছেন হরিনাম গুণগান।

শ্রান্ত পথিক মোরা, পথহারা শান্তিহারা; চল চল চল ত্বরা, জুড়াই গিয়ে তাপিত প্রাণ।

আনন্দময়ীর ঘরে, ব'সি সব সুর নরে, নাচে গা'য় প্রেমভরে, প্রেমসুরা করিয়ে পান; আমরাও প্রেমে গ'লে, মিশিব অমর দলে, মা মা মা ব'লে করিব আত্ম-বলিদান ॥৮০৯॥ দেবী জগন্মোহিনী সেন।

বরণ সঙ্গীত।

আয় লো আয় আর্য্যনারী, সবে মিলে বরণ করি, বীর-প্রধান নববিধানে।

বরণডালা ল'য়ে শঙ্খধ্বনি ক'রে, সুখী হই সব ভগিনীগণে।

আনন্দে আনন্দে, গাহিতে গাহিতে, বরণ করি সবে বিজয় নিশানে; আয় লো কুলবালাদলে, স্বর্গ এল যাঁ'র বলে ভূতলে, তাঁ'রে ভাবি মনে।

চিরজীবি হ'য়ে থাকো, মোদের তব তলে রাখো, চিরজয়ী হ'য়ে থাকো, এই ভুবনে; মা করুন আশীর্ব্বাদ, য্যান পূরে মনসাধ, এই ভিক্ষা তব চরণে॥৮১০॥ দেবী জগন্মোহিনী সেন।

বরণ-সঙ্গীত।

আয়রে আয় সবাই মিলে যাই শান্তিধামে।

কত সুখ রত্ন দিবেন মা আমাদের প্রাণে।

মোহিত হইব মোরা মায়ের নাম গানে।

যাতনা রবেনা, পূরিবে কামনা; নির্ব্বাণ পাইব মোরা মায়ের শীতল চরণে।

করি হরি গুণগান, ধরি সবে অ্যাকতান; সবে মিলে প্রেমে গ'লে থাকি অ্যাক প্রাণে।

পূজিতে জানিনা, দিবেন সান্ত্বনা, বাঁচাইবেন আমাদের তিনি অভয় দানে; যাইয়া তথায়, থাকিব সদাই, জুড়াব হৃদয় মোরা শান্তিরস পানে॥৮১১॥ দেবী জগন্মোহিনী সেন।

বরণ-সঙ্গীত।

আয় আয় আয়, সবে মিলে আয়, হেসে হেসে চ'লে আয়।

জগত জননী হাতে বিধান নিশান দেখ্‌বি আয়।

ঘুরি দেশ দেশান্তরে, সম্বৎসর পরে, কমল কুটীর মাঝে, দাঁড়িয়ে বিধান,—বিজয় নিশানে আয়রে বরণ ক'র্‌বি আয়।

মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, ব্রহ্মানন্দে কোলে করি, ডাকিছেন মধুর স্বরে; মনলোভা কিবা শোভা, দেখ্‌বি ত্বরা ক'রে আয়।

হাতে নাও ফুলের মালা, সাজা'য়ে বরণডালা, শাঁখের ধ্বনি কর ভাই ধীরে ধীরে; ঘরে ঘুরে বরণ করি চ'লে আয়।

বিধানের জয় রেখা, দ্যাখ সুন্দর পতাকা, এস ভাই নিশান তলায়; বরণ ক'রে বিধান বরে, পাব স্থান মার রাঙ্গা পায় ॥৮১২॥

মহারাণী সুনীতি দেবী,—কুচবিহার।

বরণ-সঙ্গীত।

জননীর কৃপাগুণে, মিলিনু সব ভগ্নীগণে; সম্বৎসর পরে পুনঃ, শুভদিনে শুভক্ষণে।

বরিতে বিধান নিশান, মা করিছেন আহ্বান; এস সবে ত্বরা ক'রে, পরম আনন্দ মনে।

গ্যাল দুঃখ শোক বিলাপ, বিরহ আঁধার তাপ; হ'ল স্বর্গ অবতীর্ণ হ্যার সবে প্রেম নয়নে।

লয় তানে মধুর সুরে, গাহিছেন সমস্বরে, স্বর্গে সুরবালাগণে ধ্যানে নিত্য নিরঞ্জনে; মোরাও সেই সুরে, মিলা'য়ে কণ্ঠস্বরে, গা'ই সবে জয় গান, মাতি তাঁ'র গুণকীর্ত্তনে ॥৮১৩॥

মহারাণী সুচারু দেবী,—ময়ূরভঞ্জ।

সিন্ধু-ভৈরবী—খং।

মানবতত্ত্ব আদি অন্ত কেবা জানিতে পারে।
বুদ্ধির অগম্য ঢাকা দুইদিক্ অন্ধকারে।

বাহ্য শোভা দেখে সবে, মুগ্ধ হ'য়ে আছে ভবে, এ তো ছায়া বাজির পুঁতুল কেবল ঘুরে ব্যাড়ায় কলের জোরে।

আসল মানুষ অন্তঃপুরে, কেহ দেখ্‌তে পায়না তাঁ'রে, দেহের মধ্যে থাকে তবু কোথায় কেহ বুঝ্‌তে নারে।

বিধাতার বলে বলী, দেহযন্ত্রে করে কেলি, সময় হ'লে ফেলে চ'লে যায় লোক লোকান্তরে।

নাম তা'র আত্মারাম, অমর চেতনবান্, করে হরি নাম গান পিঞ্জরে ব'সে মধুর স্বরে ॥৮১৪॥ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

হাম্বির—আড়াঠেকা।

তুমি জ্ঞান নিকেতন, সর্ব্বশক্তি গুণাকর, অচিন্ত্য রচনা এই নিখিল জগতাধার।

কি আকাশে কি ভূতলে, কি সাগরে কি অচলে, চরাচর অ্যাক শৃঙ্খলে ধ'রেছ হে সর্ব্বাধার।

ঘূর্ণিত তারকাগণ, মধ্যেতে স্থির তপন, ভীম আকর্ষণ সূত্রে নিবদ্ধ সকল; অদ্ভুত কৌশল ক্রমে, ভ্রমিছে যথা নিয়মে, ভূকম্প ঝটিকা বজ্রে, তিলেক নাই ব্যভিচার।

অসীম শক্তি কৌশলে, বায়ু অগ্নি ক্ষিতি জলে, পরস্পর মনোহর, সংযোগ বিধান; সচল অচলে জড়িত, জড় চৈতন্যে মিলিত, জীবনে নাশের বীজ, নাশে জীবন সঞ্চার।

দশদিক্ জল স্থল, অসীম নভমণ্ডল, সূক্ষ্ম স্থূল প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ সব; প্রত্যেকের জননী হ'য়ে, ব'সে আছ কোলে ল'য়ে, যা'র যাহা প্রয়োজন, যোগাইছ অনিবার।

কালের প্রবাহ কিবা, ক্রমাগত রাত্রি দিবা, ঋতু শ্রেণী পুনঃ পুন করে গতায়াত; এই ভাবে অনন্তকাল, এই সংসার বিশাল, হ'তেছে অতিবাহিত, ইচ্ছায় নাথ তোমার ॥৮১৫॥ অজ্ঞাত

পাগ্‌লা সুর—একতালা।

তোমার প্রেমের আগুণ জেলে।

তা'র পাপপুরুষকে পোড়াও ফেলে।

পোড়াইয়ে পাপের গাদা, কাল হৃদয় কর সাদা; ঘোচে সকল বিঘ্নবাধা, প্রাণের কালি গে'লে।

বিনাশিয়ে মোহ কালি, বিবেকের প্রদীপ জ্বালি, হৃদয়গৃহ কর উজালি; তাহে নব বৃন্দাবন, তব নিত্য নিকেতন, দ্যাখাও যথা ভক্তগণ প্রেমের খ্যালা খ্যালে।

কত শত পাপের দাগ, তা'র উপর বিষয়ানুরাগ, দিচ্ছে নূতন নূতন রং ঢেলে; ঘুচা'য়ে সংসারাসক্তি, দাও মাগো প্রেম ভক্তি, হরিদাসে বাঁচাও ত্রাসে রাখি চরণতলে ॥৮১৬॥

কালীশঙ্কর কবিরাজ।

মধুকাইনের সুর—কাওয়ালী।

মা আমায়ে কর কোলে।

কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে (ভা-সিব নয়নের জলে

স'য়েছি যাতনা যত, ব'লে তা' জানাব কত, জীবনে মৃতের মত প'ড়ে আছি ধরাতলে।

এস এস এস অ্যাকবার, করুণাময়ী মা আমার, ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দ্যাখা দিয়ে হৃদ্‌কমলে ॥৮১৭॥ দীনেশচরণ বসু।

কর্ণাটিথাম্বাজ—ফেরতা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চল যাই; চল, চল, চল ভাই।

না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে, আনন্দের নিকেতন, চল, চল, চল ভাই।

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল, চল, চল, চল ভাই।

দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান, গাও সবে অ্যাকতান, বল সবে জয় জয় ॥৮১৮॥ র, না, ঠা।

বেহাগ—একতালা।

কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে, তবু তো চেতনা নাই গো।
মেলি মেলি আঁখি মেলিতে না পারি, ঘন র'য়েছে সদাই গো।
মায়ানিদ্রাবশে আছি অচেতন, শুয়ে শুয়ে কত দেখি কুস্বপন; ধন রত্ন দাস বিলাস ভবন, অন্ত নাহি তা'র পাই গো।

কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে, ভ্রমি অহরহ মনের উল্লাসে; ভাবিনা কি হবে নিদ্রার বিনাশে, কোথা আছি কোথা যাই গো; জানিনা গো এ যে রাক্ষসের পুরী, জানিনা যে হেথা দিনে হয় চুরি, জানিনা বিপদ আছে ভুরি ভুরি; সুধা ব'লে বিষ খাই গো।

ভাঙ্গিতে আমার মনের সংশয়, জাগা'য়ে দিতেছ নিজ পরিচয়, তুমি যে জনক জননী উভয়, বুঝাইছ সদা তাই গো; সে কথা

আমার কাণে নাহি যায়, ভুলিয়ে র'য়েছি রাক্ষসীমায়ায়, কি হবে জননী বল গো উপায়; শুধু কৃপা ভিক্ষা চাই গো ॥৮১৯॥ র, না, ঠা।

কীর্ত্তন—খ্যামটা।

হরিকৃপাবলে, হবে মরুভূমি প্রেমের পাথার।

য্যামন প্রেমের পাগল নব রসের গোরা প্রেম অবতার।

আহা দ্যাখ্‌রে ক্যামন! নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অবতার, বহে অবিরত শত প্রেমধারা নয়নে তাঁ'র; প্রেমে পুলকিত য্যান কদম্বকুসুম আকার, আনন্দে মাতিয়া, নাচিয়া গাইয়া, ঐ ভক্তসনে করিব বিহার।

ভক্তিরস পান করি, মাতো হরি নামগানে ॥৮২০॥ ত্রৈ, না, সা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টাশীতি জন্মোৎসবে গীত।

নায়েকী কানেড়া=একতালা।

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস রাত।

সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবন নাথ।

যে দিন তোমার জগৎ নিরখি, হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি,

সে দিন আমার নয়নে হ'য়েছে তোমার নয়ন পাত;

বারে বারে তুমি আপনার হাতে, স্বাদে সৌরভে গানে

বাহির হইতে, পরশ ক'রেছ অন্তর মাঝখানে।

পিতা মাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,

সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে তুমি আছ মোর সাথ ॥৮২১॥ অজ্ঞাত।

ললিত—যৎ।

ত্মাথহে মানব ত্মাথ কি সুখে বিহঙ্গগণ, আনন্দে গগন পথে করে সদা বিচরণ।

কল্য কি খাবে জানেনা, বোনেনা সঞ্চয় করেনা, তথাপি তা'দের রূপে মুগ্ধ হয় প্রাণ মন।

যথা ইচ্ছা যায় উড়ে, দেশ হ'তে দেশান্তরে, জগৎপতির ভাণ্ডারে ক'রে সুখে পান ভোজন।

ব'সি তরুশাখা 'পরে, গাইছে মধুর স্বরে, অশন বশন তরে ভাবেনা কভু কখন।

ধন্য হে আকাশের পাখী, তুমিই তো পরম সুখী, হেরিলে জুড়ায় আঁখি তোমার সুখের জীবন ॥৮২২॥ ত্রৈ, না, সা।

কীর্ত্তন।

(তেওট) ভবে চিরদিন গ্যাল দিন বিফলে।

জনমিয়ে জীবন হারা'লাম মোহে অন্ধ হ'য়ে।

(নিত্য ধনে কতই সুখ জাবনে না জেনে।)

(দশকুশী) মন! গ্যাখ গ্যাখ নেহারিয়ে, কি হ'য়েছে দশা তব হে, (জ্ঞানআঁখি মেলি হে) প্রাণনাথে হারা'য়েছ তুমি।

কৌমার সময় হ'তে, আজীবন পাপপথে, (বল বাঁকি কি রেখেছ) পশুমত করেছ ভ্রমণ; ক্ষুধা শান্তি করিবারে যতন করেছ, (যাহা জীব মাত্রে ক'রে থাকে হে) রিপুগণে সেবিবারে জ্ঞান হারা'য়েছ— করিয়াছ কত পাপ সুখ অভিলাষে, অ্যাকবার ভাবিলেনা নিত্য মহেশে।

(খয়রা) মন! কি কায করিতে কি কায করিলে, পড়িলে কর্ম্ম ফেরে; সুখী হইবারে যতন করিলে পড়িলে পাপের ঘোরে।

পর্ব্বত লঙ্ঘিতে পদ পিছাইলে পড়িলে অগাধ জলে, সম্পদ চাহিতে দারিদ্র্যে ঘেরিল মাণিক হারালে হেলে; হায়! অ্যাখন কি করিবে মন, করিয়ে যতন, তব কি শকতি আছে—সেই পরম রতন ব্রহ্মসনাতন, ভাব হে হৃদয় মাঝে।

রে অবোধ হিয়ামন! ক্যান ম'জ্‌লিনারে, (হরিনামামৃত রসে ক্যান মজ্‌লিনারে) (ভূমানন্দ রসে) (অবোধ হিয়া ক্যান নিজহিত বুঝ্‌লিনারে) কলুষ বিষরাশি, সুধা ব'লে ভক্ষিলি, বিষপান পরিণাম তাও তো দেখিলি। (তবে ক্যান ম'জ্‌লিনারে) (ও দিন থাকিতে ক্যান বুঝ্‌লিনারে।)

(ঠুংরী) যখন আসিবে কাল অরি, ধরবে কণ্ঠরোধ করি, ঘুচাইবে তব ভববাস; (মন রে) তখন অবশ হবে রসনা, পাইবে কত যাতনা, চারিদিক দেখিবে আঁধার। অ্যাখন সময় থাকিতে মন, চল নিজ নিকেতন, দীননাথের লইগে শরণ; হৃদয়রতন ফেলে, অসার সুখেতে ভুলে, কাটাইওনা জীবন রতন। (মনরে)

এ ছার সংসার মাঝে সকলি অসার, অ্যাকমাত্র সার সেই বিভু সারাৎসার; প্রেমানন্দ মনে তাঁ'রে কররে স্মরণ, দয়ার চন্দ্র হৃদয় মাঝে দিবেন দরশন।

এস সবে ভাই, বিলম্বে কায নাই।
পিতার দয়াময় নাম অবিরাম বলি সকলে ॥৮২৩॥

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়।

কীর্ত্তন।

(লোফা) ডাকো রে দীনবন্ধু ব'লে সবে মিলে ডাকো ভাই সমতানে।

ব্যাকুল অন্তরে ডাকো, চেয়ে তাঁ'র মুখপানে।

যে ভাবে ভক্ত গৌরাঙ্গ, সঙ্গে ল'য়ে সাঙ্গোপাঙ্গ ডাকিতেন তাঁ'রে কাতর প্রাণে; (দয়াল হরি ব'লে) সেই ভাবে না ডাকিলে, পাবে না শান্তি প্রাণে।

(খয়রা) দন্তে তৃণ ল'য়ে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে, ডাকো তাঁ'রে অনিবার; (দয়াল হরি ব'লে হে) ত্যজি অহংজ্ঞান, মান অভিমান, হরিনাম কর সার।

ভক্তপদধূলি, ল'য়ে মাথে তুলি, কাঁদ হরি হরি ব'লে, (কাঙ্গা-লের বেশে) কাঙ্গালশরণ, দিবেন দরশন, পাষাণ হিয়া যাবে গ'লে। (হরিভক্তিরসে)

(লোফা) হরি আমার বড় দয়াময়।

আর নাহি ভয়, নাহি ভয়।

(বল জয় দয়াময়) এস তাঁ'রে সমতানে ডাকি সবে আকুল প্রাণে, ও ভাই, শীতল হইবে হৃদয়।

ছাড়ি কুবাসনা, কুমন্ত্রণা, করি হরিনাম সাধনা, অন্তে হরিপদে হইব লয়। (হরি বোল ব'লে)

(দশকুশি) হরের্নামৈব কেবলম্ হরের্নামৈব কেবলম্—হরি বিনা আর গতি নাই; (পরাধীন বঙ্গবাসীর) (এই উনবিংশ শতে) পরিহরি ভেদাভেদ, বিবাদ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, প্রেমানন্দে হরিগুণ গাই।

যে হরিনাম কীর্ত্তনে, মাতাইল জগজ্জনে, শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ; দাউদ ঈশা চৈতন্য, জনক নানক জন, মহম্মদ হইল উন্মাদ। (যে হরিসঙ্কীর্ত্তনে)

(খয়রা) হরি হরি ব'লে, দুই বাহু তুলে, এস সবে মিলে ডাকি বার বার ॥৮২৪॥ ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল।

কীর্ত্তণ—খয়রা।

(শুনে) প্রাণেশ বচন মন উচাটন, তাঁর পানে ছুটে যায়।
পবিত্র পরশে শিহরি হরষে, ধরিবার আশে ধায়।
(আহা) কি মধুর হাসি, বড় ভাল বাসি, (সদা) নয়নে নয়নে রাখি;
প্রেমরস পিয়ে, মাতোয়ারা হ'য়ে, বিভোরে মাতিয়ে থাকি।
(পেয়ে) পুণ্যের আঘ্রাণ, আশাপরাণ প্রাণারাম গুণ গায়;
(শেষে) নীরব হইয়ে, আনন্দে মজিয়ে, প্রাণেশ হৃদে লুকায় ॥৮২৫॥
প্যারীমোহন চৌধুরী।

খাম্বাজ—যৎ।—

আমারে প্রেমিক কর মাগো তোমারি মতন।
য্যান সবে ভালবাসি তুমি ভালবাস য্যামন।

তোমারি সন্তান সবে, ক্যান পর ভাবি তবে; ওমা, তুমি আমার আমি তোমার, তোমাতে জগজ্জন।

তোমার প্রেমে প্রেমিক ভক্ত, সর্ব্বজীবে অনুরক্ত; তাই তোমার ভাবে হ'য়ে মত্ত, প্রেম ধন ক'রে বিতরণ।

সেই প্রেম আকর্ষিবে পাব, আপনারে ভুলে যাব; (সবে) শিরিশেষে প্রেমবিলা'ব পাব মা তব শ্রীচরণ ॥৮২৬॥ সত্যশরণ গুপ্ত।

বাউলে—খ্যামটা।

ভাই, ভাবের ঘরে ভাবুক এসে ভাব দিয়েছে।

সে ভাব ভেবে ওঠা যায়নারে ভাই, ভাবের অভাব হ'য়ে আছে।

ভাবুক যে দেশের মানুষ, সেথা সকলে বেহুঁস্, দশ জনেতে ব'সে ব'লে অ্যাক শত একুশ; আবার হাজারে ব্যাজার হ'য়ে বিধির দোহাই দিতেছে।

ভাই, তা'র সকল চালাকী, কথায় কথায় দ্যায় ফাঁকি, বলে তিন থেকে সাত বাদ দিলে রয় সতেরো বাঁকী; তা'র গণন দেখে, গনণ থেকে, কত লোকে বাদ দিয়েছে।

আর আশ্চর্য্য অ্যাক বল্, যা'তে চলেনা বুদ্ধি বল্, ভিত্ হ'লোনা তা'র উপরে বানা'লে ত্রিতল; ঘরে বাস ক'রে, বে'শ ক'রে, শেষে মস্‌লা দিয়ে গেঁথেছে।

ভাই, কা'র পানে আর চাও, কোন্ দিকেতে যাও, যে পথে ঐ ভাবুক গেছে সেই পথেতে যাও; কোন বিঘ্ন বাধার ভয় রবেনা, ভাবুক সাথে র'য়েছে ।৮২৭। হরিহর মুখোপাধ্যায়।

পরজ-বাহার—একতালা।

ব'সো মা হৃদয়াসনে, হার দীনজনে করুণানয়নে; পূজিব তোমারে ষোড়শোপচারে, বিধানবিহিত আত্মবলিদানে।

ছাগসম কাম লোভ পারাবত, মহিষ সদৃশ ক্রোধ মহোদ্ধত; বিমোহ কুষ্মাণ্ড, মেষ মদ ভাণ্ড, অহঙ্কার নরবলি বিধানে।

হৃদয়ানুরাগ দিব্য পাদ্য জল, ব্যাকুলতা অর্ঘ্য রেখেছি সম্বল, আকাশ আসনে, বসাব যতনে, সাধ আছে মম মনে; প্রেম অশ্রু—

জলে করাইব স্নান, পুণ্য পুষ্পমালা করিব প্রদান, জীবন নৈবেদ্য, মনোধূপ সদ্য, বিজ্ঞান প্রদীপে হেরি বয়ানে।

প্রেমের বসনে করি আবরণ, অভয়চরণ করিব বরণ, স্বাগতবচনে, মিষ্টসম্বোধনে, তুষিব স্তুতিগানে; রাখিবনা কিছু আপনার ব'লে, সর্ব্বস্ব সঁপিব ও পদ কমলে, হরিদাস বলে, ভব প্রেমানলে, আহুতি দিব এ জীবন প্রাণে ॥৮২৮॥ কালীশঙ্কর কবিরাজ।

বিভাষ—কাওয়ালী।

মন অ্যাকবার হরি বল, হরি বল, হরি বল!
হরি হরি হরি ব'লে, ভবসিন্ধুপারে চল।
হরি হরি হরি বল, পাবিরে তুই মোক্ষফল।

জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি, বলরে মন হরি হরি; হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাসার জল।

দুর্ব্বলের বল হরি, অধম তারণ হরি; পতিতপাবন হরি, হরি ভকতবৎসল।

ভক্তিরস পান করি, যে বলে হরি হরি; বাঞ্ছাকল্পতরু হরি দ্যান তা'রে মোক্ষফল।

হরি বেদ হরি বিধি, হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি; হরি বল হরি বুদ্ধি, হরি [illegible]মা কেবল।

পাষণ্ডদলন হরি, নাস্তিকের দর্পহারী; যাঁহার পুণ্যপ্রতাপে, কাঁপে [illegible]াসুর দল।

[illegible]ন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিবারে হরি; দেহ মন প্রাণে হরি, [illegible]ের সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিতপ্রবাহে হরি ; নয়নঅঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।

চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী ; চিদানন্দরূপ ধরি, করেন প্রাণ শীতল।

প্রবাসে কাননে হরি, পর্ব্বত পাঁথারে হরি ; আকাশে ভূতলে হরি, হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি ; আহারে বিহারে হরি হরি প্রাণের সম্বল।

অখণ্ড অব্যয় হরি, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ; দীনজনে দয়া করি, দ্যান চরণকমল।

সুখে হরি দুঃখে হরি, বিপদে সম্পদে হরি ; জনমে মরণে হরি, হরি পরমমঙ্গল।

হরি ভক্তি হরি মুক্তি, হরি স্বর্গ হরি গতি ; হরি জগতের পতি, হরি ইহ পরকাল।

হরি পিতা হরি মাতা, হরি গুরু জ্ঞানদাতা ; হরি সর্ব্বজন ত্রাতা, শুদ্ধ সত্ব নিরমল।

নয়নে দ্যাখ হে হরি, রসনায় বল হরি ; হৃদয়কমলে ভজ হরিচরণ কমল ॥৮২৯॥ কুঞ্জবিহারী দেব।

ইমন্‌কল্যাণ—চৌতাল।

সত্য।—অমোঘ শক্তি, তুমি হে ব্রহ্ম, জগত তোমারি রচিত।

জ্ঞান।—চিন্ময় মূরতি, তব জ্ঞান জ্যোতি, অন্তরে বাহিরে, জ্বলে অবিরাম।

অনন্ত।—নাহি তব সীমা, নাহি হে উপমা ; জীব চাহি স্বার্থে,

তোমার প্রতিমা, খোঁজে তোমা ধনে বিশ্বাস-নয়নে, দ্যাখে ঘেরে আছ, গগনে অনন্ত!

প্রেম।—মাতৃরূপে সবে করিছ পালন, (প্রেমময়ী মাগো আমার!) দিবানিশি প্রেম, স্নেহ বরষণ।

অদ্বিতীয়।—অন্ন পান জ্ঞান, বিবেক বৈরাগ্য, অ্যাক হাতে বিধানো, ওহে অদ্বিতীয়।

পবিত্র।—পবিত্র তোমার স্বরূপ, সংহার করে পাপ রিপু, মোহ দুরাচার; মলিন মানবে, দেবত্ব প্রভাবে, মর্ত্ত্য হ'তে ল'য়ে তোলে পুণ্যধামে।

আনন্দ—আনন্দে বিরাজো, শান্তির আলয়, ল'য়ে দেবগণে, মুগ্ধ হে লীলায়; কে জানে সে সুখ, ? মজাইলে যা'য়, (সে-ই) সে আনন্দরসে ডোবে প্রাণারাম।

ধ্যান।—মা আনন্দময়ী, তব পদপ্রান্তে, মম দীন আত্মা, থাকুক একান্তে; চরণ-অমিয়-সুধা-রসে ভিজে, (মা গো) ম'জে গ'লে মিলে, থা'ক সে রসেতে।।৮৩০।। দীননাথ মজুমদার ॥

বিভাষ—যৎ। *

বড় আশার কথা শুনেছি নাথ কি দিব আজ তোমারে
সকল আশা পূর্ণ হবে স্বর্গে যাব সশরীরে।

* ১৭৯৫ শক ১লা পৌষ, ইং ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৭০ সাল, কলিকাতা ১৩ নং মিরজাপুর ষ্ট্রীটে ভারতাশ্রমের উপসনার শেষে শ্রীমতী বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায়

শুনেছি সব ভক্ত জনে, গোপনে নির্জ্জন সাধনে, হৃদে পেয়ে তোমা ধনে ডোবেন আনন্দ সাগরে; তেমনি প্রেমে মত্ত হ'য়ে, তোমার সব দুঃখিনী মেয়ে, কবে তোমায় হৃদে পেয়ে স্বর্গ পাবে এ সংসারে ॥৮৩১॥

প্রসন্নকুমার সেন।

ভৈরবী—একতালা।

তুমি, তুমি, তুমি, সকলেতে তুমি, তোমা ছাড়া কিছু নাই।

যে দিকে তাকাই, তোমায় দেখ্‌তে পাই, আকাশ ভূতল পূর্ণ সর্ব্বদাই।

আত্মীয় বান্ধব, সুকৃতি গৌরব, তোমা হ'তে সব, তোমারি তো সব; একি অসম্ভব, হয়না অনুভব, মোহ মায়া ঘোরে অন্ধ হ'য়ে যাই।

এই ভিক্ষা নাথ করি তব পদে, (য্যান) অ্যাক ভাবে থাকি সম্পদে বিপদে; অ্যাক দৃষ্টি য্যান থাকে ঐ পদে, এ বিনে আর কিছু নাহি চাই ॥৮৩২॥ প্রসন্নকুমার সেন।

উড়েগান—একতালা।

দয়াময় হৃদয় সাথী।

অধম ডাকুচি শুনুনা ছঁকি।

গর্ভে যেতে বেলে, অচেতন কালে, বহিথিলি মোতে রক্ষা কলকি।

গভরু পতন্তে, ভূতলে স্পর্শন্তে, মোহর বদনে শব্দ দেল কি।

এবং কুমারী বিরাজমোহিনী চৌধুরী (এক্ষণে শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত) একত্রে সস্বরে এই সঙ্গীত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন বেদী হইতে "এই গায়ত্রী আর অ্যাকবার গাও" বলায় ইহঁারা দ্বিতীয় বার এই গান গাইয়াছিলেন।—প্র

দর্শননিমন্তে, কৃপার সহিতে, দর্শন-ইন্দ্রিয় দান্ দেল কি ;
স্পর্শাস্বাদ পাই, সকরুণ হোই, অঙ্গ জিহ্বাদান মোকে দেল কি।
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, দশেন্দ্রিয় দান মোতে দেল কি ;
শরীর মধ্যারে, অতি কৌতুক ক'রে, আত্মা সম্পাদকু রখি অছ কি।
জীবনর পাপ, অনেক নিষ্পাপ, তাকু কমিধাকু তুম্ভে আজকি।
মুঁহি হীনজন,মাগুছি শরণ,ভক্তি দেই মোতে তারি নেব কি ॥৮৩৩॥

ভগবানচন্দ্র দাস।

উঁড়ে সুর—একতালা

দ্যাখ দ্যাখ দীনবন্ধু, সোনার ভারত তব, দুঃখে কাঁদিছে কাতরে। (দ্যাখ দ্যাখ হে)

অন্ধ হ'য়ে মায়াবশে, বিলাস-বাসনা-রসে, আর্য্যকুল ডুবিল কলঙ্কসাগরে ; নিরখি দুর্গতি, শোকে প্রাণ বিদরে—উঠাও সকলে দয়া করি (হে কৃপাসিন্ধু হরি) কেশেতে ধ'রে।

তোমায় পাসরি সবে, আর কত দিন রবে, মরিবে অকালে আশু সুখের তরে ; হিংসা অভিমানে পাপ বিষমজ্বরে—রক্ষা কর এ বিপদে হরি, [হে দয়াময় হরি] (হে কৃপাসিন্ধু হরি) পতিত নরে ॥৮৩৪॥

ভগবানচন্দ্র দাস।

গুজরাটী গান।

এক অখণ্ড অনন্ত অগোচর ঈশ অদ্বৈত উপাসুঁরে।

অত্যাদ্ভুত জগনী রচনানে, নিরখি নিরখি উল্লাসুঁরে ; বিষয়-বাসনা সত্যশুদ্ধ সচরাচর ব্যপক ব্রহ্মপাদহু বিলাসুঁরে।

বিষয় বাসনা, তুচ্ছ গণিনে, চিদঘননে অধ্যাসুঁরে; রটন ভজন, প্রভু ঈশ-গুণ, কীর্ত্তন নিশিদিন হুঁ অভ্যাসুঁরে।

যে অপরাধ অগাধ কিধাছ, অতিশয় মনে ভিমাসুঁরে; ক্ষমা কর করুণাসিন্ধু, প্রভু এ বচনে বিশ্বাসুঁরে।

পরা ভক্তিথি প্রভুনে বিলায়ু, যমদণ্ডথি নেও ত্রাসুঁরে; পরাৎপর
পরলোক বিসে, প্রভুচরণ সমীপে নিবাসুঁরে ॥৮৩৫॥ অজ্ঞাত

মহারাষ্ট্রীয় গান।

হে জগদীশ দীনদয়ালা, নমিতো তব চরনালা।
ত্যারা চুনিমি সাধন নেণে দুস্তর ভবতারনালা।

কৃপাসাগর তুঁ, অসশি জগনাথা; নম্রকরি তোঁ মি চরণে তুঝা মাথা।

অসেঁ পাপী নি, পতিত দুরাচারী; তুঁচি হউনি বা সদয় মলাতারী ॥৮৩৬॥ অজ্ঞাত।

সংস্কৃত সঙ্গীত।

(মানভঞ্জন পালায় বৃন্দার উক্তি)

খাম্বাজ-ঝাঁপতাল।

শ্রবণমঙ্গলং।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

অন্যাথ তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে, হরিনাম বিনে সকল বিফলং।
কালকলুষবারণ-নিবারণ-কারণ, তারণ জগত্‌ তারণং জগত্‌ কুশলং।

রাধে, দূর কর গর্ব্ব, হর খর্ব্ব স্বভাব, সর্গস্বভাব উপসর্গ স্বভাব; কে যজ্ঞী যাগযজ্ঞী, সম যে নহে, যজ্ঞেশ্বরের নাম প্রবলং।

জ্ঞানতে কি অজ্ঞানতে নাম, ভ্রান্তে কি অভ্রান্তে নাম; যাঁ'র নাম গ্রহণে জন্মায় চিত্ত নির্ম্মলং॥৮৩৭॥ গোবিন্দ অধিকারী।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

রে শ্রবণমঙ্গলং; নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সব বিফলং; কালিকলুষনাশন তারণকারণ জগৎকুশলং।

দূর কর গর্ব্ব, হর সর্ব্ব কুভাব,—উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গস্বভাব; কর যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ নহে যোগ্য, যোগেশ্বরের নাম কেবলং; ভক্তিভরে যেই জন লয় নাম পায় ত্রাণ, স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম চিত্ত নির্ম্মলং॥৮৩৮॥ ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল দ্বারা পরিবর্ত্তিত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

পঙ্কজদলগতজলমিব, চঞ্চলমিহজীবনম।

স্থাস্যতি নহি যাস্যতি কিল, কুরু হরিপদ চিন্তনম।

কুসুমোপগমিহ সীদতি, তব সুন্দর যৌবনম্; গর্ব্বং জহি খর্ব্বং কুরু, সর্ব্বংহি ভববন্ধনম্।

স্বপ্নোপমধনজন গেহ, দারাদিক বান্ধবং; সঙ্গং ত্যজরে ভজরে, ভজ হরিম্প্রাণবল্লভম্।

পরিহররে পাপজনকং ভোগঞ্চ রোগাস্পদং; যোগং কুরু যোগেনহি, প্রাপ্স্যসি চিরসম্পদম্।৮৩৯॥ কথক—নীলরতন হালদার।

বাহার—তেওট।

তং পরং পরমেশ্বরম্।

অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং, বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে, কারণং জনগণ মানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরম্।

অস্য নিয়মাৎ দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে, মহো-ত্তোহস্য ভয়াৎ পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তীঃ বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজমহে, পরমং জনগণ মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং ॥৮৪০॥ অজ্ঞাত।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

প্রভো কুরুকিঙ্করে, করুণা বিধানং।

হে দয়াময়, পারয় ভবপারাবারং।

দাসে বিতরতরীং তব চরণসরোজং; যাচে ভববারিধৌ, কর্ণধার-মনুবারং।

পাপহর পরিহর, মোহমকরমতিঘোরং; । বিষয়বাসনাং হর, অন্তর্ব্বহির্ব্বিকারং ॥৮৪১॥ অজ্ঞাত।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মামতি পামরদীনজনং।

দেহি পদাশ্রয় মবিদিত ভজনং।

ন মাতা নহীহ পিতা, নবন্ধুর্মে নচ ভ্রাতা; ত্বং হি দীনজনত্রাতা ইতি সাধু বচনং।

বিতরিত কৃপাকণে, চরণশরণে দীনে; দেহি পিতঃ ভক্তিহীনে, ভক্তিরসরসনম্ ॥৮৪২॥ অজ্ঞাত।

মুলতান—আড়াঠেকা।

হরে! কহি তব বেদ মহিমানং।

বিবুধোঽপিসুবিধুরো ন জানাতি তত্ত্ব সন্ধানং।

তর্কাবিদোঽপি বহুতর্কবচনাদনুমানং, গায়তি ঋষিগণোঽপি বীণয়া গুণগানং।

নর্ত্তয়সীহ বহুতত্ত্ববিদং বারয়সি প্রণতস্য বিষয়রসপানং; মুহুতি করোতি কুমতিরহহ অভিমানং, নহি নহি মুঞ্চ মামবিবেকশয়ন শয়ানং ॥ ৮৪৩॥ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

হরিনামমমাত্রকেবলং।
তস্মুতে কলৌ সকলং ফলং।
দানেন কিং, ধ্যানেন কিং, যোগেন কিং তন্নিষ্ফলং।
ন্নাম্নি সুখম্ভবতি, প্রীতিং সঞ্চরতি, অধমজনতারণং হরের্নামৈব
কেবলং ॥৮৪৪॥ অজ্ঞাত

সিন্ধু—মধ্যমান।

নাথ! কোহি তব তত্ত্ব মবিশেষং।
হৃদি নিদধাতিচ জহাতিচ খেদমশেষং।
বিনা কৃপাকণয়া, স্ফুরতি ন হৃদয়ে তত্ত্ববিদোহপি ভজনরসলেশং।
বিতর করুণা মহো ময়ি অতিদীনে, ভজন পূজনাদিকশরণবিহীনে,
পারয় ভব জলধৌ, বারয় মম মনসঃ সংস্মৃতিবিষয়বিনিবেশং ॥৮৪৫।
অজ্ঞাত।

মুলতান—আড়াঠেকা।

ময়ি দীনে কুরু করুণালেশং।
বিবুধবিভাবিতচরণসরোরুহ, হর মম ক্লেশমশেষং।
হৃদয়ন দনমম যাচিতমেবং, বারয় কুমতি কলুষপ্রতিষানং, দীনজনস্য
গুম বহু দিনসঞ্চিত সুবিদিতদুরিতবিনাশং ॥৮৪৬॥ অজ্ঞাত।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

বসতু মম মানসে তব চরণম্।
হরতু তাপমলং বিতরতু পরে ত্বয়ি ভজনম্।
ভবতু নিমিত্তমহো তব গুণকথনে, বিশতু হৃদয়ে পুনঃ বিগুণিত-মননে দিশতু মম মানসে, দীনশরণ, তব পদোঽনুদিনমনুশরণম্।
অপনয়তু পাপচয়ং কুমতির্গভিমানং; স্ফুরতু তদত্র সদা কলুষমথনম্॥৮৪৭॥ অজ্ঞাত

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

পিব রে হরিনামামৃতরসং, রসমেব হি সুরসম্।
রসনে! রসসদনে, কুরু রে ক্ষণমনলসম্।
কণমিক্ষুং পরিবাঞ্ছসি, চূতং বা পনসং দধিদুগ্ধঘৃতমন্তদেব ত্যজয়ে খলু বিরসং॥ ৮৪৮॥ অজ্ঞাত

কথকের পদাবলী।

কেশব নাশয় মে মনোবিষয়াভিলাষং।
কলুষ মোচয় ছেদয় মম মরণপাশং।
সুমতি সঙ্গতি হীন, নিয়ত কুকৃতি লীন; ক্ষীণ মলিন সুদীন দুরাশং।
সদয় ভবসূদন মম হৃদয় উদয়, দেহি নিজজন সহবাসং॥৮৪৯॥
শ্রীধর কথক

হিন্দী সঙ্গীত।

লুম-খাম্বাজ—ঠুংরী।

কেয়া শোচ্ মে হো সওদা কর্‌লে, জগ্ দো দিন্‌কি হায় বাজরিয়া।

যব্ আওয়ে রবিসুত পাখড় লে চলেগা, ভুল্ পড়ে সব্ লাগরিয়া।

পানি ঘটঘট পড়রস্‌ড়ি টুটি, এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।

গুণন্ গুণন্ সব পার উতার গয়ে, ময় নিগুর্ণ ঠাঁড়ে ডাগরিয়া। ৮৫০॥ নবাব ওয়াজিদ আলি।

লুম-খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর (প্রভুজী) তেঁই শরণাই আয়া।

উতারা গয়া মেরে মন্‌কি সংশয়, যব্ তেরে দরশন পায়া।

অন্‌বোলত্ মেরে বর্‌থা জানি, আপনা নাম জপায়া; দুখ নাটে সুখ সহজ সমায়া, আনন্দে আনন্দ গুণ গায়া।

বাঁহু পাখড়ত কাঢ় লিনে আপনা গৃহ, অন্ধকূপ তে মায়া; কহে নানক গুরুবন্ধন কাটে, বিছরত আন্ মিলায়া। ৮৫১॥ গুরু নানক

রাগ ধনাসরী মহল্লা।

(আরতি)

গগনমৈ থাল্ রবচন্দ দীপক বনে, তারকা মণ্ডলা জনকমোতি।

ধূপমলিয়া নলো, পবন চবর করৈ, সগল বনরাই ফুলন্ত জোতী; কৈসী আরতী হোই ভবখণ্ডনা, তেরী আরতী, অনহতা সবদ বাজন্ত ভেরী। (রহাও)

সহস তব নৈন নন, নৈনহহি তোহিকউ সহস মূরতি ননা এক তোহী; সহসপদ বিমল নন, এক পদ গন্ধ বিনু সহস তব গন্ধইব চলত মোহী।

সভমহি জোত জোতহৈ সোই, তিসদে চানন সভি মহিচানন হোই; গুরু সাখীজোত্ পরগট হোই, জ্যোতিস ভবৈ সো আরতি হোই।

হরিচরণকমল মকরন্দ লোভিত, মনো অনদিনো মোহি আহী পিপাসা; কির্পা জলদেহ নানকে সারঙ্গ কউ হোই, জাতেতেরৈ নাই বাসা॥৮৫২॥ গুরু নানক।

কানেড়া—ঠুংরী।

তন্ মন্ সে যো ঈশ্বরকো জানে, মুমে প্রেমকি বাণী; কহে কবীরা শুন্ ভাই সাধু, উওহি সঁচ্চা জ্ঞানী।

মান্কা ফেরাকে জনম্ গোঁয়াই, ন গয়া মন্কা ফের, হাত্কে মান্কা ডারকে, আব্ মন্কা মান্কা ফের্।

মালা ফেরাকে হর্কো পাওয়েঁ, তোময় ফেরাওয়েঁ ঝাড়, জেরা পাথল্ পূজ্কে হরকো পাওয়েঁ, তোময় পূজে পাহাড়॥৮৫৩॥

তুলসীদাস।

পাহাড়ী—আদ্ধা।

তুঝ্ছে হাম্নে দিল্কো লাগায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়। এক তুঝ্কো আপনা পায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

সব্কি মকাঁ আওর দিল্ কি মকিঁ তু, কৌন্সা দিল্ হ্যায় যিস্মে নেহি তু; হরিয়েক্ দিল্ মে তুহি সমহায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

কয়সা মোলায়েক্ কয়সা ইন্সান্, কয়সা হিন্দু কয়সা মোসলমান; য্যায়সা চাহা তু নে বনায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

কাবামে কা আওর দয়েরমে কা, তেরে পরস্তিস্ হোয়েগী সব্ যাঁ; আগে তেরে শের সভোনে ঝুঁকায়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

আর্শসে লে ফর্স জমী তক্, আওর জমিসে আর্শ বরিঁতক্; যাঁহা ময় দেখা তুহি নজর আয়য়া, যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়।

সোঁচা সমঝা দেখা ভলা, তু ঐসা ন কৈ ঢুঁড় নিকালা, অব্ ইয়ে সমঝ্ মে ফকর কি আয়য়া, যো কুছ হ্যায় সে তুহি হ্যায় ॥৮৫৪॥

গুরু নানক।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ। একতালা।

তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী।

তু ব্রহ্ম হোঁ জীব, তু ঠাকুর হোঁ চেরো, তাত মাত গুরু সখা তু সববিধ হিত মেরো।

নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কোন্ মো সোঁ, মো সমান আরত নেহি, আর্ত্তিহর তুসোঁ।

তুহে মোহে নেত অনেক, মানিয়ে যো ভাওয়েঁ; যো তু তুলসী কৃপালু, চরণ শরণ পাওয়েঁ॥ ৮৫৫॥ তুলসীদাস।

আলেয়া—যৎ।

তু মেরে প্রাণ আধার। (প্রভুজী) নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেকবার জো বার। (প্রভুজী)

উঠত বৈঠত শোয়ত জাগত, এ মন তুঝেহি চিতারে; যো তুম কর, সোহি ফল হামারে, তুমি আগে সার। (প্রভুজী)

তু মেরে ওঠ বল বুদ্ধি ধন তুমহি, তু মেরে পরিবার; সুখ দুখ সব মন কি বরেথা, পেক নানক গুরু চরণার ॥৮৫৬॥

(প্রভুজী) গুরুনানক।

জয়জয়ন্তী—যৎ।

দরমা দে থাঁড়ে দরবারা।

তুঝ্ বিন্ সুরত কৌন্ লে হামারা, দরশন দিজে খোল কেওয়াড়া।

তুম ধন ধনী, উদার তেয়াগী, শ্রবণেন শুনিয়াত, সুযশ তোমারি; মাঙ্গ কিস্‌সে, আওর রঙ্গ সব দেখ, তুমহি মেরে নিস্তারা।

জনকন নামা, বিপ্র সুদামা, তেন্‌কো কৃপা ভঁই হো অপারা; কহত কবীর তু সমরথ দাতা, চার পদারথ দে ও নিস্তারা ॥৮৫৭॥ কবীর।

সুরট-মল্লার—যৎ।

নাম ন লেয়েৎ গোঁয়ারা। হরিকে কা শোচ্‌তা বারম্বারা।

দরশন করনা চাহিয়ে, তৌ দর্পণ মাজৎ রহিয়ে; যব্, দরপনমে লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাত্তে পাই।

পার উতারনা চাহিয়ে, তো খেঁওট সে মেল্ রহিয়ে; যব্ উতরি পাতরি পেয়া পারা, তো কাঁহা হাম্ কাঁহা খপৎ সংসারা।

দেখো কবীরজীকে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচ্‌কা তরণী; কা তরণীকা ফাঁন্দা ছুটে, তো রহস রহস যম্ লুটে ॥৮৫৮॥ কবীর।

ভয়রোঁ—একতালা।

ময় গোলাম ময় গোলাম ময় গোলাম তেরা।

তু দেওয়ান তু দেওয়ান তু দেওয়ান মেরা।

এক রোটী তে লঙ্গোটী দুয়ারে তেরে পাওঁয়া! ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেরা গাওঁয়া।

তু দেওয়ান মেহেরবান্ নাম তেরা মীরাঁ; অব্কি বার্ দে দিদার মেহের কর্ ফকীরাঁ।

তু দেওয়ান্ মেহেরবান্ নাম তেরে বারেয়া; দাস কবীর শরণে আয়া, চরণ লাকে তারেয়া ॥৮৫৯॥ কবীর।

কল্যাণ—একতালা।

মেরে মন এক নাম দুস্‌রা না কোই। দুস্‌রা না কোই প্রভু দুসরা না কোই।

প্রেমকী মথনিয়া নাথ ভক্তিসে বোলই, দধিমথ্ ঘৃত কাঢ় লিনা ছাঁচ পিউয়ে কোই।

অঁসুয়ান্ জল সিঁচ্ সিঁচ্ প্রেমবোল্ বোই; শাস্তন দিক্ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোই।

ময় যো চলি ভকত জান, জগত মোহে দেত তান্, হম্ যো প্রভু শরণ তেরি, তোনি হো সো হোই।৮৬০॥ অজ্ঞাত

কাফি—ঠুংরী।

সাঁচী প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি। তুম্ সঙ্গ যোড়ি, আওর সঙ্গ তোড়ি।

যো তুম বাদল্ তো হাম্ মোরা, যো তুম্ চন্দ্র হাম্ ভয়ে জী চকোরা।

যো তুম্ দেউরা তো হাম্ বাতি, যো তুম্ তীরথ তো হাম যাত্রা।
যাঁহা যাঁউ তাঁহা তেরে হি সেবা, তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা;
তুম্ তাহার ভজন কাটে পাপ ফাঁসা, ভক্তিহেতু গাওয়ে রবিদাসা ॥৮৬১॥

রবিদাস

মুলতান।—আড়াঠেকা।

বিরথা কহুঁ কৌন্সি মন্কি।
লোভ গ্রাস দশহুঁ দিশ্ ধাবত, আশা লাগে ধন্ কি।
সুখ্কা হেতু বহুৎ দুখ পাওয়ত, সেবা করত জন্ জন্কী; দ্বারে দ্বারে সোয়ান্ জেন ডোলত, নহি শুধু হরি ভজন কি।
মনুখ জনম অকারণ খোওয়াত, লাজ না লাগে লোক হাঁসন্ কি; নানক হরি গুণ কেঁও নেহি গাও তে, কুমতি বিনাশ মন্ কি ॥৮৬২॥

গুরু নানক

পাহাড়ী।—আদ্ধা।

মোকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, ময়তো তেরে পাস্ মো।
ন হোঁয়ে মো ঝগ্ড়ি বিগ্ড়ি, ন ছুরি গড়াস্ মো, ন হোঁয়ে মো থাল্ রোমমে, ন হাড্ডি ন মাস্ মো।
ন দেবলমো ন মস্জিদ্মো, ন কাশী কৈলাসমো, ন হোঁয়ে ময় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট্ বিশ্বাসমো।
ন হোঁয়ে ময় ক্রিয়া করমমো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাসমো, খোঁজেগা তো আ মিলুঙ্গা; পল্ ভর্কে তলাস্মো।

সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুটিয়া মেরি মৌয়াস্‌মো, কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব্‌ সন্তন কি সাথ্‌মো ॥৮৬৩॥ কবীর

জয়জয়ন্তী—যৎ।

যেঁও জান ভেঁও তারো স্বামী। ময় কুটিল খল কপট কামী।
জপ তপ নেম শুচ সংযম, এন বিধ নেহি ছুটে কার স্বামী; গরদ ঘোর তু অন্ধ সে কাঢ়ো, নানক নজর নেহার স্বামী ॥৮৬৪॥ গুরু নানক।

টোড়ি—তেতালা।

অব তৈঁ ভোর ভজ হরিনাম। কর প্রভুজীকে পর্‌ণাম।
হরি চরণামৃত পুণ্যগঙ্গা নীর্‌মে কর অস্নান; ধরো ধ্যান যো চিদ্‌ঘন মূরত, যোগিজন প্রাণারাম।
সাধু সন্তজন চরিত সুধারস পিও ভাই অবিরাম; পান ভোজন যেঁউ সহজ সাধন, ত্যায়সা হি ধরম বিধান।
কহে প্রেম দাস প্রেমসে নিশি দিন, গাও পেয়ারে হরি নাম; হরি অন্ন জল, তেজ বুদ্ধি বল, হরিপদ স্বরগ ধাম ॥৮৬৫॥
ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ইয়ে জগ্‌ দরশন কি মেলা হ্যায়। যো তু আয়ও ইহাঁ কুছ দেখ্‌ ফের্‌, হাঁস্‌, জোর বোল্‌ বাতা লে; পর্‌ এৎনা কহনা মন্‌ মেরা, যো করনা-হো সো জল্‌দী কর্‌, টুক দের্‌ নেহি ইয়ে দম্‌কি, আওর জেয়াদা নেহি মন্‌জিলা হ্যায়।

দিল্ ভর্ দেখ্ সঙ্কোচ-মতি, ইয়ে মূরৎমে কেয়া সূরৎ হ্যায়; ইস বুঁদো জিস দরিয়া কি, উহ্‌াই কি উঁহা মিল্ যাওয়েগী; ন টণ্ঠা হ্যায় ন বখেড়া হ্যায় ন ঝমেলা হ্যায়।

কোই বাপ্ বনা কোই বেটা, কোই চাচা ভাতিজা কহ্‌লাওয়ে হেঁ; কোই মিঞা আপনেকো জানে, কোই দাস্ আপনেকো মানে, কোই পীর মুরিদ্ কহলাওয়ে হেঁ, কোই গুরু কোই চেলা হ্যায়॥
ধন্ত উয়ো কারীগর্‌কো, যিস্‌নে সব্ কুছ্ বনায়া) ॥৮৬৬॥ তুলসী দাস।

গজল।

দিল্ মেরা জখম্ হো গয়া রে। অ্যায়সা হ্যায় প্রভুজী কা প্রেম, ময় কা কহুঁ রে।

দুস্‌রা রাস্তা আওর, আতা নেহি নজর মে, চল্‌নেকি ভি তাকৎ হ্যায় নেহি রে।

শুন্ কর্ উন্‌কী মধুর বাণী, ঈশা মসি সারে জেন্দেগানী; পাপী গুণাগারকে লিয়ে রোত্ রহি রে।

দেখ্ কর্ উন্‌কী প্রেমকী মুরতি, উদাস্ হুয়া শচী-নন্দনরে; পিয়া পিলায়া হরিপ্রেম সুধা, আপনে ভয়া মাতোয়ারা রে।

ভুলায় দিয়া মেরা শোচ্ বিচারা, ছিন্ লিয়া যো কুছ্ থা হামারা; প্রেমসমুদ্রমে ডুব্ গয়া, প্রেমদাস বেচারা রে ॥৮৬৭॥ ত্রৈ, না, সা,

কাফিসিন্ধু—যৎ।

দেখো ভাই নওবিধান দরবারা। লুট্ পড়ি হরিপ্রেম ভাণ্ডারা।
কাহে করত আব্ ঝুঁট্ বিচারা, লুট্‌লে সাধু যো প্রেমপেয়ারা।
জনক নানক ঈশা শাক্য মহম্মদ, বিত্‌নে ভকত লুটেরা; সব কোই মিলত, হাসত খেলত, প্রেম সে হো মাতোয়ারা।

মোহ আঁধারমে বৈঠে ভ্রান্ত জীব করত টণ্ঠা বখেড়া, ভেদ-জ্ঞান অভিমান ছোড় কে পি-লে প্রেম-মদ থোড়া; অমৃত বেলা বহা যাত শুন ন, বাজত প্রেমঢেণ্ডোরা, হরির প্রেম বিনু নহি কুছ জগ্‌মে, কহে প্রেমদাস বেচারা ॥৮৬৮॥ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

খাম্বাজ—একতালা।

নাম সিমারি নাম সিমার, এহি তেরা কাম হ্যায়।

মায়া কুসঙ্গ ত্যাগ, প্রভুজিকে শরণ লাগ্, জগৎসুখ মান মিথ্যা ঝুঁঠোহি সব সাজ হ্যায়।

স্বপনে জেঁউ ধন পছান্, কাহে পর করত মান, বালুকী ভিৎ যায়সা, বসুধা কো রাজ হ্যায়।

নানক জন কহত বাৎ, বিন্‌সে যায় তেরো গাৎ, ছিন্ ছিন্ কর গ্যাও কাল, ত্যায়সে যাত আজ হ্যায় ॥৮৬৯॥ গুরু নানক।

দেশ—কাওয়ালী।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ। আরে কাহা ভি নেহি উন্‌কে কোই সমান।

শ্বেত না পীত না রক্ত না কায়া, সকল সৃষ্টি-রচ সে প্রভু হামারা; এক ব্রহ্মকো হৃদে ধর ধ্যান ॥৮৭০॥ গুরু নানক।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

প্রভুজী অ্যায়সো নাম তুমারো। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনা, সকল করত নমস্কার।

জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাচত চরণার বার; সাধুসঙ্গ
নানক বুধ পাই, হরিকীর্ত্তন জীউআধার ॥৮৭১॥

গুরু নানক।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

বিসার গই সব তত্ব পরাই।
যব্ সাধুসঙ্গ ময় পাই।
নেহি কই বয়রি, নেহি বেগানা, সকল সঙ্গ হাম্‌রি বনি আই।
যো প্রভু কি না, সো ভলা কর্ মান্‌না, ইয়েহি সুমতি সাধুতে পাই;
সভমে রমো রহা প্রভু একো, পেক্ পেক্ নানক বিগশাই ॥৮৭২॥

গুরু নানক।

ঝিঁঝিট—একতালা।

দীননাথ দীনবন্ধু, করুণা নিধি প্রেমসিন্ধু, সর্ব্বানন্দ পূর্ণব্রহ্ম মেরি ওর হেরুহো।

মেরো গতি তেরো হাত, কৃপা কর বিশ্বনাথ, হোঁ অনাথ গত হাত, জানো মোহি চেরোহো।

জানো নেহি ভক্তি ভাও, যোগজ্ঞান তপ্ উপাও, নেহি বৈরাগ প্রেম ধ্যান এক শরণ তেরো হো।

মেরো মতি অতি মলিন, সব প্রকার হোঁ মযদীন, সাহেব তুম্ ময় অধিন, বিনয়োঁ কর-জোড়ি হো।

পাপী অঘরূপ মূল, সর্ব্বপ্রকার অসুর তুল, কৃপা করো মোপ ভুল, মেটো দুখ মেরো হো ॥৮৭৩॥ অজ্ঞাত

কাফি—ঝাঁপতাল।

হৃদিকমল্‌মে, হরি কর বিহারো।
করুণা নয়নসে অধম্‌কো নেহারো।
তুঝ্‌ দরশন বিনু সব অন্ধকার; দেখাও প্রসন্ন মুখ বারম্বার।
অ্যায় মেরে স্বামী, অন্তরযামী, দর্শন পিয়াসা নিবারো; হর্‌ লেও তন্‌ মন্‌ প্রাণ জীবন কো, কর্‌লে সকল অধিকার ॥৮৭৪॥

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

খাম্বাজ মিশ্র—কাহার্‌বা।

রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কি সাঁচ্চা রাখো জী।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহো, দুনিয়া দারী দেখো জী।
জব্‌ যেসা তব্‌ তেসা হোয়ে, সদা মগন মে রহেনা জী; মাট্টিমে উয়া বদন বনি হ্যায়. ইয়াদ হরদম রাখ্‌না জী।
যব্‌ তক্‌ সেকো ফরক্‌ রহো ভাই, যিস্‌ যিস্‌ কাম্‌মে মানা জী; কেয়া জানে কব্‌ দম ছুটেগা, উস্‌কা নেই ঠিকানা জী।
দুস্‌মন তেরা সাথ ফিরতা, দেখো ভাই যব সেকো জী; দুসমনসে বাঁচানে ওয়ালে, উন্‌ বিন্‌ হ্যায় নেই একো জী ॥৮৭৫॥

মহারাজা বিজয়চন্দ্‌, বর্দ্ধমান।

কর্ণাট-কামোদ।

সবহুঁ নাচত, সবহুঁ গায়ত, সবহুঁ আনন্দে বাঁধিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে বেকত গৌর কান্তিয়া।
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত, চলত কত কত ভাতিঁয়া।

বচন গদ গদ মধুর হাসত, খসত মোতিম পাতিঁয়া।
পতিত কোলে করি, কেলত হরি হরি, দেয়তপুনঃ যাচিয়া।
অরুণ-লোচনে, বরুণ ঝরতহি, এ তিন্ ভুবন ভাসিয়া।
এসুখ সাগরে সুবধ জগজন, মুগ্ধ ইহ দিন রাতিয়া।
গোবিন্দদাস রোয়ত অনুক্ষণ, বিন্দুকনা আধ লাগিয়া ॥৮৭৬॥

গোবিন্দ দাস

ভজন—কাহারবা।

ইস্‌কো উস্‌কো বুরা ন মানো, আপ্‌নেকো ঠিক রাখো জী।
এ দুনিয়ামে সবই হ্যায় ঝুঁটা, এক মুঠা খাক্ জী।
দুনিয়া দুনিয়া কাহে মিঞা, কহতে হো তু হরদম জী; দম্ ছুটেগা মাট্টি হোয়েগা, রহেগা এক ওহি মৌলা জী ॥৮৭৭॥

মাহারাজা বিজয়চন্দ্ বর্দ্ধমান।

জয়জয়ন্তী চৌতাল।

(পিয়ারে) তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু, তুহি শেষ তুহি মহেশ; তুহি আদি তুহি নাদ, তুহি অনাদ তুহি গণেশ।

জল স্থল মরুত ব্যোম, তুহি আকার জম সোম; তুহি ওঁকার তুহি মকার নিরংকার তুহি ধনেশ।

তুহি বেদ তুহি পুরাণ, তুহি হদিশ তুহি কোরাণ, তুহি ধ্যান তুহি জ্ঞান, তুহি ভুবনেশ;—তান্‌সেন কহে বয়াণ, তুহি দিন তুহি অয়ন, তুহি ঘড়ি পলছন, তুহি বরুণ তুহি দিনেশ ॥৮৭৮॥ তানসেন।

যোগিয়া মিশ্র—কাহারবা।

মনুয়া ভজ্‌লে সীতারাম।

ভজলে সীতারাম মনুয়া কাহেনা জপলে নাম।

দিন দিয়াজি হরি গুণ গাওয়ে গুরুদিয়া যো নাম।

রাম গড়্‌কে বৈঠে রামজী সব্‌কি মজুরা লিজে; যো য্যায়সা নকরী করেগা উন্‌কো ত্যায়সা দিজে।

লেড়কা বালা লালন পালন, তেন্‌ কি দুধ পিলাওয়ে; মরণ কাল্‌মে শরণলেকে বাবাকর্‌ বোলাওয়ে।

এক নরভুলে দোনর ভূলে, ভুলে জগৎ সংসার; যান গুন্‌কে যো নর ভুলে, উন্‌কে নেহি পার ॥৮৭৯॥

তুলসী দাস ॥

ভৈরবী—চৌতাল।

তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু, তুহি রুদ্র, তুহি শক্তি তুহি গণেশ তুহি সোর (সুর) তুহি জল তুহি থল তুহি পবন তুহি আকাশ, তুহি অধুরা তুহি পূরা।

তুহি শৈল তুহি আলবেল, তুহি রোত তহি হাঁসত; তুহি উঠত, তুহি বৈঠত চলত তুহি দূর।

তান্‌ সেন্‌কে প্রভু একহি, অনেক হোয়ত জগমে ব্যাপ রহে হুজুর ॥৮৮০॥ তান্‌সেন ॥

যোগিয়া—ছিবকা।

আব্‌ দিনথোড়ি রহি রহনা। আবহু সামারো, মনকো রারো, কর্‌ নামকা রটনা।

পূরব সুকৃত দুরিত অনুসারে, দুখ সুখ অব সব সহনা; বৃথা শোচ কুচ কাম না আওয়ে, ভোগ বিনা নাহি মিটনা।

সকল জনম ধন ধান্ধা ধায়ো, মন তন সুখ আপনা; সো দেহ অব শিথিল হোতি হ্যায়, নিতি নিতি হোতি হ্যায় ভগনা।

যব তোম আয়ো গর্ভবাস্‌মে, দুখ তায় বহুত বাখানা; অব পড়ত ভূম, সব ভূল, গ্যায়োহো খেল মেলমে মিলনা।

উও দিনকো অব নিকট সমঝনা, তোড় ছোড় সব ছলনা;
প্রেমদাস সুন্দর মুরখ হ্যায়, কহ না হ্যায়, নাহি করনা ॥৮৮১॥
ত্রৈ, না, সা।

ঝিঁঝিট—ঠুংরী।

পিলেরে অবধু হো মাতোয়ারা, পেয়ালা প্রেম হরিরসকা রে।

বাল্ অবস্থা খেল গোয়াঞী, তরুণ ভেয়ো নারীবশ্‌কারে; বৃদ্ধ ভেয়ো কফ্ বায়ুনে ঘেরা, পড়া রহে নাহি যা মস্কারে।

পাপ পুণ্য দো ভুগতন্ আয়ো, কৌন্ তেরা তু হ্যায় কিস্‌কা রে; যো দম্ জীয়ে হর্‌কে গুণ গায় লে, ধন যৌবন স্বপ্না নিশিকা রে।

নাভকমল মে হ্যায় কস্তুরি, ক্যায়সে ভরম মিটে পশুকা রে; বিন্ সৎ গুরু নর অ্যায়সে ডোলে, য্যায়সে মৃগ্‌ফেরে বনকা রে ॥৮৮২॥ অজ্ঞাত

কানেড়া—ঠুঁরী।

হরি সে লাগ্ রহো রে ভাই।

তু বনত্ বনত্ বনি যাই, (আরে) তেরা বিগড়ি বাত্ বনি যাই, তেরা ঘসড় ফসড় মিটি যাই।

অন্ধা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই; সুগা পড়াকে গণিকা তা'রে তারে মিরা বাই। (আরে)

দৌলৎ দুনিয়া, মাল্ খাজানা, বণিয়া বয়েল চরাই; এক বাৎকে টণ্ঠা লাগে, তো খোঁজ খবর না পাই।

আয়সি ভক্তি কর্ ঘট ভিতর, ছোড় কপট্ চতুরাই; সেবা বন্দ্গী আউর অধীন্তা সহজে মিলি গোসাঞী ॥৮৮৩॥ অজ্ঞাত।

কানেড়া—কাওয়ালী।

শুদ্ধকর মেরা মন্কো প্রভুজী।

পাপীমন হামারা রোখ তো না রোখে, ধীর ধরে নহি সিন্ কো।

রায়েন্ দিন মায়াবশ ভটকাত, শোচ্না জরা মরণ কো; ধনকে লিয়ে ত্যাগ আপ্না গৌরব, দাস ভয়ো জন্ জন্কো।

হোওয়ে অচেত্ পাপ করম্ মে, দিও নিজ তন্কো; অমৃত পদারথ ত্যাগ কর্ পান কর্ তাঁহু পাপ জহরকো—কবহুঁ না আপ্ সে ব্যাকুল হো কর, ধায় চিত্ত তেরি শরণ কো ॥৮৮৪॥ অজ্ঞাত

❋ (১) নগর সঙ্কীর্ত্তন। * ❋

অষ্টাত্রিংশ মাঘোৎসব।

শকাব্দা ১৭৮৯ সন ১২৭৪ ইং ১৮৬৮ সাল।

১১ই মাঘ ইং ২৪শে জানুয়ারি শুক্রবার, অমাবস্যা।

তোরা আয় রে ভাই! অ্যাত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান; নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন, পাপ তাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।

দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান, ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ; খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন, সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় দুঃখী ধনী মূর্খ জ্ঞানী সকলে সমান।

নর নারী সাধারণের সমান অধিকার, যা'র আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জা'ত বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে, স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্তে আইল, কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিন্ধুপার; তোরা আয় রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়, পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

অ্যাকান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার, সংসারের মিছে মায়ায় ভুলনা রে আর।

চল সবে যাই, বিলম্বে কায নাই, দীননাথের লই গিয়ে শরণ; হৃদয় মাঝে হৃদয়নাথে কর দরশন; ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা, প্রভুর কৃপা গুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধাম ॥৮৮৫॥ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

---

* ব্রাহ্মসমাজ এই প্রথম নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। প্রঃ

উনচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(২) নগর সঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯০ শক। ইং ১৮৬৯ সাল।

দয়াময় নাম, বল রসনায় অবিশ্রাম, জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।

জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁ'র চরণে, বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে।

সেই দীননাথ পাপীর গতি কাঙ্গালের জীবন, নিরুপায়ের উপায়, তিনি অধমতারণ; দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁ'র নাম সঙ্কীর্ত্তন, নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দ ধামে।

সুধামাখা দয়াল নাম কর রে গ্রহণ, পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ; থাকো চিরদিন ভক্ত হ'য়ে, এ নাম রাখো গেঁথে হৃদয়ে, (ছেড়না রে) স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে।

ত্থাখ ত্থাখ, চেয়ে ত্থাখ পিতা দাঁড়া'য়ে দ্বারে, ডাক্'ছেন মধুর স্বরে স্নেহভরে প্রেমামৃত লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে, চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে।

মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেম সিন্ধু উথলে; এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন, এ নাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ মনে ॥৮৮৬॥ ত্রৈ, না, সা।

চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৩) নগর সঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯১ শক। ইং ১৮৭০ সাল।

ডাকো দীনবন্ধু ব'লে, হৃদয় খুলে, ভাই সকলে মিলে; বৃথা দিন যায় চ'লে, (রে) আর থেকনা সেই সুহৃদে ভুলে; বেঁচে আছ যাঁ'র কৃপাবলে।

মোহনিদ্রা পরিহরি কর দরশন, পিতার দয়াগুণে কত পাপী পাইল জীবন ; আর বিলম্ব ক'রনা, অ্যামন দিন আর হবেনা, চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের চরণকমলে।

উঠে গ্যাখো ওহে ভারতবাসিগণ, ক'রে জগত আলো প্রকাশিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র কিরণ ; প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হ'ল, ত্বরায় চল চল, সময় ব'য়ে গ্যাল, তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।

যদি চাহরে পরিত্রাণ এ পাপ জীবনে,তবে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকো সেই দীনশরণে ; অগতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাণধন, বিপদ ভঞ্জন, গ্যান দরশন কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।

দয়াময় নাম করিয়ে কীর্ত্তন, চল যাই আনন্দ ধামে ; (রে) এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন আছে। যে নামের গুণে, হয় প্রেম উদয় পাষাণ মনে। তা'কি জাননা রে, সে নামের যে কত মহিমা।

কর সাধন, ব্রহ্মেরি চরণ, যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন ; হৃদয় হবে রে নির্ম্মল, জনম সফল, পাবে ধর্ম্মবল, পিতার করুণায় পাইবে নব-জীবন।

করি মিনতি পায়ে ধরি, শুন ওরে ভাই, থাকিতে সময় লও রে আশ্রয়, পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে ॥৮৮৭॥ ত্রৈ, না, সা।

একচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৪) নগর সঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯২ শক। ইং ১৮৭১ সাল।

ভাই চিরদিন, হ'য়ে পাপে মলিন রহিবে ক্যামনে।

জনম সফল কর, কর রে অ্যাখন, প্রভুর চরণ সেবনে।

আর নিরুদ্দেশে ক'রনা ভ্রমণ, দয়াময় নাম মহামন্ত্র কর রে গ্রহণ ;

এই অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকনা প্রাণেশ্বরে, হইওনা বঞ্চিত নামামৃত সুধারস্ পানে।

জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন, বিশ্বাসনয়নে ব্রহ্ম কর দরশন, জীবে দয়া, নামে ভক্তি, কর এই সার, (ওরে মন আমার) সে শ্রীপদে ভক্ত হ'য়ে থাকো অনিবার, (ওরে মন আমার) পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে, সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মনঃ প্রাণে।

উঠ হে হ্যার নয়নে, জগত মাতিল প্রেমে, ঐ শোন বাজে জয় ভেরি; দয়াময় নামের হে, দেশ দেশান্তরে হে, মহাসাগর-পারে; উড়িছে নিশান ব্রহ্ম-কৃপা-হিল্লোলে; চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে নিরখি সেই প্রেম আননে।

প্রেম ভক্তি যোগে বিভুর কর অর্চ্চনা, পাবে পরিত্রাণ, পাশরিবে ভবের যন্ত্রণা।

আছে কি সুখ জীবনে প্রাণসখা বিনে; কর হৃদয় মন, (আর কি ভাখ ভাখ রে) সমর্পণ, দীননাথের শ্রীচরণে। থাকো দাস হ'য়ে, (এ জনমের মত) চিরকাল, দীননাথের শ্রীচরণে।

এস আজি আনন্দে মাতি নাম কীর্ত্তনে॥ ৮৮৮॥ ত্রৈ, না, সা।

দ্বাচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৫) নগর সঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৩ শক। ইং ১৮৭২ সাল।

আজি গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে, নগরে মধুর ব্রহ্মনাম; যে নাম গানে মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চারে।

ভাব যোগানন্দে, প্রভুর পদারবিন্দে, আকাঙ্ক্ষ হৃদয় মন্দিরে; যাঁ'র কটাক্ষে মহাপাতকী ত'রে।

ও সেই মহামন্ত্র, দয়াময় নাম কর সাধনা; ভবে সাধন বিনা সে ধন মেলেনা, কর সাধন পূর্ণ হবে মনস্কামনা।

ওরে রসনা, ক্যামন বাসনা, অ্যামন দয়াল নামে মজ্‌লেনা রে। ওরে দেবতার দুর্ল্লভ সে নাম, হয় অনন্ত যাঁ'র মহিমা।

এস নর নারী সকলে, পবিত্র ভাবে মিলে, পূজি নিরন্তর আনন্দে জগদীশ্বরে।

ত্যজে স্বার্থ অহঙ্কার, কর হে প্রেম বিস্তার, বদ্ধ হ'য়ে অ্যাক পরিবারে হে; ও ভাই শান্তিনিকেতনে যদি ক'রবে গমন, কর সব বিবাদ ভঞ্জন, ভাই ভগ্নী সনে, সরল মনে, কর আগে সম্মিলন।

ও ভাই! ত্বরায় চল দিন তো ফুরালো (কোন্ দিন কি হবে রে) গিয়ে দয়াময়ের পুণ্যালয়ে, জুড়াইগে জনমের মতন। হায়! কত আছি যে অপরাধী, পিতার চরণে জন্মাবধি, পাপ অশান্তি এনে তাঁ'র সংসারে।

সাধ মনে গিয়ে প্রেমধামে; হেরিব নয়নে, পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে; ও সেই অপরূপ রূপমাধুরী, নিরখিব প্রাণভরি রে ভকত-মণ্ডলীর মাঝারে; (পিতার পরিবারে হে) (কিবা শোভা মরি হে)

এবার দ্যাখাও নাথ সে আনন্দধাম; রাখো শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেমডোরে ॥৮৮৯॥ ত্রৈ, না, সা।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৬) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৪ শক। ইং ১৮৭৩ সাল।

কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা, ওরে রসনা, ছাড়িয়ে সব অসার কল্পনা।

যাঁ'র গুণ গানে শ্রবণে, পুণ্য শান্তি হয় মনে, দূরে যায় পাপ যন্ত্রণা; ভবে তিনি বিহনে ত্রাণ আর পাবেনা।

অ্যাক প্রভু যিনি এই বিশ্বমাঝারে, ভক্তিভাবে ওহে জীব ডাকো তাঁহারে; জগদ্গুরু জ্ঞানদাতা তিনি হে পরম দেবতা, পরিত্রাতা ভব সাগরে; সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।

নাই আর অন্য পথ মোক্ষ ধামে যেতে হে, ভক্তবৃন্দের পদচিহ্ন চেয়ে দ্যাখ হে; ভ্রান্ত মত পরিহরি, এস সব নর নারী, কৃতাঞ্জলী হ'য়ে অ্যাক বার ডাকি হে; (ও ভাই) দয়াময় ব'লে, প্রাণ শীতল হবে।

মায়ার ছলনে, সুখ সেবনে, ভুলে কত দিন আর থাক্‌বে বল; (সে হৃদয় ধনে) হ'য়ে ষড় রিপুর (রিপুর) বশীভূত, হ'ল দিনে দিনে দিন গত; (রে অবোধ মন) ভজন সাধন কিছুই হ'লনা রে, আর শুননা পাপের কুমন্ত্রনা।

হায়! অ্যামন দিন কি হবে, জগদ্বাসী সবে, প্রেম উপহারে, (দয়াল পিতা ব'লে হে) ঘরে ঘরে, জগদীশ্বরে পূজিবে; ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিব তাঁহারে, সকলে মিলে বন্ধুভাবে (অ্যাক হৃদয় হ'য়ে) করি কাতরে করযোড়ে, ভিক্ষা নাথ তোমার দ্বারে, শীঘ্র পূরাও আমাদের এই বাসনা॥৮৯০॥ ত্রৈ, না, না।

চতুশ্চত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৭) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৫শক। ইং ১৮৭৪ সাল।

বল্‌ রে, তোরা বল্‌ রে ভক্তিভরে, দয়াময় নাম দিনান্তে অ্যাক বার রে।

ত্যজি দুরাচার অহঙ্কার, কর প্রভুর নামমাত্র সার; জীবের

পরমগতি চরম সাধন, নাম শ্রবণ কীর্ত্তন, যা'তে ব্রহ্মপদ লভি পাপী জীবন্মুক্ত হয় রে।

মোদের দীন দেখিয়ে, অমিয় মাখিয়ে, দয়াল নাম—পিতা ধরাতলে ক'র্‌লেন প্রচার; নামের মহিমাতে, জগৎ মাতে, বহে প্রেম অনিবার। দেখে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান, বিনাশিতে সব মোহ অন্ধকার। এই পাপ জীবনে, দয়াল পিতা বিনে, বল কিসে হই নিস্তার।

এ তো নয় রে সামান্য সাধন। যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম অধমতারণ, তিনি নামেতে বিরাজমান রে। (ডেকে ত্থাথ্ ত্থাথ্ অ্যাকবার, দয়াল ব'লে যদি দেখবি তাঁ'রে) ওরে তাই নামের অ্যাত মহিমা রে।

এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেমডোরে হে। হ'য়ে সবে অ্যাক প্রাণ, করি তাঁ'র নাম গান, প্রেম পরিবারের মাঝারে। পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধ'রে কাঁদি যদি রে মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুঃখ রবেনা রবেনা আর)

অ্যাকবার দয়াময় দয়াময় দয়াময়, ব'লে ডাকি অ্যাক তানে। গাই সবে আনন্দে ভাই, আনন্দময় নাম রে; আনন্দে দুবাহু তুলে যাই আনন্দ-ধাম রে। এ ভব গহন বন, রিপুময় স্থান রে; অ্যাকাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে।

থেকনা আর অন্ধ হ'য়ে, দিব্য চোক্ষে ত্থাথ চেয়ে, সেই নামের গুণে পাপী জনে আনন্দে মাতিল রে ॥৮৯১॥ ত্রৈ, না, সা।

পঞ্চচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৮) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৬ শক। ইং ১৮৭৫ সাল।

জয় ব্রহ্ম জয়, বল্ সবে ভাই আনন্দ মনে; তোরা বল্ রে ও নগরবাসী; দয়াময়ের জয়, সম্পদ বিপদে রে।

বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নাম, যা'তে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।

ক'রে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী, চল যাই সেই অমৃতনিকেতনে। সংসার সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে, ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে; ওঠ ওঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্মে স্মরি, প্রেমালোক দ্যাখো প্রেমনয়নে। প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে, বিধাতার মঙ্গল বিধানে তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁ'র নাম, মত্ত হ'য়ে ব্রহ্মানন্দরস পানে।

আশায় বাঁধি হৃদয় জয় ব্রহ্ম ব'লে, ব্রহ্মকৃপা স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে।

প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়, অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে—(অ্যাক দিন হবেই হবে প্রেমময়ের প্রেমের জয়)।

রে অধীর মূঢ় মন তোর ভাবনা কিরে। (পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তোর ভাবনা কিরে) নাম সাধন কর। (বৈর্য্যাবলম্বণ ক'রে, নাম সাধন কর) (সাধিলে নিশ্চয় পাবে, (নাম সাধন কর) (সাধনে সিদ্ধ হইবে, (নাম সাধন কর) শান্তি সুধাপানে বঞ্চিত হবেনা রে, যা' করিতে হয় কর মিছে আর কেঁদনা রে। (কপট ক্রন্দনে কি হবে বল) নাম সাধন কর, দেহ মন প্রাণদিয়ে নাম সাধন কর।

নামরসে না মাতিলে, (দয়াল) প্রেমে পাগল না হ'লে, ও ভাই কিছুতেই কিছু হবেনা রে; (নাম রসে না মাতিলে) ও ভাই কথায়

কিছু হবেনা রে (প্রাণ দিতে হবে) সামান্য সাধনে হবেনা রে। (নাম রসে না মাতিলে)

আমি দেখিলাম অনেক ক'রে, কিছুতেই পাপ যায়না রে। (প্রেমে মত্ত না হইলে) *আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে, পাপের জ্বালা যায় চলে।

সুধামাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয় রে ॥৮৯২॥ত্রৈ, না, সা।

ষষ্ঠচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(৯) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৭ শক ইং ১৮৭৬ সাল।

ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী, দীনবন্ধু, পতিতপাবন। কাঙ্গাল পানে প্রেমনয়নে, চাও হে অ্যাকবার; অ্যাক বিন্দু ভক্তিসুধা, কর হে বিতরণ।

আমি আপন করমদোষে, বন্দী হ'য়ে মায়াপাশে, পাইলাম কতই যাতনা; (তোমায় না ভজিয়ে হে) অ্যাখন কাতরে করি মিনতি, দাও আমারে সুমতি, য্যান ও চরণে প'ড়ে থাকি; (আশায় বুক বেঁধে হে)—ত্যজিয়ে সংসারবাসনা, হ'য়ে বৈরাগী, করি সদা তোমার গুণকীর্ত্তন।

পিপাসিত মম হৃদয়, কর হে সুধা বরষণ। (নাথ) নবজলধর তুমি, তৃষিত চাতক আমি, বিষয়-বারি-পানে, বাঁচিব ক্যামনে, ওহে হৃদয়ের স্বামী। তুমি প্রেম শশধর, আমি ক্ষুধিত চকোর; তব সহবাসে, মনের উল্লাসে করিব সুখে বিহার। অপরূপ রসমাধুরী, ভকত চিত্তহারী; পান করিব, প্রাণ জুড়া'ব, হেরিব নয়ন ভরি। মিলে

---

* শেষটুকু আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রঃ

ভক্তগণ সঙ্গে, ম'জে সৎপ্রসঙ্গে, হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব ভক্তি-রসরঙ্গে। (সে দিন কবে বা হবে) (আমার)

হায় কবে যাব প্রেমধামে, মাতিব প্রেমে হে। (সাধুসঙ্গে মিলে হে) ভরসা তোমারই কৃপা প্রাণের সম্বল, আমিতো নাথ জানিনে ভজন সাধন ॥৮৯৩॥ ত্রৈ, না, সা।

সপ্তচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(১০) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৮ শক। ইং ১৮৭৭ সাল।

দয়াময় নাম বল, রে অ্যাকবার। ও জীব বল বল রে,—বলরে, আজ মনের আনন্দেরে—সবে মিলে ভক্তিভরে রে।

মুখে দিবানিশি দয়াল বল, এ নাম বল্‌তে বল্‌তে, প্রাণ গেলেও ভাল থাক্‌লেও ভাল। (বল রে)

ও ভাই মনে ভেবে দ্যাখ, সব মায়ার বিকার, ধন মান পরিজন কেহ নহে কা'র। (সঙ্গে যাবেনা যাবেনা) (তবে ক্যানই বা ভোল রে, সব জেনে শুনে) ভক্তিযোগে কর দয়াময় নামসাধন, নামে মুক্তি, নামে হইবে ভব পার।

দয়াময় নাম সঙ্কীর্ত্তনে, মাতো আজ বন্ধুগণে, নামামৃত রস কর পান, (প্রাণ ভরিয়ে হে) দয়াময় নাম সুধাসিন্ধু, পান কর তা'র অ্যাকবিন্দু, হবে সব দুঃখ অবসান; অসার সংসারমাঝে, নাম বিনে আর কি ধন আছে, নাম জপ, নাম কর ধ্যান; (শয়নে স্বপনে) ভকতমণ্ডলী মাঝে, দেখিয়ে হৃদয়রাজে, সদানন্দে কর সুধাপান। নাম ধ্যান, নাম জ্ঞান, নামামৃত রস পান, নামমালা কর কণ্ঠহার।

চল যাই আনন্দধামে, সাধুসঙ্গে মিলে হে। প্রেমময়ের চরণতলে লইগে আশ্রয়, ভক্তসঙ্গে দেখি তাঁ'র লীলাবিহার ॥৮৯৪॥ ত্রৈ, না, সা॥

অষ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব।

(১১) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৭৯৯ শক। ইং ১৮৭৮ সাল।

ভকতবৎসল হরি পদাম্বুজে, মজ মজ ও রে মন।

ত্যজে অভিমান, হও তৃণ সমান, কর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।

ও মন বিষয়বাসনা ছাড়ি কর গৃহধর্ম্ম, পরিবার মাঝে নিত্য ভজ পরব্রহ্ম, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে থাকো প্রজা হ'য়ে, পাপ ভয় নাহি রবে পাইবে নবজীবন।

পরম যতনে, হৃদিসিংহাসনে, বসা'য়ে হৃদয়নাথে; হ'য়ে কৃতাঞ্জলি দাও প্রেমাঞ্জলি, তাঁহার মঙ্গল পদে; (সকলে মিলে)

প্রতি পরিবারে, ভক্তি উপহারে, সাজায়ে তাঁ'র চরণ; হ'য়ে দণ্ডবৎ, কর প্রণিপাত, সফল হবে জনম। (চরণ সেবায়)

ও ভাই এই তো স্বর্গের ছবি, হেরিলে জুড়ায় আঁখি, প্রেমানন্দে উথলে হৃদয়; (শোভা নিরখিয়ে) কিবা যুবা বৃদ্ধ নরনারী, ব্রহ্মপাদপীঠ ঘেরি, করে স্তব মধুর বচনে; (শুনে প্রাণ শীতল হয় রে) প্রেম গদাগদ ভরে, হরিগুণ গান করে, প্রেমধারা বহে দুনয়নে (আহা কিবা শোভা রে)

এস ভাই চল যাই ত্বরা ক'রে ঐ পুণ্যধামে। প্রেমেতে রঞ্জিত সব মানবসন্তান রে, বিরাজিত ব্রহ্মজ্যোতি তা'দের প্রেমাননে। দেখে চিদানন্দময় সকল সংসারে, মাতিব আনন্দে সবে প্রেমময়ের প্রেমে।

দীনবন্ধু দয়া ক'রে পুরাও বাসনা, ঘুচাও নাথ দয়া ক'রে অসার সংসারবন্ধন ॥৮৯৫॥ ত্রৈ, না, সা।

ঊনপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(১২) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮০০ শক। ইং ১৮৭৯ সাল।

বল রে দয়াময় হরি, আনন্দে নরনারী, আয় রে হরিনাম গুণ গান করি।

ভক্তিবিধানের এই পুণ্যসমীরণ, করিলে সেবন, জীব পাবে ত্রাণ, যাবে সুখ-মোক্ষধাম; আহা কি সুখের সমাচার শুনিলাম; শুনে হ'ল প্রাণ পুলকিত, হৃদ্‌পদ্ম বিকসিত, আশাতে আলোকিত পরিণাম; আর নাহি ভয় নাহি ভয়, বল জয় দয়াময়, পাবে নিশ্চয় অভয় চরণতরি।

হৃদয় নিকুঞ্জবনে, প্রাণবঁধুয়া সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাস-রসে (এবার বড় সাধ আছে মনে—আশা পূরাইব হে) প্রেমময়ের সহবাসে, বিরহজ্বালা দূরে যাবে। হরিপদ-মকরন্দে, (ক্ষুধা নিবারিব হে,—পদারবিন্দ মধুপানে) লীলারস সুধাগন্ধে, আমার মনভৃঙ্গ মজিবে। বহিবে মলয়ানীল, (সখার দরশনে পরশনে,) ফুটিবে প্রেমের ফুল, সুখসিন্ধু উথলিবে।

ভকত আঁখিরঞ্জন, প্রভুর প্রফুল্ল সুন্দর প্রেমানন। সেরূপ হেরি নয়নে, (অপরূপ রূপমাধুরী হে) মগন হইব ধ্যানে, মাতিব আনন্দ-সুধাপানে। বাহু প্রসারিয়ে ব্যাকুল হইয়ে ধরিব সখার শ্রীচরণ; হিয়ার ভিতরে, অনুরাগভরে, দিব গাঢ় প্রেম আলিঙ্গন। (আবেশে বিভোর হ'য়ে)।

কিবা ভক্তজন সঙ্গে করি, দশ দিক্ আলো ক'রি, আসিছেন স্বাধ বন্ধুগণ! (ভক্তবৃন্দে সঙ্গে ল'য়ে) (স্বর্গ মর্ত্ত্য অ্যাক হ'ল) আগুসারি যাই চল, গাই গীত সুমঙ্গল, আদরে করি হে বরণ; (প্রেম উপহার দিয়ে) (অ্যামন দিন আর হবেনা হে) ভক্তি কমলাসনে, বসা'য়ে

অতি যতনে, প্রাণনাথের পূজি শ্রীচরণ। (চল চল দিন ব'য়ে গ্যাল) (সব সুহৃদে মিলে)

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ আনন্দঘন; (মন মজিল রে,—রূপ নেহারিয়ে) এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞ্জন। (ও ভাই অ্যামনরূপ তো দেখি নাই) কিবা ভক্তসঙ্গে ভকতবৎসল, দেখে জনম হ'ল সফল, হরি বল। হরিনাম-রস-মদিরা-পানে, আজ মাতিব নাম সঙ্কীর্ত্তনে, বন্ধুগণে, (লোকভয় পরিহরি হে) লোকে যে যা' বলে যা'ক ব'লে, আমরা নাচি গাই হরি ব'লে, বাহু তুলে। (স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে)

য্যান চিরদিন এমনি ভাবে, তব প্রেম সুধার্ণবে, ডুবে থাকি হে দয়াল শ্রীহরি ॥৮৯৬॥ ত্রৈ, না, সা।

পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(১৩) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮০১ শক ইং ১৮৮০ সাল।

আয় রে মা ব'লে আয় জননীর কোলে।

এ দুঃখের ভার, বহিবি কত আর, পাপানলে মরিবি জ্বলে।

রোদন সম্বর ধর, স্নেহ দুগ্ধ পান কর, মলিন হ'য়ে পাষাণ হৃদয়ে, থেকনা আর মায়েরে ভুলে।

রোগ শোক মরণে, অনুতাপ-দহনে, কে দিবে রে সান্ত্বনা। মা বিনে সন্তানের ব্যথা আর তো কেহ জানেনা। স্নেহ আলিঙ্গনে প্রেমসুধা দানে, করিব মোচন, পাপবন্ধন, (আয় রে অবোধ জীব) হীন মলিন বাসনা।

স্বর্গধামে যাবে, অমর হইবে, করিবে অমৃত পান, দেবগণসনে

মিলে অ্যাকতানে, গাইবে আমার নাম। (সদানন্দ মনে) (দয়াময়ী ব'লে)

ভক্তজন সহবাসে, বসিয়া আমার পাশে, শুনিবে মধুর উপাখ্যান। (অপরূপ কথা রে) আমার শুভ নিয়মে, যুগে যুগে নানাস্থানে, হ'য়েছিল যে সব বিধান। (জীব উদ্ধারিতে হে)।

শুনিবে অপূর্ব্ব কথা, অমৃত সমান, নানারসপরিপূর্ণ নূতন বিধান। (বর্ত্তমান যুগে রে) শুনে প্রাণ শীতল হবে, হৃদয়ে স্বর্গ দেখিবে, পুরিবে সকল মনস্কাম।

উত্তর।

এস এস, এস মা আনন্দময়ী, ব'স হৃদয়-কমলে। (স্বর্গরাজ্য সঙ্গে ক'রে গো) (ভক্তবৃন্দে সঙ্গে ল'য়ে গো) মোরা হইনু পরম সুখী, তব আগমন দেখি, প্রাণভ'রে ডাকি মা ব'লে। লইনু শরণ মাতঃ, চিরজীবনের মত, স্থান দাও চরণতলে ॥৮৯৭॥ ত্রৈ, না, স্য।

একপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(১৪) নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৮০২ শক ইং ১৮৮১ সাল।

চেয়ে ভ্যাখ্‌রে ভাই, কি শোভা আহা মরি।

বহুদিন পরে, আবার দয়া ক'রে, পাপীর ঘরে ঘরে প্রেম ভক্তি বিলাচ্ছেন প্রেমময় হরি।

দেখে কলিতে মহাপাপের বিলাস, জ্ঞান, অভিমান দুরাচার অবিশ্বাস; বিধি পাঠালেন শুভক্ষণে, নব ভক্তিবিধানে, ভারত-ভূমে; এলেন আপনি ভক্তদল সঙ্গে করি।

সময়ের শুভ লক্ষণ, অ্যাকবার কর হে কর অবলোকন। পতিত-

পাবন হরি, পাপীর কেশেতে ধরি, উদ্ধারিছেন দিয়ে শ্রীচরণ। (আর ভয় নাই ভয় নাই,—কলিকালের জীবের).

লীলারসময় হরি, (আমার) অতুল গুণনিধান, (শ্রবণে নয়ন ঝরে) যুগে যুগে জীব তরাইতে পাঠান নববিধান। আর থেকনা হে ঘুমাইয়ে, অভিমানে অন্ধ হ'য়ে, প্রভু দ্বারেতে দণ্ডায়মান। লও হে আদর করি, বসাও চরণে ধরি, নিরখি জুড়াও প্রাণ। (অনুপম রূপ)

ধন্য ধন্য সচ্চিদানন্দ দয়াময়! ভবভয়হারী। দয়াল কাণ্ডারী, দীনবন্ধু হরি। খাথাইলে কত রূপ-রসমাধুরী; হরি হে, হে, হে, ওহে হরি! (চিদানন্দের লহরী) (ভক্তসঙ্গে স্বর্গে ব'সে হে) যাহা দেখেছি এ পাপ জীবনে, (তা'তো ভুলিবার নয় হে) শুনেছি আপন কাণে, (তোমার মুখের কথা হে) বলিব নির্ভয় মনে বদন ভ'রি। (স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ ক'রে হে) যা শুনেছি গোপনে ব'লব বাজা'য়ে ভেরী; (তোমার গুণের কথা হে) দেশে দেশে ঘরে ঘরে হে) আমরা লোক নিন্দা অপমানে নাহিক ডরি; (তোমার আশীর্ব্বাদে হে) পেটে খেলে পিঠে সয় হে) তুমি দিয়েছ যে শ্রীচরণ, (নিজ গুণে দয়া ক'রে হে) দেবের দুর্লভ ধন, (অমূল্য পরশমণি হে) হায় এ প্রাণ থাকিতে তা'কি লুকা'তে পারি। (হৃদয়ে অঙ্কিত আছে· সে তো লুকাবার নয় হে) (আমরা পাপী হ'য়েও হে) কত শুনালে নূতন কথা করুণা ক'রি; দীননাথ নাথ, নাথ, নাথ হে! কি আর বলিব তোমায় প্রণাম করি; (লুটায়ে চরণতলে হে) ॥৮৯৮॥

ত্রৈ, না, সা।

দ্বাপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(১৫) নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৮০৩ শক ইং ১৮৮২ সাল।

এবার গাও রে ভাই, আনন্দে আনন্দময়ী জননীর জয়।

গাও রে,—গাও রে, সঘনে গভীর নাদে,—বাহুতুলে উর্দ্ধমুখে—ঈশা মুশা শ্রীগৌরাঙ্গের জয়—জনক নানক মহম্মদের জয়,—শাক্য ধ্রুব প্রহ্লাদের জয়,—শিব শুক নারদ ঋষির জয়—বদনভ'রে গাও গাও রে,—রাজরাজেশ্বরীর জয়।

নববিধানের জয়রবে, উন্মত্ত কর সবে, নূতন ভাবে; বল বল হে বল ভক্তবৃন্দের জয়।

রচিলেন ভগবান্ উদার নববিধান, যা'তে হবে জগতের ত্রাণ; গাঁথিয়া ভকত্হার, দিলেন প্রেমউপহার, বিনাশিতে ভেদাভেদ জ্ঞান।

(গুণের সাগর হরি হে) (প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধু)

মিসে নবভাবে, সাধুর স্বভাবে, লভিয়ে তাঁ'দের অংশ; উদিল ভারতে বিধির কৃপাতে, নবীন ভারতবংশ; (আহা মরি মরি মরি !)

দেব অংশেতে অবতরি, প্রেমসুরা পান করি, বল হে হরি; পরি হরি লোকলাজ ভয়, গাও সবে মায়ের জয়, নববিধানে হ'ল ধর্ম্মসমন্বয়।

জয়! জয়! জগৎজননী ব'লে যোগবলে চল প্রেমধাম।

হবে স্বশরীরে স্বর্গলাভ পূর্ণ মনস্কাম।

নববিধান নিশান তুলে গাও মায়ের নাম।

(হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে হে) সুধামাখা আনন্দময়ী জননীর নাম।

যদি দীনজনে, (দীন দয়াময়ী মা) দয়া করে, এলি মা সপরিবারে, তবে ভক্তগণ সঙ্গে হৃদে থাকো অবিরাম।

ওমা তোর প্রেমে পাগল হ'য়ে, প্রেম ভক্তি বিলাইয়ে, জীবন দিয়ে মোরা হইতে পারি য্যান মৃত্যুঞ্জয় ॥৮৯৯॥ ত্রৈ, না, সা।

ত্রয়োপঞ্চশত্তম মাঘোৎসব।

১৬ নং নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৮০৪ শক। ইং ১৮৮৩ সাল।

(তেওট) তোরা আয় রে নববৃন্দাবনে, নবলীলা করি দরশন।
নব বিধানের হরি, কতরূপে ভুলাইছেন ভক্তের মন।

(লোফা) অশান্তির হলাহলে, বিষয়বাসনানলে, জর জর হ'ল রে জীবন; (আর যে সহেনা সহেনা) চল জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়, হেরি প্রেমময়ের প্রেমানন।

ঐ শোন ডাকিছেন সুমধুর স্বরে; (প্রাণসখা হরি হে)—মাভৈ-র্মাভৈঃ রবে,—অবিরত প্রেমভরে,—আয় আয় আয় ব'লে) (ঈশা গৌর সবাই ডাকে) ভয় নাই ব'লে হে,—(ব্রহ্মানন্দ কেশব ডাকে) কাঙ্গাল জনে দয়া করি ডাকিছেন দয়াল হরি, থেকনা ভাই নিরাশ অন্তরে। (ফিরে যেওনা হে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে)

(খ্যামটা) জয় জয় বিশ্বপতি, জয় হরি দয়াময়! সুখে দুঃখে রোগে শোকে হউক তোমারি জয়। যা'কর তাই ভাল, কি আঁধার কিবা আলো; সম্পদে বিপদে য্যান তব পদে মতি রয়।

কখন বিষাদ ভরে, কাতর অন্তরে, ভাসি শোক অশ্রুনীরে তব পদে হ'য়ে লয়; কভু আনন্দ উৎসবে, প্রেমরসে মাতি সবে, সিংহরবে বলি হরি, পরিহরি লাজ ভয়।

(দশকুশী) তোমা পানে চেয়ে হরি, আহ্লাদসাগরে ভাসি নাচি গাই মিলে ভক্তদলে; (কোলাকুলি গলাগলি) (প্রাণে প্রাণে

অ্যাক হ'য়ে,).আবার চাহিয়ে আপনার পানে, কাঁদি হে আকুল প্রাণে ভ্রাতৃপ্রেম বিরহ অনলে। (কোথা গ্যাল ব'লে হে—ভাই বন্ধু সব কোথা গ্যাল) আমরা হাসি কাঁদি হে, আবার কাঁদি হাসি হে—হাসিতে হাসিতে কাঁদি, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি।)

য্যাম্‌নে নাচাও নাচি,—হাসি কান্না সব মিছে,—সুখ দুঃখ সব মিছে (কেবল তুমিই সার হে)

অ্যাখন ভবলীলা ফুরাইল, প্রেমদাসে দয়াকরে দাও শ্রীচরণ ॥১০০॥

ত্রৈ, না, সা।

---

*সপ্তমপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(১৭) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮০৮ শক। ইং ১৮৮৭ সাল *

(তেওট) অমর নগরে চল যাই। এস এস ভাই।

আছেন যথা ব্রহ্মানন্দ, ঈশা গৌর ভক্তবৃন্দ, আর যত মহন্ত গোসাঞী; মিশে যোগবলে, সেই দলে, হরিণাম গুণ গাই।

(একতালা) বড় সাধ মনে, নিরখি নয়নে, সে অমর পরিবার;— হৃদয় বেদনা, মরম যাতনা পাশরিব হে এবার।

আহা প্রিয়দরশন, দেব দেবীগণ, করে প্রেম বিনিময়; মধুর মিলন মধুর বচন সব য্যান মধুময়। কেহ কা'রো গলে, ধরি কতূহলে দ্যায় প্রেম আলিঙ্গন; বুকে চেপে ধ'রে, পুলকে শিহরে, আনন্দে করে রোদন। আহ্লাদে গ'লিয়া কোলে মাথা দিয়া, কেহ মৃদু মৃদু হাসে; কেহ ভক্তিভরে প্রণিপাত করে, পরস্পরে ভালবাসে। কেহ

* ১৮০৫, ১৮০৬, ১৮০৭ শক ইং ১৮৮৪, ১৮৮৫, ১৮৮৬ সাল আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহন এবং ব্রহ্মমন্দিরের বেদী সম্বন্ধে মতভেদ জন্য এই তিন বৎসর নগর সঙ্কীর্ত্তন হয় নাই। প্রঃ

কা'রে ধ'রি, তোলে কাঁধে ক'রি, নাচে হরি হরি ব'লে; ভকতে ভকত, করে সেবা কত, প্রেমানন্দে ঢ'লে ঢ'লে। প্রণয় প্রসঙ্গে, ভাবের তরঙ্গে, ভাসে বদনকমল; হরিলীলা কথা কহিতে কহিতে, আঁখি করে ছল ছল। হ'য়ে প্রেমে গদগদ, পূজে হরিপদ, হরিভক্ত সাধুগণ; আহা কিবা ভ্রাতৃভাব, সরল স্বভাব, কিবা নির্ম্মল জীবন। পলক বিচ্ছেদে, সারা হয় কেঁদে, নাহি ছাড়ে কেহ কা'রে; মিলে প্রাণে প্রাণে, অনন্ত মিলনে, ভাসে প্রেমপারাবারে। হরিপ্রিয় জনে, তুষিব ক্যাননে, এই ভাবে অনুদিন; হরিপ্রিয় কাযে, মানব সমাজে, অ্যাকবারে হয় লীন।

(লোফা) কত আর বলিব সে কাহিনী। (সে যে ফুরায়না, ফুরায়না,—হরিপ্রেমলীলা কথা) বলিতে বলিতে, শুনিতে শুনিতে, পোহায় জীবনযামিনী। (তবু ফুরায়না ফুরায়না) ভাল দ্যাখায়না দ্যাখায়না, ছোট মুখে বড় কথা; নরলোকে স্বর্গের কথা)।

তবু ক্যান বলিরে;—ক্যানই বা ব'লি;—প্রেমধামের প্রেমের কথা;—(আমি) ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে প্রেম উপজয়ে। (প্রেমময়ের নামে)

ও ভাই বল বল প্রেমের কথা শুনি ভাল ক'রে।

আহা! প্রেমনয়নে প্রেমের ছবি দেখি প্রাণ ভ'রে। তব প্রেম বিনা আর কিছু নাই, আমরা প্রেমের কাঙ্গাল প্রেম ভিক্ষা চাই; য্যান ভালবেসে হেসে হেসে যেতে পারি ম'রে!

কোথা পাবো প্রেম ওহে প্রেমের আধার।
কঠোর হৃদয়ে কর প্রেমের সঞ্চার।
ভক্তসঙ্গে প্রেমপরিবারে চিদাকাশে।
দাও স্থান এই ভিক্ষা মাগে প্রেমদাসে ॥৯০১॥ ত্রৈ,না, সা।

অষ্ট পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

(১৮) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮০৯শক। ইং ১৮৮৮সাল।

(তেওট) হাসিছেন আনন্দময়ী, হাসি হাসি ডাকিছেন মধুর স্বরে, আনন্দভরে।

মায়ের প্রেমনয়নে প্রেমাননে, অবিরত করুণা অমৃত ঝরে।

(লোফা) কোলে ল'য়ে ভক্তবৃন্দে, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দে, ডাকিছেন সকলে আদরে; মায়ের রূপের ছটায় জগৎ হাসে, রবি শশী হাসে সুনীল অম্বরে।

(দশকুশী) নিরখি মায়ের হাসি, আহ্লাদসাগরে ভাসি, হাসিছে প্রেমিক ভক্তগণ; (হাসি ধরেনা, ধরেনা,—ভক্তমুখে হাসি আর) কিবা হাস্যময় জল স্থল, আকাশ অবনীতল, হাস্যরসে মগন ভুবন।

কিবা মায়ের কোলে শিশু হাসে, কাননে কুসুম হাসে, হাসে সতী কুলের কামিনী; হাসে গিরি নদ নদী, নববন জলনিধি, বনে বনে হাসে বিহঙ্গিনী। (হাসি ধরেনা ধরেনা, প্রকৃতির মুখে)

(খয়রা) হাসিতে মিশা'য়ে হাসি, প্রেমানন্দে নাচি গাই।

বিবাদ বিচ্ছেদ, অসার প্রভেদ, অ্যাকেবারে সব ভুলে যাই। (প্রেমে মত্ত হ'য়ে)

ক্যান রে বিষন্ন মুখ, কিসের অভাব ভাই; আমরা মায়ের মা আমাদের আর কিছু ভাবনা নাই।

মায়ার ছলনে ভুলে, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই; মায়ের চরণে অনন্ত মিলনে আমরা থাকিতে চাই।

হাস রে এবার তবে, প্রাণ খুলে সবে ভাই; হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া গাইয়া, শান্তিধামে চ'লে যাই।

বৃথা মানে অভিমানী, হইতে আর নাহি চাই; ঘৃণা অপমান, দুঃখ অভিমান, অ্যাক হাসিতে উড়াই।

আনন্দময়ীর ছেলে হাস্‌রে এবার। (তোরা) মুখ ভার ক'রে থাকিস্‌নে রে আর।

ওরে মা আমাদের হাস্যময়ী, মায়ের প্রেম ভুবনবিজয়ী; ঐ ছাখ্‌ মায়ের প্রেমস্রোতে ভাসে জগৎ সংসার।

সব ভাই ভগিনীর মুখে, জননীর হাসি দেখে; প্রেমে গ'লে মায়ের কোলে হব অ্যাকাকার।

হৃদয়দুয়ার খুলে, আয় ভাই আয় চ'লে; হেসে হেসে মিষ্ট ভাসে, ডাক্‌ অ্যাকবার।

পেয়েছ মরমে ব্যথা, শুনে নিদারুণ কথা; অ্যাখন ভাল বেসে হেসে দূর কর দুঃখভার। মায়ের অভয় পদ বুকে বাঁধি, আনন্দ অন্তরে কাঁদি, হরি হরি ব'লে সবে হব ভব পার!

মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু, ঐ দ্যাখ্‌ দীনহীন কাঙ্গালের তরে॥৯০২॥ ত্রৈ, না, সা।

দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসব। *

(১৯) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮১৩ শক। ইং ১৮৯২ সাল।

চল যাই নব বৃন্দাবনে।

আনন্দ মনে, হরি হরি ব'লে বদনে।

ঐ দ্যাখা যায় নব উষা, নবভারত গগনে।

* ১৮১০, ১৮১১, ১৮১২ শক ইং ১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯১ সাল, নববিধান সমাজের প্রচারক মহাশয়দের মধ্যে মত-ভেদ ও বিবাদ জন্য, তিন বৎসর নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয় নাই। গ্রঃ

নবীন মুরতি ধরি, করেন যেখানে হরি, নবলীলা ভকত সনে; সেরূপ আনন্দঘন, যোগীহৃদয়রঞ্জন, নেহারিব নব নয়নে।

নবীন বৈরাগীবেশে, নবভক্তি প্রেমাবেশে, নবরাগে নব রসোল্লাসে; (নবদেব দরশনে,—চল যাই, যাইরে) ল'য়ে নব ভালবাসা, নবোদ্যম নব আশা, নবোৎসাহে নবীন বিশ্বাসে। (চল চল যাইরে—প্রাণ সখার দরশনে) বিধান নিশান ধরি, বাজা'য়ে বিজয় ভেরী, নরনারী মিলে অ্যাক প্রাণে; (চল চল যাইরে) নিরখি সখার মুখ পাসরিব ভবদুঃখ, মাতিব আনন্দসুধা পানে।

কিবা নবরসে রঞ্জিত, নবভাবে শোভিত, আকাশ অবনী জল স্থল; নব নিরমলাকাশে, নবীন নীরদভাসে, হাসে নব দামিনী সকল।

কিবা নব রবি শশী তারা, বরষে আনন্দধারা, নবরাগে করে ঝলমল; নব বসন্ত সমীরে, নাচিতেছে ধীরে ধীরে, নদী সরোবর সিন্ধুজল।

প্রকৃতি নবযৌবনে, সাজিয়ে নব ভূষণে, সপ্ত সুরে গা'য় হরিনাম; নবকিশলয়ে সাজি, তরু লতা বনরাজি, বিকাশে নব কুসুমদাম। (আহা কিবা শোভারে)

হরির কৃপায় সবে, জীবন্মুক্ত হ'য়ে ভবে, প্রবেশিব নব-জীবনে ॥৯০৩॥ ত্রৈ, না, সা।

ত্রিষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(২০) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮১৪ শক। ইং ১৮৯৩ সাল।

" (তেওট) ও ভাই দ্যাখ রে, অন্তরে বাহিরে চিদানন্দের লীলা-লহরী। নব ভাবে, নবযুগে, করিছেন লীলা হরি।

(লোফা) দেবনিশ্বাস পবন, বহিতেছে ঘন ঘন, ভীমনাদে হুঙ্কার করি; শুনি জয় ব্রহ্মনাম, রোমাঞ্চিত বিশ্বধাম থরহরি—নাচিছে অমরবৃন্দ চিন্ময় নিশান ধ'রি। (জয় জয় ব্রহ্ম ব'লে রে)—(ব্রহ্মানন্দে মত্ত হ'য়ে)।

(বড় দশকুশী) সঙ্গে ল'য়ে দেবগণ, ভবসিন্ধু মন্থন—করিছেন লীলারসময়; (আর নাহি ভয় নাহি ভয়,—স্বর্গরাজ্য সমাগত) উঠিছে তাহে অমৃত, পাইছে জীবন মৃত, হই'ছে মহাযুগপ্রলয়। (জয় দয়াময়, দয়াময়)।

যুগধর্ম্ম মহালীলা, অনন্তের লীলা খ্যালা, এ তো ভাই মানুষের নয়; (জয় দয়াময় দয়াময়,—তোমারি ইচ্ছার জয়)। প্রেমের বিজলী জ্বলে, আকাশে অবনী তলে, ব্রহ্মকৃপাসমীরণ বয়। (ভারতশ্মশানে) —(জয় ব্রহ্ম জয় বলরে)

(লোফা) নীরবে প্রশান্ত মনে, ধ্যান-স্তিমিত লোচনে, দিব্য জ্ঞানে কর দরশন;—প্রলয় ল'ক্ষণ, (ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে) মহাবিপ্লাবন;—(দেশে দেশে ঘরে ঘরে) ঘুরিছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, এ মহাকাণ্ড মহাশক্তি করিছে গর্জ্জন; কাঁপে ত্রিভুবন অনুক্ষণ;— (মহাবেগে মহাবনে) বিধির বিধানে, হ্যার সর্ব্বস্থানে, মহাযোগ প্রেম সম্মিলন।—(আর সেদিন নাই, ভাব্ নাই—যুগান্তরে রূপান্তর) অভিমান তেয়াগিয়ে, সভয়ে ভক্তিবিস্ময়ে, হরিপদে লও রে শরণ (হ্যালা কোরনা কোরনা,—পাপের কুমন্ত্রণা শুনে) (অ্যামন দিন আর হবেনা)।

(একতালা) ও ভাই গুণের সাগর আমার হরি প্রেমময়। যাঁ'র কৃপাবলে হ'ল ধর্ম্ম সমন্বয়। (জগৎ উদ্ধারিতে রে)

দেশ দেশান্তরে ছিল যত, কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী ভক্ত; ও রে

আমাদের লাগি সবাকার অভ্যুদয়। (যুগ যুগান্তরে রে) ও রে কোথা ছিল গৌর ঈশা, জনক নানক শাক্য মুশা; মাভৈঃ রবে, এসে সবে, দিলেন অভয়। (ভাই ব'লে কোলে নিয়ে রে) (সবই হরির লীলারে) যত শাস্ত্র যত ধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম; সকলের সার মর্ম্ম অ্যাকে হ'ল লয়। (জয় ব্রহ্ম জয় বল রে)।

(খয়রা) আমরা তাঁহারি, সব নরনারী, কেহ নহে কা'রো পর; অ্যাক ব্রহ্মরূপ, হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিতেছে নিরন্তর।—তবে আর ক্যান ভাই, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই; এস প্রেমে গ'লে অ্যাক হ'য়ে যাই। ছোট কথা নিয়ে, হীনমতি হ'য়ে, মিছে ক্যান কাল হরি; উদার হৃদয়ে অনন্তে ডুবিয়ে, স্বর্গরাজ্য ভোগ করি। (তাঁহারি জয় হবে; তুমি আমি কোথা রব) (মনে মনে দ্যাখ ভেবে)

(খ্যামটা) আবার তা'রা—তারাই সবাই, এসেছে রে। যা'রা যুগে যুগে জগৎ মাতায় (তা'রা) দেশ কাল ভেদ ক'রে (তা'রা) শিব শুক নারদাদি (তা'রা) যাজ্ঞবল্ক্য জনক নানক (তা'রা) কবির শঙ্কর শাক্য (তা'রা) ঈশা মুশা মহম্মদ (তা'রা) ধ্রুব প্রহ্লাদ গৌর নিতাই (তা'রা) যোহন পিটার পল্ (তা'রা) রূপ রঘু রামানন্দ (তা'রা) সবে মিলে অ্যাক সাথে (তা'রা) সর্ব্ব ধর্ম্ম মিলাইতে (তা'রা) তা'রাই সবাই এসেছে রে—যা'দের হরি ব'লতে নয়ন ঝরে। (তা'রা)

(ছোট দশকুশী) ও ভাই চল চল মিশি ঐ দলে। মোরা নাচি গা'ই রে। (প্রেমানন্দে কেঁদে কেঁদে) (হরি ব'লে বাহু তুলে) ভক্তপদরেণু হ'য়ে, তৃণ গুচ্ছ দন্তে ল'য়ে; প'ড়ে থাকি হরিপদ তলে। (চিরদিনের তরে রে—অহঙ্কার পরিহরি) অনন্ত জীবন পথে, যাইব যাঁ'দের সাথে, নিরাপদে ব্রহ্মকৃপা বলে। (অ্যাকা যাবনা যাবনা—কুসঙ্গ পরিহরি)।

(একতালা) ঐ শোন শোন বন্ধুগণ; মহাসঙ্কীর্ত্তন। বসি দেবলোকে, আনন্দে পুলকে করে স্তব দেবগণ। গাইছে অমরবৃন্দ মধুর সুতানে, উথলি উঠিছে হিয়া অনন্তের পানে; ঘরে রবেনা, রবেনা, উদাস হৃদয় মোর)—উন্মত্ত হ'য়ে,—(সুধাময় সঙ্গীতে) শুনে জয় গান, নেচে ওঠে প্রাণ; বিমোহিতজগজ্জন। চারি ধারে ভক্তবৃন্দ, মাঝখানে শ্রীহরি; সুরে সুর মিলাইয়ে বলে হরি হরি। (আহা মরি মরি—ভক্তসঙ্গে ভগবান) সুরবালাগণে, আনন্দ বদনে, করে পুষ্প বরষণ।

স্তব।

(ঝাঁপতাল) জয় জয় নিরঞ্জন, পরব্রহ্ম সনাতন। (জয় জয় হে—তুমি সর্ব্বদেবময় হরি) তুমি বেদ তুমি ধর্ম্ম, তুমি শক্তি তুমি কর্ম্ম, তুমি সর্ব্বমঙ্গলনিদান; যুগে যুগে তুমি হরি, ভক্তহৃদে অবতরি, প্রচারিলে নূতন বিধান। তুমি বিধি তুমি তন্ত্র, তুমি গুরু তুমি মন্ত্র, তুমি আদি তুমি অন্ত হে; তুমি প্রেম তুমি পুণ্য তুমি সিদ্ধি তুমি পূর্ণ; অনাদি তুমি অনন্ত হে। তুমি ব্রহ্ম তুমি হরি, জননী জগদীশ্বরী, তুমি পিতা মাতা বন্ধু হে; তুমি স্বর্গ তুমি শান্তি, তুমি গতি তুমি মুক্তি, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু হে। ধন্য তব পুণ্য নাম, গোক স্বর্গ ভবধাম, তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! হে; প্রেমদাস সকাতরে, যাচে কৃতাঞ্জলি করে, দাও তাঁরে পদে স্থান হে ॥৯০৪॥

ত্রৈ, না, সা।

চতুঃষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(২১) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮১৫ শক। ইং ১৮৯৪সাল।

(তেওট) তোরা আয় রে ভাই, ব্রহ্মসাগরসঙ্গম মহাতীর্থে, যাই।

ব্রহ্মকৃপার হিল্লোলে, বিজয় নিশান তুলে, প্রেমানন্দে ধাই; বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম গুণ গা'ই।

যে তীর্থে গৌর ঈশা, মহম্মদ শাক্য মুশা, শঙ্কর নারদ যোগী ঋষিগণ; আনন্দে করেন অবগাহণ; সেথা জয় জয় ব্রহ্মনাম, উঠিছে অবিরাম, কাঁপে বিশ্বধাম; ব্রহ্মানন্দে মিশেছে সবে অ্যাক ঠাঁই।

(খয়রা) সেই পুণ্যতীর্থ জলে, চল রে সকলে, স্নানাবগাহন করি; (জ্বালা দূরে যাবে রে;—অনন্ত শান্তির জলে) ধুয়ে পাপ-রাশি, যোগানন্দে হাসি, বলি শান্তি শান্তি শান্তি হরি। (জীবন্মুক্ত হ'য়ে) হরিপদতলে, মিশে ভক্তদলে, হব অ্যাক পরিবার; (ভেদা-ভেদ ভুলে রে,—হরিপ্রেমানলে গ'লে) নিরখিব সুখে, সবাকার মুখে অ্যাক ব্রহ্ম প্রাণাধার। (প্রতি ঘটে ঘটে)

(লোফা) যিনি বেদে ব্রহ্ম তিনিই পুরাণে শ্রীহরি; অ্যাকেতে অনন্ত রূপ ছাখ প্রাণ ভ'রি। (খণ্ড কোরোনা, কোরোনা;—অখণ্ড সচ্চিদানন্দে) জ্ঞাননেত্রে পিতারূপে ছাথ রে তাঁহারে; আনন্দময়ী মারূপে ছাখ হৃদাধারে। (বিধান আলোকে রে;—নব ভাবে নব বেশে।)

(দশকুশী) কর্ম্মজ্ঞান যোগ ভক্তি, বেগবতী শ্রোতস্বতী, মহাযোগে হইল মিলন; (প্রেমে পুণ্য পুণ্যে প্রেম, গৃহধর্ম্মে তপ-বনে)—(চল যাই, যাইরে;—ব্রহ্মসাগরসঙ্গমে) আনন্দ লহরী তা'তে, উঠিছে করুণা বাতে, নাচিছে তরঙ্গ অগণন! (কিবা শোভা মরি রে;—মহাভাবময়ী লীলা।)

(খয়রা) নাচে নরামরবৃন্দ, মিশে প্রাণে প্রাণে। গলাগলি করি, বলে হরি হরি, মাতি নব সুরাপানে। উড়িছে বিধান নিশান, অনন্ত আকাশে; লোহিত বরণে তা'র, স্বর্গ মর্ত্ত হাসে। (হাসি

ধরেনা, ধরেনা;—ব্রহ্মাণ্ড উদরে হাসি আর) ভক্তমুখে ভগবান্ হাসেন আনন্দে, নাচেন আনন্দে কোলে ল'য়ে ব্রহ্মানন্দে; (ভীম নাদে গা'য় সবে জয় জয়! জয় রবে) মহাসম্মিলন, মহাসঙ্কীর্ত্তন নূতন বিধানে।

(তেওট) যুগধর্ম্ম নববিধানে, অ্যাক জ্ঞানে অ্যাক প্রাণে, এস মিশে যাই; পিতার প্রেমরাজ্যে কিছু ভেদাভেদ নাই—হরি দয়াময় লীলাময়; দাও সবে বরাভয়, এই ভিক্ষা শ্রীপদে য্যান স্থান পাই ॥৯০৫॥

ত্রৈ, না, সা।

পঞ্চষষ্টিতম মাঘোৎসব।

২২নং নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮১৬ শক। ইং ১৮৯৫ সাল। *

তেওট—দ্যাখ দ্যাখ রে! আকার জাগিল মৃত ভারতশ্মশান। ব্রহ্মকৃপাসমীরণে, লোহিত বরণে, নাচে আনন্দে নববিধান নিশান। স্বয়ং শ্রীহরি সঙ্গে ল'য়ে দেবগণ, এলেন করিতে ভবের ভার হরণ; "উঠ জাগ রে!" ব'লি সবে, ডাকিছেন মাভৈঃ রবে, কাঁপা'য়ে ভুবন; শুনে পুলকিত হয় প্রাণ মন—চল চল রে চল ভাই, হরিদরশনে যাই, গা'ই বদন ভ'রিয়ে হরিনাম গান।

খয়রা—ঐ বাজিছে মধুর মধুর স্বরে সখার মোহন বাঁশী (রে)। পশিছে মরমে প্রেম-সুধা রাশি রাশি (রে)। মধুর মুরলী রবে, পরাণ আকুল রে; রবনা রবনা ঘরে হব বনবাসী(রে)। (নববৃন্দাবনবাসী রে)। শুনি যে মধুর ধ্বনি, গৌর সন্ন্যাসী রে; ঈশা পদের ভিখারী, কেশব মোহিত রে।

---

* এ বৎসর আর একটী গান বাঁধা হইয়াছিল, গাওয়া হয় নাই।

কোথা প্রাণনাথ ব'লে, ছুটে চ'লে যাব রে; জাতি কুল লাজ ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি রে। হরি আমার প্রাণপতি, হৃদয়ের স্বামী রে; সঁপিয়ে জীবন তাঁ'র, দাস হ'য়ে রব রে। আবেশে বিভোর হ'য়ে, পসারি দু বাহু রে; হিয়ার মাঝারে তাঁ'রে, দিব আলিঙ্গন রে। প্রেম অশ্রুজলে, পাখালিব শ্রীচরণ রে; দরশনে পরশনে পূরাব বাসনা রে।

একতালা—তোমা বিনা হরি, ক্যামনে প্রাণ ধরি, অ্যাকাকী ভব গহন কাননে। কে আমার বল আমিই বা কা'র, সব অসার; তাই ভাবি মনে মনে। আর রব কত দিন, হ'য়ে শান্তিহীন, পাপের অধীন, ভুলে মায়া প্রলোভনে।

ল'য়ে যাও নব বৃন্দাবনে, কাঙ্গালজনে, হরিভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশব সনে; হায় আমি যে দুর্ব্বল, (দয়া কর কর হে,—পাপী ব'লে) বিহীন সম্বল, দাও হে কৃপাবল্; মাগি ভিক্ষা ও চরণে॥৯০৬॥ ত্রৈ, না, সা।

ষষ্ঠষষ্টিতম মাঘোৎসব।

২৩ নং নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৮১৭ শক। ইং ১৮৯৬ সাল।

(লোফা) আহা মরি মরি, হরি হরি হরি! কি সুখের সেই নববৃন্দাবন
জাগিছে মরমে সদা, মনে হ'লে প্রাণ করে ক্যামন।

হায় কবে ছিন্ন হবে, বাসনা বন্ধন: প্রাণভরে নেহারিব, মহাযোগ সম্মিলন—(প্রেম)—(শ্রীনববৃন্দাবনে)

(খয়রা) ঈশা মহম্মদ, দাউদ নারদ, শাক্য শিব শঙ্কর; (অমর যত হে—অমরধামে) জনক নানক, শুক যাজ্ঞবল্ক্য, বাসুদেব বিশ্বম্ভর। (গৌর সুন্দর)

(সবে) ব্রহ্মানন্দসনে, মধুর মিলনে, করে মহাসঙ্কীর্ত্তন; (সখ্যভাবে মিলে হে,)—(প্রেমে গ'লে)—(নাচে গা'য় হরি ব'লে)

শুনি সে সুরব, দেব মানব; নবরসে নিমগন। (বিমোহিত হ'য়ে

(দশকুশী) ঐ যে বাজিছে মধুর মৃদঙ্গ; (কিবা তালে তালে হে)—শুনে প্রাণ নেচে ওঠে—(শোন শোন শোন হে) (তাথই তাথই রবে) গাইছে প্রেমিকগণে, প্রফুল্ল হাস্য বদনে, নাচিছে য্যান মত্ত মাতঙ্গ। (প্রেমে গর গর হে) মিশে ঐ ভক্তদলে, গাও ভাই আজি সকলে, উথলিয়া প্রেমতরঙ্গ। (গাও গাও গাও রে)

(কিবা) প্রেমজমুনাজলে, করে কেলী ভক্তদলে, কত লীলা কত রস রঙ্গ; (দ্যাখ দ্যাখরে)—প্রেমনয়ন খুলি—(শ্রীনববৃন্দাবনে) তরঙ্গ তুফানে তা'র, আকুল বিশ্বসংসার, পরশে পুলকিত অঙ্গ।

(ঠ্যাকা) (আমি) কবে যাব সেই মধুপুর, আর কত দূর। যথা সামঞ্জস্য, শান্ত দাস্য; সখ্য বাৎসল্য মধুর। (নববিধানে)

যুগধর্ম্ম সমন্বয়, নববিধান বিভুর; যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম চা'র সুরে অ্যাকসুর। (নববিধানে)

(দোলন) তোমার ঐ নিত্যধামে, প্রমত্ত ভক্তগণে, নাচে গা'য় প্রেমানন্দে অনুদিন; অ্যাক হ'য়ে প্রাণে প্রাণে, অ্যাক ধ্যানে অ্যাক জ্ঞানে, আছে চিদানন্দরসে বিলীন।

প্রকৃতির নিয়তি; জীবনের গতি, সহজে ধাইছে তোমাপানে; কিন্তু করোমদোষে, বিষয়বাসনাবশে, পঞ্চভূতময় দেশেতে টানে।

ধর হে ধর ধর, কৃপাবল দান কর, সঞ্চার মৃত দেহেতে জীবন; জয় দয়াময় ব'লে, স্বধামে যাই চ'লে, কাটি সংসারমায়াবন্ধন।

নববিধানের তরী, সুখে আরোহন করি; উড়া'য়ে নববিধান নিশান; তোমার ঐ কৃপাস্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে, যাইব করি হরিণাম গান। (নদীযথা সিন্ধুপানে)

(ঝাঁপতাল) দেবদেবীগণ সঙ্গে, নবলীলারসরঙ্গে, আনন্দে

করিছ বিহার; (হরি হে) (নিত্য নব নব বেশে,— নব ভাবে নব রসে) নাহিক তথা ভেদাভেদ, অ্যাক ধর্ম্ম অ্যাক বেদ, মহাযোগে সবে অ্যাকাকার, (হরি হে)

যুগল মূরতি তব, (পিতা মাতা অ্যাকাধারে) প্রেমলীলা অভিনব, নিরখি জুড়াব নয়ন; (হরি হে)—গিয়ে নববৃন্দাবনে,—আমার বড় সাধ আছে মনে,—নবভক্তি নবপ্রেমে, নবীন আশা উল্লসে,— পাইব আমি নবজীবন। (হরি হে)—নিরখি যুগল রূপ, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ॥৯০৭॥ ত্রৈ, না, স।

সপ্তষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(২৪) নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৮১৮ শক। ইং ১৮৯৭ সাল।

(তেওট) সদানন্দে, চিদানন্দময়ী মা নাম, গাও গাও ভাই সবে। মা আমাদের, আমরা মায়ের, তবে কি ভয় ভাবনা ভবে। (আ রে)

(লোফা) গাইছেন ভক্তবৃন্দ, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দ, সমতানে সুমধুর রবে; (দেবসভামাঝে হে)—(আহা মরি মরি!) শুনি সে সঙ্গীত-ধ্বনি, করে জয় জয় ধ্বনি, সুরনরগণে ভীম রবে। (জাগাইয়ে সবে হে)—(লোকলোকান্তরে) (হায়) প্রেমে গ'লে, হরি ব'লে ঐ দলে মিশিব কবে। (সে দিন কবে হবে হে) (হরিবোল ব'লে হে)

(খয়রা) চল চল ভাই, মা'র কাছে যাই, নাচি গাই প্রেমভরে; (গিয়ে) অমর ভবনে, দেবদেবীসনে, হেরি তাঁ'রে প্রাণ ভ'রে। থাকিবনা আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে; যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দধামে; (আর রবনা রবনা;—দেহপুরবাসে) সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান, কেবল্ দুদিনের তরে।

মহামিলনসঙ্গীত গাইব সকলে, ব'সি মা অনন্দময়ির শ্রীচরণ তলে; (সুরে সুর মিলাইয়ে) (অ্যাক হৃদয় হ'য়ে) অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, বিহরিব লোকান্তরে।

(একতালা) (দেব)—নিশ্বাসে, উচ্ছ্বাসে, চিদাকাশে উঠেছে তুফান রে; ছুটিছে তরঙ্গে রঙ্গে নূতনবিধান রে। (কত) প্রেমের হিল্লোলে দোলে, বিজয় নিশান রে; (ব্রহ্মকৃপাসমীরনে) পরশে জাগিল কত প্রাচীন বিধান রে। (যা'র) নবলীলারসগন্ধে মৃতে পায় প্রাণ রে, অ্যাকতানে গা'য় মহামিলনের গান রে। (তাই) উদার হৃদয়ে করে আলিঙ্গন দান রে, হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান শিক বৌদ্ধ মুসলমান রে। কত নব বেদগীত নবীন পুরান রে, করিছে প্রচার নবভাব দিব্যজ্ঞান রে। মহাযোগ প্রেমলীলারস কর পান রে, ছাড় ছাড় অভিমান ভেদাভেদ জ্ঞান রে।

(খ্যামটা) জয় সচ্চিদানন্দ হরি দয়াময়! আর নাহি ভয়। হ'ল নূতন বিধানে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। জয় দয়াময়! লীলারসময়! অ্যাক ধর্ম্ম, অ্যাক ব্রহ্ম অখণ্ড অব্যয়; অ্যাক পরিবার নরনারী সমুদায়। (কেহ কা'রো পর নয় রে) বল জয় জয় পরব্রহ্ম অরূপ চিন্ময়। (দাঁড়াইয়া হিমালয়েরে) (বিজয় নিশান ধ'রে রে) (কাঁপাইয়ে বিশ্বধাম রে) বল জয় মা আনন্দময়ী জননীর জয়। (সুধামাখা) ॥৯০৮॥

ত্রৈ, না, সা।

অষ্টষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(২৫) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮১৯ শক। ইং ১৮৯৮ সাল।

(তেওট)—কি সুখে জীবন ভার, বহিবে বল আর, বহ্নি বাসনানলে সদা জ্বলে প্রাণ।

তাই বলি আয় আয় রে ভাই, হরিপ্রেমধামে যাই, হৃদয় জুড়াই ; সবে ভক্তিভাবে হরিগুণ গাই ; হেরি হরিরূপ নিরঞ্জন, ভুবনমোহন, আনন্দঘন ; করি আনন্দে হরিনামামৃত পান।

(লোফা)—ধন মান সুখলোভে, দুরাশা নিরাশা ক্ষোভে, বিফলে জনম ব'য়ে যায় ; (হায় ! হায় ! হায় রে) (কিছু হ'লনা, হ'লনা ;—ভবে এসে) সংসারে শান্তির আশা, আশুসুখ ভালবাসা, মরুভূমে মরীচিকা প্রায়। (আশা মেটেনা, মেটেনা ;—লালসা পিপাসা) সব জেনে শুনে, তবু পাগাগুনে, প'ড়ি অনলে পতঙ্গপ্রায়। (হায় হায় হায় রে)

(একতালা)—ত্রিতাপদহনে, মোহ প্রলোভনে, নীরস কঠিন হিয়া ; (শান্তি তাহে যে নাই রে)—(ভাল লাগেনা রে ;—কিছুই ভাল) (আপনাকেও) অমৃতে অরুচি, দেহ মন অশুচি, র'য়েছি পাপে ডুবিয়া। (কে উদ্ধারিবে) [পুনরায় দ্বিতীয় কলি]

(খয়রা)—যা হবার হ'য়েছে আর না, অ্যাখন চল চল। দন্তে তৃণ ল'য়ে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে, কেঁদে কেঁদে হরি হরি বল। (হরিদাসের মত) ঐ শোন শোন বাণী, (পিতা ডাকিছেন মধুর স্বরে) অভয়দায়িনী, পরিহর মোহকোলাহল ; আর ভয় নাই, বল বল রে ভাই, বল ব্রহ্মকৃপাহি কেবল। (হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবল)

(একতালা)—নিত্য পরব্রহ্ম শান্ত সাগর সমান রে। উঠিছে তাহাতে হরি লীলার তুফান রে। (নববিধানে) (কৃপা প্রভঞ্জনে) ভাসিছে প্রেমতরঙ্গে (ব্রহ্মনিশ্বাসে, গভীর উচ্ছ্বাসে) বহে ঘন ঘন আদেশ পবন ; হয় যুগপ্রলয়, ধর্মসমন্বয়, নূতন বিধানে মহা সম্মিলন— তাহে রূপান্তর হয় পাপী নর, পাইয়ে অমর নূতন জীবন। পর্ব্বত পাথার রে, আনন্দে ভকতবৃন্দ খেলিছে সাঁতার রে। কত নব ভাব

রস, অভিনব জ্ঞান রে, উথলি উথলি পড়ে নাহি পরিমাণ রে। (তা'র) জাগাইয়া বিশ্বজনে গাও জয় গান রে, উড়াও জগতে নববিধান নিশান রে ॥৯০৯॥ ত্রৈ, না, সা।

উনশপ্ততিতম মাঘোৎসব।

(২৬) নগরসঙ্কীর্ত্তন, ১৮২০ শক। ইং ১৮৯৯ সাল।

(তেওট) নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা, ডাকিছেন সবে স্নেহ আদরে।

তোরা আয় রে আয় ভাই, মায়ের কাছে যাই, গিয়ে প্রাণ জুড়াই; গাই আনন্দে মা নাম সমস্বরে।

(দশকুশী) আহা কি মধুর প্রীতি, অধম তনয়ের প্রতি, কত ক্ষমা, কতই করুণা; (দয়াময়ী মায়ের) (পতিত পাতকী জনে) পাপে তাপে রোগে শোকে, ইহলোকে পরলোকে, কত আশা কতই শান্তনা।

(আর ভয় নাই রে—মা আমাদের আমরা মায়ের)

(লোফা) মায়ের কোলে লুকাইলে, তাঁ'র মুখ নিরখিলে, দূরে যায় ভয় ভাবনা রে। (সেরূপ মনে হ'লে) (সব)

(দোলন) মা নামে পাষাণ গলে, দুনয়ন ভাসে জলে, উথলে হৃদয়ে প্রেমপাথার; নিরাশ অন্ধকারে, মা ব'লে ডাক্‌লে তাঁ'রে, অন্তরে হয় আশার সঞ্চার।

বিপদে সম্পদে, জননীর অভয় পদে, আকান্তে যে জন লয় শরণ; থাকে সে সদানন্দে, নির্ভয়ে নিরাপদে, করে সুখসাগরে সন্তরণ।

মাতৃপ্রেম সহজ সাধন, সহজে করে যে জন, সহজে যায় সে শান্তি-ধামে; যোগ যাগ কর্ম্মজ্ঞানে, শান্তি না হয় প্রাণে, মা—নাম ভরসা পরিণামে। (কেবল)

(খয়রা) সরল শিশুর মত, ডাকো মা ব'লে অনুদিন হে। (ডাকো মা মা মা বলে) (ভক্তিভরে সকাতরে) (বিনীত ব্যাকুল অন্তরে) মা যে কি ধন তা' অন্যে কেবা জানে রে; কেবল শিশুই চেনে মাকে, মা চেনে শিশু সন্তানেরে।

জ্ঞানী পণ্ডিতে যা', যা' বুঝিতে নারে; (বিজ্ঞানদর্শনে) শিশু সহজে তা' জান্‌তে পারে সহজ জ্ঞানে (দুধ-পোষা শিশু;—মায়ের মরম)

(খ্যামটা) মাতৃরূপে তাঁরে পেয়েছিল রামপ্রসাদ রে; ভক্ত রাজা রামকৃষ্ণ আর দেওয়ান্ রঘুনাথ রে।

চল ব্রহ্মানন্দ সনে, চিদানন্দ ধামে রে; চিন্ময়ী জননীরূপ হেরি প্রেম নয়নে রে।

চাহিলে তাঁহার পানে, তৃষিত হৃদয়ে রে; ঘুচিবে সকল গৃহ-বিচ্ছেদ বিবাদ রে।

(কাটা সওয়াল) জয় মা আনন্দময়ী—বল বদন ভ'রে রে। প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে, বে—নাচ গাও সকলে মিলে রে। আনন্দে উথাহু তুলে রে। ৯১। ত্রৈ, না, সা।

সপ্ততিতম মাঘোৎসব।

(২৭) নগরসঙ্কীর্ত্তন ১৮২১ শক। ইং ১৯০০ সাল।

(বড় তেওট)—মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে, পরিণামে সকলি মঙ্গল। হ'ল হরির জয়, সত্যের জয়, প্রেম পুণ্যের জয়, বিবাদ বিচ্ছেদ অধর্ম্মের পরাজয়; বল বল হে ব্রহ্মকৃপাহি কেবল।

(আশা ভরসা,) (বল বল বল হে, বদন ভ'রে বল হে)

(দশকুশী)—(আখন) এস ভাই প্রণয়ে গ'লে, প্রেমধামে যাই চ'লে, (হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে,—প্রাণে প্রাণে অ্যাক হ'য়ে—হরি হরি

হার ব'লে) ব ন ভবে প্রেম সাধন। (আর কি কা আছে হে, প্রেম বিনা—সংসার সবখানে) হৃদে ধরি হরিপদ, পান করি প্রেমমদ, দিব সবে প্রেম) আলিঙ্গন। (আ'নন্দে বিভোর হ'য়ে) (ভাসি প্রেম জলে) (আর কিবা আছে হে,—প্রেম বিনা)

(ঝঞ্ঝুটী)—(নব) ধামময় হরি, নব নব বেশ ধরি, ডাকিছেন ভক্তগণে, (মধুর স্বরে,—বাবে দাবা) আশাহত চিত্ত, হয় সঞ্জীবিত, তাঁহার আশা বচনে। (প্রাণনাথার, মধুর আশা বচনে), (তাঁ'র) প্রেমপারাবারে, আনন্দে বিহারে, অমর সাধু সকলে, (সদানন্দে,—তাঁ'রা ভাসে আর ভাল বাসে) (তাঁ'রা আর তো কিছু জানেনা রে, কেবল হাসে,)—পাপহরি ভব, অন্ধ বোবা সব, মিশে যায় সেই দলে। (আকা বকনা, যুবা—ভক্তসঙ্গ ছাড় থাকা) সে যায় তাই রে, স্বরা করি চল চল)

(খয়রা)—নবোদ্যমে কর নববিধান পালন, স্যাথাও জীবনে একাযোগ সম্মিলন ; দেখিতে এখানে যদি চাও স্বর্গধাম রে, সশরীরে (চর্ম্ম চক্ষে) তবে ভক্ত সঙ্গে মত্ত হ'য়ে গাও হরিনাম। (দিবস রজনী)

নীচে ভবধাম দিচ্ছে মায়ার বিথার রে, মানব জীবনে হরি করেন বিহার। (নরহরিরূপে) ভক্ত সমাজে থাক সর্ব্বক্ষণ রে, যথা ভক্তবৃন্দ তথা নববৃন্দাবন ; (ইহপরলোক) (ঐ দ্যাখ হে ! উড়্‌ছে বিধান নিশান ; আশা পবন-হিল্লোলে,—(অনন্ত আক . .) ধাইছেন ভক্তসখা বাঁধে ভক্তগণ। (বিধা থ)

(বাউলসুরাল)—সব . . বে প্যাল ; হরিদরশনে রে। (ঘুচিল নিরাশ নিশা রে—আশালোকে) জাগিল মৃত শ্মশান, শুনে আশাবাণী রে, (ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে রে) জয় রায় সচ্চিদানন্দ !—প্রেমানন্দ গাই রে।

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলে হে,—প্রেমানন্দে) ॥৯১॥ চৈত্র, মা সা।